শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনৌ জয়তাং।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুগত দাস

শ্রীরাধানাথ কাবাসী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

ধান্যকুড়িয়া

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—শ্রীবঙ্কবিহারী মণ্ডল।

ডাক-মাশুল ॥৵০ আনা। এই খণ্ডের মূল্য [illegible] আনা।

মূল্য কমাইয়া ১৲ টাকা করা হইল।

শুদ্ধিপত্র।

মহাত্মাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রথমে এই ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইয়া পরে গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৭৫	৭	দৈতে	হৈতে
১৫৭৪	১	নৃপমুখে	নৃপমখে
১৬১৪	২০	বিধর্ত্তুং	বিধর্ত্তুং
১৬৯৯	১০	যোড়শার্ণোঽয়ং	যোড়শার্ণোঽয়ং
১৭১১	১৫	নানরত্ন	নানারত্ন
১৭২৬	২০	ত	তদা
১৭৫৬	২	করি	করে
১৭৫৭	১৩	সকৃত্ত	সকৃত্তু
১৭৯৮	১৯	যত্থাদ্‌	দত্থাদ্‌
১৮২৭	১৩	বিক্ষোনৈবেদ্য	বিক্ষোর্নৈবেদ্য
১৮৪৮	৩	ও ক্ষয় বৃদ্ধি	ক্ষয় ও বৃদ্ধি
১৮৫১	৪	এক্বাদশ্যাং	একাদশ্যাং
১৮৭৫	৫	প্রভৃতয়াঃ	প্রভৃতয়ঃ
১৯০৪	৮	পুরুষোত্তমঃ	পুরুষোত্তমং
১৯৮৩	৩	গোলক	গোলোক

শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মিত্র প্রেস

৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা

১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ সাল

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্রীশ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রং	১৬১৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য-প্রণামপ্রণয়াখ্যস্তবঃ	১৬২১
ঐ অনুবাদ	১৬২২
শ্রীশ্রীহরিকুসুমস্তবকঃ	১৬২৫
ঐ অনুবাদ	১৬২৭
শ্রীশ্রীরাধিকায়া আনন্দচন্দ্রিকাখ্যদশনামস্তোত্রং ...	১৬২৯
শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমপূরাভিধস্তোত্রং	১৬৩০
ঐ অনুবাদ	১৬৩৩
শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ ...	১৬৩৬
শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকা-স্তোত্রং	১৬৩৮
শ্রীশ্রীস্তোত্ররত্নহারঃ	১৬৪২
শ্রীশ্রীগোপাল-সহস্রনাম-স্তোত্রং	১৬৫৬
শ্রীশ্রীরাধিকা-সহস্রনাম-স্তোত্রং	১৬৭৫
শ্রীশ্রীগোপাল-কবচং	১৬৯৫
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কবচং	১৬৯৯
শ্রীশ্রীরাধা-কবচং	১৭০১
শ্রীশ্রীগুরুদেব-ধ্যানং (২টী)	১৭০৪
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-ধ্যানং (২টী)	১৭০৪
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-ধ্যানং (৩টী)	১৭০৫
শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত-ধ্যানং	১৭০৬
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানং (৮টী)	১৭০৬
শ্রীশ্রীরাধিকা-ধ্যানং (২টী)	১৭০৯
শ্রীশ্রীযুগলকিশোর-ধ্যানং	১৭১০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়। | | | | পৃষ্ঠা (ক)

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা-ব্রতকথা।

(শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব জন্মোপবাস-ব্রতকথা শ্রীগৌরপূর্ণিমার দিন অর্থাৎ তদীয় জন্মদিনে অবশ্য পাঠ্য; অন্য যে কোন দিনও পাঠ্য।)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহামহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥

পুন ভক্ত-সঙ্গে প্রভু-পদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার ॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥
অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত ॥
ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাং ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে ॥
তবে যবে সর্ব্বভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥
তবে কৃষ্ণ-কৃপায় স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি ॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার ॥

অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ-অবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনি বলিলা॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে।

কো বেত্তি ভূমন্! ভগবন্! পরাত্মন্!
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহং কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায় করেন বিজ্ঞাপনে॥

তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার।
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার॥

তথাহি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকর।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ-ভিতর॥
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ॥
ভাগবত-রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার॥

কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্য স্থানে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হৈল ইঁহা সবার প্রকাশ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ॥

কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ কৈলেন তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃপুন বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
তিরোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্রে বিলাস॥
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার॥
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ॥
যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥

যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি-পুণ্য-তীর্থময়॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ-ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হৈল মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥

রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥
কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বি-অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥
অতি বড় সুকৃতী সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥

এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমতে এ সব জীব পাইব উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন॥
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্ব-লোকে ধন্য॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গা-জলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তি-বশে আপনে সে হইলা সাক্ষাত॥

অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য ॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ-শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল ॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুখ ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ॥
তবে সে অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাঞি ॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া ॥
নিরবধি এই মত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ একচিত্ত হৈয়া ॥

অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।
সেই প্রভু কহিয়া আছেন বারবার ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ-নাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গা-স্নান ॥
নিগূঢ়ে অনেক আরো বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বেই জন্মিল সবে ঈশ্বর-আজ্ঞায় ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান্ মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস ॥
একত্রে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার ॥
সবেই স্বধর্ম্ম-পর সবেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বহি কেহো না জানয়ে আর ॥
সবে করে সবারে বান্ধব-ব্যবহার।
কেহো না জানেন সব নিজ-অবতার ॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার ॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সবে করেন কীর্ত্তন ॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়।
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সবার দুঃখ যায় ॥

দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণী মাত্র কারে কেহো নারে বুঝাইতে॥
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘ-শ্বাস॥
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-রসে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহো বলে এ বামুনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥
এইমত বলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ॥

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
সবা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণ-ভক্তি তোমা সবা লৈয়া॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ-নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস॥
এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সঙ্কল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনে ভক্তিযোগের কথন॥
কেহো দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহো কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে॥
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ॥

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তি-দাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
বাঢ়িতে লাগিল পুনঃপুন সুমঙ্গল॥
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে॥
অনন্তের প্রকাশ হৈলা হেন মতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতীর্ণ যেন মতে॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥
উদার-চরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র॥

তান পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥
বহু কন্যা পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥
বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হৈলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অন্তরে॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
চৌদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে॥
মিশ্র কহে শচী-স্থানে দেখি আন রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করেন সন্মান।
ঘরেতে পাঠাঞা দেন বস্ত্র ধন ধান॥
শচী কহে মুঞি দেখোঁ আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক সব স্তুতি যেন করে॥

জগন্নাথ মিশ্র কহে মুঞি স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥
এত বলি দুঁহে রহে হরষিত হৈয়া।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্ন-প্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে॥
মহাতেজ-মূর্ত্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য জনে॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥
অতি-মহা-বেদগোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য-শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার॥
জয় জয় বেদধর্ম্ম-সাধু-বিপ্র-পাল।
জয় জয় অভক্ত-শমন-মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর॥

যে তুমি অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ॥
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
সকল সংসার যার ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে॥
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হৈয়া সে বধো তা সবারে॥
এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি॥
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্র বর্ণ ধরি।
তপোধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ ব্রহ্মচারি-রূপে অবতরি॥
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞ-পুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম॥
স্রুক্-স্রুব-হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥

দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥
পীত-বাস শ্রীবৎসাদি নিজ-চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজ-রূপে অবতরি॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ-গোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার॥
মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্ম্মরূপে তুমি সব জীবের আধার॥
হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার॥
শ্রীবরাহ-রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহ-রূপে কর হিরণ্য-বিদার॥
বলি ছল অপূর্ব্ব বামন-রূপ হই।
পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥
রামচন্দ্র-রূপে কর রাবণ সংহার।
হলধর-রূপে কর অনন্ত বিহার॥
বুদ্ধ-রূপে দয়া ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কি-রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥
ধন্বন্তরি-রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংস-রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান॥

শ্রীনারদ-রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস-রূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে বিহর গোকুলে বহু রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব-শক্তি পরচারি॥
সঙ্কীর্ত্তন-পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তির প্রচার॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্ব দাস॥
যে তোমার পাদ-পদ্ম ধ্যান নিত্য করে।
তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥
পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশ দিগ হয় সুনির্ম্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ।
হেন যশ হেন নৃত্য হেন তোর দাস॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোদৃর্গ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্! কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাত হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥

এ মহিমা প্রভু বলিবার কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি॥
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার করুণা সবে ইহার কারণ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সবার দেখিতে ভাগ্য হয়॥
এত দিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবে যে চির-অভিমত॥
যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হইবা নবদ্বীপ গ্রামে॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার॥
এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥
হৈতে হৈতে গর্ভ হৈল ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহেন গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা॥

শচী-গর্ভে বৈসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ ॥
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন ॥
সঙ্কীর্ত্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
'হরি বোল হরি বোল' বলি সবে ধায় ॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥

অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ॥
সবে বলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥
গঙ্গা-স্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
'হরি বোল হরি বোল' এই সবে শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময়ে প্রভু জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥

ধানশী।

রাহু-কবল ইন্দু, প্রকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাঙ্কে বানা।
পঁহু ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
হে মাই! দেখ ত গৌরচন্দ্র।
নদীয়ার লোক-, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ॥

দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজয়ে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস রস গান॥

ধানশী।

জিনিয়া রবি-কর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গ-চাঁদের পরকাশ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য,
উঠয়ে জয় জয় নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈল্য হরিষে বিষাদ॥

চারিবেদ-শির-, মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস রস গানে॥

পঠমঞ্জরী।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিকে উঠিল আনন্দ॥
রূপ কোটী মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ-কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগ-মন লোভে॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥

নটমঙ্গল।

চৈতন্য অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখ চন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সবেই নর-রূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহো নাহি পারি রে॥

দশ দিগে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষ দেবে মেলি, এক ঠাঞি করে কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহো নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে॥
কেহো পড়ে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি,
কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহো পুষ্প বরিষে,
কেহো নাচে কেহো গায় রে॥
সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥

মঙ্গল।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, আজু ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥

আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু-পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনেঘন,
লাজ কেহো নাহি মান রে।
নদীয়া-পুরন্দর-, জনম উল্লাসে ভর,
আপন পর নাহি জান রে॥
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটী চান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, চান্দ প্রভু জান,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥

যথারাগ।

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥
সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত-রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গা-ঘাটে আসি,
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
জানি কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥

এইমত ভক্ত যতি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানা দ্রব্যে থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লঞা।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করে দরশন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারি কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূর্ণিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ-মিশ্র-পাশ,
আসি তাঁরে করে সাবধান।

করাইল জাত-কর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তার মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগত-বন্দিত-আর্য্যা,
নাম তার সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়ি বৌলি, রজত-মুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু'বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল্লবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি, কটি পট্টসূত্র ডোরি,
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, ভুনিফোতা পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন॥

দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহু ভার,
শচী-গৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিলা বালক-ঠান, সাক্ষাত গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও তুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই॥
পুত্র-মাতা-স্নান-দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী-মিশ্রের পূজা লৈয়া, মনেতে হরিষ হৈয়া,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।

ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥

মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধন-ভোগে নাহি অভিমান।

পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণু-প্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥

লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।

মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিব সংসারে ॥

ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।

গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥

পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌর-গুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।

পাইয়া অমৃত-ধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।

ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজ-ধন,
জন্ম-লীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মপূর্ণিমা-ব্রতকথা সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতকথা।

(শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব জন্মোপবাস-ব্রতকথা শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর দিন অর্থাৎ তদীয় জন্মদিনে অবশ্য পাঠ্য; অন্য যে কোন দিনও পাঠ্য। প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত 'জন্মকথা' জন্মাষ্টমীর রাত্রে পাঠ্য; পঞ্চম অধ্যায় 'নন্দোৎসব' পরদিন প্রাতে পাঠ্য।)

প্রথম অধ্যায়।

নমো নমো গুরুর চরণে নমস্কার।
যাঁহার কৃপায় খণ্ডে ভব-অন্ধকার॥
নমো নমো গণপতি বিঘ্ন-বিনাশন।
নমো ব্যাসদেব সত্যবতীর নন্দন॥
নমো ব্যাস-সুত শুক মহাযোগেশ্বর।
মুনীন্দ্র-বন্দিত-পদ লীলা-কলেবর॥

শুক মুনির চরণে মোহার পরণাম।
যাঁহার কৃপায় ভাগবত-উপাদান॥
দেব-দ্বিজ-চরণে করিয়া পরণতি।
কৃষ্ণগুণ-পাঁচালী রচিব যথামতি॥
নমো নারায়ণের চরণে পরণাম।
ব্রহ্মাণ্ড-কোটীর স্থিতি-প্রলয়-নিধান॥
পুরুষ-পুরাণ হরি অনাদি-নিধান।
লীলা-অবতার করে ভকত-তারণ॥
চরণ-পঙ্কজে তাঁর করিয়া প্রণাম।
কথাচ্ছলে ভাগবত করিব ব্যাখ্যান॥
জয় জয় নন্দসুত ব্রজকুল-পতি।
জয় জয় যদুনাথ ত্রিভুবন-গতি॥
জয় জয় জগত-নিবাস হৃষীকেশ।
জয় জয় ভক্তকুল-নলিনী-দিনেশ॥
জয় জয় ব্রহ্মাদি-বন্দিত-পাদপদ্ম।
জয় জয় দিব্য-অবতার-নবসদ্ম॥
জয় জয় কমলা-লালিত-পদদ্বন্দ্ব।
জয় জয় মুনীন্দ্র-মানস-সুখানন্দ॥
জয় জয় গুণনিধি জয় দয়াময়।
জয় জয় ভকত-বৎসল রসময়॥
জয় জয় যদুকুল-কমল-ভাস্কর।
জয় জয় ব্রজবধূ-কঞ্জ-শশধর॥

জয় জয় মহাভয়-দুরিত-ভঞ্জন।
জয় জয় পরচণ্ড-পাষণ্ড-খণ্ডন॥
জয় জয় অসুর-কুঞ্জর-মহাসিংহ।
জয় জয় ব্রজবধূ-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ॥
জয় জয় যোগীন্দ্র-মানস-পরহংস।
জয় জয় ভবপথ-পরিশ্রম-ধ্বংস॥
জয় জয় জগত-মঙ্গল গুণধাম।
জয় জয় শ্রুতি-বাণী-অগোচর-নাম॥
জয় জয় জগত-নিবাস লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় ভক্তকুল-বৎসল নিতান্ত॥
জয় জয় দিব্য মৎস্য আদি অবতার।
জয় মহাকূর্ম্ম ক্ষীর-জলধি-বিহার॥
জয় যজ্ঞ-অবতার বরাহ-মূরতি।
জয় নরসিংহ দিব্য অনন্ত-শকতি॥
জয় দিব্য-পরাক্রম অদ্ভুত বামন;
জয় ভৃগুপতি ক্ষত্রিকুল-বিনাশন॥
জয় জয় রঘুপতি রাম অবতার।
জয় হলধর রাম বিপক্ষ-বিদার॥
জয় বুদ্ধ অবতার অসুর-মোহন।
জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুল-বিনাশন॥
জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র-বিহার।
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার॥

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্য-মূরতি।
প্রেমভক্তি-দাতা প্রভু অগতির গতি॥
তবে কহি শুন লোক কৃষ্ণের চরিত্র।
অশেষ দুরিত হরে পরম পবিত্র॥
পরীক্ষিত মহারাজ ভকত-প্রধান।
শুকের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসিল মতিমান্॥
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ কহিলে সকল।
দুই বংশে জন্মিল যতেক মহীপাল॥
তা সবার অদভুত কহিলে চরিত্র।
বিশেষে যদুর যশ কহিলে পবিত্র॥
সেই যদুবংশে হরি করি অবতার।
কি কি রূপে কৈল কর্ম্ম আনন্দ-বিহার॥
জগতের আত্মা প্রভু এক ভগবান্।
যাঁহা হৈতে হয় সব বিশ্ব-উপাদান॥
হেন প্রভু কি কারণে ধরে নর-বেশ।
তাঁর গুণ কর্ম্ম তুমি কহিবে বিশেষ॥
কৃষ্ণ-কথা সম সুখ নাহি মুক্তিপদে।
তে কারণে ভক্তগণ গায় উচ্চনাদে॥
ভক্তিপদ পাইতে যার বিশেষ যতন।
তারা সব কৃষ্ণ-গুণ গায় অনুক্ষণ॥
পরম ঔষধ এই ভব-নিবারণে।
সতত কীর্ত্তন করে ভব-ভীত জনে॥

হরি-কথা-গুণ-নাম শ্রুতি-মনোহর।
বিষয়-লম্পট জনে শুনে নিরন্তর॥
কৃষ্ণকথা-শ্রবণে কাহার নাহি মতি।
কেবল না শুনে অচেতন আত্মঘাতী॥
যুধিষ্ঠির আদি মোর পিতামহগণ।
কৃষ্ণপদযুগ-নৌকা করি আরোহণ॥
কুরুসৈন্য-গভীর-সাগর ভয়ঙ্কর।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি মহাবীর ঘোরতর॥
বৎস-পদ করি তাঁরা তরিলা সমরে।
হেনরূপে কৈলা হরি বংশের উদ্ধারে॥
বংশ-রক্ষা হেতু মোর এই কলেবর।
অশ্বত্থামা-ব্রহ্মঅস্ত্রে পুড়িল সকল॥
শরণ লইল মাতা প্রভুর চরণে।
চক্রে অস্ত্র কাটি প্রভু রাখিল আপনে॥
কালরূপে সেই প্রভু করয়ে সংহার।
অন্তর্যামী রূপে করে ভকত উদ্ধার॥
মায়ায় মানুষরূপে করে অবতার।
তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার॥
হেন শুনি রোহিণীর পুত্র বলরাম।
কিরূপে দৈবকী-গর্ভে হৈল উপাদান॥
এক দেহ দুই গর্ভে কেমতে প্রবেশে।
কহিবে এ সব তুমি কৌতুক বিশেষে॥

কেন বা জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী-উদরে।
কেমন করিয়া গিয়া রহিলা গোকুলে॥
কিবা কর্ম্ম কৈল কৃষ্ণ গোকুলে রহিয়া।
কোন্ কর্ম্ম কৈল তবে মধুপুরী গিয়া॥
সাক্ষাতে মাতুল বধ কৈল কি কারণে।
প্রভুর নিন্দিত কর্ম্ম কোন্ প্রয়োজনে॥
নর-লীলা প্রকাশিলা কতেক দিবস।
যদু-কুলে কোন্ কর্ম্ম করিলা প্রকাশ॥
কত রাজকন্যা হৈল প্রভুর রমণী।
আর যত যত কর্ম্ম কৈলা চক্রপাণি॥
সকল কহিবে শুক করিয়া বিস্তার।
মহাযোগেশ্বর মোর কর প্রতীকার॥
সাত দিন আমি নাহি পরশিয়ে জল।
তবু ত ক্ষুধায় আমি না হই বিকল॥
তোমার বদন-সরোরুহ-বিগলিত।
পান করি হরিকথা বচন-অমৃত॥

এই কথা কহে সূত নৈমিষ-অরণ্যে।
শৌনকাদি মুনিগণ শুনে একমনে॥
সূত বলে শুনহ শৌনক মুনিগণ।
শুক যোগেশ্বর শুনি রাজার বচন॥

সাধু সাধু বলি তাঁরে করিলা বাখান।
কহিতে আরম্ভ কৈলা ভকত-প্রধান॥
ভাল ভাল নিশ্চয় করিলে নরপতি।
গোবিন্দ-কথায় তুমি কৈলে দৃঢ়মতি॥
কৃষ্ণকথা-প্রশ্নফল কহিব তোমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে মাত্র সর্ব্ব পাপ হরে॥
যেবা পুছে যেবা কহে যে করে শ্রবণ।
বিশেষে পবিত্র হয় এই তিন জন॥
ত্রিভুবন তরে জেনো তাঁর পদ-জলে।
কৃষ্ণ-কথা পুছিলেই সর্ব্ব পাপ হরে॥
রাজারে প্রশংসা করি ব্যাসের নন্দন।
কহিতে লাগিলা আদি অন্ত বিবরণ॥
কংস জরাসন্ধ আদি নৃপ-রূপ ধরি।
দৈত্যগণে ব্যাপিল সকল মর্ত্ত্যপুরী॥
তা সবার ভরে অতি করিয়া ক্রন্দন।
পৃথিবী লইল গিয়া ব্রহ্মার শরণ॥
যাবত পাতালে মোর নাহি হয় গতি।
তাবত রাখিতে মোরে করিবে শকতি॥
অসুরের ভার আর সহনে না যায়।
এ সব গোচর দেব! কৈনু তুয়া পায়॥
পৃথিবীর বচন শুনিয়া প্রজাপতি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করিয়া সংহতি॥

চলিলা চতুরানন সঙ্গে মহেশ্বর।
ক্ষীর-জলনিধি যথা প্রভু গদাধর॥
বেদমন্ত্রে স্তুতি কৈল যত দেবগণে।
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধেয়ানে॥
শুনিলা আকাশবাণী গগন-মণ্ডলে।
সমাধি ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মা বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
শুন শুন দেবগণ ঈশ্বরের বাণী।
আপনে কহিলা যত প্রভু চক্রপাণি॥
পৃথিবীর দুঃখ প্রভু জানেন আপনে।
পূরবেই কৈলা প্রভু তার সমাধানে॥
তুমি সব জন্ম লহ গিয়া যদুবংশে।
সবাই জনম গিয়া নিজ নিজ অংশে॥
বসুদেব-ঘরে গিয়া দৈবকী-উদরে।
অবতার করিব প্রভু আপনে ক্ষিতিতলে॥
দিব্যমূর্ত্তি আছে যত দেবতা-সুন্দরী।
জনম লভুক গিয়া নর-রূপ ধরি॥
অনন্ত ধরণীধর সহস্র-বদন।
প্রথমে আসিয়া তেঁহো লভিবে জনম॥
বিষ্ণুমায়া ভগবতী জগত-মোহিনী।
আপনেই আজ্ঞা তাঁরে দিলা চক্রপাণি॥
কার্য্য সাধিবারে তেঁহো জন্মিব আপনে।
এ বোল বুঝিয়া দেব চল নিজ-স্থানে॥

পৃথিবী পাঠাইয়া দিলা করিয়া আশ্বাস।
তবে ব্রহ্মা চলিলা আপন নিজ-বাস॥
শূরসেন নামে রাজা যদুকুলে ছিল।
সে রাজা মথুরা নামে পুরী নিরমিল॥
রাজ্যভোগ কৈল রাজা মথুরায় বসি।
রাজধানী নাম তার সেই হৈতে ঘুষি॥
যে মথুরাপুরে কৃষ্ণ নিত্য সন্নিধান।
শূরবংশে ছিল তথা বসুদেব নাম॥
উগ্রসেন নামে এক আছিল নৃপতি।
তাঁর ভাই আছিল দেবক মহামতি॥
দেবক দৈবকী নাম কন্যার বিবাহে।
ডাকিয়া ত বসুদেবে আনিলা উৎসাহে॥
বসুদেবে আনিয়া পূজিলা মতিমান্।
বিধি-অনুসারে তাঁরে কৈলা কন্যা দান॥
বহুমূল্য ধন দিলা যৌতুক নিমিত্তে।
কন্যা বর তুলি তবে দিলা দিব্য রথে॥
চারি শত মত্ত গজ কাঞ্চনে ভূষিত।
সাজায়ে রথের আগে কৈল নিয়োজিত॥
অষ্টাদশ শত রথ কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
পঞ্চদশ সহস্র ঘোড়া দিলা আগুয়ান॥
দুই শত দাসী দিল ভূষণে ভূষিয়া।
কন্যা সমর্পণ কৈল বিনয় করিয়া॥

শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি মৃদঙ্গ কোলাহল।
দেব-বাদ্য নর-বাদ্য বাজে সুমঙ্গল॥
উগ্রসেন-সুত যুবরাজ কংস নামে।
রথের সারথি হৈয়া চলিলা আপনে॥
ধরিল ঘোড়ার বাগ ভগিনী-সদয়ে।
অন্তরীক্ষ-বাণী হৈল হেনই সময়ে॥
যাহারে বহিস্ অরে অবোধ-শেখর।
তার গর্ভে হবে তোর মরণ নিশ্চল॥
ইহার অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ।
না বুঝিয়া কুমতি বহিস্ হেন জন॥
এ বোল শুনিয়া কংস কুলের অঙ্গার।
খলমতি মহাপাপী ক্রুর দুরাচার॥
তীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে ধরি উঠিলা সত্বরে।
লাফ দিয়া ধরে গিয়া ভগিনীর চুলে॥
তবে বসুদেব দেখি কংসের ব্যভার।
নির্লজ্জ পাপিষ্ঠ পাপমতি দুরাচার॥
প্রহসিত মুখপদ্ম অন্তরে দুঃখিত।
বসুদেব বলে তবে সময়-উচিত॥
তোমা হৈতে যশের বিস্তার ভোজবংশে।
বীরগণে নিরবধি তোমারে প্রশংসে॥
তুমি কংস মহাবীর জগতে বিখ্যাত।
তুমি কেন হেন কর্ম্ম করিবে সাক্ষাত॥

নারী-বধ হয়ে তাহে ভগিনী তোমার।
বিবাহ-উৎসব তাহে নহে ধর্ম্মাচার॥
যদি বল আপনার মরণ খণ্ডাই।
কোনো মতে কারো কভু মৃত্যু না এড়াই॥
শরীরের সনে মৃত্যু জনমে সবার।
এখনে মরুক কিম্বা শত বর্ষ পর॥
অবশ্য মরণ হবে কভু নহে আন।
এ বোল বুঝিয়া ক্রোধ ছাড় মতিমান্॥
এ দেহ ছাড়িলে আর না হবে শরীর।
হেন না বলিহ তুমি শুন মহাবীর॥
অন্য দেহ পাঞা জীব পূর্ব্ব দেহ ছাড়ে।
অদৃষ্ট-অধীন জীব অদৃষ্টে সঞ্চারে॥
এক পদ ভূমে ফেলি আর পদ তুলি।
জোঁকে যেন ছাড়ে তৃণ আর তৃণ ধরি॥
জাগিতে রাজাদি রূপ হয় দরশনে।
ইন্দ্রপদ সুখভোগ শুনয়ে শ্রবণে॥
শয়ন করিয়া সেই করিয়া ধেয়ান।
স্বপনেই সেই রূপ দেখে বিগুমান॥
আপনেই ইন্দ্র হয় আপনেই রাজা।
আপনার পূর্ব্ব-দেহ পাসরে সে প্রজা॥
মরণ-সময়ে জীব যে দেহ চিন্তয়।
সেই দেহে জীবের জনম গিয়া হয়॥

উত্তম অধম দেহ অদৃষ্ট প্রধান।
অদৃষ্ট যে করে সেই কভু নহে আন॥
এক চন্দ্র একই সূর্য্য প্রকাশ-স্বরূপ।
জলভেদে সেই যেন দেখি নানারূপ॥
বায়ুবেগে তাদের যেন চলন কম্পন।
বিচারিলে দেখি যত সে সব ভরম॥
এইরূপ নিত্য জীব অজর অমর।
ঈশ্বরের অংশ জীব ঈশ্বর-কিঙ্কর॥
মায়া-বিরচিত দেহে করি অনুরাগ।
দেহ-ধর্ম্মে আপনা পাসরে মহাভাগ॥
যে পুন পণ্ডিত সেই করিব বিচার।
বুঝিয়া না করে কভু পর-অপকার॥
পরহিংসা যে করে নিজ-কুশল-কারণে।
সেই হিংসকের ভয় অবশ্য জনমে॥
এ তোমার ভগিনী কনিষ্ঠ অচেতনা।
ইহাকে না মার তুমি শিশু বুদ্ধিহীনা॥
সাম ভেদে বসুদেব কৈল এত স্তুতি।
তবু সে সদয় নহে কংস পাপমতি॥
তবে বসুদেব তার বুঝিয়া হৃদয়।
মনে মনে যুকতি চিন্তিল মহাশয়॥
অশুভ খণ্ডিতে করি কালের হরণ।
উপায় দেখিয়ে সবে এই সে এখন॥

যখন আসিয়া মৃত্যু হয় উপসন্ন।
বুদ্ধি-বলে নিবারিব করিয়া যতন॥
তবু মৃত্যুপথ যদি খণ্ডিতে না পারি।
তবে আর আপনার দোষ নাহি ধরি॥
যত পুত্র দৈবকীর হবে উপসন্ন।
সকল করিব কংস তোমা সমর্পণ॥
এ বোল বলিয়া করি দৈবকীর রক্ষা।
সম্প্রতি এখনে হয় মরণের মোক্ষা॥
পুত্র জনমিব যদি ইহার উদরে।
তার হস্তে মৃত্যু যদি থাকয়ে কংসেরে॥
অবশ্য মারিবে কংসে মোর পুত্রবরে।
বিধাতার গতি কেবা বুঝিবারে পারে॥
সম্প্রতি এখন করি মৃত্যু-নিবারণ।
কোনমতে অবশ্য হবে কংসের মরণ॥
আগুণ লাগিলে যেন পোড়ে কাষ্ঠচয়।
দৈবযোগে তার মধ্যে কোনো কাষ্ঠ রয়।
নিকটে ছাড়িয়া ঘর দূরে গিয়া পোড়ে।
অদৃষ্টে যাহার যেন তেন ফল ধরে॥
এইরূপ শরীরের সংযোগ বিচ্ছেদ।
অদৃষ্ট-কারণ বিনা কিছু নাহি ভেদ॥
এইরূপে বিমরিষ করিয়া হৃদয়।
বলিতে লাগিলা বসুদেব মহাশয়॥

অট্ট অট্ট হাস করি প্রসন্ন বদন।
অন্তরে দুঃখিত হঞা কি বলে বচন॥
শুন কংস যুবরাজ তুমি মহাশয়।
দৈবকী করিয়া তুমি না করিহ ভয়॥
যত পুত্র জনমিবে ইহার উদরে।
আমি আনি সমর্পিব তোমার গোচরে॥
অন্তরীক্ষ-বাণী হৈল যাহার কারণে।
তাহা আনি দিব আমি তোমা বিদ্যমানে॥
এ বোল শুনিয়া কংস চিন্তিল হৃদয়ে।
ভাল ত কহিল বসুদেব মহাশয়ে॥
দৈবকীর কেশবন্ধ দিলেক ছাড়িয়া।
বসুদেব ঘরে গেল কংসে প্রশংসিয়া॥
কত কাল রহি তবে দৈবকী-উদরে।
অষ্ট পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে॥
অবশেষে এক কন্যা হৈল উপাদান।
প্রথম পুত্রের হৈল কীর্ত্তিমন্ত নাম॥
ভয়যুত বসুদেব অসত্য বচনে।
পুত্র সমর্পিল লয়ে কংস-বিদ্যমানে॥
সাধুজনে নাহি কিছু দুঃসহ সংসারে।
পণ্ডিত জনের কিবা অপেক্ষা কাহারে॥
দুষ্টজনে কিবা নাহি করয়ে কুকর্ম্ম।
ভকত না করে কভু অসত্য অধর্ম্ম॥

তার সত্য ধর্ম্ম দেখি কংস যুবরাজ।
কহিলা বিনয় করি মনে পাঞা লাজ॥
ইহা হৈতে আমার নাহিক কোন ভয়।
ঘরে লঞা যাহ তুমি আপন তনয়॥
অষ্টম গর্ভের পুত্র হইবে তোমার।
তাহা হৈতে মৃত্যু-ভয় আছয়ে আমার॥
পুত্র লয়ে বসুদেব চলিলা তখনে।
প্রতীত নহিল তবু দুষ্টের বচনে॥
হেন কালে আসিয়া নারদ তপোধন।
কহিল কংসেরে তবে মন্ত্রণা-বচন॥
নন্দ আদি গোপ যত গোকুলে বসতি।
সপুত্র বান্ধব তার যতেক যুবতী॥
যদুকুলে তোমার যতেক বন্ধু আছে।
বসুদেব আদি যত মথুরায় বৈসে॥
যতেক দৈবকী আদি যদুকুল-নারী।
সকল দেবতা-জন্ম বুঝ অবধারি॥
জ্ঞাতি বন্ধু তা সবার যারা যত ভৃত্য।
এ সব দেবতা আদি কহিল নিশ্চিত॥
হরিতে পৃথিবী-ভার দেবের মন্ত্রণা।
বুঝিয়া উপায় তার করহ খণ্ডনা॥
এতেক কহিয়া মুনি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
কোন্ যুক্তি করে তবে কংস বলবান্॥

দৈবকীর গর্ভে হৈব বিষ্ণু অবতার।
সেই সে করিব মোরে অবশ্য সংহার॥
পূরবে আছিনু মুঞি নামে কালনেমি।
সংগ্রামে বধিল মোরে ঐ চক্রপাণি॥
এখন কপট-বেশে দৈবকী-উদরে।
জনম লভিবে মোরে মারিবার তরে॥
এতেক জানিয়া কংস কোন্ কর্ম্ম করে।
বসুদেব দৈবকীরে বান্ধিল নিগড়ে॥
যত পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে।
বিষ্ণু-শঙ্কা করিয়া মারিল একেবারে॥
খল রাজা কংস যত করয়ে দুর্নীত।
বন্ধু বধ করে তার এ কোন্ বিচিত্র॥
পিতা মাতা বন্ধু পুত্র মিত্র সহোদরে।
রাজ্য-লোভে লোভী রাজা এ সব সংহরে॥
উগ্রসেন পিতা লৈয়া নিগড়ে বান্ধিল।
আপনি নৃপতি হৈয়া রাজ্যভোগ কৈল॥
মহাভাগবত লোক সুখে যেন বুঝে।
কথাচ্ছলে কহি আমি বুঝিবার কাজে॥
বুধজনে করি আমি এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি মোর করহ বিচার॥
যেন তেন মতে কৃষ্ণ-কথা অবসরে।
দিবস গোঙাই মাত্র এই মনে ধরে॥

চিত্ত দিয়া শুন ভাই কৃষ্ণগুণ-বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয়
দশমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রলম্ব চাণূর বক তৃণাবর্ত্ত নাম।
অঘাসুর মুষ্টিক অরিষ্ট বলবান্॥
দ্বিবিদ ধেনুক আর পূতনা রাক্ষসী।
যতেক অসুর আর মহাবল কেশী॥
বাণ আদি করি আর যত নরেশ্বর।
এ সব সংহতি করি কংস বীরবর॥
জরাসন্ধ সংহতি করিয়া দুষ্টমতি।
যদুকুল হিংসন করয়ে নিরবধি॥
তার ভয়ে যদুকুল গিয়া নানা দেশে।
পলায়ে রহিল গিয়া অকিঞ্চন-বেশে॥
কংস-সেবা করিয়া রহিল কত জন।
হেনরূপে কৈল যদুকুলের হিংসন॥
ছয় পুত্র দৈবকীর করিল বিনাশ।
সপ্তমে অনন্ত আসি কৈল গর্ভে বাস॥

কেবল বৈষ্ণবধাম সহস্র-বদন।
দৈবকীর গর্ভে আসি হৈলা উপসন্ন॥
কংস-ভয়ে দৈবকী হৈল বিমরিষ।
জন্মিল ঈশ্বর পুত্র এ বড় হরিষ॥
জগতের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান্।
হেন বস্তু নাহি যাতে নাহি অবধান॥
যদুকুলে কংস-ভয জানেন আপনে।
যোগমায়া পাঠাইয়া দিলা নারায়ণে॥
"চল মহামায়া তুমি নন্দের গো কুলে।
গোপ-গোপী-গোধন-মণ্ডিত নিবস্থরে॥
বসুদেব-ভার্য্যা তথা আছেন রোহিণী।
কংস-ভয়ে অলক্ষিতে থাকে একাকিনী॥
দৈবকীর গর্ভ তুমি রোহিণী-উদরে।
থোও গিযা কেহ যেন লখিতে না পারে॥
তবে আমি পূর্ণরূপে দৈবকী-উদরে।
জনম লভিব গিয়া বসুদেব-ঘরে॥
নন্দের ঘরণী আছে যশোদা-সুন্দরী।
তথা গিয়া জন্ম তুমি দিব্য মূর্ত্তি ধরি॥
নানা যজ্ঞ বলিদান দিযা উপহার।
নরলোকে মহাপূজা করিবে তোমার॥
সর্ব্বলোকে দিবে তুমি সর্ব্ব কাম্য বর।
সর্ব্বলোকে তোমারে পূজিবে নিরন্তর॥

কুমুদা চণ্ডিকা দুর্গা বিজয়া বৈষ্ণবী।
নারায়ণী ভদ্রকালী শারদা মাধবী॥
এ সব বিশেষ নাম ধরিব তোমার।
জগতে রহিব দিব্য পূজা সর্ব্বকাল॥
গর্ভ আকর্ষণ করি আনিব আপনে।
সঙ্কর্ষণ নাম তাঁর হৈব তে কারণে॥
মনোরম দেখি লোকে বলিব বলরাম।
বলভদ্র নাম হৈব দেখি বলবান্॥"
এইরূপে আজ্ঞা যদি দিলা নারায়ণে।
শিরে আজ্ঞা ধরি দেবী চলিলা তখনে॥
দৈবকীর গর্ভ আনি রোহিণী-উদরে।
মহামায়া থুইল লৈয়া মহাযোগ-বলে॥
দৈবকীর গর্ভপাত হৈল হেন বাণী।
সর্ব্বলোকে এই কথা হৈল জানাজানি॥
জগতের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান্।
সতত ভকত জনে করে পরিত্রাণ॥
সর্ব্ব শক্তি লঞা তবে প্রভু হৃষীকেশ।
বসুদেব-চিত্তে কৈল আপনে প্রবেশ॥
বসুদেব পরম বৈষ্ণব-ধাম ধরি।
সূর্য্য সম তেজ কেহ সাহতে না পারি॥
হেন কালে তবে বসুদেব মহাভাগ।
দেখিল দৈবকী-মুখ করি অনুরাগ॥

সর্ব্বশক্তিযুত ধাম আনন্দ মঙ্গল।
অখণ্ড অচ্যুত পরিপূর্ণ মহাবল॥
বসুদেব আরোপিল দৈবকীর মনে।
ধরিল দৈবকী ধাম চিত্ত-সমাধানে॥
পূর্ব্বদিগে ধরে যেন পূর্ণ শশধর।
ধরিল দৈবকী ধাম মনের ভিতর॥
জগত-নিবাস তাঁর নিবাস-স্বরূপ।
প্রকাশ না হৈল তবু দৈবকীর রূপ॥
কংসের মন্দিরে দেবী আছিলা বন্ধনে।
প্রকাশ না হৈল তেজ তাহার কারণে॥
প্রদীপের শিখা যেন কুম্ভের ভিতরে।
মূর্খ-মুখে শুদ্ধ বাণী যেন না নিঃসরে॥
কংস আসি দৈবকীরে দেখি আচম্বিত।
চিন্তিতে লাগিলা কংস মনে পাঞা ভীত॥
"এমন দৈবকী-রূপ কভু নাহি দেখি।
বিষ্ণু আসি অবতার কৈলা হেন লখি॥
দৈবকীর অঙ্গ-তেজ সহনে না যায়।
এখন করিব আমি কেমন উপায়॥
প্রয়োজন-কারণে বিক্রম নাহি করি।
যাহা হৈতে অপযশ রহে লোক ভরি॥
একে ত স্ত্রীজাতি আর তাহে গর্ভবতী।
তাহাতে ভগিনী-বধ—হবে কোন্ গতি॥

বল বীর্য্য পরমায়ু হরয়ে সকল।
জীয়ন্তেই মরা তার জীবন বিফল॥"
এইরূপে সংশয় ভাবিয়া মনে মনে।
চিত্ত নিবারিয়া কংস রহিলা আপনে॥
এখনে জান্মিব হরি কি হবে প্রকার।
নিরবধি চিন্তয়ে মরণ-প্রতীকার॥
মজ্জন ভোজন পান করিতে শয়ন।
কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে অনুক্ষণ॥
গোবিন্দ ধেয়ান করি রহে নিরন্তর।
চিন্তিতে চৌদিকে কংস দেখে গদাধর॥
তবে নারদাদি সনকাদি মুনিগণে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সবল বাহনে॥
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা হর মহেশ্বর।
স্তুতি করে নারায়ণে গর্ভের ভিতর॥
"সত্যব্রত প্রভু তুমি সত্য সর্ব্বকাল।
সত্যে তোমা পায় জীব সত্যের আধার॥
সত্যে আরোপিত সত্য আছয়ে তোমাতে।
তুমি যে সত্যের সত্য জানিল সাক্ষাতে॥
সত্যময় প্রভু তুমি, তুমি সত্যব্রহ্ম।
আমি সব হৈনু তুই চরণে প্রপন্ন॥
সংসার-বৃক্ষের এক প্রকৃতি আশ্রয়।
সুখ দুঃখ দুই গুটি ফল মাত্র হয়॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ তিন গুটি মূল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি রস তুল॥
চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসা আর জানি ত্বক্।
জ্ঞান-পরকাব এই ইন্দ্রিয় পঞ্চক॥
শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা আর।
এই ছয় গুটি হয় স্বভাব ইহার॥
রস রক্ত মাংস আদি সাত ধাতু ছাল।
পঞ্চভূত মন বুদ্ধি অহং অষ্ট ডাল॥
নব গুটি গর্ত্তে হয় সঞ্চার ব্যভার।
এইরূপে কহি আদি বৃক্ষের বিস্তার॥
দশ গুটী প্রাণ হয় বৃক্ষব দশ পাতে।
সবে দুই গুটী হংস আছয়ে তাহাতে॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত ভব আদি বৃক্ষ বলি।
সকল পুরাণ বেদে এই অবধারি॥
হেন ভব-বৃক্ষ তোমা হৈতে উতপত্তি।
তোমাতে প্রলয হয় তোমাতেই স্থিতি॥
তুমি সে পালন তার কর সর্ব্ব কাল।
তোমা বিনা সত্য কিছু না হয় সংসার॥
তুমি সৃজ তুমি পাল তোমাতে প্রলয়।
মায়া-বিমোহিত লোক নানারূপ কয়॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
এক প্রভু ধর তুমি নানা কলেবর॥

বুধজনে তুমি সর্ব্বসত্য হেন জানে।
অসত্যে মানয়ে সত্য মোহিত যে জনে ॥
জ্ঞানময় আত্মা তুমি দিব্য রূপ ধর।
দিব্য অবতার করি ভকত উদ্ধার ॥
জগত-মঙ্গল রূপ ধর সত্যময়।
সাধুজন পরিত্রাণ যাহা হৈতে হয় ॥
খল-নিবারণ হেতু কর অবতার।
যোগিগণে যে রূপ চিন্তিয়া হয় পার ॥
যত যত ভাগবত আছয়ে প্রধান।
চিন্তয়ে তোমার শুদ্ধ-সত্ত্বময় ধাম ॥
সমাধি করিয়া চিত্ত করি নিরোধন।
তোমার চরণ-নৌকা করিয়া চিন্তন ॥
গুরুজন-উপদেশে বৎস-পদ করি।
হেলায় চলিল তারা ভব-সিন্ধু তরি ॥
আপনে তরিয়া ভব-সিন্ধু ভয়ঙ্কর।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু চিন্তিল বিস্তর ॥
লোকের বৎসল তাঁরা পরম দয়াল।
তোমার চরণে ভক্তি করিয়া বিস্তার ॥
চরণ-পঙ্কজ-পোত জগতে স্থাপিয়া।
মহাজন সব গেল সংসার তরিয়া ॥
দেবদেব দয়াশীল কমল-লোচন।
ভক্তিহীন জন তার বিফল জীবন ॥

তোমার চরণে ভক্তি না কৈল যে জনে।
যোগ সাধি আপনাকে মুক্ত হেন মানে॥
করিয়া পরম পদ দুঃখে আরোহণ।
তাহা হৈতে হয় তার পুন নিপতন॥
তোমার পদারবিন্দে যে হয় বঞ্চিত।
শুদ্ধ-বুদ্ধি নহে তার ভক্তিহীন চিত॥
মুক্তিপদ পাঞা সেই পড়ে আর বার।
ভক্তি বিনে কেহ নহে ভবসিন্ধু পার॥
হে মাধব! তুমি হও জগত-নিবাস।
ভকত জনের কভু না হয় বিনাশ॥
প্রেম অনুবন্ধ করি তোমার চরণে।
যথা তথা বলুক যেন তেন মনে॥
বিঘ্ন-শিরে চরণ ধরিয়া দৃঢ় করি।
স্বচ্ছন্দে ভ্রমুক গিয়া ভয় পরিহরি॥
তুমি রক্ষা কর যদি নহে তার নাশ।
হেন তুমি ভকত-বৎসল শ্রীনিবাস॥
যদ্যপি কেবল আত্মা তুমি জ্ঞানময়।
তথাপি ভকতজন-পালন সদয়॥
বিশুদ্ধ পরম ধাম দিব্য মূর্ত্তি ধর।
জীব-পরিত্রাণ-হেতু নানা লীলা কর॥
দেবযজ্ঞ কর্ম্মযজ্ঞ যোগ তপ করি।
সে রূপ ভাবিয়া লোক যায় ভব তরি॥

এই সে কারণে মূর্ত্তি কর আবির্ভাব।
প্রকট-পরমানন্দ অচিন্ত্য-প্রভাব ॥
যদি না করিতে তুমি মূর্ত্তি পরকাশ।
কে তোমা জানিত তবে সর্ব্বভূত-বাস ॥
কাহারো নহিত তবে ঈশ্বর গেয়ান।
আছেন ঈশ্বর সবে এই অনুমান ॥
কাহারো নহিত তবে অজ্ঞান-বিচ্ছেদ।
কারো না ঘুচিত তবে ভববন্ধ-খেদ ॥
এখনে তোমার দিব্য অবতার ভজি।
সুখে লোক তরিব সংসার-দুঃখ তাজি ॥
গুণ কর্ম্ম জন্ম তুমি ধর নানামতে।
তবু নাম রূপ তব নারি নিরূপিতে ॥
অনন্ত তোমার নাম গুণ অবতার।
নিরূপিতে পারে হেন শকতি কাহার ॥
মন বচনের প্রভু তুমি অগোচর।
সর্ব্ব লোক সাক্ষী তুমি মহামহেশ্বর ॥
কদাচিত করে কেহ পথ অনুমান।
হেন মহাপ্রভু তুমি পূর্ণ ভগবান্ ॥
সবে চরণারবিন্দ পরিচর্য্যা করি।
এই সে উপায়ে ভব তরিবারে পারি ॥
শুনিব স্মরিব নাম করিব কীর্ত্তন।
জগত-মঙ্গল রূপ করিব চিন্তন ॥

পরিচর্য্যা কর্ম্ম করি ভক্তিযুত হৈয়া।
সেই সে যাইব ঘোর সংসার তরিয়া॥
আপনে ঈশ্বর হৈয়া লভিলে জনম।
এত দিনে হৈল যে ভূভার-খণ্ডন॥
এই ভাগ্য তোমার দেখিব পাদপদ্ম।
মহাভাগবত-মত্ত-মধুব্রত-সদ্ম॥
চরণ-পঙ্কজ সুশোভিত ক্ষিতিতলে।
দেখিব পদারবিন্দ গগন-মণ্ডলে॥
আপনে ঈশ্বর তুমি অজ নিরঞ্জন।
না দেখি বিনোদ বিনে জনম-কারণ॥
যাঁহার মায়ায় করে সৃষ্টি পরলয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটী যাঁহার হৃদয়॥
হেন প্রভু হৈয়া তুমি কর অবতার।
সবে দেখি প্রয়োজন করিবে বিহার॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি নানা অবতার করি।
জগত রক্ষণ যেন কর ভার হরি॥
সেইরূপে এখনে পৃথ্বীর হর ভার।
সুরগণ পালন করহ সর্ব্বকাল॥
সতত তোমার রহু চরণে বন্দন।"
তবে দৈবকীর তরে কৈল সম্ভাষণ॥
"পরম পুরুষ যে সাক্ষাৎ ভগবান্।
তোমার উদরে তাঁর হৈল উপাদান॥

তুমি না করিহ আর কংস করি ভয়।
সাক্ষাত বৈকুণ্ঠনাথ তোমার তনয় ॥"
এইরূপে স্তুতি করি যত দেবগণে।
অজ ভব আদি করি কৈল অন্তর্দ্ধানে ॥
দেব-স্তুতি কৃষ্ণ-কথা বুদ্ধি-অনুসারে।
কহিল সকল লোক বুঝাবার তরে ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী।
এখনে কহিব কৃষ্ণ-জনম-কাহিনী ॥
যবে প্রভু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কৈল।
সর্ব্ব সুমঙ্গল আসি একত্র মিলিল ॥
সর্ব্বগুণযুত কাল পরম সুন্দর।
পৃথিবী পূরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥
শুভ বার তিথি যোগ নক্ষত্র করণ।
পুণ্যগুণ পুণ্যযোগ সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥

দশ দিক পরসন্ন গগন-মণ্ডল।
উদিত তারকাবলী দেখি মনোহর॥
নদ নদী সরোবর বিমলিত জল।
বিকসিত উতপল কুমুদ কমল॥
খগ-ভৃঙ্গ-নিনাদিত স্তবকিত বন।
সুললিত পুণ্য-গন্ধ সুমন্দ পবন॥
শান্ত হৈয়া জ্বলিল যজ্ঞের হুতাশন।
উত্তম জনের চিত্ত হৈল পরসন্ন॥
আকাশ-মণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন।
সুরমুনিগণে করে পুষ্প বরিষণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গীত গায় সুমধুর।
সিদ্ধ বিদ্যাধর স্তুতি করয়ে প্রচুর॥
সুর বিদ্যাধরী নৃত্য করে সুললিত।
মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত॥
ভাদ্রমাস অসিত অষ্টমী শুভদিন।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি রোহিণী-লক্ষণ॥
ভরা-নিশি রজনী তিমির ঘোরতর।
হেন কালে জনম লভিলা গদাধর॥
অদভুত রূপ ধরে দৈবকী-নন্দন।
জনক জননী দেখি উল্লসিত-মন॥
নব-ঘন-শ্যাম-তনু রাজীব-লোচন।
আজানুলম্বিত-ভুজ শ্রীবৎস-লাঞ্ছন॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ভুজ-বিরাজিত।
কটিতটে পীতবাস কৌস্তুভ-ভূষিত॥
কিরীট কুণ্ডল হার বনমালা দোলে।
কুঞ্চিত অলকাবলী ললিত কপোলে॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ শোভে মন্দ মন্দ হাস।
মুখপদ্মে কত শত শশী পরকাশ॥
হেন অদভুত শিশু দেখি মহাশয়।
বসুদেব চমকিত হৈল অতিশয়॥
নারায়ণ পুত্র দেখি প্রসন্ন বদন।
পুলকিত কলেবর সর্ব্বাঙ্গ কম্পন॥
কৃষ্ণ অবতার দেখি ভরিল উৎসবে।
অযুত গো-দান মনে কৈল বসুদেবে॥
পুত্রের প্রভাব দেখি ভয় পরিহরি।
প্রণত-কন্ধরে চিত্ত নিয়োজিত করি॥
ভূমেতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণাম।
করযোড় করি স্তুতি করে মতিমান্॥
"জানিনু বিদিত তুমি সাক্ষাত ঈশ্বর।
পরম-পুরুষ তুমি প্রকৃতির পর॥
সর্ব্ববুদ্ধি-সাক্ষী তুমি আনন্দ-স্বরূপ।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন পূর্ণব্রহ্মরূপ॥
অতুল শকতি তুমি পুরুষ পুরাণ।
মায়ায় আপনি কর বিশ্ব নিরমাণ॥

তাহাতে আপনি পাছে থাক পরবেশি।
শুদ্ধসত্ত্বময় তুমি প্রভু অবিনাশী॥
জগতের হও সবে উতপতি ধ্বংস।
তোমার বিনাশ কভু নহে পরহংস॥
জগতে প্রবেশ করি আছ নিরন্তর।
তবু পরবেশ নাহি তাহার ভিতর॥
পঞ্চভূতময় যত কারণ বিশেষে।
বিশ্ব নিরমিয়া যেন বিশ্বে পরবেশে॥
বিশ্ব সনে নহে যেন তার অনুবন্ধ।
এইরূপ প্রভু তুমি নিত্য পরানন্দ॥
বিশ্ব বেযাপিয়া আছ জগত-নিবাস।
বুদ্ধি মন চিত্ত তুমি কর পরকাশ॥
সেই বুদ্ধি মনে তোমা লইতে না পারি।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি সর্ব্ব-অধিকারী॥
অসত্য জগতে তুমি আছ হেন মানি।
এমত নিশ্চয় যার তত্ত্ব নাহি জানি॥
পণ্ডিত না হয় সে না বুঝে বিচার।
জগতের ভিন্ন তুমি জগতের সার॥
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নির্গুণ নিরাকার।
তবু তোমার হেন সৃষ্টি পালন সংহার॥
সবার ঈশ্বর তুমি সবার আশ্রয়।
তোমাতে কহিতে কিছু বিরোধ না হয়॥

সত্ত্বগুণে শুক্লবর্ণ ধর কলেবর।
জগত পালন তুমি কর মহেশ্বর॥
রজোগুণে রক্তবর্ণ ধরি সৃষ্টি কর।
তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া সংহর॥
এখনে করিবে তুমি লোক পরিত্রাণ।
মোর ঘরে অবতার কৈলে ভগবান্॥
রাজবেশ-কপট-অসুর-সৈন্য-ভার।
সমূলে করিবে তুমি সে সব সংহার॥
এখনে সম্প্রতি মোর এই নিবেদন।
মোর ঘরে তুমি আসি লভিবে জনম॥
শুনি কংস বধিল অগ্রজ ছয় ভাই।
জানায়ে আসিবে এবে দুষ্ট কংস ঠাঁই॥
তার অনুচরগণে তোমা জন্ম-কথা।
শুনিয়া আসিব কংস খড়্গ ধরি হেথা॥"
তবে দেখি পুত্রের মহাপুরুষ-লক্ষণ।
বিস্ময়ে দৈবকী দেবী করয়ে স্তবন॥
"নিরুপম নিরাকার বেকত-রহিত।
ব্রহ্মজ্যোতি নির্গুণ বিকার-বিবর্জ্জিত॥
সত্ত্বা মাত্র নির্ব্বিশেষ নিরীহ-স্বরূপ।
তুমি সে সাক্ষাৎ জ্ঞান-প্রকাশক রূপ॥
যখনে সকল হয় ব্রহ্মাণ্ডের নাশ।
কারণে প্রবেশ করে প্রপঞ্চ-বিলাস॥

কারণ প্রবেশ করে প্রকৃতি-ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে॥
ব্রহ্মার পর্য্যন্ত হয় ব্রহ্মে পরবেশ।
তখনেই তুমি মাত্র থাক অবশেষ॥
যদি বা বলিবা কালে করয়ে সংহার।
কালরূপে আছে এক শকতি তোমার॥
সেই কালে করে সৃষ্টি পালন প্রলয়।
সেই কাল তোমার সে লীলা মাত্র হয়॥
মৃত্যু-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এত কাল।
পলাইয়া কোথাও লোক না পায় নিস্তার॥
এখনে পদারবিন্দ করিয়া আশ্রয়।
সুখে লোক থাকিব খণ্ডিব ভব-ভয়॥
উগ্রসেন-সুত কংস দুরন্ত নিষ্ঠুর।
তার ভয়ে আমি সব অতি যে ব্যাকুল॥
ভকত-বৎসল নাম করিয়া সফল।
ভৃত্যগণে পরিত্রাণ কর প্রাণেশ্বর॥
যে রূপ যোগেন্দ্রগণ চিন্তয়ে ধেয়ানে।
চর্ম্মচক্ষে সে রূপ দেখিব সর্ব্বজনে॥
প্রত্যক্ষ না কর এবে এ রূপ নারায়ণ।
ধ্যান-গম্য রূপ প্রভু কর সম্বরণ॥
মোর ঘরে কৃষ্ণ আসি হৈলে অবতার।
না জানে পাপিষ্ঠ যেন কংস দুরাচার॥

নারী জাতি চিত্ত মোর সহজে চঞ্চল।
তোমার লাগিয়া মোর বড় লাগে ডর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ভুজ-বিরাজিত।
এইরূপ প্রভু তুমি না কর বিদিত॥
যে প্রভু প্রলয়ে ধরে বিশ্ব চরাচর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার গর্ভেব ভিতর॥
সে প্রভু আসিয়া মোর গর্ভে উপসন্ন।
মনুষ্য জাতির এতাবত বিড়ম্বন॥"

পুত্রের প্রভাব দেখি, বসুদেব শ্রীদৈবকী,
করে কিছু বিনয়-স্তবন।
শিরেতে যুড়িয়া হাত, ঘন ঘন প্রণিপাত,
স্বেদাঞ্চিত সজল-নয়ন॥
"আদি অন্ত তুমি সব, তুমি সে কারণার্ণব,
তুমি ব্রহ্ম পুরুষ-প্রধান।
আকাশ পাতাল ভূমি, নক্ষত্র-মণ্ডল তুমি,
তুমি প্রভু বেদ ব্রহ্ম-জ্ঞান॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব, তুমি সে দেবের দেব,
তুমি সে অনন্ত ক্ষিতিধব।
সংসার অসার যত, তুমি মূল সর্ব্বতত্ত্ব,
ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি রম্যবর॥

গিরি গুহা হ্রদ নদী, এ সপ্ত সাগর আদি,
তুমি সে সকল চরাচর।
চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, তোমার বিভূতি হয়,
তুমি তার মূল গদাধর॥
তুমি রাত্রি তুমি দিন, সত্ব রজ তমোগুণ,
চারি মুক্তি তুমি ভগবান্।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, তুমি সে যজ্ঞের হুতি,
বেদশাস্ত্র তুমি সে পুরাণ॥
সত্ত্বগুণে শ্বেত বর্ণ, ধরিয়া কর পালন,
জগত-আধার তুমি দেহ।
রক্তবর্ণ রজোগুণে, সৃষ্টি কর সৃজনে,
মর্ত্ত্যেতে পালন করি রহ॥
তমোগুণে আর বার, সকল কর সংহার,
কৃষ্ণ অঙ্গ ধরি নারায়ণ।
তুমি দেব চক্রপাণি, না জানি ভকতি আমি,
লৈনু প্রভুর চরণে শরণ॥
কোন্ পুণ্য কৈল আমি, মোর গর্ভে আসি তুমি,
জনম লভিলা যদুবরে।
কিবা মোর ভাগ্য-বশে, অবতার হৃষীকেশে,
ইহার বৃত্তান্ত কহ মোরে॥

এই নিবেদন করি, এ রূপ সম্বর হরি,
ধ্যানগম্য শরীর তোমার।
দারুণ কংসের দূত, পলাইতে নাহি পথ,
শুন প্রভু বচন আমার॥
উগ্রসেন-সুত রাজা, কংসাসুর মহারাজা,
এখনে আসিবে দুষ্টমতি।
অসি চর্ম্ম ধরি করে, আসিবেক দুষ্টাচারে,
কহ প্রভু ইহার যুকতি॥
এইরূপ বারেবার, ছয় পুত্র যে আমার,
কংসাসুর বধিল সবায়।
কংসাসুর দুষ্ট হেন, এ রূপ না দেখে যেন,
কর প্রভু ইহার উপায়॥”
এত বলি বসুদেবে, কাকুতি মিনতি স্তবে,
করযোড়ে পড়িল চরণে।
দৈবকী প্রণাম করে, চরণ ধরিয়া করে,
ভাগবত-আচার্য্য সুগানে॥

দৈবকীর বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা সব পূরব কাহিনী॥
“স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর আছিল যখনে।
তখনে আছিলা তুমি পৃশ্নি হেন নামে॥
আছিলা সুতপা নামে এই মহামতি।
অপত্য সৃজিতে আজ্ঞা দিল প্রজাপতি॥

সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন।
দুই জনে করিলে আমার আরাধন॥
পরম দুষ্কর তপ কৈলে নিরন্তর।
শীত বাত ঘর্ম্ম তাপ সহিলে বিস্তর॥
বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া আহার।
বায়ু রোধ করিয়া রহিলে চিরকাল॥
তপ করি কৈলে নিজ-চিত্ত নিরমল।
ভক্তিভাবে আমাকে ভজিলে নিরন্তর॥
দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর।
এইরূপে মহাতপ করিলে দুষ্কর॥
তবে আমি তুষ্ট হৈয়া দিল দরশন।
তুমি সব এই রূপ দেখিলে তখন॥
আমি যদি বলিল মাগিয়া লহ বর।
পুত্রবর মাগিলে সে আমার সোসর॥
তোমা দোঁহে না কৈল মায়াতে মোহিত।
মুক্তিপদ না মাগিলে না হৈলে বঞ্চিত॥
মুক্তিপদে নাহি পুত্রপ্রেম সুখময়।
তেঞি মায়া মোহিত না কৈল অতিশয়॥
তবে আমি তখনে চিন্তিল মনে মনে।
আমার সদৃশ কেহ নাহি ত্রিভুবনে॥
পুত্র হৈয়া আমি গিয়া জন্মিল আপনে।
পৃশ্নিগর্ভ নাম হৈল তাহার কারণে॥

তবে আর জনমে কশ্যপ প্রজাপতি।
হৈয়াছিল এই বসুদেব মহামতি॥
অদিতি তোমার নাম দেবের জননী।
ধরিয়া বামন নাম পুত্র হৈল আমি॥
এখনে পৃথিবী-ভার করিতে হরণ।
শিষ্টের পালন হেতু দুষ্টের নিধন॥
তোমার উদরে আসি লভিল জনম।
সেই পূর্ব্ব রূপে আমি দিল দরশন॥
নরবেশে না ঘুচিব মানুষ-গেয়ান।
তে কারণে এইরূপ দেখালাম বিদ্যমান॥
ব্রহ্মভাব করিয়া বা সতত চিন্তহ।
পুত্রভাব করিয়া বা পিরীতি করহ॥
অবশ্য পরম গতি পাবে দুই জনে।
অবধান কর এবে আমার বচনে॥
গোকুল-নগরে আছে নন্দ গোপ করি।
প্রসব করিল কন্যা যশোদা তাঁর নারী॥
তথাতে আমারে লয়ে থোও শীঘ্র করি।
এখানে আনিয়া রাখ নন্দের কুমারী॥”
এতেক কহিয়া হরি হৈলা নিশবদ।
মায়াতে রহিলা যেন সহজ বালক॥
তবে বসুদেব নিজ-পুত্র করি কোলে।
অলপে অলপে গেল পুরের দুয়ারে॥

হেনকালে কোন্ কর্ম্ম কৈল মহামায়া।
ফেলিল প্রহরিগণ নিদ্রায় ব্যাপিয়া॥
বড় বড় লোহার কপাট দৃঢ়তর।
যতেক লোহার খিল লোহার শিকল॥
খণ্ড খণ্ড হৈয়া সব মিলিল বিদার।
রবির কিরণে যেন ঘুচে অন্ধকার॥
মন্দ মন্দ গরজন বরিষে মেঘগণে।
বাসুকি আসিয়া ফণা ধরিলা আপনে॥
তরঙ্গ কল্লোল জল গভীর যমুনা।
পথ ছাড়ি দিল নদী ভয়ে কম্পমানা॥
তবে বসুদেব গেলা নন্দের গোকুলে।
নিদে অচেতন গোপ প্রতি ঘরে ঘরে॥
নন্দ-ঘরে গিয়া তবে কৈল পরবেশ।
যশোদার শয়নে লৈয়া থুইল হৃষীকেশ॥
যশোদার কন্যাখানি তুলি লৈল কোলে।
পুনরপি সেইরূপে গেলা মধুপুরে॥
কন্যা সমর্পিল লৈয়া দৈবকী-শয়নে।
লোহার নিগড় নিল আপন চরণে॥
তবে বসুদেব রহে করিয়া শয়ন।
না জানে যশোদা দেবী এত বিবরণ॥
জন্মিল অপত্য শুধু এইমাত্র জানে।
কিবা পুত্র কিবা কন্যা নাহি সে গেয়ানে॥

একে ত প্রসব-দুখ পেয়েছে বেদনা।
তাহে মহামায়া দেবী কৈল অচেতনা॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
গীতবন্ধে কহে কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয়
দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

মুনি বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন।
কহিব এখন রাজা যে যে বিবরণ॥
সেইরূপে কপাট লাগিল থরে থরে।
লোহার শিকল খিল লাগিল দুয়ারে॥
ছাওয়ালের ক্রন্দন শুনিয়া ত্বরাত্বরি।
জাগিয়া উঠিল সব দুয়ারী প্রহরী॥
ত্বরিতে জানালো গিয়া কংস-বিদ্যমানে।
চমকিত হৈয়া কংস উঠিল তৎক্ষণে॥
না জানি কি হইবে মোহার প্রতিকার।
যম জনমিল মোরে করিতে সংহার॥
হৃদয়ে ব্যাকুল অতি কাঁপয়ে সঘন।
খসিল মাথার কেশ বসন ভূষণ॥

ধাঞা গিয়া পরবেশ কৈল সূতিঘরে।
দেখিয়া দৈবকীদেবী কাকুতি যে করে॥
"শুন শুন আরে ভাই কংস মহাশয়।
এবার মোহারে তুমি হও তো সদয়॥
এই কন্যাখানি ভাই মোরে দেহ দান।
মারিলে তো ছয় পুত্র আগুনি সমান॥
না মারিহ কন্যাখানি করি নিবেদন।
কন্যা-বধ করি তোমার কিবা প্রয়োজন॥
যে কৈলে সে কৈলে মোর তাতে নাহি ব্যথা।
গর্ভশেষ কন্যাখানি যদি কর রক্ষা॥"
এতেক মিনতি-বাণী দৈবকী বলিল।
তথাপি পাপিষ্ঠ কংস সদয় না হৈল॥
দৈবকীরে বিস্তর ভর্ৎসিয়া দুরাচার।
টান দিয়া হাত হৈতে কন্যা লৈল তার॥
দুই পায়ে দৃঢ় করি ধরিল ছাওয়াল।
শিলার উপরে যেই মারয়ে আছাড়॥
হাত হৈতে খসিল কন্যা করিল গমন।
আকাশ-মণ্ডলে গিয়া কৈল আরোহণ॥
সবে দেখে দিব্যমূর্ত্তি দেবী হৈল তথা।
অষ্টভুজা অস্ত্রশস্ত্রে ভূষণে ভূষিতা॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যোগী সিদ্ধ মুনিগণে।
নৃত্য গীত স্তুতি করে পুষ্প বরিষণে॥

কৌতুকে পূজিল সবে উপহার দিয়া।
ডাকিয়া বলিল তবে দেবী মহামায়া॥
"শুন শুন আরে কংস দুষ্ট খলমতি।
আমাকে মারিতে মিথ্যা করিস্ যুকতি॥
আমাকে হিংসিয়া তোর কোন্ প্রয়োজন।
যে তোরে মারিবে তেঁহো লভিল জনম॥
দুঃখিত প্রজার হিংসা না করিস্ বৃথা।
তোর শত্রু জনমিল আজি যথা তথা॥"
এতেক বলিয়া দেবী হৈল অন্তর্দ্ধান।
চৌদিকে নেহারে কংস হৈয়া হতজ্ঞান॥
দেবীর বচন কংস শুনিয়া শ্রবণে।
পরম বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মনে॥
এ কি দেখি দৈববাণী অসত্য হইল।
মরণ বিদিত হৈয়া চিন্তিতে লাগিল॥
বসুদেব দৈবকীর ছাড়িল বন্ধন।
স্তুতি করি বলে তবে বিনয় বচন॥
"শুন হে ভগিনীপতি শুনহ ভগিনি।
কিবা গতি হৈবে মোর কিছু নাহি জানি॥
কেবল রাক্ষস মুই বড় দুরাচার।
ব্যর্থ এত পুত্রবধ করিল তোমার॥
নির্লজ্জ নির্দ্দয় মুই কৈনু হেন কর্ম্ম।
জ্ঞাতি বন্ধু হিংসিনু ছাড়িনু লোক-ধর্ম্ম॥

জীয়ন্তেই মরা মুই যেন ব্রহ্মঘাতী।
মরিলে না জানি মোর হৈবে কোন্ গতি ॥
থাকুক্ মানুষ, দেবে বলে মিথ্যা বাণী।
এত অপকর্ম্ম কৈল দৈববাণী শুনি ॥
না করিহ শোক আর পুত্রের কারণে।
করয়ে সকল লোক অদৃষ্ট ভজনে ॥
অদৃষ্ট-অধীন জীব অদৃষ্টে মিলায়।
অদৃষ্টেতে পুনরপি বিচ্ছেদ করায় ॥
মাটির নির্ম্মিত পাত্র নানা পরকার।
কত হয় কত যায় মাটি মাত্র সার ॥
মাটির না হয় যেন উৎপত্তি বিনাশ।
না হয় না মরে আত্মা নিত্য পরকাশ ॥
শরীরের হয় সবে উৎপত্তি প্রলয়।
ইহা না বুঝিয়া হয় মতি-বিপর্য্যয় ॥
আপনারি দেখে সবে জনম মরণ।
সেই সে কারণে করে সংসার ভ্রমণ ॥
এতেক বুঝিয়া ভগ্নি ভগ্নিপতি মোর।
পুত্রের কারণে আর শোক নাহি কর ॥
তা সবার ছিল এই অদৃষ্টে লিখন।
মোর হাতে হবে মৃত্যু না যায় খণ্ডন ॥
যার যেন অদৃষ্ট তাহার তেন ফল।
এ বোল বুঝিয়া দোষ ক্ষমিবে সকল ॥

সে মোরে মারিবে মুঞি মারিব তাহারে।
যাবত এমত বুদ্ধি হৃদয়ে সঞ্চারে॥
তাবত না ঘুচে বধ্য বধক যে ভাব।
বসুদেব জান তুমি ভাল মন্দ সব॥"
এতেক বচন বলি ধরিল চরণে।
কান্দিতে লাগিলা কংস ভয় পাঞা মনে॥
বসুদেব দেখিয়া কংসের দুঃখ শোক।
দোঁহে মেলি দিলা তারে সন্তোষ প্রবোধ॥
"ভাল তুমি মহারাজ কহিলে সকল।
অভিমানে ভেদ-বুদ্ধি হয় নিরন্তর॥
এক দেহ করে আর দেহের বিনাশ।
দুঃখ সুখ আদি যত মনের বিলাস॥
জীবের তাহাতে দুঃখ সুখ নাহি ধরি।
অজ্ঞান জনেতে শত্রু মিত্র ভেদ করি॥
শুন শুন মহারাজ শোক পরিহর।
সন্তোষ হইয়া তুমি নিজ-ঘরে চল॥"
তবে কংস প্রবেশিল নিজ-অন্তঃপুরে।
জাগিয়া পোহায় নিশি পালঙ্ক উপরে॥
রজনী প্রভাত হৈলে প্রত্যূষ বিহানে।
মন্ত্রিগণে ডাকিয়া আনিল বিদ্যমানে॥
আদি হইতে সর্ব্ব কথা মন্ত্রিগণে কই।
চিন্তিতে লাগিলা কংস হেটমাথা হই॥

তবে যত সেনাপতি আছিল তাহার।
বীরদর্প করিয়া লাগিল বলিবার॥
"কোন্ ছার প্রয়োজনে এত চিন্তা কর।
তুমি কংস হৈয়া আপন বিক্রম পাসর॥
রিপু জনমিল যদি এই সত্য হয়।
তাহা করি অতিশয় নাহি কিছু ভয়॥
আজি বা জন্মিল দশ দিবস ভিতরে।
মারিব সকল শিশু প্রতি ঘরে ঘরে॥
হেন ছার কাজে তুমি কর বিমরিষ।
বাহু-বলে জিনিলে সকল দশ দিশ্॥
যদি বল দেবগণ আসিবে সাজিয়া।
বস্তু-জ্ঞান না করিহ দেবতা বলিয়া॥
ইচ্ছা করি যখন ধনুকে দেহ চড়া।
দেবলোকে তখন সম্ভ্রমে পড়ে সাড়া॥
না জানি কি হয় আজি দেবের সমাজে।
ধনুকে টঙ্কার দিলে কংস মহারাজে॥
তুমি যদি কর রাজা শর বরিষণ।
পলায় সকল দেব রাখি বা জীবন॥
কেহ কর যুড়িয়া করয়ে কাকুবাদ।
কেহ অস্ত্র ফেলিয়া করয়ে দণ্ডবত॥
কেহ কেশ বান্ধে কেহ কাছা মুকুলায়।
না মার না মার বলি তরাসে পলায়॥

রথী হৈয়া যদি রথ ছাড়য়ে সংগ্রামে।
অস্ত্র তেজি ভয়ে যেবা করয়ে প্রণামে॥
সংগ্রামে বিমুখ হৈয়া যে জীব পলায়।
ধনু-রজ্জু ভাঙ্গে যে বা যুঝিতে না চায়॥
তাহার উপরে অস্ত্র না কর প্রহার।
তুমি সে বীরের ধর্ম্ম জান সর্ব্বকাল॥
দেবগণ কি করিবে তারা ভয়াকুল।
দর্প করিবার কালে সবে তারা শূর॥
বিষ্ণু করি তিলেক না কর বস্তুজ্ঞান।
সবার হৃদে গুপ্তে রহে নহে বিদ্যমান॥
শিব কি করিতে পারে অরণ্যে বসতি।
কি করিতে পারে অল্পবল শচীপতি॥
কি করিতে পারে ব্রহ্মা সতত ধেয়ানে।
তপ ছাড়ি অন্য তার নাহি অবধানে॥
এ বোল বলিয়া উপেক্ষিতে না যুয়ায়।
শত্রু উদ্ধারিতে তবু করিব উপায়॥
আজ্ঞা দেহ আমি সব কিঙ্কর তোমার।
আমি সব রিপুকুল করিব সংহার॥
অঙ্গে ব্যাধি হয় যদি প্রথম সময়।
না ঘুচালে সে ব্যাধি বাড়ে অতিশয়॥
পাছে যেন সেই ব্যাধি নারি ঘুচাইতে।
শত্রু বলবান্ হৈলে না পারি জিনিতে॥

সকল দেবের মূল বিষ্ণু যার নাম।
সত্যধর্ম্ম যথা তার তথা উপাদান॥
গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ দেব ব্রত যথা।
এ সব ধর্ম্মের মূল—বিষ্ণু রহে তথা॥
ব্রহ্মবাদী যজ্ঞশীল তপস্বী ব্রাহ্মণ।
হবির্ধানী যত গাভী আছে ঋষিগণ॥
এ সব মারিব যার যথা পাই লাগ।
তবে বিষ্ণু মারিব তাহাতে কোন্ বাদ॥
গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ বিষ্ণুর শরীর।
বিষ্ণু মারিবারে এই বুদ্ধি কর স্থির॥
সেই বিষ্ণু অসুর হিংসয়ে নিরন্তর।
সকল দেবের মূল দেবের ঈশ্বর॥
এই সে উপায়ে বিষ্ণু মারিবারে পারি।
সবেই মিলিয়া চল গো ব্রাহ্মণ মারি॥"
পাপমতি কংস তার পাপেতে উৎপত্তি।
কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় ঐ দঢ়াইল মতি॥
দুষ্ট দৈত্য যত তারা কন্দলে পিরীতি।
চৌদিকে পাঠাঞা দিল দুষ্ট সেনাপতি॥
পাপমতি তারা সব দুষ্টমতি খল।
গো ব্রাহ্মণ সাধু যত হিংসিল সকল॥
পরমায়ু শ্রী আর বেদধর্ম্ম যশ।
ইহলোক পরলোক সকল সম্পদ॥

এ সব যাহার নাশ হবে একেবারে।
সেই সে গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা করে॥
কংসের সকল নাশ হৈব হেন আছে।
দেব দ্বিজ হিংসা করি মজিল সবংশে॥
কৃষ্ণগুণ-সমুদিত অসুর-মন্ত্রণা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর রচনা॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয়
দশম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

(এই পর্য্যন্ত জন্মাষ্টমীর রাত্রে পাঠ্য।)

পঞ্চম অধ্যায়।

(শ্রীশ্রীনন্দোৎসব)।

(জন্মাষ্টমীর পরদিন প্রাতে ইহা পাঠ্য।)

শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
পুত্র জনমিল নন্দ হৈয়া আনন্দিত॥
ডাকিয়া আনিল যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গে পরাইল আভরণ॥
জাতকর্ম্ম কৈল বিষ্ণু করিয়া স্মরণ।
যথাবিধি কৈল দেব-পিতৃ-আরাধন॥

বিশ লক্ষ দিল ধেনু কাঞ্চনে ভূষিয়া।
তিলের নির্ম্মিত সাত পর্ব্বত করিয়া॥
কাঞ্চনে নির্ম্মিত সব মণিতে খচিত।
কাঞ্চন বসনে সব পর্ব্বত বেষ্টিত॥
সাত তিল-পর্ব্বত ব্রাহ্মণে দিল দান।
বসন ভূষণ দিল বিবিধ অন্ন পান॥
দান দৈতে হয় নানা দ্রব্যের শোধন।
তত্ত্বজ্ঞান হৈতে হয় চিত্ত পরসন্ন॥
জাতকর্ম্ম সংস্কারে তাহাতে নানা দানে।
গর্ভশুদ্ধি হয় তাতে দেহের শুদ্ধি স্নানে॥
তেঁই জাতকর্ম্মে নন্দ কৈল বহু দান।
সহজে পণ্ডিত নন্দ মহামতিমান্॥
বিবিধ মঙ্গল-বাণী পড়িল ব্রাহ্মণে।
উচ্চৈঃস্বরে ভট্টিমা পড়িল ব্রাহ্মণে॥
গায়নে মধুর গীত নর্ত্তকে নাচন।
বাজিল দুন্দুভি ভেরী বিবিধ বাজন॥
পুরে পুরে ঘরে ঘরে অঙ্গনে অঙ্গনে।
চন্দন লেপন কৈল কুঙ্কুম সেচনে॥
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ পল্লব তোরণ।
পূর্ণঘট সারি সারি রম্ভা আরোপণ॥
গাভী বৃষ বৎসগণ ধবল বরণ।
তৈল হরিদ্রায় কৈল অঙ্গ বিলেপন॥

নন্দ-ঘরে পুত্র হৈল শুনি গোপগণে।
অঙ্গ বিভূষিত কৈল বিবিধ ভূষণে॥
বিচিত্র কাঁচুলি পাগ বিচিত্র বসনে।
বিচিত্র বরিহা ধাতু মণ্ডিত কাঞ্চনে॥
বহুবিধ বহুমূল্য উপায়ন লৈয়া।
চলিল সকল গোপ আনন্দিত হৈয়া॥
যশোদার পুত্র হৈল গোপীগণে শুনি।
নানা আভরণে কৈল অঙ্গের সাজনি॥
নবীন কুঙ্কুমে মুখ-পঙ্কজ ভূষিয়া।
বিচিত্র বিবিধ ধাতু অঙ্গে নিরমিয়া॥
ত্বরিতে চলিলা গোপী লইয়া পসরা।
পৃথু-কুচ-কটি-ভরে গতি-মনোহরা॥
বিলোলিত-মণিহার-কণ্ঠ-বিভূষণা।
কেশপাশ-গলিত-কুসুম-বরিষণা॥
চঞ্চল কুণ্ডল হার পয়োধর-শোভা।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-জ্যোতি বিজুরীর আভা॥
পথ-শোভা করিয়া রমণীগণ চলে।
তড়িৎ সঞ্চরে যেন আকাশ-মণ্ডলে॥
উত্তরিলা গিয়া গোপী নন্দের মন্দিরে।
শিরে হাত দিয়া পুত্রে আশীর্ব্বাদ করে॥
চিরজীবী হও বাপু সতত কল্যাণ।
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে করিল আঘ্রাণ॥

তৈল জল হরিদ্রায় করিলা সেচন।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কৈল বরিষণ॥
কৃষ্ণের মহিমা গোপী গায় উচ্চৈঃস্বরে।
বিচিত্র বাজন বাজে নন্দের মন্দিরে॥
কৃষ্ণ আসি নন্দ-ঘরে হৈলা উপসন্ন।
আনন্দে কৃষ্ণের গুণ গায় গোপীগণ॥
দধি দুগ্ধ ঢালাঢালি ননী ফেলাফেলি।
আনন্দ-সাগরে পড়ি ভাসয়ে গোয়ালী॥
নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি কোন্ কর্ম্ম করে।
পূজিল সকল লোক বস্ত্র অলঙ্কারে॥
নর্ত্তক বাদক ভাট নানা গুণিগণ।
একে একে সকলে পূজিল যে যেমন॥
পুলকে রোহিণী দেবী ভূষণে ভূষিয়া।
উৎসব করয়ে দেবী আনন্দিত হৈয়া॥
অষ্টৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি।
গোকুলে মিলিল গিয়া সে দিন অবধি॥
আপনে আসিয়া যথা রহিলা শ্রীনিবাস
সাক্ষাত লক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি পরকাশ॥
গোকুলে রক্ষকগণ করি নিযোজিত।
মধুপুরে নন্দঘোষ চলিলা ত্বরিত॥
কংসের বৎসর-কর দিব সেই দিনে।
মথুরা চলিল নন্দ তাহার কারণে॥

কংসের বৎসর-কর করিল শোধন।
বসুদেব সে সংবাদ করিয়া শ্রবণ ॥
নন্দের বাসাতে ঝাট আগমন করে।
বসুদেবে দেখি নন্দ উঠিলা সত্বরে ॥
দুই বন্ধু সন্তোষে করিলা কোলাকুলি।
আসনে বসিলা দুঁহে হাতাহাতি করি ॥
রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে চিত্ত আরোপিয়া।
বসুদেব বলে কিছু বিনয় করিয়া ॥
এই মহাভাগ্য ভাই দেখিল তোমারে।
পুত্র জনমিল তোমার হেন বৃদ্ধকালে ॥
পুনরপি যৌবন যে লভিলে আপনে।
হেন কালে পুত্র-মুখ হৈল দরশনে ॥
সবন্ধু-বান্ধব তুমি আছ নিরাকুলে।
নাহি তো উৎপাত কিছু তোমার গোকুলে ॥
মহাবনে তৃণ জল তো আছে ভালমতে।
নিরন্তর যাহে থাক গোধন সহিতে ॥
আছে তো আমার পুত্র কুশল কল্যাণে।
তুমি সব কর তার পোষণ পালনে ॥
পিতা করি তোমারে তো বলে অনুক্ষণ।
তুমি তো তাহারে দেখ পুত্রের সমান ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম সবে এই প্রয়োজন।
যাহা দিয়া সন্তোষ করিয়ে বন্ধুগণ ॥

যার সনে বন্ধুগোষ্ঠীর নাহিক পিরীতি।
কিবা যশে ধনে তার এ ঘর বসতি॥
নন্দঘোষ বলে ভাই শুন মহাশয়।
মারিল পাপিষ্ঠ কংস বিস্তর তনয়॥
যেবা একখানি কন্যা হৈল অবশেষে।
অন্তরীক্ষে গেল সেহ অদৃষ্টের বশে॥
শুভাশুভ সুখ দুঃখ অদৃষ্ট কারণ।
অদৃষ্ট বুঝিয়া স্থির হয় বুধজন॥
বসুদেব বলে ভাই শুনহ বচন।
বিস্তর কথায় আর নাহি প্রয়োজন॥
রাজার বৎসর-কর দিলে একেবারে।
কি কাজ হেথাতে থাকি ঝাট চল ঘরে॥
গোকুলে উৎপাত হৈবে হেন মনে জানি।
না কর বিলম্ব নন্দ শুন তত্ত্ববাণী॥
বসুদেব-বচন শুনিয়া গোপগণে।
নন্দঘোষ সনে কৈল শকট আরোহণে॥
বসুদেবে সম্ভাষিয়া করিলা পয়ান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয়
দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতকথা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জন্মলীলা।

(১)—সিন্ধুড়া।

এ তিন ভুবন মাঝে অবনীমণ্ডল সাজে
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয় তার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥
কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধ-সত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভাদেবী তাঁহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করি স্থিতি কৃষ্ণ-পূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলি-হত জীব দেখি মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্ত্যে আরাধয়ে ভগবান্।
সেই আরাধন-কাজে নাভাদেবী-গর্ভ মাঝে
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥
মাঘ মাস শুভ ক্ষণে শুক্লা সপ্তমীদিনে
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত-মতি
নয়নে আনন্দ-ধারা বয়॥
আচম্বিতে জগজনে আনন্দ পাইলা মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।

এ বৈষ্ণব দাসে বলে উদ্ধার হইবে হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীনহীনে ॥

(২)—কল্যাণী।

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম, যেবা বিধি-ধর্ম্ম, বাড়য়ে মনের সুখ ॥
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, বদন কমল-শোভা।
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত, জগজন-মনলোভা ॥
নাভি সুগভীব, পরম সুন্দর, নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ, জিতি কত বিধু মণি ॥
মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর, দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে, এই কবে অনুভবে ॥
যত পুরনারী, শিশু-মুখ হেরি, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃপুনঃ গিয়া, নিরখয়ে অনিমিষে ॥
তাহার মাতারে, করে পরিহারে, কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্যসীমা, কি দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার ॥
এতেক বচন, সব নারীগণ, কহে গদ গদ ভাষা।
জগত-তারণ, বুঝিল কারণ, দাস বৈষ্ণবের আশা ॥

(৩)—সুহই।

বিষয়ে সকল মত্ত নাহি কৃষ্ণনাম-তত্ত্ব
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।

কলিকাল-সর্প-বিষে দগ্ধ জীব মিথ্যারসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি ॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে ধন ব্যয় করে সবে
নাহি অন্য শুভ-কর্ম্ম-লেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে নানামতে জীব হিংসে
এইমত হৈল সর্ব্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি কমলাক্ষ নাম ধরি
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজ-কুমার সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার
করাইব এই অভিলাষে ॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান জীবের করিতে ত্রাণ
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে সবে কৃষ্ণ-প্রেম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মলীলা।

(১)—শ্রীরাগ।

রাঢ়দেশ নাম, একচক্রা গ্রাম, হাড়াই-পণ্ডিত-ঘর।
শুভ মাঘ-মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর ॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী-মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে ॥

শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত, করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দুঃখীকৃষ্ণদাসে॥

(২)—সুহই।

ভুবন-আনন্দ-কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চান্দমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ-হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক-চম্পক-কাঁতি, অঙ্গুলে চান্দের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটী কাম॥
ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ান ভাঙ ধনু।
আজানুলম্বিত-ভুজ-, তল থল-পঙ্কজ,
কটি ক্ষীণ করি-অবি জনু॥
চরণ-কমল-তলে, ভকত-ভ্রমর বুলে,
আধ বাণী অমিয়া-প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ-জীবে, উদ্ধার হইল সবে,
কহে দীন দুঃখীকৃষ্ণদাস॥

(৩)—ধানশী।

আগে জনমিলা নিতাই-চান্দ।
পাতিয়া অমিয়া-করুণা-ফান্দ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায়।
সবারে করুণা-নয়নে চায়॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ান ঝরে॥
দেখি সবে মনে বিচার করে।
এই কোন্ মহাপুরুষ-বরে॥
দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ॥
মনে করে ইহায় হিয়ায় ভরি।
নয়ানে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এহেন বালক দিলা বিধাতা॥
এত কহি কারু নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া॥
কারু স্তন বাহি দুগধ ঝরে।
কেহ যায় কারে করিতে কোরে॥
এ সব বিকার রমণীগণে।
শিবরাম আশা করয়ে মনে॥

(৪)—যথা রাগ।

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তাঁনে করি পিতা-ব্যাজ॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃপুন বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা।

(১)—ভাটিয়ারী।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥
জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘনেঘন।
আবাল-বনিতা আদি নরনারীগণ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিলা॥
সেইকালে চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীন হীনে উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস॥

(২)—তুড়ী।

জয় জয় কলরব নদীয়া-নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা-উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে॥

বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

(৩)—যথা রাগ।

নদীয়া-আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গ-শশী
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
ভাগিল গগন-শশী মাখিল বদনে মসি
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥

বামাগণ উচ্চস্বরে জয় জয় ধ্বনি করে
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ।
দামামা দগড় কাঁসি সানাই ভেঁউড় বাঁশী
তুড়ী ভেড়ী আর জয়ঢাক॥

মিশ্র-জগন্নাথ-মন মহানন্দে নিমগন
শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাইর মুখ ভুলিলা প্রসব-দুখ
অনিমিষে পুত্র-মুখ চাই॥

গ্রহণের অন্ধকারে কেহ না চিনয়ে কা'রে
দেব নরে হৈল মিশামিশি।
নদীয়া-নাগরী সঙ্গে দেব-নারী আসি রঙ্গে
হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি॥

পুত্রের বদন দেখি জগন্নাথ মহাসুখী
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময় গৌর-বিধু সমুদয়
বাসু কহে জীব-ভাগ্যফলে॥

(৪)—কল্যাণী

নদীয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপ তাপ হৈল নাশ ত্রিজগতে উল্লাস
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥
হেনকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার গর্জ্জন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি উপরাগরাশি শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান॥
জগত আনন্দময় দেখি মনে বিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
বুঝি কিছু কাজে আছে ভাষ॥

আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস
যাঞা স্নান করে গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন কৈল হরি-সঙ্কীর্ত্তন
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এইমত ভক্ত যতি যার যেই দেশে স্থিতি
তাঁহা তাঁহা পাই মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল মন
দান করে গ্রহণের ছলে॥

(৫)—বিভাষ বা তুড়ী।

:হব দেখসিয়া, নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া-নগরে, শচীর মন্দিরে, চান্দের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবাণ, কষিল কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর-, জলদে নিকসিল, স্থির বিজুরী পারা॥
কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান-ভ্রমর, শ্রুতি-সরোরুহে, ধায় মকরন্দ-লোভে॥
আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত, নাভি হেম-সরোবর।
কটি করি-অরি, উরু হেম-গিরি, এ লোচন মনোহর॥

(৬)—সুহই।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
দশ দিকে উঠিল আনন্দ॥ সব অঙ্গে জগ-মন লোভে॥

রূপ কোটী মদন জিনিয়া। দূরে গেল সকল আপদ।
হাসে নিজ-কীর্ত্তন শুনিয়া॥ ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি॥ বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥

(৭)—জয়জয়ন্তী।

চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখ-চন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সবেই নর-রূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহো নাহি পারি রে॥
দশদিগে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষ দেবে মেলি, এক ঠাঁই করে কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণত হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহো নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য-খেলা রে॥

কেহো পড়ে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি,
কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহো পুষ্প বরিষে,
কেহো নাচে কেহো গায় রে॥
সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয়ধ্বনি, গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচরে, আজু ভেটব, বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল, সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্য ভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ, পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনেঘন, লাজ কেহো নাহি মান রে।
নদীয়া-পুরন্দর-, জনম উল্লাসে ভর, আপন পর নাহি জান রে॥
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে, চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ, চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গসুন্দরে, একত্রে যৈছে কোটী চান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র, পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, চান্দ প্রভু জান, বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা।

(১)—কল্যাণী

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

পূরব জনম-, দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌররায়।
নিজ-গণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া, নন্দ-মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল, বাজয়ে রসাল, কীর্ত্তন জনম-লীলা।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ-সুন্দর, গোপ-বেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি, গো-রস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ-আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে
হেরিয়া যতেক, নীলাচল-লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর, আনন্দ-সাগর, এ জগমোহন দাসে॥

(২)—ভাটিয়ারী।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
জয় জয় হরি-ধ্বনি ভরিলা ভুবন॥
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী।
দশদিগ সুমঙ্গল শুভক্ষণ জানি॥

জনমিলা ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
অন্তরীক্ষে করে দেবে পুষ্প বরিষণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে গন্ধাদি সাজাঞা।
অভিষেক করে দেবী জয় জয় দিয়া॥
অপ্সরা নাচয়ে গান করয়ে গন্ধর্ব্ব।
মঙ্গল জয়কার দেই দেব-পত্নী সর্ব্ব॥
কত কত কোটী চাঁদ জিনিয়া উদয়।
এ দ্বিজ মাধবে কহে আনন্দ-হৃদয়॥

(৩)—ভৈরবী।

নিঁদে অচেতন রাণী কিছু নাহি জানে।
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়ানে॥
ব্রজরাজ বলি রাণী ডাকে ধীরে ধীরে।
শুনিয়া আইল নন্দ সূতিকা-মন্দিরে॥
হরল গেয়ান দেখি আপন তনয়।
লাখ পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া উদয়॥
উপনন্দ অভিনন্দ সুনন্দ নন্দন।
একে একে আসি সবে ভরিল ভবন॥
যে যায় দেখিতে পুনঃ আসিতে না পারে।
জগন্নাথ দাস দেখি ধৈরয না ধরে॥

(৪)—বিভাষ।

নিশি-অবশেষে, জাগি ব্রজেশ্বরী, হেরই বালক-মুখচান্দে।
কতহুঁ উল্লাস, কহই না পারিয়ে, উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥
আনন্দ কো করু ওর।
শুনি ধ্বনি নন্দ, গোপেশ্বর আওল, শিশু-মুখ হেরিয়া বিভোর॥
চলতহিঁ খলত, উঠত খেণে গিরত, কহি সব গোকুল-লোকে।
আইল বন্দিগণ, ব্রাহ্মণ সজ্জন, করতহিঁ জাত বৈদিকে॥
দধি ঘৃত নবনী, হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব, ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম, দাস তব্ আনন্দে, নাচত গাওত ব্রজ-বররাজে॥

(৫)—যথা রাগ।

নন্দ সুনন্দ, যশোমতী রোহিণী, আনন্দে কবত বাধাই।
গোকুল নগর, লোক সব হরষিত, নন্দ-মন্দিল চলু ধাই॥
গোরোচনা জিনি, গোরী সুনাগরী, নব নব রঙ্গিণী সাথ।
নন্দ-সুত সবে, হেরইতে আনন্দে, লোক চলত পথ মাঝ॥
আনন্দ কো করু ওর।
পন্থহিঁ গান, তান কত করতহিঁ, মন-সুখে সব জন ভোর॥
আওল নন্দ-, . মহল মহা আনন্দে, অঙ্গনে ভেল উপনীত।
যশোমতী রোহিণী, লেই সব গোপিনী, করতহিঁ সব জন প্রীত
যশোমতী-বয়ান, হেরি সবে পুছত, কৈছন বালক দেখি।
জনম সফল তুয়া, আনন্দ ধন জন, পুণ্য ভুবনে কত পেখি॥

গোপগোপীগণ, দধি ঘৃত মাখন, ঢালত ভারহিঁ ভার।
কহ শিবরাম, সকল দুঃখ মিটল, আনন্দ কো করু পার॥

(৬)—ভৈরবী।

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লব-ততিরতিমোদা॥
কাপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারং।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারং॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং।
বিকিরতি কোঽপি সদধি-নবনীতং॥
কোঽপি তনোতি মনোরথ-পূর্ত্তিং।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন-মূর্ত্তিং॥

(৭)—আশাবরী।

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতি-গোধনৈরপি পূর্ণং।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণং॥
সূনুরদ্ভুত-সুন্দরোঽজনি নন্দরাজ! তবায়ং।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিত-দায়ং॥
তাবকাত্মজ-বীক্ষণ-ক্ষণ-নন্দি মদ্বিধ-চিত্তং।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তং॥
শ্রীসনাতন-চিত্ত-মানস-কেলি-নীল-মরালে।
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে॥

(৮)—তুড়ী।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।

উপনন্দ অভিনন্দ সুনন্দ নন্দন নন্দ
সবে মেলি নাচে বাহু তুলিয়া রে॥

যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপ সব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।

নাচে রে নাচে রে নন্দ সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥

খেণে নাচে খেণে গায় সুতিকা-গৃহেতে ধায়
ফিরয়ে বালক-মুখ হেরিয়া রে।

দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী'পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে॥

লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুড়িয়া রে।

যত বৃদ্ধ গোপ-নারী জয়কার ধ্বনি করি
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে॥

নর্ত্তক বাদক কত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।

ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥

(৯)—ঝুমর।

আনন্দময় রে বড় আনন্দময়।
নন্দের মন্দিরে শ্যামচাঁদের উদয়॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে নড়ি কাঁধে ভাব নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥

(১০)—বেলোয়ার।

নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে নড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি ঘৃত নবনীত গো-রস হলদি।
আনন্দ-আবেশে ঢালে নাহিক অবধি॥
গোয়ালা গোয়ালা মেলি করে হুড়াহুড়ি।
হাতে নড়ি করি নাচে যত বুড়াবুড়ি॥

গোকুলের লোক সব বাল বৃদ্ধ করি।
নয়নে বহয়ে ধারা শিশু-মুখ হেবি॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু গাভী অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভবি॥
দেহ দেহ বাণী বই নাহি আর বোল।
সঘনে সবাই বলে হবি হবি বোল॥

(১১)—কল্যাণী।

যশোদা নন্দন দেখি আনন্দে পূর্ণিত আঁখি
কৌতুকে নাচে গোপ-রাণী।
তৈল হরিদ্রা পায় সবে সবাব অঙ্গে দেয়
হুলাহুলি দেয় জয়-ধ্বনি॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ নানা বাদ্য বায়
নন্দের আনন্দেব নাহি সীমা।
উৎসব করয়ে বোলে ঘন ঘন হরি বোলে
কি কহিব যশোদাব মহিমা॥

(১২)—যথা বাগ।

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।
দেখিলা যশোদা-পুত্র নন্দ-গৃহে আসি॥
সবে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এহেন বালক মিলে তোহে॥

বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
রূপ নিরখয়ে সুখে এক দিঠে চাইয়া॥

(১৩)—ভূপাল।

রোহিণী নাচিছে সঙ্গে ব্রজবধূ লইয়া।
পিছে পিছে বলরাম ফিরয়ে ধাইয়া॥
অঙ্গুলি ইঙ্গিত করি দেখাইছে মায়ে রে।
আবেশে জানিল যাবে সূতিকা-মন্দিরে॥
পদ লটপট বলাই পড়ে সেই ঠাঁই।
ধরণী ধরিয়া উঠে বলে ভাই ভাই॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে করতালি দিয়া।
বরজ-বালক সঙ্গে বেড়ায় নাচিয়া॥
দেখি আঁখি তিরপিত ভেল সবাকার।
ভাসল নটবর আনন্দ-পাথার॥

(১৪)—ভূপাল।

সূতিকা-মন্দিরে যাইয়া আনন্দে বলাই।
দু নয়নে বহে ধারা ভাই পানে চাই॥
যশোমতী ধরিয়া দক্ষিণ কোলে নিল।
বসিয়া রাণীর কোলে দুলিতে লাগিল॥
ভাইয়ের চাঁদমুখ পানে এক দিঠে চায়।
আধ আধ বোলে কিছু না বুঝিল মায়॥

আনন্দে অচেতন ভেল সব ব্রজবাসী।
বিজুরী উজোর ভেল দুঁহু মুখের হাসি॥
ক্ষণে অচেতন ভেল যশোমতী মাই।
পুনঃ ডাকে যশোমতী আইস হেথাই॥
এ বৈষ্ণব দাস কহে মনের হরিষে।
জন্ম-নিত্য-লীলা প্রভু করিলা প্রকাশে॥

শ্রীশ্রীরাধিকার জন্মোৎসব।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—কল্যাণী।

প্রিয়ার জনম-, দিবস-আবেশে, আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়া-নগরে, বৃষভানুপুরে, উদয় করল জনু॥
গদাধর-মুখ, হেরি পুনঃপুনঃ, নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব, মহা মহোৎসব গায়॥
দধির সহিত, হলদি মিলিত, কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘন দিয়া হুলাহুলি॥
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল, এহেন আনন্দে, এ দাস বল্লবী গায়॥

(২)—কল্যাণী।

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা নক্ষত্র তথি
শ্রীমতী-জনম সেই কালে।
মধ্য দিন গত রবি দেখিয়া বালিকা-ছবি
জয় জয় দেই কুতূহলে॥
বৃষভানু-পুরে প্রতি ঘরে ঘরে
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।
কন্যার চাঁদমুখ দেখি রাজা হৈল মহাসুখী
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি নগরের যত নারী
আইলা সবে কীর্ত্তিদা-মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে দৈব হৈলা অনুকূলে
এহেন বালিকা মিলে তোরে॥
মোদের মনে হেন লয় এই ত মানুষ নয়
কোন্ ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাস কয় না করিহ সংশয়
কৃষ্ণ-প্রিয়া সদয় হইলা॥

(৩)—তুড়ী।

এ তোর বালিকা, চান্দের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে, পসরা করিয়া রাখি॥

শুন বৃষভানু-প্রিয়ে।

কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ, এহেন সোণার ঝিয়ে॥
তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর, মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক, আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ, তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে, সোঙরিবা যদি জীয়ে॥
দুহিতা বলিয়া, দুঃখ না ভাবিহ, ইহো উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহার অংশের অংশ॥

(৪)—যথা রাগ।

জয় বৃষভানু-তনি।
অবনী উয়ল থির বিজুরী জিনি॥
অরুণ অধর মুখ চন্দ্র জিনি।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষত হাসনি॥
নয়ন-যুগল শ্রুতি অতি মনোলোভা।
কর-পদ-তল এই অষ্ট পদ্ম শোভা॥
মুখ ইন্দু গণ্ড-যুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
কর-পদ-নখে কত বিধু পড়ি কান্দে॥
কনক-মৃণাল ভুজ নাভি সরোবর।
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর॥

(৫)—কল্যাণী।

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া।
নব বাস ভূষা পরি ধায়ত গোপনারী
রহিতে না পারে ধৃতি ধরিয়া॥ ধ্রু॥
কিবা অপরূপ সাজে প্রবেশে ভবন মাঝে
গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া।
বৃষভানু নৃপমণি আপনা মানয়ে ধনি
বালিকা-বদনবিধু হেরিয়া॥
সুভানু সুচন্দ্রভানু ধরিতে নারয়ে তনু
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া।
বাজে বাদ্য নানা ভাতি গীত গায় প্রেমে মাতি
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ হরিদ্রা সলিল কেহ
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া।
মুখরার সাধ কত করয়ে মঙ্গল তত
কৌতুকে দেখয়ে নরহরিয়া॥

(৬)—ঝুমর।

বৃষভানু-পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥

গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লয়ে নড়ি॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর-উল্লাসে।
আনন্দে বাধাই গীত গায় চারি পাশে॥
লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥
গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল॥
কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি॥
কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয়॥

ফুলদোল।

(১)—তুড়ী।

তদুচিত গৌরচন্দ্র।

ফুলবন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়ানে।
ফুলের সময় গোরার পড়ি গেল মনে॥
ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা-গায় ফুল ফেলি মারে জনে জনে॥

প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ।
ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ॥
গদাধর সঙ্গে পহুঁ করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ এই করিল প্রকাশ॥

(২)—ববাড়ী।

বন মাহা কুসুম, তোড়ি সব সখীগণ, সরস সমর করু তাঁহি।
মারত বদন, নেহারি কুসুম-শর, শোহত সমরক মাহি॥
কো কহু মবমক কেলি।
নওল কিশোর, নওল নব নাগবী, ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥
মণিময় ভূষণ, তনু তনু শোহন, রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস কহে, রমণী-শিরোমণি, জিতল বিদগধ-রাজে॥

(৩)—কল্যাণী।

ফুলক গেন্দু, লেই সব সখীগণ, ডারয়ে শ্যামক অঙ্গে।
আওল শ্যাম, সুঘড় রণপণ্ডিত, বটু সুবল করি সঙ্গে॥
অপরূপ রাইক কেলি।
দূরহিঁ তাকি, গেন্দু ফেলি মারয়ে, শ্যাম-অঙ্গে সখি মেলি॥
রোখলি তহিঁ রণ-, রসিক-শিরোমণি, ফুল-ধনুক লেই হাত।
শত শত গেন্দু, এক বেরি ডারয়ে, সবহুঁ সখীগণ মাথ॥
যূথহিঁ যূথ, রমণী ভেল এক যূথ, শ্যামক অঙ্গে পড়য়ে ফুলরাশি।
ফুলধনু ছোড়ি, করহিঁ কর বারউ, গৌরদাস ইহ রস পরকাশি॥

(৪)—ভূপালী।

নিধুবনে রাধামোহন কেলি।
কুসুম-সমর করু সহচরী মেলি॥
বৃন্দাদেবী যোগাওত ফুল।
বহুবিধ তোড়ক রচিত বকুল॥
সহচরী কুসুম বরিখে শ্যাম-অঙ্গে।
তোড়ল পিঞ্ছ-মুকুট বহু রঙ্গে॥
লাখে লাখে গেন্দু পড়য়ে শ্যাম-গায়।
মধুমঙ্গল সহ সুবল পলায়॥
সখীগণ মেলি দেই করতালি।
ফুল-ধনু লেই ফিরয়ে বনমালী॥
রাইক সঙ্গে করয়ে ফুল-রণ।
কোই না জিতয়ে সম দুই জন॥
অদভুত দুহুঁ জন কুসুম-বিলাস।
হেরি যদুনন্দন আনন্দে ভাস॥

(৫)—যথা রাগ।

সমর সমাধিয়া যুগল কিশোর।
আওল দুহুঁ যাঁহা কুসুমক ডোর॥
বৃন্দাদেবী-রচিত ফুল-দোলা।
ঝুলয়ে দুহুঁ জন আনন্দে বিভোলা॥

কুসুম বরিখে সব সহচরী মেলি।
গাওত বহুবিধ মনসিজ-কেলি ॥
কত কত যন্ত্র সুমেলি করি।
নাচত গাওত তাল ধরি ॥
দোলত দুহুঁ জন কুসুমক ডোরে।
দুই দিকে দুই সখী দেই ঝকোরে ॥
তড়িতে জড়িত তনু জলধর-কাঁতি।
পরিমলে ধাওল মধুকর-পাঁতি ॥
অপরূপ দোলত কেলি-নিকুঞ্জে।
দুহুঁ পর কুসুম পড়য়ে পুঞ্জে পুঞ্জে ॥
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ মৃদু মৃদু হাস।
হেরি মুগধ যদুনন্দন দাস ॥

(৬)—পঠমঞ্জরী।

ফুলবনে দেখিয়া ফুলময় তনু।
ফুলময় আভরণ করে ফুলধনু ॥
ফুলময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখী বরিখে ফুলপুঞ্জ ॥
ফুল-তনু হেরি মুগধ ফুলবাণ।
ফুল-শরে হানল ফুলময় কান ॥
ফুলে উয়ল বন ফুল-বায়ু মন্দ।
ফুল-রসে গুঞ্জরে মধুকর-বৃন্দ ॥

অপরূপ ফুলদোল ফুল-বিলাস।
ফুলকরে রহু যদুনন্দন দাস॥

স্নানযাত্রা।

(১)—ভূপাল।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ-দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্য-থালী॥
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে।
গোরা-অভিষেক-রস বাসু ঘোষ গানে॥

(২)—ববাড়ী।

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী।
গোরা-অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসী পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আদি তাহে মিশাইয়া॥

জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা-গায়।
শ্রীঅঙ্গ মোছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান-মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥

(৩)—যথা রাগ।

বসিলা গৌরাঙ্গচাঁদ রত্ন-সিংহাসনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা।
রূপের ছটায় দশ দিক্ হৈল আলা॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিল ভোজন॥
তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তিঁহো আরতি করিলা।
নির্মঞ্ছন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা॥
ভক্তগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে॥
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥

(৪)—ধানশী।

গিরীষ সময় গৃহ মাহ।
যশোমতী হরিষ বাঢ়াহ॥
কহি সব গোকুল লোক।
নিজ-সুতে করু অভিষেক॥
গিরীষ-তপন-ভয় লাগি।
বসন্ত কুসুম পরাগি॥
সুশীতল বারি মধুর।
কলসী কলসী ভরি পূর॥
মলয়জ কর্পূর মিশাই।
হিমকর শীকর লাই॥
রতন বেদী নিরমাণ।
তঁহি আনাওল কান॥
বাসিত তৈল লাগাই।
দাস দাসীগণ আই॥
শির'পর ঢালও বারি।
মাধব ঘোষ বলিহারি॥

(৫)—ভাটিয়ারী।

চৌদিকে ব্রজবধূ দেই জয়কার।
ঘট ভরি শির'পর দেই জলধার॥
অপরূপ কানুক ইহ অভিষেক।
চৌদিকে ব্রজ-রমণীগণ দেখ॥
কুসুম গুলাব কর্পূর-যুত বারি।
ঘট ভরি দেয়ল শির'পর ঢারি॥
সিনান সমাপি পরই পীত বাস।
সহচরগণ বেঢ়ল চৌপাশ॥
বৈঠল মন্দিরে সহচর মেলি।
বেশ বনাওত আনন্দ-কেলি॥

মলয়জ কুঙ্কুম সুশীতল গন্ধ।
বহুবিধ ঘুসৃণ লেপয়ে বহু ছন্দ॥
মলয়জ-কর্পূর-বাসিত ফুলহার।
পরায়ল কতহুঁ রতন-অলঙ্কার॥
হেরি যশোমতী তব্ আনন্দে ভাস।
মাধব দেখয়ে রাইক পাশ॥

(৬)—ধানশী।

পহিলহিঁ সুবদনী, পাক রচন করি,
ভোজন বহু উপহার।
সহচরী সঙ্গে, গোপতে হেরি প্রিয়-মুখ,
আনন্দ রঙ্গ অপাব॥
যশোমতী-বচনহিঁ গোরী।
রোহিণী-কর'পর, দেই বহু উপহার,
ভোজন করয়ে নন্দনন্দন থোরি॥ ধ্রু॥
কত পরিহাস, করয়ে সখাগণ,
কৌতুক করত পরকাশ।
ভোজন সমাধি, শয়ন করু পালঙ্কে,
তাম্বূলে করু মুখ-বাস॥

বহুবিধ শপতি, বচন কহি যশোমতী,
ভোজন করাওল রাইয়ে।
ও রস-সায়র, ঐছন নিতি নিতি,
মাধব অবধি না পাইয়ে॥

রথযাত্রা।

(১)—সুহই।

নীলাচলে জগন্নাথ রায়।
গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি।
তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি।
নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সবে নিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন করয়ে গৌররায়॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি।
অন্য আর কিছুই না শুনি॥

নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়।
মন বুঝি উচ্চস্বরে গায়॥
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
যার গানে অধিক সন্তোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি।
গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস।
ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥
এইমত কীর্ত্তন নর্ত্তনে।
কত দূর করিল গমনে॥
এ সভার পদরেণু আশ।
করি কহে বৈষ্ণবের দাস॥

(২)—ইমন্।

অপরূপ রথ আগে।

নাচে গোরারায়, সভে মেলি গায়, যত যত মহাভাগে॥
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথ-মুখ, দেখি মহাসুখ, নাচে গরগর-মনে॥
খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল।
জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি, গগনে উঠয়ে রোল॥
নীলাচল-বাসী, আর নানাদেশী, লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে, সবাই সাঁতারে, দুঃখী যদু অভাগিয়া॥

(৩)—মঙ্গল।

চৌদিকে মহান্ত মেলি, করয়ে কীর্ত্তন-কেলি,
সাত সম্প্রদায়ে গায় গীত।
বাজে চতুর্দ্দশ খোল, গগন ভেদিল বোল,
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত॥
উনমত নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস।
এ সভারে সঙ্গে করি, মাঝে নাচে গৌরহরি,
ভকত-মণ্ডল চারি পাশ॥
হরি হরি বোল বোলে, পদ-ভরে মহী টলে,
নয়নে বহয়ে জলধার।

প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ, সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ,
তাহে অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার ॥
ভাবাবেশে গোরারায়, নাচিতে নাচিতে যায়,
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ।
আনন্দ বিস্ময় মন, দেখি প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন,
নিজ-পরিকরগণ সাথ ॥
দূরে গেল দুঃখ শোক, প্রেমায় ভাসিল লোক,
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী।
সে প্রেম-বিলাস-ধাম, যদু কহে অনুপাম,
যে দেখিল সেই তার সাখী ॥

(৪)—গান্ধার।

নাচে শচীনন্দন দেখি রূপ সনাতন
গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসু ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাঞা পড়য়ে কভু
ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর ॥
নিত্যানন্দ-মুখ হেরি বলে পহুঁ হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চস্বরে।

সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন
পরশ করয়ে রায়ের করে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস
প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন পাওল জগ-জন
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥

ঝুলন-যাত্রা।

(১)—জয়জয়ন্তী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

দেখত ঝুলত, গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি, রূপ নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া ॥
ঝুলাওত, ভকত-বৃন্দ, গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন, জয় জয় রব, উথলে নগর নদীয়া ॥
নয়ন কমল, মুখ নিরমল, শরদ-চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক, ধায় এক মুখ, হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া ॥
ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার, সুরধুনী ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মনে, বাসু ঘোষ কহে জানিয়া॥

(২)—মল্লার।

নবঘন কানন শোহন কুঞ্জ।
বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল।
তা'পরি বৈঠলি কিশোরী কিশোর॥
ব্রজ-রমণীগণ দেওত ঝকোর।
গিরত জানি ধনী করতহিঁ কোর॥
কত কত উপজল রস-পরসঙ্গ।
গোবিন্দ দাস তঁহি দেখত রঙ্গ॥

(৩)—মায়ূর।

বিপিন-বিহার করত নন্দনন্দন
সুবদনী ধনী করি সঙ্গ।
সকল কলাবতী দুঁহু প্রেম-আরতি
মন মাহা উথলল রঙ্গ॥
রতন-হিন্দোল'পর বৈঠল দুহুঁ জন
সখীগণ দেওত ঝকোরি।
গগনহিঁ মগন সগণ রজনীকর
আনন্দে করত নেহারি॥

দেখ দেখ অপরূপ ছান্দে।

মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ

কাননে হেরি মুখ-চান্দে ॥ ধ্রু ॥

বারিদ গরজি গরজি সব ঘেরল

বুন্দু বুন্দু করু পাত।

কহ শিবরাম মলয় চলু তুহুঁ পর

মৃদু মৃদু করতহিঁ বাত ॥

(৪)—মল্লার।

দেখ সখি ! ঝুলত যুগল-কিশোর।

নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন-জোর ॥

ললিতা বিশাখা সখী ঝুলাওত সুখে।

আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে ॥

গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর।

রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরত চৌওর ॥

বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।

দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা ॥

ঝুলাওত সখীগণ করতালি দিয়া।.

সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া ॥

বিগলিত দুকূল উদিত স্বেদ-বিন্দু।

অমিয়া ঝরয়ে যেন দুঁহু মুখ-ইন্দু ॥

হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম।
চামর-বীজন লেই করয়ে সেবন॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু-ডালে।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে॥
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে।
সখী সহ দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে॥

(৫)—মল্লাব।

দেখ সখি! ঝুলত রাধা-শ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র, সুমেলি সুস্বব, তান মান সুঠাম॥
আষাঢ় গত পুন, মাহ শাঙণ, সুখদ যমুনা-তীর।
চাঁদনী রজনী, সুখময় সুখোদয়, মন্দ মন্দ মলয় সমীর॥
পরিপূর্ণ সরোবর, প্রফুল্লিত তরুবর, গগনহিঁ গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন, দামিনী দমকত, বিন্দু বরিখত নীর॥
তঁহি কল্পদ্রুম-, তল-ছায়া সুশীতল, রচিত রতন-হিণ্ডোর।
ঝুলয়ে তছু'পর, গোরী শ্যামব, ঝুলায়ে সখী দুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু, দোলয়ে দুঁহু তনু, অধবে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নীল, কমল বিকশিত, স্বেদ-বিন্দু পবকাশ॥
ছরম হেরি কোই, বীজন বীজই, কর্পূব তাম্বুল যোগায়।
সুরট মেঘ-, মল্লার গাওত, মোহন মৃদঙ্গ বাজায়॥
কুসুমচয়-বর-, হার লটকত, ভ্রমর গুণ গুণ বোল।
হংস সারস, সুস্বর শবদিত, দাদুরী ঘন ঘন রোল॥

তুঁহু ভালে চন্দন, চাঁদ চমকিত, তিলক-রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট, সুচারু চন্দ্রিক, পিঠ'পরি বেণী দোল॥
শ্রবণে কুণ্ডল, চপল ঝলমল, হৃদয়ে শশি-মণি-হার।
ঝলকে আভরণ, ঝঙ্কৃত ঝন ঝন, ঝুকিত ঝুলন-বিহার॥
কোই মসৃণ ঘুসৃণ, সুগন্ধি ছিরকত, শ্যাম-গোরী-অঙ্গ হেরি
সখী-ভাবে ইঙ্গিতহিঁ, দাস উদ্ধব, করত কুসুমক ঢেরি॥

(৬)—কল্যাণী।

ঝুলত শ্যাম গোরী বাম
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত রভস-কেলি ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি
গাওত কত ভাতিয়া॥
হেমমণিযুত বর হিঁডোব রচিত কুসুম-গন্ধে ভোর
পড়ত ভ্রমর পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল বৃন্দা-বিপিন শোভিত ভাল
চাঁদ উজোর রাতিয়া॥
নবঘন-তনু দোলয়ে শ্যাম রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত-জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার ঝুলিত দোলিত গলে দোঁহার
হিলন তুঁহুক গাতিয়া॥
ধিধিকটধিয়া তাথৈয়া বোল বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিনিনা তিনিনা তা তিয়া।

ভেদ পবন গ্রাম-পূর ঘোর শবদ জীল সুর
বরণ নাহিক যাতিয়া॥
মণি আভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝন ঝাঁতিয়া।
রাধামোহন-চরণে আশ, কেবল ভরসা উদ্ধব দাস
রচিত পূরিত ছাতিয়া॥

(৭)—কেদার।

আজু ললিত হিন্দোলা মাঝ। ললিতাদি সখী সে সুখে ভাসি।
রঙ্গে ঝুলত নাগর-রাজ॥ নেহারে দোঁহার বদন-শশী॥
রাই সুবদনী বাম পাশ। রঙ্গে ঝুলায়ত মন্দ মন্দ।
কতহুঁ আনন্দ-সায়রে ভাস॥ মিলিয়া গাওত গীত সুছন্দ॥
কিবা অদভুত দুহুঁক শোভা। বাজত বেণু বীণ উপাঙ্গ।
নাহিক উপমা ভুবন-লোভা॥ মধুর মৃদঙ্গ মুরজ চঙ্গ॥
দুহুঁক বদন দুহুঁ সে হেরি। কেহ নাচে কত ভঙ্গী করি।
হাসি চুম্ব দেই বেরি বেরি॥ কেহ মোহিত তা দোঁহে হেরি॥
আঁখি-ভঙ্গি করি কতেক ভাঁতি। সুর-নারী নিজগণ সঙ্গে।
কহে গদ গদ রভসে মাতি॥ পুষ্প-বৃষ্টি করত রঙ্গে॥
জয় জয় শব্দ বৃন্দাবন ভরি।
শুনিয়া রঙ্গে মাতে নরহরি॥

(৮)—যথা রাগ।

আজু রাধা শ্যাম-সঙ্গেতে ঝুলে।
মণিময় নব, হিন্দোলা সাজাইয়া, বংশীবট-তট কালিন্দীকূলে॥

ললিতাদি রঙ্গে, ভঙ্গী করি বেগে, ঝুলায়ই দুঁহু বদন চাহিয়া।
রসবতী ভুজ, পসারি নাগরে, ধরে ভয়ে অতি আকুল হৈয়া॥
শ্যাম-অঙ্গে চারু, চিবুক পরশি, চুম্ব দেই ঘন মনের সুখে।
তাহা দেখি সখী, হাসে রসে ভাসি, বসন-অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে॥
কৌতুক-বচন, কহি বৃন্দাদেবী, ঝুলায়ই পুনঃ যতনে ধীরে।
কি আনন্দ বৃন্দা-, বনে নরহরি, জয় জয় দিয়া রঙ্গেতে ফিরে॥

(৯)—জয়জয়ন্তী।

মনের আনন্দ, সখী মন্দ মন্দ, ঝুলায়ত দুঁহু সুখে।
বেগ-অবশেষে, পাই অবকাশে, তাম্বূল দেয়ই মুখে॥
আর সখীগণ, সুগন্ধি চন্দন, পরাগাদি লৈয়া করে।
নাগর নাগরী, অঙ্গের উপরি, বরিখে আনন্দ-ভরে॥
কোন সখীগণ, করয়ে নর্ত্তন, মোহন মৃদঙ্গ বায়।
বিবিধ যন্ত্রেতে, রাগ তান তাতে, আলাপি সুস্বরে গায়॥
হেরিয়া বিহ্বল, দেব-নারী-কুল, ঊর্দ্ধপথে সবে রহে।
পুষ্প বরিষণ, করে অনুক্ষণ, এ দাস উদ্ধবে কহে॥

(১০)—ধানশী।

ঝুলনা হইতে, নামিলা তুরিতে, রসবতী রসরাজ।
রতন-আসনে, বসিলা যতনে, রতন-মন্দির মাঝ॥
সুচামর লই, বীজন বীজই, সেবা-পরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মোছাঞা দেখি॥

থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই, ধরি দুহুঁ সনমুখে।
সখীগণ সঙ্গে, কতহুঁ কৌতুকে, ভোজন করিল সুখে॥
তাম্বূল সাজাঞা, কোন সখী লঞা, দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ কুসুমে, আপাদ-বদনে, নিছিয়া নিছিয়া নিল॥
কুসুম-তলপে, অলপে অলপে, বসিলা রাধিকা শ্যাম।
অলসে ঈষত, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম॥
দেখি সখীগণে, কতই যতনে, শুতায়ল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দাস বৈষ্ণব ধায়॥

মহারাস।

(১)—তুড়ী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমানে।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমানে॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে কবয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ॥

(২)—কামোদ।

নাচত গৌর, রাস-রস অন্তর, গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
ব্রজ-সমাজ-, রমণীগণ যৈছন, তৈছন অভিনয় রঙ্গী॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
গাওত বাওত, মধুর ভকত শত, মাঝহিঁ বর দ্বিজরাজ॥
তা তা দ্রিমি দ্রিমি, মৃদঙ্গ বাজত, রুণু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণ, আর স্বরমঙ্গল, সুমিলিত করু করতাল॥
এহেন আনন্দ, না হেরিয়ে ত্রিভুবনে, নিরুপম প্রেম-বিলাস।
ও সুখসিন্ধু, পরশ কিয়ে পাওব, কহ রাধামোহন দাস॥

অথ গোপীগণের অভিসার।

(৩)—বিহাগড়া।

শরদ-চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী-যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী-গান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত-চোরণী॥
শুনত গোপী প্রেমহিঁ রোপি মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত মুরলীক কল রোলনী।
বিছুরি গেহ নিজহিঁ দেহ এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু এক কুণ্ডল দোলনী॥

শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ বেগে ধাওত যুবতী-বৃন্দ
খসল বসন রসন চেলি গলিত বেণী লোলনী।
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছনে মিলল গোকুলচন্দ গোবিন্দ দাস বোলনী॥

অথ মিলন ও গোপীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৪)—যথা রাগ।

ব্রজবধূ নগরে ভেটিল আসি বনে।
যেন নব ঘন দেখি তৃষিতা চাতকী পাখী
পরাণ পাইলা জনে জনে॥
দেখি সতীকুল-মুখ হৃদয়ে বাড়িল সুখ
হাসি কানু বলে ধীরে ধীরে।
তোমরা কুলবতী সতী গৃহে তোমাদের পতি
ছাড়ি কেন আইলা নিশি ঘোরে॥
কাননে পশুর ভয় ব্রজে কি বিপদ হয়
কিবা আমা দরশন কাজে।
পূরিল মনের কাম যাহ নিজ নিজ ধাম
রাধা দাস কহে মন-সাধে॥

(৫)—যথা রাগ।

পরম সুন্দর যুবা সর্ব্বগুণাশ্রয়।
পর-স্বামি-অভিলাষ পত্নী-ধর্ম্ম নয়॥

নির্গুণ দুর্ভাগ্য রোগী বৃদ্ধ বা নির্ধন।
তবু সতী-জনা পতি না ছাড়ে কখন॥
কেমতে জানিবে তোমরা নাগরিক জাতি।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন ভজ অন্য পতি॥
যাহ যাহ গোপ-বধূ যাহ নিজ-ঘরে।
এ নিশি আমার সঙ্গে নহে ব্যবহারে॥
স্বপনেও না করিহ পরপতি-আশ।
জ্ঞানে মাধব কহে রঞ্জে শ্রীনিবাস॥

অথ গোপীগণের উক্তি।

(৬)—ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ-রমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ-করণী।
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণী॥
আকুল অন্তর গদ গদ কহই।
অকরুণ-বচন-বিষিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর-চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুল শীল মুরলীক সানে।
কিঙ্করীগণে জনু কেশে ধরি আনে॥

অব কহ কপটে ধরম-যুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কি কুমারী-নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জীউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥
এতহুঁ কহল ব্রজ-যুবতী মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তঁহি করত বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস॥

অথ বিহার।

(৭)—যথা রাগ।

গোপীর করুণা শুনি, রসিক নাগরমণি,
পরম সদয় হাস্যমুখে।
চুম্ব আলিঙ্গন দান, করি প্রভু ঘনে ঘন,
তুষিলা পরমানন্দ সুখে॥
প্রফুল্ল গোপিনীগণ, বেড়িল জীবনধন,
হাস্য কটাক্ষ নানা রঙ্গে।
মধ্যেতে বিহরে কানু, শ্যামসুন্দর তনু,
যেন চন্দ্র তারাগণ সঙ্গে॥
গোপী-কর ধরি ধরি, ফিরে বুলে নরহরি,
দেখয়ে সকল বৃন্দাবন।
শুন শুন আরে ভাই, পরম রহস্য এই,
দ্বিজ মাধব বিরচন॥

(৮)—কামোদ

কাঞ্চন মণিগণ, জনু নিরমাওল, রমণী-মণ্ডল সাজ।
মাঝহিঁ মাঝ, মহা মরকত সম, শ্যামর নটবর-রাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস-বিহার।
থির বিজুরী সঞ্চে, চঞ্চল জলধর, রস বরিখয়ে অনিবার॥ ধ্রু॥
কত কত চান্দ, তিমির পর বিলসই, তিমিরহিঁ কত কত চান্দে।
কনক-লতায়ে, তমালহুঁ কত কত, দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত, মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ।
মধুকর মিলি কত, পদুমিনী গাওত, মুগধল গোবিন্দ দাস॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

(৯)—যথা রাগ।

তবে গোপীগণ সহ কৃষ্ণ।
রাস-লীলা করয়ে সতৃষ্ণ॥
যমুনার তীরে সবে মেলি।
বিলাস করয়ে কুতূহলী॥
তারাগণ মাঝে ইন্দু যেন।
গোপীগণ মাঝে কৃষ্ণ তেন॥
মনে গর্ব্ব জন্মিল সবার।
মো সবা অধিক ভাগ্য কার॥
এ তিন ভুবনে যত নারী।
নহে কৃষ্ণ-প্রেম-অধিকারী॥
আমাদের বশ কৃষ্ণচন্দ্র।
মনে ভাবে যুবতীর বৃন্দ॥
এতেক গরব কৈল যবে।
অন্তর্দ্ধান হৈলা কৃষ্ণ তবে॥
রাধা সহ করল পয়ান।
এ দাস গোবিন্দ রস গান॥

(১০)—কেদার।

রাস-বিহারে, মগন শ্যাম নটবর,
রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডলী ছোড়ি, বাই-কর ধরি হরি,
চললি আন বন ধামে॥
যব্ হরি অলখিত ভেল।
সবহুঁ কলাবতী, আকুল ভেল অতি,
হেরইতে বন মাহা গেল॥
সখীগণ মেলি, সবহুঁ বন ঢুড়ই,
পুছই তরুগণ-পাশ।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, ভেল অতি অলখিত,
না দেখিয়া জীবন নৈরাশ॥
কহ কহ কুসুম-, পুঞ্জ তুহুঁ ফুল্লিত,
শ্যাম ভ্রমরা কাঁহা পাই।
কোন উপায়ে, নাহ মঝু মিলব,
উদ্ধব দাস তাঁহা যাই॥

অথ গোপীগণের খেদ ও কৃষ্ণান্বেষণ।

(১১)—যথা রাগ।

কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান দেখি যত গোপীগণ।
হা নাথ বলিয়া সবে করয়ে রোদন॥

বনে বনে বুলে বুলে পাগলিনী প্রায়।
তুলসী মালতী আদি দেখিয়া সুধায়॥
এ পথে দেখেছ যেতে কৃষ্ণ প্রাণনাথে।
উত্তব না পেয়ে পুন চলে তথা হৈতে॥
কিছু দূব যাইয়া পুন পুছে বৃক্ষগণে।
উত্তর না পেযে পুন তাপ উঠে মনে॥
কত দূব যাইতে দেখে কৃষ্ণ-পদচিহ্ন।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ তাব মাঝে ভিন্ন ভিন্ন॥
তাহাব নিকটে বাই-পদচিহ্ন দেখি।
এ দাস গোবিন্দ ভেল ছল ছল আঁখি॥

(১২)—যথা বাগ।

বাধার মহিমা, দেখি সর্ব্বজনা, প্রশংসা কবিয়া কয়।
হেন ভাগ্যবতী, নাহি দেখি কথি, ভুবনে নাহিক হয়॥
সঙ্গে ল'য়ে বাধিকাবে।
হেথা রাই সঙ্গে, গোপীনাথ রঙ্গে, নানা রসলীলা করে॥
দোঁহে চলি যেতে, শুন আচম্বিতে, কহে রাই কমলিনী।
চলিতে না পারি, শুন বংশীধারি, কি উপায় করি আমি॥
শুনিয়া মাধব, বুঝি তাঁর গর্ব্ব, ঈষত হাসিয়া কয়।
কাঁধে চড়সিয়ে, শুন প্রাণপ্রিয়ে, এই মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণের বচনে, প্রফুল্লিত-মনে, কাঁধে চড়িবাবে যায়।
হেনই সময়ে, নিদয় হইয়ে, অন্তর্দ্ধান যদুরায়॥

কৃষ্ণ হারাইয়ে, মূরছিত হ'য়ে, ধনী পড়ে ভূমিতলে।
রোদনের ধ্বনি, বন মাঝে শুনি, সখীগণ তথা মিলে॥
সে দশা দেখিয়ে, ব্যথিত হইয়ে, তুলিয়া লইল কোলে।
প্রিয় সখীগণ, করয়ে যতন, এ দাস গোবিন্দ বলে॥

(১৩)—যথা রাগ।

সবে মেলি বৈঠল কালিন্দী-তীর।
ঝর ঝর সবহুঁ নযানে বহে নীর॥
কাঁহা গেও নাহ দুখ-সাগরে ডারি।
অবলা-মতি কৈছে তরইতে পারি॥
বিরহ-বিয়াধি-বিরামক লাগি।
গাওত তছু গুণ যামিনী জাগি॥
বিষ-জল-ব্যাল-বরষ-ভয়ে রাখি।
অব কাহে মারসি অকরুণ আঁখি॥
যবহুঁ চলসি বন গোধন সাথ।
নিমিখে মানিয়ে জনু যুগ-শত যাত।
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত না করিয়ে পান॥
তুয়া পদ-পঙ্কজ কোমল জানি।
স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি॥
কৈছে কণ্টক বনে করসি বিহার।
সোঙরি সোঙরি জীউ ধরই না পার॥

এত কহি রোয়ত গদ গদ ভাষ।
কহ রাধামোহন-দাসক দাস॥

(১৪)—বরাড়ী।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

অথ পুনর্মিলন ও বিলাস।

(১৫)—যথা রাগ।

যত নারীকুল, বিরহে আকুল, ধৈরয ধরিতে নারে।
রসিক নাগর, বুঝিযা অন্তর, দাঁড়াইলা যমুনা-ধারে॥
কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে, মৃদু মৃদু বায বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে, ব্রজবধূগণে, তাঁহাই মিলিল আসি॥
মরণ-শরীরে, পরাণ পাওল, ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন দাবানলে, পুড়িযা যেমন, অমিযা-সাগরে কেলি॥
চাতকিনীগণ, হেরি নব ঘন, মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর, বদন সুন্দর, চকোরিণী চারি পাশে॥
বিরহে তাপিত, ভেল তিরপিত, ররিখে অমিযা-রাশি।
জ্ঞান দাস কহে, শ্যামের বদনে, আধ ঈষত হাসি॥

(১৬)—বিহাগড়া।

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ॥

(১৭)—বেলোয়ার।

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ
করতল-তাল ভবল একু মেলি।
চলত চিত্র-গতি সকল কলাবতী
করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজ-নারী।
জলদ-পুঞ্জে জনু তড়িত-লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥ ধ্রু॥
নটন-হিলোল লোল মণি-কুণ্ডল
শ্রমজল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস-ভরে গলিত ললিত কুচ-কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ-রস-লালসে
তনু তনু আলসে রহত লুলাই।
গোবিন্দ দাস পহুঁ মূরতি মনোভব
কত যুবতী-রতি-আরতি বাঢ়াই॥

(১৮)—যথা রাগ।

নাচত নাগরী নাগর কান।
রসবতী পুনপুন হেরই বয়ান॥
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল।
গাওত সহচরী দেওত তাল॥

চৌদিকে বেড়িয়া নটিনী-সমাজ।
মাঝে শোহত তঁহি নটবর-রাজ॥
নট-নটিনীগণ ভেল একসঙ্গ।
চলত চিত্র-গতি অঙ্গ-বিভঙ্গ॥
করে কর জোরি ভোরি নাচে বালা।
মদন গাঁথল যেন চাঁদকি মালা॥
পদতল-তাল ধরণী পর ধারী।
নাচত রঙ্গে নিশঙ্কে মুরারি॥
হেরি ললিতা তব্ লেয়লি ডম্ফ।
বিকট তাল তব্ করল আরম্ভ॥
হাসি কমল-মুখী কহে শুন কান।
ইহ পর পদ-গতি করহ সুঠান॥
মাতি মদন-মদে মদনগোপাল।
বিকট তাল পর নাচত ভাল॥
রিঝি দেয়ল ধনী মোতিম-মাল।
সুখ-ভরে শেখর কহে ভালি ভাল॥

(১৯)—সুরট মল্লার।

চাঁদবদনী নাচত দেখি। তা ত্বা থৈয়া থৈয়া তিনিকিটি তিনি-কিটি ঝাঁ। দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্, থৈ দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি কি দ্রিমি কি দ্রিমি, তাক্ তাক্ গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি তাত্তা দ্রিমি তা তাতা থৈ তিনিকিটি ঝাঁ॥ ধ্রু॥

না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর॥
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সি॥
হারিলে কাড়িয়ে লব বেশর কাঁচলী।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥
যেমন বলে শ্যাম নাগর তেমনি নাচে রাই।
মুরলী লুকায় শ্যাম চারি দিকে চাই॥
সবাই বলে রাইর জয় নাগর হারিলে।
দুঃখিনী কহিছে গোপীমণ্ডল হাসালে॥

(২০)—সুরট মল্লার।

শ্যাম তোমাকে নাচ্‌তে হবে। দিগেদা ঝিনেকেটা থুর্‌র্‌ লাগ্‌ জিগ্‌ ঝাঁ। উড়্‌ তাড়া থোই ঝনুর ঝনুর ঝনুর, ঝনু ঝনু ঝনু ঝনু ঝনু, ধোই ধোই ধোই গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড়, তিত্তা দিমিতা তানা থোরি কাটা ঝাঁ॥ ধ্রু॥

না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘুন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল॥
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
চিত্রা বাজায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ॥

তুঙ্গবিদ্যা কপিলাস তুম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা বাজায় পিণাক মন্দিরা সুদেবী॥
উদ্ঘট তালে যদি হার বনমালি।
চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি॥
যদি জিন রাই দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে থোব দুঃখিনী শুনি হাসি॥

(২১)—যথা রাগ।

শ্রীরাস-মণ্ডল মাঝে কিশোরী কিশোর।
দুহুঁ মেলি নাচত আনন্দ নাহি ওর॥
রাই-অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নাগর কানাই।
নাচিতে নাচিতে দোঁহে যায় এক ঠাঁই॥
তা দেখি ময়ূর সব নাচে ফিরি ফিরি।
জয় রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে শুক শারী॥
ফল-ভরে তরু লতা লম্বিত হইয়া।
চরণ-পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়া॥
বৃন্দাবনে আনন্দ-হিল্লোল বহি যায়।
গোবিন্দ দাস দোঁহার চরণে লোটায়॥

(২২)—কেদার।

রাস-জাগরণে, নিকুঞ্জ-ভবনে, এলাইয়া অলস-ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি, পরাণ-নাথের কোরে॥

সখি! হের দেখসিয়া বা।

নিঁদ যায় ধনী, চন্দ্র-বদনী, শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু, সিথান করেছে, বিথান বসন ভূষা।
নাসার নিশাসে, বেশর ছুলিছে, হাসিখানি আছে মিশা।
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, সাহস না হয় মনে।
ধীর করি বোল, না করিহ রোল, দাস জগন্নাথ ভণে॥

(২৩)—ববাড়ী।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি, নয়লী কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীলমণি, কতেক জড়িত, হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম-শয়নে, মিলিত নয়নে, উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি, চান্দেব উপব চান্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত, তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন-বাণ, দোঁহে অগেয়ান, কি বিধি কৈলা নিরমাণ
মন্দ মলয়জ, পবন বহ মৃদু, ও সুখ কো করু অন্ত।
সববস ধন, দোঁহার দুহুঁ জন, কহয়ে রায় বসন্ত॥

দোল-লীলা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—বসন্ত।

কো কহু আজুক আনন্দ-ওর।
ফুলবনে দোলত গৌর-কিশোর॥

নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
শান্তিপুর-নাথ গায়ই রঙ্গে॥
সহচর ফাগু লেপই গোরা-গায়।
ধাবই শুনি সব লোক নদীয়ায়॥
খোল-করতাল-ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দ আনন্দে বিভোর॥

(২)—বসন্ত।

নিধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেওল সুন্দরী-অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু-রঙ্গে গোপী চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যাম-অঙ্গে দেই ফাগু অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগুয়া খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবনে তরু লতা রাতুল বরণে।
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হইল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি॥
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞান দাস চিত নয়ন জুড়ায়॥

(৩)—বসন্ত।

বিহরই নিধুবনে যুগল-কিশোর।
ফাগু-রঙ্গে আজু সবে হোয়ল বিভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচুকারী।
শ্যাম-নাগর-অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর-অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীণা রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞান দাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥

(৪)—বসন্ত।

লালিনী লালন, লাল আবিরণ, সখীগণ লালহিঁ লাল।
কুঞ্জহিঁ লাল, লাল নিধুবন, যমুনা-সলিলহিঁ লাল॥
বিলসই নন্দকি লাল।
লাল নলিনীকুল, লাল অলি সঙ্কুল, লালহিঁ পীবর রসাল॥ ধ্রু।
লাল লতা তরু, লাল পাখিকুল, চিন্তামণি-ভূমি লাল।
গগনহিঁ লাল, লাল দিন যামিনী, লালহিঁ ফুল নিরমল॥
লাল বসন্ত, গাওয়ে মনোরম, লাল ডম্ফকুল বাজ।
বল্লবী লাল, মনহিঁ পর সঙ্কুল, লালহিঁ লাল বিরাজ॥

(৫)-

প্যারী সহ খেলত নন্দ-দুলাল।
অরুণিত মরকত, অরুণিত হেমযুত, ঐছন মূরতি রসাল॥ ধ্রু॥

অরুণাম্বর বর, শোহে কলেবর, অরুণ মোতি-মণি-মাল।
লটপটি পাগ, উপরে শিখি-চন্দ্রক, উঢ়নী রঙ্গ গুলাল॥
দুহুঁ করে আবির, দুহুঁ অঙ্গে ডারত, পিচুকা রঙ্গে পাখাল।
অরুণিত যমুনা, পুলিন কুঞ্জবন, অরুণিত যুবতী-জাল॥
অরুণিত তরুকুল, অরুণিত লতা ফুল, অরুণ ভ্রমরগণ ভাল।
অরুণিত শারী, শুক শিখী কোকিল, উদ্ধব ভণিত রসাল॥

(৬)—বসন্ত।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ-ছান্দ॥
সুন্দরীগণ করমণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী-নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে॥
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে॥
তরল-নয়ানী তুরিতে একা যাই।
কর সঞে কাড়ি মুরলী লেই ধাই॥

ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হোরি তুমুল উতবোল ॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহিঁ ধরণী।
স্থল-জলচর সবে ভেল এক-বরণী ॥
অরুণহিঁ নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ ॥

(৭)—কেদার।

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায় ॥
আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।
হারিনু হারিনু শ্যাম বোলে বারে বারে ॥
কর সঙ্গে মুরলী ভূমিতে পড়ে খসি।
করতালি দেয় সব সখীগণ হাসি ॥
শিখিপুচ্ছ আলুলিয়া পড়ে মহীতলে।
অরুণিত বদন ভিজিল শ্রম-জলে ॥
শ্যামেরে বিভোর দেখি রসবতী রাই।
অরুণ বসন দিয়া ও মুখ মুছাই ॥
সিংহাসনে বৈসে রাই কোরে করি শ্যাম।
শ্রম-ভরে দুহুঁ অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম ॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়।
শ্রীরূপমঞ্জরী দোঁহে তাম্বূল যোগায় ॥

শ্রীগুণমঞ্জরী দেই সুবাসিত জল।
এ রাধামোহন হেরি নয়ন সফল॥

(৮)—যথা রাগ।

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মূরছে অনঙ্গে॥
বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পঙার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতিম হার॥
দোলা'পরি দুহুঁক নিবিড় বিলাস।
জ্ঞান দাস হেরি পূরয়ে আশ॥

(৯)—আশাবরী।

অঞ্জলি ভরি ফাগু লেই সখীগণে।
রাই-কানু-অঙ্গে দেই ঘনে ঘনে॥

দোলা’পরি দুহুঁ দোলত ভাল।
গাওত কোই সখী ধরি করে তাল॥

বাওত কত কত যন্ত্র সুরঙ্গ। বীণ রবাব স্বরমণ্ডল উপাঙ্গ॥
মলয় পবন বহে যমুনা-তীর। নাচত শিখিকুল কুঞ্জ কুটীর॥
শোভিত তরুকুল বিকসিত ফুল। ঝঙ্করু মধুমদে সব অলিকুল॥
বিলসই তঁহি দোলা’পরি কান। ইহ নবকান্ত দুহুঁক গুণ গান॥

বাসন্তী রাস।

(১)—সুহই।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

মধু-ঋতু-যামিনী সুরধুনী-তীর। উজোর সুধাকর মলয় সমীর॥
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ। বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
খোল করতাল ধ্বনি নটন হিলোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ। নাচত গাওত কতহুঁ বিভঙ্গ॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ। নয়নানন্দ পহুঁ করয়ে বিলাস॥

(২)—ভূপালী।

চাঁদ-বদনী ধনী করু অভিসার। নব নব রঙ্গিণী রসের পসার॥
মধু ঋতু রজনী উজোরল চন্দ। সুমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ॥

কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ। নূপুর চরণে বাজয়ে রুণু ঝুনু।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ॥ মদন-বিজয়ী বাণ হাতে ফুলধনু॥

বৃন্দাবিপিনে ভেটল শ্যামরায়।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায়॥
ধনী-মুখ হেরি মুগধ ভেল কান।
বৈঠল তরু-তলে দুহুঁ একঠাম॥
পূরল দুহুঁক মরম-অভিলাষ।
আনন্দে হেরত বলরাম দাস॥

অথ বিলাস।

(৩)—যথা রাগ।

সরস বসন্ত, সময় বন শোহন, মোহন মোহিনী সঙ্গ।
অপরূপ রাস-, বিলাসই নিমগন, দুহুঁ দুহুঁ অঙ্গহিঁ অঙ্গ॥
দেখ সখি! রাস-বিলাস।
কত কত যন্ত্র, তন্ত্র সঙাবত, কতহুঁ রাগ পরকাশ॥ ধ্রু॥
যূথহিঁ যূথ, মিলি সব কামিনী, যামিনী বিলসই ভাল।
নাচত রঙ্গিণী, প্রেম-তরঙ্গিণী, গাওত মদনগোপাল॥
বাওয়ে উপাঙ্গ, ডম্ফ স্বরমণ্ডল, কঙ্কণ কিঙ্কিণী রোল।
বহুবিধ তাল, মান ধরু করতলে, অনন্ত আনন্দ-হিলোল॥

(৪)—বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমি দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥

ডগমগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
সা ঋ গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥
শ্রম-ভরে গলিত ললিত কবরী-যুত
মালতী-মাল বিথারিত মোতি।
সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণন
বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি॥

অথ শ্রীমতীর অন্তর্দ্ধান ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অন্বেষণ।

(৫)—ভূপালী।

রাস-বিলাসে মুগধ নটরাজ।
যূথহিঁ যূথ রমণী মাঝ॥
চুম্বয়ে রমযে সবহুঁ সম ভাব।
হেরইতে সুবদনী ভেল বিভাব॥
কোপে কমল-মুখী করল পয়ান।
বৈঠলি তিমির-কুঞ্জে করি মান॥

মণ্ডলী ছোড়ি রাই যব্ গেল।
হেরি নাগর-বর চমকিত ভেল॥
আকুল গোকুল-বল্লভ কান।
ছোড়ি সব রঙ্গিণী করল পয়ান॥
বিলপই মনমথ-বাগে ভই ক্ষীণ।
ঢুড়ই সবহুঁ কুঞ্জে মতিহীন॥
রাই না পাই যাই এক কুঞ্জ।
রোয়ত যৈছন মধুকর গুঞ্জ॥
কাঁহা গেও বিধুমুখী কহি পুন রোয়।
পুন কিয়ে সো ধনী মিলব মোয়॥
বিলপই রোয়ই সো রস-রঙ্গিয়া।
আকুল উদ্ধব দাস সঙ্গিয়া॥

(৮)—গুর্জ্জরী।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূ-নিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতি-ভয়েন।
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥ ধ্রু॥
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ॥
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপ-ভরেণ।
শোণ-পদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ॥
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥

তস্মিং খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি॥
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি॥
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি! দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণীরমণেন॥

(৭)—যথা রাগ।

কব হেন হবে কি আমারে।
এ নয়ানে দেখিব রাইয়েরে॥
ললিতা-অঙ্গুলি করে ধরি।
অভিসার করব সুন্দরী॥
সে বদন-চান্দের মাধুরী।
সে হাস্য সে বিনোদ চাতুরী॥
সে নয়ন-কোণের চাহনি।
মৃদু হাস্য মুখ মোড়ায়নি॥
বলয়া-কিঙ্কিণী-ধ্বনি শুনি।
মদনকে জাগায় মোহিনী॥
তাহা আমি শুনিব কি কাণে।
চমক পাইবে মোর মনে॥
এ যদুনন্দন দাস ভণে।
রাই বিনু না রহে জীবনে॥

অথ পুনর্মিলন।

(৮)—যথা রাগ।

হেনই সময়ে এক সখী।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে রাই দেখি॥
কহে আসি বিনোদ নাগরে।
দেখ রাই কুঞ্জের ভিতরে॥

শুনিয়া চমকি উঠে কান। শ্যাম তুয়া অনুগত কান।
সখী সঞে করল পয়ান ॥ কাহে করসি মোহে মান ॥
যাঁহা বসি রাধিকা সুন্দরী। এত কহি চরণে ধরিয়া।
সমুখে কহয়ে কর যোড়ি ॥ সাধয়ে অবনী লোটাইয়া ॥
ক্ষম ধনি! মঝু অপরাধ। কাতর দেখিয়া ধনী রাই।
হেন প্রেমে না করহ বাদ ॥ করে কর ধরি মুখ চাই ॥

দূরে গেও মানিনী-মান।
এ যদুনন্দন গুণ গান ॥

(৯)- যথা রাগ।

রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু ॥
ভাঙ্গল মান রোদনহিঁ ভোর।
কানু কমল-করে মোছই লোর ॥
মান-জনিত দুখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরেহিঁ দূরে রহু নরোত্তম দাস ॥

(১০)—কেদার।

রজনী উজাগরি, নাগর নাগরী
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।

অতিশয় রস-ভরে, শ্যাম-নাগরের কোরে,
অঙ্গ হেরি রহল নিঝুমে ॥
দেখ সখি। অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম-নাগরের কোরে, শুতিয়া রহল ধনী,
কানু নেহারে মুখ-চান্দে ॥ ধ্রু ॥

কুঞ্চিত কুন্তল, ভালে লাগিয়াছে, সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে।
কূয়ল কবরী আধ, বিনন পাটের জাদ, বাঁড় খসল কর বামে ॥
নীল বসন ভিগি, অঙ্গে লাগিয়াছে, শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।
যৈছে চান্দ-কলা, মেঘে গরাসল, নিরখই গোবিন্দ দাস ॥

(১১)—ললিত।

দেখ সখি। গোরী শুতল শ্যাম-কোর।
লাগল নীল, রতন কিয়ে কাঞ্চন, কুবলয় চম্পক জোর ॥
গোরী সুনাগরী, অধরে অধর ধরি, ঘুমায়ল বিদগধ চোর।
কনয় কমলে অলি, মাতি রহল জনু, হিমকর শ্যাম চকোর ॥
পীন পয়োধর, তুঙ্গ মনোহর, রাতুল করযুগ সাজ।
উলটি কমল, বিকচ কিয়ে ঝাঁপল, কনয় ধরাধর-বাজ ॥
নাগরী গুরু উরে, নাগর বেঢ়ল, নাগরী ভুজ বেঢ়ি অঙ্গ।
জলদে বিজুরী যৈছে, বেঢ়ল দুহুঁ তনু, গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ ॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—কামোদ।

নিরমল গোরা-তনু, কষিত কাঞ্চন জনু,
হেরইতে পড়ি গেনু ভোর।
ভাঙ-ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মন,
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি! যব্ হাম পেখলুঁ গোরা।
আকুল দিগ, বিদিগ নাহি পাইয়ে,
মদন-লালসে মন ভোরা॥
অরুণিত নয়নে, তেরছ অবলোকনে,
বরিখে কুসুম-শর সাধে।
জীবইতে জীবনে, থেয় নাহি পায়লুঁ
ডুবলুঁ গঙ্গা অগাধে॥
মন্ত্র মহৌষধি, তুহুঁ জানসি যদি,
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে, শুন শুন এ সখি,
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

অথ সখীগণের পরস্পর উক্তি।

(২)—ধানশী।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই কেনে বা এমন হৈল।
গুরু দুরুজন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন-অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসাঞা পরে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুল-বধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাঢ়ায় লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাসে কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে॥

(৩)—সিন্ধুড়া।

রাধার কি হ'লো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত-বদনে, চাহে মেঘ পানে, কি কহে দু হাত তুলি॥
এক দিঠ করি, ময়ুর-ময়ুরী-, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বঁধুর সনে॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি।

(৪)—ধানশী।

রাধে! নিগদ নিজং গদ-মূলং।
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপকুলমনুকৃত-বিকট-কুকূলং॥
প্রচুর-পুরন্দরগোপ-বিনিন্দিত-কান্তি-পটলমনুকূলং।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি সস্তৃতমুরসি দুকূলং॥
অভিনন্দসি নহি চন্দ্ররজোভব-বাসিতমপি তাম্বূলং।
ইদমপি বিকিরসি বরচম্পক-কৃতমনুপম-দাম সচূলং॥
ভজদনবস্থিতিমখিল-পদে সখি সপদি বিড়ম্বিত-তূলং।
কলিত-সনাতন-কৌতুকমপি তব হৃদয়ং স্ফুরাত সশূলং॥

(৫)—সুহিনী।

কহ কহ সুবদনি রাধে।
কি তোর হইল বিয়াধে॥
কেনে তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লেখি॥
হেম কান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল॥
আঁখি-যুগ অরুণ হইল।
মুখ-পদ্ম শুকাইয়া গেল॥
কি লাগিয়া এমন হইলা।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥
এত শুনি কহে ধনী রাই।
এ যদুনন্দন মুখ চাই॥

অথ সখীগণের প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।

(৬)—সিন্ধুড়া।

কদম্বের বনে, থাকে কোন জনে, কেমনে শবদ আসি।
এ কি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি॥

সান্ধাঞা মরমে, ঘুচাঞা ধরমে, করিল পাগলী পারা।
চিত থির নহে, শ্বাস ঘন বহে, নয়নে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন, সেই কোন্ জন, এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে॥
পরাণ না ধরে, ধক ধক করে, রহে দরশন-আশে।
যবহুঁ দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে॥

(৭)—কামোদ।

সই! কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী-কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায়॥

অথ সাক্ষাদ্দর্শনে শ্রীমতীর দশা।

(৮)—ধানশী।

যমুনা যাইযা, শ্যামেরে দেখিয়া, ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ধেয়ায় শ্যাম-রূপখানি॥
নিজ-করোপর, রাখিয়া কপোল, মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়ানে, বহিছে সঘনে, শ্রাবণ-মেঘেরি ধারা॥
হেন কালে তথা, আইল ললিতা, রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া, তুলিয়া লইল কোরে॥
নিজ বাস দিয়া, মুছিযা পুছয়ে, মধুব মধুর বাণী।
আজু কেনে ধনি, হয়েছ এমনি, কহ না কি লাগি শুনি॥
আজনম সুখে, হাসি বিধুমুখে, কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেনে বল, কাঁদিয়া আকুল, কেমন করিছে প্রাণ॥
চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর, কেনে হইলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাসে কহে, হেনেছে হৃদয়ে, শ্যামের পিরীতি-বাণ॥

অথ শ্রীমতী কর্ত্তৃক সখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও তদ্দর্শনে নিজ দশা বর্ণন।

(৯)—তুড়ী।

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে,
তিমিরে গরাসিল মোরে॥ ধ্রু॥

রসে তনু ঢবঢর, তাহে নব কৈশোর,
আর তাহে নটবর-বেশ।
চূড়ার টালনি বামে, ময়ুর-চন্দ্রিকা ঠামে,
ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥
ললাটে চন্দন-পাঁতি, নব গোরোচনা ভাতি,
তার মাঝে পূর্ণমিক চাঁদ।
অলকা-বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ,
কামিনী জনের মন-ফাঁদ॥
লোকে তাকে কাল কয়, সহজ সে কাল নয়,
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব-গাছেতে ঠেকা,
ভুবনমোহন রূপ ভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল,
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞান দাসেতে কয়, তাবে তোমার কিবা ভয়,
সে কি সতী বোলাইতে পারে॥

(১০)—শ্রীরাগ।

চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর কূলে, কি পেখনু সই, ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু আসিতে, নারিনু সই, আকুল করিল প্রাণ॥

চাঁদ ঝলমলি, ময়ূরের পাখা, চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষত হাসিয়া, মোহন বাঁশরী, মধুর মধুর বায়॥
রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে, কেলি-কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী, যুবতী জনার, পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল, পিন্ধন পিঙল বাস।
রাঙ্গা উতপল, চরণ-যুগল, নিছনি গোবিন্দ দাস॥

(১১)—ধানশী।

কি রূপ দেখিনু, মধুর মূরতি, পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক তার॥
বড়ি বিনোদিয়া, চূড়ার টালনি, কপালে চন্দন-চাঁদ।
জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর, ভুবনমোহন ফাঁদ॥
নব জলধর, রসে ঢর ঢর, বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন, মণি মুকুতার মালা॥
জোড়া ভুরু যেন, কামের কামান, কেবা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়ানে, তেরছ চাহনি, বিষম কুসুম-বাণ॥
সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী, হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীমে কয়, ও রূপ নাগর, দেখিলে পরাণ রয়॥

অথ সখী কর্ত্তৃক শ্রীমতীকে চিত্রপট প্রদর্শন।

(১২)—কামোদ।

কালিয়ার রূপ, মরমে লাগিয়া, সোয়াথ না হয় মনে।
বিরলে বসিয়া, সখীরে কহই, দেখাইলে রহে প্রাণে॥

এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম-কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে, দেখাবার তরে, পটের উপরে লেখি॥
আনি চিত্রপট, রাইয়ের নিকট, সমুখে রাখিলা সখী।
সে রূপ দেখিয়া, মূরছিত হৈয়া, পড়িল কমল-মুখী॥
মন্দাকিনী পারা, শত শত ধারা, ও দুটী নয়ানে বহে।
করহ চেতন, পাবে দরশন, এ দাস উদ্ধবে কহে॥

অথ চিত্রপট-দর্শনে সখীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

(১৩)—সুহিনী।

এমন মূরতি কেমন করি। দেখি দেখি পট আনহ কাছে।
লিখিলি বিশাখা ধৈরয ধরি॥ এমন পুরুষ কি জগতে আছে॥
কিবা অপরূপ আ মরি মরি। দেখিতে দেখিতে পটের লেখা।
আনহ হিয়ার মাঝারে ধরি॥ পরাণ হবিল বিষম ডাকা॥
দরশে লইল পরাণ হরি। মোহন কহয়ে লিখিল যে।
পরশে কি হয় বলিতে নারি॥ পরাণ নিছনি তাহারে দে॥

(১৪)—সুহিনী।

যে দেখেছি যমুনার তটে। ভাট-মুখে যার গুণ-গাথা।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥ দূতী-মুখে শুনি যার কথা।
যার নাম কহিলা বিশাখা! এই মোর হরিয়াছে প্রাণ।
সেই এই পটে আছে লেখা॥ ইহা বিনে কেহ নহে আন॥
যাহার মুরলী-ধ্বনি শুনি। এত কহি মূরছি পড়য়ে।
সেই বটে এ রসিকমণি॥ সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥

পুন কহে পাইয়া চেতনে। সখীগণ করয়ে আশ্বাস।
কি দেখিনু দেখাও সে জনে॥ ভণ ঘনশ্যামর দাস॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতীর গমন ও শ্রীমতীর দশা বর্ণন।

(১৫)—বালা ধানশী।

রাইক ঐছে দশা, হেরি এক সখী, তুরিতহিঁ করল পয়ান।
নিরজনে নিজ-গণ, সঙ্গে যাঁহা মাধব, যাই মিলল সোই ঠাম॥

শুন মাধব! আর হাম কি বলব তোয়।

সো বৃষভানু-, কুমারী বর-সুন্দরী, অহনিশি তুয়া লাগি রোয়॥
তুয়া অনুরূপ, এক পট লেখিয়া, দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি, মূরছি পড়ু ভূতলে, মানই করম অভাগে॥
অম্বরে নব জল-, ধর হেরি সো ধনী, কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অব, সহই না পারই, অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥
ঐছে দশা হেরি, সকল সখীগণ, রোয়ত যামিনী জাগি।
কহে যদুনন্দন, শুন নন্দনন্দন, মিলহ সব জন ভাগি॥

(১৬)—বরাড়ী।

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।
তুয়া মঞ্জীর-রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গৌর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাঁহা তুহুঁ গৌরী আরাধলি কান।
জানলুঁ রাই তোহে মন মান॥

স্বামীক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতি-কর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই॥
ঐছন যতহুঁ মরম-অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দ দাস॥

(১৭)—সুহই।

অপরূপ তুয়া মুরলী-ধ্বনি।
লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি॥
কিরূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥
জড়িত-হৃদয়ে করত ভেদ।
অতি বেয়াকুল করত খেদ॥
পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি বাধা।
মূরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল-মঙ্গল সবাই গায়॥
জ্ঞান দাস কহে শুনহ শ্যাম।
জীবন-ঔখধ তোহারি নাম॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের কৃত্রিম-ঔদাসীন্য-সূচক উক্তি।

(১৮)—গুর্জ্জরী।

গোপকুমার-সমাজমিমং সখি! পৃচ্ছ কদানুগতোঽহং।
কথমিব মামনু পশ্যতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তি মোহং॥

সখি হে! পরিহর বচন-বিলাসং।
গোপ-শিশূনাং বিদিতমিদং মম জনয়তি গুরু-পরিহাসং॥
যদি চ কুলাবলয়াপি কুলস্থিতিরনয়াপরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতি-বিকলা বালে কিল করণীয়া॥
গজপতি-রুদ্র-মুদে মধুসূদন-বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু॥

(১৯)—সুহিনী।

সখি কাহে কহ বিপরীত।
শ্যাম নহ চপল-চরিত॥
জগতে বিদিত মঝু নাম।
মদন-পরাজয়ী শ্যাম॥
কৈছন রাধা নাম।
কভু নাহি শুনি গুণ-গাম॥
পর-নারী নয়ানে না হেরি।
ঐছন না বোলহ ফেরি॥
না করহ ও পরসঙ্গ।
শুনইতে দগধয়ে অঙ্গ॥
পুন যদি কহ অনুচিত।
ব্রজ মাহা করিব বিদিত॥
এত কহি পদ দুই যাই।
বটু পরবোধল তাই॥
যদুনন্দন দাসক দাস।
শুনইতে ভেল নৈরাশ॥

অথ দূতীর নিরাশ প্রত্যাগমন।

(২০)—শ্রীরাগ।

কানুক ঐছন বাত।
শুনি সখী অবনত মাথ॥
কছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি॥
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞান দাস॥

অথ সখীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

(২১)—গান্ধার।

নিজ-সখী-বদন, হেরি সুধামুখী, বুঝি কহে গদ গদ বাত।
রসিক সুনাহ, মোহে যদি উপেখল, কাহে তাপায়সি গাত॥
মঝু লাগি যতন, কয়লি দুঃখ পায়লি, দৈবহিঁ যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাঁহে বিরস-, বদনে ঘন রোয়সি, কিয়ে পুন কয়লি অকাজ॥
এ সখি! কর তুহুঁ পর-উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে, দেহ উপেখব, মৃত তনু রাখবি হামার॥ ধ্রু॥
কবহুঁ শ্যাম-তনু-, পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পুর।
ইহ সব বচন, শুনই নাহি পারই, রহু রাধামোহন দূর॥

(২২)—সুহই।

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥
উত্তর কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥
তমালের কান্ধে মোর ভুজ-লতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি।

(২৩)—বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন-লোচন অমিয়া স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ নহে উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন॥
সুন্দরি! মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলি যাঙ তুয়া মুখ-চন্দ॥

তবহুঁ সফল দিন মোর।
রাই শুতব যব কানুক কোর॥
হাম পৈঠব কালিন্দী-বারি।
তবহুঁ মনোরথ পূরব তোহারি॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥
গোবিন্দ দাস ভালে জান।
কানুক জ্বলত পরাণ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ।

(২৪)—যথা রাগ।

শুনিয়া নিঠুর, বচন আমার, সে চন্দ্র-বদনী রাধা।
হইল প্রেমের, অঙ্কুর সুন্দর, ভাঙ্গে পাছে পাঙা বাধা॥
সখি! আর কি কহিব তোরে।
কেনে পরিহাস-, বচন নৈরাশ, কহিনু হইয়া ভোরে॥
কিম্বা সেই ধনী, ধৈর্য্য ধরে জানি, হৃদয়ে ধরিয়া ব্যথা।
পাছে সে ব্যথায়ে, সে তনু জারয়ে, উপায় কি করি এথা॥

কিম্বা সে দারুণ, কামের কামান, বিন্ধয়ে বিষম শরে।
শিরীষের ফুল, জিনিয়া কোমল, সেহ কি সহিতে পারে॥
হা হা সে মুগধী, রূপের অবধি, ফলি মনোরথ-লতা।
হা হা কেন হেন, বঞ্চন বচন, কহি কৈনু উন্মূলিতা॥
অমৃত-পুতলী, রূপের আগলী, না জানি কি জানি হয়।
এ যদুনন্দন, দাস মনে ভণ, দর্শনে পরাণ রয়॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীর গমন।

(২৫)—সুহই।

যাঁহা বিলপয়ে বর কান।
তাঁহা সখী করল পয়ান॥
মিলল নাগর-পাশ।
দীঘল তেজই নিশ্বাস॥
নাগর হেরি বিভোর।
নয়নহিঁ আনন্দ-লোর॥
কানু কহই মৃদু ভাষ।
পূরব কি মঝু অভিলাষ॥
কৈছে আছয়ে ধনী রাই।
শুনইতে মঝু নিঠুরাই॥
হাম কয়লুঁ পরিহাস।
তাকর বিরহ-হুতাশ॥
অতএ গমন করি তাঁই।
তুরিতহিঁ আনবি রাই॥
এত শুনি সো সখী গেল।
রাইক সম্মুখহিঁ ভেল॥
কানুক ইহ রস-ভাষ।
সবহুঁ কহল ধনী-পাশ॥
সচকিত সো বর-নারী।
তবহুঁ কয়ল অভিসারি॥
শুভক্ষণে আওল কুঞ্জ।
সখীগণ আনন্দ-পুঞ্জ॥
ইহ যদুনন্দন দাস।
ধায়ল কানুক পাশ॥

অথ শ্রীমতীর অভিসার।

(২৬)—ধানশী।

হরি-অভিসারে চলিল বর-সুন্দরী
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।
গুরুয়া নিতম্ব-ভরে চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংসরাজ॥
একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরী-তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেম ঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসায় মুকুতা-রাজ সাজে॥
চৌদিকে রমণী শোভে ডম্ফ রবাব বাজে
সবে চলে মদন-তরঙ্গে।
যে দিকে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে॥

(২৭)—ধানশী।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতং॥
কেলি-বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা॥
বিনিদধতী মৃদু-মন্থর-পাদং।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদং॥

জনয়তি রুদ্রগজাধিপ-মুদিতং।
রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতং ॥

(২৮)—যথা রাগ।

ধনি ধনী বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, প্রেম-তরঙ্গিণী, সাজলি শ্যাম-বিহারে ॥
চলইতে চরণ-, সঙ্গে চলু মধুকর, মকরন্দ-পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত, ধরণী চুম্বয়ে কত, যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥
কনকলতা জিনি, জিনি সৌদামিনী, বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি, বঙ্করাজ-ধ্বনি, চলইতে সুমধুর বাজে ॥
হংসরাজ জিনি, গমন-সুলাবণি, অবলম্বন সখী কান্ধে।
অনন্ত দাস ভণে, মিললি নিকুঞ্জবনে, পূরাইতে শ্যাম-মন-সাধে ॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি সখীর শিক্ষা-বচন।

(২৯)—যথা রাগ।

শুন শুন সুন্দরি! হিত উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ ॥
পহিলহিঁ বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম ॥
যব্ পিয়া পরশয়ে ঠেলবি পাণি।
মৌন ধরবি কিছু না কহবি বাণী ॥
যব্ পিয়া ধরি বলে লেয় নিজ-পাশ।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ ॥

পিয়া-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস-সময়ে পুন দেয়বি ভঙ্গ॥
ভণহিঁ বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহিঁ গুরু হোই শিখায়ব কাম॥

অথ মিলন।

(৩০)—কামোদ।

রাইক কুঞ্জ-, গমন শুনি মাধব, অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন, করল বর নাগর, আনন্দে আপনা না জানি॥
চলইতে খলই, চলই নাহি পাবই, কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম-, কদলী হেরি আকুল, গদ গদ পুছে সোই নারী।
ঐছন বহুত, যতনে পহুঁ মিলল, দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মানস, সফল ভেল জীবন, দুহুঁক গলয়ে প্রেম-লোর॥
ধৈরয ধরি হরি, অঞ্চল পরশিতে, ধনীক সুগধি পরকাশ।
রাধামোহন-পহুঁ-, চিতে ক্ষণ সংশয়, পিছে বুঝল পরিহাস॥

(৩১)—পঠমঞ্জরী।

আইস আইস সুবদনি রসময়ি রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ-বাধা॥
তুহুঁ মোর সরবস নয়ানের তারা।
তো বিনে সকল দিক্ লাগে আন্ধিয়ারা॥
করে ধরি রাই লই বসাইল বামে।
পীত বাসে মোছই রাই-মুখ-ঘামে॥

পন্থকি দুখ পুছত বর কান।
আনন্দে মগন দুহুঁ কিছু নাহি জান॥
অপরূপ রাধা-কানু-বিলাস।
দূরহিঁ নেহারত দ্বিজ হরিদাস॥

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

(৩২)—কেদার।

কানু-বদন হেরি, উছলিত অন্তর, লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে, ছল ছল লোচন, কেলি-সমাগমে কাঁপ॥
দেখ সখি! রাইক ঢঙ্গ।
কানুক অদরশে, ঐছে বেয়াকুল, দরশনে ইহ চিত-রঙ্গ॥
রাই-বদন হেরি, লুবধল মাধব, কোরে বৈঠায়লি গোরী।
কুচে কর পরশনে, চমকি উঠয়ে ধনী, চুম্বনে রহ মুখ মোড়ি॥
ভুজে ভুজে বন্ধন, দৃঢ় পরিরম্ভণ, অধরে অধর-রস নেল।
গোবিন্দ-দাস-পহুঁ, পূবল মনোরথ, নব নব সঙ্গম ভেল॥

(৩৩)—কেদার।

কুচ'পর হাত ধয়ল বলী।
কমলে গরাসল কমল-কলি॥
অধরে অধরে কিয়ে লাগল দ্বন্দ্ব।
কমল পিয়ে কি কমল-মকরন্দ॥
এত বলি কিঙ্কিণী করত ফুকার।
রাজা মদন না করে পরচার॥

দৃঢ় পরিরম্ভণে হিয়ে হিয়ে লাগে।
টুটল হার লাজ-ভয় ভাগে॥
শ্রমজলে পূরিত ভেল দুহুঁ দেহা।
জনু ঘন বিজুরী ভৈগেল নব লেহা॥
একহিঁ জীবন একহিঁ পরাণ।
পহিলহিঁ হোয়ল রাধা কান॥
এত জানি মনমথ করল বিবেক।
আনি কবল দুহুঁ তনু তনু এক॥
কহে হরিবল্লভ আর কি বিচার।
এ দুহুঁ মূরতি রস-অবতার॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

(১)—জয়জয়ন্তী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥
রাধা-নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ-নয়ানে॥

ক্ষণে ক্ষণে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা রাধা বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরুছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুবলের উক্তি।

(২)—বালা ধানশী।

অনুখণ হেরিয়ে তোহে আন-চিত।
দূরে গেও মুরলী-আলাপন গীত॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ সাঙ্গাতি।
তুয়া মুখ হেরি জ্বলত মঝু ছাতি॥
মরকত জিনিয়া কলেবর-কাঁতি।
সো অব ঝামর কুবলয় ভাঁতি॥
হেরইতে নিরমল লোচন-জোর।
কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর॥
শুনইতে ঐছন সহচর-বাণী।
ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পাণি॥
দুরঅবগাহ মরম-অভিলাষ।
সমুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥

অথ সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৩)—গান্ধার।

কালি-দমন দিন মাহ।
কালিন্দী-কূল কদম্বকি ছাহ॥

কত শত ব্রজ-নব-বালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরীক মালা॥
তোহে কহ সুবল সাঙ্গাতি।
তব্ ধরি হাম না জানি দিন রাতি॥
তঁহি ধনী-মণি দুই চারি।
তঁহি মনমোহিনী এক নারী॥
সো রহ মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দিঠি॥
অনুখণ তহিক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ-বেয়াধি॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছে নব লেহা॥

(৪)—ধানশী।

গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক, কুসুম-সায়ক, কুহকী ভেলি বর-নারী॥
জোরি ভুজযুগ, মোরি বেঢ়ল, ততহিঁ বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে, কাম পূজল, যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহিঁ অঞ্চল, ঝাঁপি চঞ্চল, আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভবে, শারদ ঘন জনু, বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহিঁ দরশনে, জীবন জুড়ায়ব, টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক, হৃদয়-পাবক, দহই সব অঙ্গ মোর॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ সাঙ্গাতি, চিত থির নাহি হোয়।
সেহ যে রমণী, পরম গুণমণি, পুন কি মিলব মোয়॥

(৫)—তিরোতা ধানশী।

অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনকলতা অব,- লম্বনে উয়ল, হরিণী-হীন হিমধামা॥
নয়ন-নলিনী দউ, অঞ্জনে রঞ্জিত, ভাঙ-বিভঙ্গি-বিলাস।
চকিত চকোর, জোর বিধি বান্ধল, কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিতে, গীম গজমোতি-হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভু পরি, ঢারত সুরধুনী-ধারা॥
পয়সি প্রয়াগে, যুগ শত যাপই, সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ, গোকুল-নায়ক, গোপীজন-অনুরাগী॥

অথ অপরাহ্নে দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৬)—বেলোয়ার।

যব্ গোধূলি সময় বেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে, বিজুরী-রেহা, দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥
ধনী অলপ-বয়সী বালা জনু গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে, আশা না পূরল, বাঢ়ল মদন-জ্বালা॥
গোরী কলেবর নূনা জনু আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া, মাঝারি খীণী, দুলহ লোচন-কোণা॥
ঈষত হাসনি সনে মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু, পঞ্চ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

অথ সখীর আগমন।

(৭)—সুহই।

সুবলে নাগরে হইছে কথা।
বিশাখা-সুন্দরী আইল তথা॥
কি কথা কহিছ সুবল সনে।
কহিতে কহিতে কান্দিছ কেনে॥
কি কথা কহিছ নাগর-রাজ।
আমারে কহ না মনের কাজ॥
মনের মরম কহিবা যবে।
বেদনা বাটিয়া লইব তবে॥
শুনিয়া সুবল কহয়ে ভাষা।
ধীবরে ঘেরিল মীনের বাসা॥
শুনি দূতী মুখে ধরয়ে পাণি।
এ যদুনন্দন কহয়ে জানি॥

অথ স্নানকালে দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৮)—বেলাবলী।

সজনি! ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী, নবীন কিশোরী, নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি, কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে, পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, করেছে আসন, এলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ-মূলে, হেম-হার দোলে, সুমেরু শিখর জিনি॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটীতে, পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়া আধার, কনক-চাঁদার, শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি, সরু সরু শশিকলা।
সাঁঝেতে উদয়, শুধু সুধাময়, দেখিয়ে হইনু ভোলা॥

চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির, মনমথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে, শুন হে নাগরচাঁদা।
সে যে বৃষভানু-, রাজার নন্দিনী, নাম বিনোদিনী রাধা॥

(৯)—তুড়ী।

থির বিজুরী, বরণ গোরী, পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড়া-ছান্দে, কবরী বান্ধে, নব-মল্লিকার মালে॥
সই! মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়ানে, ঈষত হাসিয়া, আকুল করিল মোরে॥ ধ্রু॥
ফুলের গেড়ুয়া, লুফিয়া ধরয়ে, সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচ কুচ-যুগ, বসন ঘুচায়ে, মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে, মল্ল তোড়ল, সুন্দর যাবক-রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে, পুন কি হইবে দেখা॥

(১০)—ধানশী।

শুন শুন এ সখি! কর অবধান।
সে যে রমণী নিজ হামারি পরাণ॥
যব্ ধরি না দেখিয়ে সো চাঁদমুখ।
তব্ ধরি মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
ঝরঝর অনুক্ষণ এ দুই নয়ান।
জর জর অন্তর না যায় পরাণ॥

তা সঞে রভস-রস যদি নাহি হোয়।
নিচয় না জীয়ব কহল মো তোয়॥
তুই এক পলকে মিলব বর-নারী।
যদুনন্দন তব্ যাঙ বলিহারি॥

অথ শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি সখীর উক্তি।

(১১)—ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগর-রাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ॥
মুগধ গোঙারী কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে বোখব ঐছন রঙ্গ॥
বিপরীত বাণী কহলি তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥
মাধবীকুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহুঁ যাই করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে বাইক ঠাম।
গোবিন্দ দাস করত পরণাম॥

অথ দূতীব প্রতি শ্রীকৃষ্ণেব উক্তি ও দূতীর গমন।

(১২)—বরাড়ী।

এ সখি! বিহি কি পুরায়ব সাধা।
হেরব পুন কিয়ে রূপ-নিধি রাধা॥

যদি মোহে না মিলব সো বর-রামা।
তব্ জীউ ছার ধরব কোন্ কামা॥
তুহুঁ ভেলি দোতী পাশ ভেল আশা।
জীউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা॥
শুনইতে বচন দোতী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাঁহা রমণী-কদম্বে॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা।
হরি জপয়ে তুয়া গুণ-মণিমালা॥

অথ শ্রীরাধার নিকট দূতীর আগমন ও উক্তি।

(১৩)—ধানশী।

অলখিতে সহচরী মিলল যাই।
কো নাহি জানল আওল লুকাই॥
প্রিয় সহচরী হেরি রাই হাসি বোল।
করে ধরি আনি বৈঠায়লি কোল॥
কহে সখি কাহে আয়লি তুহুঁ গোই।
নিকপটে কহবি না রোখবি সোই॥
চতুর সুনাগরী আদর জানি।
মরম নিবেদয়ে লহু লহু বাণী॥
যব্ তুহুঁ যমুনা করত সিনান।
তব্ তোহে দেখল নাগর কান॥

মোহে পুছল সোই চতুর মুরারি।
হাম কহলুঁ বৃষভানু-কুমারী॥
শুনইতে নাম মূরছি ভেল সোয়।
গোবিন্দ দাস নিবেদয়ে তোয়॥

(১৪)—তিরোতা।

শুন লো রাজার ঝি, তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি, এ কাজ করিলি কি॥
বেলি অবসান-কালে, গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলি সখীর গলে॥
দেখাঞা বদন-চাঁদে, তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে।
তুহুঁ তুরিতে আওলি, লখিতে নারিল, ওই ওই করি কাঁদে॥
তারে হৃদয় দরশি থোরি, তার মন কয়লি চোরি।
বিদ্যাপতি কহ, শুনহ সুন্দরি, কানু জীয়াবে কি করি॥

(১৫)—ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব্ যৌবন যব্ সুপুরুখ-সঙ্গ॥
সুপুরুখ-প্রেম কবহুঁ নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দ-কলা-সম বাড়ি॥
তুহুঁ যৈছে রসবতী কানু রসকন্দ।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥

তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ।
চৌরী পিরীতি হোয়ে লাখগুণ রঙ্গ ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
অতে তাহে অনুরত বরজ-সমাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ ইথে নাহি লাজ।
রূপ-গুণবতীকা ইহ বড় কাজ ॥

অথ শ্রীরাধিকার উক্তি।

(১৬)—শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ-সঙ্গ ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ-ভীত ॥
সখি হে! হাম অব কি বলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহুঁ নাহি হোয় ॥
সো বর-নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন-মনোরথ জাগ ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব্ রাখব কোই ॥
বিদ্যাপতি কহ মিছই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস ॥

অথ সখীর উক্তি।

(১৭)—সুহই।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই॥
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনী জাগি॥
ক্ষীণ তনু মদন-হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিত-পুতলী সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটী আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন-উপচার॥

(১৮)—শ্রীরাগ।

এ ধনি! এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি না হয়ে শুধি॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই॥
তুলাখানি দিনু নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শোয়াস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব্॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ-বাধা।
কেবল মরমে ঔথধ রাধা॥

অথ শ্রীরাধিকাব অভিসার ও মিলন।

(১৯)—ভূপালী।

কানুক শেষ দশা শুনি রাই।
কাতর-বদনে সখী-মুখ চাই॥

ঐছন ইঙ্গিত সহচরী পাই।
আনন্দে নিমগন বেশ বনাই॥
সুখময় কুঞ্জহিঁ করল পয়ান।
পন্থহিঁ কতবিধ করু অনুমান॥
আকুল নাগর হাম অতি ভীত।
না জানি রভস-রস পহিল পিরীত॥
ঐছন ভাবিতে মিলল আয়।
ধাই কহল দোতী নাগর-পায়॥
দূর কর বিরহ আওল ধনী রাই।
চমকি উঠল জনু জীবন পাই॥
আনন্দে আগুসরি আওল কান।
কুঞ্জ মাঝে সবে করল পয়ান॥
সুন্দরী মুগধিনী বচন না কহই।
সহচরী-আঁচর ধরি তঁহি রহই॥
পহিল সমাগম রাধা কান।
মোহন দূরহিঁ তুহুঁক গান॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি।

(২০)—সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোহে সোঁপলুঁ ধনী রাই॥
কমলিনী-কোমল কলেবর।
তুহুঁ সে ভুখিল মধুকর॥

সহজে করবি মধু পান।
ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জরে জনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিম হারা।
ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতি-রস-রঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরীষ-কুসুম জিনি তনু।
থোবি সহাবি ফুলধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতীক মিনতি তুয়া পায়ে॥

অথ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ।

(২১)—কেদার।

ধরি সখী-আঁচর ভই উপচঙ্ক।
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি-পরিযঙ্ক॥
চলইতে আলী চলই পুন চাহ।
রস-অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি কোঙারী॥
পরশিতে তরসি করিতেঁ কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়ন-জল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি॥
শুতলি ভীত পুতলী সম গোরী।
চিত-নলিনী অলি রহই আগোরি॥

গোবিন্দ দাস কহই পরিণাম।
রূপক কূপে মগন ভেল কান॥

(২২)—ভূপালী।

সুরত-তিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল-নয়ানী॥
হঠ পরিরম্ভণে পরশিতে গাত।
নহি নহি বোলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন-তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম-মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন-তার।
পিবইতে অধর রচই সীতকার॥
নখর-পরশে ধনী চমকই গোরী।
দশইতে চমকি উঠই তনু মোড়ি॥
কহইতে কহ গদগদ পদ আধ।
আনোআন-মনে মনসিজ উনমাদ॥
তৈখনে রোখ তবহিঁ পরসাদ।
গোবিন্দ দাস কহ রস-মরিযাদ॥

(২৩)—ভূপালী।

পহিলহিঁ রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥

অনুনয় করইতে অবনত-বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসাবল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পায়ল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥

রূপাভিসার।

(১)—ধানশী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

গৌরাঙ্গ-লাবণ্য রূপে কি কহব এক মুখে
আর তাহে ফুলের কাচনি।
ও চান্দ-মুখের হাসি জীব না গো হেন বাসি
আর তাহে পিরীতি-চাঁহনি॥

সই লো। বিহি গড়ল কত ছান্দে।

কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
পরাণ-পুতলী মোর কান্দে ॥ ধ্রু ॥

বিধিরে বলিব কি করিল কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরী।

গেল কুল লাজ ভয় পরাণ রহিবার নয়
মনের অনলে পুড়ে মরি ॥

কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরয না বান্ধে।

নয়নানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ-প্রেম-ফান্দে ॥

অথ সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।

(২)—সুহিনী।

চিকণ কালিয়া-রূপ, মরমে লাগিয়াছে,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।

কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মু'খানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥

অধরের দুটী কূল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল,
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।

নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতি কুল মজাইল তায় ॥

ভুরূ-যুগ-সন্ধান, কামের কামান বাণ,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি।
অরুণ-নয়ান-কোণে, চাঞাছিল আমা পানে,
সেই হৈতে শ্যাম-রূপ দেখি॥
যমুনার ঘাট হৈতে, উঠিয়া আসিতে পথে,
সখি! কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞান দাসেতে কয়, শুধুই সে সুধাময়,
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥

(৩)—শ্রীরাগ।

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥
বেন্ধেছে বিনোদ চূড়া নব-গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হেলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহ-কর্ম্ম করিতে এলায় সব দেহ।
জ্ঞান দাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥

(৪)—সিন্ধুড়া।

কাজ কি ভূষণে আমার কাজ কি ভূষণে।
মন যা করে, শ্যামের তরে, পরাণ তা জানে॥

নয়ান-ভূষণ, শ্যাম-দরশন, শ্রবণ-ভূষণ গুণে।
করের ভূষণ, শ্রীপদ-সেবন, বদন-ভূষণ নামে॥
অন্তর-ভূষণ, শ্যাম-প্রেমমণি, জিনি মনমথ-রাজে।
হিয়ার ভূষণ, শ্যামাঙ্গ-পর্শন, ভূষণে কি আর কাজে॥
কণ্ঠের ভূষণ, কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ।
পিরীতি-ভূষণ, প্রতি তনু মন, কহয়ে দাস গোবিন্দ॥

(৫)—কামোদ।

কেনে গেলাঙ যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়াছে রূপ-ফাঁদ
ব্যাধ-ছলে কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্য-সুধা-চার অঙ্গ-ছটা আঁটা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগী হেন কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ-পিঞ্জর রহিল॥
লজ্জাশীল হেমাগার গুরু গৌরব সিংহদ্বার
ধরম কপাট ছিল তায়।
বংশীরব-বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায়॥
ধৈর্য্য-শালে মত্ত হাতী বান্ধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি পলাইয়া গেল ছুটি
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে॥

কালিয়া-কুটিল-বাণে কুল শীল ধরি টানে
অতএব উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণ মাত্র আছে বাঁকী তাও বুঝি যায় সখি
ভণয়ে জগদানন্দ দাস॥

(৬)—ধানশী।

মনু মনু শ্যাম-অনুরাগে।
মনোহর মধুর, মূরতি নব কৈশোর,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ ধ্রু॥
জীতে পাসরিতে নারি, বল না কি বুদ্ধি করি,
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায়, টানিলে না বাহিরায়,
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥
চরণে চরণ থুঞা, অধরে মুরলী লৈয়া,
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি দোলায়ে শ্যাম, কি জানি কি দেখাইল,
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায়, কেবা পরতীত যায়,
তিলে প্রাণ তিন ঠাঁই ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী, দিবা-নিশি নাহি জানি,
গোপতে গুমরি মরি মরি॥

অথ বংশী-ধ্বনি।

(৭)—তুড়ী।

সখী-সঙ্গে রূপের কথা কহিতেছিল বসি।
হেন কালে শ্রীবৃন্দাবনে বাজিল মোহন বাঁশী॥
আর না বাজিহ বাঁশী করি অহঙ্কার।
সর্প হয়ে দংশিলে যে শ্রবণে আমার॥
তরলে জনম তোর কিছু লাজ নাই।
ঝাড়ের লাগাল পেলে সাগরে ভাসাই॥
আর না বাজিহ বাঁশী নীরব হয়ে থাক।
সাজিয়া বেরালাম আমি আর নাহি ডাক॥
কি ধন পাইয়া বাঁশী কর দূতীপণা।
পর কি জানয়ে বাঁশী পরের বেদনা॥
তরলে জনম তোর হৃদয় সরল।
খলের বদনে থাকি উগার গরল॥
যতুনাথ দাসে বলে বাঁশীর দোষ কি।
যা বলায় খল জন তাই বলে বাঁশী॥

অথ শ্রীমতীর অভিসার।

(৮)—বেহাগ।

সাজল ধনী, চন্দ্র-বদনী, শ্যাম-দরশ-আশে।
সঙ্গিনীগণ, রঙ্গিণী সব, ঘেরল চারি পাশে॥

তরুণারুণ, চরণ-যুগল, মঞ্জীর তাহে শোভে।
ভৃঙ্গাবলী, পুঞ্জ পুঞ্জ, গুঞ্জরে মধু-লোভে॥
কুম্ভে কুম্ভ, জিনি নিতম্ব, কেশরী ক্ষীণ মাঝে।
নীলাম্বর, পরি পটাম্বর, কিঙ্কিণী তঁহি বাজে॥
বাহু-যুগল, থির বিজুরী, করি-শাবক-শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ, মণি-কঙ্কণ, নখরে শশিখণ্ডে॥
হেমাচল, কুচ-মণ্ডল, কাঁচলি তঁহি শোভে।
চন্দ্রকান্ত, ধ্বান্ত-দমন, কর্ণে কণ্ঠে শোভে॥
জাম্বুনদ, হেমযুক্ত, মুকুতা-ফল পাঁতি।
ফণি-মণিযুত, দাম সহিত, দামিনী সম ভাঁতি॥
বিম্বফল, নিন্দি অধর, দাড়িম-বীজ-দশনা।
বেশর তঁহি, নলকে ঝলকে, মন্দ-মন্দ-হসনা॥
নাসা তিল-, ফুল-তুল, কবরী করবী-ছাঁদে।
মদনমোহন-, মোহিনী ধনী, সাজলি তঁহি রাধে॥
নব-যৌবনী, চন্দ্র-বদনী, বৃন্দাবন-বাটে।
মাধবেন্দ্র পুরী, রচিত ভাষ, বর্ণি পূর্ণি পাটে॥

(৯)—কেদার।

বৃষভানু-নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি,
নব নব ব্রজবধূ সঙ্গ।
চলিল রাই বৃন্দাবনে, শ্যামচাঁদ দরশনে,
রস-ভরে ডগ মগ অঙ্গ॥

রাই-রূপ লাবণ্যের সীমা।
না জানি কতেক নিধি, গড়িল কেমন বিধি,
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥
নীলমণি চুড়ী হাতে, রতন-কঙ্কণ তাতে,
নীল বসন শোভে গায়।
নব-যৌবন-ভরে, গতি অতি মন্থরে,
হংস-গমনে চলি যায়॥
জিনি কত কোটি শশী, মন্দ মন্দ মৃদু হাসি,
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
বেণী আগে সোণার ঝাঁপা, তার মাঝে কনক-চাঁপা,
গোবিন্দের হৃদয়-মোহিনী॥
ললিতার দক্ষিণ হাতে, বাম কর দিয়া তাতে,
বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা।
রাই-অঙ্গ-কান্তি-মালা, দশ দিক্ কৈল আলা,
জ্ঞান দাস তাহাতে ভুলিলা॥

অথ মিলন।

(১০)—যথা রাগ।

বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ধনী চারু পানে চায়।
মাধবীতরুর তলে দেখেন শ্যামরায়॥
নূপুরের রুণুঝুনু পড়ে গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই এলে পারা॥

এস এলে ভাল হলো প্রেমময়ী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ-বাধা॥
নিজ-কর-কমলে চরণের ধূলা ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম-বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞান দাস মাগে রাঙ্গা চরণ-মাধুরী॥

(১১)—কামোদ।

কিবা শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিল রতন-সিংহাসনে॥
রতনে নির্ম্মিত বেদী মাণিকের গাঁথনি।
তার মধ্যে রাই-কানু চৌদিকে গোপিনী॥
হেম-বরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে জনু মিলিল ভ্রমর॥
চৌদিকে যুবতী-বৃন্দ বয়সে সমান।
কত সুধা বরিখয়ে নয়ানে নয়ান॥
এক এক তরুর মূলে এক এক অবলা।
নীলগিরি বেড়ি যেন কনকের মালা॥
বেণী চূড়ায় ঘেরাঘেরি ফেরাফেরি বাহু।
শারদ পূর্ণিমার শশী গরাসল রাহু॥
নিকুঞ্জের মাঝে ইহ কেলি বিলাস।
দূরহিঁ দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ .

(১২)—ধানশী।

তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নব ঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥
রাই-কানু-রূপের নাহিক উপমা।
কুবলয় চাঁদ মিলল এক ঠামা॥
রসের আবেশে তুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।

(১৩)—পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার নাম ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥

নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

অথ শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(১৪)—তিরোতা ধানশী।

সুন্দরি! আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে, বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন, সদা উচাটন, সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে, দশ দিক্ পানে, তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি, প্রেমের কাহিনী, পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন, জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥

অথ সম্ভোগ।

(১৫)—সুহিনী।

দোঁহে কহি দুহুঁ অনুরাগ। দুহুঁ বিম্বাধরে দুহুঁ দংশ।
দুহুঁ প্রেম দুহুঁ হৃদে জাগ॥ দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস॥
দুহুঁ দোঁহা করু পরিহার। দুহুঁ হেরি দোঁহার বয়ান।
দুহুঁ আলিঙ্গই কত বার॥ দুহুঁ জন সজল নয়ান॥
দুহুঁ কহ মধুরিম ভাষ।
নিরখয়ে যদুনাথ দাস॥

বাসক-সজ্জা।

(১)—ধানশী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কি লাগিয়া মোর, গোরসুন্দর, বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন, রতন ভূষণ, সাজায়ে অঙ্গের মাঝে॥
আপন বপুব, ছাহ হেরিয়া, চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ, না মিলিল পহুঁ, এত না বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল-নয়ানে, চাহে পথ-পানে, কহে গদ গদ ভাষা॥

আদৌ সঙ্কেত।

(২)—তুড়ী।

এক দিন বর-, নাগর শেখর, কদম্বতরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে, সখীগণ সাথে, যাইতে যমুনা-জলে॥
রসের শেখর, নাগর চতুর, উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া, বচনের ছলে, সঙ্কেত করিল তাতে॥
গোধন চালাঞা, শিশুগণ লঞা, গমন করিল ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে, রাই আইলা গৃহ মাঝে॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে, শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বন্ধুর সঙ্কেত, না ছাড় আপন হিয়ে॥

অথ অভিসার।

(৩)—মঙ্গল।

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই। গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি।
সব সখীগণ-বদন চাই॥ কেমনে যাইব রহিতে নারি॥
আবেশে কহত মনের কথা। এতহুঁ ভাবিয়া চলিলা ধনী।
কবহুঁ হরিব বিষাদ-ব্যথা॥ সবহুঁ বিঘিনি কিছু না গণি॥
সঙ্কেত করিল নাগর রায়। সখীগণ মেলি সঙ্কেত-গেহে।
কি করব সখি কহ উপায়॥ চলল তরুণী রমণ কহে॥

(৪)—ভূপালী।

চাঁদ-বদনী ধনী চলু অভিসার। চাঁদনী রজনী কিরণ বন মাহ।
নব নব রঙ্গিণী রসের পাথার॥ হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ। মোতিম হার করে কঙ্কণ সাজ।
মালতী-মাল হিয়ে বনি সাজ॥ ঐছন আওল নিকুঞ্জক মাঝ॥
বৈঠল হৃদয়ে আরতি বলবন্ত।
শ্যাম-পাশে চলু দাস অনন্ত॥

অথ বাসক-সজ্জা।

(৫)—গান্ধার।

রাধিকা-আদেশে, মনের হরিষে, কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর জাতী যূথী, সাজাইছে থরে থরে॥
আজ রচয়ে বাসক-শেজ।
মুনিগণ-চিত, হেরি মূরছিত, কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥

ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর, ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিশ, আলিস কারণ, প্রতি ফুলে ফুল-শর॥
শুক পিক দ্বারী, মদন প্রহরী, ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত, মলয়-পবন বয়॥
উজোরল রাতি, মণিময় বাতি, কর্পূর তাম্বুল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে, বাসক করিল গোরী॥

(৬)—ধানশী।

সাজল কুসুম-, শেজ পুন সাজই, জ্বারই জ্বারল বাতি।
বাসিত খপুর, কর্পূরে পুন বাসই, ভৈ গেল মদন-ভরাতি॥
আজু রাই সাজল বাসক-শেজ।
মনমথ লাখ, মনোরথে ধাবই, অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজ॥
ঘন ঘন আভরণ, অঙ্গে চঢ়ায়ই, ক্ষণে ক্ষণে তেজই তাই।
চকিত বিলোকনে, চমকি ক্ষণে উঠই, হেরইতে নিজ-তনু-ছাই॥
কাতর বচনে, সম্ভাষই সহচরী, কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দ দাস, কহই অব না শুনিয়ে, সঙ্কেত-মুরলী-নিসান॥

(৭)—ধানশী।

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ, মাঝে ধনী সাজয়ে, পুন পুন উঠয়ে চকিত॥
কিশলয়-শেজ, বিছায়ই পুনপুন, জ্বারত রতন-প্রদীপ।
তাম্বুল কর্পূর, খপুরে পুন রাখই, বাসিত বারি সমীপ॥

মলয়জ চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম, লেই পুন তেজই তাই।
সচকিত নয়নে, নেহারই দশ দিশ, কাতরে সখী-মুখ চাই॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ, মণিময় আভরণ, পহিরত তেজত তাই।
সখীগণ হেরি, কতহুঁ পরবোধয়ে, জ্ঞান দাস কহ ধাই॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

(৮)—ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু, গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বূল সাজিনু, দীপ উজারিনু, মন্দির হইল আলা॥
সই! পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর, কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া, আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে, মিলিব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি, কত না রহিব, কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি, আসিবে এখনি, বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে॥

(৯)—পাহিড়া।

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিনু আশা-ঘর।
কোন্ কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥

বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইলুঁ গো
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগন উপরে চান্দ- কিরণ উজোর গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথী॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া খপুর পূরিল সই
প্রিয় বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতী-মালা বৃথাই গাঁথিনু গো
কেমনে রজনী গোঙাইব॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখনে আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিনু গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥

অথ বিপ্রলব্ধা।

(১০)—বিহাগড়া।

তেজ সখি কানুক আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বূল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহিঁ ডারহ যামুন-পার॥

কিশলয়-শেজ মণি-মাণিক-মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি! কহ না উপায়।
কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক্ ধিক্ রে বিধি তোহারি বিধান।
এহেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীর আগমন ও উক্তি।

(১১)—গোণ্ডকিরী।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং।
তদধর-মধুর-মধূনি পিবন্তং॥
নাথ হরে! সীদতি রাধা বাস-গৃহে॥ ধ্রু॥
ত্বদভিসরণ-রভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী॥
বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয়-বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া॥
মুহুরবলোকিত-মণ্ডন-লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবন-শীলা॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারং,
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারং॥

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পং
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পং ॥
ভবতি বিলম্বিনী বিগলিত-লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসক-সজ্জা ॥
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতং।
রসিক-জনং তনুতামতিমুদিতং ॥

(১২) – ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ।
ধিক্ রহু ঐছন তোহারি সুনেহ ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত-বাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহিঁ সাথ ॥
কপট নেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঙ্গে করহ বিলাস ॥
কো কহে রসিক-শেখর বর কান।
তুহু সম মূরুখ জগতে নাহি আন ॥
মাণিক তেজি কাঁচে অভিলাষ।
সুধা-সিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস ॥
ক্ষীর-সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ ॥
বিদ্যাপতি কহ চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥

অথ সখীর নিরাশ প্রত্যাগমন।

(১৩)—যথা রাগ।

উত্তর না পাই, যাই সখী কুঞ্জহিঁ, রাই নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সম্বাদ, কহিতে ভেল গদ গদ, হেরি চমকিত ভেল চিত॥
সুন্দরি! কানু মিলন ভেল ধন্দ।
নিশিপতি-কাঁতি, মলিন অব হেরিয়ে, টুটল সব পরবন্ধ॥ ধ্রু॥
এত শুনি রাই, পাই মন-দুখচয়, চললহিঁ অব নিজ-গেহ।
রজনী উজাগর, নাহ পন্থ পর, মিলল ঝামর দেহ॥
দূর সঞে নাগর, রাই-বদন হেরি, চমকি হবি ভেল ভীত।
গোবিন্দ দাস ভণ, ওহে নন্দনন্দন, ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত॥

মান।

খণ্ডিতা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—গান্ধার।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া। বিরস-বদনে কহে বাণী।
অবনত বদন করিয়া॥ আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি। কান্দিয়া কহয়ে গোরারায়।
রজনী জাগল হেন সাখী॥ এ দুখ সহনে না যায়॥

কাতরে কহয়ে সবিষাদ।
নরহরি মাগে পরসাদ॥

(২)—ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম-শয়নে, সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া, আসিলা রাধার ঠাম॥
গলে পীত বাস, করিয়া সাহস, দাঁড়াইল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুলমালা, তাম্বূলের ডালা, ফেলিয়াছে রাই রাগে॥
নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান, আছেন আপন কোপে।
নয়ান-ভুরুর, ভঙ্গিম দেখিয়া, নাগর তরাসে কাঁপে॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি, নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে, কথা কৈলে তবু ভালি॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

(৩)—ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিনু মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু! তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনি-মন-লোভা॥
খর-নখ-দশনে অঙ্গ জর জর।
ভাল সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥

নীল পাটের শাড়ী কোঁচায় কলসী।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥
চারিদিকে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে॥

(৪)—যথা রাগ।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজল দিল কপালে সিন্দূর॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বূল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায়ে হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমায় দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম হামারি॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৫)—ধানশী।

সুন্দরি! কাহে কহসি কটু বাণী।

তোহারি চরণ ধরি, শপথি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥

তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চনু,
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।

মৃগমদ-বিন্দু, অধরে কৈছে লাগল,
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥

তোহে বিমুখ দেখি, ঝুরয়ে যুগল আঁখি,
বিদরে পরাণ হামার।

তুহুঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখবি,
হাম কাঁহা যাওব আর॥

হামারি মরম তুহুঁ, ভাল রীতে জানসি,
তব্ কাহে কহ বিপরীত।

ঐছন বচনে, দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে,
জ্ঞান দাস চিতে ভীত॥

অথ শ্রীমতীর উক্তি।

(৬)—যথা রাগ।

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান॥

হাম বনচারী বঙ্কি একেশ্বরিয়া।
না কর চাতুরী তুহুঁ শতঘরিয়া॥
মিছই শপথ না কর মোর আগে।
কেমনে মিটায়বি ইহ রতি-দাগে॥
যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত আর॥
বিমুখ ভেল ধনী না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৭)—ধানশী।

রাইক হৃদয়-, ভাব বুঝি মাধব, পদ-তলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ, ধরি রহু মাধব, তবহিঁ বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহিঁ মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত, তুহুঁ ভালে জানত, কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি, মঝু মুখ না হেরবি, হাম যাওব কোন্ ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন, কোন্ কাজে রাখব, তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি, কানু যব্ করলহিঁ, তব্ নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দ দাস, মিছই আশোয়াসল, রোই রোই চলু বর কান॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি।

(৮)—ধানশী।

করে কর যোড়ি, মিনতি করু তো সঞে, চরণ-কমলে প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখি, নয়নে না হেরসি, অভিমানে অবনত মাথ॥

সুন্দরি! ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন, তেজি পুন মাঙ্গন, সো মিলন অতি দূর॥ ধ্রু॥
কোকিল-নাদ, শ্রবণে যব্ শুনবি, তব্ কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুম-শর, হিয়া'পর বরিখব, তব্ কৈছে ধরবি পরাণ॥
মঝু এত বচনে, তোহার নাহি আরতি, হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দখিণ, পবন যব্ পরশব, তবহিঁ মিটব দূর মান॥
গুণগণ ছোড়ি, দোষ এক সোঙরসি, নিকটহিঁ কোই না যাব।
দারুণ নয়নে, আরতি তব্ বাঢ়ব, অব ঘনশ্যাম দুঃখ লাভ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

(৯)—ধানশী।

এতহুঁ কহল সব সহচরী মেল।
মানিনী শুনি কছু উতর না দেল॥
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাহে অপমান॥
কাহে তুহুঁ পুনপুন দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহুঁ যাঁহা নিবসয়ে সোয়॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিরাশ প্রত্যাগমন।

(১০)—ধানশী।

রাই অনাদর, হেরি রসিকবর, অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ, লখই না পারই, পীত-বাসে মুছই বয়ান॥

হরি হরি নিজ-অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেম গহি, কথি লাগি নিরমল, কাহে কয়ল মুঝে মান॥
মোহে উপেখি রাই, কৈছে জীয়ব, সো দুখ করি অনুমান।
রসবতী-হৃদয়, বিরহ-জ্বরে জারব, ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
রাইক সম্বাদ-, সুধারস-সিঞ্চনে, তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দ দাস যব্, যতনে মিলায়ব, তব্ যশ গাওব তোর॥

ইতি খণ্ডিতা সমাপ্ত।

অথ সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও দূতী প্রেরণ।

(১১)—যথা রাগ।

মদন-কুঞ্জ'পর, বৈঠল নাগর, বৃন্দাসখী-মুখ চাই।
যোড়ি যুগল কর, মিনতি করত কত, তুরিতে মিলায়বি রাই॥
হাম পর রোখি, বিমুখ ভৈ সুন্দরী, যবহুঁ চললি নিজ-গেহা।
মদন-হুতাশনে, মঝু মন জারল, জীবনে না বান্ধই থেহা॥
তুহুঁ অতি চতুরী-, শিরোমণি নাগরী, তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুহুঁ বিনে হামারি, মরম নাহি জানত, কৈছে মিলায়ব আনি॥
চন্দন চাঁদ, পবন ভেল রিপু সম, বৃন্দাবন বন ভেল।
ময়ূর কোকিল কত, ঝঙ্কার দেওত, মঝু মনে মনমথ-শেল॥
ছল ছল নয়ান, বয়ান ভরি রোয়ত, চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হা হা সো ধনী, হামে না হেরব, সিংহ ভূপতি রস গায়॥

অথ শ্রীমতীর নিকট দূতীর আগমন ও উক্তি।

(১২)—ধানশী।

মদন-কুঞ্জ তেজি, চললি চতুর দূতী, পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি, দেখি মুখ ঝাঁপল, রাই উতর নাহি দেল॥
চতুর দূতী তব্, মনহিঁ বিচারল, কহত ললিতা সঞে বাত।
কাহে বিমুখ ভই, বৈঠলি ছুবরী, কি ভেল আজুক বাত॥
হেরি ললিতা সখী, মৃদু মৃদু বোলত, হামারি করম মতি ভেলি।
নাগর কিশোর, কুঞ্জে নিশি বঞ্চল, চন্দ্রাবলী সঞে কেলি॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে, যাই দূতী বৈঠল, কহতহিঁ মধুরিম বাণী।
ইহ লঘু দোখে, রোখ যব্ মানসি, কো কহে তোহে সিয়ানী॥
উঠ উঠ সুন্দরি, মান দূর করি, বাহু পসারি করু কোর।
ফটকি হাত, বাত নাহি শুনল, কোপে ভরল তনু জোর॥
রাইক নিঠুর, বচন শুনি সহচরী, কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতিনাথ, রোখে তব্ বোলত, যবহুঁ ফটকল হাত॥

(১৩)—শ্রীরাগ।

অখিল-লোচন-তম-, তাপ-বিমোচন, উদয়তি আনন্দ-কন্দে।
এক নলিনী-মুখ, মলিন করয়ে যদি, ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি! বুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি, দোষ এক ঘোষসি, অন্তর আহীরিণী জাতি॥
সকল জীব-জন-, জীবন সমীরণ, মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি, পরশে যদি নাশয়ে, ইথে লাগি নিন্দ মারুতে॥

স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গম, সুখ দেই সকল শরীরে।
কাগজ পত্র, পরশে যব্ নাশয়ে, ইথে লাগি নিন্দহ নীরে ॥
খেণে খেণে সকল, কুসুম-মন তোষয়ে, নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক, যদ্যপি নাহি চুম্বই, ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে ॥
পাঁচ পঞ্চগুণ, দশগুণ চৌগুণ, আট দ্বিগুণ সখী মাঝে।
চম্পতীপতি অতি, আকুল তো বিনু, বিষাদ না পায়সি লাজে ॥

অথ দূতীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

(১৪)—কামোদ।

সখি। কাহে কহসি কটু ভাষা।
ঐছন বহু গুণ, এক দোষে নাশই, এক গুণ বহু-দোষ-নাশা ॥
কি করব জপ তপ, দান ব্রত নৈষ্ঠিক, যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল, ধন জন যৌবন, কি করব লোচন-হীনে ॥
গরল-সহোদর, গুরুপত্নী-হর, রাহু-বদন উগারা।
বিরহ-হুতাশন, বারিজ-নাশন, শীল-গুণে শশী উজিয়ারা ॥
পরসুতে অহিত, যতন নাহি নিজ-সুতে, কাক-উচ্ছিষ্ট-রস-পানী।
সো সব অপগুণ, ঢাকল এক পিকু, বোলত মধুরিম বাণী ॥
কানুক পিরীতি, কি কহব রে সখি, সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি, শপথি করু শত শত, তবহুঁ প্রতীত নাহি বোলে ॥
পুন পরিরম্ভণ, চুম্বন কোরে করি, সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে, সো নিশি বঞ্চল, মোহে করল নৈরাশে ॥
সুন্দর সিন্দুর, নয়নক অঞ্জন, সঞ্চরু দশনক রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, প্রাতঃসময়ে দিল দেখা ॥

অনলহুঁ অধিক, মো তনু দহই, রতি-চিন দেখি এত অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ, জীউ নিকসব, তবহুঁ না মিল হরি সঙ্গে॥

(১৫)—ধানশী।

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতী মানায়ই তাই॥
রোখে চলয়ে যব্ করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব্ বাহু পসারি॥
তবহুঁ মলিনমুখী সুমুখী না ভেল।
হোই নৈরাশ তব্ সখী চলি গেল॥
একলি বন মাহা যাঁহা বর কান।
আওল সখী তাঁহা বিরস-বয়ান॥
কি কহব মাধব মানিনী-মান।
জ্ঞান দাস তাহা কি কহিতে জান॥

(১৬)—কামোদ।

রাইক নিঠুর, বচন শুনি সহচরী,
মিলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রম-ভরে, বচন কহ গদ গদ,
খরতর বহই নিশাস॥
মাধব! দুর্জ্জয় মানিনী জানি।
বিপরীত চরিত, হেরি ভেল চমকিত,
না স্ফুরয়ে এক আধ বাণী॥

"কা" বোল বোলইতে, শুনিতে না পারই,
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি, পুনপুন ফুকরই,
বজর-শবদ-সম মানি ॥
তুয়া গুণ নাম, শ্রবণে নাহি শুনয়ে,
তুয়া রূপ রিপু-সম জানি।
তুয়া নিজ-জন সঞে, সম্ভাষ না করয়ে,
কৈছে মিলায়ব আনি ॥

(১৭)—কেদার।

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ।
রোয়ত মাধব অব নিশি দিন ॥
দোতীক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলয়ে জলধার ॥
বাউর-সম কত করু পরলাপ।
শত-গুণাধিক মনে মনসিজ-তাপ ॥
"রা" "রা" "ধা" ধরি আখর এক।
গদগদ কণ্ঠ না হয় পরতেক ॥
মানিনী-মান মানায়ব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনী-ঠাম ॥
পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ ॥

কত পরবোধি কয়ল সখী থির।
জ্ঞান দাস হেরি ভেল অথির॥

কলহান্তরিতা।

(১৮)—তুড়ী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

মান-বিরহ-ভরে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গচাঁদ।
অখিল জীবের মন-লোচন-ফাঁদ॥
প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥
কান্দিয়া কহয়ে পুন ধিক্ মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখনু কানু গুণনিধি॥
যে হৈল মনের দুখ কি বলিব কায়।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নর নারী।
রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি॥

অথ শ্রীমতীর অনুতাপ।

(১৯)—ধানশী।

কুঞ্জস নিকসই মানিনী রাই।
অরুণিত লোচনে সখী-মুখ চাই॥

চলইতে অঙ্গ চলই না পারি।
ছলছল নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥
টুটল মান ভেল বিরহ-তরঙ্গ।
গৃহ মাঝে বৈঠল সহচরী সঙ্গ ॥
কহইতে অন্তর গদ গদ ভাষ।
বিমুখ হোই সবে ছোড়ল পাশ ॥
চন্দ্রশেখর কহ অনুচিত মান।
রোখে তেজলি কাহে নাগর কান ॥

(২০)—সুহই।

আঁধল প্রেম, পহিলে নাহি হেরনু, সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে, বাদ করি তা সঞে, অহর্নিশি জ্বলত পরাণ ॥
সজনি। তোহে কহু মরমক দাহ।
কানুক দোখে, যো ধনী রোখই, সোই তাপিনী জগ মাহ ॥
যো হাম মান, বহুত করি মানলুঁ, কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ-, শরে ভেল জর জর, তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরজ লাজ, মান সঞে ভাগল, জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস, কহত সতি ভামিনি, ঐছন কানুক লেহ ॥

(২১)—সুহই।

যাকর চরণ-, নখর-রুচি-হেরইতে, মুরছয়ে কত কোটী কাম।
সো মঝু পদতলে, ধরণী লোটায়ল, পালটি না হেরলুঁ হাম ॥

সজনি। কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুল-নন্দন, চাঁদ উপেখলুঁ, দারুণ মানকি লাগি॥
কাতর দিঠে, মিঠ বচনামৃতে, কতরূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ-, সীম নাহি আনলুঁ, অব হিয়া তুষ-দহ দাহ॥
সো হেন রসিক পিয়া, কাঁহা রহু কাহা করু,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস কহ, শুন বর-নাগরি,
সো পহুঁ তোঁহারি অদূর॥

(২২)—কৌ রাগিণী।

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং। নালোকয়মপিতমুরু-হারং।
যদভজমিহ নহি গোকুল-বীরং॥ প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারং॥
নাকর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশং। হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তং।
মাধব-চাটু-পটলমপি লেশং॥ কিমবধারয়মহমুরসি ন কান্তং॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি।

(২৩)—শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু-, মুরলী-রব-মাধুরী, শ্রবণে নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ, নয়ান-যুগ-ঝাপলুঁ, তব্ মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি। তৈখনে কহলুঁ মু তোয়।
ভরমহিঁ তা সঞে, লেহ বাঢ়ায়লি, জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনি গুণ পরখি, পরক রূপ-লালসে, কাহে সোঁপলি নিজ-দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি, ইহ রূপ-লাবণি, জীবইতে ভেল সন্দেহা॥

যো তুঁহু হৃদয়ে, প্রেমতরু রোপলি, শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন-, নীর ঘন সিঞ্চহ, কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে॥

অথ শ্রীরাধিকার উক্তি।

(২৪)—সুহই।

চরণে লাগি হরি, হার পিন্ধায়ল, যতনে গাঁথি নিজ-হাত।
সো নাহি পহিরলুঁ, দূরহিঁ ডারলুঁ, মানিনী অবনত মাথ॥
সজনি। কাহে মোর দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু, বিদগধ মাধব, রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥
গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল, হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমী, চরণ'পরে ডারলুঁ, অব কি করব পরকারি॥
সো বহুবল্লভ, সহজই দুর্ল্লভ, দরশ লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস যব, যতনে মিলায়ব, তবহিঁ মনোরথ পূর॥

অথ সখীর উক্তি।

(২৫)—যথা রাগ।

সে হেন রসিক, নাগরের সনে, কত না করিলি কলহ।
আগে না বুঝিলি, কাঁদিলি কাঁদালি, অব মুঝে কাহে কহ॥
ধনি। নারিলি পিরীতি রাখিতে।
এ কি প্রতিদিন, কলহ করিবি, নারি মেনে মোরা সাধিতে॥
আয় লো বিশাখা, রাই থাকু একা, কাছে থাকা উচিত নয়।
না শুনিয়া কথা, কলহ বাড়ালো, কাঁদালে কাঁদিতে হয়॥

কানু হেন ধন, যে করে হেলন, তার কি জীবনে আশ।
তার মরা ভাল, বাঁচি কিবা ফল, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(২৬)—যথা রাগ।

কৈছে চরণে কর-, পল্লব ঠেললি, মিললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ, জরি যব্ যাওব, তবহিঁ দেখবি ইহ রঙ্গে॥

মা গো! কিয়ে ইহ জিদ অপার।

কো অছু বীর, ধীর মহাবল, পাউরি উতারয়ে পার॥
শ্যামর ঝামর, মলিন নলিন-মুখ, ঝরই নয়নক নীর।
পীতাম্বর গলে, পদহিঁ লোটায়ল, হিয়া কৈছে বান্ধলি থির॥
সাধি সাধি ছরমি, ঘরমি মহা বিকল, ঘন ঘন দীরঘ নিশাস।
মনমথ-দাহ-, দহনে মন ধসি গেও, রোখে চললি নিজ-বাস॥
অবিরোধী প্রেম-, পন্থ তুহুঁ রোধসি, দোষ-লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ, নিষেধ না মানলি, হামারি জোরে নাহি চাহ॥

অথ শ্রীরাধিকার উক্তি।

(২৭)—সুহই।

তিল এক শয়নে, স্বপনে যো মঝু বিনে,
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে, গাঢ় আলিঙ্গনে,
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনি! সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি, নিধি দেই লেয়ল,
সো মুখ করি বিছুরাই॥

তুঁহু কাহে বিরস, বচনে মোহে মারসি,
ডারসি শোককি কূপে।
মুরছিত জনে পুন, ঘাত নহে সমুচিত,
জগ-জনে কহব বিরূপে॥
ভাঙ্গল মান, আন-জন-গঞ্জন,
পিরীতি পিরীতে করু বাধা।
রসিক সুনাহ, আপনে সুখ পায়ব,
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥
সো মুখচাঁদ, হৃদয়ে ধরি পৈঠব,
কালিন্দী-বিষহ্রদ-নীরে।
পামরী গোবিন্দ, দাস মরি যায়ব,
সাজি আনল তছু তীরে॥

অথ সখীর উক্তি।

(২৮)—গান্ধার।

কি কহলি কঠিনি, কালিদহে পৈঠবি, শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন, কানু যব শুনব, জীবনে না বান্ধব থেহা॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে, দেহ যদি তেজবি, মরমহিঁ বিরহ বিথারি॥
কানুক চিত-, রীত হাম জানত, কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক, লাখ গারি দেয়সি, তবহুঁ রহত মুখ চাই॥
ঐছন বোল, না বোলবি সুন্দরি, কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দ দাস কহ, শপথি তোহে শত শত, যদি উদবেগ বাড়াহ॥

(২৯)—ধানশী।

একে তুহুঁ সুন্দরী, রূপে গুণে আগরী, বৈঠসি চতুরী-সমাজ।
আপনক বাত, আপে নাহি সমুঝসি, হঠে নট কয়লি সব কাজ॥
মানিনি! নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি, বাত দুই পুছিয়ে, বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ॥
অপরাধ জানি, গারি দশ দেয়বি, পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে, যো উপদেশল, তাকর মুখে দেই আগি॥
যো তুয়া চরণ, পরশি মহী লুঠল, নিজ-গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক, চরিত কহি ঝুরসি, গোবিন্দ দাস কহ ফুর॥

(৩০)—গান্ধার।

মান কয়লি তো কয়লি, কলহে কাহে কান্দসি,
বৈঠি রহু তুহুঁ ভবনে।
সো কাঁহা যাওব, আপহিঁ আওব,
পুনহিঁ লোটায়ব চরণে॥
সুন্দরি! বচনে করবি বিশোয়াস।
সজল-নয়নে হরি, পন্থ নেহারই,
চিত্রা কহল মঝু পাশ॥
বেণু ধেনু তেজি, সকল সখাগণ,
পরিহরি নীপ-মূলে বসই।
রাই রাই করি, শিরে কর হানই,
তুঁয়া নাম ধরি নিশাসই॥

তুয়া লাগি কত বেরি, মঝু ঘরে আওব,
মোহে সাধব যব লাখ।
চন্দ্রশেখর কহে, তব্ তুহু বঞ্চবি,
আপন কান্তক সাথ॥

অথ শ্রীরাধিকার উক্তি।

(৩১)—ধানশী।

সো বহুবল্লভ সহজই ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাঁহা আদর-ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ-তরঙ্গ॥
সখি হে! কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিয়ে দগধি চলবি মোহে মান॥
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপলুঁ পরাণ॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥
জীবইতে মোহে মিলব যব্ কান।
গোবিন্দ দাস তব্ তুয়া গুণ গান॥

(৩২)—তিরোতা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই॥
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানায়বি মঝু পরিণাম॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে বেদনা জানায়বি মোয়॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥

অথ সখীর উক্তি।

(৩৩)—শ্রীরাগ।

প্রেম-কারিগর মোরা যত সখীগণ।
নিতি নিতি ভাঙ্গি গড়ি পিরীতি-রতন॥
অন্তর-হাপরে মান-অঙ্গারের খনি।
বিরহ-আনলে তাহে ভেজাই আগুনি॥
সোণাতে সোহাগা দিয়া সোণাতে মিশাই।
রসের পাইন দিয়া ভাঙ্গিলে জোড়াই॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতীর গমন।

(৩৪)—শ্রীরাগ।

জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, চলত সো বর-নারী।
বংশীবট, যাবট-তট, বনহিঁ বন হেরি ॥
মদন-কুঞ্জ, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড-তীরে।
দ্বাদশ বন, হেরত সঘন, শৈলহুঁ কিনারে ॥
যাঁহা ধেনু সব, করতহিঁ রব, তাঁহা চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম, মধুমঙ্গল, দেখত বলবীরে ॥
যমুনা-কূলে, নীপহিঁ মূলে, ঢুঁড়ত বনয়ারী।
শশিশেখর, ধূলি-ধূসর, কহত প্যারী প্যারী ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ সহ দূতীর মিলন।

(৩৫)—ধানশী।

দূরে হেরি নাগর, চতুরা সহচরী,
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
জনু আন কাজে, চলত বর-রঙ্গিণী,
ডাহিন বামেতে নাহি চায় ॥
হরি হরি ধূলি লোটায়ত কান।
সহচরী-গমন, হেরইতে দৈখন,
হৃদয়ে করত অনুমান ॥
কিয়ে অতি সদয়-, হৃদয় হোই মঝু'পর,
সহচরী ভেজল কি রাই।

কিয়ে আন কাজে, চলত বর-রঙ্গিণী,
কারণ পুছই বোলাই॥
সহচরি সহচরি, করি হরি বেরি বেরি,
বহু বেরি করত ফুকার।
চতুরিণী সহচরী, ঝুঁকি কহত মঝু,
নাম লেই কোন্ গোঙার॥
চমকি কহত হরি, হাম রাই-কিঙ্কর,
করুণা করিয়া অব আহ।
দাস মনোহর, এক নিবেদন,
শুনি তবে আন কাজে যাহ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ ও দূতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি।

(৩৬)—শ্রীরাগ।

কি কহবি মাধব, তুরিতহিঁ কহ কহ,
হাম চলব আন কাজে।
তো সঞে বাত, নহ মঝু সমুচিত,
দোষ পাওব সখী মাঝে॥
কি কহব সজনি, কহিতে বা কিয়ে জানি,
রাই তেজল অভিমানী।
রাই তেজল বলি, তুহুঁ সব তেজবি,
তব্ বিথ ভুঞ্জব আমি॥
আহীরিণী কুরূপিণী, গুণহীনী ভাগিহীনী,
তাহে লাগি কাহে বিথ পিউবি।

চন্দ্রাবলী-মুখ-, চন্দ্র-সুধারস,
পিবি যুগে যুগে জীউবি ॥
পদ্মা-পদুমা, গন্ধে মাতায়ল,
ভদ্রা মঙ্গল দানে।
চন্দ্রশেখর কহ, শুন বহুবল্লভ,
রাই পিরীতি কিবা জানে ॥

(৩৭)—শ্রীরাগ।

ইহা কাহে বৈঠলি, মোহে বোলায়লি,
তুরিতে কহত তুহুঁ মোয়।
শ্যামা সখিনী, মোহে বোলায়ত,
পিছু আসি মিলব তোয় ॥
ক্ষণে রহু রহু বলি, পন্থ আগোরল,
কাতরে রহু মুখ চাই।
আজুক বাত, তুহুঁ সব জানসি,
মোহে উপেখল রাই ॥
দূতী কহত তুয়া, কৈছন পিরীতি,
রীতি বুঝই না পারি।
সো যদি মান-, ভরমে তোহে রোখল,
তুহুঁ কাহে আয়লি ছোড়ি ॥
আপন দোখ, জানসি যদি হৃদি মাহা,
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।

গোবিন্দ দাস, তোহারি লাগি সাধব,

এবে চলহ মঝু সাথ ॥

অথ শ্রীরাধার কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

(৩৮)—সুহিনী।

দূতীক বচন শুনি নাগর-রাজ।

অন্তরে পাওল বহুতর লাজ ॥

ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।

মন মাহা হোয়ল বহুত উল্লাস ॥

তবহুঁ সফল করি জীবন মান।

তাকর সঞে হরি কয়ল পয়ান ॥

পন্থহিঁ কত কত ভাবে বিভোর।

ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর ॥

দূর সঞে নাগরী নাগর হেরি।

বৈঠল তঁহি পুন আনন ফেরি ॥

তৈখনে সমুখে আওল যব্ কান।

নাহ হেরিয়া ধনীর বাঢ়ল মান ॥

গোবিন্দ দাস কহ কি করব হাম।

আপে ভাঙ্গহ রাই-মানিনী-মান ॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৩৯)—শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।

নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী ॥

পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
রাই কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞান দাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

(৪০)—দেশবরাড়ী রাগ। অষ্টতালী তাল।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী
হরতি দর-তিমিরমতি-ঘোরং।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরং॥
প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ-কমল-মধু-পানং॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতং।

ঘটয় ভুজ-বন্ধনং জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ-জাতং ॥

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নং।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি-যত্নং ॥

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপং।

কুসুম-শর-বাণ- ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ॥

স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়ো- রুপরি মণি-মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশং।

বসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশং ॥

স্থল-কমল-গঞ্জনং মম হৃদয়-রঞ্জনং
জনিত-রতিরঙ্গ-পরভাগং।

ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণ-দ্বয়ং
সরস-লসদলক্তক-রাগং ॥

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।

জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারং ॥

ইতি চটুল-চাটু-পটু- চারু মুর-বৈরিণো
রাধিকামধি বচন-জাতং।
জয়তি পদ্মাবতী- রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতং ॥

অথ শ্রীরাধার উক্তি।

(৪১)—যথা রাগ।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ ॥
ছোড়বি কেলিকদম্ব-বিলাস।
দূরে করবি নিজ-গুরুজন-আশ ॥
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান ॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর ॥
ঐছন কবচ ধরব যব্ হাত।
তবহিঁ তুয়া সঞে মরমক বাত ॥
ভণহ বিদ্যাপতি শুন বর কান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥

অথ দাস-খত।

(৪২)—যথা রাগ।

মহামহিম, গুণসমুদ্র, শত সাধু শ্রীরাধা।
সদুদারস্তু, চরিতস্তু, পূরাও মনের সাধা ॥

তস্য খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরী।
কস্য কর্জ্জ-, পত্রমিদং, লিখিলাম সুকুমারী॥
ঠামহিঁ তব, প্রেম দুর্ল্লভ, লইনু কর্জ্জ করিয়া।
ইহার লভ্য, পাইবে ভব্য, প্রেম অখিল ভরিয়া॥
যখন তিন, বাঞ্ছা পূরব, ঋণ শোধব কলিযুগে।
এই করারে, লিখিলাম আমি, শ্রীরূপমঞ্জরী-আগে॥
কহ চন্দ্রশেখর, লেখনী লইয়া, সহত শ্রীকরে ধরি।
জয় রাধে বলি, খত সমাপিলা, সখীরা বলিল হরি॥

অথ মিলন।

(৪৩)—যথা রাগ।

অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
দুর্জ্জয়-মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান।
হেরই মুখ-শশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥

(৪৪)—ধানশী।

ছি ছি দারুণ, মানের লাগিয়া, বঁধুরে হারাইয়াছিলাম।
শ্যামসুন্দর-, রূপ মনোহর, দেখিয়া পরাণ পেলাম॥

সই। জুড়াইল মোর হিয়া।

শ্যাম-অঙ্গের, শীতল পবন, তাহার পরশ পাইয়া॥
তোরা সখীগণ, করাহ সিনান, আনিয়া যমুনা-নীরে।
আমার বঁধুর, যত অমঙ্গল, সকল যাউক দূরে॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আনহ সকালে, ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে, দেহ নানা দানে, আমারে সদয় বিধি॥
নিজ-সুখ-রসে, পাপিনী-পরশে, না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার, মনেতে উঠেছে দুখ॥

ইতি কলহান্তরিতা সমাপ্ত।

অথ নিবেদন।

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

(৪৫)—সুহিনী।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরু-গঞ্জন চন্দন অঙ্গ-ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
সম শৈল কুল মান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুমি জগজন-রঞ্জন বংশীধারী॥

আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুমি রস-পণ্ডিত রসিক-চূড়ামণি ॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যাম রায়।
তুমি বিনা মোর মনে আর নাহি ভায় ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৪৬)—যথা রাগ।

কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই মুই।
রাখালিয়া মতি, কি জানি পিরীতি, প্রেমের পসরা তুই ॥
গোঠে মাঠে খেলি, সখাগণ মেলি, ধেনুর রাখালি করি।
বনে বনে ধাই, ধবলী চরাই, প্রেম কি জানি কিশোরি ॥
তুমি মহাজন, তোমার ভর্ৎসন, সুধা-সম মোরে লাগে।
মোর নাগরালি, বাড়ান তোমারি, নব নব প্রেম-সোহাগে ॥
তোমর ঋণ যে, নারিনু শোধিতে, প্রেম অনুরাগ বিনু।
কান্ত কহে কানু, খালাস হইবে, গৌর হইলে তনু ॥

অথ শ্রীমতীর উক্তি।

(৪৭)—সুহই।

বঁধু! কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া, নিচয় হইলাম দাসী ॥
ভাবি দেখিলাম, এ তিন ভুবনে, আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

এ কূলে ও কূলে, দু'কূলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু, ও দুটী কমল-পায়॥
না ঠেলিও মোরে, অবলা বলিয়ে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাসে কয়, পরশ-রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৪৮)—সুহই।

রাই! তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রস-তত্ত্ব লাগি, গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে, মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে, তোমার কারণে, বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে, কদম্ব-তলাতে থাকি।
শুন হে কিশোরি, চারি দিক্ হেরি, যেমত চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী, সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান, তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডীদাসে কয়, ঐছন পিরীতি, জগতে আর কি হয়।
এমন পিরীতি, না দেখি কখন, ইহা না কহিলে নয়॥

অথ শ্রীমতীর উক্তি।

(৪৯)—কেদার।

কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

তুমি সে আমার বঁধু আমি সে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিতে কি যাবে আমার॥
বন্ধু তোমার রাঙ্গা পায় কি বলিব আমি।
অন্তের অনেক আছে আমার কেবল তুমি॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞান দাস কহে ধনি এই সবে সার॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৫০)—সুহই।

জপিতে তোমার নাম বংশী ধরি অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী
বরজ-মণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি! তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাইয়া করিতে নারি শেষ॥
গঞ্জন বচন তোর শুনি সুখে নাহি ওর
সুধা সম লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি তেরছ নয়ানে দেখি
বিকাইনু জনমে জনমে॥

তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিনু কত
সে পিরীতে না পূরিল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হই তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥

অথ শ্রীমতীর উক্তি।

(৫১)—সুহই।

শ্যামসুন্দর, স্মরণ আমার, শ্যাম-নাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন, শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর, শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন, শ্যাম-দাসী হ'লো রাধা॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল, শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন, ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর, কর পঞ্চস্বর, বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে, রাখিহ শ্যামেরে, দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৫২)—যথা রাগ।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী নয়ন-তারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, কিশোরী গলার হারা॥
গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা, রাধাময় সব দেখি।
নয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা, রাধাময় হ'লো আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা, রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধা-বল্লভ নাম, পেয়েছি অনেক আশে॥

শ্যামের বচন-, মাধুরী শুনিয়া, প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে, দোঁহার পিরীতি, পরাণে পরাণ বাঁধা॥

আক্ষেপানুরাগ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—শ্রীরাগ।

গোরা-রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোরা-রূপ নয়নে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণী-মোহন॥

(২)—বরাড়ী।

গোরাচাঁদে দেখিয়া কি হৈনু।
গোপত পিরীতি-ফাঁদে মুঞি সে ঠেকিনু॥
ঘরে গুরুজন-জ্বালা সহিতে না পারি।
অবলা করিল বিহি তাহে কুল-নারী॥

গোরা-রূপ মনে হৈলে হই যে পাগলী।
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি॥
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়।
যদু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায়॥

নিজ প্রতি।

(৩)—শ্রীরাগ।

রাজার ঝিয়ারী, কুলের বৌহারী, স্বামী-সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া, এ তিন খোয়ানু, হইনু কুল-খাঁকারী॥
সই! কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে তা সনে, নাহি দরশন, জগত ভরিল লাজে॥
ধরম করম, সব তেয়াগিনু, যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুল শীল, সকলি মজিল, সে জনার পরিবাদে॥
ভাবিতে চিন্তিতে, হিয়া জর জর, না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম, এ তিন আখর, কেবল দুখের খনি॥

সখী প্রতি।

(৪)—যথা রাগ।

কি হৈল কি হৈল সই জ্বালার উপর জ্বালা।
পথে যাইতে দেখা হইলে বসন টানে কালা॥
ভরম কৈনু সরম কৈনু বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা ধরে আমার হাতে॥

কালার সনে রসের কথায় মনে পাইনু সুখ।
গোপত কথা বেকত করে এই যে বড় দুখ॥
চল্‌বলেকে চতুর বলি হেটমুড়াকে জপু।
রস বুঝিলে রসিক বলি না বুঝিলে ভেপু॥
লোচন বলে আলো দিদি গালি দিলা কেনে।
কালার সমান রসিক নাই এ তিন ভুবনে॥

(৫)—তুড়ী।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কান্দে॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুল-ধর্ম্ম লোক-লজ্জা নাহি মানে চিত॥

(৬)—সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না, প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম, আমি হৈলাম দোষী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে, তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী, কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥

বাহির হইতে, লোক-চরচায়, বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী, আপনা বলিব কারে॥
তোমরা পরাণের, বেথিত আছিলা, জীবনে মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে, কে ছাড়ে আপন অঙ্গ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই, সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু, অনাদি-জনম-ফলে॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও, এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা, বঁধুয়া আপন হৈলে॥

(৭)—শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন, এ দুটী নয়ান-তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ-পুতলী, নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ-পতি, যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনে, আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি, আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিল, বিধি মিলাওল তাই।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ-পতি, থাক ঘরে কুল লই॥
ঘরে গুরুজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে, এ তনু বেচিনু, তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সী দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোকপাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি, জাতি কুল শীল ছাড়া॥

বিধির প্রতি

(৮)—শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী, ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হৈয়া যাই, না দেখাই পাপমুখ॥
সই! বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরিল, কলঙ্ক ঘুষিল লোকে॥
হাম অভাগিনী, তাহে একাকিনী, নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বলে মোকে, তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত, ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে, পিরীতির কিবা সুখ॥

গুরুজনের প্রতি

(৯)—শ্রীরাগ

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি, এমতি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, না শুনি পিরীতি-কথা॥
সই! যে বল সে বল মোরে।
শপথি করিয়া, বলি দঢ়াইয়া, না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন, কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া, রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব, এ পাপ-জনার কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে, ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়, স্বতন্তরী হয়, তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে, করিতে পারিলে, তবে সে এ পাপ ছুটে॥

কুটিলার প্রতি।

কুটিলার উক্তি।

(১০)—গান্ধার।

এ কি পরমাদ রাই।

লোকের বদনে, শুনি যা শ্রবণে, তাহাই দেখিতে পাই॥
তোমার আমার, বাপের কুলেতে, কখন কথাটী নাই।
তবে কেন তুমি কানু কানু করি, সদাই জপহ রাই॥
কানু-নাম শুনি, চমকি উঠহ, পুলক তাহার সাখী।
কালা-রূপ দেখি, ছল ছল আঁখি, বেকত এ সব দেখি॥
আমি ননদিনী, সব রস জানি, পাশার যে চৌপিঠ।
কহে শিবরাম, বুঝিনু কথায়, তুমি সে বড়ই ঢীট॥

শ্রীমতীর উক্তি।

(১১)—বরাড়ী।

ননদিনি লো! মিছাই লোকের কথা।

যদি কানু সঙ্গে, পিরীতি করি ত, শপথি তোমার মাথা॥
নিজ-পতি বিনে, আর নাহি জানি, সেই সে আমার ভাল।
কোন্ গুণে যাই, রাখালে ভজিব, যাহার বরণ কাল॥
মণি মুকুতার, আভরণ নাহি, সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে, ভ্রমরা গুঞ্জরে, তাহে কি রমণী ভুলে॥
রাজা হৈয়া যারে, দেখিতে না পারে, মায়ে বলে ননীচোরা।
কহে শিবরাম, রাধার কলঙ্ক, মিছাই করিলি তোরা॥

প্রেম প্রতি।

শ্রীমতীর উক্তি।

(১২)—পঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যাথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি, পাপ পিরীতির কথা॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া, কান্দিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া, কুলেতে দাঁড়াঞা, যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া, এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী, প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যে গতি হইল, পরাণ সংশয় দেখি॥

(১৩)—শ্রীরাগ।

সই! মরম কহিয়ে তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, কভু না আনিব মুখে॥
পিরীতি-মূরতি, কভু না হেরিব, এ দুটী নয়ান-কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে, মুদিয়া রহিব কাণে॥
পিরীতি-নগর, বসতি তেজিয়া, থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, যেন না পড়য়ে মনে॥
পিরীতি-পাবক, পরশ করিয়া, পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি-বিচ্ছেদ, সহনে না যায়, কহে চণ্ডীদাস কিবা॥

(১৪)—যথা রাগ।

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর, নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, মন করে টলমল॥
গুরুজন-জ্বালা, জলের শিহালা, পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল-পাণিফল-, কাঁটায় সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইনু যদি।
অন্তরে বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি, সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুখ যায় তার ঠাঁই॥

(১৫)—ধানশী।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥
সখি হে। কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া, উচলে উঠিতে, পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র্যে বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞান দাস কহে, কানুর পিরীতি, মরণ-অধিক শেল॥

(১৬)—তুড়ী।

এক জ্বালা ঘর হৈল আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দেহ সারা হৈল তনু॥
কোথা বা যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ-অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি আছে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে॥
লোক মাঝে ঠাঞি নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(১৭)—ধানশী।

সখি! আর কি কহিতে ডর।
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, সে কেনে বাসয়ে পর॥
সুজন কুজন, যে জন না জানে, তাহারে কহিব কি।
অন্তর বাহির, যে জন জানয়ে, তাহারে পরাণ দি॥
কানুর পিরীতি, কহিতে শুনিতে, পরাণ ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের, করাত যেমন, আসিতে যাইতে কাটে॥

(১৮)—শ্রীরাগ।

বঁধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার, লয় অন্য জনা, ইহা কি পরাণে সয়॥

সই! কত না রাখিব হিয়া।

আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে, আন জন সঙ্গে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি, ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া, এমন করিল, না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ, করিছে যেমন, এমন হউক সে॥
জ্ঞান দাস কহে, শুন হে সুন্দরি, মনে না ভাবিহ আন।
তুঁহু যে শ্যামের, সরবস ধন, শ্যাম সে তোঁহারি প্রাণ॥

সখীর উক্তি।

(১৯)—সুহই।

শুন অনুরাগিণি কি তোহে কহিব বাণী
সদাই ভাবহ কালা কানু।
নিরবধি আঁখি ঝরে পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে ক্ষীণ কর তনু॥
যদি তুহুঁ শুন মোর কথা।
সে কালা কানুর প্রেমে সদা হবে সাবধানে
তবে সে ঘুচিবে সব ব্যথা॥ ধ্রু॥
একে তুহুঁ কুলবতী তাহে গুরুজন প্রতি
জানিলে পাড়িবে পরমাদ।
এ পাপ-পড়সী যত বিপক্ষ আছয়ে কত
জগতে ঘুষিবে পরিবাদ॥

যব্ তাহে পড়ে মনে চিত দিবে আন কামে
যেন লোকে নহে উপহাস।
ধরিবে আমার কথা মনে না ভাবিহ ব্যথা
যতনে কহয়ে প্রেমদাস ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

(২০)—যথা রাগ।

সই! না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি, যাহারে লাগিল, জনম হইতে ব্যথা ॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি, বয়ানে না বলি কালা।
তবু ত সে কালা, অন্তরে জাগয়ে, কালা হৈল জপ-মালা ॥
বন্ধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব, কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া, যাইব গহন বনে ॥
গুরু পরিজন, কলে কুবচন না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাসে কহে, কানুর পিরীতি, জাতি কুল শীল ছাড়া ॥

(২১)—যথা রাগ।

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু-, রাগ বাখানিতে, অনুখণ নৌতুন হোয় ॥
জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হাম, হিয়ে হিয়ে রাখনু, হৃদয় জুড়ন নাহি গেল ॥
বচন-অমিয়া-রস, অনুখণ শুনলুঁ, শ্রুতিপথে পরশ না ভেল।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঙাইনু, না বুঝনু কৈছন কেল ॥

কত বিদগধ জন, রস অনুমোদই, অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবি বল্লভ, হৃদয় জুড়াইতে, মিলয়ে কোটিমে একি॥

মুরলীর প্রতি।

(২২)—শ্রীরাগ।

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করায়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
ওরে সই শুনি যবে বাঁশীর নিসান।
গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥
সতী ভুলে নিজ-পতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
চণ্ডীদাস কহে সব নাটের গুরু কালা॥

(২৩)—শ্রীরাগ।

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ-কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোক-লাজে॥

হাঁরে সখি! কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥ ধ্রু॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের বাঁশী যদি ঝাড়ের লাগ পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বাঁশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

(২৪)—যথা রাগ।

মুরলি রে! মিনতি করিয়ে বারেবার।
শ্যামের অধরে রৈয়া, রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি কেনে না বাজিও আর॥
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপণা
তুমি কেনে হও তার বশ॥
তোমার মধুর স্বরে রহিতে নারি যে ঘরে
নিঝরে ঝরয়ে দু নয়ান।
পহিলে বাজিলে যবে কুল শীল গেল তবে
অবশেষ আছে মোর প্রাণ॥

যে বাজিলে সেই ভাল ইথেই সকল গেল
তোরে আমি কহিনু নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধব ভণে যে বংশীর গান শুনে
সে জন তেজই কুল-ভয়॥

অথ বংশীধ্বনি ও তচ্ছ্রবণে শ্রীমতীর অভিসার।

(২৫)—যথা রাগ।

রাই সাজে, বাঁশী বাজে, না পরিল উল।
কি করিতে, কি না করে, সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচরে রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়াব উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশীবদনে কহে যাই বলিহারি।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥

(২৬)—যথা রাগ।

বংশী-রব লাগিল কাণে চিত না ধৈরজ মানে
অমনি উঠিল রসবতী।

কে যাবে আমার সঙ্গে বিপিন-বিহার-রঙ্গে
ভেটিবারে গোকুলের পতি ॥
ললিতা বলে গো রাধে সাজাইব মনের সাধে
একেলা যাইবা কেনে ধনি।
আমরা সকলে যাব সখী সব সঙ্গে নিব
যেতে হবে তাহা মোরা জানি ॥
রাইকে সাজাচ্ছে ভালে লবঙ্গ মালতী মালে
চন্দনের বিন্দু ভালে দিল।
উপরে সিন্দুর-বিন্দু রবি-কোরে যেন ইন্দু
হেরি সবে নিমিখ তেজিল ॥
রাই আমার ভূষণ পরে মনোহরের মন হরে
ধৈরজ ধরিবে কিবা আনে।
গোবিন্দ দাসে কয় তুলনা নাহিক হয়
চাঁদ যেন নামিয়াছে ভুমে ॥

অথ মিলন।

(২৭)—কেদার।

বাঁশী-রবে উনমত পুলকিত-মনে।
সাজল নিকুঞ্জ-বনে শ্যাম-দরশনে ॥
মণিময় আভরণ বিচিত্র বসনে।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করিলা গমনে ॥
গজেন্দ্র-গমনে যায় রাই বিনোদিনী।
রমণীর শিরোমণি কানুর মোহিনী ॥

চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভরে।
ধৈরজ ধরিতে নারে মুরলীর স্বরে॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই ইতি উতি চায়।
মাধবীলতার তলে পাইলা শ্যামরায়॥
আইস আইস বিনোদিনি ডাকে বিনোদিয়া।
চকোর ধাইল যেন চান্দেরে পাইয়া॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
নিজ-অঙ্গ-বাসে মুছে বদন-কমলে॥
হাঁটিয়া আসিতে কত বেজেছে চরণে।
এত দুখ দিল মোর মুরলীর তানে॥
দুহুঁ তনু মিলল মনের হরিষে।
বলরাম দাস চলি গেল আশে পাশে॥

অথ শ্রীমতীর উক্তি।

(২৮)—সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
কোন্ বিধি সিরজিলে সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥

বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

(২৯)—শ্রীরাগ।

সে কাল গেল, বৈয়া বঁধু, সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি, মুচকি হাসি, কত না করিতা রৈয়া॥
বেশের লাগিয়া, দেশের ফুল, না রহিত বনে।
নাগরীর সনে, নাগর হৈলা, আর চিনিবে কেনে॥
বুলি বেড়াঞা, নাম লইয়া, ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা, শুনিতে কত, লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া, মাথায় করিনু, কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে, পরের বেদন, নাহি জানে কালা॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৩০)—ধানশী।

সুন্দরি! কাহে করলি তুহুঁ খেদ।
তুয়া বিনু রাতি দিবস হাম না জানিয়ে
কোন্ কয়ল তুঁহে ভেদ॥
তুয়া মুখচাঁদ হেরি মঝু মানস
অহনিশি তঁহি রহি গেল।

নয়ন-কমল'পর ভাঙ মদন-ধনু
তাহে উমতি মতি ভেল ॥
কোটী রমণী তুয়া পায়ে নিরমঞ্ছিয়ে
তুহুঁ মঝু জীবন রাই।
তোঁহারি নাম-গুণ অবিরত জপি হাম
সদাই হৃদয় তুয়া চাই ॥
এত কহি মাধব ছল ছল লোচন
হৃদয় উপরি ধনী রাখি।
চরণ পরশি কহে হাম তুয়া অনুগত
প্রেমদাস তাহি সাখী ॥

(৩১)—তুড়ী।

কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপণা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমতি রহি যে পাড়াপড়সীর ডরে ॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞান দাস কহে তবে না রহে জীবন ॥

(৩২)—যথা রাগ।

তোমার লাগিয়া বঁধু যত দুখ পাই।
তাহা কি কহিতে পারি তোমার সে ঠাঁই ॥

একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালি॥
এ সব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণী॥
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ-কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে॥
গদ গদ কহে নাগর কাতর-বয়ানে।
পরাণ নিছিনু রাই তোমার চরণে॥
তুয়া গুণে বিকাঞাছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনারে কেন কহ পুনর্ব্বারে॥
যে কহ তাহাই করি কিছু নাহি ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয়॥

গোষ্ঠলীলা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—বেলোয়ার।

আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥

শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়-ধ্বনি।
হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিবায় পাঁচনী॥
রামাই স্নুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সবার আনন্দ॥
বাহু তুলি গোরাচাঁদ কবে হরি-ধ্বনি।
আনন্দে বিভোব ভেল নদীয়া-রমণী॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠ-লীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে॥

(২)—ধানশী।

বাজত সব, গোঠ-বাজনা, সাজত বলবীরে।
মদে ঘূর্ণিত, নয়ন-যুগল, পাগ লটপটী শিরে॥
বলাইর মুখ নয় যেন বিধু রে।
যত তোতো তোতো করে, বুক বহে পড়ে,
শ্বেত কমলের মধু রে॥
গলে বনমালা, বাহে তাড়বালা, শ্রবণে কুণ্ডল সাজে।
ধব ধব ধব, ধবলী বলিয়া, ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে॥
নব নটবর, নীলাম্বর, লম্ফে ঝাম্ফে আওয়ে।
মদে মাতল, কুঞ্জর-গতি, উলটি পালটি চাওয়ে॥
আপন তনু-, ছায়রি হেরি, রোখাবেশ হোই।
হুঁ হুঁ পথ, ছোড়হ বলি, অঙ্গুলি ঘম দেই॥

করে পাঁচনী, কক্ষে দাবি, রাঙ্গা ধূলি গায়ে মাখে।
কাকা কাকা কাকা, কানাই বলিয়া, ঘন ঘন ঘন ডাকে॥
পদাঘাত মারি, কহে তিন বেরি, স্থিরাণী ভব ধরণি।
শশিশেখর, কহে হলধর-, পদাঘাতে যাও নিছনি॥

(৩)—সুহিনী।

শ্রীদাম সুবল-নিকটে যাইয়া।
কহে শুন অহে সুবল ভাইয়া॥
দিন বহু হৈল গোঠের বেলা।
কিছু নাহি বোলে নন্দের বালা॥
যশোদা যোগায় মাখন মুখে।
আছয়ে মায়ের কোলেতে সুখে॥
রাজ-সুত হৈয়া এ কোন্ ধারা।
আমরা হইয়াছি দাসের পারা॥
ধেনু বৎস সব অমনি আছে।
চল যাই কহি কানাইর কাছে॥
শ্রীদাম সুবল মঙ্গল ধাইয়া।
কহে শুন অহে কানাই ভাইয়া॥
গোধন সকল বাথানে রইল।
দেখ দেখ বেলা কতেক হইল॥
রাখাল সকল দাঁড়াঞা পথে।
যদুনাথ কহে যাইব সাথে॥

(৪)—ধানশী।

কানুতে শ্রীদামে কথা বলরাম আসি তথা
যুগল বিষাণে সান দিল।
শুনিয়া রাখাল সব দিয়া আবা আবা রব
রাম-কানুর তুই দিকে দাঁড়াইল॥
গেল সবে যশোদা-নিকটে।
প্রণতি করিয়া মায কহিছে রাখাল-রায়
কানুবে লইয়া যাব গোঠে॥ ধ্রু॥
শুনি বলরামেব বাণী মূরছিত নন্দ-রাণী
লোটাঞা পড়িলা ভূমিতলে।
কি বোল বলিলি বাম বনে যাবে ঘনশ্যাম
ভাসে রাণী নয়ানের জলে॥
রাণী কহে বলবাম বুঝি যশোদার প্রাণ
বধিতে আইলি সবে তোরা।
যাউক প্রাণ বাহির হৈয়া তবে তোরা যাইস লৈয়া
এ যত্নাথের নয়ন-তারা॥

(৫)—যথা রাগ।

নন্দবাণি গো! মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি অবসান কালে গোপাল আনিয়া দিব
তোব আগে কহিনু নিশ্চয়॥ ধ্রুঁ॥

সোঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়ে গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকালে আনিব ধেনু বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু
গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে।
গোপ-কুলে উতপতি গোধন-চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাহি ঘরে॥
শুনি বলাইয়ের কথা মরমে পাইয়া ব্যথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বলে রাণী ভাসে প্রেমজলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে॥

(৬)—মাথুর।

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।
হেরি হলধর পানে ধারা বহে দু'নয়ানে
মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকা দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে
দেখিয়া বিভোর যশোমতী।
নারিল পাঠাইতে বনে দেখিয়া সে মুখ পানে
শিশুগণে করয়ে মিনতি॥

স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে বসন ভিজিয়া পড়ে
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদ গদ কহে আজি রাখি যাহ সবে
শূন্য না করিহ মোর ঘর॥

(৭)—মঙ্গল।

শ্রীদাম কহিছে বাণী শুন গো মা নন্দরাণি
নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক রাখাল মেলি মাঝে ল'য়ে বনমালী
ধেনু বৎস চরাই কাননে॥
মোহন-মুরলী-স্বরে নানা ছাঁদে গান করে
ভুবন ভুলায় সেই রবে।
শুনিয়া মুরলী-রব দিব্যমূর্ত্তি লোক সব
আসি দরশন করে সবে॥
হংসের উপরে চড়ি চতুর্ম্মুখে মন্ত্র পড়ি
স্তব করে কানাইয়ের পাশে।
স্বর্গ-পথে বজ্র-হাতে চড়ি মহা ঐরাবতে
আসে দেখি পলাই তরাসে॥
ক্ষিপ্তপ্রায় একজন বৃষ-পৃষ্ঠে আরোহণ
করে শিঙ্গা ডম্বরু নিশান।
শিরে জটা ত্রিলোচন অঙ্গে ভস্ম বিভূষণ
সদাই জপয়ে রাম নাম॥

তার বামে এক নারী তুলনা দিবারে নারি
রূপে ঘোর অন্ধকার নাশে ।
স্বর্ণকান্তি শশিমুখী ভালে শোভে তিন আঁখি
কানাই তার কোলে গিয়ে বসে ॥
কোলে ল'য়ে গিরিধরে ননী খাওয়ায় দশ করে
কতই ননী খায় তার করে ।
বলে ওরে বাছা কানু আনন্দে চরাও ধেনু
কাননে নাহিক ভয় তোরে ॥
এ দাস শ্রীদামে কয় মা তুমি না ক'রো ভয়
কানু গেলে কত সুখ পাই ।
শীতল তরুর ছায় বসিয়া মুরলী বায়
মোরা সবে ধবলী চরাই ॥

(৮)—যথা রাগ ।

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব ।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে ।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে ॥
পীত ধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা ।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী ।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥

অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটা পীত বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর-পরাণী॥

(৯)—শ্রীরাগ।

আমার শপথি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥

থাকিও তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পান হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

(১০)—মাথুর।

বিপিন-গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দ-রাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা-মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥
এ দু'খানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রাখিবেন তায়
জানু রক্ষা করুন দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি রক্ষা করুন বনমালী
কণ্ঠ মুখ রাখুন দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব
অধঃ উর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি॥
জল স্থল গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশদিকে দশ দিক্‌পাল।
যত শত্রু হৌক মিত্র রক্ষা করুন সর্ব্বত্র
নহে তুমি হও তার কাল॥

এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি
গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধবে কয় নন্দ-রাণী প্রেমময়
বলরামের হাতে সমর্পিল॥

(১১)—যথা রাগ।

শৃণু বল ! মম বাক্যং বালকানাং বলী ত্বং
গিরি-বন-জল-মধ্যে রক্ষ কৃষ্ণং মদীয়ং।
ইতি বল-কর-যুগ্মে কৃষ্ণপাণিং নিধায়
নয়ন-গলিত-ধাবা নন্দ-জায়া পপাত॥

(১২)—ভাটিয়ারি।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সবে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সবে চলিলা এক সাথে॥ ধ্রু॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রাম-কানু।
কাঁচনী পাঁচনী কারু হাতে শিঙ্গা বেণু॥
সবার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ॥

ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞান দাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥

(১৩)—কামোদ।

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
সুর নর হরষিত-মন॥
আগে আগে বৎস পাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেবিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহ যায় বৃষ-ছান্দে কেহ কার চড়ে কান্ধে
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম-কানাই আনন্দে খেলায়॥

(১৪)—জয়জয়ন্তী।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
ধেনু চরাওত কালিন্দী-তীরে।

সম বয় বেশ কেশ'পরি চন্দ্রক
গজবর-গমনে চলই ধীরে ধীরে ॥
দাম শ্রীদাম মহাবল কোকিল
সবহুঁ সখা সঞে বহুবিধ খেল।
কর চরণে মহী ধরই ধবলী সম
কোই বৎস কোই বৃষ সম ভেল ॥
কোই কোকিল সম গরজয়ে কুহু কুহু
কোই ময়ুর সম নৃত্য রসাল।
ঐছন ক্রীড়নে নিমগন সব জন
দূর কানন মাহা চলু সব পাল ॥
যমুনা-তরঙ্গ- রঙ্গ হেরি কোই কোই
জল মাহা পৈঠি করয়ে জল-খেল।
ঐছে আনন্দে বিহরে ব্রজ-বালক
দাস অনন্তক চিত হরি নেল ॥

(১৫)—সারঙ্গ।

ভাগ্যবতী যমুনা মাই। যার এ কূলে ও কূলে ধাওয়াধাই ॥
শ্বেত শাঙল দোন ভাই। যার জলে দেখে আপন ছাই ॥
যমুনার জলে কিবা শোভা। এ যতুনন্দন মন-লোভা ॥

(১৬)—যথা রাগ।

খেলা সমাধিয়া, শ্রমযুত হৈয়া, সখাগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার, ছিল ভারে ভার, ভোজনে বসিলা রঙ্গে ॥

যমুনা-পুলিনে, বেড়ি সখাগণে, মাঝে করি বৈসে কানু।
পাড়ি বনপাত, তাহে নিল ভাত, জল ভরি শিঙ্গা বেণু॥
সব সখা মেলি, করিয়া মণ্ডলী, ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া, মুখ হৈতে লৈয়া, সবে দেই কানুর মুখে॥
সবে কহে ভাই, আমার কানাই, মোরে বড় ভালবাসে।
আমার সমুখে, বসি খায় সুখে, সদা রহে মোর পাশে॥
এহি করি মনে, করয়ে ভোজনে, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
বিশ্বম্ভর দাস, করি মনে আশ, রহে সুবলের পাশে॥

(১৭)—যথা রাগ।

ভোজন সমাপি, সবহুঁ ব্রজ-বালক, বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দী-নীর-, সমীর বহই মৃদু, শীতল করু সব গায়॥
সুন্দর শ্যাম-শরীর।
শ্রীদামক কোরে, আলসে তঁহি শুতল, সুবল-কোরে বলবীর॥
নব নব পল্লব, লেই সখাগণ, বীজই দুঁহুজন-অঙ্গে।
কোকিল ভ্রমর, কানু-মুখ হেরি হেরি, গায়ই শবদ-তরঙ্গে॥
আলস তেজি, বৈঠল নন্দ-নন্দন, দূরহিঁ গেও সব ধেনু।
হেরইতে যতনে, একযোগ-কারণে, বাওই মোহন বেণু॥

(১৮)—শ্রীগান্ধার।

ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণি।
হরিচন্দন-তিলক ভালে বনি॥

শিখি-পুচ্ছক বন্ধনী বামে টলি।
ফুল-দাম নেহারিতে কাম ঢলি ॥
অতি কুঞ্চিত-কুন্তল লাম্ব চলি।
মুখ-নীল-সরোরুহ বেড়ি অলি ॥
ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেম-মণি।
নব-বারিদ-বিদ্যুত স্থির জনি ॥
অতি চঞ্চল লাম্বিত পীত ধটী।
কল-কিঙ্কিণী-সংযুত ক্ষীণ কটী ॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ স্বরে।
কর বাদন নর্ত্তন গীত ববে ॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ রসে।
কিবা বেণু বেয়াপিত দিগ দশে ॥
যোগী যোগ ভুলে মুনি-ধ্যান টলে।
ধায় কামিনী কানন তেজি কুলে ॥
গজ সর্প সঙ্গে গিরিরাজ চলে।
সুখ-রূপ ভুবিরুহ পুষ্প ফলে ॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্তমনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥

(১৯)—খাম্বাজ।

তুঙ্গ মণি-মন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে
মেঘ-রুচি-বসন-পরিধানা।

যত যুবতী-মণ্ডলী পন্থ ইহ পেখলি
কোই নহি রাইক সমানা॥
ভাই! বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সায়রী সৃজল ইহ নায়রী
ধনিয়ে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥ ধ্রু॥
দিবস অরু যামিনী রাই অনুরাগিণী
তোহারি হৃদি মাঝে বহু জাগি।
প্রতি দিবস নূতনা রাই মৃগী-লোচনা
অতএ তুহুঁ উহারি অনুরাগী॥
রতন-অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হেরি অচল-পদ-পাণি।
রসিক-জন-মানসে হরিগুণ-সুধারসে
জাগি রহু শশিশেখর-বাণী॥

(২০)—যথা রাগ।

সব সহচর সনে বেণু বাজাওয়ে।
প্রেমহিঁ কোই কানু-গুণ গাওয়ে॥
কোই কোই নিরখই কানুক মুখ।
খেলই কোই ভতহুঁ মন সুখ॥
কোই চক্রবৎ লগুড় ফিরায়।
কাহুক কান্ধে চড়ি কোই যায়॥
ঐছে সখা সনে খেলয়ে কান।
মোহন রায়-কানুক গুণ গান॥

অথ শ্রীমতীর উক্তি।

(২১)—বরাড়ী।

বড়িমাই। কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা-পুলিন বনে দেখেছি রাখাল সনে
খেলা-রসে হৈয়াছিল ভোর ॥ ধ্রু ॥
বংশীবটের তল ছায়া অতি সুশীতল
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চাঁদ- মু'খানি ঘামিয়াছিল
ভোখে আঁখি অরুণ বরণ ॥
পীত ধড়া অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যাম-কায়া।
মোর মনে হেন হয় যদি নহে লোক-ভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করি ছায়া ॥
কি করিব কোথা যাব এ দুঃখ কাহারে কব
না কহিলে মনে ব্যথা লাগে।
বংশীবদনে কয় কি করিবে লোক-ভয়
কহ যাঞা যশোদার আগে ॥

(২২)—সুহই।

কহিতে কহিতে এ সব কথা। রূপের লাবণি অসীম গুণে।
দ্বিগুণ ভৈগেল অন্তরে ব্যথা ॥ সোঙরি ধৈরজ না ধরে মনে ॥

পুন পুন গোঠ-গমন-লীলা। সখীগণ কহে প্রবোধ-বাণী।
কহিতে নয়ন নীরে ভরিলা॥ হেরিয়ে উদ্ধব আকুল প্রাণী॥

(২৩)—ধানশী।

কানুক গোঠ-গমনে ধনী রাই।
বিরহে বেয়াকুল থির না পাই॥
সখীগণে কহে হই বিরহে বিভাব।
কৈছে মিলব আজু নন্দ-কিশোর॥
হৃদয়ক তাপ মিটব হামার।
গোগণে কানন ভেল বিথার॥
গোপ-সখাগণ তাহে অপার।
আজুক কি করব মিলন-বিচার॥
কৈছনে যাওব ইহ দিন মাঝ।
যদুনন্দন তুয়া সঙ্গহি সাজ॥

অথ অভিসার।

(২৪)—সুরট সারঙ্গ।

তপনক তাপে, তপত ভেল মহীতল,
তাতল বালুকা দহন সমান।
চঞ্চল মনোরথে, ভাবিনী চলু পথে,
তাপ তপন নাহি জ্ঞান॥
প্রেমক গতি দুরবার।
নবীন যৌবন ধনী, চরণ কমল জিনি,
তবহি করল অভিসার॥ ধ্রু॥

কুল গুণ গৌরব, সতী-যশ অপযশ,
তৃণ করি না মানয়ে রাধে।
মন মাহা মদন-, মহোদধি উছলল,
ছোড়ল কুল-মরিযাদে॥
কতহুঁ বিঘিনি, জিতল অনুরাগিণী,
সাধল মনমথ-তন্ত্র।
গুরুজন-নয়ন, নিবারিতে সুবদনী,
পাঠ করয়ে মণিমন্ত্র॥
কেলি-কলাবতী, কুসুম-সরসী-কূলে,
কৌশলে করল পয়ান।
যত ছিল মনোরথ, পূরল মনমথ,
ইহ কবিশেখর গান॥

(২৫)—সারঙ্গ।

সহচর সঙ্গে, রঙ্গে যদুনন্দন, কত কত মত করি খেল।
রাইক গমন-, সময় বুঝি তৈখনে, আন ছলে আপহিঁ গেল॥
সজনি! হের দেখ মিলন-রঙ্গ।
চাঁদক দরশনে, যৈছন জলনিধি, উছলিত অধিক তরঙ্গ॥ ধ্রু॥
দূরহিঁ দুহুঁ-মুখ, হেরইতে দুহুঁ কর, নয়নহিঁ আনন্দ-নীর।
দুহুঁ-অঙ্গ পুলকিত, দুহুঁ ঘরমাইত, কম্পিত দুহুঁক শরীর॥
কতহুঁ যতনে দুহুঁ, হোয়ল একঠাম, দুহুঁ-রূপ পিবইতে চাহ।
রাধামোহন-পহুঁ, চতুর-শিরোমণি, খেলত রস অবগাহ॥

(২৬)—ধানশী।

দূরহিঁ দুহুঁ হেরি, দুহুঁ পুলকাইত, দুহুঁ ভেল ভাবে বিভোর।
নয়ানে নয়ানে যব্, দুহুঁ দোঁহা নিরখই, তব্ বহু আনন্দ-লোর॥
সজনি! দেখ রাধামাধব-প্রেম।
দুহুঁ দোঁহা কি করব, থেহ না পাওত, জনু দুহুঁ দারিদ-হেম॥
দুহুঁকর বচন-, রচন পুন গদ গদ, দুহুঁ-অঙ্গ ভেল সুকম্প।
দুহুঁ দোঁহা পরশিতে, দুহুঁ ভেল নিমগন, ঐছন হোয়ত স্তম্ভ॥
অপরূপ বিধুমণি, দুহুঁ কিয়ে বিধুবর, মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন-পহুঁ, দুহুঁ অতি নিরুপম, ত্রিভুবন করু পরশংস॥

(২৭)—সারঙ্গ।

ঘন ঘন চুম্বন, ঘন পরিরম্ভণ, ভুজে ভুজে সঘন বন্ধান।
ঘন ঘন নখ-শর-, ঘাতন দুহুঁ জন, আনন্দে আপনা না জান॥
অপরূপ নিধুবন-কেলি।
অতিরসে নিমগন, দিনহিঁ রাধামাধব, মদন-কদন দূরে গেলি॥
দুহুঁ দোঁহা উর'পর, নিচল কলেবর, করত সঘন সিতকার।
অভিনব ঘনবর, থির বিজুরী কিয়ে, বেড়ি রহল অনিবার॥
দাস যদুনন্দন, কব্ সোই হেরব, হোয়ব বেলি অবসান।
শুকযুগ হেরি, তবহুঁ নিবেদব, করইতে সো সমাধান॥

(২৮)—সুহই।

রাধা মাধব যব্ দুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি॥

তঁহি পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
জলকণ শীকর-নিকর বিরাজ॥
সৌরভ-মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ॥
তঁহি বর সুরত বাপী অবগাহ।
রাধামোহন-পহুঁ রসিক সুনাহ॥

(২৯)—ধানশী।

রাই নিয়ড় সঞে চলু বর কান।
সখাগণ মাঝহিঁ করল পয়ান॥
দূরহিঁ নেহারি ধেনুগণ ধায়।
সহচরগণ সব মিলল তায়॥
ধেনুগণ অঙ্গহিঁ দেওত হাত।
উচ্চ পুচ্ছ করি ঢুলায়ত মাথ॥
সবহুঁ সখাগণ পুছত তাই।
কোন্ কাননে ছিলা ভাই কানাই॥
কাহে মলিন ভেল তোহারি বয়ান।
যদুনন্দন হেরি আকুল পরাণ॥

(৩০)—করুণ ভাটিয়ারী।

হিয়ায় কণ্টক-দাগ বয়ানে বন্ধন নাগ
মলিন হৈয়াছে মুখ-শশী।
আমা সবা তেয়াগিয়া কোন্ বনে ছিলা গিয়া
তোমা বিনা সব শূন্য বাসি॥

নবঘন-শ্যাম তনু ঘামর হৈয়াছে জনু
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে হাতে হাতে সোঁপি দিলে
ঘরে গেলে কি বলিব মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তোমার সনে
বসিয়া থাকিব তরু-ছায়।
বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া
আমা সবা প্রাণ ফাটি যায়॥

উত্তর গোষ্ঠ।

(১)—তুড়ী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বেলি অবসান, হেরি শচীনন্দন, ভাবহিঁ গদ গদ বোল।
কানুক গমন-, সময় অব হোয়ল, শুনিয়ে বেণুক রোল॥
সজনি! না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
প্রেমহিঁ নিমগন, রহতহিঁ অনুক্ষণ, কতিহুঁ নাহি অবকাশ॥
খেণে পুন কহই, নিকটহিঁ শুনিয়ে, ঘন হাম্বারব রাব।
হেরইতে শ্যাম-, চন্দ্র অনুমানিয়ে, গোকুল-জন যত ধাব॥
ঐছন ভাতি, করত কত অনুভব, যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন-পহুঁ, সো রস-শেখর, তৈছন সতত বিহার॥

(২)—তুড়ী।

সুরধুনী-তীরে আজু গৌর-কিশোর।
সহচরগণ মেলি আনন্দে বিভোর॥
খেলায় বিনোদ খেলা গোরা বনমালী।
পুলিন বিহার করে ভকত-মণ্ডলী॥
দিন অবসান দেখি গৃহেতে চলিলা।
জননী-চরণে আসি প্রণাম করিলা॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ পদ গদ ভাষ।
এ রাধামোহন পদ করতহি আশ॥

(৩)—শ্রীরাগ।

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

(৪)—ভাটিয়ারী।

চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চৈঃস্বরে।

শুনিয়া কানাইর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
অবসান-বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরাঞা একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে ॥
শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

অথ যাবট নিকটে দূর হইতে শ্রীমতীর কৃষ্ণ-দর্শন।

(৫)—গৌরী।

তরুণী-লোচন- তাপ-বিমোচন-
হাস-সুধাঙ্কুর-ধারী।
মন্দ-মরুচ্চল- পিঞ্ছ-কৃতোজ্জ্বল-
মৌলিরুদার-বিহারী ॥

সুন্দরি! পশ্য মিলতি বনমালী।
দিবসে পরিণতি- মুপগচ্ছতি সতি
নব-নব-বিভ্রম-শালী॥ ধ্রু॥
বেণু-খুরোদ্ধৃত- রেণু-পরিপ্লুত-
ফুল্ল-সরোরুহ-দামা।
অচির-বিকস্বর- লসদিন্দীবর-
মণ্ডল-সুন্দর-ধামা॥
কল-মুরলী-রুতি- কৃত-তাবক-রতি-
রত্র দৃগন্ত-তরঙ্গী।
চারু-সনাতন- তনুরনুরঞ্জন-
কারি-সুহৃদগণ-সঙ্গী॥

(৬)—সুহই।

দূরেতে আওত নাগর-রায়। মুরলী খুরলী শুনিতে পাই।
যুবতী উমতি উন্নত চায়॥ অতুল আনন্দে আকুল রাই॥
বিরস বদন সরস ভেল। দেখিবারে সব সখিনী আই।
হিয়ার আগুনি তখনি গেল॥ উঠলি অট্টালি মিললি রাই॥
হসিত বেকত বচন মিঠ। রতন-আসনে বসিলা সবে।
সকল ছুটল তরল দিঠ॥ শেখর সবারে সেবয়ে তবে॥

(৭)—গৌরী।

গো-খুর-ধূলি উছলি ভরু অম্বর
ঘনহুঁ হাম্বারব হৈ হৈ রাব।

বেণু-বিষাণ- নিসান-সমাকুল
রঙ্গে রঙ্গে সব সহচর ধাব ॥
বন সঞে গিরিবর-ধর ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরখিত চাতকী
ব্রজ-রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥
কুটিল অলকাকুল গো-রজ-মণ্ডিত
বরিহা-মুকুট মনোহর ছান্দ।
বিপিন-বিহারী ছুরয়ে ঘরমাইত
ঝামর নীল উতপল মুখ-চান্দ ॥
কিশলয়-বলিত ললিত মণি-কুণ্ডল
গণ্ড মুকুরে উজিয়ার।
গোবিন্দ দাস পহুঁ নটবর-শেখর
হেরইতে জগ ভরি মদন বিথার ॥

অথ বাসবেশে শ্রীমতীর আগমন ও মিলন।

(৮)—গৌরী।

ঐ না বেশে আইস আমার ঘরে।
ঐ বেশে আইস তুমি দাঁড়াঞা রৈয়াছি আমি
তুয়া বন্ধু লইবার তরে ॥ ধ্রু ॥
রবি যখন বৈসে পাটে মুঞি গেনু যমুনার ঘাটে
তুয়া লাগি চাই চারি পাশে।

ব্রজের বালক যত সবে চলি যাওত
আজু তুমি সবার পাছে কেনে॥
চঞ্চল ধবলী সনে যত না হেঁটেছ বনে
চাঁদ-মুখ গেছে শুকাইয়া।
আমার মন্দিরে গিয়া কর্পূর তাম্বুল খাইয়া
আলিস করহ তথা গিয়া॥
আমার হৃদয় মাঝে বিচিত্র পালঙ্ক আছে
আশে পাশে রসের বালিস।
তাহাতে শুতিবে তুমি চরণ চাপিব আমি
দূরে যাবে বনের আলিস॥
এখন আমি যাই ঘরে মায়ে যে আরতি করে
সখা সব করল পয়ান।
কহে দাস যদুনাথ পূরাও মনের সাধ
পাছে তুমি করহ গমন॥

অথ গৃহে আগমন।

(৯)—গৌরী।

বন সঞে আওত নন্দ-দুলাল।
গো-ধূলি-ধূসর, শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ, বেণু-রব শুনইতে, ব্রজবাসিগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধূগণ, মন্দির-দ্বারে দাঁড়ায়॥
পীতাম্বর-ধর, মুখ জিনি বিধুবর, নব মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর-, শিখণ্ডক মণ্ডিত, বাজই মোহন বংশ॥

ব্রজবাসিগণ, বাল বৃদ্ধ জন, অনিমিখে মুখশশী হেরি।
তৃখিল চকোর, চাঁদ জনু পাওল, মন্দিরে না চলয়ে ফেরি ॥
গোগণ সবহুঁ, গোঠে পরবেশল, মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে, যশোমতী আওল, মোহন ভণিত রসাল ॥

(১০)—যথা রাগ।

নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥
রতন-প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
গদগদ-কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী ॥
কোরে লইয়া নিরখয়ে যুগল পাণি।
এক দিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দু'খানি ॥
নেতের অঞ্চলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার নিছনি লইয়া মরে যাউক মা ॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে ॥

(১১)—মায়ুর।

বদন নিছই, মোছি মুখ-মণ্ডল,
বোলত সুমধুর বাণী।
বেলি অবসানে, তুরিতে নাহি আয়লি,
তুয়া লাগি বিকল পরাণী ॥

নন্দন-করে ধরি রাণী।
কতহুঁ যতন করি, যশোমতী সুন্দরী,
মন্দিরে বৈঠায়ল আনি॥
সুবাসিত তৈল, সুশীতল জল দেই,
মাজল যতনহিঁ অঙ্গ।
কুন্তল মাজি, সাজি পুন বান্ধল,
চূড় শিখণ্ডক রঙ্গ॥
মৃগমদ চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
যতনে পিন্ধায়ল বাস।
বাসিত কুঙ্কুম, হার উরে লম্বিত,
কি কহব গোবিন্দ দাস॥

(১২)—গৌরী।

সাঁঝ সময় গৃহে আওল ব্রজ-সুত
যশোমতী আনন্দ-চিত।
প্রদীপ জ্বালি থারি পর রাখই
আরতি করতহিঁ গাওত গীত॥
ঝলকত ও মুখ-চন্দ।
ব্রজ-রমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল
হেরইতে রতিপতি পড়লহিঁ ধন্দ॥ ধ্রু॥
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ বাজাওত
শঙ্খ শবদ ঘন জয়জয়কার।

বরিখত কুসুম দেবগণ হরষিত
আনন্দ জগজন নগর বাজার॥
শ্যামর অঙ্গ মনোহর সুরচিত
খসি বনমালা আজানু বিরাজ।
গোবিন্দ দাস কহ ও রূপ হেরইতে
সংশয় যৌবন-লাজ॥

(১৩)—কল্যাণী।

পঞ্চদীপে নিরমঞ্ছন কেল।
কত শত চুম্ব বদন'পর দেল॥
কোরে আগোরি সুত মন্দিরে নেল।
বহু উপহার থার'পর দেল॥
রাম কানাই ব্রজ-বালক সঙ্গে।
ভোজন করল বহুত রস-রঙ্গে॥
কাতরে তবহুঁ পুছয়ে নন্দরাণী।
গদগদ কণ্ঠে না নিকসয়ে বাণী॥
স্তন-ক্ষীরে ভিগল পহিরণ-চীর।
ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর॥
আকুল ভই তব্ পুছত বাত।
মোহন নিরখই রোহিণী সাথ॥

(১৪)—গৌরী।

কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন চাঁদ-মুখের শুনি নাই বেণু॥

ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ভ্রমিলা কোন্ গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে।
একদিঠে হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে।
এ দাস বলাই কেন এ দুখ দেখেছে॥

অথ শ্রীদামের উক্তি।

(১৫)—ধানশী।

আগো মা! তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী।
আমরা সঙ্গের ভাই তবু ত না মন পাই
তোমারে ভুলাবে কত খানি॥ ধ্রু॥
তৃণ খাইতে ধেনুগণ যদি যায় দূর বন
কেহ ত না যায় ফিরাইতে।
তোমার দুলাল কানু বাজায় মোহন বেণু
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে॥
আমরা ফিরাইতে ধেনু তাহা নাহি দেয় কানু
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে প্রেমে গদ গদ বোলে
না জানি মরমে কিবা আছে॥

কিবা লীলা করে এহ বুঝিতে না পারে কেহ
অপরূপ চরিত্র বিহার।
বলরাম দাস ভণে বলাই দাদা নাহি জানে
আনে কিবা বুঝিবে অন্তর॥

(১৬)—কল্যাণী।

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥ ধ্রু॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মহাসুখে
নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে॥
গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বলে।
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে॥
জ্বালিয়া রতন-বাতি করে সবে আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ-সাগরে ভাসে
দুহুঁ-রূপের বলিহারি যাই॥

দানলীলা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—সুহই।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়া মাঝারে গোরা দান সিরজিল॥
কিসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষে গান॥

অথ বংশী-ধ্বনি।

(২)—শ্রীরাগ।

খেলা-রসে ছিল কানাই শ্রীদামের সনে।
হেন কালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥
আপনার ধেনু সব সখাগণে দিয়া।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
রাধা বলি কানাই পূরিল মোহন বাঁশী।
শ্রীরাধিকার কাণে তাহা প্রবেশিল আসি॥

শুনি ধ্বনি সুবদনী অথির হইয়া।
বন্ধুরে আপনা দিয়া মিলিল যাইয়া॥
রায় শেখর কহে এই কথা বটে।
চল সবে যাই আমরা যমুনার তটে॥

অথ অভিসার ও সাক্ষাৎ।

(৩)—গান্ধার।

মোহন-মুরলী-রবে আকুল হইলা সবে
আর চিত্ত ধরণে না যায়।
চল চল বড়ি মাঈ মথুরার বিকে যাই
দান-ছলে ভেটিব কানাই॥
চলু বৃষভানু-নন্দিনী।
আনন্দে আকুল চিত্ত অঙ্গ ভেল পুলকিত
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী॥ ধ্রু॥
সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি ঘৃত দধি ছানা পূরি
সারি সারি পসরা উপর।
তাহাতে উড়নি ভালি বিচিত্র নেতের ফালি
দাসী-শিরে করে ঝলমল॥
নিতম্ব গুরুয়া ভরে পাখানি টলমল করে
যেন ময়মত্ত করিণী।
লোটন লোটায় পিঠে কাঁকালি লুকায় মুঠে
তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিণী॥

মুখে চুয়াইছে ঘাম যেন মুকুতার দাম
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায় রহিয়া রহিয়া যায়
যমুনা-কিনারে দিল দেখা॥
নাগর আছিলা কথি দেখিয়া সে কুলবতী
দান-ছলে আগুলিলা আসি।
দাস জগন্নাথে কয় মুখ নিরখিয়া রয়
চকোরে মিলয়ে যেন শশী॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৪)—পঠমঞ্জরী।

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাঞা পসারে॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন্ ছলে যাও অবিচারে॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
এক পণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে॥
সমুখে আছয়ে দান সমুখে আমারি।
অঙ্গে বহু-মূল ধন আর নীল শাড়ী॥
সীঁথার সিন্দুর দান কহনে না যায়।
নয়ান-কাজর-রেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥

ঈষত চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞান দাস কহে দানী বিষম বিধাতা॥

অথ শ্রীরাধিকার উক্তি।

(৫)—যথা রাগ।

পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর॥
এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে।
বৃষভানুসুতা-তনু ছুঁইল রাখালে॥
একে সে তোমারে ভাল না বাসে কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হবে দেশ হৈতে দূর॥
কে তোমারে বিষয় দিল ফেল দেখি পাটা।
তুমিও নূতন দানী আমরা নহি টুটা॥
থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানি।
গোপীগণে না রাখিও না হইও দানী॥

(৬)—বরাড়ী।

হেদে হে নিলাজ কানাই না কর এতেক চাতুরালি।
যে না জানে মানুষতা তার আগে কহ কথা
মোর আগে বেকত সকলি॥ ধ্রু॥
বেড়াইলা গাভী লৈয়া সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া
এবে হৈলা দানী মহাশয়।

কদম্বতলায় থানা রাজপথ কর মানা
দিনে দিনে বাড়িল বিষয় ॥
আন্ধার-বরণ কাল গা ভূমেতে না পড়ে পা
কুলবধূ সনে পরিহাস।
এই রূপ নিরখি আপনারে চাও দেখি
আই আই লাজ নাহি বাস ॥
মা তোমার যশোদা তাঁর মুখে নাহি রা
নন্দ ঘোষ অকলঙ্ক নিধি।
জনমিয়া তাঁর বংশে কাজ কর জিনি কংসে
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি ॥
একই নগরে ঘর দেখা শুনা আট পর
তিল আধ নাহি আঁখি-লাজ।
রায় শেখরে কয় রাজারে না কর ভয়
এ দেশে বসতি কিবা কাজ ॥

(৭)—সৌরাষ্ট্রী।

কহ লহু লহু, জটিলার বহু, তোমারে সবাই জানে।
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ, এত না গরব কেনে ॥
পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া, দানীরে না কর ভয়।
রাজ-কাজ করি, দান সাধি ফিরি, এথা কিবা পরিচয় ॥
এ রূপ যৌবনে, নানা আভরণে, যাইছ মথুরার বিকে।
বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব, আমি ডরাইব কাকে ॥

অমূল্য রতন, করিয়া গোপন, রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ, খসায়ে দেখাহ, ইথে কি আমার লাজে॥
এত কহি হরি, দু'বাহু পসারি, রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞান দাস কয়, কিবা কর ভয়, যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

অথ শ্রীরাধিকার উক্তি।

(৮)—বরাড়ী।

হেদে হে নন্দের সুত! কে তোমা করিল মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ না ছাড় রমণী পাছ
বুঝালে না বুঝ হিত-বাণী॥ ধ্রু॥
শুনিয়াছি শিশুকালে পূতনা বধেছ হেলে
তৃণাবর্ত্তের লৈয়াছ পরাণ।
এখনি নন্দের বাড়ী দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখনি সাধিতে আইলা দান॥
কাড়ি নিব পীত ধড়া উলাঞা ফেলিব চূড়া
বাঁশীটী ভাসাঞা দিব জলে।
কু-বোল বলিবে যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরু-তলে॥
মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পূরি
বুকে হান মনমথ-বাণ।
রমণী-মণ্ডল করি আভরণ ল'ব কাড়ি
ভালমতে সাধাইব দান॥

রাখাল বর্ব্বর জাতি ধেনু রাখ দিবারাতি
মহিষ গোধন বৎস লৈয়া।
কুলবধূ সনে হাস ইথে নাহি লাজ বাস
এখনি কংসেরে দিব কৈয়া॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

(৯)—যথা রাগ।

আইস বৈস তরুমূলে শশিমুখি রাই।
তোমার বদন-শোভা বলিহারি যাই॥
ঢর ঢর কষিল-কাঞ্চন-তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব-যৌবন-হিলোরি॥
বদন শারদ-সুধানিধি অকলঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥
আলো রাই কি বলিব আর।
ভুবনে দিবার নাহি তুলনা তোমার॥
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি কুসুমের জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দূর সীঁথে বড় পরমাদ॥
উন্নত উরজ কিবা কনক-মহেশ।
মুঠে ধরিয়ে কিবা ক্ষীণ মাঝদেশ॥
উলটি কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞান দাসের পহুঁ জীয়ে এই অবলম্ব॥

(১০)—মায়ুর।

কবরী-ভয়ে, চমরী গিরি-কন্দরে, মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশ।
হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল, গতি-ভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরি! কাহে মোরে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব, দূরহিঁ পলায়ল, তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি॥ধ্রু॥
কুচ-ভয়ে কমল-, কোরক জলে মুদি রহু, ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল, গগনে বাস করু, শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ-ভয়ে কনক-, মৃণাল পঙ্কে রহু, কর-ভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ, কত কত ঐছন, কহব মদন-পরতাপে॥

(১১)—বরাড়ী।

হেন রূপে কেন যাও মথুরার বিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবে বিপাকে॥
দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রমজল-বিন্দু যেন মুকুতার দাম॥
বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর।
বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর॥

(১২)—মায়ুর।

না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরুতলে।
আসিতে পেয়েছ ব্যথা চরণ-কমলে॥

মণি-মুকুতার দাম অঙ্গে ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি॥
চাঁচর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে পাছে গিলিবে ময়ূরে॥
নীল ওঢ়নীর মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥
করি-কুম্ভ-দম্ভ জিনি কুচযুগ-গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণীর লোভে॥
সিন্দূরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি পাছে রাহু গরাসয়॥
নলিনী দলন রাই তব মুখ করে।
চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে॥
তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে॥
বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জান গেল॥

(১৩)—ধানশী।

শুহে নাগর! ঘনাঞা ঘনাঞা আইস কাছে।
সোণার বরণ মোর দেখিয়া হইয়াছ ভোর
ভরমে পরশ কর পাছে॥

আমরা ত কুলবতী তুমি সে রাখাল জাতি
কি কহিতে কিবা কহ বাণী।
বাওনেতে চান্দ যেন ধরিতে করয়ে মন
সেই দেখি তোমার কাহিনী॥
সঘনে ঢুলাও মাথা শুনিয়া না শুন কথা
পসারি আসিছ দুটী বাহু।
না বুঝিয়া কর বল পাইবা তাহার ফল
তখন কথা না শুনিবে কেহু॥
শুনিয়া কহয়ে দানী শুন শুন বিনোদিনি
না পারিবে আমারে বঞ্চিতে।
বিকি না ছাড়িবা তুমি আমি ত পথের দানী
নিতুই ঠেকিবে মোর হাতে॥

(১৪)—ভাটিয়ারী।

এই মনে বনে, দানী হইয়াছ, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজ-কুমারী-, সঙ্গে রভস রঙ্গ॥
এমন আচর, নাহি কর ডর, ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে, করিব গোচর, তখন জানিবে পাছে॥
ছুঁইও না ছুঁইও না, নিলাজ কানাই, আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের, পবন-পরশে, সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ, পান কর কনক-ধূমে।
কাম-সাগরে, কামনা করহ, বেণী বদরিকাশ্রমে॥

সুরয-উপরাগে, সহস্র সুন্দরী, ব্রাহ্মণে করহ সাথ।
তবু হয় নহে, তোমার শকতি, রাই-অঙ্গে দিতে হাত ॥
গোবিন্দ দাসের, বচন মানহ, না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী, ও রসে আগরী, করহ তাকর সঙ্গ ॥

(১৫)—যথা রাগ।

কি কহিলে সুধামুখি আমি মাঠে ধেনু রাখি
পুরুষে সকলি শোভা পায়।
রাজার নন্দিনী হ'য়ে, দধির পসরা ল'য়ে
হাটে মাঠে কে ধেয়ে বেড়ায় ॥
পদ্ম-গন্ধ উড়ে গায় মধু-লোভে অলি ধায়
অপরূপ শোভা আহীরিণী।
দেখিতে চাঁদের সাধ কোটী কাম উনমাদ
নিরুপম অমিয়া নিছনি ॥
তোমার নিজ-পতি যে কেমনে ধরেছে দে
তোমারে পাঠায়ে দিয়ে হাটে।
এমন রূপসী যদি মোরে মিলাইত বিধি
বসায়ে রাখিতাম সোণার খাটে ॥
শুন বিনোদিনী রাই সে পুরুষের ধন নাই
ধন ধর্ম্ম সকলি কপালে।
যদুনাথ কহে এবে দূরে বিকে কেন যাবে
বিকি কিনি কর তরু-তলে ॥

(১৬)—যথা রাগ।

মোহন বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে
একেলা রহিল ধনী রাই।
ছুটী আঁখি ছলছলে চরণ-কমল-তলে
কানু আসি পড়ল লোটাই॥
বিনোদিনি! জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি
আজুক সুখের নাহি ওর॥
রবির কিরণ পাইছে চাঁদমুখ ঘামিয়াছে
মুখর মঞ্জীর ছুটী পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোব আঁখি
চন্দনে চর্চ্চিত করি গায়॥
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করে ধরি
বসাওল নিজ পীত-বাসে।
নির্জ্জন নিকুঞ্জ বনে মিলন দোঁহার সনে
মনে মনে হাসে বংশীদাসে॥

(১৭)—মঙ্গল।

রাধা-মাধব নীপ-মূলে।
কেলি-কলারস দান-ছলে॥
দুহুঁ দোঁহা দরশই নয়ন-বিভঙ্গ।
পুলকে পূরল তনু জর জর অঙ্গ॥

দূরে গেল সখীগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই॥
দুহুঁ দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চান্দে মিলল জনু লুবধ চকোর॥
দুহুঁ জন-হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখীগণ হেরি দূরে বাঢ়ল উল্লাস॥
ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ জনু হইল মিলন॥
দোঁহার অধর-মধু দোঁহে করু পান।
নিজ-অঙ্গে দিলা রাই ঘন-রস দান॥
মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস॥

নৌকাবিলাস।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—ধানশী।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-রায়।
সুরধুনী মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া
সহচর মিলিয়া খেলায়॥

প্রিয় গদাধর সঙ্গে পূরব রভস-রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম বা
দেখি হাসে গোরা বনমালী॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল
দু'কূলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবন-মোহন নায়্যা দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥
জগজন-চিত-চোর গৌরাঙ্গসুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এহেন আনন্দ-কন্দে
বঞ্চিত রহিনু মুঞি এক॥

(২)—ধানশী :

সখাগণ সঙ্গ, ছাড়ি যদুনন্দন,
চলতহিঁ নাগর-রাজ।
ভাবিনী মনোরথে, চলত বিপিন-পথে,
সাধিতে মনোরথ কাজ॥
চতুর-শিরোমণি কান।
হেরি যমুনার জল, মনমথ উথলল,
পূরল মুরলী-নিসান॥

স্থজিল তরণীখানি, প্রবল মুকুতা আনি,
মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনি।
শিখি-পুচ্ছ গুঞ্জা ছড়া রজত কাঞ্চনে মোড়া,
কেরোয়ালে রজত কিঙ্কিণী॥
তপন-তনয়া-নীরে, তরণী লইয়া ফিরে,
বিদগধ নাগর-রাজ।
গোবিন্দ দাস ভণে, কি আনন্দ হৈল মনে,
রুণু ঝুনু নূপুর বাজ॥

(৩)—যথা রাগ।

দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সাজায়ে পসরা।
মথুরার বিকে চলে যত ব্রজ-বালা॥
দধি ঘৃত পসরা, লেই সব রঙ্গিণী, আওল কালিন্দী-তীরে।
যমুনা-তরঙ্গ-, রঙ্গ হেরি আকুল, পরশ না পায়ই নীরে॥
প্রাবিট সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন, গরজন দু'কূল পাথার।
ঐছন হেরি, কহই সব কামিনী, কৈছনে হোয়ব পার॥
মুখরা সঙ্গে ধনী, রমণী-শিরোমণি, বদন পাণিতলে লাই।
হেরি নাগর-বর, হরষিত অন্তর, তরণী লেই চলু ধাই॥

(৪)—যথা রাগ।

বড়াই। ঐ কি ঘাটের নেয়ে।
কোথা হ'তে আসি, দিল দরশন, এহেন বিনোদ নেয়ে॥

রজত কাঞ্চনে, না-খানি সাজত, বাজত কিঙ্কিণী-জাল।
চড়িয়াছে তাথে, শোভে রাঙ্গা হাতে, মণি-বান্ধা কেরায়াল॥
রতনের ফালী, শিরে ঝলমলি, কদম্ব-কুসুম কাণে।
জঠর-বসনে, বাঁশীটী গুঁজেছে, শোভা নানা আভরণে॥
হাসিতে হাসিতে, গীত আলাপিছে, ঢুলাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চড়াইয়া নায়, না জানি কি চায়, চঞ্চল উহারে দেখি॥
আমরা কহিব, কংসের যোগান, বুকে না হেলিও কেহু।
কহে জগন্নাথ, শশী ষোলকলা, পেলে কি ছাড়িবে রাহু॥

(৫)—আশাবরী।

যমুনার দু'কূল করিল আলো নেয়্যার রূপে।
জগজন-মন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে॥
গলে বনমালা দোলে শিরে শিখিপাখা।
দেখি মেনে জাতি কুল নাহি যায় রাখা।
মুচকি হাসিয়া নেয়ে যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন ধায়॥
ঠেকিনু নেয়েঁর হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি! কুলের মাথায়॥
বংশীবদনে কহে স্থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হৈলে না কহিতে নেয়্যা॥

(৬)—যথা রাগ।

হেদে হে সুন্দর নেয়ে বিকি কিনি গেল ব'য়ে
কূলেতে আনহ খেয়া-তরি।

এ তিন সংসার সবে হৈল পার
মোরা অনাথিনী নারী ॥
ওহে নবীন কাণ্ডারি দীনহীনের কাণ্ডারি
নাবিক সেজেছ ভাল।
করি দিলে পার এ যশ তোমার
ঘুষিবে কতেক কাল ॥
কূলেতে আইস রূপখানি নেহারি
শুনহ নেয়ের পো।
আমরা মথুরার বিকিতে যাইব
পারেতে লইয়া থো ॥

(৭)—ধানশী

আলো তোরা কে লো খঞ্জন-নয়ানী।
এহেন সুন্দর সাজে বল যাবে কোন্ কাজে
বল না বল না তাই শুনি ॥
যে হই সে হই মোরা তরণী আনহ ত্বরা
কাজে কাজে জানিবে এখনি।
তোমরা ডাকিছ সুখে তরণী পড়েছে পাকে
আপনা সামালি আগে আমি ॥
দেখিয়া গোপীর ঠাট নাবিক লাগায় নাট
অঙ্গ-ভঙ্গ গান রঙ্গ-রসে।
যমুনা আনন্দ-ভরে সম্বরিতে নাহি পারে
উছলি পড়িছে দুই পাশে ॥

(৮)—তুড়ী।

আমার সুন্দর না যেবা আসি দেয় পা
হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ।
তব নিতম্ব কুচ অতি গুরুতর উচ
একেলা ভার দুই জন॥
গোয়ালিনি ! বুঝিনু তোমার ঠাট।
বেলা ফুরাইল নায়ে চড় আসি ঝাট॥
আমি ত যুবক নেয়ে তোমার যুবতী মেয়ে
হাস পরিহাসে গেল দিন।
ও পারে মানুষ ডাকে খেয়া কামাই মিছা কাজে
এতক্ষণ হৈত খেয়া তিন॥
লক্ষের পসরা তোর নায়ে পার হবে মোর
বেতন আমারে দিবে কি।
আপনি বুঝিয়া বোল পাছে যেন না হয় গোল
এই জীবিকায় আমি জী॥
ক্ষীর নবনী সর মোর আগে আনি ধর
খাইয়ে করিয়ে আগে বল।
এ দ্বিজ মাধব কয় রসিক যাদব রায়
পাছে মিছে হারাবে সকল॥

(৯)—যথা রাগ।

ললিতা সখী, মুচকি হাসি, কহিছে নেয়ের ঠাঁই।
"কহ না কেনে, তোমার মেনে, কতেক বেতন চাই॥

আমরা হই যে,	রাজার ঝিয়ারী,	জাতি মর্য্যাদা পাই।
ঝাড়িলে হাত,	হবে কৃতার্থ,	কিসের কাতর রাই ॥
ঐ যে ধনী,	বদন খানি,	অমনি করিব পার।
বালাই লয়ে,	যাই মরিয়ে,	পরাণ উপরে ধার ॥
কহয়ে রঙ্গণা,	শুন হে নেয়্যা,	তোমার নাহিক বোধ।
উহার চরণে,	তোমার পরাণে,	দিলে কি হইবে শোধ॥
শুনিয়া বোল,	করে খলবল,	রাই-বিনোদিনী-হিয়া।
কহয়ে মাধব,	খেয়ারীর মন,	তোষহ বচন দিয়া ॥

(১০)—সুহিনী।

শুনহ কানাই আমার বোল।
মিছা কাজে কেন করহ গোল ॥
তোর মোর ঘর একই ঠাঁই।
কাহার হাতেতে কেবা এড়াই ॥
করব পিরীতি কে করে ভিন।
হবে গতাগতি যামিনী দিন ॥
এক দিন হৈলে সকলি সয়।
বহু দিন ফেরি এমত হয় ॥
যে হয় বেতন বুঝিয়া দিব।
যাহাতে আমরা তোমার হব ॥
গোপীর বচনে পাইয়া আশ।
আইস বলি ডাকে শ্রীনিবাস ॥

কহয়ে মাধব মাধবী-রঙ্গ।
বয়ানে অমতি চিতে তরঙ্গ ॥

(১১)—ধানশী।

বিনোদিনী পহিলে চাপিলা গিয়া নায়।
বামেতে পসরা খানি, দক্ষিণে ঘোমটা টানি,
গুঢ়া ধরি বসাইল তায় ॥
কহিছে কাণ্ডারী, শুনহ গোরী,
তেজহ ও নীল শাড়ী।
নব ঘন বলি, বাড়িবে পবন,
রাখিতে নারিব তরি ॥
ধনি! তেজহ বসন তোর।
তরঙ্গ বাড়িবে, বিষম হইবে,
না-খানি ডুবিবে মোর ॥
নেয়ে! তুমি সে কহিলে ভাল।
নব ঘন জিনি, তোমার বরণ,
কেমনে ঘুচাবে কাল ॥
আছয়ে উপায়, বলি হে তোমায়,
তবে শুন মোর বোল।
কালীয় মূরতি, ঘুচাইবে যদি,
শিরে ঢালি দিব ঘোল ॥

এ বোল শুনিয়া, অবনত হৈয়া,
রহল চতুর নেয়ে।
জ্ঞান দাস কহে, বিলম্ব না সহে,
বিকি কিনি গেল বয়ে॥

(১২)—শ্রীরাগ।

রাই-কানু যমুনার মাঝে।
ফিরয়ে তরণী, জলের ঘূরণী, দূরে গেল কুল লাজে॥
কুম্ভীর মকর, মীন উঠত, সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা, উথলে দ্বিগুণা, রাইকানু-রূপে ভুলি॥
কহয়ে ললিতা, হৈয়া সচকিতা, শুন লো মুখরা বুড়ি।
তোহারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায়, পরাণ সহিতে মরি॥
মুখরা কহয়ে, যে মাগে কাণ্ডারী, তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী, পার হবে এখনি, কেনে বা যাইবে প্রাণ॥
এ সব বচন, শুনিয়া কাণ্ডারী, কহই ললিতা পাশে।
তোমার সখীর, পরশ মাগিয়ে, বংশী শুনিয়া হাসে॥

(১৩)—ধানশী।

শুন লো বড়াই বুড়ি তুমি সে নাটের গুঁড়ী
আনিয়া করিলি পরমাদ।
মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হৈল
দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥

দু'কূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়
নন্দ-সুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয় ভর দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥
হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্ব গজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার হৈছে শত শত
যুবতীর যৌবন কত ভার॥
শুনি বিনোদিনী রাই নয়ান-ইঙ্গিতে চাই
কানু-মন করিলেন চুরি।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা তরণীর পরে
আঁচলে ধরিল যাই হরি॥
সখীগণ দেখি রঙ্গ আন ছলে দেই ভঙ্গ
রাই রহে কানু এক পাশে।
কাম-কলহ বাদ পূরল মনের সাধ
হরষিত দেখে বংশী দাসে॥

(১৪)—ধানশী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।।
কৈছন তোহার হৃদয় অনুবন্ধ॥
তুয়া বোলে গো-রস যমুনাহিঁ ঢার।
ফারলু কাঁচুলী ভারলু হার॥

কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর।
এতখণে তবহুঁ না পাওল তীর॥
হাম নিরাশ তুঁহু হাসি উতরোল।
কেহ জীউ তেজই কেহ হরিবোল॥
এতদিনে কুলবতী-কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উঠত কূলে পরে যো তুহুঁ মাগ।
কাহু সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দ দাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক-বেতন নাওক মাঝ॥

(১৫)—ধানশী।

ক্ষীর সর মাখন সহচরী দেল।
নাবিক সো সব কছু নাহি নেল॥
রাইক আঁচর ছোড়ি নাহি যায়।
সব সখীগণ তবে রচয়ে উপায়॥
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর।
তব্ হাম ছোড়ব আঁচর তোর॥
কহি কহি চুম্বয়ে রাই-বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান॥
পূরল মনোরথ আনন্দ-ওর।
বৃষভানু-কুমারী ও নন্দ-কিশোর॥

নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল।
বংশীবদন-চিতে আনন্দ ভেল॥

মাথুর।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)—সুহই।

হরি হরি গোরা কোথা গেল।
মরমে পশিল শেল বাহির না হৈল॥
কাহারে কহিব দুখ না নিঃসরে বাণী।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গৌর গুণমণি॥
মো যদি জানিতাম গোরা যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া॥
গদাধর দামোদর কেমনে বাঁচিবে।
এত দিনে বাসু ঘোষ পরাণে মরিবে॥

অথ ব্রজের দশা বর্ণন।

(২)—শ্রীগান্ধার।

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥

অব সোই যমুনার কূলে। গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হোয়ব কান॥
কানু হোয়ব যব্ রাধা। তব্ জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত। অব রোদন নহ সমুচিত॥

অথ শ্রীমতীর খেদ।

(৩)—যথা রাগ।

হরি গেও মধুপুর হাম কুল-বালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

(৪)—ধানশী।

যে মোর অঙ্গের, পবন-পরশে, অমিয়া-সায়রে ভাসে।
এক আধ তিলে, মোরে না দেখিলে, যুগ-শত হেন বাসে॥
সই! সে কেনে এমন হৈল।
কঠিন গান্ধিনী-, তনয় কি গুণে, তারে উদাসীন কৈল॥
পরাণে পরাণে, বান্ধা যেই জনে, তাহারে করিয়া ভিন।
মথুরা নগরে, থুইল কার ঘরে, সোঙরি জীবন ক্ষীণ॥

কেমনে গোঙাব, এ দিন রজনী, তাহার দরশ বিনে।
বিরহ-দহনে, যে দেহ মলিন, আকুল হইনু দিনে॥
অন্তর বাহির, মলিন শরীর, জীবনে নাহিক আশ।
শুনি বেয়াকুল, হইয়া ধাইয়া, চলিল শঙ্কর দাস॥

(৫)—যথা রাগ।

চির দিবস ভেল হরি রহল মথুরাপুরী
অতএ হাম বুঝিনু অনুমানে।
মধুনগর-যোষিতা সবহুঁ তারা পণ্ডিতা
বাঁধল মন সুরত-রতি-দানে॥
গ্রাম্যকুল-বালিকা সহজে পশুপালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম-সুখ-ভোগ্যা।
তারা রাজকুল-সম্ভবা ষোড়শী নব-গৌরবা
যোগ্য-জনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥
তত দিবস জীবই নিম্ব ফল চাখই
অমিয়া ফল যাবত নাহি পাওয়ে।
অমিয়া ফল ভোজনে উদর পরিপূরণে
নিম্ব ফল দিকে নাহি চাওয়ে॥
তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ধুতুরা ফুলে
মালতী ফুল যাবত নাহি ফুটে।
রাই-মুখ-কাহিনী শশিশেখর শুনি শুনি
রোখে ধনী কহয়ে কিছু খুটে॥

(৬)—ববাড়ী।

এই ত মাধবী-তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥

সখি হে। বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে॥ ধ্রু॥

আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস পরিপাটীর কারণে॥

আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপনে দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া কোন্ খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥

এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কারো মুখে না পাই সংবাদ।
গোবিন্দ দাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল বিরহ-বিষাদ॥

(৭)—পঠমঞ্জরী।

নব-ঘন-শ্যাম ওহে প্রাণবন্ধুয়া
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন-শশী অমিয়-মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতাম যদি
তবে তোমা দেখিতাম সদাই।
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমন বেথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে পরাণ কেমন করে
কি কহিব কহনে না যায়॥
এবে সে বুঝিনু সখি পরাণ সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা পাড়িলে বাজ
নরোত্তম-জীবন অপায়॥

(৮)—পঠমঞ্জরী।

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদ-বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥

কাল-রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারীজাতি॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কেহ ত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
সংবাদ লেই চলু বলরাম দাস॥

(৯)—যথা রাগ।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া॥
কোন্ নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম-ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগর-রাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥

সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥

(১০)—যথা রাগ।

ক নন্দকুল-চন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্র-মুরলী-রবঃ ক নু সুরেন্দ্র-নীল-দ্যুতিঃ।
ক রাসরস-তাণ্ডবী ক সখি জীব-রক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক তব হন্ত হা ধিগ্বিধিং॥

(১১)—শ্রীগান্ধার।

ওহে পরাণ গিরিধর।
কেমনে দেখিব তোমার মুখ-সুধাকর॥
ওহে রস-শেখর রায়।
কেমনে পাইব তোমা কহ সে উপায়॥
ওহে নব-জলধর শ্যাম।
আর কি দেখিব তোমার ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥
আর কি আমারে তুমি দিবে দরশন।
আর কি দেখিব তোমার ও রাঙ্গা চরণ॥
আর কি মালতী-মালা গাঁথি দিব গলে।
আর কি অধরে দিব কর্পূর তাম্বূলে॥

মরিব মরিব বঁধু নিচয়ে মরিব।
তোমার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥
ছটফট করিয়া বাহির হয় প্রাণ।
এ রাধাবল্লভ দাস ভেল সমাধান ॥

(১২)—সুহই।

শীতল তছু অঙ্গ বজি পরশ-রস-লালসে
করল কুল-ধরম-গুণ নাশে।
সো যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে ॥
প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি
মরিলে করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
রাখবি বরজকি মাঝে ॥
হামারি ছুন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বান্ধবি
শ্যাম-রূপী তমালের ডালে।
প্রতিদিবস সবহুঁ মেলি নিয়ড়ে আসি দেখবি
শয়ন তেজি উঠিয়া উষাকালে ॥
মঝু যুগল-শ্রবণ-মূলে কৃষ্ণ-নাম বোলবি
সময় বুঝি তোরা সকলে মিলে।
ললাট হৃদি বাহু-মূলে শ্যাম-নাম লেখবি
তুলসী-দাম দেয়বি গলে ॥

ললিতা লেহ কঙ্কণ বিশাখা লেহ অঙ্গুরী
চিত্রা লেহ নির্ম্মল চুরিতেঁ।
বিরহ-অনলে রাধে সততহিঁ কাতর
শুনি শেল বিদ্যাপতি-চিতে॥

(১৩)—যথা রাগ।

অতি শীতল, মলয়ানিল, মন্দ মন্দ বহনা।
হরি-বৈমুখী, হামারি অঙ্গ, মদনানলে দহনা॥
কোকিলগণ, কুহু কুহু স্বরে, ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি-লালসে, তনু তেজব, পায়ব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী, ঘেরি বৈঠত, গায়ত হরিনামে।
যৈখনে শুনি, তৈখনে উঠি, নবরাগিণী গানে॥
ললিতা কোরে, করি বৈঠল, বিশাখা ধরে আঁটিয়া।
শশিশেখর, কহত ধনী, যায়ত জীউ ফাটিয়া॥

(১৪)—যথা রাগ।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখী থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণ-কালে কৃষ্ণ-নাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ-নাম শুনে॥

না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে ॥
সেই ত তমাল-তরু কৃষ্ণ-বর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয় ॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে ॥
পুন যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ-অনল মাহ তনু তেয়াগিব ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-নারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥

(১৫)—বরাড়ী।

অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরা-নাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥

(১৬)—তুড়ী।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে ॥

অথ শ্রীমতীর মূর্চ্ছা।

(১৭)—সুহই।

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চান্দ-বদন ॥

কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘন-শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটী কোটি কাম॥
কাঁহা মোর মৃগমদ-কোটীন্দু-শীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ-সুধা নিরমল॥
ঐছন প্রলপিতে ভেল মূরছিত।
এ রাধামোহন-পঁহু বিরহ-চরিত॥

অথ চেতনা ও উন্মাদ।

(১৮)—সুহই।

কহিতে কহিতে ধনী মূরছিত ভেল।
ধাই সহচরী কোর'পর নেল॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস।
নাসাগ্রেতে তূলা ধরি দেখয়ে নিশ্বাস॥
শ্রবণে বদন দেই কহে কৃষ্ণ-নাম।
চেতনা পাইয়া কহে কাঁহা ঘনশ্যাম॥
সম্মুখে তমাল-তরু করে নিরীক্ষণ।
উন্মাদিনী হৈয়া যায় দিতে আলিঙ্গন॥
ঐছন ধনীর দশা করি দরশন।
গোবিন্দ দাস ভেল সজল-নয়ন॥

অথ শ্রীমতীর দশমী দশা।

(১৯)—সুহিনী।

নিজ গৃহ তেজি, চঞ্চল বর-বিরহিণী, দারুণ-বিরহ-হুতাশে।
কালিন্দী পৈঠি, পরাণ পরিতেজব, এই মরম-অভিলাষে॥

হরি হরি কি কহব ও দুখ-ওর।
ধাই সব সহচরী, কাননে পাওল, ললিতা লেওল কোর॥
ঐছন বচন, বৃন্দা-মুখে শুনইতে, ভগবতী দ্রুত চলি গেলি।
আপন কুঞ্জ-, কুটীর মাহা আনল, সবহুঁ সখীগণ মেলি॥
সরসিজ-শেজে, শুতায়ল সহচরী, চৌদিশে রহু মুখ চাই।
অনুকূল প্রতিকূল, সবহুঁ রমণীগণ, শুনইতে আওল ধাই॥
দশমীক পহিল, দশা হেরি আকুল, রোয়ত অবনী লোটাই।
আওব বচনে, কোই পরবোধই, পুরুষোত্তম মুখ চাই॥

অথ চন্দ্রাবলীর আগমন।

(২০)—ধানশী।

রাইক দশমী, দশা নিজ-সখী-মুখে, শুনি চন্দ্রাবলী রোই।
নিজ-তনু ঢারি, ধূলি গড়ি যাওত, ভূতলে কুন্তল ফোই॥
রাইক প্রেমে, পুনহিঁ নন্দনন্দন, আওব করি ছিল আশ।
সো সব মনোরথ, বিহি কৈল আন মত, এত দিনে ভেল নৈরাশ॥
এত কহি পুনপুন, শিরে কর হানই, মূরছিত হরল গেয়ান।
হেরি পদ্মাদেবী, কোর পর লেয়ল, ঝরঝর লোরে নয়ান॥
বহুখণে চেতন, পাই নলিন-মুখী, বৈঠল ছোড়ি নিশ্বাস।
রাইক নিয়ড়ে, লেই চলু সহচরী, কহ পুরুষোত্তম দাস॥

অথ শ্রীমতীর চেতনা ও দূতী প্রেরণ।

(২১)—যথা রাগ।

যেখানে শুতিয়া ধনী রাই। চন্দ্রাবলী তাঁহা যাই॥
রাইক হেরি অগেয়ান। নিঝরে ঝরয়ে দু'নয়ান॥

কহয়ে ললিতা সঞে বাত। চিত্রপট দেখাইলে এনে।
পুনহিঁ আওব ব্রজনাথ॥ সে সাধ পূরিল এত দিনে॥
অব যৈছে জীবয়ে রাই। ঐছন যত ব্রজ-নারী।
ঐছন রচহ উপাই॥ রোয়ত কুন্তল ফারি॥
কো যদি কহে তছু ঠাম। কোই জল দেয়ত রাই-বয়ানে।
শুনইতে আওব শ্যাম॥ কোই শ্যামনাম শুনায়ত কাণে॥
এত কহি কহই না পারি। শুনি শুনি ঐছন নাম।
মূরছি পড়ল তনু ঢারি॥ পানি ভরল দু'নয়ান॥
ললিতা কান্দয়ে উচ্চস্বরে। ক্ষণে উঠি বৈঠল তাঁই।
কোরে করি অঙ্গ-ধূলা ঝাড়ে॥ অনিমিখে সখী-মুখ চাই॥
বিশাখারে করয়ে গঞ্জনা। পুরুষোত্তম অনুরোধে।
পূরিল তোর মনের বাসনা॥ ভগবতী দেই পরবোধে॥

(২২)—যথা রাগ।

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
এই তরু-শাখায় রহিল শারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥

শ্রীদাম সুদাম আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তাঁর নাহিক শকতি ॥
তাঁরে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন নাহি ফুর ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতীর গমন ও কৃষ্ণের অন্বেষণ।

(২৩)—সুহিনী।

রাই ধৈর্য্যং, রহু ধৈর্য্যং, গচ্ছেয়ং মথুরায়ে।
ঢুড়ব পুরী, প্রতি প্রতক্ষে, যাঁহা দরশন পাওয়ে ॥
অতি ভদ্রং, অতি ভদ্রং, শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে, মথুরাপুরে, প্রবেশ করল ভ্রমণা ॥
মথুরা-বাসিনী, এক রমণী, দূতী তাকর পুছে।
নন্দ-জাত, কৃষ্ণ খ্যাত, কাহার ভবনে আছে ॥
শুনি সো ধনী, কহয়ে বাণী, সো কাহে হিঁয়া আওব।
বসু-দেবকী-সুত, কৃষ্ণ খ্যাত, কংস-ঘাতী মাধব ॥
সোই সোই, কোই কোই, দরশনে মম আশা।
গোকুলানন্দে, কহে যাও যাও, ঐ যে উচ্চ বাসা ॥

অথ দূতী সহ শ্রীকৃষ্ণের মিলন।

(২৪)—ধানশী।

মধুপুর-নাগরী, হাসি কহত ফিরি,
গোকুল-গোপ-গোঙারি।
সপ্তম দ্বার-, পার রাজা বৈঠত,
তাঁহা কাঁহা যায়বি নারি॥
দূতী কহে নাগরি, তুহুঁ কিয়ে জানবি,
সোই ভকত-ভগবান্।
রাইক নাম, শ্রবণে যব্ শুনব,
তেজব রাজ-বিছান॥
হা হা বর-নাগর, গোপী-জীবনধন,
দূতী ডাকত উভরায়।
হৃদয়ক নাথ, বাত শুনি কাতর,
তুরিতে দূতী আগে ধায়॥
দূতীক বদন হেরি, কহতহিঁ বেরি বেরি,
তুয়া নাম কহত আমায়।
শুনি ধনী তৈখনে, বাত নাহি কহতহিঁ,
গোবিন্দ দাস চলি যায়॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি।

(২৫)—ধানশী।

শ্যাম-শুকপাখী, সুন্দর নিরখি, রাই ধরিল নয়ান-ফাঁদে।
হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে, মনহিঁ শিকলে বেঁধে॥

তারে প্রেম-সুধানিধি দিয়ে।

তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি, ডাকিত রাধা বলিয়ে॥

এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আকুশি, পলায়ে এসেছে পুরে।

সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে, কুবুজা রেখেছে ধরে॥

আপনার ধন, করিতে প্রার্থন, রাই পাঠাইল মোরে।

চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজবিজে, পেতে পারে কি না পারে॥

(২৬)—সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাই-মুখ-ইন্দু॥
হে পাগধারি।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥
যত মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥

(২৭)—যথা রাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া, কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।

কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে, মনে যদি এত ছিল॥

ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস, নাহিক লেহের লেশ।

এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে, জ্বালাইতে আর দেশ॥

অগাধ জলের, মকর যেমন, না জানে মিঠ কি তিত।

সুরস পায়স, চিনি পরিহরি, চিটাতে আদর এত॥

চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে, কহিতে পরাণ ফাটে।
সোণার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি, কুবুজা বসেছে খাটে॥

(২৮)—যথা রাগ।

জনম অবধি, কালিয়া বদন, না ধুলি লাজের ঘাটে।
ব্রজ-বঁধু হ'তে, মথুরা-নাগরী, রূপে গুণে কত বটে॥
কিম্বা কুবুজা, নামে কুবুজিনী, তেঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন, ত্রিভঙ্গ মুরারি, বিধি মিলায়েছে জেনে॥
কিম্বা কুবুজা, গুণে গুণবতী, গুণেতে করেছে বশ।
পিরীতি-সুখের, কি জানে যজিতে, কিবা সে রেখেছে যশ॥
যতেক তোমারে, পিরীতি করুক, তেমন পিরীতি হবে না।
রাধানাথ বিনে, কুবুজা-নাথ, কেহ ত তোমারে কবে না॥
কি আর কহিব, মনের বেদনা, কহিতে যে দুখ পায়।
চণ্ডীদাস কহে, কহিতে বেদনা, পরাণ ফাটিয়া যায়॥

(২৯)—কামোদ।

চল চল মাধব, মোহে সঙ্গ করি, কুবুজিনী সুন্দরী পাশ।
তাহে মানাই, তোহে লেই যাওব, অন্তরে না হবি তরাস॥
ছি ছি মঝু মুখে লাগু আগি।
সিংহিনী হোই, শিবা-পদ সেবিব, কি মোর করম অভাগী॥
বৃন্দাবিপিন-, মহেশ্বরী যো ধনী, তাকর সহচরী হাম।
জগ মাঝে কোন্, বরাকী নিকর জিনি, তাহে করব পরণাম॥
যো ভেল সো ভেল, হাম ফেরি যাওব, ঐছন না করব কাজে।
গোবিন্দ দাস কহ, ঐছন করইলে, দোখ পাওব সখী মাঝে॥

অথ দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৩০)—যথা রাগ।

কানু পুছত ব্রজ-কুশলকি বাত।
কৈছে আছয়ে নন্দ যশোমতী মাত॥
কৈছে আছয়ে মোর শ্রীদাম সুবল।
কৈছে আছয়ে মোর শ্রীমধুমঙ্গল॥
কৈছে আছয়ে মোর প্রেমময়ী রাই।
এ যত্নুনন্দন দূতী-মুখ চাই॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর প্রত্যুক্তি।

(৩১)—যথা রাগ।

মাধব! তুহুঁ সে রহলি মধুপুর।
ব্রজপুর আকুল, তুকুল কলরব, কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠত, সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ বেণু, ধেনু সব বিসরণ, রোই ফিরে নগর বাজার॥
কুসুম তেজি অলি, ক্ষিতিতলে লুঠই, তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক, ময়ুরী না নাচত, কোকিল না করতহিঁ গান॥
বিরহিণী-বিরহ, কি কহব মাধব, দশ দিশ বিরহ-হুতাশ।
সহজে যমুনা-জল, হোয়ল অধিক, কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥

(৩২)—কানড়া কামোদ।

অনুখণ মাধব, মাধব সোঙরিতে, সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ-ভাব, স্বভাবহিঁ বিছুরল, আপন গুণ লুবধাই॥

মাধব! অপরূপ তোহারি স্থলেহ।
আপন বিরহে, আপন তনু জর জর, জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহিঁ সহচরী, কাতর দিঠি হেরি, ছল ছল লোচন পানী।
অনুখণ রাধা, রাধা রটতহিঁ, আধ আধ কহু বাণী॥
রাধা সঞে যব, পুন তঁহি মাধব, মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম, তবহিঁ নাহি টুটত, বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহুঁ দিশ দারু, দহনে যৈছে দগধই, আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ, হেরি সুধামুখী, কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৩৩)—গান্ধার।

কুর্ব্বতি কিল কোকিল-কুল উজ্জ্বল-কলনাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদং॥
মাধব! ঘোর-বিয়োগ-তমসি নিপপাত রাধা।
বিধুর-মলিন-মূর্ত্তিরধিকমধিরূঢ়-বাধা॥
নীল-নলিন-মাল্যমহহ বীক্ষ্য পুলক-বীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়েত্যাতি রৌতি পরম-ভীতা॥
লম্ভিত-মৃগনাভিমগুরু-কর্দ্দমমনু দীনা।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠমপি সনাতনমনু লীনা॥

(৩৪)—সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন, হেরি কমল-মুখী, মুদি রহয়ে দু'নয়ান।
কোকিল-কলরব, মধুকর-ধ্বনি শুনি, কর দেই ঝাঁপল কাণ॥

মাধব। শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী, অতি ভেল দুবরী, গণি গণি প্রেম তোহারি॥
ধরণী ধরিয়া ধনী, কত বেরি বৈঠত, পুন তঁহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি, চৌদিশ হেরি হেরি, নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহারি বিরহে দীন, ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ, চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিবসিংহ নরপতি, লছমী দেবী পরমাণ॥

(৩৫)—তিরোতা ধানশী।

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায়॥
কাঁহা মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু-শীতল কাঁহা নবঘন-শ্যাম॥
অমৃতের সার কাঁহা সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাঁহা মুরলী-বদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখী করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥

(৩৬)—করুণা কামোদ।

কুঞ্জ-ভবনে ধনী, তুয়া গুণ গণি গণি,
অতিশয় দুবরী ভেল।
দশমীক পহিল, দশা হেরি সহচরী,
ঘর সঞে বাহির কেল॥
শুন শুন মাধব! কি বলিব তোয়।
গোকুল-তরুণী, নিচয় মরণ জানি,
রাই রাই করি রোয়॥
তহিঁ এক সুচতুরী, তাক শ্রবণ ভরি,
পুনপুন কহে তুয়া নাম।
বহুক্ষণে সুন্দরী, পাই পরাণ ফেরি,
গদগদ কহে শ্যাম শ্যাম॥
নামক অছু গুণ, না শুনিয়ে ত্রিভুবন,
মৃত জন পুন কহে বাত।
গোবিন্দ দাস কহ, ইহ সব আন নহ,
যাই দেখহ মঝু সাথ॥

(৩৭)—বরাড়ী।

রাইক দশা শুনি কান।
মূরছিত হরল গেয়ান॥
দূতী করল নিজ-কোর।
লোচনে ঝর ঝর লোর॥
বহুক্ষণে চেতন ভেল।
কহে মঝু রাই কাঁহা গেল॥
পুন কিয়ে পায়ল পরাণ।
কহ সখি তুহুঁ কিয়ে জান॥

শুনি কহে চেতন বাণী।
যদুনন্দন অনুমানি॥

অথ দূতী সহ শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও মিলন।

(৩৮)—ধানশী।

রাইক শেষ-, দশা শুনি গদগদ, নাগর ভেল বিভোর।
কহইতে কণ্ঠ-, শবদ নাহি নিকসই, ঝর ঝর লোচন-লোর॥
সজনি। তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
কাতরে নাগর, এতহিঁ নিদেশল, সঘনে ঝরয়ে দু'নয়ান॥
এতহুঁ বচন যব, সো সখী শুনল, তৈখনে করল পয়ান।
মূরছিত রাই, কুঞ্জে যাঁহা লুঠয়ে, যাই মিলল সোই ঠাম॥
উঠ উঠ সুন্দরি, বিরহ দূরে করি, কানু মিলত তুয়া পাশ।
শুনইতে তবহিঁ, চেতন পাই বৈঠল, ভণ যদুনন্দন দাস॥

(৩৯)—ভূপালী।

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনী রাই।
তুরিতহিঁ নাগর মিলল যাই॥
হেরইতে বিরহিণী চমকিত ভেল।
শ্যাম ধরি নিজ কোর'পর নেল॥
পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ বি-বরণ কাঁপয়ে অবিরাম॥
আনন্দ-লোরহিঁ শত বহি যায়।
বয়ানে বয়ানে দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায়॥

দূরে গেল যতহুঁ বিরহ-হুতাশ।
কিছু নাহি বুঝল বলরাম দাস॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

(৪০)—ভূপালী।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি। তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে। হারান রতন পেলাম কোরে॥
কোকিলা আসিয়া করুক গান। ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ। গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে। দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

(৪১)—সিন্ধুড়া।

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
সফল করিয়ে আঁখি॥
বঁধু! আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণ,
সেখানে লইয়া থোব॥

কাল কেশের মাঝে, তোমা বঁধু রাখিব,
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন আসিলে, তাহে প্রবোধিব,
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহে তান হের, নিগড় করিয়া,
বাঁধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, লউক আসিয়া,
পাঁজরে কাটিয়া সিন্দ॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

(৪২)—যথা রাগ।

দূতীর মুখের, বচন শুনিয়া, পরাণ তেজিতেছিলাম।
প্রেমানুসন্ধানে, দৃঢ় করি মনে, পালটি আসিয়া পেলাম॥
চিত্ত নিবারণ, তুমি হে ধনি, মন নিবারণ তুমি।
কি ক্ষণেতে দেখা, তোমার সহিতে, পাসরিতে নারি আমি॥
যে দিন হইতে, তোমার সহিতে, প্রথম হইল দেখা।
সেই সব বোল, রহিল ঘোষণা, যেমত পাষাণে রেখা॥

(৪৩)—যোগিয়া।

মিলল দুহুঁ জন উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেড়ল হেম॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পূরল মদন-তরঙ্গ॥

আঁধারে জ্বলিছে কিয়ে রসের দীপকে।
তমালে বেড়ল যেন কাঞ্চন-লতিকে॥
দুহুঁক অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দ দাস কহ দুহুঁ ত সমান॥

(অতিরিক্ত।)

সুবল-মিলন।

(১)—শ্রীরাগ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কি জানি কি ভাবে গোরা গৌরীদাসে ধরি।
অবশ হইল অঙ্গ রাধা রাধা বলি॥
রাধা-নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়নে॥
তুমি হে মরম-সখা পরম সুহৃদ্।
আমার মনের কথা তোমাতে বিদিত॥
রাধা রাধা বলি প্রেমে হইনু বিকল।
রাধারে আনিয়া মোরে দেখা রে সুবল॥
এ রাধামোহন দাস প্রেমময় ভাষ।
গোপত গৌরাঙ্গ-লীলা হইল প্রকাশ॥

(২)—ধানশী।

সুবলে করিয়া সঙ্গে, বিপিন বিহরে রঙ্গে,
রসময় বিদগধ শ্যাম।
রাধাকুণ্ড-তীরে আসি, কুসুম-কাননে বসি,
শোভা দেখে অতি অনুপাম॥
বৃন্দাদেবী হেনকালে, আসিয়া সেখানে মিলে,
চম্পকের মালা করে করি।
সুবলেরে সমর্পিল, তেঁহো কৃষ্ণ-গলে দিল,
উদ্দীপন রাধার মাধুরী॥
ভাবের আবেশে তায়, অরুণ নয়ন ভায়,
অবশ হইল সব অঙ্গ।
ধরিয়া সুবল-করে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে,
চিয়ায়েন দাস গোবিন্দ॥

(৩)—তুড়ী।

রসিক নাগর, বিরহে কাতর, পড়িলা ধরণী-তলে।
মরম জানিয়া, বেথিত হইয়া, সুবল করিল কোলে॥
বসন ভিজাঞা, মু'খানি মুছাঞা, কহিছে মধুর বোলে।
আচম্বিতে আসি, রাধাকুণ্ডে বসি, অচেতন কেন হ'লে॥
বন দাবানলে, আর বিষজলে, প্রাণদান দিলে তুমি।
সে ধার শোধিব, যে বোল বলিবে, তাহাই করিব আমি॥

সজল নয়ান, হেরিয়া বয়ান, পরাণ কেমন করে।
দীনবন্ধু কহে, তনু মন দহে, রাধার বিরহ-জ্বরে॥

(৪)—যথা রাগ।

শুন রে সুবল ভাই নিবেদন করি।
কহিতে বাসিয়ে লাজ না কহিলে মরি॥
চম্পকের মালা ভাই মোর গলে দিলি।
চম্পক-বরণী রাধা মনে পড়াইলি॥
যাবটে আছয়ে ধনী জটিলা-মন্দিরে।
বিষম সঙ্কটস্থল কি বলিব তোরে॥
যদি মিলাইতে পার আনিয়া তাহারে।
হইব তোমার দাস জনমের তরে॥
তুয়া পথ নিরখিয়ে রহিলাম বনে।
না আসিলে প্রেমময়ী মরিব পরাণে॥
শুনিয়া সুবল তবে করয়ে আশ্বাস।
যাবটে চলিল পঁহু দীনবন্ধু দাস॥

(৫)—ধানশী।

সুচতুর সুবল, পবন-গতি ধায়ল, আওল যাবট মাঝ।
জটিলার নিকটে, হোয়ল উপনীত, মলিন বদন-দ্বিজরাজ॥
ওগো মাই! কি কহব দুঃখ পরিশেষ।
বাছুরী খুঁজি খুঁজি, হাম হেথা আয়লুঁ, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কত দেশ॥

পানী-পিয়াসে মোর, বাত নাহি স্ফুরত, জীবন করত কি জান।
শুনিয়া জটিলা কহ, বধূর নিকটে যাহ, শীতল জল কর পান॥
নিরজন মন্দির, রাইক অন্দর, সুবল চলল তঁহি মাঝ।
দীনবন্ধু কহে, সুবলে হেরিয়ে গেহে, রাই বুঝল নিজ-কাজ॥

(৬)—তুড়ী।

এস এস ভাই, পরাণ সুবল, এ কি অপরূপ দেখা।
কহ দেখি বনে, আছয়ে কেমনে, তোমার মরম-সখা॥
যখন হইতে, শিঙ্গার সহিতে, বাজিল মোহন বেণু।
পথের আপদ, বনের বিপদ, ভাবিতে অবশ তনু॥
ঘরের বাহির, মোর অতি দূর, যুবতী কুলের বালা।
দুঃখের অনল, জ্বালিয়া কান্দিয়ে, করিয়া ধুঁয়ার ছলা॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব, হব সহচর সখা।
দীনবন্ধু কহে, সহচর হ'লে, সতত পাইবে দেখা॥

(৭)—ভাটিয়ারী।

হাসিয়া সুবল কহে শুন বিনোদিনি।
তোমারে লইয়া যেতে আসিয়াছি আমি॥
সহচর ছাড়ি হরি তোমার লাগিয়া।
তোমার কুণ্ডের তীরে আছেন পড়িয়া॥
ধরিয়া আমার বেশ করহ পয়ান।
দরশন দিয়া শ্যামের রাখহ পরাণ॥

আপনার বেশ ভূষা দেহ ত আমারে।
ধরিয়া তোমার বেশ আমি থাকি ঘরে॥
দীনবন্ধু দাসের বড় উল্লসিত হিয়া।
পূরিল মনের সাধ বচন শুনিয়া॥

(৮)—তুড়ী।

পরিবারে নীল শাড়ী দিল আজাড়িয়া।
কটিতে বান্ধিল ধটী যতন করিয়া॥
করের কঙ্কণ দিল সুবলের হাতে।
নিজ-করে কবরী বান্ধিয়া দিল মাথে॥
মুকুরে নিরখি মুখ সিন্দুর উতারি।
বান্ধিল বিনোদ চূড়া এলায়ে কবরী॥
সুবলে রাখিয়া ঘরে করিল পয়ান।
দীনবন্ধু দাস তছু পদযুগে গান॥

(৯)—সারঙ্গ।

সুবলে রাখিয়া ঘরে চলিলা রাধিকা।
সবে মাত্র পয়োধর নাহি গেল ঢাকা॥
তখন সুবলে পুছে কি করি উপায়।
এ যুগল পয়োধর কেমনে লুকায়॥
সুবল বলেন শুন নবীন কিশোরি।
গমন করহ কোলে লইয়া বাছুরী॥

দীনবন্ধু দাস কহে মন্ত্রণার সার।
বৎস কোলে করি ধনি কর অভিসার॥

(১০)—সুহিনী।

নিজ-মন্দির তেজি গতং ঝটিতং। দোল-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডতটং॥
মদমত্ত-মাতঙ্গিনী-মন্দগতা। জটিলা-পদ-পঙ্কজ-ধূলি-নতা॥
নত-কন্ধরং হেরি গতং সুবলং। জটিলা জয় দেই বলে কুশলং॥
মধুরাধর-কেলি-সুধারস-মিঠং। গুরু গর্ব্বিত বচনে দেল পিঠং॥
সুবলাকৃতি রাই বনে গমনং। দীনবন্ধু ভণে বলিতং ভুবনং॥

(১১)—ধানশী।

সুবলের বেশে গোরী, উদ্দেশ করিতে হরি,
উপনীত গহন কাননে।
মন্দ মন্দ বোল বলে, দু'নয়নে ধারা গলে,
হরি হরি বলয়ে বদনে॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ পায়, গন্ধ-অনুসারে ধায়,
উপনীত মাধব যথায়।
পড়িয়া করের বেণু, ধূলায় ধূসর কানু,
চূড়া ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
কৃষ্ণ ছিল হেঁটমুখে, বদন তুলিয়া দেখে,
সুবল ফিরিয়া আইল পারা।
দেখিয়া নিশ্বাস ছাড়ে, ধরণী লোটাইয়া পড়ে,
ঘন বহে দুনয়নে ধারা॥

কহ রে সুবল ভাই, কোথা প্রেমময়ী রাই,
শুনি রাই কহে হাসি হাসি।
দীনবন্ধু দাসে ভণে, বিষাদ ভাবহ কেনে,
আমি তোমা শ্রীচরণে দাসী॥

(১২)—শ্রীরাগ।

নাগর কহেন সুবল কহ ত বচন।
যে লাগি পাঠানু তোরে কহ ত কারণ॥
রাই আপন বঁধু পাইয়া কহে ভঙ্গী করি।
যাইতে নারিনু আমি জটিলার পুরী॥
ভাবিয়া গেলাম আমি চন্দ্রার ভবনে।
তাহারে কহিলাম আমি সব বিবরণে॥
আজ্ঞা নৈলে আন্‌তে নারি সেই ত প্রেয়সী।
আজ্ঞা কর আনি গিয়া ওহে কালশশি॥
তখন নাগর কহে তুমি সব জান।
বারির পিয়াসে কি আনল করে পান॥
রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া তেজিব পরাণ।
বদনে বোলব হাম শ্রীরাধার নাম॥
এত বলি রাধাকুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিল।
বাছুরী তেজিয়া ধনী কানু কোলে নিল॥
দীনবন্ধু দাস কহে বড় ভাল ভাল।
সুবলের বেশে ধনী বঁধুরে মিলিল॥

(১৩)—পঠমঞ্জরী।

শুন শুন সুন্দরি বচন বিশেষ।
কেমনে ধরলি সুবলা সম বেশ॥
একলি নিকুঞ্জে করলি অভিসার।
কতি রহু সুবলা বুঝই না পার॥
তোহারি বিরহানলে অন্তর কাঁপ।
ঐখনে পরশে মিটাওল তাপ॥
দীনবন্ধু দাস কহে শুন বর-নারি।
বুঝইতে সংশয় চরিত তোহারি॥

(১৪)—ধানশী।

গোধন লইয়া, বেণু বাজাইয়া, গহনে আইলা তুমি।
তখন হইতে, কত উঠে চিতে, কাঁদিয়া মরি হে আমি॥
বঁধু! কি আর বলিব তোরে।
তুরিতে সুবল, তোহারি কুশল, সকলি কহিল মোরে॥
মোরে পাঠাইয়া, কুলবতী হৈয়া, রহল গৃহের কাজে।
তোমা দরশনে, হরষিত-মনে, আইলাম সুবল-সাজে॥
আমি পরাধিনী, তেঁই সে এমনি, বাহির হইতে জ্বালা।
দীনবন্ধু বলে, এমতি নহিলে, কেমনে মিলিবে কালা॥

(১৫)—বরাড়ী।

রন্ধন-শালাতে সুবল ভাবে মনে মনে।
কুণ্ড-তীরে বিনোদিনী রইল কৃষ্ণ-সনে॥

পৌর্ণমাসী ভগবতী বুঝি অনুমানে।
ললিতারে ডাকি তবে কহে বিবরণে॥
কুন্দলতা ছিল তথা তাহারে কহিল।
শুনি কুন্দলতা মনে ভাবিতে লাগিল॥
কুন্দলতা আসি হেথা কহে শুন আই।
আজ্ঞা দেহ বধূ লইয়া যমুনাতে যাই॥
যমুনার জলে যাহ জটিলা কহিল।
এতেক চাতুরী করি বাহির হইল॥
সুবর্ণের কলসী লইয়া জনে জনে।
রাধাকুণ্ড-তীরে সবে করিলা গমনে॥
যেখানেতে বিনোদিনী আছে কৃষ্ণ-সনে।
সুবল মিলিল গিয়া দীনবন্ধু ভণে॥

(১৬)—সুহিনী।

সুবলের ধড়া চূড়া সুবলেরে দিল।
আপনার নীল শাড়ী আপনি লইল॥
আপনার নীল শাড়ী পরি নিজ-অঙ্গে।
কুন্দলতার সনে ধনী চলে নানা রঙ্গে॥
যমুনার জল লৈয়া আইল সকলে।
আনন্দ হইল সবার দীনবন্ধু বলে॥

(সুবল-মিলন পালাটী অতিরিক্ত বলিয়া জানিবেন। ইহা প্রচলিত দেখা যায় বলিয়া দেওয়া হইল।)

বিবিধ কীর্ত্তন।

(অতিরিক্ত)

(১)—মিশ্র।

ঢুলে ঢুলে গোরা আমার হরিগুণ গায়।
আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নাচে গোরারায়॥

বৃন্দাবনের তরুলতা প্রেমে কয় হরিকথা
নিকুঞ্জের পাখীগুলি হরিনাম শুনায়।
গোরা বলে হরি হরি শুকও বলে হরি হরি
মুখে মুখে শুক-শারী হরিনাম গায়।
হরিনামে মত্ত হ'য়ে হরিণ আসিছে ধেয়ে
ময়ুর ময়ূরী প্রেমে নাচিয়া খেলায়।
প্রাণে হরি ধ্যানে হরি হরি বলে বদন ভরি
হরিনাম গেয়ে গেয়ে রসে গ'লে যায়।
আসি যমুনার কূলে নাচে হরি হরি ব'লে
যমুনা উথলি এসে চরণ ধোয়ায়॥

---

(২)—যথা রাগ।

হরি হে আমার এই বাসনা।
নয়ন ভরি সদা হেরি বংশীধারী কেলেসোণা॥

মনচোরা রাখাল-বেশে, প্রাণের কাছে দাঁড়াও এসে।
এ হৃদয় হো'ক্ কদমতলা, অশ্রুধারা হো'ক যমুনা॥
বাজায়ে কুলনাশা বাঁশী, ব্রজের খেলা খেলাও আসি।
এ দেহ হো'ক ব্রজের মাটী, এ প্রাণ হো'ক ব্রজাঙ্গনা॥
শ্যাম-কলঙ্ক-অলঙ্কারে, চাহি আমি সাজিবারে।
ধরম করম ছেড়ে চাহি, করিবারে প্রেম-সাধনা॥

---

(৩)—সিন্ধু কাফি।

হরি তোমায় ভালবাসি কই, আমার সে প্রেম কই।
কেবল লোক দেখান ভালবেসে মুখে হরি হরি কই॥
যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেম-পাশে।
তোমায় যদি বাসতাম ভাল, জানতাম না আর তোমা বই॥
নয়নেতে অশ্রুসিন্ধু, এতে প্রেম নাহি এক বিন্দু।
কেবল সংসার-পীড়নে কাঁদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই॥

(উপরোক্ত গান তিনটী অতিরিক্ত বলিয়া জানিবেন। ভাল বলিয়া দেওয়া হইল।)

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল-চতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১ ॥

চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদন-পদং
জয়োদ্ঘোষৈঃ সম্যগ্ বিরচিত-শচী-শোকহরণঃ।
উদঞ্চন্মার্ত্তণ্ড-দ্যুতিহর-দুকূলাঞ্চিত-কটিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২ ॥

অপারং কস্যাপি প্রণয়ি-জন-বৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৩ ॥

অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুর-ভাব-প্রণয়িণাং
প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি।
অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দ-মধুরঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪ ॥

গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা
ভবেনালঙ্কুর্ব্বন্ ভুবন-মহিতং শ্রোত্রিয়কুলং।

পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রম-পদং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫ ॥

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃত-রসং
দৃশোর্দ্ধারা যস্তং বমতি ঘন-বাষ্পাম্বু-মিষতঃ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিত-তনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬ ॥

তনুমাবিষ্কুর্ব্বন্ নব-পুরট-ভাসং কটী-লসৎ-
করঙ্কালঙ্কারস্তরুণ-গজরাজাঞ্চিত-গতিঃ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজ-নির্ম্মাল্য-রুচিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭ ॥

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশল-পটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কম্বা প্রণয়তি নহি প্রেম-নিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৮ ॥

শচীসূনোঃ কীর্ত্তি-স্তবক-নবসৌরভ্য-নিবিড়ং
পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদং।
স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদ-সরোজে প্রণয়িতাং
দদানঃ কল্যাণীমনুপদমবাধং সুখয়তু ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীশচীসুতাষ্টকং।

শ্রীশ্রীশচীসুতায় নমঃ।

উপাসিত-পদাম্বুজস্ত্বমনুরক্ত-রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্যে পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ।
সমস্ত-নতমণ্ডলী-স্ফুরদভীষ্ট-কল্পদ্রুমঃ
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাং॥ ১॥

ন বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।
পরো ভবতু তত্র কঃ পটু°তো নমস্তে পরং
শচীসুত ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাং॥ ২॥

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে! তদিহ ভক্তি-রত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাং॥ ৩॥

নিজ-প্রণয়-বিস্ফুরন্নটন-রঙ্গ-বিস্মাপিত-
ত্রিনেত্র! নতমণ্ডল-প্রকটিতানুরাগামৃত!।
অহঙ্কৃতি-কলঙ্কিতোদ্ধত-জনাদি-দুর্ব্বোধ! হে
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাং॥ ৪॥

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত-দুষ্কুলোৎপত্তয়-
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর-চারু-কারুণ্যতঃ।

ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাং॥ ৫॥

মুখাম্বুজ-পরিস্খলন্মৃদুল-বাঙ্মধূলীরস-
প্রসঙ্গ-জনিতাখিল-প্রণতভৃঙ্গ-রঙ্গোৎকর!।
সমস্ত-জন-মঙ্গল-প্রভব-নাম-রত্নাম্বুধে!
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাং॥ ৬॥

মৃগাঙ্ক-মধুরানন! স্ফুরদনিদ্র-পদ্মেক্ষণ!
স্মিত-স্তবক-সুন্দরাধর! বিশঙ্কটোরস্তট!।
ভুজোদ্ধত-ভুজঙ্গম-প্রভ! মনোজ-কোটি-দ্যুতে!
শচীসুত! ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাং॥ ৭॥

অহং কনক-কেতকী-কুসুম-গৌর! দুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষ-লব-দর্শিতা বিবিধ-দোষ-পূর্ণেঽপি তে।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণ-বৎসল! ত্বাং ভজে
শচীসুত! ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাং॥ ৮॥

ইদং ধরণী-মণ্ডলোৎসব! ভবৎ-পদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্ট-মনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকং।
শচীহৃদয়-নন্দন! প্রকট-কীর্ত্তিচন্দ্র! প্রভো!
নিজ-প্রণয়-নির্ভরং বিতর দেব! তেভ্যঃ শুভং॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বরচিতং শ্রীশ্রীশচীসুতাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকং ।

শ্রীশ্রীশচীস্থনবে নমঃ ।

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর-গতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধা-প্রিয়তর-সখীবাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপর-গৌরৈকতনু-ভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ১ ॥

পুরীদেবস্যান্তঃ-প্রণয়-মধুনা স্নান-মধুরো
মুহুর্গোবিন্দোদ্যদ্বিশদ-পরিচর্য্যার্চ্চিত-পদঃ ।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমল-নীরাজিত-মুখঃ
শচীসূনুঃ কি মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ২ ॥

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিত-তনুঃ ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজ-মধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৩ ॥

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতেগূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বল-রসফলাং ভক্তি-লতিকাং ।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৪ ॥

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ ।

ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৫ ॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচল-পতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজ-দীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৬ ॥

মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা দ্যুতি-বিজিত-বন্ধূকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্নাগণিত-পুলকো নৃত্য-কুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৭ ॥

সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো-
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়ন-জলধারা-বিততিভিঃ।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৮ ॥

শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতি-বিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতি-কৃপাবেশ-বিবশঃ
পৃথু-প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিত-রসদে মজ্জয়তি তং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং ।

শ্রীশ্রীশচীতনয়ায় নমঃ ।

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং ।
ত্রিভুবন-পাবনং কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ১ ॥

গদগদ-অন্তর-ভাব-বিকারং
দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিলাসং ।
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ২ ॥

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরং ।
জল্পিত-নিজ-গুণনাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৩ ॥

বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং ।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৪ ॥

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৫॥

ধৃত-কটিডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং
দিব্য-কলেবর-মণ্ডিত-মণ্ডং।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৬॥

ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরং।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৭॥

নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলং।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৮॥

ইতি শ্রীল-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণং।

—— ——

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকং।

শ্রীশ্রীশচী-নন্দনায় নমঃ।

গদাধর ! যদা পরঃ স কিল কশ্চনালোকিতো
ময়া শ্রিত-গয়াধ্বনা মধুর-মূর্ত্তিরেকস্তদা।
নবাম্বুদ ইব ব্রুবন্ ধৃত-নবাম্বুদো নেত্রয়ো-
র্লুঠন্ ভুবি নিরুদ্ধবাগ্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ১

অলক্ষিতচরীং হরীত্যুদিতমাত্রতঃ কিং দশা-
মসাবতি-বুধাগ্রণীরতুল-কম্প-সম্পাদিকাং।
ব্রজন্নহহ ! মোদতে ন পুনরত্র শাস্ত্রেষ্বিতি
স্বশিষ্যগণ-বেষ্টিতো বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥

হহা ! কিমিদমুচ্যতে পঠ পঠাত্র কৃষ্ণং মুহু-
র্বিনা তমিহ সাধুতাং দধতি কিং বুধা ! ধাবতঃ।
প্রসিদ্ধ ইহ বর্ণ-সংঘটিত-সম্যগাম্নায়কঃ
স্বনাম্নি যদিতি ব্রুবন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৩ ॥

নবাম্বুজ-দলে যদীক্ষণ-সবর্ণতা-দীর্ঘতে
সদা স্বহৃদি ভাব্যতাং সপদি সাধ্যতাং তৎপদং।
স পাঠয়তি বিস্মিতান্ স্মিতমুখঃ স্বশিষ্যানিতি
প্রতিপ্রকরণং প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

ক্ব যানি করবাণি কিং ক্ব নু ময়া হরির্লভ্যতাং
তমুদ্দিশতু কঃ সখে ! কথয় কঃ প্রপদ্যেত মাং।

ইতি দ্রবতি ঘূর্ণতে কলিত-ভক্তকণ্ঠঃ শুচা
সমর্চ্ছয়তি মাতরং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৫ ॥

স্মরার্ব্বুদ-দুরাপয়া তনুরুচিচ্ছটাচ্ছায়য়া
তমঃ কলিতমঃ-কৃতং নিখিলমেব নির্ম্মূলয়ন্।
নৃণাং নয়ন-সৌভগং দিবিষদাং মুখৈস্তাবযন্
লসন্নধিধবঃ প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৬ ॥

অয়ং কনক-ভূধবঃ প্রণয-বত্নমুচ্চৈঃ কিবন্
কৃপাতুরতযা ব্রজন্নভবদত্র বিশ্বম্ভবঃ।
যদক্ষি-পথ-সঞ্চবৎ-সুরধুনী-প্রবাহৈর্নিজং
পরঞ্চ জগদার্দ্রযন্ বিজযতে শচীনন্দনঃ ॥ ৭ ॥

গতোঽস্মি মথুবাং মম প্রিযতমা বিশাখা সখী
গতা নু বত! কিং দশাং বদ কথং নু বেদানি তাং।
ইতীব স নিজেচ্ছয়া ব্রজপতেঃ সুতঃ প্রাপিত-
স্তদীয-বস-চর্ব্বণাং বিজযতে শচীনন্দনঃ ॥ ৮ ॥

ইদং পঠতি যোঽষ্টকং গুণনিধে! শচীনন্দন!
প্রভো! তব পদাম্বুজে স্ফুবদমন্দ-বিশ্রম্ভবান্।
তমুজ্জ্বল-মতিং নিজ-প্রণ রূপ-বর্গানুগং
বিধায় নিজ-ধামনি দ্রুতমুবীকুরুষ্ব স্বয়ং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠকুব-বিবচিত-স্তবমৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকের অনুবাদ।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় গদাধর সহ কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন, "হে গদাধর! গয়াপথে কোন এক পরমোৎকৃষ্ট মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম।" জলদ-গম্ভীরস্বরে এই কথা বলিবামাত্র যাঁহার নয়ন-যুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

অধ্যয়ন-ব্যপদেশে শিষ্যাদির মুখে "হরি" এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করিবামাত্র যিনি অনুপম-কম্পাদি-যুক্ত কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেন, পরন্তু শাস্ত্রালোচনায় তদ্রূপ করিতেন না, শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

ছাত্রগণ ধাতুপাঠ আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, "হায় হায়! বৎসগণ! তোমরা কি বলিতেছ? বারম্বার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল। হে বুধগণ! ধাতু সকল 'কৃষ্ণ' বিনা কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে?" এমন কি, যিনি ক, খ, ইত্যাদি বর্ণমালা দ্বারাও কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

"যাঁহার নয়ন-যুগলের বর্ণ ও আয়তন নব-বিকসিত-কমল-দল-সদৃশ, সেই পদ্মপলাশ-লোচন-শ্রীহরির পদ সদা হৃদয়ে চিন্তা কর ও শীঘ্র সেই পদ সাধনা কর"—এইরূপে যিনি হাস্যমুখে বিস্ময়াপন্ন শিষ্যদিগকে পাঠ করাইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

"হে সখে! কোথায় যাইব? কি করিব? কোথায় গেলে সেই হরিকে পাইব? কে আমাকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কেবা আমাকে আশ্রয় দিবে?"—এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলে, যিনি কখনও ভূমি লুণ্ঠিত হইতেন, কখনও বা শোক-ভরে ভক্তগণের কণ্ঠধারণ করিয়া মাতৃদেবীর সম্যক্ মোহ উৎপাদন করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥

কোটী কোটী কন্দর্পেরও সুদুর্লভ অঙ্গচ্ছটায় যিনি মানবগণের কলিযুগ-জনিত অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করিয়াছেন, এবং অধর-মাধুর্য্যে যিনি দেবতাগণের নয়নানন্দ প্রদান করিয়াছেন, সেই সমুজ্জ্বল বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ৬ ॥

এই যে সোণার পর্ব্বত শ্রীগৌরাঙ্গ অসীম করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক কোনও বিচার না করিয়া অকাতরে সর্ব্বসাধারণকে প্রেমরত্ন বিতরণ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত যাঁহার নাম বিশ্বম্ভর এবং যিনি নয়নপথ-নিঃসৃত গঙ্গা-প্রবাহ দ্বারা আপনাকে ও অপরকে—এমন কি সমস্ত জগৎকে নিমজ্জিত

করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৭ ॥

"আমি মথুরাপুরে আসিয়াছি, বল বল আমার প্রিয়তমা বিশাখা এখন কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। আহা, তাহা আমি কি প্রকারে জানিতে পারিব?"—এইরূপে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বেচ্ছায় বিশাখা-বিষয়ক রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইতেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপী শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥

হে গুণনিধে! হে প্রভো! হে শ্রীশচীনন্দন! যিনি তোমার পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তুমি স্বয়ং সেই উজ্জ্বলচেতা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে নিজ-প্রেম-পরিকরের অনুচর করিয়া তোমার স্বধামে স্থান প্রদান করিও ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভোরষ্টকং বা স্বরূপচরিতামৃতং।

স্বরূপ! ভবতো ভবত্বয়মিতি স্মিত-স্নিগ্ধয়া
গিরৈব রঘুনাথমুৎপুলকি-গাত্রমুল্লাসয়ন্।
রহস্যুপদিশন্নিজ-প্রণয়-গূঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

স্বরূপ। মম হৃদ্ব্রণং বত। বিবেদ রূপঃ কথং
লিলেখ যদয়ং পঠ ত্বমপি তালপত্রেঽক্ষরং।
ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাশু রূপান্তরং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥ ২॥

স্বরূপ! পরকীয়-সৎ-প্রবর-বস্তু-নাশেচ্ছতাং
দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো ন বেত্তীক্ষয়ন্।
সনাতনমুদিত্য বস্মিত-মুখং মহাবিস্মিতং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥ ৩॥

স্বরূপ! হরিনাম যজ্জগদঘোষং তেন কিং
ন বাচয়িতুমপ্যথাশকমিমং শিবানন্দজং।
ইতি স্বপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরৎ যঃ কবিং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥ ৪॥

স্বরূপ। রসরীতিরম্বুজ-দৃশাং ব্রজে ভণ্যতাং
ঘন-প্রণয়-মানজা শ্রুতি-যুগং মমোৎকণ্ঠতে।
রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ব্রুবন্
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥ ৫॥

স্বরূপ! রসমন্দিরং ভবসি মন্মুদামাস্পদং
ত্বমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীব মে বর্ত্তসে।
ইতি স্বপরিরম্ভণৈঃ পুলকিনং ব্যধাৎ তঞ্চ যো
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥ ৬॥

স্বরূপ! কিমপীক্ষিতং ক্ব নু বিভো! নিশি স্বপ্নতঃ
প্রভো! কথয় কিন্নু তন্নবযুবা বরাম্ভোধরঃ।
ব্যধাৎ কিময়মীক্ষ্যতে কিমু ন হীত্যগাৎ তাং দশাং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥ ৭॥

স্বরূপ! মম নেত্রয়োঃ পুরত এব কৃষ্ণ হসন্-
নুপৈতি ন করগ্রহং বত! দদাতি হা! কিং সখে!।
ইতি স্খলতি ধাবতি শ্বসিতি ঘূর্ণতে যঃ সদা
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥ ৮॥

স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং
রহস্যতমমদ্ভুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহং।
স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শ্রীশচীনন্দনো
ঘন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বাদয়ন্॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীমহাপ্রভোরষ্টকং বা শ্রীশ্রীস্বরূপচরিতামৃতং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকং।

শ্রীশ্রীশচীনন্দনায় নমঃ।

গোপীনাং কুচ-কুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমস্যারুণং
নিন্দৎ-কাঞ্চনকান্তি-রাসরসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ়-করাভিবন্ধন-রসাল্লোমোদ্গমো দৃশ্যতে
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পট-গুরোঃ সন্ন্যাসি-বেশং ক্ষিতৌ॥ ১॥

যঃ পূর্ব্বং ব্রজসুন্দরী-রতিরসৈরুত্থাপিতঃ প্রত্যহং
কালিন্দী-পুলিনে ননর্ত্ত রভসাৎ শ্রীরাসগোষ্ঠ্যাং বিভুঃ।
সোঽয়ং সম্প্রতি সর্ব্বলোক-নিহিত-প্রেমানুরাগঃ কলৌ
প্রেম্না নৃত্যতি নর্ত্তয়ত্যপি জগদ্ভূদেব-চূড়ামণিঃ ॥ ২ ॥

বেদান্তাগম-বেদ-শাস্ত্র-পটলী-দুর্গম্য-পাদাম্বুজঃ
শ্রীশ্রীনন্দকিশোর-লাস্য-লহরী-বিদ্যোতকানুগ্রহঃ।
তৎকাল-স্মৃতিমাত্র-তৎক্ষণ-বলৎ-প্রেম-প্রবাহাম্বুধি-
র্ভূদেবাঙ্গন-মঙ্গলো বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ ॥ ৩ ॥

মোহোন্মাদ-রসেন গোপ-বনিতা-সিক্তেন বৃন্দাবনং
যঃ পূর্ব্বং জগদেক-মঙ্গলমলং চক্রে ঘনশ্যামলঃ।
সোঽয়ং গৌরহরিঃ সমস্ত-জগতীং প্রেম্না সমুল্লাসয়ন্
কারুণ্যৈক-নিকেতনং বিজয়তে গৌড়াবনী-মণ্ডলে ॥ ৪ ॥

নৃত্যাবেশ-মহোল্লসৎ-সুমধুর-প্রত্যঙ্গ-বেশোজ্জ্বলং
শ্রীখণ্ডাগুরু-কুঙ্কুমাদি-সহিতং শ্রীমদ্বৃহদ্বক্ষসা।
কর্পূরোস্তট-পূগপুঞ্জ-বিলসৎ-প্রারক্ত-বিম্বাধরং
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্বিজয়তে লাবণ্যসারং বপুঃ ॥ ৫ ॥

প্রতপ্ত-কনক-প্রভং বিমল-পূর্ণচন্দ্রাননং
গলন্নয়ন-বারিভিঃ সপদি সিক্ত-ভূমিতলং।
সগদ্গদ-গিরং মুদা সকল-দেব-চূড়ামণিং
শচীসুতমহং ভজে করুণা-সাগরং নাগরং ॥ ৬ ॥

কদম্ব-কুসুমোল্লসৎ-পুলক-পুঞ্জ-পুঞ্জোজ্জ্বলং
ঝলৎ-ঝলদিতি-স্খলন্নয়ন-বারিভির্নির্ঝরং।
বয়ং দমদমায়িতে হৃদি দর-স্ফুরন্মাধুরী
মধূন্মদ-মহানটং কিমপি ধাম বন্দামহে॥ ৭॥

উচ্চৈর্লোল-ভুজদ্বয়েন পরিতঃ স্বর্লোকমাহ্লাদয়ন্
প্রেম্না পূরিতকণ্ঠ-গদ্গদ-হরিধ্বানৈর্ভুবং মোহয়ন্।
চঞ্চৎ-পাদ-বিহারি-নূপুর-রবৈর্নাগান্মুদা মীলয়ন্
নিত্যানন্দমহাপ্রভুর্বিজয়তে শ্রীমল্লবেশোজ্জ্বলঃ॥ ৮॥

কৃষ্ণো দেবঃ কলিযুগ-ভবং লোকমালোক্য সর্ব্বং
পাপাসক্তং সমজনি কৃপাসিন্ধু-চৈতন্যমূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভবতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধির্নরাণাং
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগিতি ব্যাহরেৎ কিং মৃদঙ্গঃ॥ ৯॥

ইতি শ্রীমন্নরহরি-সরকার-ঠক্কুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-যুগলাষ্টকং।

শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরাভ্যাং নমঃ।

ক্ষিতৌ লুঠদ্গৌর-কলেবরাভ্যাং
সদা মহাপ্রেম-বিলাসকাভ্যাং।
সমুদ্র-তীরে নট-নাগরাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং॥ ১॥

হাহা ক রাধেতি মুহুঃ স্থিতাভ্যাং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বপুর্ধরাভ্যাং।
আনন্দ-লীলারস-রঞ্জিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥ ২ ॥

অদ্বৈত-চিন্তাঙ্কুর-সম্ভবাভ্যাং
মনোভবানন্দ-মনোহরাভ্যাং।
অচিন্ত্য-লীলা-পরিপূরিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥ ৩ ॥

জীবৈক-নিস্তার-ধৃতব্রতাভ্যাং
শ্রীকৃষ্ণ-নাম্ন জন-তারকাভ্যাং।
হরে হরে কৃষ্ণ মুখাম্বুজাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥ ৪ ॥

অশেষ-দুঃখাময়-ভেষজাভ্যাং
কিরীট-কেয়ুর-বিভূষিতাভ্যাং।
গ্রৈবেয়-মালা-মণি-রঞ্জিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥ ৫ ॥

শ্রীবৎস-রোমাবলি-রঞ্জিতাভ্যাং
বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-ভূষিতাভ্যাং।
ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-সুন্দরাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥ ৬ ॥

স্ফুরচ্চলৎ-কাঞ্চন-কুণ্ডলাভ্যাং
সদাষ্টভাবৈঃ পরিশোভিতাভ্যাং।
স্বেদাশ্রু-কম্পাদি-বিভূষিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং॥ ৭॥

শ্রীমচ্ছিবানন্দ-মনোরথাভ্যাং
সদা সুখানন্দ-রস-স্ফুরাভ্যাং।
মদীয়-সর্ব্বস্ব-পদাম্বুজাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং॥ ৮॥

পঠন্তি যে গৌর-গদাধরাষ্টকং
পদ্মং লভন্তে ব্রজযুগ্ম-পাদং।
অদ্বৈত-পুত্রেণ ময়োক্তমেত-
ন্নাম্নাচ্যুতানন্দ-জনেন ধীমতা॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদচ্যুতানন্দ-গোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-যুগলাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকং।

শ্রীশ্রীমুকুন্দদেবায় নমঃ।

বলভিদুপল-কান্তিদ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে
ঘুসৃণরস-বিলাসৈঃ সুষ্ঠু গান্ধর্ব্বিকায়াঃ।
স্বমদন-নৃপ-শোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহরাজ্যে
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ১॥

উদিত-বিধু-পরার্দ্ধ-জ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-বক্ত্রো।
নবতরুণিম-রজ্যদ্বাল্যশেষাতি-রম্যঃ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ২॥

কনক-নিবহ-শোভা-নিন্দি-পীতং নিতম্বে
তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ৩॥

সুরভি-কুসুম-বৃন্দৈর্বাসিতান্তঃ-সমৃদ্ধে
প্রিয়-সরসি নিদাঘে সায়মালী-পরীতাং।
মদন-জনক-সেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাধাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ৪॥

পরিমলমিহ লব্ধ্বা হন্ত গান্ধর্ব্বিকায়াঃ
পুলকিত-তনুরুচ্চৈরুন্মদস্তৎক্ষণেন।
নিখিল-বিপিনদেশান্ বাসিতানেব জিঘ্রন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ৫॥

প্রণিহিত-ভুজদণ্ডঃ স্কন্ধদেশে বরাঙ্গ্যাঃ
স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীর্ত্তিদা-কন্যকায়াঃ।
মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চুম্বনেনৈব তন্বন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ৬॥

প্রমদ-দনুজ-গোষ্ঠ্যাঃ কোঽপি সম্বর্ত্তবহ্নি-
র্ব্রজভুবি কিল পিত্রোর্মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ।
প্রথম-রস-মহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ৭॥

স্বকদন-কথয়াঙ্গীকৃত্য মৃদ্বীং বিশাখাং
কৃতচটু-ললিতাস্তু প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলাং।
প্রণয়-বিধুর-রাধা-মান-নির্ব্বাসনায়
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ৮॥

পরিপঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভির্যঃ
সকল-বিষয়-সঙ্গাৎ সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়াণি।
ব্রজ-নবযুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং
স্বজন-গণন-মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকং।

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারিণে নমঃ।

ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ ফুল্ল-নীপ-কুসুমাঞ্চিত-কর্ণঃ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ১॥

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ সর্ব্ব-বল্লববধূ-ধৃতি-চৌরঃ।
চর্চ্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চারী চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ২॥
সর্ব্বতঃ প্রথিত-কৌলিক-পর্ব্ব-ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্ব্বঃ।
গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারী লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ৩॥
রাগ-মণ্ডল-বিভূষিত-বংশী- বিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী।
স্তূয়মান-চরিতঃ শুকশারী- শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ৪॥
শাতকুম্ভ-রুচি-হারি-দুকূলঃ কেকি-চন্দ্রক-বিরাজিত-চূলঃ।
নব্য-যৌবন-লসদ্‌ব্রজনারী- রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ৫॥
স্থাসকী-কৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ।
রাধিকোন্নত-পয়োধর-বারী- কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ৬॥
গৈরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভালঃ কেলি-চঞ্চলিত-চম্পকমালঃ।
অদ্রি-কন্দর-গৃহেষ্বভিসারী সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ৭॥
বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য- ক্ষিপ্ত-গোপ-ললনাখিল-কৃত্যঃ।
প্রেম-মত্ত-বৃষভানুকুমারী- নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ৮॥
অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি- ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি।
স প্রয়াতি বিলসৎ-পরভাগং তস্য পাদ-কমলার্চ্চন-রাগং॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকের অনুবাদ।

যাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতীব মনোহর, যাঁহার কর্ণযুগল বিকসিত কদম্ব-কুসুম দ্বারা সুশোভিত ও যাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাইতেছে, সেই পরম সুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক॥ ১॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর স্বরূপ, যিনি সমস্ত ব্রজ-রমণীগণের ধৈর্য্য লোপ করিয়া থাকেন ও যিনি চর্চ্চরী-তালে মনোহর নৃত্যভঙ্গী বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

যিনি ব্রজগোপদিগের কুলক্রমাগত সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রপূজা-রূপ উৎসবের ধ্বংস হেতু ক্রোধান্বিত দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ ও ব্রজমণ্ডল রক্ষা করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরির জয় হউক॥ ৩॥

নিখিল-রাগরাগিনী-সমন্বিত-বংশীর মধুর-স্বরে যিনি প্রেয়সীবর্গের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশীরব-বিমোহিত শুকশারীগণ যাঁহার চরিত্রের গুণগান করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন॥ ৪॥

যাঁহার উজ্জ্বল বসন সুবর্ণের কান্তিকেও পরাভব করিতেছে, যাঁহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত এবং যিনি

নবযৌবন-সম্পন্না সুন্দরী ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৫ ॥

যাঁহার অঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত, স্বর্ণময় চন্দ্রহার যাঁহার কটিদেশে সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত পয়োধররূপ-হস্তি-বন্ধন-শৃঙ্খলের কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জ-বিহারী শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৬ ॥

যাঁহার ললাটদেশ গৈরিক-ধাতু-রচিত তিলকে সমুজ্জ্বল, বিলাস বশতঃ যাঁহার বক্ষঃস্থলে চম্পকমালা দোদুল্যমান হইতেছে এবং যিনি গোপবালাগণের পর্ব্বতগুহাস্থিত-সঙ্কেতাঙ্গনে অভিসার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরির জয় হউক ॥ ৭ ॥

যিনি কন্দর্প-বিলাসে চঞ্চল কটাক্ষ-পাত দ্বারা গোপাঙ্গনা-গণের নিখিল গৃহকার্য্য স্থগিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক নাগর স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীহরির জয় হউক ॥ ৮ ॥

কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অতি মধুর-লীলাময় এই মনোহর পদ্যাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তিনি তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে সমুজ্জ্বল অনুরাগ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকেশবাষ্টকং।

শ্রীশ্রীকেশবায় নমঃ।

নব-প্রিয়ক-মঞ্জরী-রচিত-কর্ণপূর-শ্রিয়ং
বিনিদ্রতর-মালতী-কলিত-শেখরেণোজ্জ্বলং।
দরোচ্ছ্বসিত-যূথিকা-গ্রথিত-বল্গু-বৈকক্ষকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং॥ ১॥

পিশঙ্গি মণিকস্তনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে।
মৃদঙ্গমুখি ধূমলে শবলি হংসি বংশীপ্রিয়ে।।
ইতি স্ব-সুরভী-কুলং তরলমাহ্বয়ন্তং মুদা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং॥ ২॥

ঘন-প্রণয়-মেদুরান্ মধুর-নর্ম্ম-গোষ্ঠী-কলা-
বিলাস-নিলয়ান্ মিলদ্‌বিবিধ-বেশ-বিদ্যোতিনঃ।
সখীনখিল-সারয়া-পথিষু হাসয়ন্তং গিরা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং॥ ৩॥

শ্রমাম্বু-কণিকাবলী-দর-বিলীঢ়-গণ্ডান্তরং
সমূঢ়-গিরিধাতুভির্লিখিত-চারু-পত্রাঙ্কুরং।
উদঞ্চদলি-মণ্ডলী-রুচি-বিড়ম্বি-বক্রালকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং॥ ৪॥

নিবদ্ধ-নব-তর্ণকাবলি-বিলোকনোৎকণ্ঠয়া
নটৎ-খুরপুটাঞ্চলৈরলঘুভির্ভুবং ভিন্দতীং।

কলেন ধবলা-ঘটাং লঘু নিবর্ত্তয়ন্তং পুরো
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥ ৫ ॥

পদাঙ্ক-ততিভির্বরাং বিরচয়ন্তমধ্ব-শ্রিয়ং
চলত্তরল-নৈচিকী-নিচয়-ধূলি-ধূম্র-স্রজং।
মরুল্লহরি-চঞ্চলীকৃত-দুকূল-চূড়াঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥ ৬ ॥

বিলাস-মুরলী-কলধ্বনিভিরুল্লসন্মানসাঃ
ক্ষণাদখিল-বল্লবীঃ পুলকয়ন্তমন্তর্গৃহে।
মুহুর্বিদধতং হৃদি প্রমুদিতাঞ্চ গোষ্ঠেশ্বরীং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥ ৭ ॥

উপেত্য পথি সুন্দরী-ততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুর-করম্বিতৈর্নটদপাঙ্গ-ভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবক-সঞ্চয়ন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥ ৮ ॥

ইদং নিখিল-বল্লবীকুল-মহোৎসবোল্লাসনং
ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকং।
তমুজ্জ্বল-ধিয়ং সদা নিজ-পদারবিন্দ-দ্বয়ে
রতিং দদদচঞ্চলাং সুখয়তাদ্বিশাখাসখঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীকেশবাষ্টকং সম্পূর্ণং

শ্রী শ্রীগোপালদেবাষ্টকং ।

শ্রীশ্রীগোপালদেবায় নমঃ ।

মধুর-মৃদুল-চিত্তঃ প্রেমমাত্রৈক-বিত্তঃ
স্বজন-রচিত-বেষঃ প্রাপ্ত-শোভা-বিশেষঃ ।
বিবিধ-মণিময়ালঙ্কারবান্ সর্ব্বকালং
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ১ ॥

নিরুপম-গুণ-রূপঃ সর্ব্ব-মাধুর্য্য-ভূপঃ
শ্রিত-তনুরুচি-দাস্যঃ কোটিচন্দ্র-স্তুতাস্যঃ ।
অমৃত-বিজয়ি-হাস্যঃ প্রোচ্ছলচ্চিল্লি-লাস্যঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ২ ॥

ধৃত-নব-পরভাগঃ সব্য-হস্ত-স্থিতাগঃ
প্রকটিত-নিজকক্ষঃ প্রাপ্ত-লাবণ্যলক্ষঃ ।
কৃত-নিজ-জন-রক্ষঃ প্রেম-বিস্তার-দক্ষঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৩ ॥

ক্রম-বলদনুরাগ-স্বপ্রিয়াপাঙ্গ-ভাগ-
ধ্বনিত-রসবিলাস-জ্ঞান-বিজ্ঞাপি-হাসঃ ।
স্মৃত-রতিপতি-যাগঃ প্রীতি-হংসী-তড়াগঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৪ ॥

মধুরিম-ভর-মগ্নে ভাত্যসব্যেঽবলগ্নে
ত্রিবলিরলসবত্বাৎ যস্য পুষ্টানত্বাৎ ।

ইতরত ইহ তস্যা মার-রেখেব রস্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৫ ॥

বহতি বলিত-হর্ষং বাহয়ংশ্চানুবর্ষং
ভজতি চ সগণং স্বং ভাজয়ন্ যোঽর্পয়ন্ স্বং।
গিরি-মুকুটমণিং শ্রীদামবন্মিত্রতা-শ্রীঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৬ ॥

অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং-
স্তদমল-হৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্।
প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিদিনমধুনাপি প্রেক্ষ্যতে সর্ব্বদাপি
প্রণয়-সুরস-চর্য্যা যস্য বর্য্যা সপর্য্যা।
গণয়তু কতি ভোগান্ কঃ কৃতী তৎপ্রয়োগান্
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৮ ॥

গিরিধর-বরদেবস্যাষ্টকেনেমমেব
স্মরতি নিশি দিনে বা যো গৃহে বা বনে বা।
অকুটিল-হৃদয়স্য প্রেমদস্তেন তস্য
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবাষ্টকং।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবায় নমঃ।

জাম্বূনদোষ্ণীষ-বিরাজি-মুক্তা-
মালা-মণি-দ্যোতি-শিখণ্ডকস্য।
ভঙ্গ্যা নৃণাং লোলুপয়ন্ দৃশঃ শ্রী-
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু॥ ১ ॥

কপোলয়োঃ কুণ্ডল-লাস্য-হাস্য-
চ্ছবিচ্ছটা-চুম্বিতয়োর্যুগেন।
সংমোহয়ন্ সংভজতাং ধিয়ঃ শ্রী-
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু॥ ২ ॥

স্বপ্রেয়সী-লোচনকোণ-শীধু-
প্রাপ্ত্যৈ পুরোবর্ত্তি-জনেক্ষণেন।
ভাবং কমপ্যুদ্গময়ন্ বুধানাং
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু॥ ৩ ॥

বাম-প্রগণ্ডার্পিত-গণ্ড-ভাস্বৎ-
তটাঙ্ক-লোলক-কান্তি-সিক্তৈঃ।
ভ্রূ-বল্লনৈরুন্মদয়ন্ কুলস্ত্রী-
র্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু॥ ৪ ॥

দূরে স্থিতাস্তা মুরলী-নিনাদৈঃ
স্বসৌরভৈর্মুদ্রিত-কর্ণপালীঃ।

নাসারুধো হৃদগত এব কর্ষন্
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৫ ॥

নবীন-লাবণ্য-ভরৈঃ ক্ষিতৌ শ্রী-
রূপানুরাগাম্বুনিধি-প্রকাশৈঃ ।
সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্ব্বন্
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৬ ॥

কল্পদ্রুমাধোমণিমন্দিরান্তঃ-
শ্রীযোগপীঠাম্বুরুহাস্থয়া স্বয়ং ।
উপাসয়ংস্তন্ত্রবিদোঽপি মন্ত্রৈ-
র্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

মহাভিষেকক্ষণ-সর্ব্ববাসোঽ-
লঙ্কৃত্যনঙ্গীকরণোচ্ছলন্ত্যা ।
সর্ব্বাঙ্গ-ভাসাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৮ ॥

গোবিন্দদেবাষ্টকমেতদুচ্চৈঃ
পঠেত্তদীয়াঙ্ঘ্রি-নিবিষ্টধীর্যঃ ।
তং মজ্জয়ন্নেব কৃপা-প্রবাহৈ-
র্গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবাষ্টকং।

শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবায় নমঃ।

আস্যে হাস্যং তত্র মাধ্বীকমস্মিন্
বংশী তস্যাঃ নাদ-পীযূষ-সিন্ধুঃ।
তদ্বীচীভির্মজ্জয়ন্ ভাতি গোপী-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ॥ ১॥

শোণোষ্ণীষ-ভ্রাজি-মুক্তা-স্রজোদ্যৎ-
পিঞ্ছোত্তংস-স্পন্দনেনাপি নূনং।
স্বন্নেত্রালী-বৃত্তিরত্নানি মুঞ্চন্
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ॥ ২॥

বিভ্রদ্বাসঃ পীতমল্লারু-কান্ত্যা-
শ্লিষ্টং ভাস্বৎ-কিঙ্কিণীকং নিতম্বে।
সব্যাভীরী-চুম্বিত-প্রান্তবাহু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ॥ ৩॥

গুঞ্জা-মুক্তা-রত্ন-গাঙ্গেয়-হারৈ-
র্মাল্যৈঃ কণ্ঠে লম্বমানৈঃ ক্রমেণ।
পীতোদঞ্চৎ-কঞ্চুকেনাঞ্চিতঃ শ্রী-
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ॥ ৪॥

শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেত-সুশ্লোক-ধৌতঃ
সুশ্বেত-স্রক্-দ্বিভ্রশঃ শ্বেতভূষঃ।

চুম্বন্ শর্য্যা-মঙ্গলারাত্রিকে হৃদ্-
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবৎস-শ্রী-কৌস্তুভোদ্ভিন্নরোম্নাং
বর্ণৈঃ শ্রীমান্ যশ্চতুর্ভিঃ সদেষ্টৈঃ।
দৃষ্টঃ প্রেম্নৈব স ধন্যৈরনন্যৈ-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৬ ॥

তাপিঞ্ছঃ কিং হেমবল্লী-যুগান্তঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বোদ্দ্যোতি-বিদ্যুদ্ঘনঃ কিং।
কিংবা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীজাহ্নব্যা মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো
দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্য-ফেলা-সুধাভি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৮ ॥

গোপীনাথস্যাষ্টকং তুষ্টচেতা-
স্তৎপদাব্জ-প্রেম-পুষ্ণীভবিষ্ণুঃ।
যোঽধীতে তন্মস্তকোটীরপশ্যন্
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-দেবাষ্টকং।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-দেবায় নমঃ।

মৃদু-তলারুণ্য-জিত-রুচির-দরদ-প্রভং
কুলিশ-কঞ্জারি-দর-কলস-চিহ্নিতং।
হৃদি মমাধায় নিজ-চরণ-সরসীরুহং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং॥ ১॥

মুখর-মঞ্জীর-নখ-শিশিরকিরণাবলী-
বিমল-মালাভিরনুপদমুদিত-কান্তিভিঃ।
শ্রবণ-নেত্র-শ্বসনপথ-সুখদ! নাথ! হে
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং॥ ২॥

মণিময়োষ্ণীষ-দর-কুটিলিমণি লোচনো-
চ্চলন-চাতুর্য্য-চিত-লবণিমণি গণ্ডয়োঃ।
কনক-তাটঙ্ক-রুচি-মধুরিমণি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং॥ ৩॥

অধর-শোণিম্নি দর-হসিত-সিতিমার্চ্চিতে
বিজিত-মাণিক্য-রদ-কিরণগণ-মণ্ডিতে।
নিহিত-বংশীক! জন-তুরবগম-লীল! হে
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং॥ ৪॥

পদক-হারালি-পদকটক-নটকিঙ্কিণী-
বলয়-তাটঙ্ক-মুখ-নিখিল-মণিভূষণৈঃ।

কলিত-নব্যাভ। নিজ-তনুরুচি-ভূষিতৈ-
র্মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং ॥ ৫ ॥

উড়ুপ-কোটী-কদন-বদনরুচি-পল্লবৈ-
র্মদনকোটী-মথন-নখর-করকন্দলৈঃ।
দ্যুতরুকোটী-সদন-সদয়-নয়নেক্ষণৈ-
র্মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং ॥ ৬ ॥

কৃত-নরাকার-ভবমুখ-বিবুধ-সেবিত!
দ্যুতি-সুধা-সার! পুরু-করুণ! কমপি ক্ষিতৌ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃত-সনাতনং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং ॥ ৭ ॥

তরণিজা-তীরভুবি তরণি-কর-বারক-
প্রিয়ক-ষণ্ডস্থ-মণিসদন-মহিত-স্থিতে!।
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদ-রমিত! রাধয়া
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং ॥ ৮ ॥

মদনগোপাল! তব সরসমিদমষ্টকং
পঠতি যঃ সায়মতি-সরল-মতিরাশু তং।
স্বচরণাম্ভোজ-রতিরস-তরসি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীমদনগোপালদেবাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকং।

স্বজন্মন্যৈশ্বর্য্যং বলমিহ বধে দৈত্য-বিততে-
র্যশঃ পার্থ-ত্রাণে যত্নপুরি মহাসম্পদমধাৎ।
পরং জ্ঞানং জিষ্ণৌ মুষলমনু বৈরাগ্যমনু যো
ভগৈঃ ষড়্‌ভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দ-তনয়ঃ॥ ১॥

চতুর্ব্বাহুত্বং যঃ স্বজনি-সময়ে যো মৃদশনে
জগৎকোটীং কুক্ষ্যন্তর-পরিমিতত্বং স্ববপুষঃ।
দধিস্ফোটে ব্রহ্মণ্যতনুত পরানন্ত-তনুতাং
মহৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দ-তনয়ঃ॥ ২॥

বলং বক্যাং দন্তচ্ছদন-বরয়োঃ কেশিনি নৃগে
নৃপে বাহ্বোরঙ্ঘ্রেঃ ফণিনি বপুষঃ কংস-মরুতোঃ।
গিরিত্রে দৈত্যেষ্বপ্যতনুত নিজাস্ত্রস্য যদতো
মহৌজোভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দ-তনয়ঃ॥ ৩॥

অসংখ্যাতা গোপ্যো ব্রজভুবি মহিষ্যো যত্নপুরে
সুতাঃ প্রদ্যুম্নাদ্যাঃ সুরতরু-সুধর্ম্মাদি চ ধনং।
বহির্দ্বারি ব্রহ্মাদ্যপি বলিবহং স্তৌতি যদতঃ
শ্রিয়াং পূরৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দ-তনয়ঃ॥ ৪॥

যতো দত্তে মুক্তিং রিপু-বিততয়ে যন্নরজনি-
র্বিজেতা রুদ্রাদেরপি নত-জনাধীন ইতি যৎ।

সভায়াং দ্রৌপদ্যা বরকৃদতিপূজ্যো নৃপ-মুখে
যশোভিস্তৎ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দ-তনয়ঃ ॥ ৫ ॥

সুধাদগীতারত্নং ত্রিজগদতুলং যৎ প্রিয়সখে
পরং তত্ত্বং প্রেম্নোদ্ধব-পরমভক্তে চ নিগমং।
নিজ-প্রাণ-প্রেষ্ঠাস্বপি রসভৃতং গোপকুলজা-
স্বতো জ্ঞানৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দ-তনয়ঃ ॥ ৬ ॥

কৃতাগস্কং ব্যাধং সতনুমপি বৈকুণ্ঠমনয়-
ন্মমত্বস্যৈকাগ্রানপি পরিজনান্ হন্ত! বিজহৌ।
যদপ্যেতে শ্রুত্যা ধ্রুবতনুতয়োক্তাস্তদপি হা
স্ববৈরাগ্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দ-তনয়ঃ ॥ ৭ ॥

অজত্বং জন্মিত্বং রতিররতিতেহা-রহিততা
সলীলত্বং ব্যাপ্তিঃ পরিমিতিরহন্তা-মমতয়োঃ।
পদে ত্যাগাত্যাগাবুভয়মপি নিত্যং সদুররী-
করোতীশঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দ-তনয়ঃ ॥ ৮ ॥

সমুদ্যৎ-সন্দেহ-জ্বরশত-হরং ভেষজবরং
জনো যঃ সেবেত প্রথিত-ভগবত্ত্বাষ্টকমিদং।
তদৈশ্বর্য্য-স্বাদৈঃ স্বধিয়মতিবেলং সরসয়ন্
লভেতাসৌ তস্য প্রিয়-পরিজনানুগ্য-পদবীং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকের অনুবাদ।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ॥

যিনি স্বীয় আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য, দৈত্যনাশে বল, পার্থ-সংরক্ষণে যশ, দ্বারকাধামে দেবদুর্ল্লভ সুধর্ম্মাখ্য সভা স্থাপন ও পারিজাত আনয়নাদি কার্য্যে মহা সম্পদ্ প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি অর্জ্জুনে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যিনি যদুকুল-ধ্বংস দ্বারা পরম বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন॥ ১ ॥

যিনি স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে স্বয়ং দ্বিভুজ হইয়াও দেবকী ও বসুদেবের নিকট শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, যিনি মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় মা যশোদাকে স্বীয় বদনাভ্যন্তরে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, যিনি স্বয়ং অপরিমিত-দেহ হইয়াও, দধিভাণ্ড-ভঙ্গ-নিবন্ধন মা যশোদা অসংখ্য রজ্জুদ্বারাও উদর বন্ধনে অসমর্থ হইলেন দেখিয়া, প্রাকৃত বালকের ন্যায় উদর প্রকটন করতঃ স্বীয় দেহের পরিমিতত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যিনি বৎসহরণ-লীলায় ব্রহ্মার বিস্ময়োৎপাদনের নিমিত্ত অনন্ত বিগ্রহ বিস্তার

করিয়াছিলেন, অতএব যিনি মহা ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন ॥ ২ ॥

যিনি পূতনায় ওষ্ঠাধরের বল, কেশী দৈত্য ও নৃগ নৃপে বাহুর বল, কালিয় নাগে চরণের বল, কংস ও তৃণাবর্ত্তে দেহের বল এবং শ্রীমহাদেব ও দৈত্যগণে নিজ অস্ত্রের বল প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব যিনি মহাবীর্য্য-পরিপূর্ণ সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৩ ॥

(একদা মায়াবিনী পূতনা রাক্ষসী কংসের আদেশে নিজ স্তনে বিষ মাখাইয়া ঐ বিষাক্ত স্তন পান করাইয়া শিশুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-সংহারের উদ্দেশ্যে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ঐ স্তন পান করিতে দিলে, তিনি উহা পান করিবার ছলে মুখ দ্বারা এরূপ প্রবল বেগে ঐ স্তন আকর্ষণ করিলেন যে, তাহাতেই সেই রাক্ষসী বিকট উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বিপুল দেহ ধারণ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর শব্দে ভূপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এখানে ওষ্ঠাধরের বল প্রদর্শিত হইয়াছে।

একদা কংসের আদেশে কেশী নামক দৈত্য প্রকাণ্ড অশ্বরূপ ধারণ করিয়া পদভরে মেদিনী কম্পান্বিত করতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবধার্থে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক বিপুল অত্যাচারে ব্রজবাসিগণকে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল; অনন্তর তন্নিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণকে সমীপে সমাগত দেখিয়া সেই

অশ্ব প্রবল বেগে তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তখন শ্রীভগবান্ তাহার পশ্চাৎ পদ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাইয়া শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সে পুনর্ব্বার মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ণাভিমুখে আগমন করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ দৈত্যের মুখাভ্যন্তরে স্বীয় বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া তাহার দশনচয় ভগ্ন করিলেন ও সেই হস্ত অসাধারণরূপে বৃদ্ধি করায় তাহার শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ ঘটিল। এখানে বাহুর বল প্রদর্শিত হইয়াছে।

একদা সাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যদুবালকগণ উপবনে বিহার করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কোনও কূপের নিকট আগমন করতঃ তন্মধ্যে প্রকাণ্ড পর্ব্বত সদৃশ পরমাদ্ভূত একটী কৃকলাস (গিরগিটী, বহুরূপী) দর্শন করিয়া বিস্মিত ও কৃপান্বিত হইয়া তাহার উদ্ধারার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত গোচর করিলেন; তচ্ছ্রবণে তিনি তথায় আসিয়া অবলীলাক্রমে সেই বিপুলকায় কৃকলাসকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং ঐ কৃকলাসও শ্রীকৃষ্ণ-কর-স্পর্শে তৎক্ষণাৎ তদ্দেহ-মুক্ত হইয়া ইক্ষ্বাকু-তনয় নৃগ নামক স্বীয় পূর্ব্বতন রাজদেহ প্রাপ্ত হইলেন। এখানেও বাহুর বল প্রদর্শিত হইল।

একদা কালিয় নামক বিষধরের অবস্থানে যমুনাস্থিত কালিদহ হ্রদের জল এরূপ তীব্র বিষাক্ত হইল যে জীবজন্তুগণ

তাহা স্পর্শ করিবামাত্রই প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; তৎপ্রতিকারার্থ শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করতঃ লম্ফ প্রদান করিয়া সেই জলে পতিত হইলেন; তাহাতে কালিয় নাগ ক্রোধান্বিত-কলেবর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ দংশন করিতে লাগিল এবং সপরিবারে তাঁহাকে বেষ্টন করিল; কৃষ্ণগত-প্রাণ গোপগোপীগণ তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন করতঃ এবম্বিধ দৃশ্য দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূমি লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবল-বেগে নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং কালিয় উহা সহ্য করিতে না পারিয়া, অতীব তীব্র যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, সপরিবারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল; তাহাতে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া, এইরূপে তাহাকে দমন করতঃ. তথা হইতে অন্যত্র দূর সমুদ্রে প্রেরণ করিলেন। এখানে চরণের বল প্রদর্শিত হইল।

প্রবল-প্রতাপান্বিত অতি দুর্দ্দান্ত কংস মহারাজকে অত্যুচ্চ মঞ্চের উপর হইতে ভূপাতিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার বক্ষোপরি উপবেশন করিলে, তাহাতেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল। এখানে দেহের বল প্রদর্শিত হইয়াছে।

একদা কংস-প্রেরিত তৃণাবর্ত্ত দৈত্য শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত বায়ুরূপে গোকুলে আগমন করিল, প্রবল ঝড়ে দশ দিক্ কম্পিত হইতে লাগিল, ধূলায় সর্ব্বত্র অন্ধকার হইয়া গেল, শিশুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আকাশে উঠাইল, কিন্তু তিনি

স্বীয় বিগ্রহ এরূপ ভার-সম্পন্ন করিলেন যে, সে তাঁহাকে বহন করিতে একেবারেই অক্ষম হইল। অনন্তর তিনি গলা চাপিয়া ঐ দৈত্যের প্রাণ বধ করিলেন। এখানেও দেহের বল প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমহাদেবকে জৃম্ভণ নামক অস্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং বাণাসুরাদি দৈত্যগণকে অস্ত্র দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এখানে অস্ত্রের বল প্রদর্শিত হইল।)

ব্রজধামে যাঁহার অসংখ্য ব্রজরমণী, যদুপুরী দ্বারকায় যাঁহার রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টোত্তর-শতাধিক ষোড়শ সহস্র (১৬১০৮) রাজমহিষী, প্রদ্যুম্নাদি যাঁহার বহুসংখ্যক পুত্র, পারিজাত বৃক্ষ সুধর্ম্মাখ্য সভাদি যাঁহার অতুল ধন এবং পুরীর বহির্ভাগে ব্রহ্মাদি দেবগণও বলিবহ স্বরূপ যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, অতএব যিনি শ্রী-সমূহে পরিপূর্ণ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন॥ ৪॥

যিনি শত্রুগণকেও যথাযোগ্য সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি নরজন্মেও রুদ্রাদি দেবগণকে পরাভব করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র, যিনি সভাস্থলে দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণার্থ অনন্ত বিচিত্র বসন-প্রদানরূপ বরদাতা এবং যিনি যুধিষ্ঠিরাদির রাজসূয় যজ্ঞে

সমাগত দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্বাদি সমস্ত পূজনীয়বর্গের অগ্রে পূজিত হইয়াছিলেন, অতএব যিনি যশোরাশি পরিপূর্ণ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৫ ॥

যিনি প্রিয়সখা শ্রীঅর্জ্জুনে ত্রিভুবনে অতুলনীয় গীতারত্ন, পরমভক্ত শ্রীউদ্ধবে পরমতত্ত্ব-স্বরূপ নিগম এবং নিজ প্রাণাধিক প্রিয়তমা গোপীগণে রসরাশি নিহিত করিয়াছেন, অতএব যিনি নিখিল জ্ঞানে পরিপূর্ণ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৬ ॥

জরা নামক ব্যাধ মহাপরাধ করিলেও যিনি তাহাকে সশরীরে বৈকুণ্ঠ লাভ করাইয়াছেন, এবং কি আশ্চর্য্য! যাঁহার একান্ত মমতাস্পদ পরিজনবর্গ শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক নিত্যবিগ্রহ রূপে কীর্ত্তিত হইলেও, যিনি তাঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব যিনি বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৭ ॥

জন্ম-রহিত হইয়াও যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, আসক্তি-হীন হইয়াও যিনি আসক্ত, নিশ্চেষ্ট হইয়াও যিনি সচেষ্ট, সর্ব্বব্যাপী হইয়াও যিনি পরিমিত এবং মমতার পাত্র স্ত্রীপুত্রাদিতে যিনি ত্যাগ ও রক্ষণ এই উভয়বিধ ধর্ম্মই নিত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই পূর্ণ ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

যিনি স্বয়ং ভগবানের উক্ত ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য অনুভব দ্বারা স্বীয় মতিকে সাতিশয় অনুরাগান্বিত করিয়া হৃদয়োত্থিত-প্রবল-সন্দেহজ্বর-রাশি-বিনাশী ভেষজবর তুল্য প্রথিতনামা স্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সেই ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবানের প্রিয় পরিকরের অনুগত পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকং।

গুঞ্জাবলী-বেষ্টিত-চিত্রপুষ্প-চূড়া-বলন্মঞ্জুল-নব্য-পিঞ্ছং।
গোরোচনা-চারু-তমালপত্রং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবং ॥ ১ ॥
ভ্রূ-বল্লনোন্মাদিত-গোপনারী-কটাক্ষ-বাণাবলি-বিদ্ধনেত্রং।
নাসাগ্র-রাজন্মণি-চারু-মুক্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবং ॥ ২ ॥
আলোল-বক্রালক-কান্তি-চুম্বি-গণ্ডস্থল-প্রোন্নত-চারুহাস্যং।
বাম-প্রগণ্ডোচ্চল-কুণ্ডলাস্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবং ॥ ৩ ॥
বন্ধূক-বিম্বদ্যুতি-নিন্দি-কুঞ্চৎ-প্রান্তাধর-ভ্রাজিত-বেণুবক্ত্রং।
কিঞ্চিত্তিরশ্চীন-শিরোধিভাতং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবং ॥ ৪ ॥
অকুণ্ঠ-রেখাত্রয়-রাজি-কণ্ঠ-খেলৎ-স্বরালি-শ্রুতি-রাগ-রাজিং।
বক্ষঃ-স্ফুরৎ-কৌস্তুভমুন্নতাংসং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবং ॥ ৫ ॥

আজানুলম্বদ্বলয়াঙ্গদাঢ্যি-স্বর্গার্গলাকার-সুবৃত্তবাহুং।
অনর্ঘ-মুক্তা-মণি-পুষ্প-মালং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবং ॥ ৬ ॥
শ্রীবৈজয়ন্তীভদ্রশ্বত্থ-দলাভ-তুন্দ-মধ্যস্থ-রোমাবলি-রম্যরেখং।
পীতাম্বরং মঞ্জুল-কিঙ্কিণীকং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবং ॥ ৭ ॥
ব্যত্যস্ত-পাদং মণিনূপুরাঢ্যং শ্যামং ত্রিভঙ্গং সুরশাখি-মূলে।
শ্রীরাধয়া সার্দ্ধমুদারলীলং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবং ॥ ৮ ॥
শ্রীমজ্জগন্মোহনদেবমেতৎ-পদ্যাষ্টকেন স্মরতো জনস্য।
প্রেমা ভবেদ্‌যেন তদঙ্ঘ্রি সাক্ষাৎসেবামৃতেনৈব নিমজ্জনং স্যাৎ॥৯॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতং-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীব্রজ-নব-যুবরাজাষ্টকং।

শ্রীশ্রীব্রজ-নব-যুবরাজায় নমঃ।

মুদির-মদমুদারং মর্দ্দয়ন্নঙ্গকান্ত্যা
বসনরুচি-নিরস্তাম্ভোজ-কিঞ্জল্কশোভঃ।
তরুণিম-তরণীক্ষা-বিক্লবদ্‌বাল্যচন্দ্রো
ব্রজ-নব-যুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ১ ॥

পিতুরনিজমগণ্য-প্রাণ-নির্ম্মঞ্ছনীয়ঃ
কলিত-তনুরিবাদ্ধা মাতৃ-বাৎসল্য-পুঞ্জঃ।

অনুগুণ-স্বজনগোষ্ঠী-দৃষ্টি-পীযূষবর্ত্তি-
ব্রজ-নব-যুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ২ ॥

অখিল-জগতি জাগ্রন্মুগ্ধ-বৈদগ্ধ্যচর্য্যা-
প্রথম-গুরুরুদগ্র-স্থাম-বিশ্রাম-সৌধঃ।
অনুপম-গুণরাজী-রঞ্জিতাশেষ-বন্ধু-
ব্রজ-নব-যুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৩ ॥

অপি মদন-পরার্দ্ধৈর্দুষ্করং বিক্রিয়োর্ম্মিং
যুবতিষু নিদধানো ভ্রূধনুর্ধূননেন।
প্রিয়-সহচরবর্গ-প্রাণমীনাম্বুরাশি-
ব্রজ-নব-যুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৪ ॥

নয়নশৃণি-বিনোদ-ক্ষোভিতানঙ্গ-নাগো-
ন্মথিত-গহন-রাধাচিত্ত-কাসার-গর্ভঃ।
প্রণয়ভর-মরন্দাস্বাদ-লীলা-ষড়ঙ্ঘ্রি-
ব্রজ-নব-যুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৫ ॥

অনুপদমুদয়ন্ত্যা রাধিকা-সঙ্গ-সিদ্ধ্যা
স্থগিত-পৃথু-রথাঙ্গ-দ্বন্দ্ব-রাগানুবন্ধঃ।
মধুরিম-মধুধারা-ধোরণীনামুদন্বান্
ব্রজ-নব-যুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৬ ॥

অলঘু-কুটিল-রাধাদৃষ্টি-বাণী-নিরুদ্ধঃ
ত্রিজগদপরতন্ত্রোদ্দাম-চেতো-গজেন্দ্রঃ।

সুখমুখর-বিশাখা-নর্ম্মণা স্মেরবক্ত্রো
ব্রজ-নব-যুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি রহসি মিলন্ত্যাং সম্ভ্রম-ন্যাস-ভুগ্না-
প্যুষসি সখি ! তবালী মেখলা পশ্য ভাতি।
ইতি বিবৃত-রহস্যৈর্হ্রেপয়ন্ সুষ্ঠু রাধাং
ব্রজ-নব-যুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৮ ॥

ব্রজ-নব-যুবরাজস্যাষ্টকং তুষ্টবুদ্ধিঃ
কলিত-বর-বিলাসং যঃ প্রযত্নাদধীতে।
পরিজন-গণনায়াং নাম তস্যানুরজ্যন্
বিলিখতি কিল বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞী-রসজ্ঞঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীব্রজনবযুবরাজাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং (১)।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্রলক্ষ্মী-
বিলসিত-খুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাং।
হৃদয়-মধুপ-মল্লীং বল্লবাধীশ-সূনো-
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ১ ॥

পিতুরিহ বৃষভানোরম্ববায়-প্রশস্তিং
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠু বিস্তারয়ন্তীং।
ব্রজ-নৃপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
সুরভিনি নিজ-কুণ্ডে রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ২ ॥

শরদুপচিত-রাকা-কৌমুদীনাথ-কীর্ত্তি-
প্রকর-দমন-দীক্ষা-দক্ষিণ-স্মেরবক্ত্রাং।
নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৩ ॥

বিবিধ-কুসুম-বৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্ল-ধাটী-
বিঘটিত-মদ-ঘূর্ণৎ-কেকি-পিচ্ছ-প্রশস্তিং।
মধুরিপু-মুখ-বিম্বোদ্গীর্ণ-তাম্বূল-রাগ-
স্ফুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৪ ॥

অমলিন-ললিতান্তঃস্নেহ-সিক্তান্তরঙ্গা-
মখিল-বিধ-বিশাখা-সখ্য-বিখ্যাত-শীলাং।
স্ফুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মাণিক্য-পেটীং
ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৫ ॥

অতুল-মহসি বৃন্দারণ্য-রাজ্যেঽভিষিক্তাং
নিখিল-সময়-ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীং।
অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সী-বৃন্দ-মুখ্যাং
জগদঘহর-কীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৬ ॥

হরি-পদনখ-কোটী-পৃষ্ঠ-পর্য্যন্ত-সীমা-
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণ-কোটেরভীষ্টং।
প্রমুদিত-মদিরাক্ষী-বৃন্দ-বৈদগ্ধি-দীক্ষা-
গুরুমতি-গুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥ ৭॥

অমল-কনক-পট্টোদ্ঘৃষ্ট-কাশ্মীর-গৌরীং
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীং।
হরিভুজ-পরিরব্ধাং লব্ধ-রোমাঞ্চ-পালিং
স্ফুরদরুণ-দুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥ ৮॥

তদমল-মধুরিম্নাং কামমাধাররূপং
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিম-কিরণ-পুত্রী-কুল-কল্যাণ-চন্দ্রঃ
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং (১) সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের (১) অনুবাদ।

খঞ্জন-সদৃশ নয়ন-যুগল বশতঃ যিনি যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন সেই দিকে খঞ্জন-মালা নৃত্য করিতেছে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চিত্ত-ভ্রমরের মল্লিকা কুসুম স্বরূপ এবং যিনি অশেষ গুণের আকর বলিয়া অতিশয়

গম্ভীর-প্রকৃতি, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ১ ॥

যিনি সমগ্র জগতে স্বীয় পিতা বৃষভানুরাজের বংশ-গৌরব বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি বিবিধ জলজ পুষ্পে সৌরভান্বিত স্বকীয় শ্রীরাধাকুণ্ডে সখীগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ জলকেলি করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ২ ॥

যাঁহার সুস্মিত বদন-মণ্ডল শরচ্চন্দ্রের বিমল শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল কটাক্ষ-পাতে যাঁহার অনঙ্গ-রঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যাঁহার শ্রীঅঙ্গে লাবণ্য-লহরী নৃত্য করিতেছে, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৩ ॥

যাঁহার বিবিধ-কুসুম-সুশোভিত কেশপাশ ময়ূর-পুচ্ছের শোভাতিশয়কেও পরাভব করিতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চুম্বিত হইয়া যাঁহার মনোহর গণ্ডদেশ তাম্বুল-রাগে ঈষৎ রঞ্জিত হইয়াছে, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রীললিতা দেবীর সুবিমল আন্তরিক স্নেহে যাঁহার চিত্ত অভিষিক্ত, শ্রীবিশাখা-সখী সহ অশেষবিধ সখ্যভাব নিবন্ধন যাঁহার মধুর প্রকৃতি ভুবন-বিদিত এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য প্রেম-রূপ মাণিক্যের পেটিকা অর্থাৎ কৌটা স্বরূপ, সেই মাধুর্য্য-বিনোদিনী শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৫ ॥

যিনি অতুলনীয় প্রভাবশালী শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যের অধীশ্বরী, যিনি সমগ্র মাসাধিপতি. কার্ত্তিক মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সীগণের শিরোমণি এবং যাঁহার লীলা নিখিল-পাপহারিণী, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি॥ ৬॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের সূক্ষ্ম নখাগ্রভাগকেও নিজ প্রাণাপেক্ষা কোটিগুণে প্রিয়তম বোধ করেন অর্থাৎ যিনি একান্ত কৃষ্ণগত-প্রাণা—যিনি কৃষ্ণ বই আর কিছুই জানেন না এবং যিনি সমস্ত ব্রজগোপীগণের রসালাপ শিক্ষার গুরু, সেই বিপুলকীর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি॥ ৭॥

যিনি কষ্টিপ্রস্তর-পিষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় গৌরাঙ্গী, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ মাধুর্য্য-তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যাঁহার তনু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবা মাত্র পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং যিনি সমুজ্জ্বল-অরুণবর্ণ-বিশিষ্ট-বসন-পরিহিতা, সেই নিত্য-কিশোরী শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি॥ ৮॥

শ্রীরাধিকার স্বরূপ, গুণ, বিভূত্যাদি মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক এই উৎকৃষ্ট অষ্টক যিনি পরম যত্নে পাঠ করেন, বৃন্দাবন-চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন॥ ৯॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের (১) অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং (২)।

সুষমা-মুখ-মণ্ডলাং শ্রুতি-কান্তি-মনোহরাং।
বরাঙ্গরত্ন-ভূষিতাং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥ ১ ॥
সৌদামিনী-বিনিন্দ্যাঙ্গীং নবীন-নীরদাম্বরাং।
গোবিন্দ-মনোমোহিনীং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥ ২ ॥
সুদীর্ঘ-নেত্র-নলিনীং পীনোন্নত-পয়োধরীং।
কৃষ্ণমনঃ-প্রলোভিনীং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥ ৩ ॥
নাসিকা-রত্ন-উজ্জ্বলাং কুন্দবদ্দন্ত-পঙ্‌ক্তিকাং।
সুস্মিত-চারুবদনাং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥ ৪ ॥
করেণ লীলা-পঙ্কজাং আলিভিঃ পরিবেষ্টিতাং।
চিকুর-বেণী-মণ্ডিতাং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥ ৫ ॥
হরি-বিনিন্দিত-কটিং বিশাল-নিতম্ব-তটীং।
উরসি রত্নহারিকাং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥ ৬ ॥
সুগন্ধ-অঙ্গ-অনিলাং গতি-হংসিনী-গঞ্জিতাং।
গুণৈঃ সর্ব্ব-বরীয়সীং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥ ৭ ॥
স্মিত-কান্তি-নখ-শ্রেণীং প্রগল্‌ভিকাং সুভাষিণীং।
কৃষ্ণচন্দ্র-চকোরিণীং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥ ৮ ॥
এতচ্ছ্রীরাধিকাষ্টকং পঠেদ্‌যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
প্রাপ্য তদঙ্ঘ্রি-যুগ্মকং ভবাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং (২) সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং (৩)।

রস-বলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি-মাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ১ ॥

স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি-বরকাঞ্চি-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচ-কলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২ ॥

সরসিজ-বর-গর্ভাখর্ব্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ-
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকশিত-হাস্য-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজনৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদু-বচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪ ॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপ-পতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রং।

সুললিত-ললিতান্তঃ-স্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘ-বিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥

প্রকটিত-নিজবাসং স্নিগ্ধ-বেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি-হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণ-কুহর-কণ্ডূং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥

অমল-কমল-রাজি-স্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ং।
পরিজন-গণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥

পঠতি বিমল-চেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপ-পতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজ-জন-গণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল-রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং (৩) সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকং।

জানাতি কিঞ্চিদপি সা হৃদি মে বিভাতি
রাধা বশীকরণ-মন্ত্রমবশ্যমেব।
নো চেৎ কথং সুর-মুনীন্দ্র-নুতং শরণ্যং
দাসাভিমানমনয়ৎ ব্রজ-মুগ্ধ-চন্দ্রং॥ ১ ॥

রাধাস্তি যত্র নব-সিদ্ধি-সুধাস্তি তত্র
নাগাখিলোক-বিবুধা মদনো রতিশ্চ।
সর্ব্বাবতার-মহিষী-সুখমস্তি তত্র
যস্যাঃ পদং ক্ষণমহো ন জহাতি কৃষ্ণঃ॥ ২ ॥

নাদ্যাপি কো বদতি নৈব পুরাণশাস্ত্রং
রাধা যথান্যমহিষী গৃহকর্ম্ম-মুগ্ধা।
কৃষ্ণাধিকাথ সদৃশী প্রণয়ার্দ্ধদেহা
কিম্বা রসামৃতময়ী ত্রিজগৎ ব্রবীতি॥ ৩ ॥

রাধা প্রযাতি বিপিনং বিপিনং প্রযাতি
রাধা নিকুঞ্জ-সদনে স চ তত্র নিত্যং।
বাধা-সুখে সুখমুপৈত্য দুঃখে চ দুঃখী
কৃষ্ণঃ কদাপি খলু তিষ্ঠতি ন স্বতন্ত্রঃ॥ ৪ ॥

যত্রাস্তি নির্গুণময়ী কুপিতাপি রাধা
তত্রাস্তি কৃষ্ণ ইতি নিশ্চিতমেব সর্ব্বৈঃ।

কৃষ্ণোঽস্তি যত্র তত্র ধৃতিঃ কদাপি
রাধাস্তি যত্র তনু-নেত্র-মনাংসি তস্য ॥ ৫ ॥

ভক্তিং ন কৃষ্ণ-চরণে ন করোমি চার্ত্তিং
রাধা-পদাম্বুজ-রজঃকণ-সাহসেন।
তস্যা দৃগঞ্চল-নিপাত-বিশেষবেত্তা
দৈবাদয়ং ময়ি করিষ্যতি দাস-বুদ্ধিং ॥ ৬ ॥

রাধা-পদাম্বুজ-যুগং প্রণিধায় মূর্দ্ধি
কৃষ্ণং হৃদি স্থিতমিবানুভবামি নিত্যং।
অস্যা মহত্ত্বমনুমানয় সর্ব্ব এব
কেয়ং সুধারসময়ী জগদিষ্ট-দাত্রী ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণং বিনা জগদিদং নহি বেত্তি রাধা
রাধাং বিনা জগদিদং নহি বেত্তি কৃষ্ণঃ।
এতেন সর্ব্বমনুগচ্ছতি সর্ব্ব এব
কৃষ্ণ-প্রকাশ-বসতিঃ খলু রাধিকৈব ॥ ৮ ॥

রাধাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
প্রেমালয়ং নব-নবামৃত-পূর্ণভাণ্ডং।
ধন্যঃ স এব চতুরঃ সুখ-ভাজনং স্যাৎ
কুত্রাপি তস্য ন ভয়ং ক চ নাস্তি দুঃখং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমন্নরহরি-সরকারঠকুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-সংপ্রার্থনাষ্টকং।

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকায়ৈ নমঃ।

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলি-কুঞ্জে
মত্ত-দ্বিপ-প্রবর-কৌতুক-বিভ্রমেণ।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্ব্বদনারবিন্দ-
দ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি! কৃপাং প্রসীদ ॥ ১ ॥

হা দেবি! কাকুভর-গদ্গদয়াদ্য-বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে! নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২ ॥

শ্যামে! রমারমণ-সুন্দরতা-বরিষ্ঠ-
সৌন্দর্য্য-মোহিত-সমস্ত-জগজ্জনস্য।
শ্যামস্য বামভুজ-বদ্ধতনুং কদাহং
ত্বামিন্দিরা-বিরল-রূপভরাং ভজামি ॥ ৩ ॥

ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়
মঞ্জীর-মুক্ত-চরণাঞ্চ বিধায় দেবি!।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্র-তনয়েন বিরাজমানে
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ॥ ৪ ॥

কুঞ্জে প্রসূন-কুল-কল্পিত-কেলিতল্পে
সংবিষ্টয়োর্ম্মধুর-নর্ম্ম-বিলাস-ভাজোঃ।

লোক-ত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি
সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোঽয়ং॥ ৫॥

ত্বৎকুণ্ড-রোধসি বিলাস-পরিশ্রমেণ
স্বেদাম্বু-চুম্বি-বদনাম্বুরুহ-শ্রিয়ৌ বাং।
বৃন্দাবনেশ্বরি! কদা তরুমূল-ভাজৌ
সম্বীজয়ামি চমরীচয়-চামরেণ॥ ৬॥

লীনাং নিকুঞ্জ-কুহরে ভবতীং মুকুন্দে!
চিত্রৈব সূচিতবতী রুচিরাক্ষি! নাহং।
ভুগ্নাং ভ্রুবং ন রচয়েতি মৃষা রুষাং ত্বা-
মগ্রে ব্রজেন্দ্র-তনয়স্য কদা নু নেষ্যে॥ ৭॥

বাগ্‌যুদ্ধ-কেলি-কুতুকে ব্রজরাজ-সূনুং
জিত্বোন্মদামধিক-দর্প-বিকাসি-জল্পাং।
ফুল্লাভিরালিভিরনল্পমুদীর্য্যমাণ-
স্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে॥ ৮॥

যঃ কোঽপি সুষ্ঠু বৃষভানু-কুমারিকায়াঃ
সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ।
সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃত-প্রমোদা
তত্র প্রসাদ-লহরীমুররীকরোতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-সংপ্রার্থনাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-সংপ্রার্থনাষ্টকের অনুবাদ।

হে দেবি রাধে! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুই জনে নিত্য বিহার করিতেছ; অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া তোমাদের উভয়ের মুখারবিন্দ সন্দর্শন করাও॥ ১॥

হে দেবি! হে গান্ধর্ব্বিকে! আমি অত্যন্ত মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুতি সহকারে গদ্গদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে তোমার নিজ-পরিকর মধ্যে গণনা কর॥ ২॥

হে শ্রীমতি রাধিকে! যিনি নারায়ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্য দ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন, সেই শ্যাম-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে তদীয় বামহস্তাশ্লিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও সমধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ। এতাদৃশী তোমাকে আমি কবে ভজনা করিব?॥ ৩॥

হে দেবি! কবে আমি তোমার সখী হইয়া তোমাকে নবীন মেঘের ন্যায় নীল বসন পরিধান করাইয়া ও তোমার চরণ-যুগল হইতে নূপুর উন্মোচন করতঃ যথোচিত বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে রাত্রিকালে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অভিসার করাইব?॥ ৪॥

হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ-স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে বিবিধ-কুসুম-শয্যায় শয়ন করিয়া মধুর কেলি-বিলাস করিবে, আর আমি তোমাদের চরণ-সেবা করিব, এমন দিন আমার কবে হইবে?॥ ৫॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! কন্দর্পকেলি-শ্রম বশতঃ তোমাদিগের বদন-কমল ঘর্ম্মজলে সিক্ত হইলে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুণ্ড অর্থাৎ রাধাকুণ্ড-তীরবর্ত্তী তরুমূলে তোমরা উপবেশন করিবে। ঈদৃশ অবস্থায় আমি কবে তোমাদিগকে চামর ব্যজন করিব?॥ ৬॥

হে সুন্দরি! তুমি নিকুঞ্জের কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোনরূপে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিবেন ও তুমি তখন সন্দেহ-বশে আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিবে যে, আমি এস্থানে আছি তাহা তুমি কৃষ্ণকে বলিয়া দিয়াছ; তখন আমি বলিব "না না আমি না, চিত্রা সখী বলিয়া দিয়াছে, অতএব তুমি আমার উপর বৃথা ভ্রুকুটি ও কোপ করিও না।" এই প্রকার বাক্যে আমি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কবে তোমাকে অনুনয় বিনয় করিব?॥ ৭॥

তুমি তখন বাক্‌যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে সমধিক-দর্প-সূচক বাগ্‌জাল বিস্তার করিবে এবং তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত হইয়া "রাধার জয়, রাধার জয়" বলিয়া তোমার স্তব করিবে। এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব?॥ ৮॥

গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য-ধন্য-গগনে গত্যাত্বরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দু-বিরাজিতাং ভজ মনো ! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৮ ॥

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতির্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাকা গদ্গদ-নিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদ্‌যঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্ত-মুকুন্দ-ভৃঙ্গ-বিলসদ্রাধা-সুধাবল্লরীং
সেবোদ্রেক-রসেন গোষ্ঠবিপিনে প্রেম্ণা স তাং সিঞ্চতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীনবাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীব্রজ-নবীনযুব-দ্বন্দ্বাষ্টকং।

অতুর্বিধ-বিদগ্ধতাস্পদ-বিমুগ্ধ-বেশ-শ্রিয়ো-
রমন্দ-শিখিকন্ধরা-কনক-নিন্দি-বাসস্থিষোঃ।
স্ফুরৎ-পুরট-কেতকী-কুসুম-বিভ্রমাভ্র-প্রভা-
নিভাঙ্গ-মহসোর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগং ॥ ১ ॥

সমৃদ্ধ-বিধু-মাধুরী-বিধুরতা-বিধানোদ্ধুরৈ-
র্নবাম্বুরুহ-রম্যতা-মদ-বিড়ম্বনারম্ভিভিঃ।
বিলিম্পদিব বর্ণকাবলি-সহোদরৈর্দিকৃতটী-
র্মুখ-দ্যুতি-ভরৈর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগং ॥ ২ ॥

বিলাস-কলহোদ্ধতি-স্খলদমন্দ-সিন্দূরভা-
গখর্ব্ব-মদনাঙ্কুশ-প্রকর-বিভ্রমৈরঙ্কিতং।
মদোদ্ধুরমিবেভয়োর্মিথুনমুল্লসদ্‌বল্লরী-
গৃহোৎসব-রতং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগং ॥ ৩ ॥

ঘন-প্রণয়-নির্ঝর-প্রসর-লব্ধ-পূর্ত্তের্মনো-
হ্রদস্য পরিবাহিতামনুসরদ্ভিরস্রৈঃ প্লুতং।
স্ফুরত্তনুরুহাঙ্কুরৈর্নব-কদম্ব-জৃম্ভ-শ্রিয়ং
ব্রজত্তদনিশং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগং ॥ ৪ ॥

অনঙ্গ-রণ-বিভ্রমে কিমপি বিভ্রদাচার্য্যকং
মিথশ্চল-দৃগঞ্চল-দ্যুতি-শলাকয়া কীলিতং।
জগত্যতুল-ধর্ম্মভির্মধুর-নর্ম্মভিস্তদ্বতো-
র্মিথো বিজয়তাং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগং ॥ ৫ ॥

অদৃষ্টচর-চাতুরীচন-চরিত্র-চিত্রায়িতৈঃ
সহ প্রণয়িভির্জনৈর্বিহরমাণয়োঃ কাননে।
পরস্পর-মনোমৃগং শ্রবণ-চারুণা চর্চ্চরী-
চয়েন রজয়ন্তজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগং ॥ ৬ ॥

মরন্দভর-মন্দির-প্রতিনবারবিন্দাবলী-
সুগন্ধিনি বিহারয়োর্জলবিহার-বিস্ফূর্জ্জিতৈঃ।
তপে সরসি বল্লভে সলিল-বাদ্য-বিদ্যাবিধৌ
বিদগ্ধ-ভুজয়োর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগং ॥ ৭ ॥

মৃষা বিজয়কাশিভিঃ পৃথিত-চাতুরী-রাশিভি-
র্গ্রহস্ত হরণং হঠাৎ প্রকটয়ন্তিরুচ্চৈর্গিরা।
তদক্ষ-কলি-দক্ষয়োঃ কলিত-পক্ষয়োঃ সাক্ষিভিঃ
কুলৈঃ স্বসুহৃদাং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগং॥ ৮॥

ইদং বলিত-তুষ্টয়ঃ পরিপঠতি পদ্যাষ্টকং
দ্বয়োর্গুণবিকাশি যে ব্রজ-নবীন-যূনোর্জনাঃ।
মুহুর্নব-নবোদয়াং প্রণয়-মাধুরীমেতয়ো-
রবাপ্য নিবসন্তি তে পদ-সরোজ-যুগ্মান্তিকে॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীব্রজ-নবীনযুব-দ্বন্দ্বাষ্টকং সম্পূর্ণং

শ্রীশ্রীনব-যুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকং।

শ্রীশ্রীনব-যুবাভ্যাং নমঃ।

স্ফুরদমল-মধূলী-পূর্ণ-রাজীবরাজ-
ন্নব-মৃগমদ-গন্ধ-দ্রোহি-দিব্যাঙ্গ-গন্ধং।
মিথ ইত উদিতৈরুন্মাদিতান্তর্বিঘূর্ণদ্-
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ১॥

কনক-গিরিখলোদ্যৎ-কেতকীপুষ্প-দিব্য-
ন্নব-জলধর-মালা-দ্বেষি-দিব্যোরু-কান্ত্যা।
শবলমিব বিনোদৈরীক্ষয়ৎ স্বঃ মিথস্তদ্-
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ২॥

নিরুপম-নবগৌরী-নব্য-কন্দর্প-কোটি-
প্রথিত-মধুরিমোর্ম্মি-ক্ষালিত-শ্রী-নখান্তং।
নব-নব-রুচি-রাগৈস্ত্র্ষ্টমিষ্টৈর্মিথস্তদ্-
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ৩॥

মদনরস-বিঘূর্ণন্নেত্র-পদ্মান্ত-নৃত্যৈঃ
পরিকলিত-মুখেন্দু-হ্রী-বিনম্রং মিথোঽঙ্গৈঃ।
অপি চ মধুর-বাচং শ্রোতুমাবর্দ্ধিতাশং
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ৪॥

স্মরসমর-বিলাসোদ্গারমঙ্গেষু রঙ্গৈ-
স্তিমিত-নব-সখীষু প্রেক্ষমাণাষু ভঙ্গ্যা।
স্মিত-মধুর-দৃগন্তৈর্হ্রীণ-সংফুল্ল-বক্ত্রং
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ৫॥

মদন-সমর-চর্য্যাচার্য্যমাপূর্ণ-পুণ্য-
প্রসর-নব-বধূভিঃ প্রার্থ্য-পাদাম্বুচর্য্যং।
সমর-রসিকমেক-প্রাণমন্যোন্য-ভূষং
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ৬॥

তট-মধুর-নিকুঞ্জে শ্রান্তয়োঃ শ্রীসরস্যাঃ
প্রচুর-জলবিহারৈঃ স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ সখীনাং।
উপহৃত-মধু রঙ্গৈঃ পায়য়ত্তন্মিথস্তৈ-
র্ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ৭॥

কুসুম-শর-শরৌঘ-গ্রন্থিভিঃ প্রেমদাম্না
মিথ ইহ বশবৃত্ত্যা প্রৌঢ়য়াবদ্ধা নিবদ্ধং।
অখিল-জগতি রাধা-মাধবাখ্যা-প্রসিদ্ধং
ব্রজভুবি নব-যূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ৮॥

প্রণয়-মধুরমুচ্চৈর্নব্য-যূনোর্দিদৃক্ষা-
ষ্টকমিদমতি-যত্নাদ্‌যঃ পঠেৎ স্ফার-দৈন্যৈঃ।
স খলু পরম-শোভা-পুঞ্জ-মঞ্জু প্রকামং
যুগলমতুলমক্ষ্নোঃ সেব্যমারাৎ করোতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্‌রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীনব-যুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীলোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকং।

যঃ কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপৈকবিত্ত-
স্তৎপ্রেম-হেমাভরণাঢ্য-চিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ১॥

যো লব্ধ-বৃন্দাবন-নিত্যবাসঃ
পরিস্ফুরৎ-কৃষ্ণ-বিলাস-রাসঃ।
স্বাচার-চর্য্যা-সততাবিরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ২॥

সদোল্লসদ্ভাগবতানুরক্ত্যা
যঃ কৃষ্ণরাধা-শ্রবণাদি-ভক্ত্যা।
অযাতযামীকৃত-সর্ব্বযাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৩॥

বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জসেবা-
স্বাদেঽনুমজ্জন্তি ন হন্ত! কে বা।
যস্তেষ্বপি শ্লাঘ্যতমোঽভিরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৪॥

যঃ কৃষ্ণ-লীলারস এব লোকান্
অনুন্মুখান্ বীক্ষ্য বিভর্ত্তি শোকান্।
স্বয়ং তদাস্বাদন-মাত্র-কাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৫॥

কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চিৎ
নরোত্তমো নাম মহান্ বিপশ্চিৎ।
যস্য প্রথীয়ান্ বিষয়োপরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৬

রাগানুগাবর্ত্মনি যৎপ্রসাদাদ্-
বিশন্ত্যবিজ্ঞা অপি নির্বিবাদাঃ।
জনে কৃতাগস্যপি যস্ত্ববাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৭॥

যদ্দাস-দাসানুগ-দাস-দাসাঃ
বয়ং ভবামঃ ফলিতাভিলাষাঃ।
যদীয়তায়াং সহসা বিশাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৮॥

শ্রীলোকনাথাষ্টকমত্যুদারং
ভক্ত্যা পঠেদ্‌যঃ পুরুষার্থসারং।
স মঞ্জুলালী-পদবীং প্রপদ্য
শ্রীরাধিকাং সেবত এব সদ্যঃ॥ ৯॥

সোঽয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্ফুরতু পুরুকৃপা-রশ্মিভিঃ স্বৈঃ সমুদ্যন্-
উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতম-তমঃকূপতো দীপিতাভিঃ।
দৃগ্‌ভিঃ স্বপ্রেমবীথ্যা দিশমদিশদহো যাং শ্রিতা দিব্যলীলা-
রত্নাঢ্যং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং শ্রীল-গোবর্দ্ধনং স্মঃ॥ ১০॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীলোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুঃ।

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যেঽখিল-জনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থূৎকার-নিবহং।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু-বচস-
স্তরঙ্গৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ১

অলঙ্কৃত্যাত্মানং নব-বিবিধ-রত্নৈরিব বলদ্-
বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ।
হসন্ স্বিদ্যন্নৃত্যন্ শিতিগিরি-পতের্নির্ভরমুদে
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ২ ॥

রসোল্লাসৈস্তির্য্যগ্ গতিভিরভিতো বারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চঁল্লোকানরুণ-জলযন্ত্রত্বমিতয়োঃ।
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্প-চলিতৈ-
র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্যোরু-বিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক-দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকল-বিকলং গদ্গদ-বচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-সুরভি-মধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু-বিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকল-ধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদন-বিধু-ঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে।
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্-
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৭॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটক-গিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরি-পতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৮॥

অলং-দোলা-খেলা-মহসি বর-তন্মণ্ডপ-তলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর-নিজগণেনাপি মিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বান্নাম্নামতি-মধুরগানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৯॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ১০॥

মহা-সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ১১॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদগত-বিবিধ-সদ্ভাব-কুসুম-
প্রভা-ভ্রাজৎ-পদ্যাবলি-ললিত-শাখং সুরতরুং।
মুহুর্যোঽতিশ্রদ্ধৌষধিবর-বলৎ-পাঠসলিলৈ-
রলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ সরস-গুরু-তল্লোকন-ফলং॥ ১২॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতঃ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বর্ণনাখ্য-স্তবরাজঃ।

অথ স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি প্রত্যঙ্গ-বর্ণনং প্রভোঃ।
ত্রিকাল-পঠনাদেব প্রেমভক্তিং লভেন্নরঃ॥ ১॥
কশ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্মরণাকুল-মানসঃ।
পুলকাচিত-সর্ব্বাঙ্গঃ সকম্পাশ্রু-বিলোচনঃ॥ ২॥
কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমালম্ব্য প্রণম্য গুরুমাদরাৎ।
স্তোতুমারব্ধবান্ ভক্ত্যা দ্বিজচন্দ্রং মহাপ্রভুং॥ ৩॥
তপ্তহেমদ্যুতিং বন্দে কলি-কৃষ্ণং জগদ্গুরুং।
চারু-দীর্ঘ-তনুং শ্রীমচ্ছচী-হৃদয়-নন্দনং॥ ৪॥
লসন্মুক্তালতা-নদ্ধ-চারু-কুঞ্চিত-কুন্তলং।
শিখণ্ডাঙ্কিত-গন্ধাঢ্যং পুষ্প-গুচ্ছাবতংসকং॥ ৫॥
অর্দ্ধচন্দ্রোল্লসদ্ভাল-কস্তুরী-তিলকাঙ্কিতং।
ভঙ্গুর-ভ্রূলতা-কেলি-জিত-কামশরাসনং॥ ৬॥

প্রেমপ্রবাহ-মধুর-রক্তোৎপল-বিলোচনং।
তিল-প্রসূন-সুস্নিগ্ধ-নূতনায়ত-নাসিকং ॥ ৭ ॥
শ্রীগণ্ডমণ্ডলোল্লাসি-রত্নকুণ্ডল-মণ্ডিতং।
সব্যকর্ণ-সুবিন্যস্ত-স্ফুরচ্চারু-শিখণ্ডকং ॥ ৮ ॥
মধুরস্নেহ-সুস্নিগ্ধ-প্রারক্তাধর-পল্লবং।
ঈষদ্দন্তুরিত-স্নিগ্ধ-স্ফুরন্মুক্তা-রদোজ্জ্বলং ॥ ৯ ॥
সপ্রেম-মধুরালাপ-বশীকৃত-জগজ্জনং।
ত্রিকোণ-চিবুকং কোটী-শারদেন্দু-প্রভাননং ॥ ১০ ॥
সিংহগ্রীবং মহামত্ত-দ্বিরদোল্লাসি-কন্ধরং।
আরক্ত-রেখাত্রয়যুক্-কম্বুকণ্ঠ-মনোহরং ॥ ১১ ॥
মুক্তা-প্রবাল-কলিত-হারোজ্জ্বলিত-বক্ষসং।
কঙ্কণাঙ্গদ-বিদ্যোতি-জানুলম্বি-ভুজদ্বয়ং ॥১২ ॥
যব-চক্রাঙ্কিতারক্ত-শ্রীমৎ-পাণিতলোজ্জ্বলং।
স্বর্ণমুদ্রা-লসচ্ছ্রীমদ্দিমধ্যাঙ্গুলি-পল্লবং ॥ ১৩ ॥
চন্দনাগুরু-সুস্নিগ্ধং পুলকাবলী-চর্চ্চিতং।
চারু-নাভি-লসন্মধ্যং সিংহ-মধ্য-কৃশোদরং ॥ ১৪ ॥
বিচিত্র-চিত্র-বসন-মধ্য-বদ্ধোল্লসৎ-কটিং।
সুচারু-নূপুরোল্লাসি-কৃষ্ণচ্চরণ-পল্লবং ॥ ১৫ ॥
শরচ্চন্দ্র-প্রতীকাশ-নখ-রাজৎ-পদাঙ্গুলিং।
অঙ্কুশ-ধ্বজ-বজ্রাব্জ-বিলসচ্চরণাম্বুজং ॥ ১৬ ॥
কোটিসূর্য্য-প্রতীকাশ-কোটীন্দু-ললিত-দ্যুতিং।
কোটী-কন্দর্প-লাবণ্য-কেলি-লীলা-মনোরমং ॥ ১৭ ॥

সাক্ষাল্লীলাতনুং কেলি-তনুং শৃঙ্গার-বিগ্রহং।
কচিদ্ভাব-কলা-মূর্ত্তি-প্রস্ফুরৎ-প্রেমবিগ্রহং ॥ ১৮ ॥
নামাত্মকং নামতনুং পরমানন্দ-বিগ্রহং।
ভক্ত্যাত্মকং ভক্তিতনুং ভক্ত্যাচার-বিহারিণং ॥ ১৯ ॥
অশেষ-কেলি-লাবণ্য-লীলা-তাণ্ডব-পণ্ডিতং।
শচী-জঠর-রত্নাব্ধি-সমুদ্ভূত-সুধানিধিং ॥ ২০ ॥
অশেষ-জগদানন্দ-কন্দমদ্ভুত-মঙ্গলং।
স্ফুরদ্রাস-রসাবেশ-মদালস-বিলোচনং ॥ ২১ ॥
কচিদ্ভক্তজনৈর্দিব্য-মাল্য-গন্ধানুলেপনৈঃ।
বেষ্টিতং রস-সঙ্গীতং গায়ন্তৌ রস-লালসং ॥ ২২ ॥
কচিদ্বাল্য-রসাবেশ-গঙ্গাতীর-বিহারিণং।
কচিদগায়তি গায়ন্তং নৃত্যন্তং কর-শব্দিতৈঃ ॥ ২৩ ॥
বদন্তং শব্দমত্যুচ্চৈঃ কুর্ব্বন্তং সিংহ-বিক্রমং।
কচিদাস্ফোট-হুঙ্কার-কম্পিতাশেষ-ভূতলং ॥ ২৪ ॥
সুগুপ্ত-গোপিকাভাব-প্রকাশিত-জগত্রয়ং।
প্রাপিতাশেষ-পুরুষ-স্ত্রী-স্বভাবমনাকুলং ॥ ২৫ ॥
নিজ-ভাব-রসাস্বাদ-বিবশৈকাদশেন্দ্রিয়ং।
বিদগ্ধ-নাগরী-ভাব-কলা-কেলি-মনোরমং ॥ ২৬ ॥
গদাধর-প্রেমভাব-কলাক্রান্ত-মনোরথং।
নরহরি-প্রেমরসাস্বাদ-বিহ্বল-মানসং ॥ ২৭ ॥
সর্ব্ব-ভাগবতাহূত-কান্তাভাব-প্রকাশকং।
প্রেম-প্রদান-ললিত-দ্বিভুজং ভক্ত-বৎসলং ॥ ২৮ ॥

প্রেমারাধ্য-পদদ্বন্দ্বং শ্রীপ্রেমভক্তি-মন্দিরং।
নিজ-ভাবরসোল্লাস-মুগ্ধীকৃত-জগত্রয়ং ॥ ২৯ ॥
স্বনাম-জপ-সংখ্যাভির্বৈষ্ণবীকৃত-ভূতলং।
নবদ্বীপ-জনানন্দং ভূদেব-জন-মঙ্গলং ॥ ৩০ ॥

অশেষ-জীব-সদ্ভাগ্য-ক্রম-সম্ভূত-সৎফলং।
ভয়ানুরাগ-সুস্নেহ-ভক্তি-গম্য-পদাম্বুজং ॥ ৩১ ॥
নটরাজ-শিরোরত্নং শ্রীনাগর-শিরোমণিং।
অশেষ-রসিক-স্ফূর্য্যন্মৌলি-ভূষণ-ভূষণং ॥ ৩২ ॥

রসিকানুগত-স্নিগ্ধ-বদনাব্জ-মধুব্রতং।
শ্রীমদ্দ্বিজ-কুলোত্তংসং নবদ্বীপ-বিভূষণং ॥৩৩ ॥
প্রেমভক্তি-রসোন্মত্তাদ্বৈত-সেব্য-পদাম্বুজং।
নিত্যানন্দ-প্রিয়তমং সর্ব্বভক্ত-মনোরথং ॥ ৩৪ ॥

ভক্তারাধ্যং ভক্তিসাধ্যং ভক্তরূপিণমীশ্বরং।
শ্রীনিবাসাদি-ভক্তাগ্রৈঃ স্তূয়মানং মুহুর্মুহুঃ।
সার্ব্বভৌমাদিভির্বেদশাস্ত্রাগম-বিশারদৈঃ ॥ ৩৫ ॥

য এবং চিন্তয়েদ্দেবদেবেশং প্রযতোঽনিশং।
সংস্তৌতি ভক্তিভাবেন ত্রিসন্ধ্যং নিত্যমেব চ ॥ ৩৬ ॥
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং শ্রীভাগবতমুত্তমং।
অর্থার্থী লভতে চার্থং কৃষ্ণ-সেবা-বিধৌ রতিং ॥ ৩৭ ॥
কামার্থী লভতে কামং প্রেমভক্তি-বিধানতঃ।
সংসার-বাসনা-মুক্তিং মোক্ষার্থী বিগত-স্পৃহঃ ॥ ৩৮ ॥

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কাম-সংসার-কৃন্তনীং।
কাব্যার্থী কবিতা-শক্তিং কৃষ্ণ-বর্ণন-শালিনীং ॥ ৩৯ ॥

অপুত্রো বৈষ্ণবং পুত্রং লভতে লোক-বন্ধুতাং।
আশ্রয়ার্থী লভেচ্ছান্তং শ্রীমদ্ভাগবতং গুরুং ॥ ৪০ ॥
শ্রীমচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদাম্বুজ-যুগে ভৃশং।
প্রেমানুরাগ-ললিতাং প্রেমভক্তিং লভেন্নরঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীলাবধুতাভিন্ন-শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু-বিরচিতঃ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রত্যঙ্গবর্ণনাখ্য-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-স্তোত্রং।

বনভুবি রবিকন্যা-স্বচ্ছ-কচ্ছালি-পালি-
ধ্বনিযুত-বরতীর্থ-দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জে।
সকনক-মণিবেদী-মধ্যমধ্যাধিরূঢ়ঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১ ॥

সুভগ-নব-শিখণ্ড-ভ্রাজদুষ্ণীষ-হারা-
ঙ্গদ-বলয়-সমুদ্রা-ধ্বান-মঞ্জীর-রম্যঃ।
বসন-ঘুসৃণ-চর্চ্চা-মালিকোদ্ভাসিতাঙ্গঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ২ ॥

কটিকৃত-বরভঙ্গ-ন্যস্ত-জঙ্ঘান্যজঙ্ঘঃ
করযুগ-ধৃত-বংশীং ন্যস্য বিম্বাধরাগ্রে।

সুমধুরমতি তির্য্যগ্‌গ্রীবয়া বাদয়ংস্তাং
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৩ ॥

বিধিকৃত-বিধুসৃষ্টি-ব্যর্থতাকারি-বক্ত্র-
দ্যুতিলব-হৃত-রাধা-স্থূল-মানান্ধকারঃ।
স্মিত-লপিত-মধূল্যোন্মাদিতৈতদ্ধৃষীকঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৪ ॥

শরদুদিত-সরোজ-ব্রাত-বিত্রাসি-নেত্রা-
ঞ্চল-কুটিল-কটাক্ষৈর্ম্মন্দরোদ্দণ্ড-চালৈঃ।
ঝটিতি মথিত-রাধা-স্বান্ত-দুগ্ধার্ণবান্তঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৫ ॥

কুটিল-চটুল-চিল্লীবল্লি-লাস্যেন লব্ধ-
প্রথিত-সকল-সাধ্বী-ধর্ম্মরত্ন-প্রসাদঃ।
তিলকবদলিকেন ধ্বস্ত-কামেষু-চাপঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৬ ॥

শুকযুব-বরচঞ্চু-প্রাংশু-নাসাংশু-সিন্ধৌ
জনিত-কুলবধূটী-দৃষ্টি-মৎস্যী-বিহারঃ।
স্মিতলব-যুত-রাধা-জল্প-মন্ত্রোন্মদান্তঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৭ ॥

বিকসদধর-বন্ধূকান্তরুড্ডীয় গন্ধৈঃ
পতিতমুপ বিধর্ত্তুং রাধিকা-চিত্তভৃঙ্গং।

দশন-রুচি-গুণাগ্রে দত্ত-তৎ-সীধুচারঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৮ ॥

শ্রবণ-মদনকন্দ-প্রেক্ষণোড্ডীন-রাধা-
ধৃতি-বিভব-বিহঙ্গে ন্যস্ত-নেত্রান্ত-বাণঃ।
অলক-মধুপ-দত্ত-দ্যোত-মাধ্বীক-সত্রঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৯ ॥

পরিমল-রুচি-পালী-শালি-গান্ধর্ব্বিকোষ্ঠ-
ন্মুখকমল-মধূলী-পান-মত্ত-দ্বিরেফঃ।
মুকুরজয়ি-কপোলে মৃগ্য-তচ্চুম্ব-বিম্বঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১০ ॥

মকর-মুখ-সদৃক্ষ-স্বর্ণবর্ণাবতংস-
প্রচলন-হৃত-রাধা-সর্ব্ব-শারীর-ধর্ম্মঃ।
তদতিচল-দৃগন্ত-স্বস্থবংশে ধৃতাক্ষঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১১ ॥

হরিমণি-কৃত-শঙ্খ-শ্লাঘিতোল্লঙ্ঘি-লেখা-
ত্রয়-রুচি-বৃত-কণ্ঠস্তোপকণ্ঠে মণীন্দ্রং।
দধদিহ পরিরব্ধুং রাধিকাং বিস্মিতাঙ্ক
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১২ ॥

কুবলয়-কৃত-বক্ষস্তল্লমুচ্চং দধানঃ
শ্রম-বিলুলিত-রাধা-স্বাপনায়ৈব নব্যং।

ভুজ-যুগমপি দিব্যং তৎ-প্রকাণ্ডোপধানং
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৩ ॥

রুচির-জঠরপত্রে চিত্র-নাভীতটোত্থ-
গুমুরুহততি-নাম্নীং বল্লবী-বৃন্দ-ভুক্ত্যৈ।
স্মরনৃপতি-সমুদ্র-স্বাক্ষরালীং দধানঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৪ ॥

যুবতি-হৃদলসেভ-প্রৌঢ়-বন্ধায় কাম-
স্থপতি-চিত-রসোরুস্তম্ভ-প্রভাভিরামঃ।
মরকত-কট-জৈত্র-ক্ষুল্ল-জানু-প্রসন্নঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৫ ॥

প্রণয়-নব-মধূনাং পানমাত্রৈক-গত্যাঃ
সকল-করণ-জীব্যং রাধিকা-মত্তভৃঙ্গ্যাঃ।
অরুণ-চরণ-কঞ্জ-দ্বন্দ্বমুল্লাস্য পশ্যন্
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৬ ॥

অতুল-বিলসদঙ্গশ্রেণি-বিন্যাসভঙ্গ্যা
গ্লপিত-মদনকোটি-স্ফার-সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তিঃ।
বল-লব-হৃত-মত্তাপার-পারীন্দ্র-দর্পঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৭ ॥

তরণি-দুহিতৃ-কচ্ছে স্বচ্ছ-পাথোদ-ধামা
সমুদিত-নব-কামাভীর-রামাবলীনাং।

তড়িদতি-রুচি-বাহু-স্ফূর্জ্জদংসোঽতিজৃম্ভন্
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৮ ॥

নব-তরুণিম-ভট্টাচার্য্য-বর্য্যেণ শাস্ত্রং
মনসিজ-মুনি-কৢপ্তং ন্যায়মধ্যাপিতাভিঃ।
নবনব-যুবতীভির্বিভ্রদ্‌গ্রাহমস্মিন্
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৯ ॥

রতিমতিরচয়ন্ত্যা রাধিকা-নর্ম্মকান্ত্যা
স্থগিত-বচন-দর্পঃ স্ফারিতান্য-প্রসঙ্গঃ।
খরমতি-ললিতাস্যে কিঞ্চিদঞ্চৎ-স্মিতাক্ষঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ২০ ॥

সবিধ-রমিত-রাধঃ সাগ্রজ-স্নিগ্ধ-রূপ-
প্রণয়-রুচির-চন্দ্রঃ কুঞ্জখেলা-বিতন্দ্রঃ।
রচিত-জন-চকোর-প্রেম-পীযূষ-বর্ষঃ
স্ফুরতি মদন-পূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ২১ ॥

মদনবলিত-গোপালস্য যঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি সুমতিরুদ্যদ্দৈন্য-বন্যাভিষিক্তঃ।
স খলু বিষয়-রাগং সৌরিভাগং বিহায়
প্রতিজনি লভতে তৎ-পাদ-কঞ্জানুরাগং ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীমদনগোপাল-স্তোত্রং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রং।

বপুরতুল-তমাল-স্ফীত-বাহূরুশাখো-
পরি ধৃত-গিরিবর্য্য-স্বর্ণবর্ণৈক-গুচ্ছঃ।
কটিকৃত-পরহস্তারক্ত-শাখাগ্র-হৃচ্ছঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ১ ॥

রুচির-দৃগভিধানে পঙ্কজে ফুল্লয়ন্তং
সুভগ-বদনগাত্রং চিত্রচন্দ্রং দধানঃ।
বিলসদধর-বিম্ব-ভ্রায়ি-নাসা-শুকৌষ্ঠঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ২ ॥

চল-কুটিলতর-ভ্রূকার্ম্মুকান্তর্দৃগস্ত-
ক্রমণ-নিশিতবাণং-শীঘ্রঘাণং দধানঃ।
দরয়িতুমিব-রাধাধৈর্য্য-পারীন্দ্রবর্য্যং
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৩ ॥

অসুলভমিহ রাধাবক্ত্র-চুম্বং বিজান-
ন্নিব বিলসিতুমেতচ্ছায়য়াপি প্রদূরাৎ।
মুকুর-যুগলমচ্ছং গণ্ডদম্ভেন বিভ্রৎ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৪ ॥

রুচি-নিকর-বিরাজদ্দাড়িমী-পক্কবীজ-
প্রকর-বিজয়ি-দন্তশ্রেণী-সৌরভ্যবাতৈঃ।

রচিত-যুবতি-চেতঃ-কীরজিহ্বাতি-লৌল্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৫ ॥

বচন-মধু-রসানাং পায়নৈর্গোপরামা-
কুলমুরুধৃত-ধামাপ্যুন্মদীকৃত্য কামং।
অভিমত-রতিরত্নাস্বাদদানস্ততো দ্রাক্
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৬ ॥

কুবলয়-নিভ-ভালে কৌঙ্কুম-দ্রাব-পুণ্ড্রং
দধদিব ঘনষণ্ডে নিশ্চলচ্চঞ্চলাগ্রং।
রচয়িতুমিব সাধ্বী-কীর্ত্তি-মুগ্ধালি-ভীতিং
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৭ ॥

শ্রবণ-মদন-রজ্জ্ব সজ্জয়ঁল্লজ্জি-রাধা-
নয়ন-চল-চকোরৌ বদ্ধুমুৎকঃ কিশোরৌ।
কৃত-মকর-বতংস-স্নিগ্ধ-চন্দ্রাংশু-চারঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৮ ॥

যুবতি-করণ-রত্নব্রাতমাচ্ছিদ্য নেত্র-
ভ্রমণ-পটু-ভটৈস্তং স্বস্য হৃৎ-সৌধ-মধ্যে।
গরুড়মণি-কবাটেনোরসাঘুষ্য হৃষ্টঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৯ ॥

ত্রিবলি-ললিত-তুন্দ-স্যন্দি-নাভী-হ্রদোত্থ-
তনুরুহততি-সর্পীমত্র বিভ্রাণ উগ্রাং।

যুবতী-পতি-ভয়াধু-গ্রাসনায়েব সন্থঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥ ১০॥

মরকত-কৃতরম্ভা-গর্ব্ব-সর্ব্বঙ্কষোরু-
দ্বয়মুরু-রস-ধাম প্রেয়সীনাং দধানঃ।
স্ফুরদবিরল-পুষ্ট-শ্রোণি-ভারাতি-রম্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥ ১১॥

মদন-মণিবরালী-সংপুট-ফুল্লজানু-
দ্বয়-সুললিত-জঙ্ঘা-মঞ্জু-পাদাব্জযুগ্মঃ।
বিবিধ-বসন-ভূষা-ভূষিতাঙ্গঃ সুকণ্ঠঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥ ১২॥

কলিত-বপুরিব শ্রীবিট্ঠল-প্রেমপুঞ্জঃ
পরিজন-পরিচর্য্যা-ধৈর্য্য-পীযূষ-পুষ্টঃ।
দ্যুতি-ভর-জিত-মাদ্যন্মন্মথোদ্যৎ-সমাজঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥ ১৩॥

বিবিধ-ভজন-পুষ্পৈরিষ্টনামানি গৃহ্নন্
পুলকি-তনুরিহ শ্রীবিট্ঠলস্যোরু-সখ্যৈঃ।
প্রণয়-মণিসরং স্বং হস্ত তস্মৈ দদানঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥ ১৪॥

গিরিকুল-পতি-পট্টোল্লাসি-গোপালরাজ-
স্তুতি-বিলসিত-পদ্যাষ্ট্যষ্টক-প্রেমদানি।

নটয়তি রসনাগ্রে শ্রদ্ধয়া নির্ভরং যঃ
স সপদি লভতে তৎ-প্রেমরত্নং প্রসাদং ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য প্রণামপ্রণয়াখ্যস্তবঃ।

কন্দর্প-কোটি-রম্যায় স্ফুরদিন্দীবর-ত্বিষে।
জগন্মোহন-লীলায় নমো গোপেন্দ্র-সূনবে ॥ ১ ॥
কৃষ্ণলা-কৃত-হারায় কৃষ্ণ-লাবণ্যশালিনে।
কৃষ্ণা-কূল-করীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বানন্দ-কদম্বায় কদম্ব-কুসুম-স্রজে।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারি-কনীয়সে ॥ ৩ ॥
কুণ্ডল-স্ফুরদংসায় বংশায়ত্ত-মুখশ্রিয়ে।
রাধা-মানস-হংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥
নমঃ শিখণ্ড-চূড়ায় দণ্ড-মণ্ডিত-পাণয়ে।
কুণ্ডলীকৃত-পুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৫ ॥
রাধিকা-প্রেম-মাধ্বীক-মাধুরী-মুদিতান্তরং।
কন্দর্প-বৃন্দ-সৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥ ৬ ॥
শৃঙ্গার-রস-শৃঙ্গারং কর্ণিকারাত্ত-কর্ণিকং।
বন্দে শ্রিয়া নবাভ্রাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিং ॥ ৭ ॥

সাধ্বীব্রত-মণিব্রাত-পশ্যতোহর-বেণবে।
কহ্লার-কৃত-চূড়ায় শঙ্খচূড়-ভিদে নমঃ॥ ৮॥
রাধিকাধর-বন্ধূক-মকরন্দ-মধুব্রতং।
দৈত্য-সিন্ধুর-পারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্র-নন্দনং॥ ৯॥
বর্হেন্দ্রায়ুধ-রম্যায় জগজ্জীবন-দায়িনে।
রাধা-বিদ্যুদ্বৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ॥ ১০॥
প্রেমান্ধ-বল্লবী-বৃন্দ-লোচনেন্দীবরেন্দবে।
কাশ্মীর-তিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে॥ ১১॥
গীর্ব্বাণেশ-মদোদ্দাম-দাব-নির্ব্বাণ-নীরদং।
কন্দূকীকৃত-শৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুল-বান্ধবং॥ ১২॥
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মন্তুগ্রাব-ভরার্দ্দিতঃ।
দুষ্টে কারুণ্য-পারীণ! ময়ি কৃষ্ণ! কৃপাং কুরু॥ ১৩॥
আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহং।
ত্বৎকারুণ্য-প্রতীক্ষ্যোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব!॥ ১৪॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য প্রণাম-প্রণয়াখ্যস্তবঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য প্রণামপ্রণয়াখ্য-স্তবের অনুবাদ।

যিনি কোটি কোটি কন্দর্পের ন্যায় রমণীয়, যাঁহার অঙ্গকান্তি বিকশিত নীলপদ্ম-সদৃশ ও যিনি স্বীয় লীলা দ্বারা

ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যিনি গুঞ্জাহারে বিভূষিত, ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় যাঁহার লাবণ্য এবং যিনি কালিন্দী-তীরে মাতঙ্গের ন্যায় ক্রীড়া করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

যিনি অখিল আনন্দের কারণ-স্বরূপ, কদম্ব-কুসুম-মালায় যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত এবং যিনি ভক্তগণের প্রেম দ্বারা বশীভূত হয়েন, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

দোদুল্যমান কুণ্ডল দ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ সুশোভিত, বংশীবাদন নিমিত্ত ঈষৎ বক্রীকৃত মুখমণ্ডল দ্বারা যিনি শোভা পাইতেছেন, যিনি শ্রীরাধার মানস-রূপ সরোবরে হংসের ন্যায় বিহার করেন এবং যিনি নিখিল ব্রজবাসিবৃন্দের শিরো-ভূষণ স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

ময়ূর-পুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি গো-রক্ষণের নিমিত্ত করতলে রত্ন-খচিত দণ্ড ধারণ করিয়াছেন এবং কুসুম-নির্ম্মিত কুণ্ডলে যাঁহার কর্ণযুগল অলঙ্কৃত, সেই পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ মকরন্দের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত ও যিনি কোটী কোটী কন্দর্পের ন্যায় সৌন্দর্য্যান্বিত, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৬ ॥

যিনি শৃঙ্গার রসের ভূষণ-স্বরূপ, যিনি কর্ণিকার-কুসুম দ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন এবং যাঁহাকে দেখিলে নবীন মেঘের উদয় হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

যাঁহার বংশী ব্রজ-সতীগণের ধর্ম্মনিষ্ঠারূপ রত্ননিচয় অপহরণ করে, সুগন্ধি পদ্মপুষ্প দ্বারা যাঁহার চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছে এবং যিনি শঙ্খচূড় নামক কংস-ভৃত্যের নিহন্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধিকার অধর-রূপ বন্ধূকপুষ্পের (বাঁধুলি ফুলের) মকরন্দ-পানে যিনি ভ্রমর-স্বরূপ এবং যিনি দানবরূপ মাতঙ্গ-গণের পক্ষে সিংহ-স্বরূপ, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ নবীন-মেঘ ময়ূরপুচ্ছ-রূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা রমণীয় হইয়াছেন, যিনি জগতের জীবন-দাতা এবং শ্রীরাধিকা-রূপ বিদ্যুন্মালায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

যিনি প্রেমান্ধ ব্রজবনিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্র-স্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কুম-রচিত তিলকে সুশোভিত, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবল গর্ব্বরূপ দাবানল-নির্ব্বাপণে নবীন-মেঘ-স্বরূপ এবং যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-

কন্দুকের ন্যায় উত্তোলিত করিয়াছিলেন, সেই গোকুল-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি॥ ১২॥

হে কৃষ্ণ। হে দয়ার সাগর। আমি অপরাধ-রূপ পাষাণ-ভার-গ্রস্ত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব কৃপা করিয়া এই মন্দ ব্যক্তিকে উদ্ধার কর॥ ১৩॥

হে মাধব! আমি শত শত অপরাধের আধার এবং অজ্ঞান-প্রভাবে হতচিত্ত; আমি এক্ষণে তোমার কারুণ্য প্রতীক্ষা করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥ ১৪॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য প্রণাম-প্রণয়াখ্যস্তবের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহরিকুসুমস্তবকঃ।

শ্রীশ্রীহরয়ে নমঃ।

গতি-গঞ্জিত-মত্ততর-দ্বিরদং, রদ-নিন্দিত-সুন্দর-কুন্দ-মদং।
মদনার্ব্বুদ-রূপ-মদঘ্ন-রুচিং, রুচির-স্মিত-মঞ্জরি-মঞ্জু-মুখং॥ ১॥
মুখরীকৃত-বেণুহৃত-প্রমদং, মদ-বল্গিত-লোচন-তামরসং।
রসপূর-বিকাসক-কেলিপরং, পরমার্থ-পরায়ণ-লোক-গতিং॥ ২॥
গতি-মণ্ডিত-যামুন-তীরভুবং, ভুবনেশ্বর-বন্দিত-চারু-পদং।
পদকোজ্জ্বল-কোমল-কণ্ঠরুচং, রুচকান্ত-বিশেষক-বক্তৃতরং॥ ৩॥

তরল-প্রচলাক-পরীত-শিখং, শিখরীন্দ্র-ধৃতি-প্রতিপন্ন-ভুজং।
ভুজগেন্দ্র-ফণাঙ্গন-রঙ্গধরং, ধর-কন্দর-খেলন-লুব্ধহৃদং ॥ ৪ ॥
হৃদয়ালু-সুহৃদ্গণ-দত্ত-মহং, মহনীয়-কথাকুল-ধৃত-কলিং।
কলিতাখিল-দুর্জ্জয়-বাহুবলং, বল-বল্লব-শাবক-সন্নিহিতং ॥ ৫ ॥
হিত-সাধু-সমীহিত-কল্পতরুং, তরুণীগণ-নূতন-পুষ্পশরং।
শরণাগত-রক্ষণ-দক্ষতমং, তমসাধু-কুলোৎপল-চণ্ডকরং ॥ ৬ ॥
করপদ্ম-মিলৎ-কুসুম-স্তবকং, বক-দানব-মত্ত-করীন্দ্র-হরিং।
হরিণীগণ-হারক-বেণুকলং, কলকণ্ঠ-রবোজ্জ্বল-কণ্ঠরণং ॥ ৭ ॥
রণ-খণ্ডিত-দুর্জ্জন-পুণ্যজনং, জন-মঙ্গল-কীর্ত্তিলতা-প্রভবং।
ভবসাগর-কুম্ভজ-নামগুণং, গুণসঙ্গ-বিবর্জ্জিত-ভক্তগণং ॥ ৮ ॥
গণনাতিগ-দিব্য-গুণোল্লসিতং, সিতরশ্মি-সহোদর-বক্ত্রবরং।
বরদৃপ্ত-বৃষাসুর-দাব-ঘনং, ঘন-বিভ্রম-বেশ-বিহারময়ং ॥ ৯ ॥

ময়পুত্র-তমঃ-ক্ষয়-পূর্ণবিধুং
বিধুরীকৃত-দানব-রাজ-কুলং।
কুল-নন্দনমত্র নমামি হরিং ॥ ১০ ॥

উরসি পরিস্ফুরদিন্দিরমিন্দিন্দির-মন্দির-স্রজোল্লসিতং।
হরিমঙ্গনাতি-মঙ্গলমঙ্গ-লসচ্চন্দনং বন্দে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতঃ শ্রীশ্রীহরিকুসুমস্তবকঃ সম্পূর্ণঃ।

শ্রীশ্রীহরিকুসুমস্তবকের অনুবাদ।

যাঁহার গতি মত্ত মাতঙ্গের মনোহর গতিকেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি কুন্দকুসুমের সৌন্দর্য্যকেও পরাভব করিতেছে, যাঁহার অঙ্গকান্তি কোটী কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে, যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল মৃদু-মধুর হাস্যে অতি মনোহর শোভা পাইতেছে ॥ ১ ॥

যিনি বংশীধ্বনি দ্বারা সুন্দরীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, যৌবন-মদে যাঁহার নয়ন-যুগল মনোহর অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, যাঁহার লীলা হাস্যাদি বিবিধ রস-তরঙ্গ বিকাশ করিতেছে, যিনি পরমার্থ-পরায়ণ ভক্তগণের একমাত্র গতি ॥ ২ ॥

যাঁহার ধ্বজ-বজ্রাদি চরণ-চিহ্ন দ্বারা শ্রীযমুনার তীরভূমি অলঙ্কৃত হইয়াছে, যাঁহার পরম সুন্দর চরণ-যুগল ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইতেছে, যাঁহার সুকোমল-কণ্ঠ-দ্যুতি পদকালঙ্কারে সমুজ্জ্বল, গোরোচনা-রচিত তিলকে যাঁহার ললাটদেশ পরম মনোহর হইয়াছে ॥ ৩ ॥

চঞ্চল ময়ুরপুচ্ছ দ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত, যিনি বাম হস্তে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, যিনি ফণিরাজ কালিয়ের মস্তকে নৃত্য করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত পর্ব্বত-কন্দরে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক ॥ ৪ ॥

যিনি সহৃদয় সুহৃদ্‌বৃন্দকে সর্ব্বদা উৎসবান্বিত করেন, যাঁহার মহামহিমান্বিত কথা-প্রসঙ্গে কলি-কলুষ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয়, যাঁহার বাহুবল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অজেয়, যিনি বলদেব ও ব্রজবালকগণের নিকট সর্ব্বদা বিরাজমান॥ ৫ ॥

যিনি অনুগত ভৃত্যমণ্ডলীর পক্ষে বাঞ্ছাকল্পতরু, যিনি যুবতীগণের পক্ষে নবীন-কন্দর্প-স্বরূপ, যিনি শরণাগত-রক্ষণে পরম নিপুণ, যিনি দৈত্যকুল-নলিনীসমূহকে বিশীর্ণ করিবার পক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড স্বরূপ অর্থাৎ যিনি দুষ্টদলনে বিশেষ তৎপর ॥ ৬ ॥

যাঁহার করকমল কুসুম-স্তবকে সুশোভিত, যিনি বকাসুর-রূপ মত্ত মাতঙ্গের পক্ষে কেশরী-স্বরূপ, যাঁহার মধুর মুরলী-রব হরিণীগণকে বিমোহিত করে, যাঁহার কণ্ঠস্বর কোকিলের ধ্বনি অপেক্ষাও সুমধুর ॥ ৭ ॥

যিনি যুদ্ধে দুষ্ট রাক্ষসগণকে ধ্বংস করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ জগতের কল্যাণ বিধান করিতেছে, যাঁহার নামের গুণ ভবসমুদ্র-শোষণে অগস্ত্যমুনি-স্বরূপ অর্থাৎ যাঁহার নামের গুণে অবলীলাক্রমে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যাঁহার ভক্তগণ প্রকৃতি-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত ॥ ৮ ॥

যিনি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি অসংখ্য দিব্য-গুণগণ-মণ্ডিত, যাঁহার বদনমণ্ডল শশধর-সদৃশ মনোহর, যিনি বৃষাসুর রূপ দাবানল-নির্ব্বাপণে জলধর-সদৃশ, যিনি সাতিশয় বিলাস-

পরায়ণতা প্রযুক্ত তদুচিত বেশভূষা ধারণ করিয়া নিকুঞ্জ-বিহারে তৎপর ॥ ৯ ॥

যিনি ময়দানব-পুত্র ব্যোমাসুর-রূপ অন্ধকার ধ্বংস করিতে পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ ও যাঁহা হইতে দানব-রাজ-কুল অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি দৈত্যকুল দলন করিয়াছেন, স্ববংশের আনন্দ-দাতা সেই শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

যাঁহার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমান, যিনি অলিকুলাকীর্ণ বৈজয়ন্তী মালায় সুশোভিত, যিনি যুবতীবৃন্দের চিত্ত-রঞ্জনকারী এবং যাঁহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনালিপ্ত, সেই শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীহরিকুসুমস্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধিকায়া আনন্দচন্দ্রিকাখ্য-দশনাম-স্তোত্রং।

রাধা দামোদর-প্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী।
সমস্ত-বল্লবী-বৃন্দ-ধম্মিলোত্তংস-মল্লিকা ॥ ১ ॥
কৃষ্ণ-প্রিয়াবলী-মুখ্যা গান্ধর্ব্বা ললিতা-সখী।
বিশাখা-সখ্য-সুখিনী হরি-হৃদ্ভৃঙ্গ-মঞ্জরী ॥ ২ ॥

ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা দশনাম-মনোরমাং।
আনন্দচন্দ্রিকাং নাম যো রহস্যাং স্তুতিং পঠেৎ॥ ৩॥
স ক্লেশরহিতো ভূত্বা ভূরি-সৌভাগ্য-ভূষিতঃ।
ত্বরিতং করুণা-পাত্রং রাধা-মাধবয়োর্ভবেৎ॥ ৪॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং আনন্দচন্দ্রিকাখ্যং
শ্রীশ্রীরাধিকা-দশনাম-স্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রং।

মধু-মধুর-নিশায়াং জ্যোতিরুদ্ভাসিতায়াং
সিত-কুসুম-সুবাসাঃ কঞ্চু-কর্পূরভূষা।
সুবল-সখমুপেতা দূতিকা-ন্যস্ত-হস্তা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং॥ ১॥

স্মর-গৃহমবিশন্তী বাম্যতো ধাম গন্তুং
শরণিমনুসরন্তী তেন সংরুধ্য তূর্ণং।
বল-সবলিত-কাকা লম্ভিতান্তঃস্মিতাক্ষী
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং॥ ২॥

মুদির-রুচির-বক্ষস্যুন্নতে মাধবস্য
স্থিরচর-বর-বিদ্যুদ্বল্লিবল্লি-তল্পে।

ললিত-কনক-যূথী-মালিকাবচ্ছ ভান্তী
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৩ ॥

স্মর-বিলসিত-তল্পে জল্পলীলামনল্পাং
ক্রমকৃতি-পরিহীনাং বিভ্রতী তেন সার্দ্ধং।
মিথ ইব পরিরম্ভারম্ভ-বৃত্ত্যেক-বর্ম্মা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৪ ॥

প্রমদ-মদন-যুদ্ধ-শ্রান্তিতঃ কান্ত-কৃষ্ণ-
প্রচুর-সুখদ-বক্ষঃ-স্ফার-তল্পে স্বপন্তী।
রস-মুদিত-বিশাখা-জীবিতাদ্ধা-সমৃদ্ধা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৫ ॥

অপি বত সুরতান্তে প্রৌঢ়ি-সৌভাগ্য-দৃপ্যৎ-
প্রণয়-ধৃত-সুসখ্যোন্মাদ-মত্তোরু-গর্ব্বৈঃ।
দর-গদিত-মুকুন্দাকল্পিতাকল্প-তল্পা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৬ ॥

স্মর-দয়িত-নিকুঞ্জ-প্রাঙ্গণে ব্যবহাস্ত্যাং
ব্রজ-নব-যুবরাজং বক্রিমাড়ম্বরেণ।
সদসি পরিভবন্তী সংস্তুতালী-কুলেন
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৭ ॥

ক্বচন চ দর-দোষাদ্দৈবতঃ কৃষ্ণ-জাতাৎ
সপদি বিহিত-মানা মৌনিনী তত্র তেন।

প্রকটিত-পটু-চাটু-প্রার্থ্যমান-প্রসাদা
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৮ ॥

পিতুরিহ বৃষভানোর্ভাগ্যভঙ্গী বকারেঃ
প্রণয়-বিপিন-ভৃঙ্গী সঙ্গিনী তস্য দেবি!।
নিজগণ-কুমুদালেঃ কৌমুদী হা কৃপাব্ধে!
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ৯ ॥

নিরবধি-গুণসিন্ধো! ভদ্রসেনাদি-বন্ধো!
নিরুপম-গুণবৃন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মৌলে!।
অতি-কদন-সমুদ্রে মজ্জতো হা কৃপাদ্রে!
ক্ষণমপি মম রাধে! নেত্রমানন্দয় ত্বং ॥ ১০ ॥

নটয়তি রুচি-নান্দীমুন্নয়ন্ সূত্রধার-
প্রবর ইব রসজ্ঞা-নর্ত্তকীং রঙ্গরূপে।
রসবতি দশকেঽস্মিন্ প্রেমপূরাভিধে যঃ
স সপদি লভতে তৎ-দ্বন্দ্বরত্ন-প্রসাদং ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ

প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রের অনুবাদ।

হে রাধে! বসন্তকালীন জ্যোৎস্না-বিকশিত মধুর রজনীতে শুভ্র-কুসুম-সদৃশ বসন ও কর্পূর-সদৃশ ধবল ভূষণ সমূহ পরিধান করতঃ, সুবল সখার অনুগামিনী হইয়া, বৃন্দাদূতীর স্কন্ধে হস্তারোপণ পূর্ব্বক, যখন তুমি অভিসার করিবে, তখন ক্ষণমাত্রও দর্শন দিয়া আমার নয়ন-যুগলের আনন্দ বিধান করিও ॥ ১ ॥

হে রাধে! তুমি বাম্যভাব বশতঃ কন্দর্প-কেলিকুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া নিজ-গৃহে গমন করিবার পথে যাইতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক অবিলম্বে তোমার গতিরোধ করিয়া, বিবিধ দৈন্য-বচনে সন্তুষ্ট করতঃ, যখন তোমাকে বিলাস-কুঞ্জে পুনরায় আনয়ন করিবেন, তখন তোমার বদন-কমলে ঈষৎ হাস্যের উদয় হইবে; হে সুন্দরি! তুমি তদবস্থায় ক্ষণকালের জন্যও দর্শন দিয়া আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত করিও ॥ ২ ॥

হে রাধে! যখন তুমি মল্লিকা-কুসুম-নির্ম্মিত শয্যায় নব-জলধর-সদৃশ মনোহর শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষঃস্থলে স্থির বিদ্যুল্লতা ও মনোহর সুবর্ণ-যূথিকার মালার ন্যায় শোভা পাইতে থাকিবে,

তাদৃশাবস্থায় ক্ষণকালের নিমিত্তও দর্শন দিয়া আমার নেত্র-যুগলকে হর্ষান্বিত করিও ॥ ৩ ॥

হে রাধে! কন্দর্প-বিহারোচিত শয্যায় প্রাণবল্লভের সহিত যদৃচ্ছা হাস্য পরিহাস করিতে করিতে, নিরতিশয় সুখানুভব পূর্ব্বক, যখন তোমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাদৃশাবস্থায় ক্ষণকালের জন্যও দর্শন দিয়া আমার নয়ন-দ্বয়কে পুলকিত করিও ॥ ৪ ॥

হে রাধে! সাতিশয় উন্মত্ততা সহকারে কন্দর্প-যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, তুমি প্রাণবল্লভের প্রচুর-সুখদায়ক বিশাল বক্ষঃস্থলরূপ বিস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক, তাঁহার সহিত মধুর রসালাপ করিতে থাকিলে, তচ্ছ্রবণে যে বিশাখা সখী বিপুল হর্ষান্বিত হন, সেই বিশাখার জীবনধন তুমি ক্ষণকালের জন্যও দর্শন দিয়া আমার নেত্রদ্বয়কে পরিতৃপ্ত কর ॥ ৫ ॥

হে রাধে! সুরতাবসনে যখন তুমি সুসৌভাগ্যোদ্দীপ্ত-প্রণয়শালিনী ললিতা-দেবীর প্ররোচনায় অতীব গর্ব্বে বিচিত্ররূপে গর্ব্বান্বিত হইয়া ও তদ্দ্বারা সামান্যরূপে উপদিষ্ট হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় বেশ ও শয্যা বিরচিত করাইয়া লইবে, তাদৃশাবস্থায় ক্ষণকালের নিমিত্তও দর্শন দিয়া আমার নেত্রদ্বয়ের আনন্দ বিধান করিও ॥ ৬ ॥

হে রাধে! কন্দর্পের প্রিয়তম-নিকুঞ্জগৃহ-প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট-পরিহাসযুক্ত সভামধ্যে তুমি বিবিধ বক্রোক্তি দ্বারা ব্রজ-নব-

যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিলে, সখীগণ সম্যক্‌রূপে তোমার স্তব করিতে থাকিবেন; তাদৃশাবস্থায় ক্ষণকালের জন্যও দর্শন দিয়া আমার নয়ন-যুগলের তৃপ্তি সাধন করিও ॥ ৭॥

হে রাধে! কোনও সময়ে দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণের অত্যল্প অপরাধ বশতঃ তুমি মান-ভরে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে, তিনি তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, বিবিধ চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতে থাকিবেন; তাদৃশাবস্থায় তুমি ক্ষণকালের জন্যও দর্শন দিয়া আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত করিও ॥ ৮ ॥

হে কৃপাময়ি রাধে! তুমি এই ব্রজপুরে স্বীয় পিতা বৃষভানু-রাজার ভাগ্যের চমৎকার-মূর্ত্তি-স্বরূপা এবং তুমি বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-কাননের ভৃঙ্গী-স্বরূপা অর্থাৎ তুমি সতত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসমুদ্রে নিমগ্না। হে লীলাময়ি দেবি! তুমি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনী এবং তুমি স্বীয় সখীরূপ কুমুদপুষ্প সমূহের কৌমুদী-স্বরূপা অর্থাৎ সখীগণের প্রাণতুল্যা; অতএব তুমি ক্ষণকালের জন্যও দর্শন দিয়া আমার নেত্রদ্বয়ের আনন্দ বিধান কর ॥ ৯ ॥

হে রাধে! হে অশেষ-গুণ-জলনিধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের আদি বন্ধু এবং তুমি নিরুপম-গুণশালিনী সখীবৃন্দের মুকুটমণি-স্বরূপা। হে দয়াময়ি! আমি অতীব দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; তুমি ক্ষণকালের জন্যও দর্শন দিয়া আমার নেত্রদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি এই রসপূর্ণ "প্রেমপূরাভিধ" দশকরূপ রঙ্গালয়ে রুচিরূপ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক প্রধান সূত্রধারের (নটের) ন্যায় জিহ্বারূপ নটিনীকে নৃত্য করান অর্থাৎ যিনি প্রীতি সহকারে এই "প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্র" পাঠ করেন, তিনি শীঘ্রই সেই শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলরত্নের প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন ॥১১॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ

প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহাং।
সখী-প্রণয়-সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাং ॥ ১ ॥
কারুণ্যামৃত-বীচিভিস্তারুণ্যামৃত-ধারয়া।
লাবণ্যামৃত-বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং ॥ ২ ॥
হ্রী-পট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য-ঘুসৃণাঞ্চিতাং।
শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তূরী-বিচিত্রিত-কলেবরাং ॥ ৩ ॥
কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদ-গদ্গদ-রক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥

কণ্ঠালঙ্কৃতি-সংশ্লিষ্টাং গুণালী-পুষ্পমালিনীং।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥ ৫ ॥
প্রচ্ছন্ন-মান-ধম্মিল্লাং সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণ-নাম-যশঃ-শ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাং ॥ ৬ ॥
রাগ-তাম্বূল-রক্তোষ্ঠীং প্রেম-কৌটিল্য-কজ্জলাং।
নর্ম্ম-ভাষিত নিঃস্যন্দ-স্মিত-কর্পূর-বাসিতাং ॥ ৭ ॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাং ॥ ৮ ॥
প্রণয়-ক্রোধ-সচ্চোলী-বন্ধ-গুপ্তীকৃত-স্তনাং।
সপত্নী-বক্ত্র-হৃচ্ছোষি-যশঃ-শ্রীকচ্ছপী-রবাং ॥ ৯ ॥
মধ্যতাত্মসখী-স্কন্ধ-লীলা-ন্যস্ত-করাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যাম-স্মরামোদ-মধূলী-পরিবেষিকাং ॥ ১০ ॥
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃত-সেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥ ১১ ॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে! হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং ॥ ১২ ॥
প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকা-কৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতঃ
শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকা-স্তোত্রং।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশাভ্যাং নমঃ।

তিষ্ঠন্ বৃন্দাটবী-কুঞ্জে বিজ্ঞপ্তিং বিদধাত্যসৌ।
বৃন্দাটবীশয়োঃ পাদপদ্মেষু কৃপণো জনঃ॥ ১॥
নবেন্দীবর-সন্দোহ-সৌন্দর্য্যাস্কন্দন-প্রভং।
চারু-গোরোচনা-গর্ব্বগৌরব-গ্রাসি-গৌরভাং॥ ২॥
শাতকুম্ভ-কদম্বশ্রী-বিড়ম্বি-স্ফুরদম্বরং।
হরতা কিংশুকস্যাংশূনংশুকেন বিরাজিতাং॥ ৩॥
সর্ব্ব-কৈশারবদ্বৃন্দ-চূড়ারূঢ়-হরিন্মণিঃ।
গোষ্ঠাশেষ-কিশোরীণাং ধম্মিল্লোত্তংস-মল্লিকাং॥ ৪॥
শ্রীশমুখ্যাত্মরূপাণাং রূপাতিশয়ি-বিগ্রহং।
রমোজ্জ্বল-ব্রজবধূব্রজ-বিস্মাপি-সৌষ্ঠবাং॥ ৫॥
সৌরভ্যাহৃত-গান্ধর্ব্বং গন্ধোন্মাদিত-মাধবাং।
রাধারোধন-বংশীকং মহতী-মোহিতাচ্যুতাং॥ ৬॥
রাধা-ধৃতি-ধন-স্তেন-লোচনাঞ্চল-চাপলং।
দৃগঞ্চল-কলা-ভৃঙ্গী-দষ্ট-কৃষ্ণ-হৃদম্বুজাং॥ ৭॥
রাধা-গূঢ়-পরীহাস-প্রৌঢ়ি-নির্ব্বচনীকৃতং।
ব্রজেন্দ্রসুত-নর্ম্মোক্তি-রোমাঞ্চিত-তনূলতাং॥ ৮॥
দিব্য-সদগুণ-মাণিক্য-শ্রেণী-রোহণ-পর্ব্বতং।
উমাদি-রমণীব্যূহ-স্পৃহণীয়-গুণোৎকরাং॥ ৯॥

ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনাধীশ! ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরি!।
কাকুভির্বন্দমানোঽয়ং মন্দঃ প্রার্থয়তে জনঃ॥ ১০॥
যোগ্যতা মে ন কাচিদ্বাং কৃপা-লাভায় যদ্যপি।
মহাকৃপালু-মৌলিত্বাত্তথাপি কুরুতং কৃপাং॥ ১১॥
অযোগ্যে সাপরধেঽপি দৃশ্যন্তে কৃপয়াকুলাঃ।
মহাকৃপালবো হন্ত! লোকে লোকেশবন্দিতৌ॥ ১২॥
ভক্তের্বাং করুণাহেতোর্লেশাভাসোঽপি নাস্তি মে।
মহালীলেশ্বরতয়া তদপ্যত্র প্রসীদতং॥ ১৩॥
জনে দুষ্টেঽপ্যভক্তেঽপি প্রসীদন্তো বিলোকিতাঃ।
মহালীলা মহেশাশ্চ হা নাথৌ বহবো ভুবি॥ ১৪॥
অধমোঽপুত্তমং মত্বা স্বমজ্ঞোঽপি মনীষিণং।
শিষ্টং দুষ্টোঽপ্যয়ং জন্তুর্মন্তু-ব্যধিতো যদ্যপি॥ ১৫॥
তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্বামধীশৌ নাম-জল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দ-নিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতং॥ ১৬॥
যদক্ষম্যং নু যুবয়োঃ সদকৃদ্ভক্তি-লব্ধাদপি।
তদাগঃ কাপি নাস্ত্যেব কৃত্বাশাং প্রার্থয়ে ততঃ॥ ১৭॥
হন্ত! ক্লীবোঽপি জীবোঽয়ং নীতঃ কষ্টেন ধৃষ্টতাং।
মুহুঃ প্রার্থয়তে নাথৌ প্রসাদঃ কোঽপ্যুদঞ্চতু॥ ১৮॥
এষ পাপী রুদন্নুচ্চৈরাদায় রদনৈস্তৃণং।
হা নাথৌ নাথতি প্রাণী সীদত্যত্র প্রসীদতং॥ ১৯॥
হাহা-রাবমসৌ কুর্ব্বন্ দুর্ভগো ভিক্ষতে জনঃ।
এতাং মে শৃণুতং কাকুং কাকুং শৃণুতমীশ্বরৌ॥ ২০॥

যাচে ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য হাহা কাকুভিরাকুলঃ।
প্রসীদতমযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ করুণার্ণবৌ ॥ ২১ ॥
ক্রোশত্যার্ত্তস্বরৈরাস্তে ন্যস্যাঙ্গুষ্ঠমসৌ জনঃ।
কুরুতং কুরুতং নাথৌ করুণা-কণিকামপি ॥ ২২ ॥
বাচেহ দীনয়া যাচে সাক্রন্দমতিমন্দধীঃ।
কিরতং করুণ-স্বান্তৌ করুণোর্ম্মিচ্ছটামপি ॥ ২৩ ॥
মধুবাঃ সন্তি যাবন্তো ভাবাঃ সর্ব্বত্র চেতসঃ।
তেভ্যোঽপি প্রেম-মধুরং প্রসাদাকুরুতং নিজং ॥ ২৪ ॥
সেবামেবাস্য বাং দেবাবীহে কিঞ্চন নাপরং।
প্রসাদাভিমুখৌ হস্ত! ভবন্তৌ ভবতাং ময়ি ॥ ২৫ ॥
নাথিতং পরমেবেদমনাথজন-বৎসলৌ।
স্বং সাক্ষাদ্দাস্যমেবাস্মিন্ প্রসাদীকুরুতং জনে ॥ ২৬॥
অঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য দীনোঽয়ং ভিক্ষতে জনঃ।
অস্য সিদ্ধিরভীষ্টস্য সকৃদপ্যুপপাদ্যতাং ॥ ২৭ ॥
অমলো বাং পরিমলঃ কদা পরিমিলন্ বনে।
অনর্ঘেণ প্রমোদেন ঘ্রাণং মে ঘূর্ণয়িষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বঞ্জয়িষ্যতি কর্ণৌ মে হংস-গুঞ্জিত-গঞ্জনং।
মঞ্জুলং কিং নু যুবয়োর্মঞ্জীর-কল-শিঞ্জিতং ॥ ২৯ ॥
সৌভাগ্যাঙ্ক-রথাঙ্গাদি-লক্ষিতানি পদানি বাং।
কদা বৃন্দাবনে পশ্যন্ মুদিষ্যত্যয়ং জনঃ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্য-মর্য্যাদা-নীরাজ্য-পদনীরজৌ।
কিমপূর্ব্বাণি পর্ব্বাণি হা মমাক্ষোর্বিধাস্যথঃ ॥ ৩১ ॥

সুচিরাশা-ফলাভোগ-পদাম্ভোজ-বিকল্পনৌ।
যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য ভবেতমিহ কিং ভবে ॥ ৩২ ॥
কদা বৃন্দাটবীকুঞ্জ-কন্দরে সুন্দরোদয়ৌ।
খেলন্তৌ বাং বিলোকিষ্যে সুরতৌ নাতিদূরতঃ ॥ ৩৩ ॥
গুর্ব্বায়ত্ততয়া কাপি দুর্ল্লভান্যোন্য-বীক্ষণৌ।
মিথঃ সন্দেশ-সীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা ॥ ৩৪ ॥
গবেষয়ন্তাবন্যোন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে।
সঙ্গময্য যুবাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকং ॥ ৩৫ ॥
পণীকৃত-মিথোহার-লুণ্ঠন-ব্যগ্রহস্তয়োঃ।
কলিং দ্যূতে বিলোকিষ্যে কদা বাং জিতকাশিনোঃ ॥ ৩৬ ॥
কুঞ্জে কুসুম-শয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ।
পাদ-সম্বাহনং হন্ত! জনোঽয়ং রচয়িষ্যতি ॥ ৩৭ ॥
কন্দর্প-কলহোদ্ঘট্ট-ত্রুটিতানাং লতাগৃহে।
কদা গুম্ফায় হারাণাং ভবন্তৌ মাং নিযোক্ষ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥
কেলিকল্লোল-বিস্রস্তান্ হন্ত! বৃন্দাবনেশ্বরৌ।
কর্হি বর্হি-পতত্রৈর্বাং মণ্ডয়িষ্যামি কুন্তলান্ ॥ ৩৯ ॥
কন্দর্প-কেলি-পাণ্ডিত্য-খণ্ডিতাকল্পয়োরহং।
কদা বামলিক-দ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলং ॥ ৪০ ॥
দেবোরস্তে বনস্রগ্‌ভির্দৃশৌ তে দেবি! কজ্জলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জ-মণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি ॥ ৪১ ॥
জাম্বুনদাভ-তাম্বূলীপর্ণান্যবদলয্য বাং।
বদনাম্বুজয়োরেষ নিধাস্যতি জনং কদা ॥ ৪২ ॥

কাসৌ দুষ্কৃত-কর্ম্মাহং ক বামভ্যর্থনেদৃশী।
কিম্বা কম্বা ন যুবয়োরুন্মাদয়তি মাধুরী॥ ৪৩॥
যয়া বৃন্দাবনে জন্তুরনর্হোঽপ্যেষ বাস্যতে।
তয়ৈব কৃপয়া নাথৌ সিদ্ধিং কুরুতমীপ্সিতং॥ ৪৪॥
কার্পণ্যপঞ্জিকামেতাং সদা বৃন্দাটবী-নটৌ।
গিরৈব জল্পতোঽপ্যস্য জন্তোঃ সিধ্যতু বাঞ্ছিতং॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীস্তোত্ররত্নহারঃ।

স্বমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতি-কুমারং রসয়িতুং।
বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযূষ-লহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপ-প্রকটং॥ ১॥

শ্রীমন্মৌক্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারু-চিত্র-বসনং স্রগ্-দিব্য-ভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজ-জনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥ ২॥

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্প-পটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥ ৩॥

যস্যৈব পাদাম্বুজ-ভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল-মঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥ ৪॥

আনন্দলীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥ ৫॥

ভক্তি-প্রেম-মহার্ঘ-রত্ননিকর-ত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্ত-জনার্তি-নিষ্কৃতি-বিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কার-বজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীসন্ন্যাসি-শিরোমণির্বিজয়তে চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ॥ ৬॥

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়স্য॥ ৭॥

স জয়তি বিশুদ্ধ-বিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বি-ষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥ ৮॥

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ৯॥

অদ্বৈত-প্রকটীকৃতো নরহরি-প্রেষ্ঠঃ স্বরূপ-প্রিয়ো
নিত্যানন্দ-সখঃ সনাতন-গতিঃ শ্রীরূপ-হৃৎকেতনঃ।

লক্ষ্মী-প্রাণপতির্গদাধর-রসোল্লাসী জগন্নাথ-ভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গ-সপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১০ ॥
নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রানন-ত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধি-চন্দ্রায় চারু-চন্দ্রাংশু-হাসিনে ॥ ১১ ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ॥ ১২ ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়-শায়ী গর্ভোদ-শায়ী চ পয়োব্ধি-শায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥১৩॥

ঔদার্য্যেণ সুকামধেনু-দিবিষদ্বৃক্ষেন্দু-চিন্তামণি-
বৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্পবৃন্দং প্রভুং।
বাৎসল্যেন সুমাতৃধেনু-নিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং
নিত্যানন্দমহং নমামি সততং প্রেমাব্ধি-সংবর্দ্ধিনং ॥ ১৪ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ১৫ ॥

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম-পালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১৬ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৭ ॥

যেন শ্রীহরিরীশ্বরঃ প্রকটয়াঞ্চক্রে কলৌ রাধয়া
প্রেম্না যেন মহেশ্বরেণ সকলং প্রেমাম্বুধি-প্লাবিতং।
বিশ্বং বিশ্ব-বিকাশি-কীর্ত্তিমতুলং তং দীনবন্ধুং প্রভু-
মদ্বৈতং সততং নমামি হরিণাদ্বৈতং হি সর্ব্বার্থদং॥ ১৮॥
যৎপাদাব্জ-নখাগ্র-কান্তিলবতো হৃজ্জ্ঞানমোহঃ ক্ষয়ং
যৎকারুণ্য-কটাক্ষতঃ স্বয়মসৌ শ্রীগৌরচন্দ্রো বশং।
যাতীষস্তজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরস্তুর্নভো
নৌমি শ্রীল-গদাধরং তমতুলানন্দৈক-কল্পদ্রুমং॥ ১৯॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাবাসং গৌর-মূর্ত্তিং রস-প্রদং
শুক্লাম্বর-ধরং দেবং সর্ব্ব-ভক্তজন-প্রিয়ং।
সঙ্কীর্ত্তন-রসাবেশং সর্ব্ব-সৌভাগ্য-ভূষিতং
স্মরামি ভক্তরাজং হি শ্রীবাসং শ্রীহরি-প্রিয়ং॥ ২০॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-শক্তিকং॥ ২১॥

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দং॥ ২২॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দং॥ ২৩॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাতা
হর্ত্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ সংসার-ভীতিং।
রাধানাথঃ সজল-জলদ-শ্যামলঃ পীতবাসা
বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দরূপঃ॥ ২৪॥
শ্রীমান্ রাস-রসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ ২৫॥
অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥২৬॥
অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিত-শ্যামাললিতো রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥ ২৭॥
জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘ-শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার-নাশো মুকুন্দঃ॥ ২৮॥
জয়তি জন-নিবাসো দেবকী-জন্মবাদো
যদুবর-পরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুর-বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥ ২৯॥
নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥ ৩০॥

সৌন্দর্য্যং ললনালি-ধৈর্য্যদলনং লীলা রমা-স্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকৃতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্ব-জনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ-প্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীন-কীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥ ৩১॥

হা কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।।
গোপেশ গোপিকা-কান্ত রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে॥ ৩২॥

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদ-তিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত-গণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত-সুভগ-মুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতি-শত-বৃতং ব্রহ্ম-গোপাল-বেশং॥ ৩৩॥

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে॥ ৩৪॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈক-বন্ধো!
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক-সিন্ধো।।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম!
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ৩৫॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ-কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং॥ ৩৬॥

কস্তুরী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণং।

সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ৩৭ ॥

কন্দর্পকোটি-রম্যায় স্ফুরদিন্দীবর-ত্বিষে।
জগন্মোহন-লীলায় নমো গোপেন্দ্র-সূনবে ॥ ৩৮ ॥

নাথ! যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ৩৯ ॥

হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন!।
কৌরবার্ণব-মগ্নং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন! ॥ ৪০ ॥

অয়ি নন্দ-তনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশ-নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪৩ ॥

নমো নলিন-নেত্রায় বেণুবাদ্য-বিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥ ৪৪ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দ-সন্দোহানন্দ-মন্দিরং।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধা-সঙ্গ-নন্দিনং ॥ ৪৬ ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪৭ ॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ৪৮॥

জানুভ্যাং ধরণী-গতং করতলে বিন্যস্ত-হৈয়ঙ্গবং
সব্যেনাশ্রিত-ভূতলং ঘনরুচিং সুস্মের-বক্ত্রাম্বুজং।
মুক্তাবিদ্রুম-হেমভূষণ-লসদ্দেহং জগদ্‌বন্দিতং
বালং বাল-বিচেষ্টিতং শরণদং শশ্বন্মুকুন্দং ভজে॥ ৪৯॥

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে!
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্র-করুণা-পারীণ হে মাধব!।
হে রামানুজ হে জগত্রয়-গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মাং
হে গোপীজন-নাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা॥ ৫০॥

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ড-মণ্ডনবর শ্রীখণ্ড-লিপ্তাঙ্গ হে!
বৃন্দারণ্য-পুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবর-শ্যামল!।
কালিন্দী-প্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ!
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়॥ ৫১॥

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা
আভীরশুম্ভাঃ যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ৫২॥

দিনাদৌ মুরারে নিশাদৌ মুরারে
দিনার্দ্ধে মুরারে নিশার্দ্ধে মুরারে।
দিনান্তে মুরারে নিশান্তে মুরারে
ত্বমেকো গতির্ন্ত্বমেকো গতির্নঃ॥ ৫৩॥

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ৫৪॥

জ্যোতীরূপং পরমপুরুষং নির্গুণং নিত্যমেকং
নিত্যানন্দং নিখিল-জগতামীশ্বরং বিশ্ববীজং।
গোলোকেশং দ্বিভুজ-মুরলী-ধারিণং রাধিকেশং
বন্দে বৃন্দারক-হরিহরব্রহ্ম-বন্দ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং॥ ৫৫॥

সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারার্ণব-মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন!॥ ৫৬॥

ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো!।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন!॥ ৫৭॥

নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত! গোপীজন-মনোহর!।
সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো॥ ৫৯॥

কৃষ্ণে কারুণ্য-পূর্ণে শশধর-বদনে পীতকৌষেয়-বস্ত্রে
রত্নালঙ্কার-ভূষে সজল-জলধর-শ্যামলে সুন্দরাঙ্গে।
বংশীবাদ্য-প্রমোদে ব্রজজন-যুবতী-জীবনে যাদবেন্দ্রে
ভূয়াদ্ভক্তির্দৃঢ়া মে সকল-সুরবরৈঃ সেব্যমানে মুরারৌ ॥৬০॥

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দ-দলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দু-শঙ্খ-দশনং শিশুগোপ-বেশং।
ইন্দ্রাদি-দেবগণ-বন্দিত-পাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেব-সূনুং ॥ ৬১ ॥

নবজলধর-বর্ণং চম্পকোদ্ভাসি-কর্ণং
বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দ-হাস্যং।
কনক-রুচি-দুকূলং চারু-বর্হাবচূলং
কমপি নিখিল-সারং নৌমি গোপী-কুমারং ॥ ৬২ ॥

দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মত্তগ্রাব-ভরার্দ্দিতঃ।
দুষ্টে কারুণ্য-পারীণ! ময়ি কৃষ্ণ! কৃপাং কুরু ॥ ৬৩ ॥

আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহং।
ত্বৎকারুণ্য-প্রতীক্ষ্যোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব! ॥ ৬৪ ॥

শ্রীনারায়ণ পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীরাম সীতাপতে!
গোবিন্দাচ্যুত নন্দনন্দন মুকুন্দানন্দ দামোদর!।
বিষ্ণো রাঘব বাসুদেব নৃহরে দেবেন্দ্র-চূড়ামণে!
সংসারার্ণব-কর্ণধারক হরে শ্রীকৃষ্ণ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৬৫ ॥

হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং
শ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূরপুঞ্জোজ্জ্বলাং।
লোলাক্ষীং নবযৌবনাং স্মিতমুখীং বিম্বাধরাং শ্রীরাধাং
নিত্যানন্দময়ীং বিলাস-নিলয়াং দিব্যাঙ্গভূষাং ভজে ॥ ৬৬ ॥

মহাভাবস্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া-বরীয়সী।
প্রেমভক্তি-প্রদে দেবি রাধিকে! ত্বাং নমাম্যহং ॥ ৬৭ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৬৮ ॥

দিব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬৯ ॥

নব্যাভ্র-শ্যামলাঙ্গং বনজ-সুকুসুমৈর্মালিনং গোপবেশং
ভক্তানামিষ্টশন্দং দনুজ-কুল-হরং গোপগোপী-পরীতং।
সংসারোদ্ধার-রূপং মনসি চ ন কদা ভাবিতং ভক্তি-শুদ্ধে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ ॥ ৭০ ॥

রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুত-তনুঃ কামনা-ভোগ-লুব্ধঃ
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী শুভমতি-রহিতঃ সাধুসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক্ব ধ্যানং তে ক্ব পূজা ক্ব চ মন্ত্র-জপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোঽহং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মারুদ্রাদি-দেবঃ পরিচরতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজ-যুগ্মং
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং মধুমথন বিভো ! তৎপদাব্জং ভজামি।
নিত্যং লোভৈঃ প্রমাদৈঃ কৃত-বিবশ-মতিশ্চাধমস্ত্বাং প্রযাচে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীমুরারে মুকুন্দ ॥ ৭২ ॥

ত্বং ধাতস্ত্বং গিরিশস্ত্বমসি গণপতিস্ত্বং হি শক্তির্দিনেশ-
স্ত্বং শ্রীরামো হি রামস্ত্বমসি হলধরো বুদ্ধরূপো ঋষস্ত্বং।
কূর্ম্মস্ত্বং শূকরস্ত্বং ত্বমসি নরহরির্বামনঃ কল্কিরূপঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ কলি-কলুষ-হর শ্রীহরে কৃষ্ণ রাম ॥ ৭৩ ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদ-কমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং ত সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ৭৪ ॥

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ ॥ ৭৫ ॥

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং ॥ ৭৬ ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।

চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতঃ কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৭৭ ॥

নমস্তে গুরুদেবায় সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনে।
সর্ব্বমঙ্গল-রূপায় সর্ব্বানন্দ-বিধায়িনে ॥ ৭৮ ॥

চৈতন্যচন্দ্র-চরিতামৃত-শুদ্ধ-সিন্ধু-
বৃন্দাবনীয়-সুরসোর্ম্মি-সমুন্নিমগ্নাঃ।
যে বৈ জগন্নিজ-গুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি
তাং বৈষ্ণবাংশ্চ হরিনামপরান্ নমামি ॥ ৭৯ ॥

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দাল্ভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরম-ভাগবতান্ স্মরামি ॥ ৮০ ॥

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৮১ ॥

আনন্দবৃন্দ-পরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দবৃন্দ-পরিনন্দিত-নন্দপুত্রং।
গোবিন্দ-সুন্দর-বধূ-পরিনন্দিতং তদ্-
বৃন্দাবনং মধুরমূর্ত্তমহং স্মরামি ॥ ৮২ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন-কুণ্ডযুগ্ম-যমুনা-নন্দীশ্বরং মানসীং
গঙ্গাং নন্দনৃপং সপুত্রক-যশোদাং রোহিণীং পীঠকং।

গোপীশং ললিতাদিকং ব্রজবনং শৌরিং বলং দেবকীং
বাণী-ব্রহ্ম-গণেশতাতজননীর্মায়াঞ্চ বন্দে সদা ॥ ৮৩ ॥

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকর-গুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিত-বিবিধ-কর্ম্মাপ্যনুদিনং।
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনাঃ
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরম-বিনয়াঃ পুণ্য-খচিতাঃ ॥ ৮৪ ॥

বৃন্দাবনাবনিপতে! জয় সোম! সোম-
মৌলে! সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য!।
গোপীশ্বর! ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে ॥ ৮৫ ॥

বৃন্দাবন-স্থিরচরান্ পরিপালয়িত্রি
বৃন্দে! তয়ো রসিকয়োরতি-সৌভগেন।
আঢ্যাসি তৎ কুরু কৃপাং গণনা যথৈব
শ্রীরাধিকা-পরিজনেষু মমাপি সিধ্যেৎ ॥ ৮৬ ॥

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি!।
নন্দগোপ-সুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ৮৭ ॥

স্তোত্ররত্নহারমিমং পঠেতে প্রযতঃ শুচিঃ।
কৃতী যো ব্রজ-যুগস্য প্রেমসেবামবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীস্তোত্ররত্নহারঃ সম্পূর্ণঃ।

শ্রীশ্রীগোপালসহস্রনাম-স্তোত্রং।

শ্রীশ্রীগোপালদেবায় নমঃ।

কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করং।
ব্রহ্মাণ্ডাখিলনাথস্ত্বং সৃষ্টিসংহারকারকঃ॥
ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈর্ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সুরাদিভিঃ।
নিত্যং পঠসি দেবেশ! কস্য স্তোত্রং মহেশ্বর!॥
আশ্চর্য্যমিদমত্যন্তং জায়তে মম শঙ্কর!।
তৎ প্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ! সংশয়ং ছিন্ধি শঙ্কর!॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি পার্ব্বতি প্রাণবল্লভে!।
রহস্যাতিরহস্যঞ্চ যৎ পৃচ্ছসি বরাননে!॥
স্ত্রীস্বভাবান্মহাদেবি! পুনস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ।
ইদং রহস্যং পরমং পুরুষার্থ-প্রদায়কং॥
ধন-রত্নৌঘ-মাণিক্য-তুরঙ্গম-গজাদিকং।
দদাতি স্মরণাদেব মহামোক্ষ-প্রদায়কং॥
তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে!।
যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ॥
সংসার-সাগরোত্তার-কারণায় সদা নৃণাং।
শ্রীরঙ্গাদিক-রূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥

তেতো লোকা মহামূঢ়া বিষ্ণুভক্তি-বিবৰ্জ্জিতাঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি পুনর্নারায়ণো হরিঃ॥
নিরঞ্জনো নিরাকারো ভক্তানাং প্রীতিকামদঃ।
বৃন্দাবন-বিহারায় গোপালং রূপমুদ্বহন্॥
মুরলীবাদনাধারী রাধায়ৈ প্রীতিমাবহন্।
অংশাংশেভ্যঃ সমুন্মীল্য পূর্ণরূপকলাযুতঃ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো ভগবান্ নন্দগোপবরোদিতঃ।
ধরণীরূপিণী মাতা যশোদানন্দ-দায়িনী॥
দ্বাভ্যাং প্রযাচিতো নাথো দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো দেবো দেবৈরপি সুরেশ্বরি!॥
জাতোঽবন্যাং মুকুন্দোঽপি মুরলী বেদরেচিকা।
তয়া সাৰ্দ্ধং বচঃ কৃত্বা ততো জাতো মহীতলে॥
সংসার-সারসর্ব্বস্বং শ্যামলং মহদুজ্জ্বলং।
এতজ্জ্যোতিরহং বেদ্যং চিন্তয়ামি সনাতনং॥
গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমৰ্চ্চয়েৎ।
জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে!॥
স ব্রহ্মহা সুরাপী চ স্বর্ণস্তেয়ী চ পঞ্চমঃ।
এতৈর্দোষৈর্বিলিপ্যেত তেজোভেদান্মহেশ্বরি!॥
তস্মাজ্জ্যোতিরভূদ্ দ্বেধা রাধা-মাধব-রূপকং।
তস্মাদিদং মহাদেবি! গোপালেনৈব ভাষিতং॥
দুর্ব্বাসসো মুনের্মোহে কাৰ্ত্তিক্যাং রাসমণ্ডলে।
ততঃ পৃষ্টবতী রাধা সন্দেহং ভেদমাত্মনঃ॥

নিরঞ্জনাৎ সমুৎপন্নং ময়াধীতং জগন্ময়ি ! ।
শ্রীকৃষ্ণেন ততঃ প্রোক্তং রাধায়ৈ নারদায় চ ॥
ততো নারদতঃ সর্ব্বে বিরলা বৈষ্ণবাস্তথা ।
কলৌ জানন্তি দেবেশি ! গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥
শঠায় কৃপণায়াথ দাম্ভিকায় সুরেশ্বরি ! ।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥

(ওঁ) অস্য শ্রীগোপালসহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীগোপালো দেবতা। কামো বীজং। মায়া শক্তিঃ। চন্দ্রঃ কীলকং। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-ভক্তিরূপফল-প্রাপ্তয়ে শ্রীগোপালসহস্রনামস্তোত্রজপে বিনিয়োগঃ।

অথবা

ওঁ ঐঁ ক্লীঁ বীজং। শ্রীঁ হ্রীঁ শক্তিঃ। শ্রীবৃন্দাবন-নিবাসঃ কীলকং। শ্রীরাধাপ্রিয়ং পরং ব্রহ্মেতি মন্ত্রঃ। ধর্ম্মাদিচতুর্ব্বিধ-পুরুষার্থ-সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

শিরসি ওঁ নারদ-ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে শ্রীগোপালদেবতায়ৈ নমঃ। নাভৌ ক্লীঁ কীলকায় নমঃ। গুহ্যে হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। পাদয়োঃ শ্রীঁ কীলকায় নমঃ। "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" ইতি মূলমন্ত্রঃ। ইতি ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

ওঁ ক্লাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীঁ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লূঁ মধ্যমাভাং নমঃ। ওঁ ক্লৈঁ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ

ক্লৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি করন্যাসঃ।

ওঁ ক্লাঁ। হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্লূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্লৈঁ কবচায় হুং। ওঁ ক্লৌঁ নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

অথ মূলমন্ত্রন্যাসঃ।

ক্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। গোপীজন অনামিকাভ্যাং নমঃ। বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। স্বাহা করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি করন্যাসঃ।

ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হুং। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ইতি হৃদয়াদিন্যাসঃ।

অথ ধ্যানং।

কস্তূরী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণং।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ॥ • ॥
ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥ ০ ॥

অথ সহস্রনাম-স্তোত্রং।

ওঁ ক্লীঁ দেবঃ কামদেবঃ কামবীজশিরোমণিঃ।
শ্রীগোপালঃ মহীপালঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
ধরণীপালকো ধন্যঃ পুণ্ডরীকঃ সনাতনঃ।
গোপতির্ভূপতিঃ শাস্তা প্রহর্ত্তা বিশ্বতোমুখঃ॥
আদিকর্ত্তা মহাকর্ত্তা মহাকালঃ প্রতাপবান্।
জগজ্জীবো জগদ্ধাতা জগদ্ভর্ত্তা জগদ্বসুঃ॥
মৎস্যো ভীমঃ কুহূভর্ত্তা হর্ত্তা বারাহমূর্ত্তিমান্।
নারায়ণো হৃষীকেশো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ॥
গোকুলেন্দ্রো মহীচন্দ্রঃ শর্ব্বরীপ্রিয়কারকঃ।
কমলামুখলোলাক্ষঃ পুণ্ডরীকঃ শুভাবহঃ॥
দুর্ব্বাসা কপিলো ভৌমঃ সিন্ধুসাগরসঙ্গমঃ।
গোবিন্দো গোপতির্গোত্রঃ কালিন্দীপ্রেমপূরকঃ॥
গোস্বামী গোকুলেন্দ্রশ্চ গোবর্দ্ধনবরপ্রদঃ।
নন্দাদিগোকুলত্রাতা দাতা দারিদ্র্যভঞ্জনঃ॥
সর্ব্বমঙ্গলদাতা চ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ।
আদিকর্ত্তা মহীভর্ত্তা সর্ব্বসাগরসিন্ধুজঃ॥
গজগামী গজোদ্ধারী কামী কামকলানিধিঃ।
কলঙ্করহিতশ্চন্দ্রো বিম্বাস্যো বিম্বসত্তমঃ॥
মালাকারঃ কৃপাকারঃ কোকিলস্বরভূষণঃ।
রামো নীলাম্বরো দেবো হলী দুর্দ্দমমর্দ্দনঃ॥

সহস্রাক্ষপুরীভেত্তা মহামারীবিনাশনঃ ।
শিবঃ শিবতমোভেত্তা বলারাতিপ্রপূজিতঃ ॥
কুমারীবরদাতা চ বরেণ্যো মীনকেতনঃ ।
নরো নারায়ণো ধীরো রাধাপতিরুদারধীঃ ॥
শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীমান্ মাপতিঃ প্রতিরাজহা ।
বৃন্দাপতিঃ কুলগ্রামী ধামী ব্রহ্মসনাতনঃ ॥
রেবতীরমণো রামশ্চঞ্চলশ্চারুলোচনঃ ।
রামায়ণশরীরোঽয়ং রামী রামঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥
শর্ব্বরঃ শর্ব্বরী শর্ব্বঃ সর্ব্বত্র শুভদায়কঃ ।
রাধারাধয়িতারাধী রাধাচিত্তপ্রমোদকঃ ॥
রাধারতিসুখোপেতো রাধামোহনতৎপরঃ ।
রাধাবশীকরো রাধাহৃদয়াম্ভোজষট্পদঃ ॥
রাধালিঙ্গনসম্মোহো রাধানর্ত্তনকৌতুকঃ ।
রাধাসঞ্জাতসংপ্রীতো রাধাকাম্যফলপ্রদঃ ॥
বৃন্দাপতিঃ কোশনিধিঃ কোকশোকবিনাশনঃ ।
চন্দ্রাপতিশ্চন্দ্রপতিশ্চণ্ডকোদণ্ডভঞ্জনঃ ॥
রামো দাশরথীঃ রামো ভৃগুবংশসমুদ্ভবঃ ।
আত্মারামো জিতক্রোধো মোহো মোহান্ধভঞ্জনঃ ॥
বৃষভানুভবো ভাবী কাশ্যপিঃ করুণানিধিঃ ।
কোলাহলো হলী হালী হেলী হলধরপ্রিয়ঃ ॥
রাধামুখাব্জমার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিজো বিধুঃ ।
বিধির্বিধাতা বরুণো বারুণো বারুণীপ্রিয়ঃ ॥

রোহিণীহৃদয়ানন্দী বসুদেবাত্মজো বলী।
নীলাম্বরো রৌহিণেয়ো জরাসন্ধবধোঽমলঃ॥
নাগো নবাম্ভো বিরুদো বীরহা বরদো বলী।
গোপথো বিজয়ী বিদ্বান্ শিপিবিষ্টঃ সনাতনঃ॥
পর্শুরামবচোগ্রাহী বরগ্রাহী শৃগালহা।
দমঘোষোপদেষ্টা চ রথগ্রাহী সুদর্শনঃ॥
বীরপত্নীযশস্ত্রাতা জরাব্যাধিবিঘাতকঃ।
দ্বারকাবাসতত্ত্বজ্ঞো হুতাশনবরপ্রদঃ॥
যমুনাবেগসংহারী নীলাম্বরধরঃ প্রভুঃ।
বিভুঃ শরাসনো ধন্বী গণেশো গণনায়কঃ॥
লক্ষ্মণো লক্ষণো লক্ষ্যো রক্ষোবংশবিনাশনঃ।
বামনো বামনীভূতোঽবামনো বামনারুহঃ॥
যশোদানন্দনঃ কর্ত্তা যমলার্জ্জুনমুক্তিদঃ।
উলূখলী মহামানী দামবদ্ধাহ্বয়ী শমী॥
ভক্তানুকারী ভগবান্ কেশবোঽচলধারকঃ।
কেশিহা মধুহা মোহী বৃষাসুরবিঘাতকঃ॥
অঘাসুরবিনাশী চ পূতনামোক্ষদায়কঃ।
কুব্জাবিনোদী ভগবান্ কংসমৃত্যুর্মহামখী॥
অশ্বমেধো বাজপেয়ো গোমেধো নরমেধবান্।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যশ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ॥
রবিকোটিপ্রতীকাশো বায়ুকোটিমহাবলঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তা চ কমলাবাঞ্ছিতপ্রদঃ॥

কমলী কমলাক্ষশ্চ কমলামুখলোলুপঃ।
কমলাব্রতধারী চ কমলাভঃ পুরন্দরঃ॥
সৌভাগ্যাধিকচিত্তোঽয়ং মহামায়ী মহোৎকটঃ।
তারকারিঃ সুরত্রাতা মারীচক্ষোভকারকঃ॥
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ো দান্তো রামো রাজীবলোচনঃ।
লঙ্কাধিপকুলধ্বংসী বিভীষণবরপ্রদঃ॥
সীতানন্দকরো রামো বীরো বারিধিবন্ধনঃ।
খরদূষণসংহারী সাকেতপুরবাসনঃ॥
চন্দ্রাবলীপতিঃ কূলঃ কেশিকংসবধোঽমরঃ।
মাধবো মধুহা মাধ্বী মাধ্বীকো মাধবী মধুঃ॥
মুঞ্জাটবীগাহমনো ধেনুকারির্ধরাত্মজঃ।
বংশীবটবিহারী চ গোবর্দ্ধনবনাশ্রয়ঃ॥
তথা তালবনোদ্দেশী ভাণ্ডীরবনশঙ্খহা।
তৃণাবর্ত্তকথাকারী বৃষভানুসুতাপ্রিয়ঃ॥
রাধাপ্রাণসমো রাধাবদনাব্জমধুব্রতঃ।
গোপীরঞ্জনদৈবজ্ঞো লীলাকমলপূজিতঃ॥
ক্রড়াকমলসন্দোহো গোপিকাপ্রীতিরঞ্জনঃ।
রঞ্জকো রঞ্জনো রঙ্গো রঙ্গী রঙ্গমহীরুহঃ॥
কামঃ কামারিভক্তোঽয়ং পুরাণপুরুষঃ কবিঃ।
নারদো দেবলো ভীমো বালো বালমুখাম্বুজঃ॥
অম্বুজো ব্রহ্মসাক্ষী চ যোগী দত্তবরো মুনিঃ।
ঋষভঃ পর্ব্বতো গ্রামো নদীপবনবল্লভঃ॥

পদ্মনাভঃ সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা রুদ্রোঽহিভূষিতঃ।
গণানাং ত্রাণকর্ত্তা চ গণেশো গ্রহিলো গ্রহী॥
গণাশ্রয়ো গণাধ্যক্ষঃ ক্রোড়ীকৃতজগত্রয়ঃ।
যাদবেন্দ্রো দ্বারকেন্দ্রো মথুরাবল্লভো ধুরী॥
ভ্রমরঃ কুন্তলী কুন্তীসুতরক্ষী মহামখী।
যমুনাবরদাতা চ কশ্যপস্য বরপ্রদঃ॥
শঙ্খচূড়বধোদ্দামী গোপীরক্ষণতৎপরঃ।
পাঞ্চজন্যকরো রামী ত্রিরামী বনজো জয়ঃ॥
ফাল্গুনঃ ফাল্গুনসখো বিরাধবধকারকঃ।
রুক্মিণীপ্রাণনাথশ্চ সত্যভামাপ্রিয়ঙ্করঃ॥
কল্পবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দানবৃক্ষো মহাফলঃ।
অঙ্কুশো ভূসুরো ভামো ভামকো ভ্রামকো হরিঃ॥
সরলঃ শাশ্বতো বীরো যদুবংশী শিবাত্মকঃ।
প্রদ্যুম্নো বলকর্ত্তা চ প্রহর্ত্তা দৈত্যহা প্রভুঃ॥
মহাধনো মহাবীরো বনমালাবিভূষণঃ।
তুলসীদামশোভাঢ্যো জালন্ধরবিনাশনঃ॥
শূরঃ সূর্য্যো মৃকণ্ডশ্চ ভাস্করো বিশ্বপূজিতঃ।
রবিস্তমোহা বহ্নিশ্চ বাড়বো বড়বানলঃ॥
দৈত্যদর্পবিনাশী চ গরুড়ো গরুড়াগ্রজঃ।
গোপীনাথো মহীনাথো বৃন্দানাথোঽবিরোধকঃ॥
প্রপঞ্চী পঞ্চরূপশ্চ লতাগুল্মশ্চ গোপতিঃ।
গঙ্গা চ যমুনারূপো গোদা বেত্রবতী তথা॥

কাবেরী নর্ম্মদা তাপী গণ্ডকী সরযূরজঃ।
রাজসস্তামসঃ সত্ত্বী সর্ব্বাঙ্গী সর্ব্বলোচনঃ॥
সুধাময়োঽমৃতময়ো যোগিনীবল্লভঃ শিবঃ।
বুদ্ধো বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুর্জিষ্ণুঃ শচীপতিঃ॥
বংশী বংশধরো লোকো বিলোকো মোহনাশনঃ।
রবরাবো রবো রাবো বলো বালবলাহকঃ॥
শিবো রুদ্রো নলো নীলো লাঙ্গুলী লাঙ্গুলাশ্রয়ঃ।
পারদঃ পাবনো হংসো হংসারূঢ়ো জগৎপতিঃ॥
মোহিনীমোহনো মায়ী মহামায়ী মহামখী।
বৃষো বৃষাকপিঃ কালঃ কালিদমনকারকঃ॥
কুব্জাভাগ্যপ্রদো বীরো রজকক্ষয়কারকঃ।
কোমলো বারুণো রাজা জলজো জলধারকঃ॥
হারকঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
খড়্গধারী কৃপাকারী রাধারমণসুন্দরঃ॥
দ্বাদশারণ্যসম্ভোগী শেষনাগফণালয়ঃ।
কামঃ শ্যামঃ সুখঃ শ্রীদঃ শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ কৃতী॥
হরির্হরো নরো নারো নরোত্তম ইষুপ্রিয়ঃ।
গোপালীচিত্তহর্ত্তা চ কর্ত্তা সংসারতারকঃ॥
আদিদেবো মহাদেবো গৌরীগুরুবনাশ্রয়ঃ।
সাধুর্ম্মধুর্বিধুর্ধাতা ত্রাতাঽক্রূরপরায়ণঃ॥
রোলম্বী চ হয়গ্রীবো বানরারির্বনাশ্রয়ঃ।
বনং বনী বনাধ্যক্ষো মহাবন্দ্যো মহামুনিঃ॥

স্যমন্তকমণিপ্রাজ্ঞো বিজ্ঞো বিঘ্নবিঘাতকঃ।
গোবর্দ্ধনো বর্দ্ধনীয়ো বর্দ্ধনী বর্দ্ধনপ্রিয়ঃ॥
বর্দ্ধন্যো বর্দ্ধনো বর্দ্ধী বর্দ্ধিষ্ণুঃ সুমুখপ্রিয়ঃ।
বর্দ্ধিতো বৃদ্ধকো বৃদ্ধো বৃন্দারকজনপ্রিয়ঃ॥
গোপালরমণীভর্ত্তা সাম্বকুষ্ঠবিনাশনঃ।
রুক্মিণীহরণঃ প্রেমা প্রেমী চন্দ্রাবলীপতিঃ॥
শ্রীকর্ত্তা বিশ্বভর্ত্তা চ নরো নারায়ণো বলী।
গণো গণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ॥
ব্যাসো নারায়ণো দিব্যো ভব্যো ভাবুকধারকঃ।
শ্বঃশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভং॥
শুভাত্মকঃ শুভঃ শাস্তা প্রশাস্তা মেঘনাদহা।
ব্রহ্মণ্যদেবো দীনানামুদ্ধারকরণক্ষমঃ॥
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
কৃষ্ণঃ কামী সদাকৃষ্ণঃ সমস্তপ্রিয়কারকঃ॥
নন্দো নন্দী মহানন্দী মাদী মাদনকঃ কিলী।
মিলী হিলী গিলী গোলী গোলো গোলালয়ো গুলী॥
গুগ্গুলী মারকী শাখী বটঃ পিপ্পলকঃ কৃতী।
ম্লেচ্ছহা কালহন্তা চ যশোদাযশ এব চ॥
অচ্যুতঃ কেশবো বিষ্ণুর্হরিঃ সত্যো জনার্দ্দনঃ।
হংসো নারায়ণো লীনো নীলো ভক্তপরায়ণঃ॥
জনকীবল্লভো রামো বিরামো বিঘ্ননাশনঃ।
সহস্রাংশুর্মহাভানুর্বীরবাহুর্মহোদধিঃ॥

সমুদ্রোঽব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎপতিঃ।
গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞাপরিপালকঃ॥
সদারামঃ কৃপারামো মহারামো ধনুর্দ্ধরঃ।
পর্ব্বতঃ পর্ব্বতাকারো গয়ো গেয়ো দ্বিজপ্রিয়ঃ॥
কম্বলাশ্বতরো রামো রামায়ণপ্রবর্ত্তকঃ।
দ্যৌর্দিবো দিবসো দিব্যো ভব্যো ভাবিভয়াপহঃ॥
পার্ব্বতীভাগ্যসহিতো ভর্ত্তা লক্ষ্মীবিলাসবান্।
বিলাসী সাহসী সর্ব্বী গর্ব্বী গর্ব্বিতলোচনঃ॥
মুরারির্লোকধর্ম্মজ্ঞো জীবনো জীবনান্তকঃ।
যমো যমারির্যমলো যামী যামবিধায়কঃ॥
বংসুলী পাংশুলী পাংশুঃ পাণ্ডুরর্জ্জুনবল্লভঃ।
ললিতাচন্দ্রিকামালী মালী মালাম্বুজাশ্রয়ঃ॥
অম্বুজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশ্চিন্তামণিপ্রভুঃ।
মণির্দিনমণিশ্চৈব কেদারো বদরীশ্রয়ঃ॥
বদরীবনসংপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
অমরারের্নিহন্তা চ সুধাসিন্ধুবিধূদয়ঃ॥
চন্দ্রো রবিঃ শিবঃ শূলী চক্রী চৈব গদাধরঃ।
শ্রীকর্ত্তা শ্রীপতিঃ শ্রীদঃ শ্রীদেবো দেবকীসুতঃ॥
শ্রীপতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভো জগৎপতিঃ।
বাসুদেবোঽপ্রমেয়াত্মা কেশবো গরুড়ধ্বজঃ॥
নারায়ণঃ পরংধাম দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
চক্রপাণিঃ কলাপূর্ণো বেদবেদ্যো দয়ানিধিঃ॥

ভগবান্ সর্ব্বভূতেশো গোপালঃ সর্ব্বপালকঃ।
অনন্তো নির্গুণোঽনিত্যো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ॥
নিরাধারো নিরাকারো নিরাভাসো নিরাশ্রয়ঃ।
পুরুষঃ প্রণবাতীতো মুকুন্দঃ পরমেশ্বরঃ॥
ক্ষণাবনিঃ সার্ব্বভৌমো বৈকুণ্ঠো ভক্তবৎসলঃ।
বিষ্ণুর্দামোদরঃ কৃষ্ণো মাধবো মথুরাপতিঃ॥
দেবকীগর্ভসম্ভূতো যশোদাবৎসলো হরিঃ।
শিবঃ সঙ্কর্ষণঃ শম্ভুর্ভূতনাথো দিবস্পতিঃ॥
অব্যয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো নির্ম্মলো নিরুপদ্রবঃ।
নির্ব্বাণনায়কো নিত্যো নীলজীমূতসন্নিভঃ॥
কালক্ষয়শ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ কমলারূপতৎপরঃ।
হৃষীকেশঃ পীতবাসা বসুদেবপ্রিয়াত্মজঃ॥
নন্দগোপকুমারার্য্যো নবনীতাশনো বিভুঃ।
পুরাণপুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ শঙ্খপাণিস্ত্রিবিক্রমঃ॥
অনিরুদ্ধশ্চক্ররথঃ শার্ঙ্গপাণিশ্চতুর্ভুজঃ।
গদাধরঃ সুরার্ত্তিঘ্নো গোবিন্দো নন্দকায়ুধঃ॥
বৃন্দাবনচরঃ শৌরির্বেণুবাদ্যবিশারদঃ।
তৃণাবর্ত্তান্তকো ভীমসাহসো বহুবিক্রমঃ॥
শকটাসুরসংহারী বকাসুরবিনাশনঃ।
ধেনুকাসুরসংঘাতী পূতনারির্নৃকেশরী॥
পিতামহো গুরুঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মা সদাশিবঃ।
অপ্রমেয়ঃ প্রভুঃ প্রাজ্ঞোঽপ্রতর্ক্যঃ স্বপ্নবর্দ্ধনঃ॥

ধন্যো মান্যো ভবো ভাবো ধীরঃ শান্তো জগদ্‌গুরুঃ।
অন্তর্যামীশ্বরো দিব্যো দৈবজ্ঞো দেবসংস্তুতঃ॥
ক্ষীরাব্ধিশয়নো ধাতা লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ধাত্রীপতিরমেয়াত্মা চন্দ্রশেখরপূজিতঃ॥
লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচারিত্রকীর্ত্তনঃ।
কোটিমন্মথসৌন্দর্য্যো জগন্মোহনবিগ্রহঃ॥
মন্দস্মিততমো গোপো গোপিকাপরিবেষ্টিতঃ।
ফুল্লারবিন্দনয়নশ্চাণূরান্ধ্রনিসূদনঃ॥
ইন্দীবরদলশ্যামো বর্হিবর্হাবতংসকঃ।
মুরলীনিনদাহ্লাদো দিব্যমাল্যাম্বরাবৃতঃ॥
সুকপোলযুগঃ সুভ্রূযুগলঃ সুললাটকঃ।
কম্বুগ্রীবো বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ॥
পীনবক্ষাশ্চতুর্ব্বাহুশ্চতুর্ম্মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ।
কলঙ্করহিতঃ শুদ্ধো দুষ্টচক্রনিবর্হণঃ॥
কিরীটকুণ্ডলধরঃ কটকাঙ্গদমণ্ডিতঃ।
মুদ্রিকাভরণোপেতঃ কটিসূত্রবিরাজিতঃ॥
মঞ্জীররঞ্জিতপদঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
বিন্যস্তপাদযুগলো দিব্যমঙ্গলবিগ্রহঃ॥
গোপিকানয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সমস্তজগদানন্দঃ সুন্দরো লোকনন্দনঃ॥
যমুনাতীরসঞ্চারী রাধামন্মথবৈভবঃ।
গোপনারীপ্রিয়ো দান্তো গোপীবস্ত্রাপহারকঃ॥

শৃঙ্গারমূর্ত্তিঃ শ্রীধামা তারকো মূলকারণং।
সৃষ্টিসংরক্ষণোপায়ঃ ক্রূরাসুরবিভঞ্জনঃ॥
নরকাসুরসংহারী মুরারির্বৈরিমর্দ্দনঃ।
আদিতেয়প্রিয়ো দৈত্যভীকরো যদুশেখরঃ॥
জরাসন্ধকুলধ্বংসী কংসারাতিঃ সুবিক্রমঃ।
পুণ্যশ্লোকঃ কীর্ত্তনীয়ো যাদবেন্দ্রো জগন্নুতঃ॥
রুক্মিণীরমণঃ সত্যভামা-জাম্ববতীপ্রিয়ঃ।
মিত্রবিন্দা-নাগ্নজিতী-লক্ষ্মণা-সমুপাসিতঃ॥
সুধাকরকুলে জাতোঽনন্তপ্রবলবিক্রমঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্নো দ্বারকাপট্টনস্থিতঃ॥
ভদ্রাসূর্য্যসুতানাথো লীলামানুষবিগ্রহঃ।
সহস্রষোড়শস্ত্রীশো ভোগমোক্ষৈকনায়কঃ॥
বেদান্তবেদ্যঃ সংবেদ্যো বৈদ্যো ব্রহ্মাণ্ডনায়কঃ।
গোবর্দ্ধনধরো নাথঃ সর্ব্বজীবদয়াপরঃ॥
মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বভূতাত্মা আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসুলভঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
ষড়্গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ পূর্ণকামো ধুরন্ধরঃ।
মহানুভাবঃ কৈবল্যদায়কো লোকনায়কঃ॥
আদিমধ্যান্তরহিতঃ শুদ্ধসাত্ত্বিকবিগ্রহঃ।
অসমানঃ সমস্তাত্মা শরণাগতবৎসলঃ॥
উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারণং সর্ব্বকারণং।
গম্ভীরঃ সর্ব্বভাবজ্ঞঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥

বিষ্বক্সেনঃ সত্যসন্ধঃ সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ।
সত্যব্রতঃ সত্যসঙ্গঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ॥
আপন্নার্ত্তিপ্রশমনো দ্রৌপদীমানরক্ষকঃ।
কন্দর্পজনকঃ প্রাজ্ঞো জগন্নাটকবৈভবঃ॥
ভক্তিবশ্যো গুণাতীতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কঃ।
দমঘোষসুতদ্বেষী বাণবাহুবিখণ্ডনঃ॥
ভীষ্মভক্তিপ্রদো দিব্যঃ কৌরবান্বয়নাশনঃ।
কৌন্তেয়প্রিয়বন্ধুশ্চ পার্থস্যন্দনসারথিঃ॥
নরসিংহো মহাবীরঃ স্তম্ভজাতো মহাবলঃ।
প্রহ্লাদবরদঃ সত্যো দেবপূজ্যো ভয়ঙ্করঃ॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজো বামনো বলিবন্ধনঃ।
গজেন্দ্রবরদঃ স্বামী সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥
শেষপর্য্যঙ্কশয়নো বৈনতেয়রথো জয়ী।
অব্যাহতবলৈশ্বর্য্য-সম্পন্নঃ পূর্ণমানসঃ॥
যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞানদায়কঃ।
যোগিহৃৎপঙ্কজাবাসো যোগমায়াসমন্বিতঃ॥
নাদবিন্দুকলাতীতশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।
সুষুম্নামার্গসঞ্চারী দেহস্যান্তরসংস্থিতঃ॥
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণ-সাক্ষী চেতঃপ্রসাদকঃ।
সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতো দেহী জ্ঞানদর্পণগোচরঃ॥
তত্ত্বত্রয়াত্মকোঽব্যক্তঃ কুণ্ডলীসমুপাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ শান্তো দান্তো গতক্লমঃ॥

শ্রীনিবাসঃ সদানন্দী বিশ্বমূর্ত্তির্মহাপ্রভুঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥
সমস্তভুবনাধারঃ সমস্তপ্রাণরক্ষকঃ।
সমস্তসর্ব্বভাবজ্ঞো গোপিকাপ্রাণবল্লভঃ॥
নিত্যোৎসবো নিত্যসৌখ্যো নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলঃ।
ব্যূহার্চ্চিতো জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুণ্ঠপুরাধিপঃ॥
পূর্ণানন্দঘনীভূতো গোপবেশধরো হরিঃ।
কলায়কুসুমশ্যামঃ কোমলঃ শান্তবিগ্রহঃ॥
গোপাঙ্গনাবৃতোঽনন্তো বৃন্দাবনসমাশ্রয়ঃ।
বেণুবাদরতঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং হিতকারকঃ॥
বালক্রীড়াসমাসক্তো নবনীতস্য তস্করঃ।
গোপালকামিনীজারশ্চৌরজার-শিখামণিঃ॥
পরং জ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরাবাসঃ পরিস্ফুটঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রো ব্যাপকো লোকপাবনঃ॥
সপ্তকোটিমহামন্ত্র-শেখরো দেবশেখরঃ।
বিজ্ঞানজ্ঞানসন্ধানস্তেজোরাশির্জগৎপতিঃ॥
ভক্তলোকপ্রসন্নাত্মা ভক্তমন্দারবিগ্রহঃ।
ভক্তদারিদ্র্যদমনো ভক্তানাং প্রীতিদায়কঃ॥
ভক্তাধীনমনাঃ পূজ্যো ভক্তলোকশিবঙ্করঃ।
ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ সর্ব্বভক্তাঘৌঘনিকৃন্তনঃ।
অপারকরুণাসিন্ধুর্ভগবান্ ভক্ততৎপরঃ॥ ১০০০॥

অথ ফলশ্রুতিঃ।

ইতি শ্রীরাধিকানাথ-সহস্রনাম কীর্ত্তিতং।
স্মরণাৎ পাপরাশীনাং খণ্ডনং মৃত্যুনাশনং॥
বৈষ্ণবানাং প্রিয়করং মহারোগনিবারণং।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং পরস্ত্রীগমনং তথা॥
পরদ্রব্যাপহরণং পরদ্বেষসমন্বিতং।
মানসং বাচিকং কায়ং যৎ পাপং পাপসম্ভবং॥
সহস্রনামপঠনাৎ সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
মহাদারিদ্র্যযুক্তোঽপি বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তিমান্॥
কার্ত্তিক্যাং সংপঠেদ্‌রাত্রৌ শতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ।
পীতাম্বরধরো ধীমান্ সুগন্ধিপুষ্পচন্দনৈঃ॥
পুস্তকং পূজয়িত্বা তু নৈবেদ্যাদিভিরেব চ।
রাধাধ্যানাঙ্কিতো ধীরো বনমালাবিভূষিতঃ॥
শতমষ্টোত্তরং দেবি! পঠেন্নামসহস্রকং।
চৈত্রে শুক্লে চ কৃষ্ণে চ কুহূসংক্রান্তিবাসরে॥
পঠিতব্যং প্রযত্নেন ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ।
তুলসীমালয়া যুক্তো বৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ॥
রবিবারে চ শুক্রে চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ॥
পঠেন্নামসহস্রঞ্চ ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
মহানিশায়াং সততং বৈষ্ণবো যঃ পঠেৎ সদা॥

দেশান্তরগতা লক্ষ্মীঃ সমায়াতি ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যে চ মহাদেবি! সুন্দর্য্যঃ কামমোহিতাঃ॥
মুগ্ধাঃ স্বয়ং সমায়ান্তি বৈষ্ণবঞ্চ ভজন্তি তাঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
গুর্ব্বিণী জনয়েৎ পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিং।
রাজানো বশ্যতাং যান্তি কিং পুনঃ ক্ষুদ্রমানবাঃ॥
সহস্রনাম্নঃ শ্রবণাৎ পঠনাৎ পূজনাৎ প্রিয়ে!।
ধারণাৎ সর্ব্বমাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ॥
বংশীবটে চান্যবটে তথা পিপ্পলকেঽথবা।
কদম্বপাদপতলে গোপালমূর্ত্তিসন্নিধৌ॥
যঃ পঠেদ্বৈষ্ণবো নিত্যং স যাতি হরিমন্দিরং।
কৃষ্ণেনোক্তং রাধিকায়ৈ ময়ি প্রোক্তং তয়া শিবে॥
নারদায় ময়া প্রোক্তং নারদেন প্রকাশিতং।
ময়া ত্বয়ি বরারোহে! প্রোক্তমেতৎ সুদুর্ল্লভং॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন।
শঠায় পাপিনে চৈব লম্পটায় বিশেষতঃ॥
ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় বিষ্ণুভক্তিরতায় চ॥
গোদানব্রহ্মযজ্ঞাদের্বাজপেয়শতস্য চ।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং পাঠে ভবেদ্ধ্রুবং॥
মোহনং স্তম্ভনঞ্চৈব মারণোচ্চাটনাদিকং।
যদ্‌যদ্ বাঞ্ছতি চিত্তেন তত্তৎ প্রাপ্নোতি বৈষ্ণবঃ॥

একাদশ্যাং নরঃ স্নাত্বা সুগন্ধিদ্রব্যতৈলকৈঃ।
আহারং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা দক্ষিণাং স্বর্ণভূষণং॥
তত আরম্ভকর্ত্তাসৌ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
শতাবৃত্তং সহস্রঞ্চ যঃ পঠেদ্‌বৈষ্ণবো জনঃ॥
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্য প্রসাদাৎ সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ।
যদ্‌গৃহে পুস্তকং দেবি! পূজিতঞ্চৈব তিষ্ঠতি॥
ন মারী ন চ দুর্ভিক্ষং নোপসর্গভয়ং ক্বচিৎ।
সর্পাদিভূতযক্ষাদ্যা নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥
শ্রীগোপালো মহাদেবি! বসেত্তস্য গৃহে সদা।
গৃহে যত্র সহস্রঞ্চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পূজিতং॥

ইতি শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে ত্রৈলোক্যমোহনং শ্রীশ্রীগোপালসহস্রনামস্তোত্রং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীরাধিকাসহস্রনাম-স্তোত্রং।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক!।
যদ্যস্তি ময়ি কারুণ্যং যদ্যস্তি ময়ি তে দয়া॥
যদ্‌যৎ ত্বয়া প্রগদিতং তৎ সর্ব্বং মে শ্রুতং প্রভো
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং যত্তু যত্তে মনসি কাশতে॥

ত্বয়া ন গদিতং যত্তু যস্মৈ কস্মৈ কদাচন।
তস্মাৎ কথয় দেবেশ! সহস্রং নাম চোত্তমং॥
শ্রীরাধায়া মহাদেব্যা গোপ্যা ভক্তিপ্রসাধনং।
ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী হর্ত্রী সা কথং গোপীত্বমাগতা॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি! বিচিত্রার্থাং কথাং পাপহরাং শুভাং।
নাস্তি জন্মানি কর্ম্মাণি তস্যা নূনং মহেশ্বরি!॥
যদা হরিশ্চরিত্রাণি কুরুতে কার্য্যগৌরবাৎ।
তদা বিধত্তে রূপাণি হরিসান্নিধ্যসাধিনী॥
তস্যা গোপীত্বভাবস্য কারণং গদিতং পুরা।
ইদানীং শৃণু দেবেশি! নাম্নাঞ্চৈব সহস্রকং॥
যন্ময়া কথিতং নৈব তন্ত্রেম্বপি কদাপি ন।
তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি ভক্ত্যা ধার্য্যং মুমুক্ষুভিঃ॥
মম প্রাণসমা বিদ্যা ভাব্যতে মে ত্বহর্নিশং।
শৃণুষ্ব গিরিজে! নিত্যং পঠস্ব চ যথামতি॥
যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরপ্রভুঃ।
অস্যা নামসহস্রস্য ঋষির্নারদ এব চ।
দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গপ্রসাধিনী॥

অথ সহস্রনামস্তোত্রং।

শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণসংযুতা।
বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদনমোহিনী॥

শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা চ কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী।
যশস্বিনী যশোগম্যা যশোদানন্দবল্লভা॥
দামোদরপ্রিয়া গোপী গোপানন্দকরী তথা।
কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরিপ্রিয়া॥
প্রধানগোপিকা গোপকন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
বৃন্দাবনবিহারিণী বিকশিতমুখাম্বুজা॥
গোকুলানন্দকর্ত্রী চ গোকুলানন্দদায়িনী।
গতিপ্রদা গীতগম্যা গমনাগমনপ্রিয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণোরঙ্কনিবাসিনী।
যশোদানন্দপত্নী চ যশোদানন্দগেহিনী॥
কামারিকান্তা কামেশী কামলালসবিগ্রহা।
জয়প্রদা জয়া জীবা জীবানন্দপ্রদায়িনী॥
নন্দনন্দনপত্নী চ বৃষভানুসুতা শিবা।
গণাধ্যক্ষা গবাধ্যক্ষা গবাং গতিরনুত্তমা॥
কাঞ্চনাভা হেমগাত্রা কাঞ্চনাঙ্গদধারিণী।
অশোকা শোকরহিতা বিশোকা শোকনাশিনী॥
গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীতা বিদুত্তমা।
নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া নীতির্গতির্মতিরভীষ্টদা॥
বেদপ্রিয়া বেদগর্ভা বেদমার্গপ্রবর্দ্ধিনী।
বেদগম্যা বেদপরা বিচিত্রকনকোজ্জ্বলা॥
তথোজ্জ্বলপ্রদা নিত্যা তথৈবোজ্জ্বলগাত্রিকা।
নন্দপ্রিয়া নন্দসুতারাধ্যানন্দপ্রদা শুভা॥

শুভাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিন্যপরাজিতা।
জননী জন্মশূন্যা চ জন্মমৃত্যুজরাপহা ॥
গতির্গতিমতাং ধাত্রী ধাত্র্যানন্দপ্রদায়িনী।
জগন্নাথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেমসুন্দরী ॥
কিশোরী কমলা পদ্মা পদ্মহস্তা পয়োদদা।
পয়স্বিনী পয়োদাত্রী পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলা ॥
মহাজীবপ্রদা কৃষ্ণকান্তা কমলসুন্দরী।
বিচিত্রবাসিনী চিত্রবাসিনী চিত্ররূপিণী ॥
নির্গুণা সুকুলীনা চ নিষ্কুলীনা নিরাকুলা।
গোকুলান্তরগেহা চ যোগানন্দকরী তথা ॥
বেণুবাদ্যা বেণুরতির্বেণুবাদ্যপরায়ণা।
গোপালস্য প্রিয়া সৌম্যরূপা সৌম্যকুলোদ্বহা ॥
মোহাঽমোহা বিমোহা চ গতিনিষ্ঠা গতিপ্রদা।
গীর্ব্বাণবন্দ্যা গীর্ব্বাণা গীর্ব্বাণগণসেবিতা ॥
ললিতা চ বিশোকা চ বিশাখা চিত্রমালিনী।
জিতেন্দ্রিয়া শুদ্ধসত্ত্বা কুলীনা কুলদীপিকা ॥
দীপপ্রিয়া দীপদাত্রী বিমলা বিমলোদকা।
কান্তারবাসিনী কৃষ্ণা কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া মতিঃ ॥
অনুত্তরা দুঃখহন্ত্রী দুঃখকর্ত্রী কুলোদ্বহা।
মতির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্লজ্জা কান্তিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা ॥
ক্ষীরোদশায়িনী দেবী দেবারিকুলমর্দ্দিনী।
বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কুলপূজ্যা কুলপ্রিয়া ॥

সংহর্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং সাবিত্রী বেদগামিনী।
বেদাতীতা নিরালম্বা নিরালম্বগণপ্রিয়া ॥
নিরালম্বজনৈঃ পূজ্যা নিরালোকা নিরাশ্রয়া।
একাঙ্গা সর্ব্বগা সেব্যা ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী ॥
রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা ॥
রাসমণ্ডলমধ্যস্থা রাসমণ্ডলশোভিতা।
রাসমণ্ডলসেব্যা চ রাসক্রীড়ামনোহরা ॥
পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী।
পুণ্ডরীকাক্ষসেব্যা চ পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা ॥
সর্ব্বজীবেশ্বরী সর্ব্বজীববন্দ্যা পরাৎপরা।
প্রকৃতিঃ শম্ভুকান্তা চ সদাশিবমনোহরা ॥
ক্ষুৎ পিপাসা দয়া নিদ্রা ভ্রান্তিঃ শ্রান্তিঃ ক্ষমাকুলা।
বধূরূপা গোপপত্নী ভারতী সিদ্ধযোগিনী ॥
সত্যরূপা নিত্যরূপা নিত্যাঙ্গী নিত্যগেহিনী।
স্থানদাত্রী তথা ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ স্বয়ংপ্রভা ॥
সিন্ধুকন্যা স্থানদাত্রী দ্বারকাবাসিনী তথা।
বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সর্ব্বকারণকারণা ॥
ভক্তপ্রিয়া ভক্তগম্যা ভক্তানন্দপ্রদায়িনী।
ভক্তকল্পদ্রুমাতীতা তথাতীতগুণা তথা ॥
মনোঽধিষ্ঠাতৃদেবী চ কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা।
নিরাময়া সৌম্যদাত্রী তথা মদনমোহিনী ॥

একানংশা শিবা ক্ষেমা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
ঈশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা চ গোপনীয়া শুভঙ্করী॥
পালিনী সর্ব্বভূতানাং তথা কামাঙ্গহারিণী।
সদ্যোমুক্তিপ্রদা দেবী বেদসারা পরাৎপরা॥
হিমালয়সুতা সর্ব্বা পার্ব্বতী গিরিজা সতী।
দক্ষকন্যা দেবমাতা মন্দলজ্জা হরেস্তনুঃ॥
বৃন্দারণ্যপ্রিয়া বৃন্দা বৃন্দাবনবিলাসিনী।
বিলাসিনী বৈষ্ণবী চ ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠিতা॥
রুক্মিণী রেবতী সত্যভামা জাম্ববতী তথা।
সুলক্ষণা মিত্রবিন্দা কালিন্দী জহ্নুকন্যকা॥
পরিপূর্ণা পূর্ণতরা তথা হৈমবতী গতিঃ।
অপূর্ব্বা ব্রহ্মরূপা চ ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী॥
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যস্থা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডরূপিণী।
অণ্ডরূপাণ্ডমধ্যস্থা তথাণ্ডপরিপালিনী॥
অণ্ডবাহ্যাণ্ডসংহর্ত্রী শিবব্রহ্মহরিপ্রিয়া।
মহাবিষ্ণুপ্রিয়া কল্পবৃক্ষরূপা নিরন্তরা॥
সারভূতা স্থিরা গৌরী গৌরাঙ্গী শশিশেখরা।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শশিকোটিসমপ্রভা॥
মালতীমাল্যভূষাঢ্যা মালতীমাল্যধারিণী।
কৃষ্ণস্তুতা কৃষ্ণকান্তা বৃন্দাবনবিলাসিনী॥
তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবী সংসারার্ণবপারদা।
সারদাহারদাম্ভোদা যশোদা গোপনন্দিনী॥

অতীতগমনা গৌরী পরানুগ্রহকারিণী।
করুণার্ণবসম্পূর্ণা করুণার্ণবধারিণী॥
মাধবী মাধবমনোহারিণী শ্যামবল্লভা।
অন্ধকারভয়ধ্বস্তা মঙ্গল্যা মঙ্গলপ্রদা॥
শ্রীগর্ভা শ্রীপ্রদা শ্রীশা শ্রীনিবাসাচ্যুতপ্রিয়া।
শ্রীরূপা শ্রীহরা শ্রীদা শ্রীকামা শ্রীস্বরূপিণী॥
শ্রীদামানন্দদাত্রী চ শ্রীদামেশ্বরবল্লভা।
শ্রীনিতম্বা শ্রীগণেশা শ্রীস্বরূপাশ্রিতা শ্রুতিঃ॥
শ্রীক্রিয়ারূপিণী শ্রীলা শ্রীকৃষ্ণভজনান্বিতা।
শ্রীরাধা শ্রীমতী শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠরূপা শ্রুতিপ্রিয়া॥
যোগেশা যোগমাতা চ যোগাতীতা যুগপ্রিয়া।
যোগপ্রিয়া যোগগম্যা যোগিনীগণবন্দিতা॥
জবাকুসুমসঙ্কাশা দাড়িমীকুসুমোপমা।
নীলাম্বরধরা ধীরা ধৈর্য্যরূপধরা ধৃতিঃ॥
রত্নসিংহাসনস্থা চ রত্নকুণ্ডলভূষিতা।
রত্নালঙ্কারসংযুক্তা রত্নমালাধরা পরা॥
রত্নেন্দ্রসারহারাঢ্যা রত্নমালাবিভূষিতা।
ইন্দ্রনীলমণিন্যস্তপাদপদ্মশুভা শুচিঃ॥
কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী চ অমাবস্যা ভয়াপহা।
গোবিন্দরাজগৃহিণী গোবিন্দগণপূজিতা॥
বৈকুণ্ঠনাথগৃহিণী বৈকুণ্ঠপরমালয়া।
বৈকুণ্ঠদেবদেবাঢ্যা তথা বৈকুণ্ঠসুন্দরী॥

মদালসা বেদবতী সীতা সাধ্বী পতিব্রতা।
অন্নপূর্ণা সদানন্দরূপা কৈবল্যসুন্দরী॥
কৈবল্যদায়িনী শ্রেষ্ঠা গোপীনাথমনোহরা।
গোপীনাথেশ্বরী চণ্ডী নায়িকানয়নান্বিতা॥
নায়িকা নায়কপ্রীতা নায়কানন্দরূপিণী।
শেষা শেষবতী শেষরূপিণী জগদম্বিকা॥
গোপালপালিকা মায়া জায়ানন্দপ্রদা তথা।
কুমারী যৌবনানন্দা যুবতী গোপসুন্দরী॥
গোপমাতা জানকী চ জনকানন্দকারিণী।
কৈলাসবাসিনী রম্ভা বৈরাগ্যকুলদীপিকা॥
কমলাকান্তগৃহিণী কমলা কমলালয়া।
ত্রৈলোক্যমাতা জগতামধিষ্ঠাত্রী প্রিয়াম্বিকা॥
হরকান্তা হররতা হরানন্দপ্রদায়িনী।
হরপত্নী হরপ্রীতা হরতোষণতৎপরা॥
হরেশ্বরী রামরতা রামা রামেশ্বরী রমা।
শ্যামলা চিত্রলেখা চ তথা ভুবনমোহিনী॥
সুগোপী গোপবনিতা গোপরাজ্যপ্রদা শুভা।
অঙ্গাবপূর্ণা মাহেয়ী মৎস্যরাজসুতা সতী॥
কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী নবদুর্গিকা।
চঞ্চলা চঞ্চলামোদা নারী ভুবনসুন্দরী॥
দক্ষযজ্ঞহরা দাক্ষী দক্ষকন্যা সুলোচনা।
রতিরূপা রতিপ্রীতা রতিশ্রেষ্ঠা রতিপ্রদা॥

রতিলক্ষণগেহস্থা বিরজা ভুবনেশ্বরী।
শঙ্কাস্পদা হরের্জায়া জামাতৃকুলবন্দিতা॥
বকুলা বকুলামোদধারিণী যমুনা জয়া।
বিজয়া জয়পত্নী চ যমলার্জ্জুনভঞ্জিনী॥
বক্রেশ্বরী বক্ররূপা বক্রবীক্ষণবীক্ষিতা।
অপরাজিতা জগন্নাথা জগন্নাথেশ্বরী যতিঃ॥
খেচরী খেচরসুতা খেচরত্বপ্রদায়িনী।
বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থা চ বিষ্ণুভাবনতৎপরা॥
চন্দ্রকোটিসুগাত্রী চ চন্দ্রাননমনোহরা।
সেবা সেব্যা শিবা ক্ষেমা তথা ক্ষেমঙ্করী বধূঃ॥
যাদবেন্দ্রবধূঃ শৈব্যা শিবভক্তা শিবান্বিতা।
কেবলা নিষ্কলা সূক্ষ্মা মহাভীমাভয়প্রদা॥
জীমূতরূপা জৈমূতী জিতামিত্রপ্রমোদিনী।
গোপালবনিতা নন্দা কুলজেন্দ্রনিবাসিনী॥
জয়ন্তী যমুনাঙ্গী চ যমুনাতোষকারিণী।
কলিকল্মষভঙ্গা চ কলিকল্মষনাশিনী॥
কলিকল্মষরূপা চ নিত্যানন্দকরী কৃপা।
কৃপাবতী কুলবতী কৈলাসাচলবাসিনী॥
বামদেবী বামভাগা গোবিন্দপ্রিয়কারিণী।
নরেন্দ্রকন্যা যোগেশী যোগিনী যোগরূপিণী॥
যোগসিদ্ধা সিদ্ধরূপা সিদ্ধিক্ষেত্রনিবাসিনী।
ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃরূপা চ ক্ষেত্রাতীতা কুলপ্রদা॥

কেশবানন্দদাত্রী চ কেশবানন্দদায়িনী।
কেশবা কেশবপ্রীতা কেশবী কেশবপ্রিয়া॥
রাসক্রীড়াকরী রাসবাসিনী রাসসুন্দরী।
গোকুলান্বিতদেহা চ গোকুলত্বপ্রদায়িনী॥
লবঙ্গনাম্নী নারঙ্গী নারঙ্গকুলমণ্ডনা।
এলালবঙ্গকর্পূরমুখবাসমুখান্বিতা॥
মুখ্যা মুখ্যপ্রদা মুখ্যরূপা মুখ্যনিবাসিনী।
নারায়ণী কৃপাতীতা করুণাময়কারিণী॥
কারুণ্যা করুণা কর্ণা গোকর্ণা নাগকর্ণিকা।
সর্পিণী কৌলিনী ক্ষেত্রবাসিনী জগদম্বয়া॥
জটিলা কুটিলা নীলা নীলাম্বরধরা শুভা।
নীলাম্বরবিধাত্রী চ নীলকণ্ঠপ্রিয়া তথা॥
ভগিনী ভাগিনী ভোগ্যা কৃষ্ণভোগ্যা ভগেশ্বরী।
বলেশ্বরী বলারাধ্যা কান্তা কান্তনিতম্বিনী॥
নিতম্বিনী রূপবতী যুবতী কৃষ্ণপীবরী।
বিভাবরী বেত্রবতী শঙ্কটা কুটিলালকা॥
নারায়ণপ্রিয়া শৈলা সৃক্কণীপরিমোহিতা।
দৃক্পাতমোহিতা প্রাতরাশিনী নবনীতিকা॥
নবীনা নবনারী চ নারঙ্গফলশোভিতা।
হৈমী হেমমুখী চন্দ্রমুখী শশিসুশোভনা॥
অর্দ্ধচন্দ্রধরা চন্দ্রবল্লভা রোহিণী তমিঃ।
তিমিঙ্গিলকুলামোদমৎস্যরূপাঙ্গহারিণী॥

কারিণী সর্ব্বভূতানাং কার্য্যাতীতা কিশোরিণী।
কিশোরবল্লভা কেশকারিকা কামকারিকা॥
কামেশ্বরী কামকলা কালিন্দীকূলদীপিকা।
কলিন্দতনয়াতীরবাসিনী তীরগেহিনী॥
কাদম্বরীপানপরা কুসুমামোদধারিণী।
কুমুদা কুমুদানন্দা কৃষ্ণেশী কামবল্লভা॥
তর্কালী বৈজয়ন্তী চ নিম্বদাড়িম্বরূপিণী।
বিল্ববৃক্ষপ্রিয়া কৃষ্ণাম্বরা বিল্বোপমস্তনী॥
বিল্বাত্মিকা বিল্ববপুর্বিল্ববৃক্ষনিবাসিনী।
তুলসীতোষিকা তৈতিলানন্দপরিতোষিকা॥
গজমুক্তা মহামুক্তা মহামুক্তিফলপ্রদা।
অনঙ্গমোহিনী শক্তিরূপা শক্তিস্বরূপিণী॥
পঞ্চশক্তিস্বরূপা চ শৈশবানন্দকারিণী।
গজেন্দ্রগামিনী শ্যামলতানঙ্গলতা তথা॥
যোষিচ্ছক্তিস্বরূপা চ যোষিদানন্দকারিণী।
প্রেমপ্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দতরঙ্গিণী॥
প্রেমহারা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা।
কৃষ্ণপ্রেমবতী ধন্যা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥
প্রেমভক্তিপ্রদা প্রেমা প্রেমানন্দতরঙ্গিণী।
প্রেমক্রীড়াপরীতাঙ্গী প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী॥
প্রেমার্থদায়িনী সর্ব্বশ্বেতা নিত্যতরঙ্গিণী।
হাবভাবান্বিতা রৌদ্রা রুদ্রানন্দপ্রকাশিনী॥

কপিলা শৃঙ্খলা কেশপাশসম্বন্ধিনী ঘটী।
কুটীরবাসিনী ধূম্রা ধূম্রকেশা জলোদরী॥
ব্রহ্মাণ্ডগোচরা ব্রহ্মরূপিণী ভবভাবিনী।
সংসারনাশিনী শৈবা শৈবলানন্দদায়িনী॥
শিশিরা হেমরাগাঢ্যা মেঘরূপাতিসুন্দরী।
মনোরমা বেগবতী বেগাঢ্যা বেদবাদিনী॥
দয়ান্বিতা দয়াধারা দয়ারূপা সুসেবিনী।
কিশোরসঙ্গসংসর্গা গৌরচন্দ্রাননা কলা॥
কলাধিনাথবদনা কলানাথাধিরোহিণী।
বিরাগকুশলা হেমপিঙ্গলা হেমমণ্ডনা॥
ভাণ্ডীরতালবনগা কৈবর্ত্তী পীবরী শুকী।
শুকদেবগুণাতীতা শুকদেবপ্রিয়া সখী॥
বিকলোৎকর্ষিণী কোষা কৌষেয়াম্বরধারিণী।
কৌষাবরী কোষরূপা জগদুৎপত্তিকারিকা॥
সৃষ্টিস্থিতিকরী সংহারিণী সংহারকারিণী।
কেশশৈবলধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা সুকোমলা॥
পদ্মাঙ্গরাগসংরাগা বিন্ধ্যাদ্রিপরিবাসিনী।
বিন্ধ্যালয়া শ্যামসখী সখীসংসাররাগিণী॥
ভূতা ভবিষ্যা ভব্যা চ ভব্যগাত্রা ভবাতিগা।
ভবনাশান্তকারিণ্যাকাশরূপা সুবেশিনী॥
রতিরঙ্গপরিত্যাগা রতিবেগা রতিপ্রদা।
তেজস্বিনী তেজোরূপা কৈবল্যপথদা শুভা॥

ভক্তিহেতুর্ম্মুক্তিহেতুর্লঙ্ঘিনী লঙ্ঘনক্ষমা।
বিশালনেত্রা বৈশালী বিশালকুলসম্ভবা॥
বিশালগৃহবাসা চ বিশালবদরীরতিঃ।
ভক্ত্যতীতা ভক্তিগতির্ভক্তিকা শিবভক্তিদা॥
শিবভক্তিস্বরূপা চ শিবার্দ্ধাঙ্গবিহারিণী।
শিরীষকুসুমামোদা শিরীষকুসুমোজ্জ্বলা॥
শিরীষমৃদ্বী শৈরীষী শিরীষকুসুমাকৃতিঃ।
বামাঙ্গহারিণী বিষ্ণোঃ শিবভক্তিসুখান্বিতা॥
বিজিতা বিজিতামোদা গণগা গণতোষিতা।
হয়াস্যা হেরম্বসুতা গণমাতা সুখেশ্বরী॥
দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা সেবিতেপ্সিতসর্ব্বদা।
সর্ব্বজ্ঞত্ববিধাত্রী চ কুলক্ষেত্রনিবাসিনী॥
লবঙ্গা পাণ্ডবসখী সখীমধ্যনিবাসিনী।
গ্রাম্যগীতা গয়া গম্যা গমনাতীতনির্ভরা॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ী তথা।
গঙ্গেরিতা পূতগাত্রা পবিত্রকুলদীপিকা॥
পবিত্রগুণশীলাঢ্যা পবিত্রানন্দদায়িনী।
পবিত্রগুণসীমাঢ্যা পবিত্রকুলদীপনী॥
কম্পমানা কংসহরা বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।
গোবর্দ্ধনেশ্বরী গোবর্দ্ধনহাস্যা হয়াকৃতিঃ॥
মীনাবতারা মীনেশী গগনেশী হয়া গজী।
হরিণী হারিণী হারধারিণী কনকাকৃতিঃ॥

বিদ্যুৎপ্রভা বিপ্রমাতা গোপমাতা গয়েশ্বরী।
গবেশ্বরী গবেশী চ গবীশী গতিবাসিনী ॥
গতিজ্ঞা গীতকুশলা দনুজেন্দ্রনিবারিণী।
নির্ব্বাণধাত্রী নৈর্ব্বাণী হেতুযুক্তা গয়োত্তরা ॥
পর্ব্বতাধিনিবাসা চ নিবাসকুশলা তথা।
সন্ন্যাসধর্ম্মকুশলা সন্ন্যাসেশী শরন্মুখী ॥
শরচ্চন্দ্রমুখী শ্যামহারা ক্ষেত্রনিবাসিনী।
বসন্তরাগসংরাগা বসন্তবসনাকৃতিঃ ॥
চতুর্ভুজা ষড়্‌ভুজা চ দ্বিভুজা গৌরবিগ্রহা।
সহস্রাস্যা বিহাস্যা চ মুদ্রাস্যা মুদদায়িনী ॥
প্রাণপ্রিয়া প্রাণরূপা প্রাণরূপিণ্যপাবৃতা।
কৃষ্ণপ্রীতা কৃষ্ণরতা কৃষ্ণতোষণতৎপরা ॥
কৃষ্ণপ্রেমরতা কৃষ্ণভক্তা ভক্তফলপ্রদা।
কৃষ্ণপ্রেমা প্রেমভক্তা হরিভক্তিপ্রদায়িনী ॥
চৈতন্যরূপা চৈতন্যপ্রিয়া চৈতন্যরূপিণী।
উগ্ররূপা শিবক্রোড়া কৃষ্ণক্রোড়া জলোদরী ॥
মহোদরী মহাদুর্গকান্তারসুস্থবাসিনী।
চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেমতরঙ্গিণী ॥
সমুদ্রমথনোদ্ভূতা সমুদ্রজলবাসিনী।
সমুদ্রামৃতরূপা চ সমুদ্রজলবাসিকা ॥
কেশপাশরতা নিদ্রা ক্ষুধা প্রেমতরঙ্গিকা।
দূর্ব্বাদলশ্যামতনুর্দূর্ব্বাদলতনুচ্ছবিঃ ॥

নাগরী নাগরীরাগা নাগরানন্দকারিণী।
নাগরালিঙ্গনপরা নাগরাঙ্গনমঙ্গলা॥
উচ্চনীচা হৈমবতীপ্রিয়া কৃষ্ণতরঙ্গদা।
প্রেমালিঙ্গনসিদ্ধাঙ্গী সিদ্ধসাধ্যবিলাসিকা॥
মঙ্গলামোদজননী মেখলামোদধারিণী।
রত্নমঞ্জীরভূষাঙ্গী রত্নভূষণভূষণা॥
জম্বালমালিকা কৃষ্ণপ্রাণা প্রাণবিমোচনা।
সত্যপ্রদা সত্যবতী সেবকানন্দদায়িকা॥
জগদ্‌যোনির্জগদ্‌বীজা বিচিত্রমণিভূষণা।
রাধারমণকান্তা চ রাধ্যা রাধনরূপিণী॥
কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণপ্রাণসর্ব্বস্বদায়িনী।
কৃষ্ণাবতারনিরতা কৃষ্ণভক্তফলার্থিনী॥
যাচকা যাচকানন্দকারিণী যাচকোজ্জ্বলা।
হরিভূষণভূষাঢ্যানন্দযুক্তার্দ্রপাদগা॥
হৈহৈতালধরা থৈথৈশব্দশক্তিপ্রকাশিনী।
হেহেশব্দস্বরূপা চ হীহীবাক্যবিশারদা॥
জগদানন্দকর্ত্রী চ সান্দ্রানন্দবিশারদা।
পণ্ডিতা পণ্ডিতগুণা পণ্ডিতানন্দকারিণী॥
পরিপালনকর্ত্রী চ তথা স্থিতিবিনোদিনী।
তথা সংহারশব্দাঢ্যা বিদ্বজ্জনমনোহরা॥
বিদুষাং প্রীতিজননী বিদ্বৎপ্রেমবিবর্দ্ধিনী।
নাদেশী নাদরূপা চ নাদবিন্দুবিধারিণী॥

শূন্যস্থানস্থিতা শূন্যরূপপাদপবাসিনী।
কার্ত্তিকব্রতকর্ত্রী চ বসনাহারিণী তথা॥
জলাশয়া জলতলা শিলাতলনিবাসিনী।
ক্ষুদ্রকীটাঙ্গসংসর্গা সঙ্গদোষবিনাশিনী॥
কোটীকন্দর্পলাবণ্যা কন্দর্পকোটিসুন্দরী।
কন্দর্পকোটিজননী কামবীজপ্রদায়িনী॥
কামশাস্ত্রবিনোদা চ কামশাস্ত্রপ্রকাশিনী।
কামপ্রকাশিকা কামিন্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিদা॥
যামিনী যামিনীনাথবদনা যামিনীশ্বরী।
যাগযোগহরা ভুক্তিমুক্তিদাত্রী হিরণ্যদা॥
কপালমালিনী দেবী ধামরূপিণ্যপূর্ব্বদা।
কৃপান্বিতা গুণা গৌণ্যা গুণাতীতফলপ্রদা॥
কুষ্মাণ্ডভূতবেতালনাশিনী শরদান্বিতা।
শীতলা শবলা হেলা লীলা লাবণ্যমঙ্গলা॥
বিদ্যার্থিনী বিদ্যমানা বিদ্যা বিদ্যাস্বরূপিণী।
আন্বীক্ষিকীশাস্ত্ররূপা শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারিণী॥
নাগেন্দ্রা নাগমাতা চ ক্রীড়াকৌতুকরূপিণী।
হরিভাবনশীলা চ হরিতোষণতৎপরা॥
হরিপ্রাণা হরপ্রাণা শিবপ্রাণা শিবান্বিতা।
নরকার্ণবসংহন্ত্রী নরকার্ণবনাশিনী॥
নরেশ্বরী নরাতীতা নরসেব্যা নরাঙ্গনা।
যশোদানন্দনপ্রাণবল্লভা হরিবল্লভা॥

যশোদানন্দনারম্যা যশোদানন্দনেশ্বরী।
যশোদানন্দনাক্রীড়া যশোদাক্রোড়বাসিনী॥
যশোদানন্দনপ্রাণা যশোদানন্দনার্থদা।
বৎসলা কোশলা কালা করুণার্ণবরূপিণী॥
স্বর্গলক্ষ্মীর্ভূমিলক্ষ্মীর্দ্রৌপদী পাণ্ডবপ্রিয়া।
তথার্জ্জুনসখী ভৌমী ভৈমী ভীমকুলোদ্বহা॥
ভুবনা মোহনা ক্ষীণা পানাসক্ততরা তথা।
পানার্থিনী পানপাত্রা পানপানন্দদায়িনী॥
দুগ্ধমন্থনকর্ম্মাঢ্যা দধিমন্থনতৎপরা।
দধিভাণ্ডার্থিনী কৃষ্ণক্রোধিনী নন্দনাঙ্গনা॥
ঘৃতলিপ্তা তক্রযুক্তা যমুনাপারকৌতুকা।
বিচিত্রকথকা কৃষ্ণহাস্যভাষণতৎপরা॥
গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী তথা।
রাসসক্তা রাসরতিরাসবাসক্তবাসনা॥
হরিদ্রা হারিতা হারিণ্যানন্দার্পিতচেতনা।
নিশ্চৈতন্যা চ নিশ্চেতা তথা দারুহরিদ্রিকা॥
সুবলস্য স্বসা কৃষ্ণভার্য্যা ভাষাতিবেগিনী।
শ্রীদামস্য সখী দামদামিনী দামধারিণী॥
কৈলাসিনী কেশিনী চ হরিদম্বরধারিণী।
হরিসান্নিধ্যদাত্রী চ হরিকৌতুকমঙ্গলা॥
হরিপ্রদা হরিদ্বারা যমুনাজলবাসিনী।
জৈত্রপ্রদা জিতার্থী চ চতুরা চতুরী তমী॥

তমিস্রাতপরূপা চ রৌদ্ররূপা যশোঽর্থিনী।
কৃষ্ণার্থিনী কৃষ্ণকলা কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী।
কৃষ্ণার্থবাসনা কৃষ্ণরাগিণী ভবভাবিনী।
কৃষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তভক্তিশুভপ্রদা॥
শ্রীকৃষ্ণরহিতা দীনা তথা বিরহিণী হরেঃ।
মথুরা মথুরারাজগেহভাবনভাবনা॥
শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা তথোন্মাদবিধায়িনী।
কৃষ্ণার্থব্যাকুলা কৃষ্ণসারচর্ম্মধরা শুভা॥
অলকেশ্বরপূজ্যা চ কুবেরেশ্বরবল্লভা।
ধনধান্যবিধাত্রী চ জায়া কায়া হয়া হয়ী॥
প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থস্বরূপিণী।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্দ্ধাঙ্গহারিণী শৈবশিংসপা॥
রাক্ষসীনাশিনী ভূতপ্রেতপ্রাণবিনাশিনী।
সকলেপ্সিতদাত্রী চ শচী সাধ্বী অরুন্ধতী॥
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিবাক্যবিনোদিনী।
অশেষসাধনী কল্পবাসিনী কল্পরূপিণী॥ ১০০০॥

অথ ফলশ্রুতিঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং দেবি! রাধানামসহস্রকং।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি তস্য তুষ্যতি মাধবঃ॥

কিং তস্য যমুনাভির্বা নদীভিঃ সর্ব্বতঃ প্রিয়ে।
কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থৈশ্চ যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ॥
স্তোত্রস্যাস্য প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চাঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো জগতীপতিঃ।
বৈশ্যো নিধিপতির্ভূয়াৎ শূদ্রো মুচ্যেত জন্মতঃ॥
ব্রহ্মহত্যা-সুরাপান-স্তেয়াদেরতিপাতকাৎ।
সদ্যো মুচ্যেত দেবেশি! সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
রাধানামসহস্রস্য সমানং নাস্তি ভূতলে।
স্বর্গে বাপ্যথ পাতালে গিরৌ বা জলতোঽপি বা।
নাতঃ পরং শুভং স্তোত্রং তীর্থং নাতঃ পরং পরং॥
একাদশ্যাং শুচির্ভূত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছৃণুয়াদ্বা সুশোভনে!॥
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা তুলসীসন্নিধৌ শিবে!।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি তস্য তত্তৎ ফলং শৃণু॥
অশ্বমেধং রাজসূয়ং বার্হস্পত্যং তথাত্রিকং।
অতিরাত্রং বাজপেয়মগ্নিষ্টোমং তথা শুভং।
কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি শ্রুত্বা তৎ ফলমাপ্নুয়াৎ॥
কার্ত্তিকে চাষ্টমীং প্রাপ্য পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি।
সহস্রযুগকল্পান্তং বৈকুণ্ঠ-বসতিং লভেৎ॥
ততশ্চ ব্রহ্মভবনে শিবস্য ভবনে পুনঃ।
সুরাধিনাথভবনে পুনর্যাতি সলোকতাং॥

গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি।
বিষ্ণোঃ সারূপ্যমায়াতি সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি!॥
মম বক্ত্রগিরের্জাতা পার্ব্বতীবদনাশ্রিতা।
রাধানামসহস্রাখ্যা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী।
পঠ্যতে হি ময়া নিত্যং ভক্ত্যা শক্ত্যা যথোচিতং॥
মম প্রাণসমং হ্যেতৎ তব প্রীত্যা প্রকাশিতং।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং পাষণ্ডায় কদাচন।
নাস্তিকায় বিরাগায় রাগযুক্তায় সুন্দরি!॥
তথা দেয়ং মহাস্তোত্রং হরিভক্তায় শঙ্করি!।
বৈষ্ণবেষু যথাশক্তি দাত্রে পুণ্যার্থশালিনে॥
রাধানামসুধাবারি মম বক্ত্রসুধাম্বুধেঃ।
উদ্ধৃতাসৌ ত্বয়া যত্নাদ্ যতস্ত্বং বৈষ্ণবাগ্রণীঃ॥
বিশুদ্ধসত্ত্বায় যথার্থবাদিনে দ্বিজস্য সেবানিরতায় মন্ত্রিণে।
দাত্রে যথাশক্তি সুভক্তিমানসে রাধাপদধ্যানপরায় শোভনে॥
হরিপাদাব্জমধুপমনোভূতায় মানসে।
রাধাপাদসুধাস্বাদশালিনে বৈষ্ণবায় চ॥
দদ্যাৎ স্তোত্রং মহাপুণ্যং হরিভক্তিপ্রসাধনং।
জন্মান্তরং ন পশ্যন্তি রাধাকৃষ্ণপদার্থিনঃ॥
মম প্রাণা বৈষ্ণবা হি তেষাং রক্ষার্থমেব হি।
শূলং ময়া ধার্য্যতে হি নান্যথা মেঽত্র কারণং॥
হরিভক্তিদ্বিষামর্থে শূলং সন্ধার্য্যতে ময়া।
শৃণু দেবি! যথার্থং মে গদিতং ত্বয়ি সুব্রতে!॥

ভক্তাসি মে প্রিয়াসি ত্বমতঃ স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
কদাপি নোচ্যতে দেবি! ময়া নামসহস্রকং॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীশ্রীরাধিকা-সহস্রনামস্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীগোপাল-কবচং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ বক্ষ্যামি কবচং গোপালস্য জগদ্গুরোঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ১॥
শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সাবধানাঽবধারয়।
নারদোঽস্য ঋষির্দেবি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং॥ ২॥
দেবতা বালকৃষ্ণশ্চ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কঃ।
শিরো মে বালকৃষ্ণশ্চ পাতু নিত্যং মম শ্রুতী॥ ৩॥
নারায়ণঃ পাতু কণ্ঠং গোপীবন্দ্যঃ কপোলকং।
নাসিকে মধুহা পাতু চক্ষুষী নন্দনন্দনঃ॥ ৪॥
জনার্দ্দনঃ পাতু দন্তানধরে মাধবস্তথা।
ঊর্দ্ধোষ্ঠং পাতু বারাহশ্চিবুকং কেশিসূদনঃ॥ ৫॥
হৃদয়ং গোপিকানাথো নাভিং সুতপ্রদঃ সদা।
হস্তৌ গোবর্দ্ধনধরঃ পাদৌ পীতাম্বরোঽবতু॥ ৬॥
করাঙ্গুলীন্ শ্রীধরো মে পাদাঙ্গুলীঃ কৃপাময়ঃ।
লিঙ্গং পাতু গদাপাণির্ব্বালক্রীড়ামনোরমঃ॥ ৭॥

জগন্নাথঃ পাতু পূর্ব্বং শ্রীরামোঽবতু পশ্চিমং।
উত্তরং কৈটভারিশ্চ দক্ষিণং হনুমৎপ্রভুঃ ॥ ৮ ॥
আগ্নেয্যাং পাতু গোবিন্দো নৈর্ঋত্যাং পাতু কেশবঃ।
বায়ব্যাং পাতু দৈত্যারিরৈশান্যাং গোপনন্দনঃ ॥ ৯ ॥
ঊর্দ্ধং পাতু প্রলম্বারিরধঃ কৈটভমর্দ্দনঃ।
শয়ানং পাতু পূতাত্মা গতৌ পাতু শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ১০ ॥
শেষঃ পাতু নিরালম্বে জাগ্রদ্ভাবে হ্যপাং পতিঃ।
ভোজনে কেশিহা পাতু কৃষ্ণঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু ॥ ১১ ॥
গণনাসু নিশানাথো দিবানাথো দিনক্ষয়ে।
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতং ॥ ১২ ॥
যঃ পঠেন্নিত্যমেবেদং কবচং প্রযতো নরঃ।
তস্যাশু বিপদো দেবি! নশ্যন্তি রিপুসঙ্ঘতঃ ॥ ১৩ ॥
অন্তে গোপাল-চরণং প্রাপ্নোতি পরমেশ্বরি!।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি ॥ ১৪ ॥
তৎসর্ব্বদো রমানাথঃ পরিপান্তি চতুর্ভুজঃ।
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি! গোপালং পূজয়েদ্ যদি ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি! জপহোমার্চ্চনাদিকং।
স শস্ত্রাঘাতং সম্প্রাপ্য মৃত্যুমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীশ্রীগোপালকবচং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কবচং।

শ্রীনারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! কবচং যৎ প্রকাশিতং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো!॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র! কবচং পরমাদ্ভুতং।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা॥
ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্‌বদামি তে।
অতিগুহ্যতমং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহং॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্‌ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবং।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্মীর্জগত্রয়ং॥
পঠনাদ্ধারণাচ্ছম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা মহিষাদি-মহাসুরান্॥
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥
ইদং কবচমত্যন্তং গুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ॥
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ॥

ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং পায়ান্নেত্রযুগ্মমষ্টার্ণো ভক্তিমুক্তিদঃ॥
ক্লীঁ পায়াচ্ছ্রোত্রযুগ্মঞ্চৈকাক্ষরঃ সর্ব্বমোহনঃ।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাং॥
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহাননং মম।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ॥
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ং।
ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ॥
ক্লীঁ কৃষ্ণঃ ক্লীঁ করৌ পায়াৎ ক্লীঁ কৃষ্ণায়াঙ্গতোঽবতু।
হৃদয়ং ভুবনেশানী ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ স্তনৌ মম॥
গোপালায়াগ্নিজায়ান্তং কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মং মনূত্তমঃ॥
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যৌ ঙে-যুতৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু॥
পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণ কঙ্কালং ক্লীং কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
সক্থিনী সততং পাতু শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণ ঠদ্বয়ং॥
ঊরূ সপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ পদতো গোপীজনবল্লপদং ততঃ॥
ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষড়্দশার্ণকঃ।
জানুনী চ সদা পাতু হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দশাক্ষরঃ॥

ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যদায়ুধঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো হ্রীঁ শ্রীঁ পূর্ব্বকো বিংশদর্ণকঃ॥
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকানায়কো বলী।
নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বাসুদেবায় তৎপরং॥
তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু।
হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দশার্ণস্তু ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষোড়শার্ণকঃ॥
গদাদ্যদায়ুধো বিষ্ণুর্মামগ্নের্দিশি রক্ষতু।
হ্রীঁ শ্রীঁ দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু॥
তারো নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় চ।
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈর্ঋত্যাং দিশি রক্ষতু॥
ক্লীঁ হৃষীকেপদং শায় নমো মাং বারুণেঽবতু।
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু॥
শ্রীঁ মায়া কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ।
দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু॥
বাগ্‌ভবং কাম কৃষ্ণায় হ্রীঁ গোবিন্দায় তৎপরং।
শ্রীঁ গোপীজনবল্লাস্তে ভায় স্বাহা হসৌস্ততঃ॥
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যাং সদাবতু।
কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তং॥
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতং।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোঽপ্যধো মাং সর্ব্বদাবতু॥
কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ॥

ইতি তে কথিতং বিপ্র! ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকং॥
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতং।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ।
সকৃদ্দ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ॥
মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ।
শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ॥
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধয়েৎ স্বয়ং।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ং॥
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য পুরশ্চর্য্যাং বিনা ততঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় সততং লক্ষ্মীর্বাণী বসেত্ততঃ॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
দশবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা॥
কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাদ্‌যতঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্ যঃ পুরুষোত্তমং।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রস্তস্য সিধ্যতি॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণকবচং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীরাধা-কবচং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কৈলাসবাসিন্ ভগবন্ ভক্তানুগ্রহকারক!।
রাধিকাকবচং পুণ্যং কথয়স্ব মম প্রভো!॥ ১॥
যদ্যস্তি করুণা নাথ! ত্রাহি মাং দুঃখতো ভয়াৎ।
ত্বমেব শরণং নাথ শূলপাণে পিনাকধৃক্!॥ ২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণুষ্ব গিরিজে! তুভ্যং কবচং পূর্ব্বসূচিতং।
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং সর্ব্বহত্যাহরং পরং॥ ৩॥
হরিভক্তিপ্রদং সাক্ষাদ্ ভক্তিমুক্তিপ্রসাধনং।
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং দেবি! হরিসান্নিধ্যকারকং॥ ৪॥
সর্ব্বত্র জয়দং দেবি! সর্ব্বশত্রুভয়াপহং।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং মনোবৃত্তিকরং পরং॥ ৫॥

চতুর্দ্ধা মুক্তিজনকং সদানন্দকরং পরং।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং যজ্ঞানাং ফলদায়কং ॥ ৬ ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রাধামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য বিঘ্নাস্তস্য পদে পদে ॥ ৭ ॥
ঋষিরস্য মহাদেবোঽনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চ কীর্ত্তিতং।
রাধাস্য দেবতা প্রোক্তা রাং বীজং কীলকং স্মৃতং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮ ॥
শ্রীরাধা মে শিরঃ পাতু ললাটং রাধিকা তথা ॥ ৯ ॥
শ্রীমতী নেত্রযুগলং কর্ণৌ গোপেন্দ্রনন্দিনী।
হরিপ্রিয়া নাসিকাঞ্চ ভ্রূযুগং শশিশোভনা ॥ ১০ ॥
ওষ্ঠং পাতু কৃপাদেবী অধরং গোপিকা তথা।
বৃষভানুসুতা দন্তাংশ্চিবুকং গোপনন্দিনী ॥ ১১ ॥
চন্দ্রাবলী পাতু গণ্ডং জিহ্বাং কৃষ্ণপ্রিয়া তথা।
কণ্ঠং পাতু হরিপ্রাণা হৃদয়ং বিজয়া তথা ॥ ১২ ॥
বাহূ দ্বৌ চন্দ্রবদনা উদরং সুবলস্বসা।
কটিং যোগান্বিতা পাতু পাদৌ সৌভদ্রিকা তথা ॥ ১৩ ॥
নখাংশ্চন্দ্রমুখী পাতু গুল্‌ফৌ গোপালবল্লভা।
জানুদেশং জয়া পাতু গোপী পাদতলং তথা ॥ ১৪ ॥
শুভপ্রদা পাতু পৃষ্ঠং কক্ষৌ শ্রীকান্তবল্লভা।
জানুদেশং জয়া পাতু হরিণী পাতু সর্ব্বতঃ ॥ ১৫ ॥
বাক্যং বাণী সদা পাতু ধনাগারং ধনেশ্বরী।
পূর্ব্বাং দিশং কৃষ্ণরতা কৃষ্ণপ্রাণা চ পশ্চিমাং ॥ ১৬ ॥

উত্তরাং হরিতা পাতু দক্ষিণাং বৃষভানুজা।
চন্দ্রাবলী নৈশমেব দিবা ক্ষ্বেড়িতমেখলা॥ ১৭॥
সৌভাগ্যদা মধ্যদিনে সায়াহ্নে কামরূপিণী।
রৌদ্রী প্রাতঃ পাতু মাং হি গোপিনী রজনীক্ষয়ে॥ ১৮॥
হেতুদা সঙ্গবে পাতু কেতুমালা দিবার্দ্ধকে।
শেষাপরাহ্নসময়ে শমিতা সর্ব্বসন্ধিষু॥ ১৯॥
যোগিনী ভোগসময়ে রতৌ রতিপ্রদা সদা।
কামেশী কৌতুকে নিত্যং যোগে রত্নাবলী মম।
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু রাধিকা কৃষ্ণমানসা॥ ২০॥
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি! কবচং পরমাদ্ভুতং।
সর্ব্বরক্ষাকরং নাম মহারক্ষাকরং পরং॥ ২১॥
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসময়ে সায়াহ্নে প্রপঠেদ্যদি।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিস্তস্য স্যাৎ যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে॥ ২২॥
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে।
প্রাণার্থনাশসময়ে যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি! ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ॥ ২৩॥
আরাধিতা রাধিকা চ তেন সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥
গঙ্গাস্নানাদ্ধরের্নামগ্রহণাৎ যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং তস্য ভবতি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ॥ ২৫॥
হরিদ্রারোচনাচন্দ্রমণ্ডিতং হরিচন্দনং।
কৃত্বা লিখিত্বা ভূর্জ্জে চ ধারয়েন্মস্তকে ভুজে।
কণ্ঠে বা দেবদেবেশি! স হরির্নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৬॥

কবচস্য প্রসাদেন ব্রহ্মা সৃষ্টিং স্থিতিং হরিঃ।
সংহারঞ্চাহং নিয়তং করোমি কুরুতে তথা ॥ ২৭ ॥
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় বিরাগগুণশালিনে।
দদ্যাৎ কবচমব্যগ্রমন্যথা নাশমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীশ্রীরাধাকবচং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীগুরুদেব-ধ্যানং।

গুরুং গৌরং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজঞ্চ করুণেক্ষণং।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকং ॥ ১ ॥

শ্রীগুরুং গৌরহৃদয়ং শান্তং করুণাশালিনং।
বরাভয়করং ধ্যায়েৎ প্রণয়তিলকালকং ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-ধ্যানং।

শুদ্ধস্বর্ণ-বিড়ম্বি-সুন্দরতনুং রত্নাদি-ভূষাঞ্চিতং
প্রেমোন্মত্ত-গজেন্দ্র-বিক্রম-লসৎ-প্রেমাশ্রু-ধারাকুলং।
শুক্লং সূক্ষ্ম-নবাম্বরাদি দধতং সঙ্কীর্ত্তনৈক-প্রিয়ং
নিত্যানন্দমহং ভজে সকরুণং প্রেমার্ণবং সুন্দরং ॥ ১ ॥

মত্তেভেন্দ্র-বিনিন্দি-সুন্দরগতি-শ্রীপাদমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যাম-সদম্বরং তনুরুচা সান্ধ্যেন্দু-সম্মর্দ্দকং।
প্রেমাঘূর্ণ-সুকঞ্জ-খঞ্জন-মদাজিন্নেত্র-হাস্যাননং
নিত্যানন্দমহং [illegible] সততং ভূষোজ্জ্বলাঙ্গশ্রিয়ং ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-ধ্যানং।

শুদ্ধস্বর্ণরুচিং দিব্যোপবীতং বনমালিনং
তিলতণ্ডুলকেশাভং সূক্ষ্ম-শ্বেতাম্বরং বিভুং।
প্রেমানন্দময়ং শান্তং চন্দনাক্ত-কলেবরং
অদ্বৈতং গৌরচন্দ্রস্যাচার্য্যমীশং স্মরাম্যহং ॥ ১ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতমাচার্য্যং দ্বিজরূপিণং।
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভং প্রেমানন্দ-স্মিতাননং ॥
শুক্লাম্বর-ধরং গৌরভক্তি-লম্পট-মানসং।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং শান্তং ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদং ॥ ২ ॥

উদ্যদ্‌বিদ্যুজ্জিতাভং বিমলতরপটং চন্দনালিপ্তগাত্রং
সৎপুণ্ড্রোদ্দীপ্তভালং সহরিহরি-রব-স্মের-সংযুত-বক্ত্রং।
নৃত্যন্তং প্রেমমত্তং সুনয়ন-সলিলৈঃ প্লাবিতোরস্থ-হারং
গৌরচন্দ্র-পুরস্থং প্রভুমতিকরুণং চিন্তয়েঽদ্বৈতচন্দ্রং ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত-ধ্যানং।

শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাপাত্রং পণ্ডিতাখ্যং সদা শুচিং।
শুক্লাম্বর-ধরং গৌরং গৌরভক্তি-প্রদায়কং।
শ্রীকীর্ত্তনে সদোন্মত্তং ধ্যায়েৎ শ্রীবাসসত্তমং॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানং।

ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে গোপগোপীগবাবৃতং
নানালঙ্কার-সুভগং পীতাম্বর-যুগাবৃতং।
সর্ব্ব-প্রিয়করং দেবং কিশোর-শ্যামবিগ্রহং
দোর্ভ্যাং বেণুং বাদয়ন্তং ভুবনৈকগুরুং পরং॥ ১॥

পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনং।
বর্হিবর্হকৃতাপীড়ং শশিকোটি-নিভাননং॥
ঘূর্ণায়মান-নয়নং কর্ণিকারাবতংসিনং।
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুম-বিন্দুনা॥
রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতিং।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশ-কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতং॥
ঘর্ম্মাম্বু-কণিকা-রাজদ্দর্পণাভ-কপোলকং।
প্রিয়া-মুখার্পিতাপাঙ্গ-লীলয়া চোন্নতভ্রুবং॥

অগ্রভাগ-ন্যস্ত-মুক্তা-স্ফুরদুচ্চ-সুনাসিকং।
দশন-জ্যোৎস্নয়া রাজৎ-পক্কবিম্বফলাধরং॥
কেয়ূরাঙ্গদ-সদ্রত্ন-মুদ্রিকাভিলসৎ-করং।
বিভ্রতং মুরলীং বামে পাণৌ পদ্মং তথোত্তরে॥
কাঞ্চীদাম-স্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎপদং।
রতিকেলি-রসাবেশ-চপলং চপলেক্ষণং।
হসন্তং প্রিয়য়া সার্দ্ধং হাসয়ন্তঞ্চ তাং মুহুঃ॥
ইত্থং কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি।
বৃন্দাবনে স্মরেৎ কৃষ্ণং সুস্থিতং প্রিয়য়া সহ॥ ২॥

নবীন-বারিদ-শ্যামং পদ্মপত্র-নিভেক্ষণং।
মুক্তাদাম-লসৎকণ্ঠং কেয়ূরাঙ্গদ-ভূষণং॥
অনেকরত্ন-সংবদ্ধ-স্ফুরন্মকর-কুণ্ডলং।
উদ্দাম-কৌস্তুভোদ্ভাসি-বক্ষঃ-শ্রীবৎসলাঞ্ছনং॥
বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং গোপগোপীগবাবৃতং।
শ্রীকৃষ্ণমীদৃশং ধ্যায়েচ্ছ্রীমদ্বৃন্দাবনে স্থিতং॥ ৩॥

পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীক-নিভেক্ষণং।
রক্তনেত্রাধরং রক্ত-পাণিপাদ-নখং শুভং॥
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং নানারত্ন-বিভূষিতং।
তদ্ধাম-বিলসন্মুক্তাবদ্ধ-হারোপশোভিতং॥

নানারত্ন-প্রভোদ্ভাসি-মুকুটং দিব্যতেজসং।
হার-কেয়ূর-কটক-কুণ্ডলৈঃ পরিমণ্ডিতং ॥
শ্রীবৎস-বক্ষসং চারু-নূপুরাদ্যুপশোভিতং।
নানারত্ন-বিচিত্রৈশ্চ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ॥
বর্হিপত্র-কৃতাপীড়ং বনপুষ্পৈরলঙ্কৃতং।
সচন্দ্রতারকানন্দ-বিমলাম্বর-সন্নিভং।
বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতং ॥
সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্নং সৌন্দর্য্যেণাভিশোভিতং।
মোহনং সর্ব্বগোপীনাং সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথং ॥
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে স্থিতং রত্নসিংহাসনে।
শ্রীরাধিকা-সুসংযুক্তং কৃষ্ণং ধ্যায়েদহর্নিশং ॥ ৪ ॥

কৈশোর-বয়সোপেতং মেঘপুঞ্জ-বপুঃপ্রভং।
তড়িদ্‌বস্ত্র-যুগোপেতং কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিতং।
নটবেশ-সমাযুক্তং কৃষ্ণচন্দ্রমহং ভজে ॥ ৫ ॥

বংশীন্যস্তাস্যচন্দ্রং স্মিতযুতমতুলং পীতবস্ত্রং বরেণ্যং
কঞ্জাক্ষং সর্ব্বদক্ষং নবঘন-বরণং বর্হচূড়ং শরণ্যং।
ত্রিভঙ্গৈর্ভঙ্গিমাঙ্গং ব্রজযুবতীযুতং ধ্বংস-কেশ্যাদিশূরং
বন্দে শ্রীনন্দসূনুং মধুররস-তনুং ধৈর্য্য-মাধুর্য্য-পূরং ॥ ৬ ॥

অংসালম্বিত-বামকুণ্ডল-ধরং মন্দোন্নত-ভ্রূলতং
কিঞ্চিৎ-কুঞ্চিত-কোমলাধরপুটং সাচি প্রসারেক্ষণং।
আলোলাঙ্গুলি-পল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গ-ললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনং ॥ ৭ ॥

ব্যত্যস্ত-পাদকমলং ললিত-ত্রিভঙ্গী-
সৌভাগ্যমংসবিরলীকৃত-কেশপাশং।
পিঞ্ছাবতংসমুররীকৃত-বংশনাল-
মব্যাজমোহনমুপৈমি কৃপাবিশেষং ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীরাধিকা-ধ্যানং।

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং চিন্তামণি-কলাপিনীং।
সিন্দূরবিন্দু-শোভাঢ্যাং কস্তুরীবরপত্রিকাং ॥
ইন্দীবর-বিশালাক্ষীং শ্রীযুক্ত-কমলাননাং।
মধুর-স্মের-সম্ভাষাং বিম্বাধর-সুধাময়ীং ॥
নাসাগ্র-বিলসন্মুক্তাং কপোলালোল-কুণ্ডলাং।
যুগ্ম-শ্রীফল-বক্ষোজাং শঙ্খকঙ্কণ-ধারিণীং ॥
মল্লিকাহার-কেয়ূরাং নীল-পট্টাম্বরাবৃতাং।
আলক্ত-পাদ-কমলাং কূজন্নূপুর-রঞ্জিনীং ॥

লীলালাবণ্য-কল্যাণীং লীলাগান-বিনোদিনীং।
কৃষ্ণপার্শ্বগতাং দেবীং কৃষ্ণাহ্লাদ-বিধায়িনীং॥
বিশাখা-ললিতা-মুখৈরালিবৃন্দৈঃ সুসংবৃতাং।
ধ্যায়েদ্‌বৃন্দাবনে রম্যাং পরমারাধ্য-রাধিকাং॥ ১॥

তপ্ত-হেমপ্রভাং নীল-কুন্তলাবদ্ধ-মল্লিকাং।
শরচ্চন্দ্রমুখীং নিত্যাং চকোরী-চঞ্চলেক্ষণাং॥
বিম্বাধরাং স্মিত-জ্যোৎস্নাং জগজ্জীবন-দায়িকাং।
চারু-পদ্ম-স্তনালম্বি-মুক্তাদাম-সুশোভিতাং॥
নিতম্বি-নীলবসনাং কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিতাং।
নানারত্নাদি-সুভগাং সখীসঙ্ঘ-সমাবৃতাং॥
কৃষ্ণপার্শ্বে স্থিতাং নিত্যং কৃষ্ণপ্রেমৈকবিগ্রহাং।
আনন্দরস-সংমগ্নাং কিশোরীমাশ্রয়ে বনে॥ ২॥

শ্রীশ্রীযুগোলকিশোর-ধ্যানং।

হেমেন্দীবর-কান্তি-মঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনং
নিত্যাভির্ললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীল-পীতাম্বরং।
নানাভূষণ-ভূষিতাঙ্গ-মধুরং কৈশোররূপং যুগং
গান্ধর্ব্বাজনমব্যয়ং সুললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে॥

শ্রীশ্রীবালগোপাল-ধ্যানং।

পঞ্চবর্ষমতিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমানমতিচঞ্চলেক্ষণং।
কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরৈরঞ্জিতং নমত গোপবালকং ॥ ১ ॥

ভজেঽহং বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনং
শ্রীবৎস-বক্ষসং কৃষ্ণং নীলোৎপল-দলপ্রভং।
মালয়া বৈজয়ন্ত্যা চ কৌস্তুভেন বিভূষিতং
মহাভুজং মহঃপূর্ণং রসামৃত-তনুং বিভুং ॥ ২ ॥

নীলপদ্ম-সমানাক্ষং কৃষ্ণং গোপালরূপিণং
নানারত্ন-সমাবদ্ধ-বিচিত্রাভরণান্বিতং।
রক্তপদ্ম-সমাসীনং দধ্যোত্থ-পায়সং বরং
দধতং করপদ্মাভ্যাং ভজেঽহং শিশুনাবৃতং ॥ ৩ ॥

বৃন্দাবন-গতং ধ্যায়েৎ কল্পকোদ্যান-মধ্যগং।
দোলায়মানং গোপীভিঃ সুবর্ণদোলিকাগতং ॥
সূর্য্যাযুত-সমাভাসং লসন্মকর-কুণ্ডলং।
নানরত্ন-পরিভ্রাজন্নানালঙ্কার-মণ্ডিতং ॥
পঞ্চবর্ষাবধিং বালং কুন্তলোল্লাসি-সন্মুখং।
হসতোদারকান্ত্যা চ ভাসয়ন্তং দিগন্তরং ॥ ৪ ॥

ধ্যায়েদ্‌বৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপশিশুগণাবৃতং।
হস্তাভ্যাং বেণুশৃঙ্গঞ্চ শ্যামলং বিশ্বমোহনং।
বহুরত্ন-সমাবদ্ধ-কিঙ্কিণী-হার-নূপুরং॥ ৫॥

সজল-জলদ-নীল-স্বস্কৃত-শ্যামলাঙ্গং
করতল-ধৃত-শৈলং বেণুবাদ্যানুশীলং।
মধুর-মধুর-লীলং শ্রীল-গোপালমল্লং
ব্রজজন-কুলপালং ধীমহি ব্রহ্মমূলং॥ ৬॥

জানুভ্যাং ধরণীগতং করতলে বিন্যস্ত-হৈয়ঙ্গবং
সব্যেনাশ্রিত-ভূতলং ঘনরুচিং সুস্মের-বক্ত্রাম্বুজং।
মুক্তাবিদ্রুম-হেমভূষণ-লসদ্দেহং জগদ্‌বন্দিতং
বালং বাল-বিচেষ্টিতং শরণদং শশ্বন্মুকুন্দং ভজে॥ ৭॥

করারবিন্দেন পদারবিন্দং মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তং।
ব্রজেশ্বরী-ক্রোড়গতং হসন্তং বালং মুকুন্দং মনসা স্মরামি॥ ৮

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-ধ্যানং।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনা-বেষ্টিতং শুভং
শুদ্ধস্ফটিক-সংস্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভিতং।

নানাবর্ণ-কুসুমানাং রেণুভিঃ পরিপূরিতং
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং নিত্যং গোবিন্দ-স্থানমব্যয়ং ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-প্রণামমন্ত্রঃ।

নিরানন্দমিদং সর্ব্বং প্রেমানন্দাস্পদীকৃতং।
যেন তং সততং বন্দে নিত্যানন্দং জগদ্গুরুং ॥ ১ ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রং করুণাময়-বিগ্রহং।
চৈতন্যাভিন্ন-দেহং তং বন্দে সর্ব্বজন-প্রিয়ং ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-প্রণামমন্ত্রঃ।

নিস্তারিতাশেষ-জনং দয়ালুং প্রেমামৃতাব্ধৌ পরিমগ্ন-চিত্তং।
চৈতন্যদেবাদৃতমাদরেণ অদ্বৈতচন্দ্রং শিরসা নমামি ॥

শ্রীশ্রীগদাধর-প্রণামমন্ত্রঃ।

শ্রীহ্লাদিনী-স্বরূপায় গৌরাঙ্গ-সুহৃদায় চ।
ভক্তশক্তি-প্রদানায় গদাধর! নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীশ্রীরাধিকা-প্রণামমন্ত্রঃ।

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং রঙ্গিণীং প্রমদাকৃতিং।
বৃষভানু-সুতাং বন্দে বৃন্দাবন-বিলাসিনীং ॥ ১ ॥

মহাভাব-স্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া-বরীয়সী।
প্রেমভক্তিপ্রদে দেবি রাধিকে ! ত্বাং নমাম্যহং ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী।

দেহার্ব্বুদানি ভগবন্ ! যুগপৎ প্রযচ্ছ
বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব
নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ ! গুণার্ব্বুদানি ॥ ১ ॥

কিমাত্মনা যত্র ন দেহকোট্যো
দেহেন কিং যত্র ন বক্ত্রকোট্যঃ।
বক্ত্রেণ কিং যত্র ন কোটি-জিহ্বাঃ
কিং জিহ্বয়া যত্র ন নাম-কোট্যঃ ॥ ২ ॥

আত্মাস্তু নিত্যং শতদেহবর্ত্তী
দেহস্তু নাথাস্তু সহস্র-বক্ত্রঃ।
বক্ত্রং সদা রাজতু লক্ষ-জিহ্বং
গৃহ্নাতু জিহ্বা তব নাম-কোটিং ॥ ৩ ॥

যদা যদা মাধব ! যত্র যত্র
গায়ন্তি যে যে তব নাম-লীলাঃ।
তত্রৈব কর্ণাযুত-ধার্য্যমাণা-
স্তাস্তে সুধা নিত্যমহং ধয়ানি ॥ ৪ ॥
কর্ণাযুতস্যৈব ভবন্তু লক্ষ-
কোট্যো রসজ্ঞা ভগবংস্তদৈব।
যেনৈব লীলা শৃণুবানি নিত্যং
তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে ॥ ৫ ॥
কর্ণাযুতস্যেক্ষণ-কোটিরস্যা
হৃৎকোটিরস্যা রসনার্ব্বুদং স্তাৎ।
শ্রুত্বৈব দৃষ্ট্বা তব রূপ-সিন্ধু-
মালিঙ্গ্য মাধুর্য্যমহো ! ধয়ানি ॥ ৬ ॥
নেত্রার্ব্বুদস্যৈব ভবন্তু কর্ণ-
নাসা-রসজ্ঞা হৃদয়ার্ব্বুদস্থা।
সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সুগন্ধপুর-
মাধুর্য্য-সংশ্লেষ-রসানুভূত্যৈ ॥ ৭ ॥
তৎপার্শ্বগত্যৈ পদ-কোটিরস্তু
সেবাং বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং স্তাদপি বুদ্ধি-কোটি-
রেতান্ বরান্মে ভগবন্ ! প্রযচ্ছ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লী সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লীর অনুবাদ।

হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে এককালে অর্ব্বুদ সংখ্যক দেহ, সেই দেহে অর্ব্বুদ বদন ও সেই বদনে অর্ব্বুদ জিহ্বা প্রদান কর; আর, হে প্রভো! সেই অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ জিহ্বায় তোমার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গুণরাশি কীর্ত্তিত হউক॥ ১॥

হে প্রভো! যে আত্মায় কোটী কোটী দেহ নাই, তাদৃশ আত্মায় কি প্রয়োজন? যে দেহে কোটী কোটী বদন নাই, সেই দেহে কি আবশ্যক? যে বদনে কোটী কোটি জিহ্বা নাই, সে বদনে কি ফল? যে জিহ্বায় কোটী কোটী নাম উচ্চারিত না হয়, সেই জিহ্বায় কি প্রয়োজন? অতএব হে প্রভো! প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে এই সমস্ত প্রদান কর॥ ২॥

হে নাথ! আমার আত্মার শত দেহ হউক, প্রত্যেক দেহের সহস্র মুখ হউক, প্রতি মুখের লক্ষ জিহ্বা হউক এবং প্রতি জিহ্বা তোমার কোটী নাম কীর্ত্তন করুক॥ ৩॥

হে মাধব! তোমার ভক্তগণ যখনই যেখানে যেখানে তোমার নাম ও লীলা কীর্ত্তন করেন, তখনই যেন সেইখানে সেইখানে আমি অযুত কর্ণে সেই সুধা অবিরত পান করিতে পারি॥ ৪॥

হে প্রভো! যে সময়ে অযুত কর্ণে তোমার নাম ও লীলামৃত পান করিব, সে সময়ে সেই কর্ণের লক্ষ কোটী রসনা

হউক, তাহা হইলে সেই রসনায় তোমার সুমধুর নাম ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া পরম-সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইতে পারিব ॥ ৫ ॥

হে নাথ! আমার অযুত কর্ণের কোটী নয়ন হউক, কোটী নয়নের কোটী হৃদয় হউক, কোটী হৃদয়ের অর্ব্বুদ রসনা হউক, আর সেই অযুত কর্ণে আমি তোমার অপরূপ রূপসাগরের কথা শ্রবণ করি, সেই কোটী কোটী নেত্রে তোমার ঐ রূপ দর্শন করি, সেই কোটী কোটী হৃদয়ে উহা আলিঙ্গন করি এবং সেই অর্ব্বুদ জিহ্বায় উহার মাধুর্য্য পান করি ॥ ৬ ॥

হে প্রভো! তোমার সৌন্দর্য্যামৃত পান করিবার নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ নয়ন হউক, তোমার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণার্থ আমার অর্ব্বুদ কর্ণ হউক, তোমার শ্রীঅঙ্গের সৌরভ গ্রহণের নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ নাসিকা হউক, তোমার রূপগুণাদির মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ রসনা হউক, এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ হৃদয় হউক ॥ ৭ ॥

হে ভগবন্! আমাকে এই বর প্রদান কর যে, তোমার সমীপে গমনার্থ আমার কোটী পদ হউক ও তোমার সেবা করিবার নিমিত্ত আমার কোটী হস্ত হউক, এবং সেই সেবা সুষ্ঠুরূপে শিখিবার নিমিত্ত আমার কোটী বুদ্ধি হউক ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীঅনুরাগবল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠা-দশকং।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিন্দি-চিক্কণ-রুচিং স্মেরাং বয়ঃসন্ধিতো
রম্যাং রক্ত-সুচীন-পট্ট-বসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাং।
উদ্ঘূর্ণচ্ছিতিকণ্ঠ-পিচ্ছ-বিলসদ্‌বেণীং মুকুন্দং মনাক্
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে॥ ১॥

যস্যাঃ কান্ত-তনূল্লসৎ-পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ স্ফুরদ্-
গোপীবৃন্দ-মুখারবিন্দ-মধু তৎ প্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন্ বর্ত্মনি বংভ্রমতি মদতো গোবিন্দ-ভৃঙ্গঃ স তাং
বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে॥ ২॥

শ্রীমৎকুণ্ড-তটী-কুড়ুঙ্গ-ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং
তল্পে মঞ্জুল-মল্লি-কোমলদলৈঃ কৢপ্তে মুহুর্মাধবং।
জিত্বা মানিনমক্ষ-সঙ্গর-বিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-
র্ঘূর্ণানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে॥ ৩॥

রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণ-বিধুনা সার্দ্ধং সখীভির্বৃতাং
ভাবৈরষ্টভিরেব সাত্ত্বিকতরৈর্লাস্যং রসৈস্তন্বতীং।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কিঙ্কিণি-চলন্মঞ্জীর-চুড়োচ্ছলদ্-
ধ্বানৈঃ স্ফীত-সুগীত-মঞ্জু নিতরাং রাধাং কদাহং ভজে॥ ৪॥

উদ্দাম-স্মরকেলি-সঙ্গর-ভরে কামং বনান্তঃখলে
কৃষ্ণেনাঙ্কিত-পীন-পর্ব্বত-কুচদ্বন্দ্বাং নখৈরস্ত্রকৈঃ।
তদ্দর্পেণ তথা মদোদ্ধুরমহো তং বিদ্ধমাকুর্ব্বতীং
দূরে স্বালিকুলৈঃ কৃতাশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে॥ ৫॥

মিত্রাণাং নিকরৈর্বৃতেন হরিণা স্বৈরং গিরীন্দ্রান্তিকে
শুল্কাদান-মিষেণ বর্ত্মনি হঠাদ্দম্ভেন রুদ্ধাঞ্চলাং।
সার্দ্ধং স্মের-সখীভিরুদ্ধুর-গিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুষা
ভ্রূদর্পৈর্বিলসচ্চকোর-নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে॥ ৬॥

পারাবার-বিহার-কৌতুক-মনঃপূরেণ কংসারিণা
স্ফারে মানসজাহ্নবী-জলভরে তর্য্যাং সমুত্থাপিতাং।
জীর্ণা নৌর্মম চেৎ স্খলেদিতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদা
পারে খণ্ডিত-কঞ্চুলিং ধৃতকুচাং রাধাং কদাহং ভজে॥ ৭॥

উল্লাসৈর্জলকেলি-লোলুপ-মনঃপূরে নিদাঘোদ্গমে
ক্ষ্বেলী-লম্পট-মানসাভিরভিতঃ সায়ং সখীভির্বৃতাং।
গোবিন্দং সরসি প্রিয়েঽত্র সলিল-ক্রীড়া-বিদগ্ধং কণৈঃ
সিঞ্চন্তীং জল-যন্ত্রকেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে॥ ৮॥

বাসন্তী-কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্য-বিস্তারিণা
স্বেনালঙ্কৃতি-সঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটং।
সোৎকম্পং পুলকোদ্গমৈর্মুরভিদা দ্রাগ্ভূষিতাঙ্গীং ক্রমৈ-
র্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে॥৯॥

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিক-প্রিয়া মুররিপোর্যা হন্ত ! যস্যা অপি
স্বীয়-প্রাণ-পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতাস্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জ্যোৎস্না-কীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গ-শিরোঽগ্রভূষণ-মণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ১০ ॥

উৎকণ্ঠাদশক-স্তবেন নিতরাং নব্যেন দিব্যৈঃ স্বরৈ-
র্বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্র-পট্টমহিষীং যঃ স্তৌতি সম্যক্ সুধীঃ।
তস্মৈ প্রাণসমা-গুণানুরসনাৎ সংজাত-হর্ষোৎসবৈঃ
কৃষ্ণোঽনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠাদশকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠা-দশকের অনুবাদ।

যাঁহার সমুজ্জ্বল অঙ্গকান্তি ছিন্ন অর্থাৎ কর্ত্তিত স্বর্ণের মনোহর শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে, যিনি পরম মধুর মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছেন, যিনি বয়ঃসন্ধিতে অতিশয় রমণীয়া, যাঁহার মস্তকস্থ বেণী মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যশীল ময়ূরগণের প্রসারিত পুচ্ছশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি নয়ন-কোণে মুকুন্দের প্রতি ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং যিনি সাতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণা, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ১ ॥

গোবিন্দ-রূপ মধুকর পরমা সুন্দরী গোপীগণের মুখারবিন্দের সুপ্রথিত মধু অতিশয় প্রীতি সহকারে পান করিয়াও, তাহা সম্ব পরিত্যাগ করতঃ, যাঁহার কমনীয় অঙ্গের প্রফুল্ল পরিমলে অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া মত্ততা বশতঃ পথে পথে বক্রগতিতে পরিভ্রমণ করিতেছেন, বৃন্দাবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্পলতা সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ?॥ ২ ॥

পরমশোভান্বিত শ্রীরাধাকুণ্ডের তটস্থ নিকুঞ্জ-ভবনে মনোহর মল্লিকা কুসুমের সুকোমল-দল-নির্ম্মিত শয্যায় কেলি-পরায়ণ-ব্যক্তিগণের শিরোমণি দর্পান্বিত মাধবকে পাশক-ক্রীড়া-সমরে বারম্বার পরাজিত করিয়া, তাঁহাকে উপহাস করিবার জন্য, যিনি হাস্যবদনে অপাঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে স্বীয় সখীগণকে নিযুক্ত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ॥ ৩ ॥

রাস-লীলায় সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া প্রেমরসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত অষ্ট মহাসাত্ত্বিকভাবে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী চঞ্চল নূপুর, চুড়ী প্রভৃতির উচ্ছলিত-শব্দ-পরিপুষ্ট সুমধুর গীত সহকারে যিনি রসময় নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ?॥ ৪ ॥

বন মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল কন্দর্পযুদ্ধে নখাস্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সুবিশাল শৈল-তুল্য কুচদ্বয়কে অঙ্কিত করিলে, যিনি তাঁহারই ন্যায় দর্প করিয়া মদোন্মত্ত তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন

এবং সখীগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ৫ ॥

গোবর্দ্ধনের নিকটে পথিমধ্যে শুল্ক অর্থাৎ কর-গ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সখাগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া দর্পভরে স্বচ্ছন্দে হঠাৎ যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করায়, যিনি হাস্যমুখী সখীগণের সহিত ভঙ্গী সহকারে তাঁহার প্রতি উদ্ধত বাক্য সমূহ প্রয়োগ করিতেছেন এবং তৎকালে ভ্রূক্ষেপ বশতঃ যাঁহার চকোর-সদৃশ নয়ন-যুগল চঞ্চল হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ৬ ॥

বিস্তীর্ণ মানসগঙ্গার জলে পারাপার-বিহারাভিলাষে কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্ত হইয়া কংস-রিপু শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে পার করিবার নিমিত্ত একাকিনী নৌকায় উত্তোলন করিয়া, ছল পূর্ব্বক "আমার নৌকা জীর্ণ হইয়াছে যদি জলমগ্ন হয়" এই কথা বলায়, যিনি ভীতা হইয়া কঞ্চুলিকা (কাঁচুলি) উন্মোচন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার স্তনদ্বয় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ৭ ॥

যিনি স্বীয় জলকেলি-লোলুপ চিত্তের বাসনা পূরণার্থ, গ্রীষ্মারম্ভে সায়ংকালে ক্রীড়া-কৌতুকাভিলাষিণী সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে জলযন্ত্র দ্বারা জলকেলি-বিশারদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জলকণা-সমূহ সেচন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ৮ ॥

যিনি পুলকান্বিত-কলেবর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কম্পান্বিত-হস্তে সর্ব্বত্র সৌরভ-বিস্তারকারী বসন্তকালীন কুসুমাবলী ও স্বনির্ম্মিত বিবিধ-অলঙ্কার-সমূহে সত্বর সুসজ্জিত হইয়া আনন্দাশ্রু-প্লাবিতা ও পরম পুলকিতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ৯ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সমূহ হইতেও সমধিক প্রিয়া, অথচ কি আশ্চর্য্য! সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃকণা যাঁহাব স্বীয় কোটী কোটী প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, যাঁহার কীর্ত্তিবাশি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও ত্রিজগতে সুবিস্তীর্ণ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গের মস্তক-স্থিত অত্যুত্তম ভূষণমণি স্বরূপ, সেই ধন্যতমা শ্রীবাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি সম্যক্ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া দিব্যস্বরে এই অভিনব "উৎকণ্ঠাদশক"-স্তোত্র দ্বাবা বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী (পাটরাণী) শ্রীরাধিকার অতিশয় স্তব করেন, শ্রীকৃষ্ণ তদ্দ্বারা প্রাণসমা শ্রীরাধিকার গুণাস্বাদন করতঃ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র শ্রীরাধিকার সেবারূপ অমূল্য অভীষ্ট-রত্ন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠাদশকের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধিকা-ধ্যানামৃতং।

তড়িচ্চম্পক-স্বর্ণ-কাশ্মীর-ভাসঃ
স্বকান্ত্যা ভৃশং দণ্ডয়িত্র্যা বিলাসঃ।
স্বরূপস্য তস্যাস্তু কস্যাস্তু বর্ণ্যঃ
সুবোধ-দ্রবো নামবর্ণোঽপি কর্ণ্যঃ॥ ১॥

প্রফুল্ল-কুসুম-প্রভা-দ্যোতিতানাং
লসচ্চন্দ্রিকা-প্রোত-মেঘোপমানাং।
কচানাং সচাতুর্য্য-বন্ধেয়মেণী-
দৃশঃ সচ্চমর্য্যগ্রিমা ভাতি বেণী॥ ২॥

মহানর্ঘ-চূড়ামণি-কামলেখা-
প্লুতা রাজতে চারু-সীমন্তরেখা।
উড়ুদ্যোতি-মুক্তৈকপঙ্‌ক্তিং বহন্তী
কিমাস্যেন্দু-সৌধৈকধারোচ্চলন্তী॥ ৩॥

নবেন্দূপমে পত্রপাশ্যা-প্রভালে
সুনীলালকালী-বৃতে চারুভালে।
মদেনাস্তরা চিত্রিতং চিত্রকং তৎ
বিভাত্যচ্যুতাতৃপ্ত-নেত্রৈকসম্পৎ॥ ৪॥

অতিশ্যামলা বিজ্য-কন্দর্প-চাপ-
প্রভাজিষ্ণুতাং ভ্রূদ্বয়ী কুঞ্চিতাপ।
মুখাম্ভোজ-মাধ্বীক-পানাদভীষ্টা-
দচেষ্টালি-পঙ্‌ক্তিঃ কিমেষা নিবিষ্টা॥ ৫॥

সফর্য্যাবিব শ্রেষ্ঠ-লাবণ্য-বন্যে-
প্সিতে রাজতস্তে দৃশৌ হন্ত ! ধন্যে।
লসৎকজ্জলাক্তে তযোঃ শ্যামপক্ষ্ম
ক্বচিদ্‌বিন্দতে কান্ত-তাম্বূল-লক্ষ্ম ॥ ৬ ॥

তড়িৎ-কন্দলী মূর্দ্ধ্নি নক্ষত্রযুক্তা
স্থিরাধঃ সুধা-বুদ্‌বুদ-দ্বন্দ্বসক্তা।
যদি স্যাৎ সরোজান্তরে তাঞ্চ ভাসা
মৃগাক্ষ্যাস্তিবস্কুর্ব্বতী ভাতি নাসা ॥ ৭ ॥

কপোলাক্ষি-বিম্বাধর-শ্রী-বিষক্তং
ভবেন্মৌক্তিকং পীতনীলাতিরক্তং।
স্মিতোচ্ছৎপুটোদীর্ণ-মাধুর্য্যবৃষ্টি-
র্লসত্যচ্যুত-স্বান্ত-তর্ষৈকসৃষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

লসৎকুণ্ডলে কুণ্ডলীভূয় মন্যে
স্থিতে কামপাশায়ুধে হন্ত ! ধন্যে।
শ্রুতী রত্নচক্রীশলাকাঞ্চিতাগ্রে
দৃশৌ কর্ষতঃ শ্রীহরের্যে সমগ্রে ॥ ৯ ॥

অতিস্বচ্ছমন্তঃস্থ-তাম্বূলরাগ-
চ্ছটোদ্‌গারি-শোভাম্বুধৌ কিং ললাগ।
কপোলদ্বয়ং লোল-তাটঙ্ক-রত্ন-
দ্যুমচ্চুম্বিতুং প্রেয়সো যত্র যত্নঃ ॥ ১০ ॥

স্ফুটদ্বন্ধুজীব-প্রভাহারি-দন্ত-
চ্ছদদ্বন্দ্বমাভাতি তস্যা যদন্তঃ।
স্মিতজ্যোৎস্নয়া ক্ষালিতাং যা সতৃষ্ণং
চকোরীকরোত্যম্বহং হন্ত! কৃষ্ণং॥ ১১॥

ন সা বিন্দতে পাকিমারুণ্যভাজি-
চ্ছবির্যর্ত্তুলাং দাড়িমীবীজরাজিঃ।
কথং বর্ণ্যতাং যাস্বিয়ং দন্তপঙ্‌ক্তি-
র্মুকুন্দাধরে পৌরুষং যা ব্যনক্তি॥ ১২॥

মুখাম্ভোজ-মাধুর্য্যধারা বহন্তী
যদন্তঃ কিয়ন্নিম্নতাং প্রাপয়ন্তী।
কিমেষা কস্তুরিকা-বিন্দুভৃত্তং
হরিং কিং দধানং বিভাত্যাস্যবৃত্তং॥ ১৩॥

স কণ্ঠস্তড়িৎ-কম্বু-সৌভাগ্যহারী
ত্রিরেখঃ পিক-স্তব্য-সৌস্বর্য্যধারী।
স্রজং মালিকাং মালিকাং মৌক্তিকানাং
দধত্যেব যঃ প্রেয়সা গুম্ফিতানাং॥ ১৪॥

উরোজ-দ্বয়ং তুঙ্গতা-পীনতাভ্যাং
সমং সখ্যযুক্‌ কৃষ্ণপাণ্যম্বুজাভ্যাং।
নখেন্দুর্যদোদেতুমিচ্ছাং বিধত্তে
তং কঞ্চুকঃ কালিকা নাপি ধত্তে॥ ১৫॥

অদিম্না শিরীষস্য সৌভাগ্যসারং
ক্ষিপন্ত্যা বহন্ত্যা ভুজাভোগভারং।
তুলাশূন্যসৌন্দর্য্যসীমাং দধত্যা
নিজপ্রেয়সেঽজস্রসৌখ্যং দদত্যাঃ॥ ১৬॥

শ্রিতায়াঃ স্বকান্ত-স্বতাং কম্রগাত্র্যা
শ্রিয়াঃ শ্রীবিলাসান্ ভৃশং খর্ব্বয়ন্ত্যাঃ।
গতাংসদ্বয়ী-সৌভগৈকান্তকান্তং
যদা পাণিনোৎক্রাময়েৎ সালকান্তং॥ ১৭॥

তড়িদ্ধামভৃৎ-কঙ্কণানদ্ধসীমা
ঘনদ্যোত-চূড়াবলী সাস্রসীমা।
চকাস্তি প্রকোষ্ঠদ্বয়ে যা স্বনন্তী
স্মরাজৌ সুখাব্ধৌ সখীঃ প্লাবয়ন্তী॥ ১৮॥

তদা ভাতি রক্তোৎপলদ্বন্দ্ব-শোচি-
স্তিরস্কারি-পাণিদ্বয়ং যত্র রোচিঃ।
শুভাঙ্কাবলেঃ সৌভগং যদ্ব্যনক্তি
প্রিয়াস্তদ্ধৃদি স্থাপনে যস্য শক্তিঃ॥ ১৯॥

নখজ্যোতিষা ভান্তি তাঃ পাণিশাখাঃ
করোত্থ্যূর্ম্মিকালঙ্কৃতা যা বিশাখা।
সমাসজ্য কৃষ্ণাঙ্গুলীভির্বিলাস-
স্তদাসাং যদা রাজতে হন্ত! রাসঃ॥ ২০॥

জনিত্বৈব নাভি-সরস্যুদ্গতা সা
মৃণালীব রোমাবলির্ভাতি ভাসা।
স্তনচ্ছদ্মনৈবাম্বুজাতে যদগ্রে
মুখেন্দু-প্রভা-মুদ্রিতে তে সমগ্রে ॥ ২১ ॥

কৃশং কিন্নু শোকেন মুষ্টিপ্রমেয়ং
ন লেভে মণিভূষণং যৎ পিধেয়ং।
নিবদ্ধং বলীভিশ্চ মধ্যং তথাপি
স্ফুটং তেন সুস্তব্য-সৌন্দর্য্যমাপি ॥ ২২ ॥

ক্বণৎ-কিঙ্কিণী-মণ্ডিতং শ্রোণিরোধঃ
পরিস্ফারি যদ্বর্ণনে কান্তি বোধঃ।
কিয়ান্ বা কবের্হন্ত! যত্রৈব নিত্যং
মুকুন্দস্য দৃক্খঞ্জনোঽবাপ নৃত্যং ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ানঙ্গকেলিভরৈকান্তবাটী-
পটীব স্ফুরত্যঞ্চিতা পট্টশাটী।
বিচিত্রান্তরীয়োপরি শ্রীভরেণ
ক্ষিপন্তী নবেন্দীবরাভাম্বরেণ ॥ ২৪ ॥

কদল্যাবিবানঙ্গ-মাঙ্গল্য-সিদ্ধৌ
সমারোপিতে শ্রীমদূরূ সমৃদ্ধৌ।
বিভাতঃ পরং বৃত্ততা-পীনতাভাং
বিলাসৈঃ হরেশ্চেতনাহারি যাভ্যাং ॥ ২৫ ॥

বিরাজত্যহো! জানুযুগ্মং পটান্তঃ
সমাকর্ষতি ঘ্রাণধাপ্যচ্যুতাস্তঃ।
যদালক্ষ্যতে তত্র লাবণ্যসম্পৎ
সুবৃত্তং লসৎকানকং সম্পুটং তৎ ॥ ২৬ ॥

তমুচ্চং ক্রমান্মূলতশ্চারুজঙ্ঘে
প্রয়াতঃ পরিপ্রাপ্ত-সৌভাগ্যসঙ্ঘে।
পদাম্ভোজয়োর্নালতা ধারয়ন্ত্যৌ
স্বভামন্তরীয়ান্তরে গোপয়ন্ত্যৌ ॥ ২৭ ॥

জয়ত্যঙ্ঘ্রি-পঙ্কেরুহ-দ্বন্দ্বমিষ্টং
দলাগ্রে নখেন্দু-ব্রজেনাপি হৃষ্টং।
কণন্নূপুরং হংসকারাব-ভক্তং
হারং রঞ্জয়ত্যেব লাক্ষারসাক্তং ॥ ২৮ ॥

দরাম্ভোজ-তাটঙ্ক-বল্লী-রথাদ্যৈ-
র্মহালক্ষণৈর্দ্দিব্যবৃন্দাভিবাদ্যৈঃ।
যুতং যত্তলং মার্দ্দবারুণ্যশালি
স্মৃতং যত্তবেদচ্যুতাভীষ্টপালি ॥ ২৯ ॥

প্রিয়ে! শ্যামলো লেঢ়ু ভৃঙ্গো নলিন্যা
মরন্দং পরং মন্দধীক্ষি কুন্দস্থা।
যদেতং স্বজেত্যচ্যুতোক্ত্যা কলাক্ত-
মূর্দ্ধাসৌ লিতেন্দুং দধে সালকান্তঃ ॥ ৩০ ॥

তমালস্য লব্ধৌজসো মাধবস্য
স্ফুটং পাণি-চাপল্যমল্পং নিরস্য।
তয়া স্বাধরঃ সাধু কর্পূরলিপ্তঃ
কৃতো নেতি নেত্যক্ষরোদগার-দীপ্তঃ ॥ ৩১ ॥

স জাগর্ত্তি তস্যাঃ পরিবার-চেত-
স্তটেঽনুক্ষণং রম্য-লীলা-সমেতঃ।
অথাপ্যষ্টযামিক্যমুষ্যাঃ সপর্য্যা
যথাকালমাচর্য্যতে তেন বর্য্যা ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-বিরচিতং স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীরাধিকা-ধ্যানামৃতং সম্পূর্ণং।

সংক্ষিপ্ত-সদাচার।

(এই প্রবন্ধের সমস্তই প্রায় শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে সংগৃহীত।)

সদাচার।

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধু-বাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥ ৩ ॥

আচারো ভূতি-জনন আচারঃ কীর্ত্তি-বর্দ্ধনঃ।
আচারাদ্‌বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণং ॥ ৪ ॥

আচার এব নৃপপুঙ্গব ! সেব্যমানো
ধর্ম্মার্থকাম-ফলদো ভবিতেহ পুংসাং।
তস্মাৎ সদৈব বিবুধাবহিতেন রাজন্
শাস্ত্রোদিতো হ্যনুদিনং পরিপালনীয়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন।

সদাচার ব্যতিরেকে কাহারও কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। অতএব সকল কার্য্যেই সদাচারের প্রয়োজন ॥ ১ ॥

সাধুদিগের হৃদয়ে কোন প্রকার দোষ নাই। (সদাচার = সৎ + আচার) সৎ শব্দে সাধু বুঝায় ; সাধুদিগের যে আচার বা আচরণ, তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত হয় ॥ ২ ॥

ভবিষ্যপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

আচারহীন ব্যক্তি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলেও বেদ সকল তাহাকে পবিত্র করেন না। পক্ষ হইলেই পক্ষিগণ যেমন নীড় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ অধীত বেদ সকলও মৃত্যুকালে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান অর্থাৎ তাহার পরলোকের কোন মঙ্গল-বিধান করেন না ॥ ৩ ॥

সদাচার ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন করে, সদাচার কীর্ত্তি বৃদ্ধি করে, সদাচার হইতেই পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় এবং সদাচার দরিদ্রতা, অপমৃত্যু প্রভৃতি অমঙ্গল সকল নষ্ট করে ॥ ৪ ॥

হে রাজন্! সদাচারের অনুষ্ঠান করিলে, ঐ সদাচারই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রূপ ফল প্রদান করে। অতএব পণ্ডিতগণ সাবধানে নিত্য শাস্ত্রোক্ত আচার সকল অবশ্য প্রতিপালন করিবেন ॥ ৫ ॥

দীক্ষার মাহাত্ম্য ও নিত্যতা।

বিনা দীক্ষাং হি পূজাযাং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত ক্রমদীপিকা-বচন।

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনযনাদনু ॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতং ॥ ২ ॥

ঐ আগম।

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥ ৩ ॥
অদীক্ষিতস্য বামোরু! কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো জনঃ ॥ ৪ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুযামল-বচন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥ ৬ ॥
ঐ তত্ত্বসাগর।

লব্ধমন্ত্রস্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাং।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা ॥ ৭ ॥
ঐ আগম।

দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কাহারও পূজায় অধিকার জন্মে না ॥ ১ ॥

এই সংসারে যেমন উপনয়ন না হইলে ব্রাহ্মণদিগের স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার জন্মে না—উপনয়ন হইলে তবে অধিকার জন্মে, তদ্রূপ দীক্ষা না হইলে কাহারও পূজাদিতে অধিকার জন্মে না—দীক্ষা হইলে তবে অধিকার জন্মে। অতএব আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিবে ॥ ২ ॥

যাহারা বিষ্ণু-দীক্ষা গ্রহণ করে নাই বা বিষ্ণু-পূজা করে না, এ জগতে তাহারাই পশু ; তাহাদের জীবন ধারণে কি ফল ? ॥ ৩ ॥

হে সুন্দরি। অদীক্ষিত ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহা বিফল হয় এবং সে পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দিব্যজ্ঞান দেয় ও সম্যক্ প্রকারে পাপ ক্ষয় করে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ গুরুগণ ইহাকে “দীক্ষা” বলিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বিধানানুসারে পারদ-সংযোগ দ্বারা কাংস্য যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষা-বিধান দ্বারা নরগণের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনা না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তাহার অনিষ্ট সাধন করেন ॥ ৭ ॥

গুরু-লক্ষণ।

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ ১ ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতিরিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পঙ্কেরুহযুগল-রজোরাগিণীমুদ্বহন্তং।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগম-বিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসু প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥ ৩ ॥

ঐ ক্রমদীপিকা।

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচার-তৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
ঊহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্গরিমানিধিঃ॥ ৪॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী-বচন॥

পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্ন হি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তানলসো গুরুরাহৃতঃ॥ ৫॥

ঐ বিষ্ণুস্মৃতি।

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ।
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ।
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ॥ ৬॥

ঐ তত্ত্বসাগর।

যিনি পরম ভাগবত অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত এবং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি-জ্ঞান-বিশিষ্ট, তাদৃশ ব্রাহ্মণই মানবগণের গুরু; তিনি শ্রীহরির তুল্য সকল লোকেরই পূজ্য ॥ ১ ॥

মহাকুলে উৎপন্ন, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন এরূপ ব্রাহ্মণও যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইবার যোগ্য নহেন ॥ ২ ॥

যিনি কামক্রোধাদি রিপুগণকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি ব্যাধিহীন, যিনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মরজে অত্যুত্তম রাগাত্মিকা ভক্তি বহন করেন, যিনি বেদশাস্ত্র ও আগম সকলের বিমল পথ অবগত আছেন, যিনি সাধুগণের আদরণীয় ও জিতেন্দ্রিয়, সংসারদুঃখোত্তরণের উপায়-স্বরূপ মন্ত্র জানিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করুন ॥ ৩ ॥

যাঁহার বংশে পাতিত্যাদি দোষ নাই, যিনি স্বয়ংও পাতিত্যাদি-দোষ-রহিত, যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য আচারানুষ্ঠানে তৎপর, যিনি গৃহস্থ, ক্রোধহীন, বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধাশালী, অসূয়াশূন্য, মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশ, যুবা, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে তৎপর, বুদ্ধিমান্, স্থিরবুদ্ধি, আকাঙ্ক্ষাহীন, অহিংসা-পরায়ণ, সুবিবেচক, বাৎসল্যাদি-গুণযুক্ত, শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সমূহের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, তর্কবিতর্কের প্রকারবেত্তা, বিশুদ্ধাত্মা ও দয়ার সাগর ইত্যাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট গুরুই মহামহিমময় ॥ ৪ ॥

যিনি শিষ্যের নিকট হইতে সেবা, যশ ও ধনাদি লাভের বাসনা করেন, তিনি গুরুযোগ্য নহেন ; কিন্তু যিনি কৃপাসিন্ধু, সর্ব্বগুণ-পরিপূর্ণ, সর্ব্বজীবের উপকারক, নিস্পৃহ, সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বসংশয়-ছেদনকর্ত্তা ও আলস্যরহিত তিনিই গুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

যিনি বহুভোজনকারী, দীর্ঘসূত্রী (আলস্য হেতু বিলম্বে কার্য্য করেন), বিষয়াদিতে লোলুপ, প্রতিকূল-তর্কনিষ্ঠ, দুষ্ট, অন্য লোকের অকথ্য পাপাদির কীর্ত্তনকারী, গুণ-নিন্দাকারী, লোমহীন অথবা বহুরোমযুক্ত, নিন্দিত-আশ্রম-অবলম্বনকারী, কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠশালী, দুর্গন্ধ-নিশ্বাস-বহনকারী, দুষ্টলক্ষণ-সম্পন্ন এবং স্বয়ং দানাদিতে সমর্থ হইয়াও বহু প্রতিগ্রহে আসক্ত, ঈদৃশ গুরু সম্পত্তি ক্ষয় করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

শিষ্য-লক্ষণ।

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ।
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্ভির্দিবানিশং।
নিরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ।
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদি-লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী-বচন।

অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ।
অসূয়া-মৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদার-রতাশ্চ যে।
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ।
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
অকৃতেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাঽসহিষ্ণবঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ।
যদ্যেতে হ্যপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ।
ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্রদার-বিবর্জ্জিতাঃ।
নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চ প্রভবন্তি তে॥ ২॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত অগস্ত্যসংহিতা-বচন।

শুদ্ধবংশোৎপন্ন, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, সৎস্বভাবাপন্ন, বুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কামক্রোধহীন, গুরুপদে ভক্তিমান্, অহর্নিশি কায়মনোবাক্যে দেবতার প্রতি নত, নীরোগ, অসীম পাতক-জয়কারী, শ্রদ্ধান্বিত, সর্ব্বদা দেব, দ্বিজ ও পিতৃগণের পূজাপরায়ণ, যুবা, জিতেন্দ্রিয় ও করুণাময় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শিষ্য দীক্ষাগ্রহণে অধিকারী হয়েন॥ ১॥

যাহারা অলস, মলিন, বৃথা-ক্লেশকারী, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, রুষ্টস্বভাব, বিষয়াসক্ত, লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ,

পরশ্রীকাতর, শঠ, কর্কশভাষী, অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনকারী, পরদার-রত, পণ্ডিতগণের প্রতিকূল, স্বয়ং অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিতম্মন্য, ব্রতচ্যুত, অতি কষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, পরদোষদর্শী, পরদুঃখদাতা, বহুভোজী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা ইত্যাদি রূপ দোষযুক্ত ও অন্যান্য যে সমস্ত পাপিষ্ঠ নরাধম, আর যাহাদিগকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা যায় না এবং যাহারা গুরু-উপদেশ সহ্য করিতে পারে না, এইরূপ সমস্ত ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে পরিত্যাগ করিবেন—কেহ ইহাদিগকে শিষ্য করিবেন না ; যদি কেহ করেন, তবে তিনি ইহলোকে দেবতার ক্রোধভাজন, দরিদ্র ও স্ত্রী-পুত্র-বিহীন হইবেন এবং দেহান্তে নরক ভোগ করিয়া তির্য্যক্‌যোনি অর্থাৎ পশু, পক্ষী প্রভৃতি নীচ যোনিতে গিয়া জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ২ ॥

দীক্ষায় অধিকারী।

গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ ॥ ১ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্র-বচন।

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥ ২ ॥

ঐ অগস্ত্যসংহিতা।

গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই ঐ মন্ত্র অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র-গ্রহণে অধিকারী॥ ১॥

পবিত্রব্রতধারী, ধার্ম্মিক ও দ্বিজসেবা-পরায়ণ শূদ্রগণ, পতিব্রতা স্ত্রীগণ এবং এমন কি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণসঙ্করগণ পর্য্যন্ত সকলেই এই মন্ত্র অর্থাৎ শ্রীভগবন্মন্ত্র-গ্রহণে অধিকারী॥ ২॥

দীক্ষাকাল।

মন্ত্রস্বীকরণং চৈত্রে বহুদুঃখফল-প্রদং।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবং।
আষাঢ়ে বন্ধুনাশায় শ্রাবণে তু ভয়াবহং।
প্রজাহানির্ভাদ্রপদে সর্ব্বত্র শুভমাশ্বিনে।
কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদং।
পৌষে তু জ্ঞানহানিঃ স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধিনং।
ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্বমাচার্য্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতং॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত আগম-বচন

রবৌ গুরৌ তথা সোমে কর্ত্তব্যং বুধ-শুক্রয়োঃ॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং।
পুষ্যং শতভিষশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে॥ ৩॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত নারদতন্ত্র-বচন।

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি চ ॥ ৪ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত সারসংগ্রহ-বচন।

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা ॥ ৫ ॥

ঐ শাস্ত্র-বচন।

এবং শুদ্ধে দিনে শুক্লপক্ষে শুক্রগুরূদয়ে।
সল্লগ্নে চন্দ্রতারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যতে ॥ ৬ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, চৈত্রমাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে বহু দুঃখ হয়, বৈশাখে রত্ন-লাভ, জ্যৈষ্ঠমাসে নিশ্চয় মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধু-নাশ, শ্রাবণে ভয়, ভাদ্রমাসে সন্তান-হানি, আশ্বিনে সর্ব্বপ্রকার শুভ, কার্ত্তিকে ধন-বৃদ্ধি, অগ্রহায়ণ মাসে কল্যাণ, পৌষ মাসে জ্ঞান-হানি ও মাঘ মাসে বুদ্ধি-বৃদ্ধি হয়; ফাল্গুন মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সকলকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা জন্মে ॥ ১ ॥

রবি, বৃহস্পতি, সোম, বুধ ও শুক্র এই পাঁচ বারে দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পুষ্যা ও শতভিষা এই নয়টীকে দীক্ষা-বিষয়ক নক্ষত্র বলা যায় ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়া ও পঞ্চমীতে, বিশেষতঃ ষষ্ঠী তিথিতে, তথা দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতেও, দীক্ষা গ্রহণ করিবে ॥ ৪ ॥

পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, সপ্তমী, ত্রয়োদশী ও দশমী এই তিথি-সকল দীক্ষা বিষয়ে প্রশস্ত ও সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করে ॥ ৫ ॥

এই প্রকার শুদ্ধ দিবসে, শুক্লপক্ষে, শুক্র ও বৃহস্পতির উদয়-কালে, শুভলগ্নে এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রের অনুকূলে দীক্ষা-গ্রহণই প্রশস্ত ॥ ৬ ॥

দীক্ষাকালের বিশেষ বিধি।

সত্তীর্থেঽর্ক-বিধু-গ্রাসে তন্তু-দামন-পার্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত রুদ্রযামল-বচন।

দুর্ল্লভে সদ্গুরূণাঞ্চ সকৃৎ সঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দ্দৈবাদ্‌যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ ॥ ২ ॥

ঐ তত্ত্বসাগর।

প্রধান প্রধান তীর্থে, সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণ-কালে, শ্রাবণ মাসের পবিত্রারোপণোৎসব দিবসে এবং চৈত্র মাসের দমনকারোপণোৎসব দিবসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে; ইহাতে মাস নক্ষত্রাদির শোধন করিতে হইবে না॥ ১॥

সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ অতি দুর্ল্লভ; একবার মাত্র তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলে, তিনি যখনই অনুমতি করিবেন তখনই দীক্ষার প্রশস্ত কাল। গ্রামেই হউক, অরণ্যেই হউক বা ক্ষেত্রেই হউক, দিবসেই হউক বা রাত্রেই হউক, যখনই গুরুদেব দৈবক্রমে আগমন করেন, তখনই তাঁহার আজ্ঞানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে যখন ইচ্ছা তখনই দীক্ষা হইতে পারে। অপিচ সদ্‌গুরুর ইচ্ছা হইলে, তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান, জপ—এ সকল কিছুই দীক্ষার কারণ হয় না অর্থাৎ সদ্‌গুরুর ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ॥ ২॥

দীক্ষায় নিয়ম-গ্রহণ।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত সম্মোহনতন্ত্র, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রোল্লিখিত বচনসমূহ হইতে সংগৃহীত।)

স্বীয় মন্ত্র কাহাকেও উপদেশ করিতে নাই বা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নাই। বৈষ্ণবগণ ও গুরুবর্গের প্রতি পরম ভক্তি করিবে। বিষ্ণু-মন্দির হইতে নির্ম্মাল্যাদি প্রাপ্ত

হইলে, প্রণামপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে, যেন মৃত্তিকায় পতিত না হয়। যাহারা গুরুদেব, ভগবান্ ও শাস্ত্রের নিন্দা করে, তাহাদের সহিত সহবাস বা কথোপকথন করিবে না প্রদক্ষিণকালে, গমনকালে, দানকালে, প্রভাতে ও প্রবাসে স্বীয় মন্ত্র বারম্বার বিশেষ-রূপে স্মরণ করিবে। মৎস্য ও মাংস, তথা কচ্ছপ ও শূকর ভক্ষণ করিবে না; (এখানে কচ্ছপ ও শূকর এই দুইটী মাংস মধ্যে গণ্য হইলেও, পুনরায় নামোল্লেখের কারণ এই যে, রোগাদির জন্য কখনও মাংস ভোজনের আবশ্যক হইলেও, কচ্ছপ ও শূকর মাংস কদাচ ভক্ষণ করিবে না)। দেব-গৃহে থুথু ফেলিবে না, হাঁচিবে না বা পাদুকা সহ প্রবেশ করিবে না। গুরুদেব, ভগবান্ ও শাস্ত্র-নিন্দাকারীর সহিত আলাপ করিবে না। যথাবিধি একাদশী ব্রতাচরণ করিবে। অভীষ্টদেব, নিজ-গুরু, নিজ-মন্ত্র ও নিজ-মালাকে গোপনে রাখিবে।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি গ্রহণ করিতে হইবে:—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, ভগবৎ-প্রবোধন; বাদ্যের সহিত আরাত্রিক, বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান; পবিত্র বস্ত্রযুগ-ধারণ; জলে তর্পণাদি দ্বারা অভীষ্টদেবের পূজন; চরণামৃত-সেবন; তুলসী ও মণিমালাদি ভূষা-ধারণ; বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য দূরীকরণ; বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য চন্দন অঙ্গে বিলেপন; ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রাম শিলা ও প্রতিমা সমূহে ইষ্টদেবের পূজা করা; নির্ম্মাল্য তুলসী

ভক্ষণ ও ভূষণ-স্বরূপ মস্তকে ধারণ; বিধি-অনুসারে তুলসী-চয়ন; পূজাদি কার্য্যে শিখাবন্ধন-করণ; বিষ্ণুপাদোদক দ্বারাই পিতৃলোকের তর্পণ; শক্তি থাকিলে মহারাজোপচারে হরির পূজা করা; বিষ্ণুভক্তির বিরুদ্ধ না হয় এমন নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য-করণ; ফল-পুষ্পাদি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে নিবেদন; নিত্য তুলসী-পূজন; প্রত্যহ বিধিপূর্ব্বক তিলক-ধারণ; নিত্য ভাগবত-পূজা; প্রত্যহ ত্রিকালে বিষ্ণু-পূজন; প্রত্যহ পুরাণ-শ্রবণ; বিষ্ণুর নিবেদিত বস্ত্রাদি-ধারণ; ভগবানের আজ্ঞা-বোধে সমুদায় পুণ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া; গুরুর আজ্ঞা-গ্রহণ; গুরুবাক্যে বিশ্বাস; ভক্তি সহকারে নৃত্যগীতাদি; নিত্য নৈবেদ্যার্পণ; সাধুগণের অভ্যর্থনা ও পূজাদি-করণ; নৈবেদ্য-শেষ-গ্রহণ; তাম্বূল-শেষ-গ্রহণ; বৈষ্ণবের সঙ্গ-করণ; দশম্যাদি দিনত্রয়ে বিশেষরূপে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা-করণ; একাদশী ব্রতের নিয়ম প্রতিপালন হেতু অসচ্ছন্দ বা অশান্তি বোধ না করা; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি মহোৎসব-করণ; দেবালয়াদিতে গমন; সদ্ব্যবস্থানুসারে অষ্টমহাদ্বাদশীর ব্রত-করণ; সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রতের প্রতিপালন; গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি-স্থাপন; উভয় সন্ধ্যায় শয়ন না করা; মৃত্তিকা ব্যতীত শৌচ না করা; দণ্ডায়মান হইয়া আচমন না করা; অভক্তের সহিত মিত্রতাদি না করা; ঊর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন না করা; মন্ত্র ব্যতিরেকে তিলক রচনা ও আচমন না করা; অসৎ শাস্ত্র গ্রহণ না করা; তুচ্ছ সঙ্গ ও তুচ্ছসুখে আসক্তি না করা; মদ্য, মাংস সেবন

না করা; মাদক ঔষধ সেবন না করা; মসূরাদি অন্ন ভোজন না করা; অভক্তের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ না করা (ক্ষুৎ-পীড়িত ব্যক্তির উদর ভরণমাত্র অন্নের গ্রহণকে সংগ্রহ বলে); বিষ্ণু-সম্বন্ধ-ব্যতিরিক্ত অন্য ব্রত আচরণ না করা; বিষ্ণুমন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র জপ না করা; মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি না করা; সামর্থ্য থাকিতে ন্যূনকল্পে উপচার প্রদান না করা; শোকাদির বশীভূত না হওয়া; ব্রত করিয়া দ্যূতক্রীড়াদি না করা; সামর্থ্য থাকিলে ব্রত দিনে ফলাদি ভোজন না করা; একাদশী-ব্রতের দিন শ্রাদ্ধ না করা; দ্বাদশীতে দিবসে নিদ্রা না যাওয়া; দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন না করা; দ্বাদশীতে দিবায় বিষ্ণুকে স্নান না করান; বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ না করা; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ না করা; চরণামৃত পান করিয়া শুদ্ধির জন্য অন্য জল দ্বারা আচমন না করা; কাষ্ঠাসনে বা নিরাসনে উপবেশন করিয়া বাসুদেবের পূজা না করা; পূজাকালে অসৎ আলাপ না করা; গৃহজাত করবীর পুষ্প দ্বারা ও আকন্দ প্রভৃতি নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা না করা; লৌহময় ধূপ-পাত্রাদি ব্যবহার না করা; ভ্রম প্রযুক্তও বক্র তিলক না করা; একহস্তে নমস্কার ও একবার প্রদক্ষিণ না করা; পর্য্যুষিত বা দূষিত অন্নাদি নিবেদন না করা; সংখ্যা ব্যতিরেকে মন্ত্র জপ না করা; শক্তি থাকিতে মুখ্যকালের লোপ ও গৌণকালের পরিগ্রহ না করা; বিষ্ণুর প্রসাদ-গ্রহণে অনাদর না করা।

গুরুসেবা ও গুরুভক্তি।

প্রথমঞ্চ গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ১॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত স্মৃতিমহার্ণব-বচন।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ২॥
ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

রক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুং।
নোপায়ন-করঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ॥ ৩॥
ঐ স্মৃতিমহার্ণব।

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥ ৪॥
ঐ শ্রীনারদোক্তি।

নোদাহরেৎ গুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতি-ভাষণ-চেষ্টিতং॥
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ।
ন চাবিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥ ৫॥
ঐ মনুস্মৃতি।

গুরু-শয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকং।
স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥
গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬॥
ঐ দেব্যাগম।

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাৎ তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শাস্ত্র-বচন।

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ ॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৮ ॥

ঐ বিষ্ণুস্মৃতি।

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশ-নিস্তারো মুনি-সত্তম ॥ ৯ ॥
যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং।
গুরোঃ সমাসনে নৈব ন চৈবোচ্চাসনে বসেৎ ॥ ১০ ॥

ঐ বামনকল্প।

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥ ১১ ॥
আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ ॥ ১২ ॥

ঐ শাস্ত্র-বচন।

জৃম্ভা-হাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠ-প্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ ॥ ১৩ ॥

ঐ কূর্ম্মপুরাণ।

গুরোর্যত্র পরীবাদঃ নিন্দা বাপি প্রকীর্ত্ত্যতে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শাস্ত্র-বচন।

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ প্রষ্টব্যঃ দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ ॥ ১৫ ॥
শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তির্নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরু-পুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥ ১৬ ॥

ঐ কূর্ম্মপুরাণ।

শ্রীভগবান্ বলেন, অগ্রে গুরুর পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়, নতুবা পূজা নিষ্ফল হয় ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ বলেন, গুরুকে আমা বলিয়াই জানিবে; কদাচ গুরুর অবমাননা করিবে না ও কদাচ মনুষ্য-জ্ঞানে তৎপ্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না, যেহেতু গুরুদেব সর্ব্বদেবময় ॥ ২ ॥

রিক্তহস্তে রাজা, গুরু ও চিকিৎকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না এবং উপায়ন (উপঢৌকন) হস্তে লইয়া পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যকে দেখিবে না ॥ ৩ ॥

যেখানে যেখানে গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সেই সেই স্থানেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে ॥ ৪ ॥

গুরুদেবের অগোচরেও তাঁহার কেবলমাত্র নাম উচ্চারণ করিবে না অর্থাৎ "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ" বা "প্রভুপাদ শ্রীল

অমুক গোস্বামী মহোদয়" বলিতে হইবে। কদাচ তাঁহার গতি, স্বর ও চেষ্টার অনুকরণ করিবে না। গুরুদেবের গুরুদেব সমীপে থাকিলে তৎপ্রতিও গুরুবৎ আচরণ করিবে। গুরুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া নিজ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিবে না ॥ ৫ ॥

গুরুদেবের শয্যা, আসন, যান, পাদুকাদ্বয়, পাদপীঠ অর্থাৎ চরণ স্থাপনার্থ আসন, স্নান-বারি ও ছায়া কদাচ লঙ্ঘন করিবে না; গুরুর অগ্রে পৃথক্ পূজা বর্জ্জন করিবে; "গুরুদেবের সহিত আমার কোন ভেদ নাই" এরূপ বাক্য কদাচ বলিবে না। গুরুদেবের সম্মুখে কাহাকেও দীক্ষা দিবে না, ব্যাখ্যা বর্জ্জন করিবে এবং নিজের প্রভুত্ব প্রদর্শন করিবে না ॥ ৬ ॥

মোহ বশতঃও গুরুদেবকে কদাচ কোন বিষয়ে আজ্ঞা করিবে না বা কদাচ তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভোজন করিবে না এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না ॥ ৭ ॥

গুরুদেব তাড়ন বা পীড়ন করিলেও তাঁহার বাক্যে অনাদর করিবে না এবং তাঁহার অপ্রিয় আচরণও করিবে না। যিনি কায়মনোবাক্যে ধন ও প্রাণ দ্বারা শ্রীগুরুর প্রিয় কার্য্য করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ॥

হে মুনি-পুঙ্গব। যে সকল পাপিষ্ঠ নরাধম গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, তাহাদের নরক-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার নাই॥ ৯॥

যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু তিনিই হরি। গুরুদেব যাঁহার প্রতি তুষ্ট হন, স্বয়ং হরিও তাঁহার প্রতি তুষ্ট হন। গুরুর সমান আসনে বা তদপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবেশন করিবে না॥ ১০॥

হরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সম্যক্‌রূপে যত্ন করিয়া গুরুদেবকেই প্রসন্ন করিবে॥ ১১॥

গুরুদেবকে আগমন করিতে দেখিলে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইবে ও তিনি গমন করিলে তাঁহার অনুগমন করিবে। গুরুদেবের সম্মুখে আসনে বা শয্যায় অবস্থান করিবে না॥ ১২॥

গুরুদেবের সমীপে জৃম্ভণ অর্থাৎ হাই তোলা, হাস্য, উচ্চ বাক্যাদি প্রয়োগ, কণ্ঠ-আচ্ছাদন এবং অঙ্গুলি-আস্ফোটন সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে॥ ১৩॥

যেখানে গুরুদেবের দোষ-কীর্ত্তন বা নিন্দা হয়, সেখানে কর্ণ আচ্ছাদন করিবে বা তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিবে॥ ১৪॥

ব্যত্যস্ত-হস্তে অর্থাৎ হস্তদ্বয় উল্টাপাল্টা করিয়া গুরুদেবের শ্রীচরণদ্বয় ধারণ করতঃ প্রণাম করিবে। স্বীয় বামহস্তে গুরু-দেবের বামপদ এবং দক্ষিণহস্তে দক্ষিণ পদ ধারণ করিবে॥১৫॥

গুরুপুত্র, গুরুপত্নী এবং গুরুদেবের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগের প্রতি গুরুবৎ হিতাচরণ করিবে॥ ১৬॥

প্রাতঃকালীন বিজ্ঞাপন।

ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াদিদেব শ্রীনাথ বিষ্ণো! ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

হে ত্রিলোকের চৈতন্যস্বরূপ! হে আদিদেব! হে শ্রীনাথ! হে বিষ্ণো! আপনার আজ্ঞাতেই আমি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার প্রীতির নিমিত্ত সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হইব।

মলত্যাগাদি-কার্য্যবিধি।

আত্মচ্ছায়াং তরোশ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন॥
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদি-তীর্থেষু পুরুষর্ষভ!॥
নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীত-মুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গং চ পার্থিব!॥
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্র-প্রাবৃত-মস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।

নিজের ও বৃক্ষের ছায়ায় এবং গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচ মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না। কর্ষিত-ক্ষেত্রে, শস্যমধ্যে, গোচারণ-স্থানে, জন-সমাজে, পথিমধ্যে, নদী প্রভৃতি তীর্থে, জলমধ্যে, জলের ধারে ও শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না। হে রাজন্! কোনরূপ বিপদ উপস্থিত না হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তি দিবসে উত্তর-মুখ ও রাত্রিকালে দক্ষিণ-মুখ হইয়া তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন ও বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তথায় অধিকক্ষণ থাকিবেন না এবং মলমূত্র-ত্যাগকালে কোন কথা কহিবেন না।

(মলমূত্র-ত্যাগকালে দ্বিজগণ দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবেন।)

শৌচবিধি।

বল্মীক-মূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জলাত্তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাং॥
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব!।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচ-সাধনে॥ ১॥
একা লিঙ্গে গুহে তিস্রো দশ বামকরে নৃপ!।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।

তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়াঃ শুদ্ধি-কামেন নিত্যশঃ॥ ৩॥

ঐ যমস্মৃতি।

হে রাজন্! বল্মীক (উঁই) ও মূষিক (ইন্দুর) কর্ত্তৃক উত্তোলিত, জলমধ্যগত, শৌচের অবশিষ্ট এবং গৃহের ভিত্তি-স্থিত মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ্য কার্য্য করিবে না। যে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কীট বর্ত্তমান এবং যাহা লাঙ্গল দ্বারা উদ্ধৃত, তাহা শৌচকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে॥ ১॥

শৌচসাধন-মৃত্তিকা লিঙ্গে একবার, গুহ্যদ্বারে তিনবার, বাম হস্তে দশবার ও দুই হস্তে সাতবার মর্দ্দন করিবে॥ ২॥

শুদ্ধি-কামী ব্যক্তি নিত্য দুই পদে তিন তিনবার মৃত্তিকা প্রদান করিবেন॥ ৩॥

দন্তধাবন।

উত্থায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত কাত্যায়ন-বচন

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
সর্ব্বকাল-কৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি॥ ২॥

ঐ বরাহপুরাণ

সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যা আর্দ্রাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ।
কটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ বলারোগ্য-সুখ-প্রদাঃ॥ ৩॥

ঐ স্মৃতিশাস্ত্র

মধ্যাঙ্গুলি-সম-স্থৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলি-সম্মিতং।
সত্বচং দন্তকাষ্ঠং যৎ তদগ্রে ন তু ধারয়েৎ॥ ৪॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্তধাবনং।
দন্তানাং কাষ্ঠ-সংযোগো হন্তি সপ্ত-কুলানি বৈ॥ ৫॥
ঐ শাস্ত্র-বচন।

প্রতিপদ্দর্শ-ষষ্ঠীষু নবম্যেকাদশী-রবৌ।
দন্তানাং কাষ্ঠ-সংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরা কৃতং॥ ৬॥
ঐ বৃদ্ধবশিষ্ঠ।

অলাভে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনং।
পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি॥ ৭॥
ঐ পৈঠীনসি।

কাষ্ঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনং।
তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা॥ ৮॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্র ও স্থির-চিত্তে মন্ত্র-জপ করতঃ দন্তধাবন করিবেন। (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই দন্ত-ধাবন অবশ্য কর্ত্তব্য।)॥ ১॥

শ্রীভগবান্ বলেন, যে ব্যক্তি দন্তধাবন না করিয়া আমার উপাসনা করে, সে সেই এক মাত্র কার্য্য দ্বারা তাহার সর্ব্বকাল-কৃত কর্ম্ম নষ্ট করিয়া ফেলে॥ ২॥

কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ পবিত্র, ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের দন্ত-কাষ্ঠ পরমায়ু বৃদ্ধি করি এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ বল, আরোগ্য ও সুখ-সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যে দন্তকাষ্ঠ মধ্যমাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণে দীর্ঘ ও ত্বক্‌যুক্ত তদ্দ্বারা দন্তধাবন করিবে ; কিন্তু ঐ কাষ্ঠের অগ্রভাগ ধারণ করিবে না, মূলের দিকে ধরিয়া অগ্রভাগ দ্বারা দন্তধাবন করিবে ॥ ৪ ॥

উপবাস ও শ্রাদ্ধদিবসে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না, করিলে সপ্তপুরুষ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী, একাদশী ও রবিবারে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্যরাশি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

দন্তকাষ্ঠের অভাবে বা নিষিদ্ধ-দিনে পবিত্র পত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন করিবে ; কিন্তু নিষিদ্ধ, অনিষিদ্ধ সকল দিনেই জিহ্বা মার্জ্জন করিবে ॥ ৭ ॥

প্রতিপদাদি তিথিতে কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা তৃণ-পত্র দ্বারা করিবে, কিন্তু অমাবস্যা ও একাদশীতে তৃণ-পত্র দ্বারাও দন্তধাবন করিবে না ॥ ৮ ॥

স্নান।

নদী-নদ-তড়াগেষু দেবখাত-জলেষু চ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরি-প্রস্রবণেষু চ॥
কূপেষূদ্ধৃত-তোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃত-তোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্ক্তে মলাশী স সদা নরঃ।
অস্নায়িনোঽশুচেস্তস্য বিমুখাঃ পিতৃ-দেবতাঃ।
স্নানহীনো নরঃ পাপী স্নানহীনোঽশুচিঃ সদা।
অস্নায়ী নরকং ভুক্ত্বা পুক্কশাদিষু জায়তে॥ ২॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থ-গৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ।
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা॥ ৩॥

ঐ দক্ষ।

প্রাতঃস্নানেন শুধ্যন্তি যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ॥ ৪॥

কূর্ম্মপুরাণ।

প্রাতঃস্নানং হরেদ্বৈশ্য। সবাহ্যাভ্যন্তরং মলং।
প্রাতঃস্নানেন নিষ্পাপো নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ॥ ৫॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানমশক্তৌ কর্ম্মিণাং সদা।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জ্জনং ॥ ৬ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত দক্ষ-বচন।

স্নানে মনঃপ্রসাদঃ স্যাদ্দেবা অভিমুখাঃ সদা।
সৌভাগ্যং শ্রীঃ সুখং পুষ্টিঃ পুণ্যং বিদ্যা যশো ধৃতিঃ।
মহাপাপান্যলক্ষ্মীঞ্চ দুরিতং দুর্ব্বিচিন্তিতং।
শোকদুঃখাদি হরতে প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥

ঐ অত্রিস্মৃতি।

স্নায়াদুষ্ণোদকেনাপি শক্তোঽপ্যামলকৈস্তথা।
তিলৈস্তৈলৈশ্চ সম্বর্জ্য প্রতিষিদ্ধদিনাপি তু ॥ ৮ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

কুর্য্যান্নৈমিত্তিকং স্নানং শীতাদ্ভিঃ কাম্যমেব চ।
নিত্যং যাদৃচ্ছিকঞ্চৈব যথারুচি সমাচরেৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত গর্গ-বচন।

পুত্র-জন্মনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
অস্পৃশ্য-স্পর্শনে চৈব ন স্নায়াদুষ্ণ-বারিণা ॥ ১০ ॥

ঐ যম।

পৌর্ণমাস্যাং তথা দর্শে যঃ স্নায়াদুষ্ণ-বারিণা।
স গোহত্যাকৃতং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

ঐ বৃদ্ধমনু।

দশম্যাং তৈলমস্পৃষ্ট্বা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশো ধনং ॥ ১২ ॥

মোহাৎ প্রতিপদং ষষ্ঠীং কুহূং রিক্তাতিথিং তথা।
তৈলেনাভ্যঞ্জয়েদ্‌যস্তু চতুর্ভিঃ পরিহীয়তে॥
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চম্যাং রবি-সংক্রমে।
দ্বাদশ্যাং সপ্তম্যাং ষষ্ঠ্যাং তৈলস্পর্শং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৩॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন।

স্নানে বা যদি বাস্নানে পক্বতৈলং ন দুষ্যতি॥ ১৪॥

ঐ শাস্ত্রবাক্য।

তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তো বিণ্মূত্রে কুরুতে দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ১৫॥

ঐ অত্রিস্মৃতি।

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসং চেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতং॥ ১৬॥

ঐ স্মৃতিশাস্ত্র-বচন।

নদ, নদী, দীর্ঘিকা, দেবখাত অর্থাৎ হ্রদাদি ও গিরিপ্রস্রবণের জলে স্নান করিবে। কলসাদি দ্বারা কূপ হইতে জল উঠাইয়া তদ্দ্বারা কূপতটে স্নান করা যাইতে পারে। তটের অভাব হইলে কূপোদ্ধৃত শীতল জলে, অথবা তাহাতেও অক্ষম হইলে, উষ্ণ জলে স্নান করিবে॥ ১॥

স্নান না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহার সর্ব্বদা মল ভোজন করা হয়; যে স্নান না করে, সেই অশুচি ব্যক্তির প্রতি দেবলোক ও পিতৃলোক বিমুখ হন। স্নানহীন ব্যক্তি

পাপী ও সর্ব্বদা অপবিত্র; সে নরক ভোগ করিয়া পুক্কশাদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করে॥ ২॥

বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ব্যক্তি প্রাতে (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে—অরুণোদয়-কালে) ও মধ্যাহ্নে, যতি ত্রিসন্ধ্যায় এবং ব্রহ্মচারী একবার মাত্র স্নান করিবেন। অসমর্থ হইলে, সকলের পক্ষেই একবার মাত্র স্নানের বিধি; তাহাতেও অক্ষম হইলে মন্ত্রস্নানাদি করিতে হইবে॥ ৩॥

(সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব তিন মুহূর্ত্তকে প্রাতঃকাল বলে, যথা:—

প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু॥

তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

পাপিষ্ঠ লোকেরাও প্রাতঃস্নান করিলে পবিত্র হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিবে॥ ৪॥

হে বৈশ্য! প্রাতঃস্নান মানবদিগের বাহ্যিক ও আন্তরিক মল বিনাশ করে। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি নিষ্পাপ হয় ও নরকে গমন করে না॥ ৫॥

(বাহ্যিক মল—দেহের ময়লা। আন্তরিক মল—মনের ময়লা; পাপ)।

অসমর্থ হইলে, কর্ম্মী ব্যক্তির পক্ষে মস্তক ব্যতীতও স্নান হইতে পারে; আর্দ্র বসন বা আর্দ্র হস্ত দ্বারা দেহ মার্জ্জন করিলে স্নান সিদ্ধ হয়॥ ৬॥

স্নান করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, দেবতাগণ সর্ব্বদা সম্মুখে অবস্থান করেন এবং সৌভাগ্য, শ্রী, সুখ, পুষ্টি, পুণ্য, বিদ্যা,

যশ ও ধৃতি লাভ হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃস্নানে সমস্ত মহাপাতক, অলক্ষ্মী, পাপ, দুশ্চিন্তা ও শোকদুঃখাদি দূরীভূত হয়॥ ৭॥

শরীর সুস্থ থাকিলেও, নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে, আমলকী বা তিল বা তৈল মৰ্দ্দন পূৰ্ব্বক উষ্ণ জলেও স্নান করা যাইতে পারে॥ ৮॥

নৈমিত্তিক ও কাম্যস্নান শীতল জল দ্বারা করিবে; নিত্য-স্নান ইচ্ছানুসারে কি শীতল কি উষ্ণ সকল জলেই করা যাইতে পারে॥ ৯॥

পুত্রের জন্মদিনে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে এবং অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে উষ্ণ জলে স্নান করিবে না॥ ১০॥

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় যিনি উষ্ণ জলে স্নান করেন, তিনি ইহলোকে গোহত্যা-পাপে পাপী হন, সন্দেহ নাই॥ ১১॥

যে নির্ব্বোধ ব্যক্তি দশমীতে তৈল স্পর্শ না করিয়া স্নান করে, তাহার আয়ু, বুদ্ধি, যশ ও ধন এই চারিটী বিনষ্ট হয়॥ ১২॥

অজ্ঞানতা প্রযুক্ত প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও রিক্তা (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী) তিথিতে তৈল মৰ্দ্দন করিলে আয়ুঃ, বুদ্ধি, যশ ও ধন নষ্ট হয়। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পঞ্চমী, সংক্রান্তি, দ্বাদশী, সপ্তমী ও ষষ্ঠী এই সমস্ত দিনে তৈল-স্পর্শ অর্থাৎ তৈল-মৰ্দ্দন বৰ্জ্জন করিবে॥ ১৩॥

স্নানকালে হউক বা অন্য সময়ে হউক, পক তৈল ব্যবহার করিলে কোন দোষ স্পর্শে না অর্থাৎ নিষিদ্ধ দিনেও ব্যবহার করা যাইতে পারে॥ ১৪ ॥

দ্বিজগণ তৈল বা ঘৃত মর্দ্দন করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া পবিত্র হইবেন॥ ১৫ ॥

স্নান সপ্তবিধ, যথাঃ—মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস। "শন্ন আপস্তু দ্রুপদা আপোহিষ্টাঘমর্ষণং" এই মন্ত্র দ্বারা স্নানকে মান্ত্রস্নান; গঙ্গাদির মৃত্তিকা স্পর্শ দ্বারা স্নানকে পার্থিব স্নান; সংস্কৃত ভস্ম দ্বারা স্নানকে আগ্নেয় স্নান; গোধূলি দ্বারা স্নানকে বায়ব্য স্নান; রৌদ্র আছে অথচ বৃষ্টি হইতেছে, সেই বৃষ্টিতে স্নানকে দিব্য স্নান; নদ্যাদিতে স্নানকে বারুণ স্নান এবং মানসে বিষ্ণু স্মরণ দ্বারা স্নানকে মানস স্নান বলে॥ ১৬॥

(অবস্থানুসারে এই সাতটীর মধ্যে যে কোনরূপ স্নান করিলেই পবিত্র হওয়া যায়; তবে সদাচারে বারুণ ও মানস স্নানই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঋষিগণ সর্ব্বপ্রকার স্নানের মধ্যে মানস স্নানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেহেতু "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥")

বস্ত্র।

অধৌতং কারুধৌতং বাপরেদ্যুর্ধৌতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ।
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন॥ ১॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত অত্রি-বচন।

একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনং॥ ২॥

ঐ গোভিল।

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩॥

ঐ ত্রৈলোক্যসম্মোহনপঞ্চরাত্র।

শৌচং সহস্ররোমাণাং বায়্বগ্ন্যর্কেন্দু-রশ্মিভিঃ।
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকং নৈব দুষ্যতি॥ ৪॥

ঐ অঙ্গিরা।

রাঙ্কবং সর্ব্বদা শুদ্ধং কৌষেয়ং ভোজনাবধি।
কটিমুক্তন্তু কার্পাসং পুনর্ধৌতেন শুধ্যতি॥ ৫॥

শাস্ত্রোক্তি।

ন কুর্য্যাৎ সন্ধিতং বস্ত্রং দেব-কর্ম্মণি ভূমিপ!।
ন দগ্ধং ন চ বৈ ছিন্নং পারক্যং ন তু ধারয়েৎ।
কাকবিষ্ঠা-সমং হ্যক্তমবিধৌতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচি।
কীট-স্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতং।
মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ।
আবিকন্তু সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম!।

পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে।
শুক্র-মূত্র-রক্ত-লিপ্তং তথাপি পরমং শুচি।
অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশঃ।
চতুর্ণাং ন কৃতো দোষো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৬ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শাস্ত্র-বচন।

অধৌত, রজক কর্ত্তৃক ধৌত, অন্য দিন ধৌত, রঞ্জিত ও মলিন বস্ত্র বা কৌপীন পরিধান করিবে না। আর্দ্র অর্থাৎ ভিজা বস্ত্রও কদাচ পরিধান করিবে না ॥ ১ ॥

এক বস্ত্র পরিধান করিয়া আহার ও দেবার্চ্চনা করিবে না ॥ ২ ॥

সর্ব্বদা শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে, রঞ্জিত বস্ত্র বর্জ্জন করিবে ॥ ৩ ॥

যে বস্ত্র সহস্র রোম দ্বারা প্রস্তুত (অর্থাৎ লোম-বস্ত্র), তাহার শুদ্ধি বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রসূর্য্য-কিরণ দ্বারা হইয়া থাকে। মেষলোম-নির্ম্মিত কম্বল ও বসনাদি রেতঃস্পৃষ্ট ও শবস্পৃষ্ট হইলেও দূষিত হয় না ॥ ৪ ॥

লোমজাত বস্ত্র সর্ব্বদাই শুদ্ধ ; কৌষের বস্ত্র (গরদ, তসর বা কাইটা অর্থাৎ কেটে কাপড়) ভোজন পর্য্যন্ত শুদ্ধ অর্থাৎ উহা পরিয়া ভোজন পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু পরিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিলে অশুদ্ধ হইবে ; কার্পাস বস্ত্র কটিদেশ হইতে ত্যাগ করিলেই অশুদ্ধ, পুনরায় ধৌত করিলেই শুদ্ধ ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! দেবকার্য্যে সেলাই করা বস্ত্র, ছিন্ন ও দগ্ধ বস্ত্র এবং পরের বস্ত্র পরিধান করিবে না; অধৌত বস্ত্র কাক-বিষ্ঠার তুল্য এবং রজক-গৃহ হইতে আনীত বস্ত্র অপবিত্র। কীটস্পৃষ্ট বস্ত্র অপবিত্র এবং যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মলত্যাগ বা মূত্রত্যাগ বা স্ত্রীসঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু হে রাজন্! মেষলোমজাত বস্ত্র সর্ব্বদাই শুচি; পিতৃ-কর্ম্ম, দেবকর্ম্ম ও মনুষ্যকর্ম্মে উহা প্রশস্ত। মেষলোমজাত বস্ত্র ধৌত হউক, অধৌত হউক, দগ্ধ হউক, সন্ধিত (সেলাই করা) হউক, রজক-গৃহ হইতে আনীত হউক, আর শুক্র বা মূত্র বা রক্তলিপ্তই হউক, তথাপি উহা পরম পবিত্র। অগ্নি, মেষ-লোমজাত বস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কুশ এই চারিটিকে ব্রহ্মা অপবিত্র করেন নাই ॥ ৬ ॥

ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র।

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থম্বা রক্ষার্থে চতুরানন!।
মৎপূজাহোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং ॥ ১ ॥
যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং ॥ ২ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

যস্যোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং দৃশ্যতে ললাটে নো নরস্য হি ।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন ।

উর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে ।
স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে ।
লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ।
তস্মাদ্যস্য শরীরে তু উর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ ।
তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং স্মৃতং ।
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো যস্তু কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং শুভাননে ! ।
কল্পকোটীসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নুয়াৎ ।
যজ্ঞ-দান-তপশ্চর্য্যা-জপ-হোমাদিকঞ্চ যৎ ।
উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধরঃ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকং ॥ ৫ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ ।

অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্ ।
শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ ॥ ৬ ॥
উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়েত যত্র কুত্রচিৎ ।
শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মম লোকে মহীয়তে ॥ ৭ ॥
উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে ।
তদা বিংশৎকুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহং ॥ ৮ ॥
বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ ।
উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং মহাভাগ ! স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৯ ॥

ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ।

একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূত-হিতে রতাঃ।
সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি।
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা।
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভং।
বর্ত্তুলং তির্য্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘতরং তনু।
বক্রং বিরূপং বদ্ধাগ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতং।
অশুভং রূক্ষমাসক্তং তথা নাঙ্গুলিকল্পিতং।
বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকং ॥ ১০ ॥
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগো নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥
নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যাপোহতি ॥ ১২ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

নাসাদি-কেশ-পর্য্যন্তমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্র-সমাযুক্তং তদ্‌বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং।
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥ ১৩ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষ-সাধনী ॥ ১৪ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্মৃতি-বচন।

যত্ত্ব দিব্যং হরিক্ষেত্রং তত্রৈব মৃদমাহরেৎ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হৈতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দন-সম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥
গোপীচন্দন-খণ্ডন্তু যো দদাতি হি বৈষ্ণবে।
কুলমেকোত্তরং তেন সন্তবেত্তারিতং শতং॥ ১৬॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

যো মৃত্তিকাং দ্বারাবতী-সমুদ্ভবাং করে সমাদায় ললাট-পট্টকে।
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ॥
যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং ভক্ত্যা ললাটে মনুজো বিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা হরিঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম!॥
যো ধারয়েৎ কৃষ্ণপুরী-সমুদ্ভবাং সদা পবিত্রাং কলি-কিল্বিষাপহাং।
নিত্যং ললাটে হরিমন্ত্র-সংযুতাং যমং ন পশ্যেৎ যদি পাপ-সংবৃতঃ॥
যস্যান্তকালে খগ! গোপীচন্দনং বাহ্বোর্ল্লাটে হৃদি মস্তকে চ।
প্রয়াতি লোকং কমলালয়ং প্রভোর্গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ১৭॥
ঐ গরুড়পুরাণ।

অম্বরীষ! মহাযশ্চ ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণং।
ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দন-পুণ্ড্রকং॥ ১৮॥
ঐ পদ্মপুরাণ।

দূতাঃ! শৃণুত যদ্ভালং গোপীচন্দন-লাঞ্ছিতং।
জ্বলদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ॥ ১৯॥
ঐ কাশীখণ্ড।

হে ব্রহ্মন্! আমার ভক্ত স্থিরচিত্তে সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার পূজা ও হোম-সময়ে আমার প্রীতিসাধন অথবা স্বীয়

কল্যাণ ও রক্ষার নিমিত্ত ভয়নাশক ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ তিলক নিত্য ধারণ করিবে॥ ১॥

ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপ, হোম, বেদ-পাঠ বা পিতৃ-তর্পণ যাহা কিছু করা যায়, সে সমস্তই বিফল হইয়া থাকে॥ ২॥

যাহার ললাটে ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্র নাই, তাহাকে দর্শন করিবে না; তাহাকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে॥ ৩॥

যাঁহার ললাটে মৃত্তিকা-রচিত মনোহর ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, তিনি চণ্ডাল হইলেও, তাঁহার আত্মা পবিত্র এবং তিনি নিশ্চয় পূজনীয়, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ৪॥

ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্রের অতি মনোহর বিস্তৃত মধ্যভাগে দেবদেব নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত উপবেশন করিয়া থাকেন। এজন্য যাঁহার দেহে ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকে, তাঁহার দেহ পবিত্র ভগবন্মন্দির বলিয়া কথিত হয়। হে শুভাননে! যিনি ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সহস্রকোটি কল্প বৈকুণ্ঠে বাস করিতে অধিকারী হন। ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যজ্ঞ, দান, তপ, জপ, হোম প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য করেন, তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্যের পুণ্য অক্ষয় হইয়া থাকে॥ ৫॥

অশুচিই হউক বা আচারহীনই হউক বা মনে মনে পাপাচরণই করুক, ঊৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে মনুষ্য সর্ব্বদা পবিত্র থাকে॥ ৬॥

শ্রীভগবান্ বলেন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করুক না কেন, চণ্ডাল হইলেও সে বিমানে আরোহণ করিয়া আমার ধামে যাইয়া পূজিত হয়॥ ৭॥

তিনি আরও বলেন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যাহার গৃহে অন্ন ভোজন করেন, তাহার বিংশতি পুরুষকে আমি নরক হইতে উদ্ধার করি॥ ৮॥

হে মহাভাগ! যিনি দর্পণে বা জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তিনি পরম-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৯॥

একান্তচিত্ত, সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত, মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি-গণ হরিপাদপদ্মাকৃতি, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন শ্যামবর্ণ পুণ্ড্র শান্তিপ্রদ, রক্তবর্ণ পুণ্ড্র বশীকারক, পীতবর্ণ পুণ্ড্র সম্পত্তিপ্রদ এবং শ্বেতবর্ণ পুণ্ড্র শুভজনক ও মোক্ষপ্রদ। যে পুণ্ড্র বর্ত্তুলাকার, তির্য্যক্, ছিদ্রহীন, খর্ব্ব, অতি দীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে সংলগ্ন অর্থাৎ যুক্ত, মূলে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিম্নভাগ পৃথক্, যাহা স্থানভ্রষ্ট, মলিন, রূক্ষ, পরস্পর সংলগ্ন এবং অঙ্গুলি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা রচিত, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১০॥

নাসিকার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় ভাগকে নাসিকার

মূল কহে। ভ্রূ-দ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিবে॥ ১১॥

যে দ্বিজাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করে, সে নিশ্চয়ই তত্রস্থ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে দূর করিয়া দেয়॥ ১২॥

নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব মনোহর এবং মধ্যে ছিদ্রযুক্ত যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তাহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করেন; অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবে না॥ ১৩॥

তিলক-রচনায় অনামিকা ইষ্টদায়িনী, মধ্যমা আয়ুর্ব্বৃদ্ধি-করী, বৃদ্ধাঙ্গুলি পুষ্টিসাধিকা ও তর্জ্জনী মোক্ষদায়িনী॥ ১৪॥

(অঙ্গুলির নাম যথা:—প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলি, তৎপরে ক্রমে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা)।

যাহা উৎকৃষ্ট হরিক্ষেত্র, সেই স্থান হইতেই মৃত্তিকা সংগ্রহ করিবে॥ ১৫॥

ব্রহ্মহত্যাকারীই হউক, গোহত্যাকারীই হউক, কুতর্কীই হউক বা নিখিল-পাপকারীই হউক, গোপীচন্দন স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। যিনি বৈষ্ণবকে একখণ্ড মাত্র গোপীচন্দন দান করেন, তিনি একশত এক কুল উদ্ধার করেন॥ ১৬॥

যিনি দ্বারকা-সমুৎপন্ন-মৃত্তিকা হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তিনি যে কার্য্য করেন

তাহার ফল কোটীগুণ হইয়া থাকে। যে গৃহে গোপীচন্দন বিরাজিত ও যে গৃহে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ললাটে গোপীচন্দন-তিলক ধারণ করেন, হে বিহঙ্গম! সেই গৃহে কংসধ্বংসকারী হরি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন। যিনি কলিপাতক-নাশিনী, নিত্য-পবিত্রা, হরিমন্ত্র-সংযুতা দ্বারকামৃত্তিকা নিত্য ললাটে ধারণ করেন, তিনি পাপবিশিষ্ট হইলেও, তাঁহার আর যমকে অবলোকন করিতে হয় না। হে বিহগ! মৃত্যুকালে যাঁহার দুই বাহুতে, ললাটে, হৃদয়ে ও মস্তকে গোপীচন্দন বিদ্যমান থাকে, তিনি গোহত্যা, শিশুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করিয়া থাকিলেও লক্ষ্মীর আবাসস্থান বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন॥ ১৭॥

গৌতম বলিলেন, হে মহারাজ অম্বরীষ! যাঁহারা প্রতিদিন ললাটে গোপীচন্দন দ্বারা তিলক রচনা করেন, মহাপাপ বিনাশ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দর্শন কর॥ ১৮॥

যমরাজ কহিলেন, হে দূতগণ! শ্রবণ কর: যাঁহার ললাট গোপীচন্দনে অঙ্কিত, প্রজ্জ্বলিত বহ্নির ন্যায় অতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহাকে দূরে পরিত্যাগ করিবে॥ ১৯॥

কণ্ঠে তুলসী-মালা-ধারণ।

তুলসীকাষ্ঠ-মালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥
ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপ-বুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন ॥

তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবং ॥
নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভবাং।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতকং।
সদা প্রীতমানস্তস্য কৃষ্ণো দেবকী-নন্দনঃ ॥
তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে ॥
তুলসীকাষ্ঠ মালাভির্ভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ ॥
তুলসীকাষ্ঠ-মালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলং ॥ ৩ ॥

ঐ গরুড়পুরাণ।

সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভবাং।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।
হরয়ে নার্পয়েদ্‌যস্তু তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভবাং।
মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ স যাতি নরকং ধ্রুবং।
ক্ষালিতাং পঞ্চ-গব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাং।

গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাং।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ॥
"তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতে মালে! কৃষ্ণজন-প্রিয়ে।
যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজন-প্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি! নিত্যং বিষ্ণুজন-প্রিয়ং।
দানে লা ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে।"
এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎ মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাং।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং॥ ৪॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

যজ্ঞোপবীতবদ্ধার্য্যা তুলসীকাষ্ঠ-মালিকা।
ক্ষণমাত্র-পরিত্যাগাদ্বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নরঃ॥ ৫॥

শাস্ত্রোক্তি।

শ্রীভগবান্ বলেন, যিনি তুলসীকাষ্ঠের মালা কণ্ঠে বহন করেন, তিনি অশুচি এবং আচারহীন হইলেও নিঃসন্দেহ আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন॥ ১॥

যে সকল হেতুবাদ-রত পাপবুদ্ধি মনুষ্য কণ্ঠে মালা ধারণ না করে, তাহারা শ্রীহরির কোপানলে দগ্ধ হয় ও নরক হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না॥ ২॥

যিনি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা কণ্ঠে ধারণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রত্যহ দ্বারকা-বাসের ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা বিষ্ণুকে

নিবেদন করিয়া ভক্তি সহকারে ধারণ করেন, তাঁহার আর কোন পাপই থাকে না এবং দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন। যিনি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা কণ্ঠে বহন করেন, তাঁহাকে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না; তাঁহার দেহে আর কোনও পাপ থাকে না। কলিযুগে তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা দ্বারা ভূষিত হইয়া পুণ্য কর্ম্ম এবং পিতৃপুরুষ ও দেবগণের কার্য্য করিলে কোটিগুণ ফল-লাভ হইয়া থাকে। যমদূতগণ তুলসীকাষ্ঠের মালা দেখিয়া বায়ু-বিতাড়িত পত্রের ন্যায় দূরে পলায়ন করে॥ ৩॥

যিনি তুলসীকাষ্ঠের মালা শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং ধারণ করেন, তিনি নিশ্চয় ভগবদ্ভক্তাগ্রগণ্য। যে মূঢ় তুলসীকাষ্ঠের মালা হরিকে নিবেদন না করিয়া স্বয়ং ধারণ করে, সে নিশ্চয় নরকে গমন করিবে। মালা প্রস্তুত করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করতঃ তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করিয়া আট বার গায়ত্রী জপ করিবে; অনন্তর ধূপের ধূম স্পর্শ করাইয়া "ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ। ভবে ভবে নাদি ভবে ভজস্বমাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥" এই সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে পূজা করিবে। পরে এই প্রার্থনা করিতে হইবে, যথা:—"হে মালে! তুমি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিতা ও বৈষ্ণবের প্রিয়া; আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর। মা শব্দের অর্থ আমাকে, লা ধাতুর অর্থ দান করা; হে হরিবল্লভে!

তুমি আমাকে কৃষ্ণভক্তগণে দান করিলে, এজন্য তুমি মালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাক।" যে বৈষ্ণব যথাবিধি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মালা অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-গলে অর্পণ করিয়া পরে নিজে ধারণ করেন, তিনি বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন॥ ৪॥

তুলসীকাষ্ঠের মালা যজ্ঞসূত্র অর্থাৎ পৈতার ন্যায় সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। মানব ক্ষণকালের জন্যও মালা পরিত্যাগ করিলে, তিনি বিষ্ণুদ্রোহী হইলেন॥ ৫॥

গুরুত্যাগ অকর্ত্তব্য।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত আদিত্যপুরাণ-বচন।

উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে॥ ২॥
বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতং।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥ ৩॥

ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ॥ ৪॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

গুরুদেব মূর্খই হউন আর পণ্ডিতই হউন, তিনি জনার্দ্দন; গুরুদেব স্বপথেই থাকুন আর বিপথেই গমন করুন, তিনিই সর্ব্বদা একমাত্র গতি ॥ ১ ॥

যাহারা কুলক্রমাগত অথবা বেদবিহিত গুরুকে পরিত্যাগ করে, মরিলে মাংসাশী পশুপক্ষীরাও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি গুরুকে ত্যাগ করিল, সে প্রথমে শ্রীহরিকে বর্জ্জন করিল; ইহাতে তাহার জ্ঞান দূষিত হইল ও দৌরাত্ম্য প্রকাশ পাইল ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনরায় উক্ত গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে নরাধম কোটীকল্পকাল নরকে পচিতে থাকে ॥ ৪ ॥

গুরুত্যাগে বিশেষ বিধি।

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন।

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব নামে অভিহিত করেন ; তদ্ভিন্ন ব্যক্তিই অবৈষ্ণব ॥ ১ ॥

অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয় ; অতএব অবৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র লওয়া হইয়া থাকিলে, সেই গুরু পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিধিমতে বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

উচ্চবংশ-সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও এবং বেদের সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিলেও, যদি তিনি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইবার যোগ্য নহেন ॥ ৩ ॥

পুষ্প।

পুষ্পৈরারণ্য-সম্ভূতৈস্তথা নগর-সম্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিত-নিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ।
আত্মারামোদ্ভবৈর্ব্বাপি পুষ্পৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিং ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত নৃসিংহপুরাণ-বচন।

তান্যেব সুপ্রশস্তানি কুসুমানি মহাসুর!।
যানি স্ববর্ণ-যুক্তানি রস-গন্ধ-যুতানি চ ॥ ২ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বামনপুরাণ-বচন।

দেশে দেশে তথা কালে যানি পুষ্পাণ্যকেশঃ।
গন্ধ-বর্ণোপপন্নানি তানি দেয়ানি নিত্যশঃ ॥ ৩ ॥
রক্তানি যানি ধর্ম্মজ্ঞাশ্চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ।
যানি শ্মশান-জাতানি তথা চাকালজানি চ।
দানং বিবর্জ্জয়েদ্‌যত্নাৎ পুষ্পাণামপ্যগন্ধিনাং ॥ ৪ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

কণ্টকীন্যপি দেয়ানি শুক্লানি সুরভীণি চ।
তথা রক্তানি দেয়ানি জলজানি দ্বিজোত্তম! ॥ ৫ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

কলিকাভিস্তথা নেজ্যং বিনা চম্পকজৈঃ শুভৈঃ।
শুষ্কৈর্ন পূজয়েদ্‌বিষ্ণুং পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরপি ॥ ৬ ॥

ঐ জ্ঞানমালা।

জাতি-যূথ্যোস্তথা মল্লী-নবমালিকয়োরপি।
কলিকাভির্হরের্ভক্তৈঃ সৌরভ্যাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

ন পর্য্যুষিত-দোষোঽস্তি জলজোৎপলচম্পকে।
তুলস্যগস্ত-বকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা ॥ ৮ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত জ্ঞানমালা-বচন।

ন গৃহে করবীরস্থৈঃ কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিং।
নার্কং নোন্মত্তকং ঝিণ্টীং তথৈব গিরিকর্ণিকাং।
ন কণ্টকারিকা-পুষ্পং অচ্যুতায় নিবেদয়েৎ।

কুটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দ্দনে।
নিবেদিতং ভয়ঞ্চোগ্রং নিঃস্বত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ ৯ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

ন বিশীর্ণদলৈঃ ক্লিষ্টৈর্নাশুভৈর্নাবিকাশিভিঃ।
পূতিগন্ধ্যুগ্রগন্ধানি অম্লগন্ধানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ১০ ॥
ক্লিষ্টং পর্য্যুষিতং ভূমি-পতিতং ছিদ্রঞ্চ কীটান্বিতং।
যৎ কেশোপহতঞ্চ গন্ধরহিতং যচ্চোগ্রগন্ধান্বিতং।
হস্তে যদ্‌বিধৃতং প্রণাম-সময়ে যদ্‌বামহস্তে কৃতং।
যচ্চান্তর্জলধৌতমর্চ্চন-বিধৌ পুষ্পঞ্চ তদ্‌বর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥
ভঙ্‌ক্ত্বা যদ্‌বিটপাদিকং ক্ষিতিরুহং চোৎপাত্য যচ্চাহৃতং
যচ্চাক্রম্য সমাহৃতং তদখিলং পুষ্পং ভবত্যাসুরং।
চৌর্য্যাকৃষ্টমযুক্তি-দুষ্টমশুচি-স্পৃষ্টং যদপ্রোক্ষিতং
যচ্চাঘ্রাতমধোঽম্বরে বিনিহিতং ক্রীতঞ্চ তদ্বর্জ্জয়েৎ ॥ ১২ ॥

ঐ শাস্ত্রোক্তি।

কুসুমানামলাভে তু চৌর্য্যাদানং ন দুষ্যতি।
দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥
মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ।
নৈব সংপূজয়েদ্‌বিষ্ণুং যস্মিবিদ্ধানি তান্যপি ॥ ১৪ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

স্নানং কৃত্বা তু যৎ কিঞ্চিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ নরাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি পিতরঃ খলু বৈ দ্বিজ ! ।
ঋষয়স্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্নন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্নন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত হারীতস্মৃতি-বচন।

তচ্চ মধ্যাহ্নস্নান-বিষয়ং।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

বনজাত, নগরজাত কিম্বা নিজ আরাম অর্থাৎ বাগিচা-জাত, অপর্য্যুষিত (যাহা বাসি নহে), অচ্ছিন্ন, সিক্ত, কীটাদি-বর্জ্জিত এবং পবিত্র পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে ॥ ১ ॥

হে অসুররাজ (প্রহ্লাদ) ! যে সকল পুষ্পের বর্ণ, রস ও গন্ধ আছে, সেই সকল পুষ্পই সুপ্রশস্ত ॥ ২ ॥

দেশভেদে ও কালভেদে যে নানাপ্রকার পুষ্প জন্মে, সুন্দর গন্ধ ও বর্ণ থাকিলেই তাহা নিবেদন করিবে ॥ ৩ ॥

হে ধার্ম্মিকগণ। রক্তবর্ণ পুষ্প এবং শ্মশানজাত, চৈত্যবৃক্ষজাত, অকালজাত ও গন্ধহীন পুষ্প কখনই নিবেদন করিবে না ॥ ৪ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। শুক্লবর্ণ ও সুগন্ধি হইলে কণ্টকযুক্ত পুষ্পও প্রদান করিবে এবং জলজাত রক্তপুষ্পও (পদ্ম, কুমুদ) দিবে ॥ ৫ ॥

চম্পক ভিন্ন অন্য পুষ্পের কলিকা দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে না; শুষ্ক পত্র, পুষ্প বা ফল দ্বারাও বিষ্ণু-পূজা করিবে না ॥ ৬ ॥

জাতী, যূথী (যুঁই), মল্লিকা (বেলফুল) এবং নবমল্লিকা (নেয়ালি ফুল), এই সকল পুষ্পের কলিকার গন্ধ অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া কোন কোন কৃষ্ণভক্ত নিবেদন করিতে বলেন॥ ৭॥

পদ্ম, উৎপল, তুলসী, বকপুষ্প, বকুলপুষ্প, বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে দোষ হয় না॥ ৮॥

গৃহজাত শ্বেত বা রক্ত করবীর পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে না। অর্ক (আকন্দ), ধুস্তূর (ধুতূরা), ঝিণ্টী (ঝাঁটী), গিরিকর্ণিকা (শ্বেত অপরাজিতা) এবং কণ্টকারী (কণ্টীকারী) পুষ্প বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে না। কূটজ (কুড়চী), শাল্মলী (শিমূল) ও শিরীষ কুসুম যদি জনার্দ্দনকে নিবেদন করা যায়, তাহা হইলে মহৎ ভয় ও দৌর্ব্বল্য ঘটে॥ ৯॥

যে সকল পুষ্পের দল শীর্ণ বা পরস্পর সংলগ্ন, যে সকল পুষ্প অপবিত্র, যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় নাই, যে সকল পুষ্প দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট বা তীক্ষ্ণগন্ধি বা অম্লগন্ধি, সে সমস্ত পুষ্প বর্জ্জন করিবে॥ ১০॥

শুষ্ক বা দলিত, পর্য্যুষিত, ভূপতিত, সচ্ছিদ্র, কীটযুক্ত, কেশ-দূষিত, গন্ধহীন ও উগ্রগন্ধবিশিষ্ট পুষ্প, এবং যে পুষ্প হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রণাম করা হইয়াছে, যাহা বাম হস্তে ধৃত হইয়াছে, যাহা জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া ধৌত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত পুষ্প পূজা বিষয়ে পরিত্যাগ করিবে॥ ১১॥

শাখাদি ভগ্ন করিয়া, বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ও বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে পুষ্প আহরণ করা হয়, সে সমস্ত অসুরের গ্রহণ-যোগ্য। চুরি করিয়া আনীত, অধিকারীকে না বলিয়া গৃহীত, অশুচি-সংস্পৃষ্ট, অধৌত, আঘ্রাত, অধোবস্ত্রে স্থাপিত ও ক্রীত পুষ্প পরিত্যাগ করিবে॥ ১২॥

পুষ্প অপ্রাপ্য হইলে চুরি করিয়া আনিলে দোষ হয় না; মনু বলিয়াছেন দেবতার জন্য পুষ্প-চুরি চুরি নহে॥ ১৩॥

মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া যে পুষ্প চয়ন করা হইবে, তদ্দ্বারা এবং নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে না॥ ১৪॥

হে দ্বিজ! মানবগণ স্নান (মধ্যাহ্ন-স্নান) করিয়া যে কোনও পুষ্প চয়ন করে, দেবগণ ও পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন না, ঋষিরাও তাহা গ্রহণ করেন না; উহা কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়॥ ১৫॥

যে কোন ব্রাহ্মণ যদি স্নান (মধ্যাহ্ন-স্নান) করিয়া পুষ্প চয়ন করেন, তাঁহার সেই পুষ্প দেবতাগণ গ্রহণ করেন না; উহা কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়॥ ১৬॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে, উপরোক্ত (১৫ ও ১৬ দাগের শ্লোকে) 'স্নান' অর্থে মধ্যাহ্ন-স্নান বুঝিতে হইবে—প্রাতঃস্নান নহে, কারণ প্রাতঃস্নানের পরই পুষ্পাহরণ বিহিত।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শাস্ত্রোল্লিখিত এই সমস্ত পুষ্প বিষ্ণু-পূজার প্রশস্ত, যথা:—মালতী, মাধবী, জাতী, মল্লিকা

(বেলফুল), নবমল্লিকা (নেয়ালি), পদ্ম (নীল, রক্ত ও শ্বেত) কুমুদ, কদম্ব, যূথী (যূঁই), বক, কেতকী, কুন্দ, কর্ণিকার, পলাশ, চম্পক, অশোক, বকুল, তিল (শুভ্র), বন্ধুজীব (বাঁধুলি), কুঙ্কুম, শেফালী, তগর, মধুক (মৌহুয়া), বাসক, নাগকেশর (নাগেশ্বর), কুরুবক, পাটলা (পারুল), দ্রোণ, পুরন্ধ্রি, পাবন্তী, সেবন্তী, অটরূষক, কুসুম্ভ (কুসুম ফুল), কুন্তী, গোকর্ণ, কুব্জ, নাগকর্ণ, জবা (শুভ্র), লবঙ্গ।

উত্তম বর্ণ আছে বলিয়া কতকগুলি পুষ্প দিবে, উত্তম গন্ধ আছে বলিয়া কতকগুলি দিবে, আর যে সকল পুষ্পের উল্লেখ নাই, সে সকল দেখিতে সুন্দর হইলে, তাহাও প্রদান করিবে, যথোক্তং—

কেচিদ্বর্ণগুণাদেব কেচিদ্গন্ধগুণাদথ।
অনুক্তান্যপি রম্যাণি তথা দেয়ানি কানিচিৎ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

তুলসী।

তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং ন করোতি মমার্চ্চনং।
তস্যাহং প্রতিগৃহ্লামি ন পূজাং শতবার্ষিকীং॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত গরুড়পুরাণ-বচন।

তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা
স্নানং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতং।
ভুক্তং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতং
পীতং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতং॥ ২॥

তুলসী-রহিতাং পূজাং ন গৃহ্লাতি সদা হরিঃ।
কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েত্তত্র নো চেত্তন্নামতো যজেৎ॥ ৩॥
তুলসী-দলমাদায় যোঽন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ॥ ৪॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বায়ুপুরাণ-বচন।

সুকৃতী দুষ্কৃতী বাপি তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
তস্যান্তে হি বয়ং নেশা বিষ্ণুদূতৈঃ স নীয়তে॥ ৫॥

ঐ হরিভক্তিসুধোদয়।

কৃষ্ণা বাপ্যথবাঽকৃষ্ণা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা।
সিতা বাপ্যথবা কৃষ্ণা দ্বাদশী বল্লভা হরেঃ॥ ৬॥

ঐ বিষ্ণুরহস্য।

সত্ত্বং প্রীতিকরং বাক্যং কোপং তস্যাস্তু তামসঃ।
ভাব-দ্বয়ং হরৌ জাতং যত্তদ্‌বর্ণ-দ্বয়ং হ্যভূৎ।
শ্যামাপি তুলসী বিষ্ণোঃ প্রিয়া গৌরী বিশেষতঃ॥ ৭॥

ঐ পদ্মপুরাণে বৃন্দোপাখ্যান।

পূর্ব্বমুগ্র-তপঃ কৃত্বা বরং বব্রে মনস্বিনী।
তুলসী সর্ব্বপুষ্পেভ্যঃ পত্রেভ্যো বল্লভা ততঃ॥ ৮॥

ঐ অগস্ত্যসংহিতা।

সর্ব্বাসাং পত্রজাতীনাং তুলসী কেশবপ্রিয়া॥ ৯॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

অভিন্ন-পত্রাং হরিতাং হৃদ্য-মঞ্জরি-সংযুতাং।
ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভূতাং তুলসীং চার্পয়েদ্ধরেঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুরহস্য-বচন।

তুলসী কৃষ্ণগৌরাভা তয়াভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনং।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিং ॥ ১১ ॥
ঐ পদ্মপুরাণ।

সমঞ্জরীদলৈর্যুক্তং তুলসীসম্ভবৈঃ ক্ষিতৌ।
কুর্ব্বন্তি পূজনং বিষ্ণোস্তে কৃতার্থাঃ কলৌ নরঃ ॥ ১২ ॥
নিরস্য মালতীপুষ্পং মুক্তাপুষ্পং সরোরুহং।
গৃহ্লাতি তুলসীং শুষ্কামপি পর্য্যুষিতাং হরিঃ ॥ ১৩ ॥
ঐ স্কন্দপুরাণ।

শ্রীমত্তুলস্যার্চ্চয়তে সকৃদ্ধরিং পত্রৈঃ সুগন্ধৈর্বিমলৈরখণ্ডিতৈঃ।
যস্তস্য পাপং পটসংস্থিতং প্রভুর্নিরীক্ষয়িত্বা মৃজতে স্বয়ং যমঃ ॥ ১৪ ॥
ঐ পদ্মপুরাণ।

তুলসীপত্রমাদায় যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
ন পুনর্যোনিমায়াতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ১৫ ॥
ঐ গরুড়পুরাণ।

বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং ফলং।
ন বর্জ্জ্যং তুলসী-পত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবী-জলং ॥ ১৬ ॥
ঐ নারদপুরাণ।

কৃষ্ণার্চ্চনার্থং ভিক্ষূণাং যচ্ছন্তি তুলসী-দলং।
অন্যেষামপি ভক্তানাং যান্তি তৎ পরমং পদং ॥ ১৭ ॥
ঐ গরুড়পুরাণ।

অন্নাত্মা তুলসীং চিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বায়ুপুরাণ-বচন।

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতৌ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নচ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ! দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কচিৎ ॥ ২০ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিকে।
লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্ ॥ ২১ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা।
জীবিতস্যাবিনাশায় অবচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যা-ধৃত গরুড়পুরাণ-বচন।

শ্রীভগবান্ বলেন যে ব্যক্তি নিত্য তুলসী সংগ্রহ না করিয়া আমার পূজা করে, সে শত বৎসর ধরিয়া পূজা করিলেও আমি তাহার পূজা গ্রহণ করি না ॥ ১ ॥

তুলসীবিহীন পূজা পূজাই নহে; তুলসীবিহীন স্নান স্নানই নহে; তুলসীবিহীন ভোজন ভোজনই নহে; তুলসীবিহীন পান (জলাদি পান) পানই নহে ॥ ২ ॥

তুলসীবিহীন পূজা শ্রীহরি কোন কালে গ্রহণ করেন না; অতএব তুলসীর অভাব হইলে তদীয় কাষ্ঠ তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ

করাইবে; তাহারও অভাব হইলে তুলসী নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণপূজা করিবে ॥ ৩॥

তুলসী গ্রহণ পূর্ব্বক যে (বিষ্ণুপূজা না করিয়া) অন্য দেবতার পূজা করে, সে ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামীর তুল্য পাপী হয় ॥ ৪ ॥

যমদূতেরা বলেন, যিনি তুলসী দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তিনি ধার্ম্মিকই হউন আর অধার্ম্মিকই হউন, তাঁহার মৃত্যু হইলে আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি না। বিষ্ণু-দূতেরা তাঁহাকে লইয়া যান ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণবর্ণই হউন বা হরিদ্বর্ণই হউন, তুলসী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়; কৃষ্ণপক্ষেরই হউন বা শুক্লপক্ষেরই হউন, দ্বাদশী শ্রীহরির প্রিয় ॥ ৬ ॥

বৃন্দাদেবীর প্রিয় বাক্যই সত্ত্ব ও তাঁহার কোপই তমঃ। এই দুই গুণের সংস্পর্শে শ্রীহরিতে দুইটী ভাব উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য তুলসীর দুই প্রকার বর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণা তুলসী বিষ্ণুর প্রিয়া হইলেও, হরিদ্বর্ণা তুলসী বিশেষরূপে প্রিয়া ॥ ৭ ॥

পুরাকালে বুদ্ধিমতী শ্রীতুলসীদেবী ঘোর তপস্যা করিয়া বর প্রার্থনা করেন, তাহাতেই তিনি সমস্ত প্রকার পুষ্প ও পত্র অপেক্ষা শ্রীহরির সমধিক প্রিয় হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

সর্ব্বজাতীয় পত্রের মধ্যে তুলসী শ্রীহরির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ॥ ৯ ॥

অখণ্ড, হরিদ্বর্ণ ও সুন্দর-মঞ্জরী-যুক্ত তুলসীপত্র শ্রীহরিকে প্রদান করিবে। তুলসী ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে সমুৎপন্না ॥ ১০ ॥

যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ তুলসী দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনি অনন্তকালের নিমিত্ত বিষ্ণুধামে গমন করেন॥১১॥

ইহ জগতে যাঁহারা মঞ্জরী-সংযুক্ত তুলসীপত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, কলিযুগে তাঁহারাই ধন্য ॥ ১২ ॥

মালতীপুষ্প, মুক্তাপুষ্প ও পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরি পর্য্যুষিত (বাসি) ও শুষ্ক তুলসী-পত্র গ্রহণ করেন ॥ ১৩ ॥

যিনি সুগন্ধি, পরিষ্কৃত ও অখণ্ডিত তুলসীপত্র দ্বারা একবার মাত্র শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গুপ্তই হউক আর প্রকাশ্যই হউক তাঁহার পটস্থিত যাবতীয় পাপ পাপীদিগের নিয়ন্তা যম স্বয়ং তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীভগবান্ বলেন, তুলসীপত্র লইয়া যে আমার পূজা করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; সে পরিত্রাণ লাভ করে ॥ ১৫ ॥

পর্য্যুষিত পুষ্প ও পর্য্যুষিত ফল পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না ॥ ১৬ ॥

যাঁহারা সংসারত্যাগী ও অন্যান্য ভক্তগণকে কৃষ্ণপূজার নিমিত্ত তুলসীপত্র প্রদান করেন, তাঁহারা সেই পরম-ধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥

যিনি স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করতঃ পূজা করেন, তিনি নিশ্চয় অপরাধী হন ও তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয়॥ ১৮॥

(তুলসী চয়ন করিবার মন্ত্র ও বিধি ১১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

স্মৃতিশাস্ত্রে সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবারে তুলসী-চয়ন নিষিদ্ধ হইলেও, বিষ্ণুভক্তগণ কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই তুলসী চয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না॥ ১৯॥

হে দ্বিজগণ! বৈষ্ণবগণ দ্বাদশীতে কদাচ তুলসী চয়ন করিবে না॥ ২০॥

যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে তুলসীপত্র ও কার্ত্তিক মাসে আমলকী-পত্র ছেদন করে, সে ঘোর নিন্দনীয় নরকে পতিত হয়॥ ২১॥

ধার্ম্মিক ব্যক্তি রবিবারে দূর্ব্বা ও দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করিবেন না, করিলে আয়ুঃক্ষয় হইবে॥ ২২॥

ধূপ।

সগুগ্‌গুল্বগুরূশীর-সিতাজ্য-মধু-চন্দনৈঃ।
সারাঙ্গার-বিনিক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েদ্ধূপমুত্তমং॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত মূলাগম-বচন।

বিনা মৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

মহিষাখ্যং গুগ্‌গুলুঞ্চ আজ্যযুক্তং সশর্করং।
ধূপং দদাতি রাজেন্দ্র! নরসিংহস্য ভক্তিমান্‌।
স ধূপিতঃ সর্ব্বদিক্ষু সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
অপ্সরোগণযুক্তেন বিমানেন বিরাজতা।
বায়ুলোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৩॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত নৃসিংহপুরাণ-বচন।

সাজ্যেন বৈ গুগ্‌গুলুনা সুধূপেন জনার্দ্দনং।
ধূপয়িত্বা নরো যাতি পদং তস্য সদা শিবং॥ ৪॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

ধূপয়েচ্চ তথা সম্যক্‌ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং।
ধূপশেষং ততো ভক্ত্যা স্বয়ং সেবেত বৈষ্ণবঃ॥ ৫॥

ঐ প্রহ্লাদসংহিতা।

উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের অঙ্গারে গুগ্‌গুলু, অগুরু, উশীর (বেণার মূল, খশ্‌খশে), শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন নিক্ষেপ করিয়া উত্তম ধূপ রচনা করিবে॥ ১॥

ধূপ সম্বন্ধে মৃগমদ ব্যতীত অন্য প্রাণিজাত বস্তু পরিত্যাগ করিবে॥ ২॥

হে রাজেন্দ্র! যে ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি মহিষা গুগ্‌গুলু, ঘৃত ও শর্করাযুক্ত ধূপ শ্রীনৃসিংহদেবকে নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দিক সুবাসিত করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অপ্সরাগণের সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুলোকে গমন করতঃ তথা হইতে বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানের সহিত অবস্থিতি করেন॥ ৩॥

ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া উত্তম ধূপ দ্বারা জনার্দ্দনকে ধূপিত করিলে, মনুষ্য নিত্য মঙ্গলময় স্থান প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রীভগবন্মন্দির সর্ব্বপ্রকারে ধূপিত করিবেন, তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক স্বয়ং ধূপাবশেষ সেবন করিবেন ॥ ৫ ॥

নৈবেদ্য-পাত্র।

নৈবেদ্য-পাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাস্যং মৃণ্ময়মেব চ।
পালাশং পাদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোনং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলং।
ষড়ঙ্গুলবিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ২ ॥

ঐ দেবীপুরাণ।

পাত্রাণাস্তু প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

মহাত্মা কেশবের নৈবেদ্য-পাত্রের বিষয় বলিতেছি :—স্বর্ণ-পাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র ও মৃত্তিকাপাত্র এই সমস্ত পাত্র এবং পলাশ-পত্র ও পদ্ম-পত্র শ্রীবিষ্ণুর অতিশয় প্রিয় ॥ ১ ॥

ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র উত্তম, চব্বিশ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র মধ্যম ও দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গুলের ন্যূন পাত্র কখনও করাইবে না ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পাত্র সকল দান করেন, তাঁহাকে আর নরকে যাইতে হয় না ॥ ৩ ॥

নৈবেদ্য।

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদনন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১ ॥
নৈবেদ্যঞ্চাধিকগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষ-তুষ্টিদং ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন।

নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষণাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্‌বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সং।
কেবলং ঘৃতসংযুক্তং ॥ ৩ ॥

ঐ বৌধায়নস্মৃতি।

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যব-গোধূম-শালয়ঃ।
তিল-মুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥ ৪ ॥

ঐ বামনপুরাণ।

গুড়-পায়স-সর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপ-মোদকান্।
সংযাব-দধি-সূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥ ৫ ॥

ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করং।
নৈবেদ্যং দেবদেবায় যাবকং পায়সং তথা।
নৈবেদ্যানামভাবে তু ফলানি বিনিবেদয়েৎ।
ফলানামপ্যভাবে তু তৃণগুল্মৌষধীরপি।
ওষধীনামলাভে তু তোয়ঞ্চ বিনিবেদয়েৎ।
তদলাভে তু সর্ব্বত্র মানসং প্রবরং স্মৃতং॥ ৬॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষপ্যজামহিষীক্ষীরঃ পঞ্চনখা মৎস্যাশ্চ॥ ৭॥

ঐ হারীতস্মৃতি।

মাহিষং বর্জ্জয়েন্নহ্যং ক্ষীরং দধি ঘৃতং যদি॥ ৮॥

ঐ বরাহপুরাণ।

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যৎ।
মূষিকা-লাঙ্গুলোপেতমবধূতমবক্ষুতং।
উড়ুম্বরং কপিত্থঞ্চ তথা দন্তশঠঞ্চ যৎ।
এবমাদীনি দেবায় ন দেয়ঞ্চ কদাচন॥ ৯॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

বৃন্তাকং জালিকাশাকং কুসুম্ভাশ্মন্তকং তথা।
পলাণ্ডুং লশুনং শুক্লং নির্য্যাসঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ।
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুকুণ্ডঞ্চ তথৈব চ।
উড়ুম্বরমলাবুঞ্চ জগ্ধ্বা পততি বৈ দ্বিজঃ॥ ১০॥

ঐ কূর্ম্মপুরাণ।

বার্ত্তাকুং বৃহতীঞ্চৈব দগ্ধমন্নং মসূরকং।
যস্যোদরে প্রবর্ত্তেত তস্য দূরতরো হরিঃ ॥ ১১ ॥
অলাবুং ভক্ষয়েদ্‌যস্তু দগ্ধমন্নং কলম্বিকাং।
স নির্লজ্জঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং ॥ ১২ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শাস্ত্রবাক্য।

যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাক-মূলকে।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ যামল।

নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ।
কল্পান্তং তৎপিতৃণাস্তু তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী ॥ ১৪ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

সংসারে যাহা যাহা প্রিয় বস্তু তাহা আমাকে নিবেদন করিবে; আর যে বস্তু নিজের অত্যন্ত প্রিয়, তাহা অবিহিত হইলেও আমাকে নিবেদন করিবে। ইহা অনন্ত ফল প্রদান করে ॥ ১ ॥

পুরুষের আহার-পরিমিত অর্থাৎ একজন লোকের আহার পরিমাণ অপেক্ষা যেন কম না হয়, এইরূপ অধিক গুণ বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রদান করিবে ॥ ২ ॥

নানাবিধ অন্ন-পান ও উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা বিষ্ণুকে নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তদভাবে কেবল পরমান্ন ঘৃত-সংযুক্ত করিয়া দিবে, যেহেতু ঘৃত-বিহীন অন্ন অসুরান্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (অঘৃতঞ্চাসুরং বিদুঃ) ॥ ৩ ॥

যব, গোধূম, ধান্য, তিল, মুগ, কলাই ও চণকাদি গব্যঘৃত সংযুক্ত হইলে শ্রীহরির বিশেষ প্রীতিকর হয়॥ ৪॥

গুড় (গুড়, চিনি প্রভৃতি ইক্ষুবিকার), পায়স, ঘৃত, শষ্কুলী (তিল, চাউল ও মাষকলাই মিশ্রিত যাউ বিশেষ), পিষ্টক, সংযাব (ঘৃত, ক্ষীর প্রভৃতি দ্বারা পক্ক গোধূম চূর্ণ), দধি ও ব্যঞ্জন, এই সকল দ্রব্যের নৈবেদ্য বিভবানুসারে প্রদান করিবে॥ ৫॥

উৎকৃষ্ট গাঢ় দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে গব্য ঘৃত ও শালি ধান্যের অন্নের নৈবেদ্য, তথা যবের পায়স দেবদেব বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে। নৈবেদ্যের অভাব হইলে ফল নিবেদন করিবে, ফলের অভাব হইলে তৃণ, গুল্ম ও ওষধি এবং ওষধি প্রভৃতির অভাব হইলে কেবল জল নিবেদন করিবে। জলেরও অভাব হইলে, মানসে দ্রব্যাদি সমর্পণ করিবে॥ ৬॥

অভক্ষ্য দ্রব্য নৈবেদ্যে দিবে না; আর ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যেও ছাগী-দুগ্ধ, মহিষী-দুগ্ধ, পঞ্চনখযুক্ত জন্তু ও মৎস্য প্রদান করিবে না॥ ৭॥

শ্রীভগবান্ বলেন, যদি কেহ আমাকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত দেয়, তাহা হইলে সে যেন মহিষ সম্বন্ধীয় ঐ সকল বস্তু বর্জ্জন করে॥ ৮॥

অভক্ষ্য ও বিস্বাদ নৈবেদ্য নিবেদন করিবে না। আর যাহা নিষিদ্ধ, এবং কেশ ও কীটযুক্ত, যাহা মূষিকা ও লাঙ্গুল

(জন্তু বিশেষ) কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, যাহা অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যক্ত এবং যাহার উপরে হাঁচা হইয়াছে, এরূপ বস্তু সকল নিবেদন করিবে না। উড়ুম্বর (যজ্ঞ ডুমুর), কপিত্থ (কৎবেল) ও দন্তশঠ (কামরাঙ্গা, জম্বীর ও নারাঙ্গা লেবু) দেবতাকে নিবেদন করিবে না ॥ ৯ ॥

বার্ত্তাকু, জালিকা-শাক, কুসুম্ভ-শাক, অশ্মন্তক-শাক, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), লশুন (রশুন), শুক্ত (কাঞ্জি) ও নির্যাস বর্জ্জন করিবে ; গৃঞ্জন (গাজর), কিংশুক, কুকুণ্ড (ফল বিশেষ), উড়ুম্বর ও অলাবু (গোল লাউ) এই সমস্ত ব্রাহ্মণে ভোজন করিবেন না। এই সকল দ্রব্য অভক্ষ্য, সুতরাং ইহা নিবেদনও করিবে না ॥ ১০ ॥

বার্ত্তাকু, বৃহতী, দগ্ধ অন্ন ও মসূর যাহার উদরস্থ হয়, শ্রীহরি তাহার অনেক দূরে থাকেন। এ সমস্ত অভক্ষ্য, সুতরাং নিবেদনও করিতে নাই ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি অলাবু, দগ্ধ অন্ন ও কলম্বীশাক ভক্ষণ করে, সেই নির্লজ্জ কি করিয়া বলিবে যে আমি জনার্দ্দনের পূজা করিয়া থাকি। অভক্ষ্য বলিয়া এই সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করাও নিষিদ্ধ ॥ ১২ ॥

যে স্থানে মদ্য, মাংস, বার্ত্তাকু ও মূলক নিবেদিত হয়, সে স্থানে শ্রীহরির ঐকান্তিকী প্রীতি নাই ॥ ১৩ ॥

(মতান্তরে উড়ুম্বর অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর, কলম্বীশাক ও মূলক নিবেদনের বিধি আছে।)

মনোরম নৈবেদ্য সমূহ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নিবেদন করিলে, কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষগণের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

গন্ধ-দ্রব্য।

কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু।
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমং।
কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃসমং।
সর্ব্বং গন্ধমিতি প্রোক্তং সমস্ত-সুর-বল্লভং ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত গরুড়পুরাণ-বচন।

কর্পূরাগুরু-মিশ্রেণ চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
মৃগদর্পং বিশেষেণ অভীষ্টং চক্রপাণিনঃ ॥ ২ ॥

ঐ বশিষ্ঠসংহিতা।

গন্ধেভ্যশ্চন্দনং পুণ্যং চন্দনাদগুরুর্ব্বরঃ।
কৃষ্ণাগুরুস্ততঃ শ্রেষ্ঠঃ কুঙ্কুমন্তু ততোঽধিকং ॥ ৩ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

যথা বিষ্ণোঃ সদাভীষ্টং নৈবেদ্যং শালি-সম্ভবং।
শুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসী-চন্দনং ॥ ৪ ॥

ঐ নারদপুরাণ।

সংঘৃষ্য তুলসীকাষ্ঠং যো দদ্যাদ্রামমূর্দ্ধনি।
কর্পূরাগুরু-কস্তুরী-কুঙ্কুমং ন চ তৎসমং ॥ ৫ ॥

ঐ অগস্ত্যসংহিতা।

ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো বিদ্যতে ভুবি।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় তুলসীকাষ্ঠ-চন্দনং ॥ ৬ ॥
তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতং চন্দনং যস্তু সেবতে।
মৃত্যুকালে বিশেষেণ কৃতপাপোঽপি মুচ্যতে ॥ ৭ ॥
যো দদাতি পিতৃণান্তু তুলসীকাষ্ঠ-চন্দনং।
তেষাং স কুরুতে তৃপ্তিং শ্রাদ্ধে বৈ শতবার্ষিকীং ॥ ৮ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত প্রহ্লাদসংহিতা-বচন।

চন্দনাগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুমোশীর-পদ্মকৈঃ।
অনুলিপ্তো হরির্ভক্ত্যা বরান্ ভোগান্ প্রযচ্ছতি।
কালেয়কং তুরুস্কঞ্চ রক্তচন্দনমুত্তমং।
নৃণাং ভবন্তি দত্তানি পুণ্যানি পুরুষোত্তমে ॥ ৯ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও অগ্নিপুরাণ।

দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদস্বাস্থ্যং রক্তচন্দনং।
উশীরং চিত্তবিভ্রংশমন্যে কুর্য্যুরুপদ্রবং ॥ ১০ ॥

ঐ গরুড়পুরাণ।

পদ্মকাদি ন দাতব্যমৈহিকং হীচ্ছতা সুখং।
মুখ্যালাভে তু তৎ সর্ব্বং দাতব্যং ভগবৎপরৈঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

কস্তুরীর দুইভাগ, চন্দনের চারিভাগ, কুঙ্কুমের তিনভাগ এবং কর্পূরের একভাগ—এই ভাগক্রমে কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম একত্র মিশ্রিত হইলে উহাকে গন্ধ বলে। ঐ গন্ধ যাবতীয় দেবগণের প্রিয় ॥ ১ ॥

কর্পূর ও অগুরু মিশ্রিত চন্দন দ্বারা বিষ্ণুর অনুলেপন করিবে। মৃগমদ চক্রপাণির বিশেষ প্রিয়॥ ২॥

যাবতীয় গন্ধের মধ্যে চন্দন পবিত্র, চন্দন হইতে অগুরু শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণাগুরু তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, কুঙ্কুম আবার তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ॥ ৩॥

পুরাণে শুকদেব বলিয়াছেন, শালি তণ্ডুলের নৈবেদ্য যেমন বিষ্ণুর সর্ব্বদা প্রিয়, তুলসী-চন্দনও তদ্রূপ প্রিয়॥ ৪॥

তুলসীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া যদি রামের মস্তকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমও তাহার সমান হয় না॥ ৫॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন নিবেদন করেন, পৃথিবীতে তাঁহার সমান বৈষ্ণব নাই॥ ৬॥

যিনি তুলসীকাষ্ঠজাত চন্দন সেবন করেন, বিশেষতঃ মৃত্যুকালে অঙ্গে লেপন করেন, তিনি পাপী হইলেও মুক্ত হইবেন॥ ৭॥

শ্রাদ্ধ-সময়ে যে ব্যক্তি পিতৃলোকদিগকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন দান করেন, তাঁহার পিতৃগণ শতবর্ষকাল তৃপ্ত থাকেন॥৮॥

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, বেণামূল ও পদ্ম দ্বারা ভক্তি সহকারে অনুলেপন প্রদান করিলে, হরি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ দান করেন। কৃষ্ণাগুরু, শিহ্লক ও উৎকৃষ্ট রক্তচন্দন পুরুষোত্তমকে প্রদান করিলে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে॥ ৯॥

পদ্মের অনুলেপন দরিদ্রতা আনয়ন করে, রক্তচন্দন স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে, বেণামূল চিত্তবিভ্রম জন্মায় এবং দেবদারু প্রভৃতি উগ্রগন্ধি দ্রব্য সকল উপদ্রব উপস্থিত করে॥ ১০ ॥

পূর্ব্বে পদ্মাদির অনুলেপন বিহিত হইয়াছে, এক্ষণে আবার নিষিদ্ধ হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা ঐহিক সুখ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পদ্মাদির অনুলেপন প্রদান করিবেন না; কিন্তু মুখ্য দ্রব্যের অভাব হইলে ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যই প্রদান করিবেন॥ ১১ ॥

ব্যজন।

অনুলিপ্য জগন্নাথং তালবৃন্তেন বীজয়েৎ।
বায়ুলোকমবাপ্নোতি পুরুষস্তেন কর্ম্মণা॥ ১ ॥
চামরৈর্ব্বীজয়েদ্‌যস্তু দেবদেবং জনার্দ্দনং।
তিলপ্রস্থ-প্রদানস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ং॥ ২ ॥
বায়ুলোকান্মহীপাল! ন চ্যুতির্বিদ্যতে পুনঃ।
চলচ্চামর-বাতেন কৃষ্ণং সন্তোষয়েন্নরঃ॥ ৩ ॥
তস্যোত্তমাঙ্গং দেবেশঃ স্তবতে স্বমুখেন বৈ।
উষ্ণকালে ত্বিদং জ্ঞেয়ং যৎ সন্তঃ পৌষ-মাঘয়োঃ।
শীতলত্বান্মলয়জমপি নৈবার্পয়ন্তি হি॥ ৪ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

ন শীতে শীতলং দেয়ং॥ ৫ ॥

ঐ শাস্ত্রোক্তি।

জগন্নাথকে অনুলেপন করিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিবে ; এই কর্ম্ম করিলে মনুষ্য বায়ুলোকে স্থান পাইবে ॥১॥

যে ব্যক্তি চামর দ্বারা দেবদেব জনার্দ্দনকে বীজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই এক প্রস্থ তিল দানের ফল পাইবেন ॥ ২ ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি চলচ্চামরের অর্থাৎ টানা পাখার বায়ু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি সাধন করেন, তাঁহাকে আর বায়ুলোক হইতে চ্যুত হইতে হয় না ॥ ৩ ॥

দেবেশ্বর নিজমুখে বীজনকারীর হস্তের প্রশংসা করেন। গরম কালেই এই বীজন করিতে হয় জানিবেন, যেহেতু সাধুগণ শীতল বলিয়া পৌষ মাঘ মাসে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চন্দন লেপনও করেন না॥ ৪ ॥

শীতকালে শীতল দ্রব্য নিবেদন করিবে না ॥ ৫ ॥

বস্ত্রদান-মাহাত্ম্য।

কৌশেয়ানি চ বস্ত্রানি সুমৃদূনি লঘূনি চ।
যঃ প্রযচ্ছতি দেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
রাঙ্কবা মৃগলোম্যাশ্চ কদল্যাশ্চ তথা শুভাঃ।
যো দদ্যাদ্দেবদেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
কার্পাসিকং বস্ত্রযুগং যঃ প্রদদ্যাজ্জনার্দ্দনে।
যাবন্তি তস্য তন্তূনি হস্তমাত্রমিতানি তু।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

নানা-দেশ-সমুদ্ভূতৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ সুকোমলৈঃ।
ধূপয়িত্বা সুভক্ত্যা চ প্রধাপয়তি মাধবং।
মন্বন্তরাণি বসতে তন্তুসংখ্যং হরের্গৃহে ॥ ২ ॥
নীলীরক্তং তথা জীর্ণং বস্ত্রমন্যধৃতং তথা।
দেবদেবায় যো দদ্যাৎ স তু পাপৈর্হি যুজ্যতে ॥ ৩ ॥
আবিকে পট্টবস্ত্রে চ নীলীরাগো ন দুষ্যতি ॥ ৪ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত দ্বারকামাহাত্ম্য-বচন।

যিনি সুকোমল ও লঘু কৌষেয় (রেশমী) বস্ত্র বিষ্ণুকে প্রদান করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি পশুলোম-নির্ম্মিত, মৃগরোম-জাত ও কদলী-(মৃগী বিশেষ) লোমজাত মনোহর বস্ত্র সকল দেবদেবকে দান করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। যিনি জনার্দ্দনকে কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্র দান করেন, তিনি সেই বস্ত্রের সূত্র-সংখ্যা যত হস্ত, তত বৎসর বিষ্ণুলোকে সম্মানের সহিত বাস করেন ॥১॥

যিনি নানা দেশ জাত সুকোমল ও সুন্দর বস্ত্র সকল ধূপ দ্বারা ধূপিত করিয়া ভক্তি সহকারে মাধবকে পরিধান করান, তিনি সূত্র-সংখ্যা যত, তত মন্বন্তর-কাল হরিধামে বাস করেন ॥ ২ ॥

যিনি নীলবর্ণ, জীর্ণ ও অন্য ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্র দেবদেবকে দান করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত হন ॥ ৩ ॥

মেষলোমজাত বস্ত্র ও পট্টবস্ত্র অর্থাৎ রেশমী কাপড় নীল বর্ণের হইলেও দোষ হয় না ॥ ৪ ॥

অলঙ্কারদান-মাহাত্ম্য।

গুঞ্জামাত্রং সুবর্ণস্য যো দদ্যাদ্‌বিষ্ণুমূর্দ্ধনি।
ইন্দ্রস্য ভবনে তিষ্ঠেদ্‌ যাবদাহূত-সংপ্লবং।
তস্মাদাভরণং দেবি! দাতব্যং বিষ্ণবে সদা॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

মণিমৌক্তিক-সংযুক্তং দত্ত্বাভরণমুত্তমং।
স্বশক্ত্যা ভূষণং দত্ত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ২॥
রম্যাণি রত্নচিত্রাণি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ।
দত্ত্বাভরণজাতানি রাজসূয়-ফলং লভেৎ॥ ৩॥
কৃত্রিমঞ্চ প্রদাতব্যং তথৈবাভরণং দ্বিজাঃ।
প্রতিরূপকৃতং দত্ত্বা ক্ষিপ্রং পুষ্ট্যা প্রযুজ্যতে॥ ৪॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

যিনি একটীমাত্র গুঞ্জা (কুঁচ) পরিমিত অর্থাৎ এক রতি সুবর্ণও বিষ্ণুর মস্তকে দান করেন, তিনি মহাপ্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোকে বাস করিবেন। অতএব হে দেবি! বিষ্ণুকে সর্ব্বদা অলঙ্কার দান করিবে॥ ১॥

মণিমুক্তা-সংযুক্ত উত্তম ভূষণ অথবা নিজ শক্তি অনুসারে অন্য প্রকার ভূষণ দান করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ২॥

রত্নখচিত মনোহর সুবর্ণালঙ্কার সমূহ দান করিলে, রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ৩॥

হে দ্বিজগণ! কৃত্রিম আভরণ অর্থাৎ স্বর্ণরসে রঞ্জিত করা (গিল্টী করা) অলঙ্কারও প্রদান করা যাইতে পারে। তাম্রাদি-নির্ম্মিত অলঙ্কার সমূহ ঐরূপে স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্ট করিয়া দান করিলে শীঘ্র পুষ্টিলাভ করিতে পারা যায় ॥ ৪ ॥

দীপদান-মাহাত্ম্য।

যো দদাতি মহীপাল! কৃষ্ণস্যাগ্রে তু দীপকং।
পাতকন্তু সমুৎসৃজ্য জ্যোতীরূপং লভেৎ পদং ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত মহাভারত-বচন

ঘৃতেন বাথ তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
বিহায় পাপং সকলং সহস্রাদিত্যসপ্রভঃ।
জ্যোতিষ্মতা বিমানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২ ॥

ঐ নৃসিংহপুরাণ।

নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

একাদশ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যাং প্রতিপক্ষন্তু যো নরঃ।
দীপং দদাতি কৃষ্ণায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যং মনোজ্ঞমতিসুন্দরং।
দীপমালাকুলং দিব্যং বিমানমধিরোহতি ॥ ৪ ॥

যাবদক্ষিনিমেষাণি দীপো দেবালয়ে জ্বলেৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে॥ ৫॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব চ।
উপভুক্তং ন বা দদ্যাৎ বর্ত্তিকার্থং কদাচন॥
স্বয়মন্তেন বা দত্তং দীপং ন শ্রীহরের্হরেৎ।
নির্ব্বাপয়েন্ন হিংস্যাচ্চ শুভমিচ্ছন্ কদাচন॥ ৬॥

ঐ শাস্ত্রোক্তি।

দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাশ্চৈব ভৈরব!।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন॥ ৭॥

ঐ কালিকাপুরাণ।

তন্নাস্তি পাতকং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু নারদ!।
যন্ন শোধয়তে দীপঃ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ॥ ৮॥
নিমিষার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেণ দীপদানেন কার্ত্তিকে।
ন তৎ ক্রতুশতৈঃ প্রাপ্যং ফলং তীর্থশতৈরপি॥ ৯॥
দীপদানেন বিপ্রেন্দ্র! ন পুনর্জায়তে ভুবি॥ ১০॥
বৈষ্ণবো ন স মন্তব্যঃ সংপ্রাপ্তে কার্ত্তিকে মুনে!।
যো ন যচ্ছতি মূঢ়াত্মা দীপং কেশব-সদ্মনি॥ ১১॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

হে রাজন্! যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দীপদান করে, তিনি পাপমুক্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন॥ ১॥

যে মানব ঘৃত বা তৈল দীপ প্রজ্বালিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি বিষ্ণুকে অর্পণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর।

তিনি সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হন এবং জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করতঃ সম্মান সহকারে তথায় অবস্থিতি করেন ॥ ২ ॥

নীল ও রক্তবর্ণ প্রদীপ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি প্রতি পক্ষের একাদশী ও দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণকে দীপদান করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। তিনি সুবর্ণ-মণি-মুক্তা-খচিত দীপমালায় সুশোভিত অতি সুন্দর স্বর্গীয় রথে আরোহণ করেন ॥ ৪ ॥

দীপ দেবালয়ে চক্ষুর যত নিমেষকাল প্রজ্বলিত থাকে, দীপ-দাতা তত সহস্র বৎসর বৈকুণ্ঠধামে সম্মানের সহিত বাস করেন ॥ ৫ ॥

রক্তবর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত কার্পাস-বস্ত্রের বর্ত্তি দ্বারা কখনও দীপদান করিবে না ; (তূলার বর্ত্তিই প্রশস্ত)। যিনি স্বীয় মঙ্গল বাঞ্ছা করেন, তিনি কখনও নিজ বা অন্য কর্ত্তৃক বিষ্ণুর নিকট প্রদত্ত দীপ স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন না, নির্ব্বাণ করিবেন না এবং তৈলাদি-বিহীন করিবেন না ॥ ৬ ॥

হে ভৈরব ! তৈজস অর্থাৎ পিত্তলাদি ধাতু দ্বারা দীপ-বৃক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই দীপদান করিবে, মৃত্তিকায় দীপ রাখিয়া কখনও দীপদান করিবে না ॥ ৭ ॥

হে নারদ ! ত্রিলোকে এমন কোন পাপ নাই যাহা কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর সম্মুখে দীপদান দ্বারা বিনষ্ট না হয় ॥ ৮ ॥

অর্দ্ধ নিমেষেরও অর্দ্ধেক সময় মাত্র বিষ্ণু-মন্দিরে দীপদান করিলে যে ফল হয়, শত শত যজ্ঞে বা শত শত তীর্থে সে ফল লাভ হয় না॥ ৯॥

হে দ্বিজ! কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণু-মন্দিরে দীপদান করিলে পৃথিবীতে আর জন্ম হয় না॥ ১০॥

হে মুনে! যে মূঢ় কার্ত্তিকমাসে হরি-মন্দিরে দীপদান না করে, তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মানিবে না॥ ১১॥

আকাশ-প্রদীপ।

উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ।
সর্ব্বং লোকং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ১॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

দীপদান-মন্ত্রঃ।

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥ ২॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

যিনি কার্ত্তিকমাসে আকাশে উচ্চ প্রদীপ প্রদান করেন, তিনি আপনার সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন॥ ১॥

আকাশ-প্রদীপ দিবার মন্ত্রঃ—হে দামোদর! কার্ত্তিক-মাসে আকাশে লক্ষ্মীর সহিত তোমাকে প্রদীপ দিতেছি; তুমি অনন্ত, তুমি বিধাতা, তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

স্তব-মাহাত্ম্য।

স্তবয়মেয়-মাহাত্ম্যং ভক্তিগ্রথিত-রম্যবাক্।
ভবেদ্ ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভং প্রভু-কারুণ্য-ভাজনং ॥ ১ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়-বচন।

শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।
নমস্যা মুনি-সিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাং ॥ ২ ॥
ঐ স্কন্দপুরাণ।

যে ব্যক্তি ভক্তি-বিরচিত মনোহর স্তব দ্বারা শ্রীভগবানের অপরিমেয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রভুর যে অনুগ্রহ পাইতে পারেন না, তিনি সেই অনুগ্রহের পাত্র হন ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্তবরত্নসমূহ দ্বারা যাঁহাদিগের জিহ্বা অলঙ্কৃত, তাঁহারা সিদ্ধ ও মুনিগণের নমস্য এবং দেবতাদিগের বন্দনীয় ॥ ২ ॥

প্রণাম।

সকৃদ্বা ন নমেদ্ যস্তু বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে।
শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বৃহন্নারদীয়পুরাণ-বচন।

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ ॥ ২ ॥

ঐ নৃসিংহপুরাণ।

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বনে।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৩ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

বিষ্ণোর্দণ্ডপ্রণামার্থং ভক্তেন পততা ভুবি।
পাতিতং পাতকং কৃৎস্নং নোত্তিষ্ঠতি পুনঃ সহ ॥ ৪ ॥

ঐ হরিভক্তিসুধোদয়।

কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহ-সমন্বিতঃ।
ন যাতি নরকং নত্বা সর্ব্বপাপহরং হরিং ॥ ৫ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥ ৭ ॥

ঐ আগম।

সন্ধিং বীক্ষ্য হরিং চাগ্রং গুরূন্ স্বগুরুমেব চ।
দ্বিচতুর্বিংশদথবা চতুর্বিংশত্তদর্দ্ধকং।
নমেত্তদর্দ্ধমথবা তদর্দ্ধং সর্ব্বথা নমেৎ॥ ৮॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন।

স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে গৌরী-শঙ্করৌ।
গুরোরগ্রে প্রণমেত অন্যথা নিষ্ফলো ভবেৎ॥ ৯॥
জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ॥ ১০॥

ঐ বিষ্ণুস্মৃতি।

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাং।
শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্ত জন্মানি ভামিনি!॥ ১১॥

ঐ বরাহপুরাণ।

অগ্রে পৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গর্ভ-মন্দিরে।
জপ-হোম-নমস্কারান্ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে॥ ১২॥
সকৃদ্ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ-প্রণিপাতনং॥ ১৩॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

যে ব্যক্তি মঙ্গলকারী শ্রীবিষ্ণুকে একবারমাত্রও প্রণাম করে না, তাহাকে শবতুল্য জানিবে, এবং তাহার সহিত কখনও আলাপ করিবে না॥ ১॥

নমস্কার যজ্ঞস্বরূপ ও সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; একবার মাত্র নমস্কার দ্বারা মানব পবিত্র হইয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইতে পারেন॥ ২॥

শার্ঙ্গধন্বা হরিকে শঠতা পূর্ব্বক নমস্কার করিলেও শত জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

বিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য ভক্ত ব্যক্তি যখন ভূতলে পতিত হন, তখন তাঁহার দেহস্থ সমুদায় পাপও সেই সঙ্গে পতিত অর্থাৎ বিনষ্ট হয়; উত্থানকালে তিনি আর পাপের সহিত উত্থিত হন না অর্থাৎ তাঁহার দেহে আর পাপ থাকে না॥ ৪॥

অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব যদি বহু পাপ করিয়াও সর্ব্বপাপহারী শ্রীহরিকে নমস্কার করে, তবে আর তাহাকে নরকে যাইতে হয় না॥ ৫॥

বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই অষ্ট অবয়ব দ্বারা প্রণাম করাকে অষ্টাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে॥ ৬॥

(চক্ষুর ঈষৎ নিমীলন পূর্ব্বক প্রণাম করার নাম দৃষ্টি দ্বারা প্রণাম, দুই বাহু দ্বারা প্রভুর দুই চরণ ধারণপূর্ব্বক 'শ্রীচরণে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেছি' এইরূপ চিন্তা দ্বারা প্রণাম করার নাম মন বা বুদ্ধি দ্বারা প্রণাম, এবং "হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন" ইত্যাদি বাক্যে স্তুতি পূর্ব্বক প্রণাম করার নাম বাক্য দ্বারা প্রণাম।)

জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি এই পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা প্রণাম করাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। পূজায় অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই প্রশস্ত॥ ৭॥

শয়ন-ভোজনাদি ব্যতিরিক্ত-কালে প্রথমে হরিকে, তৎপরে পিতা, মাতা, বিদ্যাদাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও পতি এই পাঁচজন গুরুকে এবং নিজ গুরুদেবকে ৪৮ বার বা ২৪ বার বা ১২ বার বা ৬ বার বা অন্ততঃ ৩ বার প্রণাম করিবে; ৩ বারের কমে প্রণাম করা কর্ত্তব্য নয়॥ ৮॥

বিষ্ণুকে বামে রাখিয়া, শিব ও দুর্গাকে দক্ষিণে রাখিয়া এবং গুরুদেবের সম্মুখে প্রণাম করিবে॥ ৯॥

একহস্তে শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিলে মানবের জন্মাবধি আচরিত যত কিছু ধর্ম্মকার্য্য সকলই নিষ্ফল হয়॥ ১০॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ভামিনি! যদি কেহ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া আমাকে প্রণাম করে, তবে সে সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত শ্বেত-কুষ্ঠরোগবিশিষ্ট ও মূর্খ হয়॥ ১১॥

ভগবদালয়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে, বামভাগে ও নিকটে এবং শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে জপ, হোম ও নমস্কার করিবে না॥ ১২॥

শক্তি থাকিলে একবার মাত্র ভূমিতে পতিত হইয়া বারম্বার প্রণাম করিবে না, প্রত্যেকবার উঠিয়া উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে॥ ১৩॥

প্রদক্ষিণ।

প্রদক্ষিণাং যে কুর্ব্বন্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিং ॥ ১ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বরাহপুরাণ-বচন।

চতুর্ব্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরং।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য! তত্তীর্থগমনাধিকং ॥ ২ ॥
ঐ স্কন্দপুরাণ।

একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্ বিনায়কে।
চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্বর্দ্ধপ্রদক্ষিণাং ॥ ৩ ॥
ঐ নৃসিংহপুরাণ।

একহস্ত-প্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥ ৪ ॥
ঐ বিষ্ণুস্মৃতি।

যাঁহারা ভক্তিযুক্তচিত্তে বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁহারা যমালয়ে গমন করেন না, ভক্তগণের গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

হে বিপ্রবর! শ্রীভগবান্‌কে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর সমুদায় জগৎ প্রদক্ষিণ করা হয় এবং তাহাতে তীর্থ-পর্য্যটন অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয় ॥ ২ ॥

চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার, বিষ্ণুকে চারিবার এবং শিবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুকে একহস্তে প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ ও অকালে অর্থাৎ ভোজন-শয়নাদি সময়ে দর্শন করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয়॥ ৪॥

(দেবতাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রথমে দণ্ডবৎ করিয়া আরম্ভ করা বিধেয়। দেবতার সম্মুখে আসিলে একবার ঘুরিয়া লইয়া পুনরায় প্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রদক্ষিণান্তে দণ্ডবৎ করিবেন।).

নির্ম্মাল্য-ধারণ।

বিষ্ণুমূর্ত্তি-স্থিতং পুণ্যং শিরসা যো বহেন্নরঃ।
অপর্য্যুষিত-পাপস্তু যাবদ্ যুগচতুষ্টয়ং॥ ১॥
কিং করিষ্যতি সুস্নাতো গঙ্গায়াং ভৃগুরোত্তম !।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং তুলসীং বিষ্ণুসেবিতাং॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

হরের্ম্মূর্ত্ত্যবশেষস্তু তুলসীকাষ্ঠ-চন্দনং।
নির্ম্মাল্যন্তু বহেদ্যস্তু কোটীতীর্থ-ফলং লভেৎ॥ ৩॥

ঐ গরুড়পুরাণ।

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্-গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥ ৪।

শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীবিগ্রহস্থিত তুলসী প্রভৃতি নির্ম্মাল্য যিনি মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার চারিযুগের সঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়॥ ১॥

হে বিপ্রবর! যিনি বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য তুলসী নিত্য মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার আর গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন কি? ॥ ২ ॥

হরির গাত্রসংলগ্ন তুলসীকাষ্ঠ-চন্দনের অবশেষ ও নির্ম্মাল্য যিনি ধারণ করেন, তাঁহার কোটীতীর্থ-পর্য্যটনের ফল লাভ হয় ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্‌কে উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো! তুমি যে মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কার উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ কর, তাহা ধারণ করিয়া ও তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই আমরা তোমার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪ ॥

শঙ্খজল-মাহাত্ম্য।

শঙ্খস্থিতস্ত যত্তোয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
বন্দতে শিরসা নিত্যং গঙ্গাস্নানেন তস্য কিং ॥ ১ ॥
কৃষ্ণমূর্দ্ধি ভ্রামিতস্ত জলং তচ্ছঙ্খ-সংস্থিতং।
কৃত্বা মূর্দ্ধন্যবাপ্নোতি মুক্তিং বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

শঙ্খে করিয়া যে জল শ্রীহরির মস্তকের উপর ভ্রমণ করান হইয়াছে, সেই জল যিনি মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার আর গঙ্গাস্নানে কি প্রয়োজন? ॥ ১ ॥

শঙ্খস্থিত যে জল শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপর ভ্রমণ করান হইয়াছে, তাহা মস্তকে ধারণ করিলে বিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তি লাভ হয়॥ ২॥

পূজাফল-প্রাপ্তির উপায়।

ন্যায়ার্জ্জিতৈঃ সাধনৈশ্চ দানহোমার্চ্চনাদিকং।
কুর্য্যান্নচেদধোযাতি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি দ্বিজ!॥ ১॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত অগস্ত্যসংহিতা-বচন।

যত্নাৎ সিদ্ধৈর্নিজৈঃ শুদ্ধৈর্দ্রব্যৈর্ধন্যোঽর্চ্চয়েৎ প্রভুং।
পূজা-দ্রব্যাণ্যশক্তশ্চেদদ্যাদীক্ষেত বার্চ্চনং॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

আরাধনাসমর্থশ্চেদ্দদ্যাদর্চ্চন-সাধনং।
যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্য্যাদর্চ্চন-দর্শনং।
নিস্তারায় তদেবালং ভবাব্ধের্মুনিসত্তম!।
নৈকঞ্চ যস্য বিদ্যেত সোঽধোযাত্যেব নান্যথা॥ ৩॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত অগস্ত্যসংহিতা-বচন।

হে দ্বিজ! ন্যায়োপার্জ্জিত এবং সাধন-লব্ধ ধন দ্বারা দান, হোম ও পূজাদি করিবে। তাহা না করিয়া অসদুপায়ে উপার্জ্জিত ধন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেও অধোগতি প্রাপ্ত হয়॥ ১॥

ধন্য ব্যক্তি যত্নসিদ্ধ নিজের পবিত্র দ্রব্য দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিবেন; স্বয়ং পূজায় অশক্ত হইলে, পূজার দ্রব্য অন্য পূজাকারীকে দান করিবেন; তাহাতেও অসমর্থ হইলে পূজা দর্শন করিবেন॥ ২॥

পূজা করিতে অসমর্থ ব্যক্তি পূজার দ্রব্য দান করিবে; তাহাতেও অসমর্থ হইলে পূজা দর্শন করিবে। পূজা-দর্শন ভবসমুদ্র পার করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ। পরন্তু পূজার্থে দ্রব্যদান ও পূজা-দর্শন এই দুইটী উপায়ের মধ্যে যাহার একটীও নাই, তাহার যে নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে, তাহাতে অন্যথা নাই॥ ৩॥

চরণামৃত।

গুরোঃ সন্নিহিতস্যাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ।
বিপ্রাণাঞ্চ পদাম্ভোভিঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধ্ন্যভিষেচনং॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

প্রাতঃস্নানের পর যদি তৎকালে গুরুদেবাদি গুরুজনগণ সমীপে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে গুরুর চরণামৃত দ্বারা এবং ব্রাহ্মণগণের ও পিতামাতার পাদোদক দ্বারা স্বীয় মস্তক অভিষিক্ত করিবেন।

গুরু-চরণামৃত-ধারণ।

গুরোঃ পাদোদকং পুত্র! তীর্থকোটিফলপ্রদং॥

শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

হে পুত্র! গুরুর পাদোদক কোটী তীর্থের ফল প্রদান করে।

বিপ্র-চরণামৃত-ধারণ।

বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ।
বিরুদ্ধমাচরন্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত গৌতমীয়তন্ত্র-বচন।

বিষ্ণু-পাদোদকের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিবে। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ ইহার বিপরীত আচরণ করে, সে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত হয়।

পিতৃমাতৃ-চরণামৃত-ধারণ।

পিত্রোঃ পাদোদকং ক্লিন্নং যস্য তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ।
তস্য ভাগীরথী-স্নানমহন্যহনি জায়তে॥

শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

পিতামাতার পাদোদক দ্বারা যাঁহার মস্তক অভিষিক্ত হয়, তাঁহার দিন দিন গঙ্গাস্নান হইয়া থাকে।

বিষ্ণু-চরণামৃত-ধারণ।

কৃষ্ণপাদাব্জ-তীর্থঞ্চ বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায় হি।
স্বয়ং ভক্ত্যাভিবন্দ্যাদৌ পীত্বা শিরসি ধারয়েৎ ॥ ১ ॥
বিষ্ণু-পাদোদকং পীতং কোটীহত্যাঘ-নাশনং।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু-নিপাতনাৎ ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

অচ্চিতৈঃ কোটিভির্লিঙ্গৈর্নিত্যং যৎ ক্রিয়তে ফলং।
তৎ ফলং শতসাহস্র্যং পীতে পাদোদকে হরেঃ ॥ ৩ ॥
অশুচির্ব্বা দুরাচারো মহাপাতক-সংযুতঃ।
স্পৃষ্ট্বা পাদোদকং বিষ্ণোঃ সদা শুধ্যতি মানবঃ ॥ ৪ ॥
হরেঃ স্নানাবশেষন্তু জলং যস্যোদরে স্থিতং।
অম্বরীষ! প্রণম্যোচ্চৈঃ পাদ-পাংশুঃ প্রগৃহ্যতাং ॥ ৫ ॥
শালগ্রামশিলা-তোয়ং যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমং।
মাতুঃ স্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেদ্ ভক্তিভাঙ্ নরঃ ॥ ৬ ॥
দহন্তি নরকান্ সর্ব্বান্ গর্ভবাসঞ্চ দারুণং।
পীতং যৈস্তু সদা নিত্যং শালগ্রামশিলা-জলং ॥
শালগ্রামশিলা-তোয়ং বিন্দুমাত্রং তু যঃ পিবেৎ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত মুক্তিমার্গে কৃতোদ্যমঃ ॥ ৭ ॥

পাদোদকস্ত মাহাত্ম্যং ভগীরথ ! বদামি তে।
পাবনং সর্ব্বতীর্থেভ্যো হত্যাকোটিবিনাশকং।
ধৃতে শিরসি পীতে চ সর্ব্বাস্তষ্যন্তি দেবতাঃ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং কলৌ পাদোদকং হরেঃ॥ ৮ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অন্তকালেঽপি যস্যেহ দীয়তে পাদয়োর্জ্জলং।
সোঽপি সদগতিমাপ্নোতি সদাচারৈর্ব্বহিষ্কৃতঃ॥ ৯ ॥
ধারয়স্ব সদা মূর্দ্ধ্নি প্রাশনং কুরু নিত্যশঃ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ম্মোক্ষং যাস্যসি পুত্রক !॥ ১০ ॥
প্রায়শ্চিত্তং যদি প্রাপ্তং কৃচ্ছ্রং ত্বা ত্বঘমর্ষণং।
সোঽপি পাদোদকং পীত্বা শুদ্ধিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ।
অশৌচং নৈব বিদ্যতে সূতকে মৃতকেঽপি চ।
যেষাং পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি প্রাশনং যে চ কুর্ব্বতে॥ ১১ ॥

ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ।
চান্দ্রায়ণৈশ্চ তীর্থৈশ্চ পীত্বা পাদোদকং শুচি॥ ১২ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

হরিপাদোদকং যস্ত ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বিষ্ণোঃ প্রিয়তরস্তথা॥ ১৩ ॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

স ব্রহ্মচারী স ব্রতী আশ্রমী চ সদা শুচিঃ।
বিষ্ণুপাদোদকং যস্য মুখে শিরসি বিগ্রহে॥ ১৪ ॥

ঐ শাস্ত্রোক্তি।

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং লিখিতং সর্ব্বশাস্ত্রতঃ।
লিখিতুং শক্নুয়াৎ কো হি সিন্ধূর্ম্মীন্ গণয়ন্নপি।
বিশেষতশ্চ পাদোদং তুলসীদল-সংযুতং।
শঙ্খে কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো দত্বা প্রাগ্বৎ পিবেৎ স্বয়ং॥ ১৫॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

কৃত্বা পদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
যো দদ্যাৎ তুলসীমিশ্রং চান্দ্রায়ণশতং লভেৎ।
গৃহীত্বা কৃষ্ণপাদাম্বু শঙ্খে কৃত্বা তু বৈষ্ণবঃ।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং স মুনিস্তাপসোত্তমঃ॥ ১৬॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকং।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং ন হি॥ ১৭॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচি-শঙ্কয়া।
আচামতি চ যো মোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥ ১৮॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা ভক্ত-পাদোদকং তথা।
য আচামতি সংমোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥ ১৯॥

ঐ গরুড়পুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত অগ্রে বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করিয়া পরে প্রণাম পূর্ব্বক প্রথমে পান ও তৎপরে মস্তকে ধারণ করিবেন॥ ১॥

চরণামৃত পান করিলে কোটী ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু ঐ চরণামৃত যদি বিন্দুমাত্রও ভূমিতে পতিত হয়, তবে তাহার অষ্টগুণ পাপ সঞ্চিত হইবে॥ ২ ॥

প্রত্যহ কোটী শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, হরির চরণামৃত পান করিলে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ ফল হয়॥ ৩॥

অশুচিই হউক, দুরাচারই হউক বা মহাপাতকীই হউক, বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিবা মাত্র মানব পবিত্র হইয়া থাকে॥ ৪ ॥

হে অম্বরীষ! হরির স্নানাবশিষ্ট জল (চরণামৃত) যাঁহার উদরে থাকে, তুমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিও॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে বিন্দুপরিমাণে শালগ্রামশিলার জল পান করেন, তাঁহাকে আর জননীর স্তন্য পান করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না॥ ৬॥

যাঁহারা নিত্য শালগ্রামশিলার জল পান করেন, তাঁহারা যাবতীয় নরক-ভোগ ও ক্লেশকর গর্ভবাস দগ্ধ করেন॥ ৭॥

হে ভগীরথ! চরণামৃত-মাহাত্ম্য তোমাকে বলিতেছি: ইহা সর্ব্ব তীর্থ হইতেও পবিত্র-কারক ও কোটী হত্যার পাপ ধ্বংস করে। চরণামৃত পান করিলে ও মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত দেবতাই তুষ্ট হন। কলিযুগে হরির চরণামৃতই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত॥ ৮॥

চির আচার-বিহীন ব্যক্তিকে অন্তকালেও যদি চরণামৃত পান করান যায়, তাহা হইলে সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

হে পুত্র! নিত্য চরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ কর, তাহা হইলেই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ১০ ॥

যদি কোন ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিবার আবশ্যক হয়, (তাহা হইলে তাহা না করিয়া) চরণামৃত পান করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি লাভ করিবেন। যাঁহারা চরণামৃত মস্তকে ধারণ করেন এবং যাঁহারা চরণামৃত পান করেন, তাঁহাদের আর কোন প্রকার অশৌচ থাকে না, এমন কি তাঁহাদের জননাশৌচ ও মরণাশৌচও থাকে না ॥ ১১ ॥

প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, যদি চরণামৃত পান করা যায়, তবে দান, উপবাস, চান্দ্রায়ণ বা তীর্থভ্রমণের আর কি প্রয়োজন? ॥ ১২ ॥

যিনি ক্ষণকালের জন্যও চরণামৃত ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হয় এবং তিনি বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

যাঁহার মুখে, মস্তকে ও দেহে বিষ্ণুর পাদোদক থাকে, তিনিই ব্রহ্মচারী, তিনিই ব্রতী, তিনিই আশ্রমী; তিনি সর্ব্বদাই শুচি ॥ ১৪ ॥

চরণামৃতের মাহাত্ম্য সর্ব্ব শাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ আছে। বরং সমুদ্রের তরঙ্গ-মালা গণনা করা যায়, কিন্তু চরণামৃতের মাহাত্ম্য লিখিতে কে সক্ষম হইবে? তুলসী-পত্রে সংযুক্ত চরণামৃত বিশেষতঃ শঙ্খে করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে দান ও স্বয়ং পান করিবেন॥ ১৫॥

যে ব্যক্তি শঙ্খে করিয়া মহানুভব বৈষ্ণবদিগকে তুলসীদল-মিশ্রিত চরণামৃত প্রদান করেন, তাঁহার শত চান্দ্রায়ণের ফল লাভ হয়। যে বৈষ্ণব শঙ্খে করিয়া কৃষ্ণচরণামৃত নিত্য মস্তকে ধারণ করেন, তিনি মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনি॥১৬॥

শ্রীবিষ্ণুর ও শ্রীবৈষ্ণবগণের পবিত্র চরণামৃত সর্ব্বতীর্থময়; উহা পান করিয়া আচমন করিবে না॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিয়া পরে অশুচি-আশঙ্কায় মোহ বশতঃ মুখ প্রক্ষালন করে, সে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত হয়॥ ১৮॥

বিষ্ণু-চরণামৃত বা ভক্ত-চরণামৃত পান করিয়া যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ আচমন করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলে॥ ১৯॥

পূজা ব্যতিরিক্ত ভোজন-দোষ।

অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্ম-বর্জ্জিতৈঃ।
শ্বান-বিষ্ঠা-সমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমং॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত কূর্ম্মপুরাণ-বচন॥

এককালং দ্বিকালম্বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিং।
অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ ॥ ২ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

যে সকল ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা না করিয়া ভোজন করে, তাহাদের সম্বন্ধে অন্ন কুক্কুর-বিষ্ঠার সমান ও জল সুরার সমান হয় ॥ ১ ॥

মানব এককাল, দ্বিকাল বা ত্রিকাল হরির পূজা করিবে; যদি পূজা না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সকল প্রকার নরকে গমন করিবে ॥ ২ ॥

অনিবেদিত-দ্রব্য-ভোজন-নিষেধ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধং।
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতং ॥
অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন।

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংস-সদৃশং ভবেৎ ॥ ২ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

অনিবেদ্য তু যো ভুঙ্ক্তে হরয়ে পরমাত্মনে।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ৩ ॥

ঐ বিষ্ণুস্মৃতি।

পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নাপানাদি, ঔষধ এবং যাহা কিছু নিজের আহারের জন্য কল্পিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। অনিবেদিত বস্তু ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; অতএব সর্ব্বদা সমুদায় দ্রব্যই বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে॥ ১॥

অবৈষ্ণবদিগের অন্ন, পতিত ব্যক্তিগণের অন্ন এবং যে অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয় নাই, সেই অন্ন কুক্কুর-মাংস সদৃশ॥ ২॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ অনন্তকাল নরক ভোগ করে॥ ৩॥

বিষ্ণু-নৈবেদ্য বা মহাপ্রসাদ-ভোজন-মাহাত্ম্য।

কোটীযজ্ঞৈস্তু যৎ পুণ্যং মাসোপোষণ-কোটিভিঃ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্য-ভক্ষণাৎ॥ ১॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

মুকুন্দাশনশেষন্তু যো হি ভুঙ্‌ক্তে দিনে দিনে।
সিক্থে সিক্থে ভবেৎ পুণ্যং চান্দ্রায়ণ-শতাধিকং॥ ২॥
ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।॥ ৩॥
ঐ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ।

এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥ ৪॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্য-সম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥ ৫॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র-বচন।

হরের্নিবেদিতং কিঞ্চিন্ন দদ্যাৎ কর্হিচিদ্বুধঃ।
অভক্তেভ্যঃ সশল্যেভ্যো যদ্দদন্নিরয়ে ব্রজেৎ॥ ৬॥
ঐ বৈষ্ণবতন্ত্র।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ ৭॥
ঐ পদ্মপুরাণ।

কোটী যজ্ঞ ও কোটী মাসোপবাস-ব্রত করিলে যে পুণ্য হয়, বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণ মাত্র সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১॥

যিনি প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন করেন, তাঁহার প্রতিগ্রাসে শত চান্দ্রায়ণ অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হয়॥ ২॥

অন্নপানাদি যাহা কিছু বিষ্ণুর নিবেদিত, তাহার ভক্ষণ-বিষয়ে খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না॥ ৩॥

আবশ্যকীয় নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধুবান্ধব সহ শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবেন॥ ৪॥

অবৈষ্ণবগণকে অনিবেদিত দ্রব্য বা অর্থাদি দ্বারা নিরস্ত করতঃ বৈষ্ণবদিগকে শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবে ॥ ৫ ॥

বিদ্ধোপবাসী কর্ম্মজড় অভক্তগণকে শ্রীভগবানে নিবেদিত বস্তুর কিঞ্চিন্মাত্রও প্রদান করা সুধী ব্যক্তির কদাচ কর্ত্তব্য নহে, করিলে নিরয়গামী হইতে হয় ॥ ৬ ॥

(৫ ও ৬ দাগের শ্লোকে শাস্ত্রের ঈদৃশ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, মহাপ্রসাদ যে কি অমূল্য, অপার্থিব ও আদরণীয় বস্তু তাহা অবৈষ্ণবগণ জানে না বা বুঝিবেও না ; সুতরাং উহা সামান্য বা সাধারণ পদার্থ-জ্ঞানে গ্রহণ করা বশতঃ মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনজনিত অপরাধে তাহাদিগকেও লিপ্ত হইতে হইবে এবং দাতাকেও বিশেষরূপে লিপ্ত হইতে হইবে। তন্নিমিত্ত শাস্ত্রে এইরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছে।)

মহাপ্রসাদান্ন শুষ্ক হউক বা বাসি হউক বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক, তাহা প্রাপ্তমাত্রেই ভক্ষণ করিবে ; ইহাতে (স্থান বা) কালের কিছুমাত্র বিচার করিবে না ॥ ৭ ॥

অন্য দেবতার প্রসাদ-ভক্ষণ-নিষেধ।

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১ ॥

স্কন্দপুরাণ।

নৈবেদ্য-গ্রহণ-স্পর্শ-দর্শনং ভক্ষণং তথা।
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবঃ সুধীঃ ॥ ২ ॥

পদ্মপুরাণ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৩ ॥

পদ্ম ও স্কন্দপুরাণ।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং ॥ ৪ ॥
হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন ॥ ৫ ॥

স্কন্দপুরাণ।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ ৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

অতঃপরন্তু নির্ম্মাল্যং ন লঙ্ঘয় মহীপতে!।
নরসিংহস্য দেবস্য তথান্যেষাং দিবৌকসাং ॥
কৃষ্ণস্য পরিতোষেপ্সুর্ন তচ্ছপথমাচরেৎ।
নান্যদেবস্য নির্ম্মাল্যমুপযুঞ্জীত ন ক্বচিৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত নৃসিংহপুরাণ-বচন।

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং দেবেশ-শপথং নরঃ।
ন করোতি হি যো ব্রহ্মংস্তস্য তুষ্যতি কেশবঃ।
ন ধারয়তি নির্ম্মাল্যমন্যদেবধৃতন্তু যঃ।
ভুঙ্ক্তে ন চান্যনৈবেদ্যং তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥ ৮ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

সুরগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ বিষ্ণুর নৈবেদ্যকেই পবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়॥ ১॥

বুদ্ধিমান্ বৈষ্ণব অন্য দেবতার নৈবেদ্য বা পানীয় গ্রহণ, স্পর্শন, দর্শন বা ভক্ষণ করিবেন না॥ ২॥

বিষ্ণুর নিবেদিতান্ন দ্বারা অন্য সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা করিবে, আর পিতৃগণকেও তাহাই প্রদান করিবে। ইহা অনন্তফল-প্রদ হইয়া থাকে॥ ৩॥

(শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, যথা :—)

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সহিত সমান বলিয়া দৃষ্টি করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইয়া থাকে॥৪॥

শ্রীহরি সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর, অতএব তিনিই সর্ব্বদা আরাধ্য। তবে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণকে অবজ্ঞা করা কদাচ উচিত নহে॥ ৫॥

বিষ্ণু বিনে শিবাদি পৃথক্ না মন্তব্য।
বিষ্ণুর অংশাংশ করি মানিতে কর্ত্তব্য॥

শ্রীভক্তমাল।

নদীগণের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবতাগণের মধ্যে যেমন অচ্যুত শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যেমন শিব শ্রেষ্ঠ, পুরাণ সকলের মধ্যে তেমনই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ॥ ৬॥

হে রাজন্! অতঃপর শ্রীনৃসিংহদেব ও অন্যান্য দেবতা-দিগের নির্ম্মাল্যে অশ্রদ্ধা করিবে না। শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা থাকিলে, কখনও তাঁহার শপথ করিবে না অর্থাৎ "এই বিষয়ে যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে যেন আমি ঘোর নরকে পতিত হই, তাহার সাক্ষী রহিলেন ভগবান্" ইত্যাদি-রূপে শপথ করিবে না। অন্য দেবতার নৈবেদ্য কদাচ ভোজন করিবে না॥ ৭॥

হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি বিপদকালে অথবা কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হইলেও ভগবানের শপথ না করে, কেশব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হন। যে ব্যক্তি অন্য দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ না করে, কেশব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন॥ ৮॥

(ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণ শ্রীবিষ্ণুরই অংশ, সুতরাং তাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণু হইতে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া এবং তাঁহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও অসম্মান ও অবজ্ঞা প্রদর্শন বা হৃদয়ে তদ্ভাব পোষণ না করিয়া সর্ব্বদেবাধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে, কিন্তু ঐ সমস্ত দেবতার বা অন্য কোনও দেবতার প্রসাদাদি গ্রহণ করা কোনও মতে বিধেয় নহে; তবে যদি শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্নাদি অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসাদাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা পূজা হয়, তাহা হইলে তখন ঐ প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে আর কোন বাধা থাকে না। বৈষ্ণবগণ ত জীবমাত্রকেই সম্মান করিবেন, তা পরম পূজ্য দেবতাগণকে সম্মান করিবার কথা আর কি বলিব? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন :—

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।)

শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।

তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে মনুষ্যা মন্দবুদ্ধয়ঃ।
যাবদ্রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মনঃ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

যত্র কুত্রাপি প্রতিমাং বেদধর্ম্ম-সমন্বিতাং।
ন পশ্যন্তি জনা গত্বা তে দণ্ড্যা যম-কিঙ্করৈঃ॥ ২॥
পূজিতং পূজ্যমানঞ্চ যে পশ্যন্তি জনার্দ্দনং।
কপিলা-শত-দানস্য নিত্যং ভবতি তৎ ফলং॥ ৩॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিং।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥ ৪॥

ঐ অগ্নিপুরাণ।

মন্দবুদ্ধি মানবগণ যে পর্য্যন্ত কেশবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সংসারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়॥ ১॥

দুর্গম বা সুগম যে কোন স্থানেই হউক, বেদবিহিত ধর্ম্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক যথাবিধি পূজ্যমান শ্রীবিগ্রহকে যাহারা গিয়া দর্শন না করে, তাহারা যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়॥ ২॥

যাঁহারা পূজিত বা পূজ্যমান জনার্দ্দনকে দর্শন করেন, তাঁহারা নিত্য এক শত কামধেনু দানের ফল লাভ করিয়া থাকেন॥ ৩॥

যিনি ভক্তিভাবে পূজিত বা পূজ্যমান হরিকে দর্শন করেন, তিনি, এবং যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহাতে অনুমোদন করেন, তিনিও যোগফল প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধি।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাং।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসী-বিমিশ্রা-
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥ ৩ ॥

ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতং।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্ ॥ ৪ ॥

ঐ মোক্ষধর্ম্ম

যস্ত বিদ্যা-বিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবং।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্র! শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ ॥

সিক্‌থমাত্রন্তু যদ্ভুঙ্‌ক্তে জলং গণ্ডূষমাত্রকং।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমং ॥ ৫ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ।

নিবেশয়েন্নরো মোহাদন্যপঙ্‌ক্তৌ হরেঃ প্রিয়ং।
স পতেন্নিরয়ে ঘোরে পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধমঃ ॥ ৬ ॥

ঐ বিষ্ণুরহস্য।

একাদশ্যাং যদা রাম! শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৭ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৮ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল! শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ ॥ ৯ ॥

ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ভগবদ্ভক্তগণ শ্রাদ্ধদিবসে প্রথমতঃ শ্রীভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়া, সেই নিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন ॥ ১ ॥

শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়; আর পিতৃগণকেও হরির নিবেদিত অন্ন প্রদান করিতে হয়; তাহাতে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

যদি কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ও তদ্দ্বারা পিণ্ড সকল প্রস্তুত করিয়া তুলসী সহযোগে পিতৃগণ ও দেবগণকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃগণ কোটীকল্পকাল সুন্দররূপে পরিতৃপ্ত হন ॥ ৩ ॥

বৈষ্ণব-বিধি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শ্রীভগবানের পূজা করিয়া তন্নিবেদিত অন্ন দ্বারা পিতৃপুরুষ-গণের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪ ॥

বিদ্যাহীন বৈষ্ণবকে মূর্খজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া যে ব্যক্তি বেদজ্ঞগণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবব্যক্তি গ্রাসপরিমিত অন্ন ভোজন করিলে এবং গণ্ডূষমাত্র জল পান করিলে, সেই অন্ন সুমেরু সদৃশ ও সেই জল সমুদ্রতুল্য হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

(শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য, অথচ আবার বৈষ্ণবগণেরও শ্রাদ্ধে ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ, যথোক্তং :—

একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ ! শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি।
প্রতিগ্রাসং স হি ভুঙ্‌ক্তে কিল্বিষং মূত্রবিশ্রয়ং ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত সনৎকুমারসংহিতা-বচন।

অর্থাৎ হে মুনিবর ! মানব যদি একাদশীতে ও শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিগ্রাসে মলমূত্রময় পাপ ভোজন করা হয়।

অতএব ইহার মীমাংসা কি ? মীমাংসা এই যে, ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা যদি শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে ভোজন করিতে বৈষ্ণবগণের আর কোন বাধা থাকে না।)

ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণবজনকে অবৈষ্ণবের পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশ করাইলে, সেই পঙ্‌ক্তিভেদী অধমকে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ৬ ॥

হে রাম! উপবাসদিনে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, সেই দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৭ ॥

নিত্যস্বরূপিণী একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৮ ॥

(নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ শব্দে এখানে আদ্যশ্রাদ্ধও বুঝিতে হইবে।)

হে রাজন্! একাদশীর দিন শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিন জনকেই নরকে যাইতে হয় ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবদর্থে দ্রব্যদান-মাহাত্ম্য।

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিদ্বিষ্ণুভক্তায় দীয়তে।
দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনং ॥ ১ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

যথা কথঞ্চিদ্যদ্দত্তং দেবদেবে জনার্দ্দনে।
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি পাত্রমেকো জনার্দ্দনঃ ॥ ২ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

বিষ্ণুর উদ্দেশে বৈষ্ণবকে যে কিছু দ্রব্য দেওয়া যায়, সেই দানই পবিত্র বলিয়া কথিত এবং তাহাই মুক্তির উপায়॥ ১ ॥

যে কোন প্রকারে দেবদেব জনার্দ্দনকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহার বিনাশ নাই জানিবে; জনার্দ্দনই দানের একমাত্র পাত্র ॥ ২ ॥

জপ ও জপমালা।

গণিত্রিকাং গৃহীত্বা যো মন্ত্রং চিন্তয়তে বুধঃ।
জন্মান্তর-সহস্রাণি চিন্তিতোঽহঞ্চ তেন বৈ।
মাঙ্গল্যা কুশলা সিদ্ধা সর্ব্বসংসার-মোক্ষণী॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বরাহপুরাণ-বচন।

ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য ভেদান্নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ।
ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥ ২ ॥
যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ॥ ৩ ॥
শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥ ৪ ॥
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদং।
শব্দার্থ-চিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥ ৫ ॥

ঐ নৃসিংহপুরাণ।

উপাংশুজপ-যুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ।
সহস্রো মানসো প্রোক্তো যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন।

উত্তমা মধ্যমা চৈব কন্যসী তু গণিত্রিকা।
অষ্টোত্তরশতৈঃ পূর্ব্বা পঞ্চাশদ্ভিস্তু মধ্যমা।
কন্যসী পঞ্চবিংশত্যা পরিমাণং বিধীয়তে ॥ ৭ ॥

ঐ বরাহপুরাণ।

মণিমেকৈকমাদায় সূত্রে চ যোজয়েৎ সুধীঃ।
মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্তু যোজয়েৎ।
গোপুচ্ছ-সদৃশী কার্য্যা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা ॥
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ।
একৈক-মণি-মধ্যে তু ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ।
জপমালাং বিধায়েত্থং তৎসংস্কারান্ সমাচরেৎ ॥ ৮ ॥

ঐ শাস্ত্রোক্তি।

মুখে মুখং প্রকর্ত্তব্যং মুখং মূলে বিবর্জ্জয়েৎ।
ধাত্রীফল-প্রমাণেন শ্রেষ্ঠমেতদুদাহৃতং।
বদরাণ্ড-প্রমাণেন গণ্যতে মধ্যমাধমে।
নব-ত্রিতন্তুনা চৈতদ্ গ্রন্থনীয়মসংস্পৃশং।
ঊর্দ্ধবক্ত্রঞ্চ মের্ব্বাখ্যং কর্ত্তব্যং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৯ ॥

ঐ শিবাগম।

তুলসীকাষ্ঠ-ঘটিতৈর্ম্মণিভির্জপমালিকা।
সর্ব্বকর্ম্মণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা ॥ ১০ ॥

ঐ শাস্ত্রান্তর।

তুলসী-সম্ভবা যা তু সা মোক্ষং তনুতেঽচিরাৎ ॥ ১১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত গৌতমীয়তন্ত্র-বচন।

তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

অনামা-মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাত্তু মানসং।
মধ্যমা-মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাদুপাংশুকং ॥
তর্জ্জনীং তু সমাক্রম্য জপং নৈব তু কারয়েৎ।
একৈকমণিমঙ্গুষ্ঠেনাকর্ষন্ প্রজপেন্মনুং।
মেরৌ তু লঙ্ঘিতে দেবি ! ন মন্ত্রফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শিবাগম-বচন।

ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ ॥ ১৪ ॥
অশুচির্ন স্পৃশেদেনাং করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ ॥ ১৫ ॥
ভূত-রাক্ষস-বেতালাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণাঃ।
হরন্তি প্রকটং যস্মাত্তস্মাদ্ গুপ্তং জপেৎ সুধীঃ ॥ ১৬ ॥
জপান্তকালে মালান্তু পূজয়িত্বা সুগোপয়েৎ ॥ ১৭ ॥

ঐ শাস্ত্রবাক্য।

তত্রাঙ্গুলিজপং কুর্ব্বন্ সাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভির্জ্জপেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন বিনা কর্ম্ম কৃতং তদফলং ভবেৎ।
কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা চতুর্থী তর্জ্জনী মতা।
তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাঃ স্যুর্মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা।
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
এবং মেরুং বিজানীয়াদ্ব্রহ্মণা দূষিতং স্বয়ং।

আরভ্যানামিকা-মধ্যাৎ প্রদক্ষিণমনুক্রমাৎ।
তর্জ্জনীমূল-পর্য্যন্তং ক্রমাদ্দশসু পর্ব্বসু।
অঙ্গুলির্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিৎ সঙ্কোচয়েত্তলং।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগে তু ছিদ্রেষু স্রবতে জপঃ॥ ১৮॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শাস্ত্রবাক্য।

বদন্ন গচ্ছন্ন স্বপন্নান্যৎ কিমপি সংস্মরন্।
ন ক্ষুজ্জৃম্ভণ-হিক্কাদি-বিকলীকৃত-মানসঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নোতি তস্মাদ্যত্নপরো ভবেৎ॥ ১৯॥

ঐ নারদপঞ্চরাত্র।

অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরু-লঙ্ঘনে।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ২০॥

ঐ ব্যাসস্মৃতি।

উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গলাবৃতঃ।
অপাবৃতকরো ভূত্বা শিরসি প্রাবৃতোঽপি চ।
অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্নুত্থিত এব বা।
প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা॥ ২১॥

ঐ মন্ত্রার্ণব।

স্ত্রী-শূদ্রাভ্যাং ন ভাষেত রাত্রৌ জপ-পরো ন চ॥ ২২॥

ঐ নারদপঞ্চরাত্র।

ধ্যায়েত মনসা মন্ত্রং জিহ্বোষ্ঠৌ ন তু চালয়েৎ।
ন কম্পয়েচ্ছিরো গ্রীবাং দন্তান্নৈব প্রকাশয়েৎ॥ ২৩॥

ঐ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

তুষ্ণীমাসীত সংজপংশ্চাণ্ডাল-পতিতাদিকান্।
দৃষ্ট্বা তান্ বার্য্যুপস্পৃশ্যাভাষ্য স্নাত্বা পুনর্জপেৎ।
আচম্য প্রযতো নিত্যং জপেদশুচি-দর্শনে ॥ ২৪ ॥
যদি বা যমলোপঃ স্যাজ্জপাদিষু কথঞ্চন।
ব্যাহরেদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং স্মরেদ্বা বিষ্ণুমব্যয়ং ॥ ২৫ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্র।

জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ।
প্রমাদাৎ পতিতে হস্তাচ্ছতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
তাবন্নিষিদ্ধ-সংস্পর্শে ক্ষালয়িত্বা যথোদিতং ॥ ২৬ ॥

ঐ শাস্ত্রোক্তি।

শনৈঃ শনৈঃ সুবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং।
ন ন্যূনং নাধিকং বাপি জপং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে ॥ ২৭ ॥

ঐ নারদপঞ্চরাত্র।

জপস্য পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়াম-ত্রয়ং বুধঃ ;
মন্ত্রার্থ-স্মৃতি-পূর্ব্বঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতং ॥
শক্তোঽষ্টাধিকসাহস্রং জপেত্তং চার্পয়ন্ জপং।
প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ত্রীন্ দদ্যাৎ কৃষ্ণ-করে জলং ॥ ২৮ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শ্রীভগবান্ বলেন, যিনি মালা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র স্মরণ করেন, সেই সুধী ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি সহস্র জন্ম চিন্তিত হইয়া থাকি। ঐ মালা তদীয় কল্যাণকারিণী, কুশলা, সিদ্ধি-দাত্রী ও সংসারনাশকারিণী হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

জপযজ্ঞ তিন প্রকার, যথা ঃ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের ভেদ সকল শ্রবণ কর॥ ২॥

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামক স্বর-সংযোগে স্পষ্ট-শব্দ-বিশিষ্ট অক্ষর দ্বারা স্পষ্টরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে বাচিক জপ বলে॥ ৩॥

ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং ওষ্ঠদ্বয় এরূপে ঈষৎ চালিত করিবে, যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র শব্দ স্বয়ং শুনিতে পাওয়া যায়; এইরূপ ভাবে জপ করার নাম উপাংশু জপ॥ ৪॥

মন্ত্রের বর্ণ হইতে বর্ণ ও পদ হইতে পদের যে অর্থ, তাহা বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে, পুনঃপুনঃ মন্ত্রের আবৃত্তি করার নাম মানস জপ॥ ৫॥

বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ শতগুণে এবং মানস জপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মানস জপ ধ্যানেরই তুল্য॥ ৬॥

মালা ত্রিবিধ, যথা ঃ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। অষ্টোত্তর-শত মালা উত্তম, পঞ্চাশৎ মধ্যম ও পঞ্চবিংশতি কনিষ্ঠ॥ ৭॥

মালাগ্রন্থনের নিয়ম যথা ঃ—সুধী ব্যক্তি এক একটী মালা গ্রহণ করিয়া সূত্রে গ্রন্থন করিবেন। মুখের দিকে মুখ এবং পুচ্ছের দিকে পুচ্ছ যোজনা করিবেন। গোপুচ্ছ-সদৃশী কিম্বা সুন্দর সর্পাকৃতি করিয়া মালা গ্রন্থন করিবেন। এই সজাতীয় মালার মধ্যে একটী মালাকে অগ্রে মেরুরূপে বিন্যাস

করিবেন। এক একটী মালার মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি দিবেন। এইরূপে জপমালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সংস্কার করিবেন॥ ৮॥

মালার মুখের দিকে মুখ যোজনা করিতে হয়, মূলের দিকে মুখ করিতে নাই। ধাত্রীফল (আমলকী) পরিমিত মালা উত্তম, বদর (কুল) প্রমাণ মালা মধ্যম এবং বদর-বীজ-প্রমাণ মালা অধম বলিয়া কীর্ত্তিত। নূতন সূত্র অগ্রে ত্রিগুণ করিয়া পরে পুনরায় ত্রিগুণ করতঃ নয়গুণ সূত্রে গ্রন্থন করিতে হয়; কিন্তু মালা পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হয় এরূপভাবে প্রতি মালাদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি দিতে হইবে। ঊর্দ্ধমুখে মেরু স্থাপন করিতে হইবে এবং জপকালে মেরু লঙ্ঘন করিবে না॥ ৯॥

তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিতা মালা সমস্ত কর্ম্মেই সকলের অভিলাষ পূর্ণ করেন॥ ১০॥

তুলসীমালা আশু মোক্ষ প্রদান করেন॥ ১১॥

তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা মালা স্পর্শ করিতে নাই এবং মালা কম্পিত বা নিক্ষিপ্ত করাও অনুচিত॥ ১২॥

অনামিকার মধ্যকে আক্রমণ করিয়া অর্থাৎ অনামিকার উপর মধ্যস্থলে মালা রাখিয়া মানস জপ করিবে; মধ্যমার মধ্য আক্রমণ করিয়া উপাংশু জপ করিবে; কিন্তু কখনও তর্জ্জনীকে আক্রমণ করিয়া জপ করিবে না। এক একটী মালাকে অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি) দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মন্ত্র জপ

করিবে। হে দেবি! মেরু লঙ্ঘন করিয়া জপ করিলে জপের ফল হয় না॥ ১৩॥

বাম হস্ত দ্বারা মালা স্পর্শ করিবে না এবং মালা হস্তভ্রষ্ট করিবে না ১৪॥

অশুচি অবস্থায় মালা স্পর্শ করিবে না; মালা হস্তচ্যুতও করিতে নাই॥ ১৫॥

মালা প্রকাশ্যভাবে জপ করিলে সেই জপ ভূত, রাক্ষস, বেতাল, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়; সুতরাং গুপ্তভাবে মালা জপ করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য॥ ১৬॥

জপ ব্যতীত অন্য সময়ে মালার অর্চ্চনা করিয়া গুপ্তস্থানে রাখিয়া দিবে॥ ১৭॥

অঙ্গুলিজপে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অন্য অঙ্গুলিতে জপ করিতে হইবে; অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত জপ করিলে তাহা সফল হয় না। কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারিটী অঙ্গুলির মধ্যে মধ্যমার এক (শেষ) পর্ব্ব (অঙ্গুলির রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম পর্ব্ব) ও অপর তিনটী অঙ্গুলির তিন তিন পর্ব্ব এই দশ পর্ব্বে জপ করিতে হইবে। জপে মধ্যমার অন্য দুই পর্ব্ব ত্যাগ করিবে; ঐ পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবে; ব্রহ্মা স্বয়ং উহা দূষিত করিয়াছেন। অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশ পর্ব্বে জপ করিবে। অঙ্গুলি সকল পরস্পর পৃথক্ করিতে নাই; করতল ঈষৎ কুঞ্চিত করিতে হয়;

অঙ্গুলি সমূহ পরস্পর বিযুক্ত হইলে তন্মধ্যস্থ ছিদ্র দ্বারা জপ স্রাবিত হইয়া যায়॥ ১৮॥

কথা কহিতে কহিতে, গমন করিতে করিতে, শয়নাবস্থায়, অন্য বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, ক্ষুৎ (হাঁচি), জৃম্ভণ (হাই) ও হিক্কাদি দ্বারা চঞ্চল-চিত্ত হইয়া জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না; অতএব জপকালে এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতে যত্নবান্ হইবে॥ ১৯॥

অঙ্গুলির অগ্রভাগে জপ করিলে, মেরু লঙ্ঘন করিয়া জপ করিলে ও সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে, ঐ জপ বিফল হইয়া যায়॥ ২০॥

উষ্ণীষ বা কঞ্চুক ধারণ করিয়া, উলঙ্গ হইয়া, কেশ মুক্ত করিয়া, গলদেশে বস্ত্রাদি আবরণ করিয়া, কর আচ্ছাদন না করিয়া, মস্তক আবৃত করিয়া, আসনে উপবেশন না করিয়া, শয়ন করিয়া, গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মান হইয়া, পদ প্রসারণ করিয়া বা উৎকট আসনে বসিয়া জপ করিবে না॥২১

জপকালে স্ত্রীলোক ও শূদ্রের সহিত সম্ভাষণ করিবে না এবং রাত্রিতে জপ-পরায়ণ হইবে না॥ ২২॥

জপকালে মনে মনে মন্ত্র চিন্তা করিবে; জিহ্বা বা ওষ্ঠ চালনা করিতে নাই, মস্তক ও গ্রীবা (ঘাড়) কম্পিত করিবে না এবং দন্ত বিকাশ করাও নিষিদ্ধ॥ ২৩॥

মৌন হইয়া বসিবে; জপ করিতে করিতে চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি অবলোকন করিলে আচমন করিয়া এবং

তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করা হইলে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। অশুচি অর্থাৎ মল মূত্রাদি দর্শনে আচমন পূর্ব্বক যত্নবান্ হইয়া জপ করিবে॥ ২৪॥

জপ করিতে করিতে যদি কোনক্রমে জপের নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে বিষ্ণুমন্ত্র অথবা অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে॥ ২৫॥

মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার নূতন সূত্রে গ্রন্থন করিয়া শতবার জপ করিবে; অসাবধান বশতঃ মালা হস্ত হইতে পতিত হইলে অষ্টোত্তরশত জপ করিবে; নিষিদ্ধ সংস্পর্শ হইলে মালার সংস্কার করিয়া অষ্টোত্তরশত জপ করিবে॥ ২৬॥

শনৈঃ শনৈঃ সুস্পষ্টরূপে প্রত্যহ জপ করিবে, কিন্তু দ্রুত বা বিলম্বিতভাবে, কিম্বা ন্যূন (কম) বা অধিক (বেশী) করিয়া জপ করিবে না॥ ২৭॥

পণ্ডিত ব্যক্তি জপ করিবার অগ্রে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্রার্থ স্মরণ পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশতবার জপ করিবেন। আর সক্ষম হইলে অষ্টোত্তরসহস্রবার জপ করিবেন। জপান্তে বারত্রয় প্রাণায়াম পূর্ব্বক

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব! ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের করে জল অর্পণ করতঃ জপ সমর্পণ করিবেন॥ ২৮॥

তিথি ও নক্ষত্রের মান।

তিথি ও নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড। শাস্ত্রকারেরা তিথি ও নক্ষত্রের তিনটী অবস্থার কথা বলিয়াছেন—সম্পূর্ণ, ও ক্ষয় বৃদ্ধি। সম্পূর্ণের আর একটী নাম 'সমান'। "সম্পূর্ণ" তিথির মান ৬০ দণ্ড। "ক্ষয়" —৬০ দণ্ডের কম। "বৃদ্ধি"—৬০ দণ্ডের অধিক। নক্ষত্রের ক্ষয় ৭ দণ্ড পর্য্যন্ত ও বৃদ্ধি ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে; তিথির ক্ষয় ৬ দণ্ড পর্য্যন্ত ও বৃদ্ধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে, যথা :—

ঋক্ষে সপ্ত ক্ষয়ো বৃদ্ধির্যোগে দণ্ড দশ স্মৃতঃ।
এবং তিথিষু বিজ্ঞেয়ো বাণবৃদ্ধী রস-ক্ষয়ঃ॥

ক্ষয়—দিনদ্বয়ে ৬০ দণ্ডের কম হইলে তাহাকে ক্ষয় বলে না, কিন্তু এক অহোরাত্রে ৬০ দণ্ডের কম হইলে তাহাকে ক্ষয় বলে। এই তিথি-ক্ষয় তিন প্রকারে হইতে পারে, যথা :—

(১) ঠিক সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া যদি ৬০ দণ্ডের ন্যূন হয়।

(২) সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরুদয় পর্য্যন্ত থাকিয়াই যদি নিবৃত্ত হয়।

(৩) সূর্য্যোদয়ের পরে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরুদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যদি নিবৃত্ত হয়। এরূপ অবস্থা হইলে উহা ত্র্যহস্পর্শ হয়।

তিথি-ক্ষয়ে স্নানদানাদি কর্ম্ম মহাপুণ্যজনক হয়, কিন্তু পণ্ডিতগণ যাত্রা ও বিবাহাদি শুভ কার্য্য ইহাতে করিবেন না, করিলে অমঙ্গল হইবে।

সম্পূর্ণ—তিথির মান দিনদ্বয়ে ৬০ দণ্ড হইলে তাহাকে সম্পূর্ণা বলে না, কিন্তু তিথি যদি সূর্য্যের এক উদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া অন্য

উদয় পর্য্যন্ত থাকে অর্থাৎ ঐ তিথির মান যদি এক অহোরাত্রে ৬০ দণ্ড হয়, তবে তাহাকে "সম্পূর্ণা" বলে। সম্পূর্ণা তিথি দুই প্রকারে হইতে পারে, যথা :—

(১) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিয়াই নিবৃত্তি।

(২) এক সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরুদয় পর্য্যন্ত থাকিয়াই নিবৃত্তি।

সমস্ত তিথিরই এই নিয়ম, কেবল একাদশী তিথি সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত বা চারি দণ্ড পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরুদয় পর্য্যন্ত থাকিলে, তাহা সম্পূর্ণা বলিয়া অভিহিত হয়।

প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর-বর্জ্জিতাঃ॥

স্কন্দপুরাণ।

আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥

নারদপুরাণ।

বৃদ্ধি—এক অহোরাত্রে তিথি ৬০ দণ্ড থাকিয়া পরদিনেও কিঞ্চিৎ থাকিলেই "বৃদ্ধি" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পরদিনে তিথির এই বৃদ্ধিটুকুকে "মল" বলে। একাদশী ভিন্ন অন্য তিথির এই মলে ব্রতযাত্রাদি কোন শুভ কার্য্য বা বিশিষ্ট দেবার্চ্চনাদি করিবে না; যথা :—

অকর্ম্মণ্যং তিথিমলং বিদ্যাদেকাদশীং বিনা।

কিন্তু তিথির পরিমাণ যদি এক আহোরাত্রে ৬০ দণ্ড না হইয়া দিনদ্বয়ে ৬০ দণ্ডের অধিকও হয়, তবে এরূপ অধিকটুকু "বৃদ্ধি" বা "মল" নহে; ইহাতে সমস্ত শুভ কার্য্য হইয়া থাকে।

তিথি যদি দিনদ্বয়ে ৬০ দণ্ড বা তদপেক্ষা অধিক বা ন্যূন হয়, তবে তাহা 'সাধারণ' নামে গণ্য।

নক্ষত্রও যদি তিথির ন্যায় এক অহোরাত্রে ৬০ দণ্ড পরিমিত হয়, পরদিন কিছুই না থাকে, তবে তাহাকে "সম্পূর্ণ" বা "সমান" বলে। ঐরূপে পরদিনেও যদি কিছু থাকে, তবে তাহাকে "অধিক" বা "বৃদ্ধি" বলে। আর এক অহোরাত্র মধ্যে উদিত হইয়া ও অস্ত যাইয়া যদি ৬০ দণ্ডের কম হয়, তবে তাহাকে "ক্ষয়" বা "ন্যূন" বলে।

দিনদ্বয়ে যদি নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড বা তদধিক বা ন্যূন হয়, তবে এতাদৃশ নক্ষত্র 'সাধারণ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীএকাদশী-ব্রত।

নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ।
একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা নৃণাং ॥ ১ ॥
ইত্থঞ্চ নিত্যং কুর্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজা-মহোৎসবং।
হরের্দিনে বিশেষেণ কুর্য্যাত্তং পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
তত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপাপহং সর্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণং ॥ ২ ॥

তচ্চ কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্ বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত মৎস্য ও ভবিষ্যপুরাণ-বচন।

একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ॥ ৫ ॥

ঐ কণ্বমুনি।

উপোষ্যৈকাদশী রাজন্! যাবদায়ুঃপ্রবৃত্তিভিঃ ॥ ৬॥

ঐ আগ্নেয়পুরাণ।

রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে!।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥ ৭ ॥

ঐ আগ্নেয়পুরাণ।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত কদাচিদপি মানবঃ ॥ ৮ ॥

ঐ বিষ্ণুস্মৃতি।

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতং ॥ ৯ ॥

ঐ বিষ্ণুরহস্য।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি ॥ ১০ ॥

ঐ শৃঙ্গিঋষি।

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

ঐ সৌরপুরাণ।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা-সমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে॥ ১২॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত নারদপুরাণ।

পুরডাশোঽপি বামোরু! সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চান্নসংক্রিয়া॥ ১৩॥
ঐ পদ্মপুরাণ।

সোঽশ্নাতি পার্থিবং পাপং যোঽশ্নাতি মধুভিদ্দিনে॥ ১৪॥
ঐ স্কন্দপুরাণ-বচন।

ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতির্ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥ ১৫॥
ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥ ১৬॥
ঐ গৌতমীয়তন্ত্র।

ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি যো ব্রুয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
গো-ব্রাহ্মণ-স্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি কচিৎ।
মদ্যং পিবেতি যো ব্রুয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ॥ ১৭॥
ঐ পদ্মপুরাণ।

একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি।
প্রতিগ্রাসং স হি ভুঙ্‌ক্তে কিল্বিষং মূত্রবিণ্ময়ং॥ ১৮॥
ঐ সনৎকুমারসংহিতা।

বিধবা যো ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে ॥ ১৯ ॥
সমাদায় বিধানেন দ্বাদশীব্রতমুত্তমং।
তস্য ভঙ্গং নরঃ কৃত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ২০ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুস্মৃতি-বচন।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি!।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
ঐ বায়ুপুরাণ।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাং।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥ ২২ ॥
ঐ নারদীয়পুরাণ।
সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ২৩ ॥
ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।
একাদশী-সমুত্থেন বহ্নিনা পাতকেন্ধনং।
ভস্মতাং যাতি রাজেন্দ্র! অপি জন্মশতোদ্ভবং ॥ ২৪ ॥
অশ্বমেধ-সহস্রাণি বাজপেয়-শতানি চ।
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ২৫ ॥
অন্নাভাবে যদা বিপ্র! একাদশ্যামুপোষিতঃ।
উপবাস-ফলং তস্য সমগ্রং সমবাপ্যতে ॥ ২৬ ॥
ঐ নারদপুরাণ।
সর্ব্ব-প্রায়শ্চিত্তমিদং সংসারোত্তার-কারকং।
একাদশীব্রতং বিপ্র! কুর্ব্বন্ মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥
ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

একাদশ্যুপবাসং যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত আগ্নেয়পুরাণ-বচন।

উপোষ্যৈকাদশীমেতাং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ।
ন যাতি যাতনাং যামীমিতি নো যমতঃ শ্রুতং ॥ ২৯ ॥
একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পুণ্যং লোকে ন বিদ্যতে।
ব্যাজেনাপি কৃতা যৈস্তে বশং যান্তি ন ভাস্করেঃ ॥ ৩০ ॥
নাহং শাস্তা বিশেষেণ তেভ্যো বিপ্র! বিভেম্যহং।
যেষাং পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ একাদশ্যামুপোষিতঃ।
স মহাত্মা স্বপুরুষান্ শতমুদ্ধরতে বলাৎ ॥ ৩১ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে।
স্বর্গমোক্ষ-প্রদা হ্যেষা রাজ্যপুত্র-প্রদায়িনী।
সুকলত্র-প্রদা হ্যেষা শরীরারোগ্য-দায়িনী ॥ ৩২ ॥
ব্যাজেনাপি কৃতা রাজন্ ন দর্শয়তি পাতকং।
অনায়াসেন রাজেন্দ্র! প্রাপ্যতে বৈষ্ণবং পদং ॥ ৩৩ ॥

ঐ নারদীয়পুরাণ।

ন দানং ন তপঃ স্নানং ন চান্যৎ সুকৃতং কচিৎ।
মুক্তয়ে হ্যভবৎ সুভ্রু! মুক্তৈ্যকং হরিবাসরং ॥ ৩৪ ॥
বরং চাণ্ডালজাতীয় একাদশ্যুপবাসকৃৎ।
ন তু বিপ্রশ্চতুর্ব্বেদী যো ভুঙ্ক্তে হরিবাসরে ॥ ৩৫ ॥
নাশ্বমেধসহস্রৈশ্চ তীর্থকোট্যবগাহনৈঃ।
যৎ ফলং প্রাপ্যতে বৎস! দ্বাদশীবাসরে কৃতে ॥ ৩৬ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

কৃত্বা পাপসহস্রাণি ব্রহ্মহত্যা-শতানি বৈ।
একামেকাদশীং ভক্ত্যা সমুপোষ্য শুচির্ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত সনৎকুমারসংহিতা-বচন।

মনসাপি চিকীর্ষন্তি দ্বাদশীং যে নরোত্তমাঃ।
তেঽপি ঘোরং ন পশ্যন্তি সংসার-দুঃখ-সাগরং ॥ ৩৮ ॥

ঐ বিষ্ণুরহস্য।

ওঁকারঃ সর্ব্ববেদানাং যথা চাগ্র্যঃ প্রপূজিতঃ।
তথা সর্ব্বব্রতানাঞ্চ দ্বাদশীব্রতমুত্তমং ॥ ৩৯ ॥

ঐ বিষ্ণুপুরাণ।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৪০ ॥

ঐ দেবল।

উপবাস-ফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভক্ত-চতুষ্টয়ং।
পূর্ব্বাপরদিনে রাত্রৌ নাহর্নক্তঞ্চ মধ্যমে ॥ ৪১ ॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৪২ ॥

ঐ কাত্যায়নস্মৃতি।

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতির্নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ।
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্ বিপ্র! একাদশ্যামুপোষণং।
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৪৩ ॥

ঐ নারদপুরাণ

অসামর্থ্যে শরীরস্য ব্রতে বা সমুপস্থিতে।
কারয়েদ্ধর্ম্মপত্নীঞ্চ পুত্রং বা বিনয়ান্বিতং।
ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রতমস্য ন লুপ্যতে॥ ৪৪॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বরাহপুরাণ-বচন।

কর্ত্তা দশগুণং পুণ্যং প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ।
যমুদ্দিশ্য কৃতং সোঽপি সম্পূর্ণং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৫॥

ঐ কাত্যায়নস্মৃতি।

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়োমূলফলৈর্বাপি ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ॥ ৪৬॥

ঐ মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

উপবাসে ত্বশক্তানামশীতের্দ্ধ্বজীবিনাং।
একভক্তাদিকং কার্য্যমাহ বৌধায়নো মুনিঃ॥ ৪৭॥
ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিক-শরীরিণাং।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদি-পরিকল্পনং॥ ৪৮॥

ঐ বৌধায়নস্মৃতি।

একাদশ্যাং প্রভুং বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য কদাচন।
উপোষিতেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
একভক্তেন বা তাত! ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ।
তদেকনিয়মী নিত্যং ন সীদতি কদাচন॥ ৪৯॥

ঐ ভবিষ্যপুরাণ।

দিনার্দ্ধসময়েঽতীতে ভুজ্যতে নিয়মেন যৎ।
একভক্তমিতি প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নতঃ॥ ৫০॥

নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনম্বা ফলন্তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু চাজ্যং।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাপি বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ ॥ ৫১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বায়ুপুরাণ-বচন।

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচনমৌষধং ॥ ৫২ ॥

ঐ মহাভারত।

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদি শল্যং মমার্পয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্মৃতা।
বিদ্ধা চ বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধা তু পূর্ব্বজা ॥ ৫৪ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর-বর্জ্জিতা ॥ ৫৫ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্র। মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্‌গৃহী ॥ ৫৬ ॥

ঐ গরুড়পুরাণ ও শিবরহস্য।

একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী।
তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা।
উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ ॥ ৫৭ ॥

ঐ সারদাপুরাণ-বচন।

একাদশীমুপবসেদ্দ্বাদশীমথবা পুনঃ।
বিমিশ্রাং বাপি কুর্ব্বীত ন দশম্যা যুতাং ক্বচিৎ ॥ ৫৮ ॥

ঐ সৌরধর্ম্মোত্তর।

ব্রহ্মঘ্নস্য চ যৎ পাপং স্ত্রীবালগুরুঘাতিনঃ।
দশমীশেষসংযুক্তং যঃ করোতি তদাপ্নুয়াৎ॥ ৫৯ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

একাদশ্যাস্তু বিদ্ধায়াং নোপবাসার্চ্চনাদিকং।
দ্বাদশ্যামেব তৎ কুর্য্যাৎ ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণং।
শতযজ্ঞাধিকং পুণ্যং মুক্তিরেব মহাফলং॥ ৬০ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

দ্বয়োর্বিবদতোঃ শ্রুত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
পারণন্তু ত্রয়োদশ্যামেষ শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥ ৬১ ॥

ঐ কূর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

বহুবাক্য-বিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণং॥ ৬২ ॥

ঐ নারদপুরাণ।

বিবাদেষু চ সর্ব্বেষু দ্বাদশ্যাং সমুপোষণং।
পারণং হি ত্রয়োদশ্যামাজ্ঞেয়ং মামকী মুনে!।
হেতুবাদো ন কর্ত্তব্যো হেতুনা পততে নরঃ॥ ৬৩ ॥

ঐ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি
শ্রীভগবদাজ্ঞা-প্রতিপালনে।

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাৎ স বৈ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ॥ ৬৪ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

আদিত্যোদয়-বেলায়া আরভ্য ষষ্টিনাড়িকা।
যা তিথিঃ সা হি শুদ্ধা স্যাৎ সার্ব্বতিথ্যো হ্যয়ং বিধিঃ॥ ৬৫ ॥

নারদপুরাণ।

আদিত্যোদয়বেলায়াং প্রাঙ্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬৬ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন।

অরুণোদয়বেলায়াং যা স্তোকাপি তিথির্ভবেৎ।
পূর্ব্বৈবেত্যবগন্তব্যা প্রভূতা নোদয়ং বিনা ॥ ৬৭ ॥

ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে।
দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ ॥ ৬৮ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

অরুণোদয়বেলায়াং দশমীমিশ্রিতা ভবেৎ।
তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষ্যেদবিচারয়ন্ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

আদিত্যোদয়বেলায়ামারভ্য ষষ্টিনাড়িকা।
সঙ্কীর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা ধর্ম্মফলেপ্সুভিঃ ॥ ৭০ ॥

ঐ গরুড়পুরাণ।

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাং ॥ ৭১ ॥

ঐ ভবিষ্যপুরাণ।

অরুণোদয়বেলায়াং দশমীসংযুতা যদি।
অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥ ৭২ ॥

ঐ কণ্বমুনি।

অরুণোদয়কালে তু বেধং দৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধং।
মদ্দিনং যে প্রকুর্ব্বন্তি যাবদাহূতনারকাঃ ॥ ৭৩ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা।
তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত কৌৎসমুনি-বচন।

ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি-ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ।
বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ ॥ ৭৫ ॥
অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশীতিথিঃ।
অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৭৬ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

যাঁহার পরমপ্রিয় একাদশী ও দ্বাদশী তিথি মানবগণের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন, সেই শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

নিত্য যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণের পূজা-মহোৎসব করিয়া শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষীয় হরিদিনে অর্থাৎ একাদশী ও দ্বাদশীতে ঐ পূজামহোৎসব বিশেষরূপে করিবে। হরিদিনে অর্থাৎ একাদশী ও দ্বাদশীতে ব্রতের নিত্যত্ব প্রযুক্ত ঐ ব্রতাচরণ অবশ্য করিবে। ঐ ব্রত আচরিত হইলে উনি সর্ব্ববিধ পাপনাশ, সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান ও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করেন ॥ ২ ॥

(পরমারাধ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের টীকায় "হরের্দিনে" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা :—

"হরের্দিনমেকাদশী দ্বাদশী চেত্যুপবাসদিনং লক্ষ্যতে তস্মিন্।"
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ১২ বিঃ, ২।

অতএব হরিদিন বা হরিবাসর শব্দে একাদশী ও দ্বাদশী এই দুই উপবাসব্রতকে বুঝায়।)

শ্রীভগবৎপ্রীতিত্ব, বিধিপ্রাপ্তত্ব, ভোজননিষেধ এবং অকরণে মহাপাতকাদিরূপ মহাহানি এই চারি কারণে একাদশীব্রতের নিত্যত্ব ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতে অনাহারে থাকিয়া দ্বাদশীদিনে ভোজন করেন, তাঁহার ঐ ব্রত বিষ্ণুর প্রিয়তম হয় ॥ ৪ ॥

একাদশীতে উপবাস করিবে, কখনও তাহা লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! যাবজ্জীবন একাদশীর উপবাস করিবে ॥ ৬॥

হে বরাননে! পুরাণ সকল বারম্বার বলিতেছেন, হরি-বাসর অর্থাৎ একাদশী উপস্থিত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না ॥ ৭ ॥

মনুষ্য একাদশীতে কদাচ ভোজন করিবে না ॥ ৮ ॥

ভীষণ বিপদে বা মহাহর্ষে কিম্বা জননাশৌচে বা মরণা-শৌচেও কদাচ একাদশীব্রত পরিত্যাগ করিবে না ॥ ৯ ॥

ঋতুমতী হইলেও স্ত্রীজাতি একাদশীতে ভোজন করিবে না ॥ ১০ ॥

বৈষ্ণবই হউন বা শৈবই হউন বা সৌরই হউন, অর্থাৎ যে কোনও উপাসকই হউন, সকলেই এই একাদশী-ব্রত আচরণ করিবেন ॥ ১১ ॥

হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাতক অন্নে অধিষ্ঠিত হয়, সুতরাং হরিবাসরে যে অন্ন ভোজন করে, সে ঐ সমস্ত পাতকই গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ১২ ॥

হে সুন্দরি! হরিবাসরে যখন যজ্ঞীয় হবি বা যবচূর্ণ-প্রস্তুত রোটিকা-বিশেষও অভক্ষ্য, তখন অন্নপাকের কথা আর কি বলিব?॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি হরিবাসরে ভোজন করে, তাহার পৃথিবীর সমুদায় পাপ ভোজন করা হয়॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, তস্কর এবং গুরুপত্নীগামীরও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু একাদশীতে অন্ন-ভোজীর প্রায়শ্চিত্তের কোন ব্যবস্থা নাই॥ ১৫ ॥

বৈষ্ণব যদি ভ্রম বশতঃও একাদশীতে ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণুপূজা বিফল হয় এবং তিনি ঘোর নরকে পতিত হন॥ ১৬ ॥

হরিবাসর উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি "ভোজন কর, ভোজন কর" এই কথা বলে, যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যা কর এই কথা কখনও বলে, যে ব্যক্তি মদ্য পান কর এই কথা বলে, তাহাদের সকলেরই অধোগতি হইয়া থাকে॥১৭॥

হে মুনিবর! মনুষ্য যদি একাদশীতে ও শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিগ্রাসে মলমূত্রময় পাপ ভোজন করা হয়॥ ১৮ ॥

বিধবা স্ত্রীলোক যদি একাদশীতে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় এবং সে প্রত্যহ ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৯ ॥

অনুত্তম একাদশী-ব্রত যথাবিধি গ্রহণ করিয়া যদি কেহ তাহা ভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে রৌরব নরকে গমন করিবে॥ ২০ ॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বিধ বর্ণের, ব্রহ্মচর্য্য-গৃহস্থাদি চতুর্ব্বিধ আশ্রমীর ও স্ত্রীজাতির পক্ষে একাদশীতে উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ২১ ॥

হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণ বিষ্ণুর প্রিয়তম একাদশীব্রত করিলে ঐ ব্রত তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করে॥ ২২ ॥

পুত্র, ভার্য্যা ও স্বজনগণের সহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে॥ ২৩ ॥

(এখানে ২১ ও ২২ দাগের মূল শ্লোকে "স্ত্রীণাঞ্চ" ও "যোষিতাং" শব্দ দ্বারা সধবা ও বিধবা উভয়বিধ স্ত্রীলোককেই বুঝাইতেছে। তদ্ভিন্ন ১৯ দাগের "বিধবা যো" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বিধবাগণের এবং ২৩ দাগের "সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে "সভার্য্যাশ্চ" শব্দ দ্বারা সধবাগণের একাদশীর উপবাস স্পষ্টরূপে বিহিত হইয়াছে। আরও ৪৩ দাগের "অষ্টবর্ষাধিকো" ইত্যাদি শ্লোকে "কুর্য্যান্নরো বা নারী বা" এই বাক্য দ্বারা কি সধবা কি বিধবা সমস্ত নারীগণেরই একাদশীর উপবাস-কর্ত্তব্যতা নিরূপিত হইতেছে। তবে যে মনু

বলিয়াছেন "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং ॥" অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ কোন যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই, এবং বিষ্ণু যে বলিয়াছেন "পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাস-ব্রতঞ্চরেৎ। আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥" অর্থাৎ পতি জীবিত থাকিতে যে নারী উপবাস-ব্রতাচরণ করে, সে পতির আয়ু হরণ করে ও নরকগামিনী হয়, এই সকল নিষেধ-বাক্য যে সমস্ত স্ত্রীগণ স্বামীর বিনানুমতিতে উপবাস করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। তন্নিমিত্ত শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন "কামং ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া ব্রতোপবাসাদীনারভেৎ" অর্থাৎ স্বামীর অনুমতিক্রমে ইচ্ছানুসারে ব্রত ও উপবাসাদি আরম্ভ করিবে। অথবা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই সকল বিধি ও নিষেধবাক্য বৈষ্ণবেতর স্ত্রীগণের বিষয়ে কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রীমাত্রেরই একাদশীর উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য।)

হে রাজেন্দ্র! শতজন্মার্জ্জিত পাপরূপ কাষ্ঠ একাদশী-সমুৎপন্ন বহ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও শত শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল একাদশীর উপবাসের ষোড়শাংশের এক অংশেরও সমান নহে ॥ ২৫ ॥

একাদশীর দিন অন্নাভাবে উপবাসী থাকিলেও উপবাসের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৬ ॥

হে দ্বিজ! এই একাদশীব্রত সর্ব্ববিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ও সংসারত্রাণকারক; ইহার অনুষ্ঠানে মুক্তিলাভ হয় ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা একাদশীতে উপবাস করেন, তিনি যে স্থানে দেবদেব শ্রীহরি অবস্থিত, সেই পরমধামে গমন করেন ॥ ২৮ ॥

আমরা যমের মুখে শুনিয়াছি যে, যদি কোন মনুষ্য কাহারও সঙ্গবশতঃও একটীমাত্র একাদশীর উপবাস করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে যম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না ॥ ২৯ ॥

জগতে একাদশীর তুল্য পুণ্য আর নাই; শঠতা সহকারেও ঐ ব্রত করিলে আর যমালয়ে যাইতে হয় না ॥ ৩০ ॥

হে বিপ্র! যাহাদের পুত্রপৌত্রাদি একাদশী-ব্রতাচরণ করে, আমি (যম) তাহাদের শাসনকর্ত্তা নহি, তাহাদিগকে আমি বিশেষ ভয় করি। একাদশীব্রত-পরায়ণ মহাত্মা বলপূর্ব্বক স্ববংশের শত শত পুরুষকে উদ্ধার করেন ॥ ৩১ ॥

একাদশীর তুল্য পাপমোচনকারী আর কিছুই নাই; একাদশীই স্বর্গ, মোক্ষ, রাজ্য ও পুত্র প্রদান করিয়া থাকেন। হে রাজন। এই একাদশী সুন্দরী স্ত্রী ও শরীরের আরোগ্য প্রদান করেন ॥ ৩২ ॥

হে রাজন্! ছলপূর্ব্বকও একাদশীব্রত করিলে পাপ নাশ হয় এবং অনায়াসে বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

হে সুন্দরি! হরিবাসর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দান, তপ, স্নান বা অন্য কোনরূপ পুণ্য কার্য্য মুক্তির কারণ হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

একাদশীতে উপবাসকারী চণ্ডালও ভাল, তথাপি হরি-বাসরে ভোজনকারী চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও কিছু নয়॥ ৩৫॥

হে বৎস! একাদশীতে উপবাস করিলে যে ফল লাভ হয়, সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ বা কোটী কোটী তীর্থে অবগাহন করিলেও, তাহা হয় না॥ ৩৬॥

সহস্র সহস্র পাপ ও শত শত ব্রহ্মহত্যা করিয়াও যদি কেহ ভক্তিপূর্ব্বক একটীমাত্র একাদশীর উপবাস করে, তাহা হইলে সে পবিত্র হয়॥ ৩৭॥

যে সমস্ত নরপুঙ্গব মনের দ্বারাও একাদশীব্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেও আর দারুণ সংসাররূপ দুঃখসাগর দর্শন করিতে হয় না॥ ৩৮॥

ওঁকার যেমন সকল বেদের আদি বলিয়া পূজ্য, একাদশী-ব্রতও তদ্রূপ সকল ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ ৩৯॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতেই ভোজন করিবে না॥ ৪০॥

যিনি উপবাসের ফল প্রাপ্তির বাসনা করেন, তিনি পূর্ব্বদিনে (দশমীতে) রাত্রিভোজন, পরদিনে (দ্বাদশীতে) রাত্রিভোজন এবং মধ্য দিনে (একাদশীতে) দিবাভোজন ও রাত্রিভোজন এই ভোজন চতুষ্টয় বর্জ্জন করিবেন॥ ৪১॥

(এখানে অসমর্থ পক্ষে 'ভোজন' অর্থে 'অন্ন বা তজ্জাতীয় দ্রব্য ভোজন' বুঝিতে হইবে।)

আট বৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে অশীতি বর্ষ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৮ বৎসর হইতে ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানবই একাদশীতে উপবাস করিবেন ॥ ৪২ ॥

(কিন্তু সমর্থ হইলে যাবজ্জীবনই একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য।)

মহারাজ রুক্মাঙ্গদ ঢক্কাবাদ্য দ্বারা এই ঘোষণা করেন যে, ৮ বৎসরের পর হইতে ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে মনুষ্য আমার রাজ্যে হরিবাসর অর্থাৎ একাদশীব্রতদিনে ভোজন করিবে, সে মহাপাপী বলিয়া আমার বধ্য হইবে, অথবা বধের অযোগ্য হইলে, সে চিরকালের নিমিত্ত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে। এই কারণে হে বিপ্র! স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে ॥ ৪৩ ॥

শরীরের অসামর্থ্য অবস্থায় একাদশীব্রত উপস্থিত হইলে, পত্নী বা বিনয়ী পুত্র বা ভ্রাতা বা ভগিনী দ্বারা ব্রত করাইবে, তাহা হইলে ব্রতলোপ হইবে না ॥ ৪৪ ॥

যাঁহার উদ্দেশে একাদশীব্রত করা হয়, তিনি ব্রতের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন এবং উপবাসকারী ব্যক্তিও তাহার দশগুণ ফল লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৫ ॥

ভার্য্যাদি প্রতিনিধির অভাবে উপবাসাশক্ত বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি কেবল দিবাভাগে দ্বিপ্রহরের পর একবারমাত্র ভোজনরূপ ব্রত, বা রাত্রিতে একবারমাত্র ভোজনরূপ ব্রত, কিম্বা দুগ্ধ ও ফলমূল সেবনপূর্ব্বক দিন

যাপন করিবেন, তথাপি কদাচ একাদশীব্রত রহিত করিবেন না॥ ৪৬॥

বৌধায়ন মুনি বলেন, যাঁহার বয়স অশীতি বর্ষের অধিক হইয়াছে, তিনি অশক্ত হইলে, ভার্য্যাদি প্রতিনিধির অভাবে, একবারমাত্র ভোজনরূপ ব্রতাচরণ করিবেন॥ ৪৭॥

যাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত, যাঁহারা পিত্তাধিক-ধাতুবিশিষ্ট এবং যাঁহাদের বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষের (মূলশ্লোকের ত্রিংশদ্বর্ষের অর্থ এই যে, গৃহস্থাশ্রমবাসের উপযুক্ত বয়ঃক্রম যে পঞ্চাশৎ বর্ষ তাহার পর ত্রিংশদ্বর্ষ, সুতরাং অশীতি বর্ষ) অধিক হইয়াছে, তাঁহারা উপবাসে অশক্ত হইলে, ভার্য্যাদি প্রতিনিধির অভাবে, রাত্র্যাদিতে ভোজনের কল্পনা করিবেন॥ ৪৮॥

উপবাসাসমর্থ ব্যক্তি ভার্য্যাদি প্রতিনিধির অভাবে একাদশীতে প্রভু বিষ্ণুর পূজা করতঃ উপবাস বা নক্তব্রত (রাত্রিতে ভোজনরূপ ব্রত) বা অযাচিত-ব্রত বা একভক্ত-ব্রত দ্বারা দিন যাপন করিবেন, কদাচ দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবেন না। হে বৎস! এই সকল নিয়মের কোন একটী নিয়ম অবলম্বন করিলে কদাচ ক্লেশ পাইতে হয় না॥ ৪৯॥

দিবসের অর্দ্ধাংশ সময় অতীত হইলে নিয়মপূর্ব্বক যাহা ভোজন করা যায়, তাহার নাম একভক্ত; যত্নপূর্ব্বক ঐ একভক্ত-ব্রতের আচরণ করা কর্ত্তব্য॥ ৫০॥

নক্তব্রতে অর্থাৎ কেবল রাত্রিতে একবারমাত্র ভোজনরূপ ব্রতে হবিষ্যান্ন, অন্ন ভিন্ন অন্য দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত,

পঞ্চগব্য কিম্বা বায়ু এই সকল বস্তু উত্তরোত্তর অধিকতর প্রশস্ত ॥ ৫১ ॥

জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণ-কামনা, গুরুবাক্য ও ঔষধ এই আটটি ব্রত নষ্ট করে না ॥ ৫২ ॥

(কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই যে, শয়নৈকাদশী, পার্শ্বৈকাদশী ও উত্থানৈকাদশীতে জল পর্য্যন্তও পান করিতে নাই।)

শ্রীভগবান্ বলেন, আমার শয়নে, উত্থানে এবং পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ শয়নৈকাদশী, উত্থানৈকাদশী ও পার্শ্বৈকা-দশীতে যে ব্যক্তি ফল, মূল বা জলও আহার করে, সে আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে ॥ ৫৩ ॥

একাদশী দ্বিবিধঃ—সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা। বিদ্ধাও আবার নানাবিধ, তন্মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৪ ॥

প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি সকল যদি সূর্য্যের এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণা বলে। কিন্তু একাদশী সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে; একাদশী যদি সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত (চারি দণ্ড) পূর্ব্বে অর্থাৎ অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে, তবে তাহাকে সম্পূর্ণা বলে; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একাদশী দুই মুহূর্ত্তের কম থাকিলে, উহা অরুণোদয়বিদ্ধা হইল। এখানে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-টীকাকার মূল শ্লোকের "হরিবাসর-বর্জ্জিতা" পদের এইরূপ অর্থ

করিয়াছেন, যথা :—"হরিবাসরঃ একাদশী তদ্বর্জ্জিতা স চ নৈতাদৃশঃ কিন্তু উদয়াৎ পূর্ব্বং মুহূর্ত্তদ্বয়ং যত্‌স্যাসৌ ভবতি তদৈব সম্পূর্ণঃ স্যাদিত্যর্থঃ" ॥ ৫৫ ॥

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি একাদশী দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ৪ দণ্ড থাকে, তাহা হইলে ঐ একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা যায়। গৃহস্থ ব্যক্তি ঐ একাদশীতে উপবাস করিবেন। এখানে তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একাদশী দুই মুহূর্ত্তের কম থাকিলে অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা হইল; তাহা হইলে ঐ অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্যা ॥ ৫৬ ॥

একাদশী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবস্যা ও অষ্টমী এই সকল তিথি পরবিদ্ধা হইলে উপবাসযোগ্যা, কিন্তু পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে উপবাসযোগ্যা নহে ॥ ৫৭ ॥

একাদশী কিম্বা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে অথবা একাদশীযুক্তা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, কিন্তু দশমীযুক্তা একাদশীতে কদাচ উপবাস করিবে না ॥ ৫৮ ॥

দশমীর শেষসংযুক্তা একাদশীতে ব্রত করিলে, ব্রহ্মহত্যাকারীর এবং স্ত্রী, বালক ও গুরুহত্যাকারীর পাতকে পাতকী হইতে হয় ॥ ৫৯ ॥

একাদশী বিদ্ধা হইলে, তাহাতে উপবাস ও পূজাদি করিবে না; ঐ সমস্ত দ্বাদশীতে করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে, তাহা হইলে শত যজ্ঞাধিক পুণ্য ও মুক্তিরূপ মহাফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

যে স্থলে বাদিদ্বয়ের পরস্পর বিবাদ হইতেছে, কিন্তু কুতর্ক-বশতঃ নিশ্চিত মীমাংসা কিছুই হইতেছে না, সে স্থলে বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে॥ ৬১॥

যে স্থলে বহু বাক্যের বিরোধ হেতু সন্দেহ জন্মে, সে স্থলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে॥ ৬২॥

হে মুনে! যত যত বিবাদ উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়ে আমার (শ্রীভগবানের) এই আজ্ঞা যে, দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে, ইহাতে হেতুবাদ করিবে না, হেতুবাদ করিলে মানুষ নরকে পতিত হইবে॥ ৬৩॥

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ড কালকে অরুণোদয় কহে; ঐ কালে স্নান প্রশস্ত; উহা পুণ্যতম কাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ৬৪॥

সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া যে তিথি ষষ্টিদণ্ড-ব্যাপিনী হয় অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করে, তাহাই শুদ্ধা বা সম্পূর্ণা; এই বিধি সর্ব্ব-তিথি-বিষয়ক॥ ৬৫॥

(কিন্তু একাদশী সম্বন্ধে বিধি অন্যরূপ; তাহা পূর্ব্বে ৫৫ দাগে বলা হইয়াছে এবং নিম্নে ৬৬ দাগে বিবৃত হইতেছে।)

একাদশী তিথি সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত (চারি দণ্ড) পূর্ব্বে অর্থাৎ অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরদিন সূর্য্যোদয়

পর্য্যন্ত থাকিলে, ঐ একাদশীকে সম্পূর্ণা বলে; তাহা না হইলে অর্থাৎ একাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্তের কমে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা বিদ্ধা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়॥ ৬৬॥

আর এক প্রকার সম্পূর্ণা একাদশী হইতেছে এইরূপ, যথা :—

অরুণোদয়বেলাতে অল্পমাত্রও যে একাদশী থাকে, তাহাকে পূর্ণা জানিবে, সম্পূর্ণা নহে, কেননা অরুণোদয় স্পর্শ ব্যতিরেকে একাদশী সম্পূর্ণা হয় না॥ ৬৭॥

(এখানে উপরোক্ত 'পূর্ণা' অর্থে বিদ্ধাই বুঝিতে হইবে, যেহেতু অরুণোদয়বেলাতে অল্পমাত্রও যে একাদশী থাকে, তাহা সম্পূর্ণা হইল না, সুতরাং বিদ্ধাই হইল; একাদশী সম্পূর্ণা হইতে হইলে অরুণোদয় স্পর্শ করা চাইই। এস্থলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় বলিতেছেন :—

"তিথিরেকাদশী। অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা। একমরুণোদয়মারভ্যান্যারুণোদয়ং যাবদ্ব্যাপিন্যেব সতী সম্পূর্ণা স্যাদিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ অরুণোদয় স্পর্শ ব্যতিরেকে একাদশী সম্পূর্ণা হয় না; এক অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য অরুণোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হইলে সম্পূর্ণা হয়।)

অতএব সকলেই অরুণোদয় সময়ে দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ কদাচ অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবেন না॥ ৬৮॥

অরুণোদয়কালে একাদশী যদি দশমীমিশ্রিতা হয়, তবে তাহা অর্থাৎ সেই অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া

শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, এ বিষয়ে কোন বিচার করিতে হইবে না ॥ ৬৯ ॥

সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া যে একাদশী ষষ্টিদণ্ড পর্য্যন্ত থাকে, তাহার নাম সঙ্কীর্ণা একাদশী; ধর্ম্মফলা-কাঙ্ক্ষিগণ উহা পরিত্যাগ করিবেন, কেননা ঐ একাদশী সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্বে অর্থাৎ অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত না হওয়ায়, উহা অরুণোদয়বিদ্ধা হইল ॥ ৭০ ॥

অরুণোদয়কালে দশমী দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ একাদশী অরুণোদয়বিদ্ধা হইলে, তাহাতে উপবাস করা উপবাসিগণের পক্ষে কেবল পাপের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

অরুণোদয়কালে একাদশী যদি দশমী-সংযুক্তা হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে ॥ ৭২ ॥

শ্রীভগবান্ বলেন, অরুণোদয়কালে চারি প্রকার বেধ জ্ঞাত হইয়াও যাহারা উহা আমার দিন অর্থাৎ একাদশী বলিয়া উপবাস করে, তাহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকবাসী হইবে। (চারি প্রকার অরুণোদয়-বেধ যথা:—বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ। অরুণোদয়ের প্রথম অর্দ্ধ দণ্ড দশমী থাকিলে তাহাকে বেধ এবং প্রথম দুই দণ্ড দশমী থাকিলে তাহাকে অতিবেধ বলে; সূর্য্য দেখা যাইতেছে না যাইতেছে এরূপ সময় পর্য্যন্ত দশমী থাকিলে তাহাকে

মহাবেধ এবং সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দশমী থাকিলে তাহাকে যোগ বলে) ॥ ৭৩ ॥

কোন স্ত্রী অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করায় তাহার একশত পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল ; অতএব অরুণোদয়-বিদ্ধায় উপবাস করিবে না ॥ ৭৪ ॥

বৈষ্ণবগণ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য সমস্ত ব্রতও এইরূপ বিদ্ধ দিনে করিবেন না, করিলে উপরোক্ত দোষ সমূহ উপস্থিত হইবে ॥ ৭৫ ॥

(এখানে বিদ্ধ অর্থে অরুণোদয়বিদ্ধ নহে, কিন্তু সূর্য্যোদয়বিদ্ধ বুঝিতে হইবে, যেহেতু একাদশী ভিন্ন জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য কোনও ব্রতে অরুণোদয়বেধ গ্রাহ্য নহে, যথা :—

আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য ষষ্টিনাড়িকা।
যা তিথি সা হি শুদ্ধা স্যাৎ সার্ব্বতিথ্যো হ্যয়ং বিধিঃ ॥

নারদপুরাণ।

অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ দণ্ড কাল ব্যাপিয়া থাকিলে, সেই তিথিকে সম্পূর্ণা বলা যায়। সমস্ত তিথি সম্বন্ধেই এই বিধি। কিন্তু

আদিত্যোদয়বেলায়া প্রাঙ্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥

নারদপুরাণ।

অর্থাৎ একাদশী তিথি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত (চারি দণ্ড) থাকিলে অর্থাৎ অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ একাদশীকে সম্পূর্ণা বলে ;

তাহা না হইলে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একাদশী দুই মুহূর্ত্তের ন্যূন থাকিলে, তাহা বিদ্ধা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। [ইহারই নাম অরুণোদয়বিদ্ধা।]

অপিচ

প্রতিপৎ-প্রভৃতয়াঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর-বর্জ্জিতা॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি সকল যদি সূর্য্যের এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য উদয় পর্য্যন্ত ভোগ করে, তাহা হইলে সেই সকল তিথিকে সম্পূর্ণা বলা যায়, কিন্তু একাদশীর সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে—একাদশী যদি সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অর্থাৎ অরুণোদয়কালে প্রবৃত্ত হইয়া পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণা বলে; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একাদশী দুই মুহূর্ত্তের কম থাকিলে, ঐ একাদশী সম্পূর্ণা নহে, উহা অরুণোদয়বিদ্ধা হইয়া যায়।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচন সমূহ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অরুণোদয়বেধ কেবল একাদশী সম্বন্ধেই গ্রাহ্য, অন্য কোনও তিথি সম্বন্ধে গ্রাহ্য নহে। তন্নিমিত্ত পরমারাধ্যপাদ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন :—

অরুণোদয়-বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ।
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়-বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥

শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলী।

অর্থাৎ একমাত্র একাদশী ভিন্ন জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য কোনও ব্রত অরুণোদয়বিদ্ধ হইলে ত্যাজ্য নহে, সূর্য্যোদয়-বিদ্ধ হইলে ত্যাজ্য।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা সঙ্গত নহে।)

অতঃপর, মহাদ্বাদশী প্রাপ্ত হইলে যে শুদ্ধা একাদশীও পরিত্যাগ করিয়া সেই মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হয়, তদ্বিষয়ে লিখিতেছেন, যথা :—

সম্পূর্ণা একাদশী বেধবিহীনা হইয়াও যদি সম্মুখে বৃদ্ধিগামিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন। (বিশেষ ব্যাখ্যা নিম্নে "অষ্ট মহাদ্বাদশী" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য) ॥ ৭৬ ॥

(উপরোক্ত অবস্থা ঘটিলেই মহাদ্বাদশী হইল। ইহার বিশেষ বিবরণ নিম্নে "অষ্ট মহাদ্বাদশী" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

অষ্ট মহাদ্বাদশী।

অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশীতিথিঃ।
অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
বৈষ্ণবী চ ত্রয়োদশ্যাং ঘটিকৈকাপি দৃশ্যতে।
গৃহস্থোঽপি পরং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বং নোপবসেত্তদা ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত গরুড়পুরাণ-বচন।

উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী॥
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজাঃ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরাস্তথা।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ॥ ৩॥
অথেতি মহতা পুণ্যপ্রসারেণ হরের্দিনং।
শুক্লপক্ষে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! বিশেষ-ব্রত-সংযুতং॥ ৪॥
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণ-বিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরা কৃতং॥ ৫॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন।

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহূত-সংপ্লবং॥ ৬॥
ঐ পদ্ম ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

অথ ঋক্ষ-প্রযুক্তানাং ব্রত-কর্ত্তব্যতা যথা।
জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে॥ ৭॥
ভান্বর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যূনানি বা সন্ত ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী।
কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণযোগ্যতা।
শ্রবণা-ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমনপর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণং।
শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততং।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ॥ ৮॥

বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণস্ততঃ।
ভান্তে স্যাচ্চেত্তিথির্ন্যূনা তিথিমধ্যে তু পারণং।
দ্বাদশ্যনমুবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ।
তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে ॥ ৯ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

অরুণোদয়-প্রবৃত্তা সম্পূর্ণা একাদশী বেধবিহীনা হইয়াও যদি সম্মুখে বৃদ্ধিগামিনী হয় অর্থাৎ কখনও বা একাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া (ঘাটিয়া গিয়া) দ্বাদশী দিনে যায়, কখনও বা দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে যায়, এবং কখনও যদি সম্মুখস্থ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিপৎ দিনে গমন করে, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণ তাদৃশী শুদ্ধা একাদশীও পরিত্যাগ করিয়া পরদিন দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন। (এরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহা মহাদ্বাদশী হইল) ॥ ১ ॥

অরুণোদয়-প্রবৃত্তা সম্পূর্ণা একাদশী যদি পরদিবস সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিয়াও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রভাতেও রহিয়াছে দেখা যায়, আর দ্বাদশীও যদি ত্রয়োদশী দিনে একদণ্ডকালও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্যান্য আশ্রমিগণ ত দ্বাদশীতে উপবাস করিবেনই, পরন্তু গৃহস্থগণও ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করিবেন পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস করিবেন না। (ইহা মহাদ্বাদশী হইল) ॥ ২ ॥

(এখানে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের টীকায় বলিতেছেন :—সম্পূর্ণা অরুণোদয়মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং যাবৎ ব্যাপ্তেত্যর্থঃ। পুনরপি তৎপরদিনে প্রভাতে সা একাদশী ভবতি বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ অর্থাৎ একাদশী অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলে তাহা সম্পূর্ণা হইল। ঐ সম্পূর্ণা একাদশী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রভাতেও থাকে।)

(মূল শ্লোকে 'গৃহস্থোঽপি' এই বাক্যের 'অপি' শব্দ দ্বারা ত্রিকাণ্ড-মণ্ডল-গ্রন্থোক্ত

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
উত্তরাস্তু যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী॥

এই বচনানুসারে অথবা অন্য শাস্ত্রগ্রন্থোক্ত

একাদশী প্রবৃদ্ধা চেচ্ছুক্লে কৃষ্ণে বিশেষতঃ।
তত্রোত্তরং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী॥

ইত্যাদি বচনানুসারে গৃহস্থগণের পূর্ব্বদিনে উপবাসের যে বিধি রহিয়াছে, তাহার নিরাকরণ হইতেছে। সুতরাং ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, মহাদ্বাদশী প্রাপ্ত হইলে গৃহস্থগণও শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া মহাদ্বাদশীতে উপবাস করিবেন।

আর মূল শ্লোকে বলিয়াছেন "সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যদি পরদিন দ্বাদশীতে দৃষ্ট হয় এবং দ্বাদশীও যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরদিন ত্রয়োদশীতে এক দণ্ডকালও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে", পরন্তু দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলেও যে মহাদ্বাদশী হইবে এবং তাহাতেই যে উপবাস করিতে হইবে, তাহা ১৮৮২ পৃষ্ঠায় "উন্মীলনী" প্রবন্ধে

স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাৎপর্য্য এই যে, সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরদিন দ্বাদশীতে গেলেই, পরদিন মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে, তা দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক আর নাই হউক।)

উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই অষ্ট মহাদ্বাদশী মহাপুণ্যস্বরূপিণী এবং নিখিল-পাতকহারিণী। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটী তিথিযোগে ও অপর চারিটী নক্ষত্রযোগে হইয়া থাকে এবং ইহারা বলপূর্ব্বক পাপ নাশ করে॥ ৩॥

হে ভৃগুবর! উন্মীলনী প্রভৃতি অষ্ট মহাদ্বাদশী অতিশয় পুণ্যবৃদ্ধিকারিণী; বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে ব্রত হইলে আরও পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন॥ ৪॥

ঋষিগণ পুরাণে যে অষ্ট মহাদ্বাদশীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যদি কেহ একটীও পরিত্যাগ করে, তবে তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য ধ্বংস হয়॥ ৫॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সংসারের মধ্যে যাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশীর ব্রত না করে, তাহাদিগকে আমার আজ্ঞায় মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যমলোকে বাস করিতে হইবে॥ ৬॥

নক্ষত্রযোগ-সম্ভূতা জয়া প্রভৃতি চারিটি মহাদ্বাদশীর ব্রত-কর্ত্তব্যতা স্পষ্টরূপে লিখিত হইতেছে॥ ৭॥

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা এই চারিটি নক্ষত্র সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া ষষ্টি দণ্ডের অধিক বা সমান বা ন্যূন কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটি নক্ষত্রের যোগে দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হইবে। কিম্বা ঐ নক্ষত্রগুলি যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ অরুণোদয়ে বা তৎপূর্ব্বেও প্রবৃত্ত হইয়া ষষ্টি দণ্ডের অধিক বা ষষ্টি দণ্ড কাল ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ দিবস ব্রত হইবে ; কিন্তু ষষ্টি দণ্ডের ন্যূন হইলে ব্রত হইবে না।

(মতান্তরে ব্যাখ্যা এইরূপ :—শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা এই চারিটী নক্ষত্র সূর্য্যোদয় আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্ত হয় এবং দ্বাদশী তিথি অপেক্ষা অধিক বা তাহার সমান কিম্বা ন্যূন হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটি নক্ষত্র-যোগে দ্বাদশীতে ব্রত হইবে। কিম্বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়কালে বা তাহারও পূর্ব্বে পুনর্ব্বসু প্রভৃতি চারিটী নক্ষত্র প্রবৃত্ত হইয়া দ্বাদশী তিথি অপেক্ষা অধিক বা তাহার সমান হইলে ঐ দ্বাদশী ব্রতাচরণের যোগ্যা হয়।

আর এক মতে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, দিনমান অপেক্ষা অধিক বা তাহার সমান কিম্বা ন্যূন হইলে ইত্যাদি।)

পুনর্ব্বসু, রোহিণী ও পুষ্যা এই তিনটী নক্ষত্রযোগে মহা-দ্বাদশীর ব্রতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা আবশ্যক অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী শেষ হইয়া গেলে ব্রত হইবে না। কিন্তু শ্রবণা-নক্ষত্র-যোগে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেও দ্বাদশী সমাপ্ত হইলে ব্রত হইবে ॥ ৮ ॥

জয়াদি চারিটি মহাদ্বাদশীর পারণকাল নির্ণীত হইতেছে। যদি নক্ষত্র ও তিথি বৃদ্ধি পাইয়া পারণদিনে কিঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্রের শেষে পারণ করিবে এবং নক্ষত্রের আধিক্য হইলে তিথির মধ্যে পারণ করিবে। কিন্তু পারণদিনে যদি দ্বাদশী না থাকে এবং রোহিণী ও শ্রবণা নক্ষত্র বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নক্ষত্রের মধ্যে পারণ করিবে; পুনর্ব্বসু ও পুষ্যার বৃদ্ধি হইলে, তাহাদের অন্তে পারণ করিবে ॥ ৯ ॥

১। উন্মীলনী।

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
অত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া তু পুত্রপৌত্র-বিবর্দ্ধিনী ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শ্রীনারোদোক্তি।

দ্বাদশীমিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ।
দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিগুতে যদি বা ন বা ॥ ২ ॥
একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা ॥ ৩ ॥

ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
কোট্যংশে নৈব তুল্যানি মথা বেদাস্তপাংসি চ ॥ ৪ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥ ৫ ॥
একাদশী-কলাপ্যেকা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥ ৬ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

একাদশীকলাযুক্তা উপোষ্যা দ্বাদশী নরৈঃ।
ত্রয়োদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ৭ ॥

ঐ বৌধায়নস্মৃতি।

অরুণোদয়-প্রবৃত্তা সম্পূর্ণা একাদশী যদি পরদিন প্রাতঃকালেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পর দিন অর্থাৎ দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রত পুত্রপৌত্র বৃদ্ধি করে ॥ ১ ॥

(এখানে 'পুত্রপৌত্র বৃদ্ধি করে' এই বাক্যের দ্বারা প্রকারান্তরে ইহাই স্পষ্ট বলা হইল যে, এরূপ স্থলে গৃহস্থগণ দ্বাদশীতেই উপবাস করিবেন; অন্য আশ্রমিগণও যে করিবেন তাহা ত পূর্ব্বেই ১৮৭৬ পৃষ্ঠায় "অষ্ট মহাদ্বাদশী" প্রবন্ধের ২ দাগের শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে; ঐ শ্লোকের বঙ্গানুবাদের নিম্নে টিপ্পনী দেখুন।)

ত্রয়োদশীদিনে দ্বাদশী থাকুক বা নাই থাকুক, সকল ব্রতেই দ্বাদশী-মিশ্রিতা একাদশী গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

সম্পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয়বেধশূন্যা একাদশী যদি পরদিন দ্বাদশীতেও গমন করে, কিন্তু যদি দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশী উন্মীলনী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

ত্রৈলোক্যে যত তীর্থ, যত পুণ্যাশ্রম, যত যজ্ঞ ও যত তপস্যা আছে, তৎসমুদায় উন্মীলনীব্রতের কোট্যংশের একাংশেরও তুল্য নহে ॥ ৪ ॥

সম্পূর্ণা একাদশী যদি পুনরায় প্রাতঃকালেও থাকে, তবে পরদিন ব্রত করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। ইহাতে ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

সম্পূর্ণা একাদশী যদি দ্বাদশীর দিন কলামাত্রও থাকে এবং ত্রয়োদশীতে দ্বাদশী না থাকে, তাহা হইলে সেই উন্মীলনী দ্বাদশীর ব্রতে শত যজ্ঞের ফল হয়। এই ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

মানবগণ কলামাত্র একাদশীযুক্ত দ্বাদশীতে অর্থাৎ সম্পূর্ণা একাদশীর বৃদ্ধি-সংযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে ভোজন করিলে শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হন ॥ ৭ ॥

২। বঞ্জুলী।

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশী চ যদা ভবেৎ।
ত্রয়োদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধং বঞ্জুলী সা হরিপ্রিয়া।
শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে যদা ভবতি বঞ্জুলী।
একাদশীদিনে ভুক্ত্বা দ্বাদশ্যাং কারয়েদ্ব্রতং।
পারণং দ্বাদশীমধ্যে ত্রয়োদশ্যাং ন কারয়েৎ।
এবং কৃতে মহীপাল! যজ্ঞাযুত-ফলং লভেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অধমর্ণত্বয়া কামাল্লোভাদ্দম্ভাদপি দ্বিজ ।।
হন্তি ত্রিপুরুষং পাপং বঞ্জুলী পুরুষৈঃ কৃতা ॥ ২ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধতে ন চৈবৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ! কথিতা পাপনাশিনী ॥ ৩ ॥
ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ ॥ ৪ ॥
ঐ স্কন্দপুরাণ।

উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যামেব পারণং।
নির্গতায়াং ত্রয়োদশ্যাং কলা চ বিকলাপি বা।
বিকলায়ান্তু দ্বাদশ্যাং পারণং যঃ করোতি হি।
তামুপোষ্য মহীপাল! ন গর্ভে বিশতে নরঃ ॥ ৫ ॥
ঐ ভবিষ্যপুরাণ।

সম্পূর্ণৈকাদশী ত্যাজ্যা পরতো দ্বাদশী যদি।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যামেব পারণং।
ন গর্ভে বিশতে জন্তুরিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৬ ॥
ঐ ভাগবতাদিতন্ত্র।

একাদশী সম্পূর্ণা হইলে এবং তৎপরদিবস দ্বাদশীও সম্পূর্ণা হইয়া ত্রয়োদশীদিনে কিঞ্চিৎ থাকিলে, তাহাকে বঞ্জুলী বলে। এই বঞ্জুলী শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। শুক্লপক্ষে হউক বা কৃষ্ণপক্ষে হউক, যখনই বঞ্জুলী হইবে, তখনই একাদশীতে

ভোজন করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবে ; কিন্তু বঞ্জুলীব্রতে দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে না। হে মহীপাল! এইরূপে ব্রত করিলে দশসহস্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ১॥

হে দ্বিজ! ঋণের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা কাম, লোভ বা দম্ভ বশতঃও যদি কোন ব্যক্তি বঞ্জুলী ব্রত করে, তাহা হইলে তাহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেরই পাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়॥২॥

হে ভৃগুবর! একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী বলে। বঞ্জুলী নিখিল পাতক বিনাশ করে॥ ৩॥

অরুণোদয়-প্রবৃত্তা সম্পূর্ণা একাদশী হইলে এবং দ্বাদশীও সম্পূর্ণা হইয়া ত্রয়োদশীতে কিঞ্চিৎ থাকিলে, শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে॥ ৪॥

শুদ্ধা অর্থাৎ একাদশীস্পর্শশূন্যা দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতে পারণ করিবে। ত্রয়োদশীতে দ্বাদশীর কলামাত্র থাকুক বা না থাকুক, বিকলা দ্বাদশীতে (দ্বাদশীর কলামাত্রশূন্য ত্রয়োদশীদিনে) পারণ করিবে অর্থাৎ ত্রয়োদশীদিনে দ্বাদশীর কলামাত্র থাকিলে, সেই দ্বাদশীতেই পারণ করিবে এবং কলামাত্র না থাকিলে শুদ্ধা ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। হে রাজন্! যে নর এই দ্বাদশীতে উপবাস করে, তাহাকে আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না॥ ৫॥

ত্রয়োদশীদিনে যদি দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণা একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতেই পারণ করিবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, এই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে জীব আর জননী-জঠরে প্রবেশ করে না অর্থাৎ তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৬ ॥

৩। ত্রিস্পৃশা।

অরুণোদয় আদ্যা স্যাদ্দ্বাদশী সকলং দিনং।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাতস্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন।

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিস্পৃশা নাম সা প্রোক্তা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ২ ॥

ঐ নারদপুরাণ।

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিভির্মিশ্রা তিথিঃ প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা স্মৃতা।
উপবাসঃ কৃতস্তস্যাং সদা পাতক-নাশনঃ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥ ৩ ॥

ঐ কূর্ম্মপুরাণ।

ত্রিস্পৃশৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তামেবোপবসেৎ কামী অকামো বিষ্ণু-তৎপরঃ ॥ ৪ ॥

ত্রিস্পৃশাং দ্বাদশীং প্রাপ্য কুরুতে পূর্ব্ব-বাসরং।
তেনাত্মনস্তু কল্যাণং দগ্ধং পাপাগ্নিনা দৃঢ়ং ॥ ৫ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত দ্বারকামাহাত্ম্য-বচন।

অরুণোদয়ে একাদশী, পরে সমস্ত দিবারাত্র দ্বাদশী ও শেষে প্রাতে ত্রয়োদশী হইলে, উহাকে ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী বলে। উহা হরির অতিশয় প্রিয় ॥ ১ ॥

যে দিবস একাদশী, দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হয়, তাহাকে ত্রিস্পৃশা বলে। এই ত্রিস্পৃশায় ব্রত করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

যে দিবস একাদশী, দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী এই তিন তিথি মিলিত হয়, তাহা সর্ব্বপাপ-নাশিনী। তাহাতে উপবাস করিলে সর্ব্বদা পাতক বিনষ্ট হয় ও শত যজ্ঞের পুণ্য হইয়া থাকে। এই ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ বিহিত ॥ ৩ ॥

যে স্থানে ত্রিস্পৃশা একাদশী অর্থাৎ ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর উপবাস, সেই স্থানে শ্রীহরি অবস্থিতি করেন। কি ধন-পুত্রকামী, কি মুমুক্ষু, কি বৈষ্ণব—সকলেই ইহাতে উপবাস করিবেন ॥ ৪ ॥

ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী প্রাপ্ত হইয়া তৎপূর্ব্বদিন অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস করিলে, স্বীয় দৃঢ় কল্যাণরাশি পাপানলে ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৫ ॥

৪। পক্ষবর্দ্ধনী।

কুহুরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন।

অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদা।
ভূত্বা চ ষষ্টিদণ্ডিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে।
অশ্বমেধাযুতৈস্তুল্যা সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধনী ॥ ২ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বাটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধনী বলে; একাদশী পরিত্যাগ করিয়া ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে ॥ ১ ॥

অমাবস্যা বা পূর্ণিমা যদি ষষ্টিদণ্ড-ব্যাপিনী হইয়া সম্পূর্ণা দৃষ্ট হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপৎ দিনেও কিঞ্চিৎ থাকে, তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধনী বলে। পক্ষবর্দ্ধনী দ্বাদশী দশসহস্র অশ্বমেধের তুল্য ॥ ২ ॥

৫। জয়া।

দ্বাদশ্যাস্তু সিতে পক্ষে নক্ষত্রং যদি পুনর্ব্বসুঃ।
নাম্না সা তু জয়াখ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ

তামুপোষ্য নরো ঘোরে নরকে নৈব মজ্জতি।
অগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোত্যসংশয়ং॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ব্রহ্মপুরাণ-বচন।

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে জয়া বলে। এই জয়া সকল তিথির শ্রেষ্ঠ; ইহাতে উপবাস করিলে মানব আর নরকে পতিত হয় না এবং নিশ্চয়ই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল লাভ করে।

৬। বিজয়া।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা।
হোমস্তত্রোপবাসশ্চ সহস্রগুণিতো ভবেৎ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই মহাপুণ্যস্বরূপা দ্বাদশী বিজয়া নামে অভিহিত হয়। ইহাতে হোম ও উপবাস করিলে সহস্রগুণ ফল লাভ হয়।

৭। জয়ন্তী।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপ-হরা তিথিঃ॥ ১॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ব্রহ্মপুরাণ-বচন।

সর্ব্বপাপ-প্রশমনং সর্ব্ব-পুণ্যফল-প্রদং।
দ্বাদশ্যাং রোহিণীযোগে জয়ন্তীনাম-সুব্রতং॥ ২ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

শুক্লা দ্বাদশীতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে, তাহাকে জয়ন্তী বলে। ইহা সর্ব্ব পাপ হরণ করে॥ ১ ॥

দ্বাদশীতে রোহিণীযোগে জয়ন্তী নামে যে উৎকৃষ্ট ব্রত, সেই ব্রত করিলে সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয় এবং সমস্ত পুণ্য কার্য্যের ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ২ ॥

৮। পাপনাশিনী।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী।
বাচিকান্মানসাৎ পাপাৎ কায়িকাচ্চ বিশেষতঃ।
সপ্তজন্ম-কৃতাদ্ঘোরান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
ইমামেকামুপোষ্যৈব পুষ্যানক্ষত্র-সংযুতাং।
একাদশী-সহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ব্রহ্মপুরাণ-বচন।

শুক্লা দ্বাদশীতে কখনও পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলে, ঐ মহাপুণ্যময়ী তিথিকে পাপনাশিনী বলে। পুষ্যানক্ষত্র-যুক্তা এই দ্বাদশীর উপবাস করিলে মানব সপ্তজন্মার্জ্জিত বাচিক,

মানসিক ও বিশেষতঃ কায়িক ঘোর পাপসমূহ হইতে মুক্ত হয় এবং সহস্র একাদশীর ফল প্রাপ্ত হয়।

ভৈমী একাদশী।

যষ্টষ্টমী-চতুর্দ্দশ্যোর্দ্বাদশীষ্বথ ভারত।।
অন্যেষপি দিনর্ক্ষেষু ন শক্তস্ত্বমুপোষিতুং।
ততঃ পুণ্যামিমাং ভীমতিথিং পাপ-প্রণাশিনীং।
উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছ বিষ্ণোঃ পরং পদং॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত মৎস্যপুরাণ-বচন।

হে বৃকোদর! অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী এবং অন্যান্য দিনে ও নক্ষত্রাদিতে উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে, পাতকহারিণী, পুণ্যস্বরূপা ভীমতিথিতে অর্থাৎ মাঘী শুক্লা একাদশীতে বিধানানুসারে উপবাস করিয়া শ্রীহরির পরম পদে গমন কর।

গোবিন্দ দ্বাদশী।

ফাল্গুনামলপক্ষে তু পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি।
গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম মহাপাতক-নাশিনী।
তস্যামুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণ-কল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তি-দুর্লভাং॥ ১॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ব্রহ্মপুরাণ-বচন।

আমর্দ্দকী দ্বাদশীতি লোকে খ্যাতেয়মেব হি।
যোগাভাবেঽত্র তন্নাম্নী তদীয়ৈকাদশী মতা ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যাযুক্তা হইলে তাহাকে গোবিন্দ-দ্বাদশী বলে; উহা মহাপাপ-নাশিনী। বিধিপূর্ব্বক গোবিন্দ-দ্বাদশীতে উপবাস করিলে পাপ নাশ হয় এবং আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না॥ ১ ॥

ইহাকে লোকে আমর্দ্দকী দ্বাদশীও বলিয়া থাকে। যোগের অভাব হইলে, একাদশীতে উপবাস করিতে হয় এবং উহাকে আমর্দ্দকী একাদশী কহে ॥ ২ ॥

নির্জ্জলৈকাদশী।

পিতামহ! হ্যশক্তোঽহমুপবাসে করোমি কিং।
অতো বহুফলং ব্রূহি ব্রতমেকমপি প্রভো ৷॥ ১ ॥
বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লা হ্যেকাদশী হি যা।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জল-বর্জ্জিতা।
স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্‌ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ।
উদয়াদুদয়ং যাবদ্‌বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
সপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশ-দ্বাদশী-ফলং।
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ।

জলং সুবর্ণং দত্ত্বা তু দ্বিজাতিভ্যো যথাবিধি।
ভুঞ্জীত কৃতকৃত্যস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো বশী।
এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং ভীমসেন! শৃণুষ্ব তৎ।
সম্বৎরস্য যা মধ্যে একাদশ্যো ভবন্তি হি।
তাসাং ফলমবাপ্নোতি পুত্র! মে নাত্র সংশয়ঃ।
ইতি মাং কেশবঃ প্রাহ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

বর্জ্জয়েচ্চাম্ব্‌হোরাত্রং বিনা চাচমনার্থকং।
বিনা চ প্রাশনং পাদোদকস্যাত্যন্তপাবনং ॥ ৩ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

যৈঃ কৃতা ভীমসেনৈষা নির্জ্জলৈকাদশী শুভা।
স্বকুলং তারিতং সর্ব্বং কুলাতীতং তথা শতং।
আত্মনা সহ তৈর্নীতং বাসুদেবস্য মন্দিরে ॥ ৪ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

ভীম বলিলেন, হে পিতামহ! আমি উপবাসে অসমর্থ, অতএব কি করি? আপনি বহুফল-প্রদ একটীমাত্র ব্রত মৎ-সকাশে কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, হে বৎস! বৃষ বা মিথুনরাশিস্থ আদিত্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে যে শুক্লা একাদশী তাহাতে জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি স্নান বা আচমন ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে জল উপভোগ করিবেন না, করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে। বিজ্ঞ ব্যক্তি সূর্য্যের এক উদয়

হইতে অন্য উদয় পর্য্যন্ত সযত্নে জল ত্যাগ করিবেন; ইহা করিলে দ্বাদশ মাসের সমস্ত একাদশীর ফল প্রাপ্ত হইবেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দ্বাদশীর সুপ্রভাতে স্নানান্তে ব্রাহ্মণদিগকে জল ও সুবর্ণ দান করিয়া দ্বিজগণের সহিত ভোজন করিবেন। হে বৎস ভীম! শঙ্খচক্রগদাধারী শ্রীহরি আমাকে বলিয়াছেন যে, এইরূপে ব্রত করিলে সম্বৎসরের যাবতীয় একাদশীব্রতের ফল লাভ করা যায়॥ ২॥

স্নান বা আচমন ভিন্ন এবং পরম পাবন শ্রীচরণামৃত-পান ভিন্ন দিবারাত্র অন্য সমস্ত প্রকারে জল বর্জ্জন করিবেন॥ ৩॥

হে বৃকোদর! যে সকল ব্যক্তি এই পবিত্র নির্জ্জলা একাদশীর ব্রত করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা স্বীয় কুলের সকলের ও শত আত্মীয়ের উদ্ধার সাধিত হয় এবং তাঁহারা সকলকে লইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন॥ ৪॥

শ্রবণা দ্বাদশী ও বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ।

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা॥
বুধ-শ্রবণ-সংযুক্তা সৈব চেদ্দ্বাদশী ভবেৎ।
অত্যন্ত-মহতী তস্যাং দত্তং ভবতি চাক্ষয়ং॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা ।
বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ।

শ্রবণর্ক্ষ-সমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে ।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥ ৩ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত মার্কণ্ডেয়-বচন ।

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাং ।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ॥
বাজপেয়ে যথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনোঽপি দীক্ষিতঃ ।
সর্ব্বফলমবাপ্নোতি অস্নাতোঽপ্যহুতোঽপি সন্ ।
এবমেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ ।
পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ॥ ৪ ॥
অত্যল্পোঽপ্যনয়োর্যোগো ভবেত্তিথিভয়োর্যদি ।
উপাদেয়ঃ স এব স্যাদিত্যত্রোপবসেদ্বুধঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ।

তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগো যদা চৈব নরাধিপ ! ।
দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত নারদপুরাণ-বচন ।

(প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ ।)

দ্বাদশী শ্রবণ-স্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা ।
স এব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খল-সংজ্ঞিতঃ ॥
তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণ-কল্মষঃ ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তি-দুর্ল্লভাং ॥ ৭ ॥

ঐ মৎস্যপুরাণ ।

অনুবৃত্তির্দ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্‌যদি।
তত্রাধিক্যে তিথের্বৃত্তে ভান্তে সত্যেব পারণং ॥
ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথিমধ্যে হি পারণং।
দ্বাদশী-লঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ ॥
এবং দ্বয়োর্নিশাব্যাপ্তৌ চাহ্নি পারণমীরিতং।
ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিতি হ্যন্যত্র সম্মতং ॥
তথাপি সন্দিহানশ্চেদ্‌গৃহ্ণীয়াচ্চরণামৃতং।
পারণায়াং পরং সম্যক্‌ পূরকং তদ্ভবেদ্‌যতঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

(দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ।)

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি তদ্ভবেৎ।
তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুসাযুজ্যকৃদ্ভবেৎ।
তস্মিন্‌ পোষণাদ্‌গচ্ছেচ্ছ্বতদ্বীপপুরং ধ্রুবং ॥
দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং।
নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরী ॥ ৯ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হইলে উহা মহাদ্বাদশী হইয়া থাকে। উহাতে উপবাস করিলে মহা ফল হয়। যদি ঐ দ্বাদশী বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে উহা অতিশয় মহতী বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ১ ॥

ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী বা একাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই, তাহাতে উপবাস করিবে; আর যদি তিনটী একত্র মিশ্রিত হয়, তবে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ বলে।

তাৎপর্য্য—যদি দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হয়, তবে কি সমর্থ, কি অসমর্থ সকলেই শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

এই স্থানে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকাকার পরমারাধ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু টীকায় বলিতেছেন—"শ্রবণনক্ষত্র-যুক্তা যদি দ্বাদশী স্যাৎ তদা শক্তৈরশক্তৈশ্চ সর্ব্বৈরেব দ্বাদশ্যেবোপোষ্যা।" এতদ্দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বদিন একাদশী যদি শুদ্ধা হয় এবং উহা শ্রবণাযুক্তও হয়, তথাপি পরদিন শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী হইলে, সমর্থই হউন আর অসমর্থই হউন, সকলেই পূর্ব্বদিনের ঐ শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরদিন শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই বলা হইল যে, কাহারও পক্ষে উপর্য্যুপরি দুইটী উপবাসের ব্যবস্থা হইতে পারে না, সমর্থ ব্যক্তির পক্ষেও নহে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের ত পর পর দুইটী উপবাস করিতেই নাই, কারণ ইহাতে পারণের ব্যাঘাত হয়, আর পারণ না করিলেও ব্রত সম্পূর্ণ হয় না; সুতরাং পূর্ব্ব ব্রত সমাপ্ত না হইলে অন্য ব্রত করিবে না, যথা :—

পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজভোজনং।
অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্‌ব্রতান্তরং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

কেহ কেহ নিম্নলিখিত বচন সমূহ অর্থাৎ—

একাদশ্যা বিশুদ্ধায়ে দ্বাদশ্যান্ত পরেঽহনি।
শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥

যম।

অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্‌ব্রতান্তরং
ইত্যাদি-বচনস্যাত্র বাধকত্বং ন বিদ্যতে॥

স্মার্ত্তবাক্য।

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ॥

ভবিষ্যপুরাণ।

অশক্তস্তু ব্রতদ্বন্দ্বে ভুঙ্‌ক্তে বৈকাদশীদিনে।
উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণদ্বাদশীদিনে॥

স্মার্ত্তবাক্য।

ইত্যাদি বচন সমূহের বলে সমর্থ পক্ষে দুইটী উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু,

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাং।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥
বাজপেয়ে যথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনোঽপি দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বফলমবাপ্নোতি অস্নাতোঽপ্যহুতোঽপি সন্‌।
এবমেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ।
পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত নারদপুরাণ-বচন।

অর্থাৎ নারদপুরাণে বলিতেছেন যে, মনুষ্য শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত পবিত্রকারিণী দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া একাদশীর উপবাস-জনিত পুণ্যও প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। যেমন কর্ম্মহীন ব্যক্তি বাজপেয়-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্নান ও হোম না করিয়াও ঐ যজ্ঞের

সমস্ত ফল লাভ করে, সেইরূপ একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশীর উপবাস-জনিত সমস্ত পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অধিকন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পূজ্যপাদ টীকাকার এই শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন। "ন চৈবং শুদ্ধৈকাদশীত্যাগেন দোষঃ স্যাদিতি লিখতি উপোষ্যেতি ত্রিভিঃ। বিষ্ণুঋক্ষেণ শ্রবণেন। কেচিচ্চেদমুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সত্যসমর্থবিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি; তদযুক্তং; বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ। তথা নারদীয়াদি-বচনেষত্র শক্তাশক্তাদি-বিশেষ-পরিত্যাগেন নর ইত্যাদি-সামান্য-নির্দ্দেশাচ্চ।"

অর্থাৎ শ্রবণাদ্বাদশী প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিতে যে দোষ নাই, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার "উপোষ্য" ইত্যাদি (পূর্ব্বোক্ত) শ্লোক তিনটী উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। তবে কেহ কেহ এইরূপ দুইটী উপবাস প্রাপ্ত হইলে সমর্থ ও অসমর্থ ভেদে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, পরন্তু ঐরূপ ব্যবস্থা অসঙ্গত, যেহেতু দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে মহাদ্বাদশী হয় বলিয়া, শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য। অপিচ নারদপুরাণের উপরোক্ত শ্লোকে 'নরঃ' এই শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করায় সমস্ত মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে বলিয়া সমর্থ ও অসমর্থ ভেদ দূরীকৃত হইতেছে।

বৈষ্ণবগণের পক্ষে একাদশী ও মহাদ্বাদশী ব্রত নিত্য কর্ত্তব্য হইলেও, মহাদ্বাদশীর উপস্থিতিতে একাদশীব্রত মহাদ্বাদশীর অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া মহাদ্বাদশী ব্রতে আর পৃথক্‌রূপে একাদশী ব্রত করিতে হয় না। একাদশী ও মহাদ্বাদশী ব্রত একত্র উপস্থিত হইলে, মহাদ্বাদশী ব্রত করিলেই একাদশীব্রত স্বতঃই রক্ষা হইয়া যায়। বৈষ্ণবগণের পক্ষে শুদ্ধা

একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাদ্বাদশী ব্রতের উপবাস প্রমাণ-সিদ্ধ ও সাধু-সম্মত। তবে যে ভবিষ্যপুরাণাদিতে উপবাসদ্বয়-সমর্থক বচন দেখা যায়, উহা 'বৈষ্ণবপর নহে' বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবেতর ব্যক্তিগণ মহাদ্বাদশী ব্রতের নিত্যতা মান্য করেন না, কিন্তু একাদশী-ব্রতের নিত্যতা ও কাম্যতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে শ্রবণাদ্বাদশী কাম্যব্রত, কিন্তু নিত্য নহে। এই কারণে বৈষ্ণবেতর ব্যক্তি সমর্থ হইলে নিত্যব্রত একাদশীর অনুষ্ঠান করিয়া কাম্যরূপে শ্রবণাদ্বাদশীর উপবাস করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিধিলোপ হয় না, কারণ এক শ্রীহরিই উভয় তিথিরই দেবতা; ইহাই ভবিষ্যপুরাণ-বচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

অতএব দ্বাদশীতে যদি শ্রবণার যোগ হয় তবে সমর্থ ও অসমর্থ সকলেই শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া ঐ শ্রবণা দ্বাদশীতেই উপবাস করিবেন। আর যদি একাদশীতে শ্রবণার যোগ হয়, কিন্তু দ্বাদশীতে শ্রবণা না থাকে, তাহা হইলে সকলকেই ঐ একাদশীতে উপবাস করিতে হইবে; উক্ত টীকাতেই এই বিধি আছে, যথা:—"যদি বৈকাদশী শ্রবণান্বিতা স্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি তদা সর্ব্বৈরেকাদশ্যে-বোপোষ্যা।" কিন্তু যদি তিথিক্ষয়-নিবন্ধন একদিনেই একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা পরস্পর মিলিত হয়, তাহা হইলে উহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ বলে, কেননা বিষ্ণু ঐ তিনেরই দেবতা এবং এই তিনটী শৃঙ্খলের ন্যায় গ্রথিত হয়, তন্নিমিত্ত ইহাতেই উপবাস করিতে হয়॥ ২॥

দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে, সেই দিনে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

মানবগণ শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া একাদশীর উপবাস-জনিত পুণ্যও প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। কর্ম্মহীন ব্যক্তি যেমন বাজপেয়-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্নান ও হোম না করিয়াও উহার সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একাদশী পরিত্যাগ করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশীর উপবাস-জনিত সমস্ত পুণ্য প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

তিথি ও নক্ষত্রের যোগ যদি অত্যল্পও হয়, তবে তাহাই প্রশস্ত ; পণ্ডিতব্যক্তি তাহাতেই উপবাস করিবেন ॥ ৫ ॥

(প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ।)

হে নরাধিপ! তিথি ও নক্ষত্রের যোগ যদি দুই কলা অর্থাৎ অত্যল্পও হয়, তবে তাহাই অষ্টযামিক অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপী বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

একই দিনে শ্রবণা-স্পৃষ্টা দ্বাদশী যদি শুদ্ধা একাদশীকে স্পর্শ করে অর্থাৎ ব্রতবিহিত একাদশী দিনে যদি শ্রবণাস্পর্শশূন্যা একাদশীর সহিত শ্রবণাস্পৃষ্টা দ্বাদশীর যোগ হয়, তবে ঐ বৈষ্ণবযোগকে বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ বলে। ঐ দিনে যথাবিধি উপবাস করিলে, মানব নিখিল-পাপ-মুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম-রহিতকারী অত্যুত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

পারণ দিবসে দ্বাদশী ও নক্ষত্র উভয়েরই বৃদ্ধি হইলে, দ্বাদশীর আধিক্যস্থলে নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে, কিন্তু নক্ষত্রের আধিক্যে দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে, যেহেতু দ্বাদশী-লঙ্ঘনে বহু বহু দোষ লিখিত হইয়াছে। এইরূপ তিথি ও নক্ষত্র রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলে, দিবাতেই পারণ করিবে, কারণ রাত্রে পারণ নিষিদ্ধ ইহা অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। তথাপি সন্দেহ হইলে দ্বাদশীতে চরণামৃত গ্রহণ করিবে, যেহেতু চরণামৃত-পানে পারণা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

(দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ।)

যদি একই দিনে একাদশী ও দ্বাদশী এই উভয় তিথিই শ্রবণাযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ কহে; ইহা দ্বারা বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। এই বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপে গতি লাভ হয়। ইহাতে দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। যদিও ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ, তথাপি পরমেশ্বরের আজ্ঞাহেতু মহাদ্বাদশীরূপ বৈষ্ণবব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ বিহিত ॥ ৯ ॥

উপবাসের পূর্ব্বদিন-কৃত্য।

প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা সুবেশো ধৌত-বস্ত্রকঃ।
ব্রতং সংকল্প্য কুর্ব্বীত বৈষ্ণবৈশ্চ মহোৎসবং ॥ ১

সঙ্কল্প-মন্ত্রঃ, যথা :—

"দশমীদিনমারভ্য করিষ্যেঽহং ব্রতং তব।
ত্রিদিনং দেবদেবেশ! নির্ব্বিঘ্নং কুরু কেশব" ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

প্রাতর্হরিদিনং লোকাস্তিষ্ঠধ্বং চৈকভোজনাঃ।
অক্ষারলবণাঃ সর্ব্বে হবিষ্যান্ন-নিষেবিণঃ।
অবনী-তল্পশয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গ-বিবর্জ্জিতাঃ।
স্মরধ্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তমঃ।
সকৃদ্ভোজন-সংসক্তা দ্বাদশ্যাঞ্চ ভবিষ্যথ ॥ ৩ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত নারদপুরাণ-বচন।

তিল-মুদ্গাদৃতে শস্যং শম্য-গোধূম-কোদ্রবাঃ।
চণকং দেবধান্যঞ্চ এষ ক্ষারগণঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবাস্তিলাঃ।
কলায়-কঙ্কু-নীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা।
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং।
কন্দং সৈন্ধব-সামুদ্রে গব্যে চ দধি-সর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃত-সারঞ্চ পনসাম্রে হরীতকী।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী।
কদলী-লবলী-ধাত্রী-ফলান্যগুড়মৈক্ষবং।
অতৈল-পক্কং মুনয়ো হবিষ্যাণি প্রচক্ষতে ॥ ৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ ক্ষৌদ্রঞ্চানৃত-ভাষণং।
পুনর্ভোজনমায়াসং দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

কাংস্যং মাসং সুরাং ক্ষৌদ্রং তৈলং বিতথ-ভাষণং।
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনং।
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি সন্ত্যজেৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত মৎস্যপুরাণ-বচন।

দশম্যামেকভক্তস্তু কুর্ব্বীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
আচম্য দন্তকাষ্ঠন্তু খাদয়েত্তদনন্তরং ॥ ৮ ॥

ঐ স্মৃতি-বচন।

প্রাতঃস্নানান্তর সন্ধ্যাহ্নিকাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া, ক্ষৌরকার্য্য বিধানান্তে ধৌত বস্ত্র ধারণ করতঃ, ভক্তগণের সহিত মহোৎসব-বিধান পূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রীভগবন্মন্দির মার্জ্জনা ও পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া, সিংহাসনোপরি প্রভুকে স্থাপন পূর্ব্বক মহতী পূজা করিয়া ও বৈষ্ণবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক সম্মানাদি করিয়া, তাঁহাদের সহিত নৃত্যগীতাদি করতঃ, ব্রতের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে ॥ ১ ॥

সঙ্কল্প-মন্ত্র, যথা :—

"হে দেবদেবেশ! হে কেশব! আমি দশমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিবস আপনার ব্রত করিব, আপনি আমার ব্রতের বিঘ্ন বিনাশ করুন" ॥ ২ ॥

মহারাজ রুক্মাঙ্গদের ঘোষণার বিষয় নারদপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা :— হে মানবগণ! অদ্য হরিবাসরের প্রাতঃকাল; অদ্য সকলে একবার মাত্র ভোজন কর, ক্ষার

সেবন করিও না, হবিষ্যান্ন ভোজন কর, ভূতলে শয়ন কর, স্ত্রী-সঙ্গ করিও না, পুরাণপুরুষ দেবদেব জনার্দ্দনকে স্মরণ কর এবং দ্বাদশীদিনে একবারমাত্র ভোজন করিও ॥ ৩ ॥

তিল ও মুগ ব্যতীত শস্য, শমী ধান্য, গোধূম (গম), কোদ্রব (কোঁদো ধান), চণক (ছোলা, বুট) ও দেবধান্য (দেধান) এই সমস্ত ক্ষার বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

হৈমন্তিক শুক্ল ধান্যের অসিদ্ধ অর্থাৎ আতপ তণ্ডুল, মুগ, যব, তিল, কলায় (মটর), কঙ্কু (কাঙ্‌নি বা কাউন), নীবার (উড়িধান্য), বাস্তূক (বেতোশাক), হিলমোচিকা (হিঞ্চা বা হেলাঞ্চা শাক), ষষ্টিকা (যাইটা ধান), কালশাক (কাল-কাশিন্দা শাক), কেঁউ ব্যতীত অন্যান্য মূল, কন্দ, সৈন্ধব লবণ সামুদ্রিক লবণ, গব্যদধি, গব্যঘৃত, যাহার নবনীত (মাখন) উদ্ধৃত হয় নাই এরূপ দুগ্ধ, পনস (কাঁঠাল), আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী (পিপুল), জীরক (জীরা), নাগরঙ্গ (নারাঙ্গা নেবু), তেঁতুল, কলা, লবলী (নোয়াড়ী ফল), আমলকী, গুড় ব্যতীত ইক্ষুবিকার (অর্থাৎ আকের চিনি, বাতাসা প্রভৃতি, কিন্তু আকের গুড় নহে) এবং যাহা তৈল দ্বারা পাক করা নহে এরূপ দ্রব্য অর্থাৎ ঘৃতপক্ক দ্রব্য, এই সমস্তকে ঋষিগণ হবিষ্য বলিয়াছেন ॥ ৫ ॥

কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, মধু, মিথ্যাকথা, পুনর্ভোজন ও পরিশ্রম এইগুলি দশমীতে বর্জ্জন করিবে ॥ ৬ ॥

কাংস্যপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু, তৈল, মিথ্যাকথা, ব্যায়াম প্রবাস, দিবানিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গ, শিলাপিষ্ট অর্থাৎ প্রস্তর দ্বারা পেশন করা দ্রব্য ও মসুর এই দ্বাদশটী দশমীতে ত্যাগ করিবে ॥ ৭ ॥

দশমীতে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একবারমাত্র ভোজন করিয়া আচমন ও দন্তধাবন করিবে ॥ ৮ ॥

(এই একবারমাত্র ভোজন দিবসের অর্দ্ধভাগ অতীত হইলে অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পর করিতে হয়।)

(দশমীতে যাহা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, সে সমস্ত যে একাদশীতেও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।)

উপবাসদিন-কৃত্য।

প্রাতঃ স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ ভগবন্তং যথাবিধি।
তাম্রপাত্রং সমাদায় ব্রতসঙ্কল্পমাচরেৎ।

সঙ্কল্প-মন্ত্রঃ, যথা :—

"একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ! শরণং মে ভবাচ্যুত! ॥"
উচ্চারয়ন্নিমং মন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণ-চরণাব্জয়োঃ।
পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্যাথ মন্ত্রপূতং জলং পিবেৎ ॥
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ ত্রিজপ্তেনাভিমন্ত্রিতং।
উপবাস-ফলং প্রেপ্সুঃ পিবেত্তোয়ং সমাহিতঃ ॥

দশম্যাং চার্দ্ধরাত্রোপর্য্যন্থবৃত্তৌ পুরঃসরান্।
একাদশ্যাশ্চতুর্যামান্ হিত্বা সঙ্কল্পমাচরেৎ॥ ১॥
উপাবৃত্তস্ত পাপেভ্যো যস্ত বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিতঃ॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

পুষ্পালঙ্কার-বস্ত্রাণি গন্ধধূপানুলেপনং।
উপবাসে চ দুষ্যন্তি দন্ত-ধাবনমঞ্জনং॥ ৩॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত ব্যাসদেবোক্তি।

অসত্য-ভাষণং দ্যূতং দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনং।
একাদশ্যাং ন কুর্ব্বীত উপবাস-পরো নরঃ॥ ৪॥

ঐ শতাতপ।

পাষণ্ডিভিরসংস্পর্শমসম্ভাষণমেব চ।
বিষ্ণোরারাধন-পরৈরেতৎ কার্য্যমুপোষিতৈঃ॥ ৫॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যং পশ্যেত মতিমান্নরঃ॥ ৬॥

ঐ বিষ্ণুপুরাণ।

সংস্পর্শে চ বুধঃ স্নাত্বা শুচিরাদিত্য-দর্শনাৎ।
সম্ভাষ্য তান্ শুচিষদং চিন্তয়েদচ্যুতং বুধঃ॥ ৭॥
তজ্জপ্যং তজ্জপ-ধ্যানং তৎকথা-শ্রবণাদিকং।
তদর্চ্চনঞ্চ তন্নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণাদয়ঃ।
উপবাস-কৃতা হ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ॥ ৮॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

দন্তধাবন-তাম্বূল-দিবাস্বাপাক্ষ-মৈথুনাৎ।
অসকৃজ্জলপানাচ্চ নোপবাস-ফলং লভেৎ ॥ ৯ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত দেবল-বচন।

বিনা জাগরণং গৌরি! বিষ্ণোর্দ্দিন-ফলং ন হি ॥ ১০ ॥
ঐ স্কন্দপুরাণ।

বৈষ্ণবান্ জাগরেঽভ্যর্চ্চ্য তীর্থং শঙ্খোদকান্বিতং।
তেভ্যো দত্ত্বা স্বয়ং প্রাশ্য বিদ্বান্ স্তোত্রাদিকং পঠেৎ॥
পুরাণাদি ততঃ শ্রুত্বা গীতনৃত্যাদিকং স্বয়ং।
কুর্য্যাৎ পশ্যেচ্চ পারক্যং বারয়েন্ন হসেন্ন চ॥ ১১ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নিবারয়তি যো গীতং নৃত্যং জাগরণে হরেঃ।
ষষ্টি-যুগসহস্রাণি পচ্যতে রৌরবাদিষু॥ ১২ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

যমেন সূচিতং তস্য নরকং যাতনাকুলং।
মুখং ন তস্য দ্রষ্টব্যং যেন দৃষ্টো ন জাগরঃ ॥ ১৩ ॥
শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি জাগরস্য তু লক্ষণং।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ দুর্ল্লভো ন জনার্দ্দনঃ ॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণ-পঠনন্তথা।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্প-গন্ধানুলেপনং।
ফলমর্ঘ্যঞ্চ শ্রদ্ধা চ দানমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
সত্যান্বিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদ্রাযুক্তং ক্রিয়ান্বিতং।
সাশ্চর্য্যঞ্চৈব সোৎসাহং পাপালস্যাদি-বর্জ্জিতং।
প্রদক্ষিণাভিঃ সংযুক্তং নমস্কার-পুরঃসরং।

নীরাজন-সমাযুক্তমনির্ব্বিণ্নেন চেতসা।
যামে যামে মহাভাগ! কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ॥ ১৪॥
অভাবে বাচকস্যাথ গীতং নৃত্যঞ্চ কারয়েৎ।
বাচকে সতি দেবেশি! পুরাণং প্রথমং পঠেৎ॥ ১৫॥
সর্ব্বাবস্থোঽপি যঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং জাগরং হরেঃ।
যামৈকৈকেন দহতে পাপং জন্ম-সহস্রজং॥
সংপ্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরং।
ভ্রশ্যতে সুকৃতং তেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দয়া॥
জাগরং যে চিকীর্ষন্তি কর্ম্মণা মনসা গিরা।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিবিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন॥
যঃ প্রবোধয়তে লোকান্ বিষ্ণু-জাগরণে ততঃ।
বসেচ্চিরন্তু বৈকুণ্ঠে পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥
কামার্থ-সম্পদঃ পুত্রঃ কীর্ত্তির্লোকশ্চ শাশ্বতঃ।
যজ্ঞায়ুতৈর্ন লভ্যন্তে দ্বাদশী-জাগরং বিনা॥ ১৬॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

ততঃ প্রভাতে ভগবদ্রাত্রি-ক্রীড়ারসাত্মিকাং।
কৌশিকীং প্রমুদা গায়েচ্ছ্রীকৃষ্ণ-পরিতোষণীং॥ ১৭॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান ও ভগবানের পূজা করিয়া তাম্রপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রতের সঙ্কল্প করিবে; (তাম্রপাত্রের অভাবে কেবলমাত্র সঙ্কল্প করিবে); সঙ্কল্প-মন্ত্র, যথা:—"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! আমি একাদশীতে উপবাস করিয়া পর দিবস ভোজন করিব, আপনি আমার আশ্রয় হউন।"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্রপূত জল পান করিবে। উপবাস-ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে তিনবার অষ্টাক্ষর-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল পান করিবে। অর্দ্ধ-রাত্রির পর যদি দশমী থাকে, তাহা হইলে একাদশীর পূর্ব্বপ্রহর-চতুষ্টয় বর্জ্জন করিয়া সঙ্কল্প করিবে॥ ১ ॥

সমস্ত পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গুণের সহিত অবস্থিতির নাম উপবাস। এই উপবাসে সমস্ত ভোগের বর্জ্জন করিতে হইবে। (গুণ কি কি তাহা নিম্নে ৮ দাগে দ্রষ্টব্য) ॥ ২ ॥

পুষ্প, অলঙ্কার, বস্ত্র, গন্ধ, ধূপ, অনুলেপন, দন্তধাবন ও অঞ্জন (কজ্জল) এই সমস্ত উপবাসে দূষণীয়; অতএব এই সকল ভোগ পরিত্যাগ করিবে॥ ৩ ॥

উপবাস-পরায়ণ ব্যক্তি মিথ্যা-কথন, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা ও মৈথুন এই সকল ত্যাগ করিবেন॥ ৪ ॥

বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ মানব উপবাস করিয়া পাষণ্ডকে স্পর্শ বা তাহার সহিত আলাপ করিবেন না॥ ৫ ॥

যদি পাষণ্ডীর দর্শন ঘটে, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সূর্য্য দর্শন করিবেন॥ ৬ ॥

পাষণ্ডীর সহিত সংস্পর্শ হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তি স্নানান্তে পবিত্র হইয়া সূর্য্য দর্শন করিবেন এবং তাহাদের সহিত আলাপ করা হইলে, পরমপাবন শ্রীহরিকে ধ্যান করিবেন॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানের মন্ত্র বা নাম জপ, তাঁহার ধ্যান, তৎকথা-শ্রবণাদি, তাঁহার পূজা এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি, উপবাস-কৃত এই সমস্ত গুণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

দন্তধাবন, তাম্বুল-ভোজন, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও বারম্বার জলপান এই সমস্ত দ্বারা উপবাসের ফল নষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

হে গৌরি! রাত্রি জাগরণ না করিলে একাদশীর ফল লাভ হয় না ॥ ১০ ॥

সুধীব্যক্তি জাগরণ-কালে বৈষ্ণবগণের পূজা করিয়া, শঙ্খে চরণামৃত গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন এবং স্বয়ং কিঞ্চিৎ পান করিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন। পরে পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া নৃত্যগীতাদি করিবেন বা অন্য লোকে করিতেছেন তাহা দর্শন করিবেন, কিন্তু কদাচ নিষেধ বা উপহাস করিবেন না ॥ ১১ ॥

শ্রীহরির জাগরণে গীত বা নৃত্য নিবারণ করিলে ষষ্টি-যুগসহস্রকাল রৌরবাদি নরকে পচিতে হয় ॥ ১২ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরির জাগরণ দর্শন না করে, ধর্ম্মরাজ তাহার জন্য যাতনাময় নরক স্থির করিয়া রাখেন; কদাচ তাহার মুখ দর্শন করিবে না ॥ ১৩ ॥

হে নারদ! জাগরণের নিয়ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা অবগত হইবামাত্র শ্রীহরিকে অনায়াসে লাভ করা যায়। হে মহাভাগ! শ্রীহরির জাগরণে প্রহরে প্রহরে একাগ্রচিত্তে গীত,

বাদ্য, পুরাণ-পাঠ ; ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফল ও অর্ঘ্য সমর্পণ ; শ্রদ্ধা-প্রদর্শন, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যনিষ্ঠা, নিদ্রাহীনতা, আনন্দ-প্রকাশ, ক্রিয়ানুষ্ঠান, চমৎকারিতা, উৎসাহ, পাপত্যাগ, আলস্য-বর্জ্জন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, নীরাজন এবং আরাত্রিক-করণ এই ষড়্‌বিংশগুণযুক্ত হইয়া শ্রীহরির জাগরণ করিবে ॥ ১৪ ॥

বাচকের অভাব হইলে, নৃত্যগীত করাইবে। কিন্তু হে দেবেশি! বাচক থাকিলে প্রথমে পুরাণপাঠ করাইবে ॥ ১৫ ॥

যিনি সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীহরির দ্বাদশীতে জাগরণ করেন, প্রতি প্রহরে তাঁহার সহস্র জন্মের পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। শ্রীহরিবাসর সমাগত হইলে যাহারা জাগরণ না করে, বৈষ্ণব-নিন্দা দ্বারা যেমন পুণ্যের ক্ষয় হয়, তদ্রূপ তাহাদেরও পুণ্যরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা কর্ম্ম, মন বা বাক্য দ্বারাও জাগরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের আর কখনও বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হইতে হয় না। যিনি বিষ্ণুর জাগরণে লোক সকলকে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই বৈষ্ণব চিরকাল পিতৃলোক সহ বৈকুণ্ঠে বাস করেন। শ্রীহরির জাগরণ ব্যতীত অযুত অযুত যজ্ঞ দ্বারাও কাম, অর্থ, সম্পদ, পুত্র, যশ ও চিরস্থায়িনী পারলৌকিকী গতি, এ সকল কিছুই লাভ হয় না ॥ ১৬ ॥

জাগরণান্তে প্রভাতে শ্রীভগবানের নিশাকালীন শৃঙ্গার-রসাত্মিকা-রাসাদি-ক্রীড়াবিষয়ক গীত অর্থাৎ শ্রীগীতগোবিন্দে

বর্ণিত "রজনি-জনিত-গুরু-জাগর-রাগ" ইত্যাদি পদ সকল শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে গান করিবেন॥ ১৭॥

পারণদিন-কৃত্য।

মঙ্গলারাত্রিকং কৃত্বাভ্যর্চ্চ্য প্রস্থাপ্য বৈষ্ণবান্।
প্রাতঃ পূজাঞ্চ নিষ্পাদ্য কৃষ্ণে তৎ সর্ব্বমর্পয়েৎ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সমর্পণ-মন্ত্রঃ, যথা :—

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব!।
প্রসীদ সুমুখো নাথ! জ্ঞানদৃষ্টি-প্রদো ভব"॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত কাত্যায়নোক্তি।

স্নানং ন হরয়ে দদ্যাদ্দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবা।
পক্ষপূজাফলং সর্ব্বং বাঞ্ছলায়োপগচ্ছতি॥ ৩॥

ঐ ত্রৈলোক্যমোহনপঞ্চরাত্র।

অতো দিবা নিষিদ্ধত্বাদ্রজন্যাং স্নাপয়েৎ প্রভুং।
পবিত্রারোপণ-দমন-দ্বাদশ্যুৎসবে তু ন নিষ্কৃপি॥ ৪॥
নিত্যকৃত্যং সমাপ্যাথ শক্ত্যা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ।
কুর্ব্বীত দ্বাদশী-মধ্যে তুলসীং প্রাশ্য পারণং॥ ৫॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

কৃত্বা চৈবোপবাসন্ত যোহশ্নাতি দ্বাদশীদিনে।
নৈবেদ্যং তুলসীমিশ্রং পাপকোটি-বিনাশনং॥ ৬॥

পারণাহনি সম্প্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ত্রয়োদশ্যান্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মানি নারকী ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতং।
ত্রয়োদশ্যাং ন তৎ কুর্য্যাৎ দ্বাদশ-দ্বাদশী-ক্ষয়াৎ ॥ ৮ ॥

ঐ কূর্ম্মপুরাণ।

অল্পা চেদ্দ্বাদশী কুর্য্যান্নিত্যকর্ম্মারুণোদয়ে।
অত্যল্পা চেন্নিশীথোর্দ্ধমামধ্যাহ্নিকমেব তৎ ॥ ৯ ॥

ঐ দেবীরহস্য।

কলাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি দ্বাদশী যদি দৃশ্যতে।
স্নানার্চ্চনাদিকং কর্ম্ম তদা রাত্রৌ বিধীয়তে ॥
কলার্দ্ধং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।
আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভু-শাসনাৎ ॥
অশক্ত্যা সঙ্কটে প্রাপ্তে পারণং বারিণা চরেৎ।
তদ্ধি নৈবাশিতং নৈবানশিতঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ১০ ॥

ঐ কূর্ম্মপুরাণ।

মন্ত্রং জপিত্বা হরয়ে নিবেদ্যোপোষণং ব্রতী।
অদ্ভিস্তু পারণং কুর্য্যাৎ সঙ্কটে বিষমে সতি ॥ ১১ ॥
দ্বাদশী-পূর্ব্বপাদীয়স্তত্র চেদ্ধরিবাসরঃ।
দ্বাদশ্যাধিক্যতস্তিষ্ঠেৎ পারণং তত্র নাচরেৎ ॥ ১২ ॥

ঐ কাত্যায়নোক্তি।

দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ।
দ্বাদশী তু তদোপোষ্যা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥ ১৩ ॥

ঐ নারদীয়পুরাণ।

দশমীশেষ-সংযুক্তমাশ্রয়েৎ কো ব্রতং ব্রতী।
তস্মাদেকাদশী ত্যাজ্যা দশমী-পল-মিশ্রিতা।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং॥ ১৪॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ভবিষ্য ও মার্কণ্ডেরপুরাণ-বচন

অরুণোদয়-বেলায়াং দশমী যদি সঙ্গতা।
রবিচক্রার্দ্ধমাত্রাপি দ্বাদশীমুপবাসয়েৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং॥ ১৫॥
ক্ষৌদ্রং মাংসং সুরাং তৈলং ব্যায়ামং ক্রোধ-মৈথুনে।
পরান্নং কাংস্য-তাম্বূলে লোভং নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘনং।
দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথ-ভাষণং।
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বপ্নমথাঞ্জনং।
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ।
দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েন্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৭॥

ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

একাদশী-জাগরণের প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতি করিয়া বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রসাদ দিয়া সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিবেন। অনন্তর প্রাতঃকালীন পূজা সমাধা করিয়া সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবেন॥ ১॥

(সমর্পণ-মন্ত্র)

"হে কেশব! আমি অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ হইয়াছি; এই ব্রত দ্বারা আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করুন" ॥ ২ ॥

দ্বাদশীতে দিবাভাগে শ্রীহরিকে স্নান করাইতে নাই, করাইলে এক পক্ষের সমস্ত পূজা বাস্কল দানবে উপস্থিত হয় ॥ ৩ ॥

অতএব দিবাভাগে নিষেধ হেতু দ্বাদশীর রাত্রিতে প্রভুকে স্নান করাইবে, কিন্তু পবিত্রারোপণ এবং দমনকারোপণের দ্বাদশী-উৎসবের রাত্রিতেও স্নান করাইতে নাই ॥ ৪ ॥

নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া স্বীয় ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজন করাইবেন; তৎপরে অগ্রে তুলসী ভক্ষণ করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবেন ॥ ৫ ॥

যিনি উপবাস করিয়া দ্বাদশীদিনে তুলসীমিশ্র নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন, তাঁহার কোটী কোটী পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

পারণদিন উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি দ্বাদশী লঙ্ঘন করিয়া ত্রয়োদশীতে ভোজন করে, তাহাকে শত জন্ম নরকভোগ করিতে হয় ॥ ৭ ॥

একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতেই পারণ করিবে; ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে না, করিলে দ্বাদশ মাসের সমস্ত একাদশীর পুণ্য নষ্ট হইবে ॥ ৮ ॥

পারণদিনে দ্বাদশী যদি অল্পমাত্র থাকে, তবে অরুণোদয়-কালে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিবেন ; তদপেক্ষাও অল্প থাকিলে, মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তৎসমুদয় নিশীথ অর্থাৎ মধ্যরাত্রির পরে করিবেন ॥ ৯ ॥

দ্বাদশী যখন দুই কলা বা তিন কলা থাকে, তখন রাত্রিতে স্নানার্চ্চনাদি কার্য্য সকল সমাধা করিবে। দ্বাদশী যদি অর্দ্ধ কলা মাত্র থাকে, তাহা হইলে শ্রীমহাদেবের এইরূপ আদেশ যে, মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা নিশীথ-কালের পরে করিবে ; কিন্তু যথাসময়ের মধ্যে সমস্ত কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে সঙ্কট উপস্থিত হইল, এরূপ স্থলে কার্য্য সমাপনের পূর্ব্বে কেবল জল দ্বারা পারণ করিবে ; পণ্ডিতগণ এইরূপ জলপানকে দ্বাদশীর পারণ সম্বন্ধে ভোজন ও নিত্য-কর্ম্ম করণের পক্ষ অনশন বলিয়া জানেন ॥ ১০ ॥

বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলে, ব্রতী ব্যক্তি মন্ত্র জপ পূর্ব্বক হরিকে উপবাস নিবেদন করিয়া দিয়া জল দ্বারা পারণ করিবেন ॥ ১১ ॥

দ্বাদশীর প্রথম পাদ হরিবাসর বলিয়া কথিত ; উহাকে অতিক্রম করিয়া পারণ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ দ্বাদশীদিনে ৪৫ দণ্ডের ঊর্দ্ধ যত দণ্ড পল দ্বাদশী থাকে, আদিতে সেই দণ্ড পল ত্যাগ করত: পারণ করিবে ॥ ১২ ॥

(কিন্তু একাদশী যখন বিদ্ধা হয়, তখন দ্বাদশীতে উপবাস হইয়া থাকে; তাহাতে উপবাসের পরদিন অর্থাৎ পারণাদিনে দ্বাদশীর অভাব হইলে ত্রয়োদশীতেই পারণ করিতে হইবে।)

একাদশী দশমী-বিদ্ধা হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, এবং পারণাদিনে যদি দ্বাদশী না থাকে, তাহা হইলে ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে॥ ১৩॥

কোন্ ব্রতী ব্যক্তি দশমীশেষ-সংযুক্ত ব্রতকে আশ্রয় করে? অতএব পল মাত্র দশমী মিশ্রিত হইলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করতঃ, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে॥ ১৪॥

একাদশী যদি অরুণোদয়কালে অল্পমাত্রও দশমী-সংযুক্তা হয়, তাহা হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, তাহাতে শত যজ্ঞের পুণ্য লাভ হইবে। এস্থলে ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে॥ ১৫॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীতে মধু, মাংস, মদ্য, তৈল, ব্যায়াম, ক্রোধ, মৈথুন, পরান্ন, কাংস্যপাত্র, তাম্বূল, লোভ ও নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন এই দ্বাদশটী বর্জ্জন করিবেন॥ ১৬॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু, লোভ মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মসূর এই দ্বাদশটী পরিত্যাগ করিলে নিখিল পাতক হইতে মুক্ত হইবেন॥ ১৭॥

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী।

বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ।
নৃহরেরবতারাত্তাং যত্নতঃ সমুপোষয়েৎ।
মহাপুণ্যতমায়াঞ্চ সায়ং বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত আগম-বচন।

স্বাতীনক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্ব্রতং।
সিদ্ধযোগস্থ যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগতঃ।
সর্ব্বৈরেতৈস্তু সংযুক্তৈর্হত্যাকোটী-বিনাশনং॥
কেবলঞ্চ প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনং ফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ।
বৈষ্ণবেন তু কর্ত্তব্যা স্মর-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী॥ ২॥

ঐ বৃহন্নারসিংহপুরাণ।

বৈশাখমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী মহাতিথির (সন্ধ্যাকালে) শ্রীনৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া, এই মহাপুণ্যময়ী তিথিতে উপবাস করিয়া, সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুর পূজা করিবে॥ ১॥

শ্রীনৃসিংহদেব বলেন, স্বাতীনক্ষত্রযুক্ত শনিবারে আমার ব্রত। দৈবক্রমে এই সিদ্ধযোগের সংযোগে আমার ব্রত লাভ হইলে, ঐ ব্রত কোটিহত্যা-জনিত পাপ বিনাশ করে। তবে উক্ত যোগ না ঘটিলে, ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ যোগবিহীন কেবল চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবে, কিন্তু বৈষ্ণবগণ ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে কদাচ উপবাস করিবে না॥ ২॥

শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত।

সর্ব্বৈরবশ্যকর্ত্তব্যং জন্মাষ্টমীব্রতং নরৈঃ।
নিত্যত্বাৎ পাপহারিত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রাপণাদপি ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা শ্রাবণস্যাসিতাষ্টমী।
বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ ॥ ২ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

অথ ভাদ্রাসিতাষ্টম্যাং প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং দেবক্যাং কৃপয়া বিভুঃ।
রোহিণ্যৃক্ষে শুভতিথৌ দৈত্যানাং নাশহেতবে।
মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত যত্নতস্তদ্দিনে শুভে ॥
রাজন্যৈর্ব্রাহ্মণৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চৈব স্বশক্তিতঃ।
উপবাসঃ প্রকর্ত্তব্যো ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥
কৃষ্ণ-জন্মদিনে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে স তু নরাধমঃ।
নিবসেন্নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবং ॥ ৩ ॥

ঐ গৌতমীয়তন্ত্র।

জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং দ্বিজোত্তম!।
ত্রৈলোক্য-সম্ভবং পাপং ভুক্তমেব ন সংশয়ঃ ॥
শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।
ন করোতি নরো যস্তু স ভবেৎ ক্রূর-রাক্ষসঃ ॥
বর্ষে বর্ষে তু যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতং।
ন করোতি মহাপ্রাজ্ঞ! ব্যালী ভবতি কাননে ॥ ৪ ॥

যো ভুঙ্‌ক্তে চ বিমূঢ়াত্মা জয়ন্তী-বাসরে নৃপ ! ।
ন তস্য নরকোত্তারো দ্বাদশীং চ প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যব্রতমুপাসতে ।
নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥ ৬ ॥
ধনধান্যবহা পুণ্যা সর্ব্বপাপহরা শুভা ।
সমুপোষ্যা নরৈর্যত্নাজ্জয়ন্তী কৃষ্ণভক্তিদা ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুরহস্য-বচন ।

একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন ! ।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
পুত্রসন্তানমারোগ্যং সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ ।
সত্যধর্ম্মরতো ভূত্বা মৃতো বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥
সম্পর্কেণাপি যঃ কুর্য্যাৎ কশ্চিজ্জন্মাষ্টমীব্রতং ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সোঽপি পার্থ ! ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

ঐ ভবিষ্যোত্তর ।

নিরাশ্রয়েষু বসতাং তাপসানান্তু যৎ ফলং ।
রাজসূয়-সহস্রেষু শতবর্ষাগ্নিহোত্রতঃ ।
একেনৈবোপবাসেন জয়ন্ত্যাং তৎফলং স্মৃতং ॥ ১০ ॥
জন্মাষ্টমীব্রতং যে বৈ প্রকুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ ।
কারয়ন্তি চ বিপ্রেন্দ্র ! লক্ষ্মীস্তেষাং সদা স্থিরা ॥ ১১ ॥
ন বেদৈর্ন পুরাণৈশ্চ ময়া দৃষ্টং মহামুনে ! ।
যৎ সমঞ্চাধিকং বাপি কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতাৎ ॥ ১২ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ ।

কৃষ্ণোপোষ্যাষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা।
নিশীথেঽত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ জ্ঞে বাপি নবমীযুতা॥ ১৩॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

প্রাজাপত্যর্ক্ষ-সংযুক্তা কৃষ্ণা নভসি চাষ্টমী।
মুহূর্ত্তমপি লভ্যেত সৈবোপোষ্যা মহাফলা॥ ১৪॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুরহস্য-বচন।

রোহিণ্যামর্দ্ধরাত্রে চ যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।
তস্যামভ্যর্চ্চনং শৌরের্হন্তি পাপং ত্রিজন্মজং॥ ১৫॥

ঐ ভবিষ্যপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং নিশীথে কৃষ্ণপক্ষকে।
শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে ঋক্ষে রোহিণীসংজ্ঞকে।
যোগেঽস্মিন বসুদেবাদ্ধি দেবী দেবমজীজনৎ।
তস্মাৎ সংপূজয়েদত্র শুচিঃ সম্যগুপোষিতঃ॥ ১৬॥

ঐ ভবিষ্যোত্তরপুরাণ।

রোহিণী-সহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টমী।
অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ।
অত্র জাতো জগন্নাথঃ কৌস্তভী হরিরব্যয়ঃ।
তমেবোপবসেৎ কালং কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরং।
জয়ন্তী নাম সা রাত্রিস্তত্র জাতো জনার্দ্দনঃ।
নিয়তাত্মা শুচিঃ স্নাত্বা পূজাং অত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥ ১৭॥

ঐ ভবিষ্যপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

প্রেতযোনিং গতানাস্তু প্রেতত্বং নাশিতং নরৈঃ।
যৈঃ কৃতা শ্রাবণে মাসি অষ্টমী রোহিণীযুতা॥

কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ।
কিং পুনর্নবমী-যুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা ॥ ১৮ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি।
ভবতে বুধ-সংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষ-সংযুতা।
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন বা বিভো! ॥ ১৯ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

ইন্দুঃ পূর্ব্বেঽহনি জ্ঞে বা পরে চেদ্রোহিণীযুতা।
কেবলা চাষ্টমী বৃদ্ধা সোপোষ্যা নবমীযুতা ॥ ২০ ॥
রোহিণ্যাদের্বিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী।
তত্তদ্‌যোগোঽস্তু বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপোঽন্যথা ভবেৎ ॥ ২১ ॥
ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্‌বহুবিধাষ্টমী।
ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা ॥ ২২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা পূর্ব্ববিদ্ধন্তু বর্জ্জয়েৎ।
অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হন্ত্যাৎ পুণ্যং পুরা কৃতং ॥ ২৩ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত গৌতমীয়তন্ত্র-বচন।

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমী।
বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী।
অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকী-নন্দনঃ।
বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী।
পূর্ব্বমিশ্রা তদা ত্যাজ্যা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা ॥ ২৪ ॥
জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥

সকলাপি সঋক্ষাপি নবমী-সংযুতাপি চ।
জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন॥ ২৬॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতং।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া॥ ২৭॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

পুরা দেবৈর্ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতি-শঙ্কয়া।
সপ্তমীবেধ-জালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতং॥ ২৮॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৯॥
অরুণোদয়-বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ।
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়-বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥ ৩০॥
শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলী।

শুদ্ধা চ রোহিণীযুক্তা পূর্ব্বেঽহনি পরত্র চ।
অষ্টম্যুপোষ্যা পূর্ব্বৈব তিথিভান্তে চ পারণং॥ ৩১॥
শুদ্ধায়াঃ কেবলায়াশ্চাষ্টমী-বৃদ্ধৌ তু পারণং।
তিথ্যন্তে ভেঽধিকে ভান্তে দ্বিবৃদ্ধৌ চৈকভেদতঃ॥ ৩২॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

ভান্তে কুর্য্যাৎ তিথের্বাপি শস্তং ভারত! পারণং॥ ৩৩॥
সংযোগিকে তু সংপ্রাপ্তে যত্রৈকোঽপি বিযুজ্যতে।
তত্রৈব পারণং কুর্য্যাদেবং বেদবিদো বিদুঃ॥ ৩৪॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বহ্নিপুরাণ-বচন।

ব্রত-সাধারণত্বাচ্চ সপ্তম্যাদি-দিনত্রয়ে।
কর্ত্তব্যা নিয়মা সর্ব্বে দশম্যাদি-দিনেষ্বেব ॥ ৩৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

যেহেতু জন্মাষ্টমী-ব্রত নিত্য, এবং এই ব্রত পাপ হরণ করেন ও সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন, তন্নিমিত্ত সকল মনুষ্যেরই জন্মাষ্টমী-ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণের অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীব্রত করিবে ॥ ২ ॥

পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, দৈত্যগণের বিনাশ সাধন নিমিত্ত, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে রোহিণীনক্ষত্র-যুক্ত শুভ অষ্টমীতে দেবকীদেবীর গর্ভ হইতে স্বয়ং হরি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; অতএব ঐ শুভদিনে যত্ন সহকারে মহোৎসব করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে উহাতে উপবাস করিবেন। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে ভোজন করে, সে নরাধম মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিবে ॥ ৩ ॥

হে দ্বিজরাজ! জন্মাষ্টমীর দিন আহার করিলে ত্রিভুবনস্থ নিখিল পাতক ভোজন করা হয়, সন্দেহ নাই। যে মানব শ্রাবণী কৃষ্ণপক্ষে জন্মাষ্টমীব্রত না করে, সে ক্রূর-রাক্ষস হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ! যে সধবা নারীও প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীব্রত না করে, সে বনমধ্যে সর্পিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪ ॥

হে নৃপ! যে ব্যক্তি মোহবশতঃও জয়ন্তীদিনে আহার করে, একাদশীব্রত করিলেও তাহার নরক হইতে পরিত্রাণ নাই ॥ ৫ ॥

জন্মাষ্টমী-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার দর্শন কি শ্রবণ-জনিত কোন পুণ্যই লাভ হয় না ॥ ৬ ॥

জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মাষ্টমীতে উপবাস করিলে, ঐ তিথি ধন, ধান্য ও পুণ্য প্রদান করেন, নিখিল পাতক হরণ করেন, মঙ্গল বিধান করেন এবং কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মানব একটীমাত্র জন্মাষ্টমীর উপবাস করিলে সপ্তজন্মের পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, সন্দেহ নাই। অপিচ পুত্রসন্তান, সুস্থ দেহ ও অতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া দেহান্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করে ॥ ৮ ॥

তিনি আরও বলিলেন, হে পার্থ! প্রসঙ্গক্রমেও যদি কেহ জন্মাষ্টমীব্রত করে, তবে সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯ ॥

যাঁহারা নিরাশ্রয়ে বাস করেন অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইয়া সাধনা করেন তাঁহাদিগের যে ফল, তপস্যাকারীদিগের যে ফল এবং শতবর্ষ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিয়া যে ফল, একটীমাত্র জন্মাষ্টমীর উপবাস করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

হে দ্বিজবর! যাঁহারা জন্মাষ্টমীব্রত করেন বা অন্যকে করান, লক্ষ্মীদেবী স্থিরভাবে তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করেন ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! জন্মাষ্টমীব্রত করিলে যে ফল হয়, তাহার সমান বা অধিক ফল আমি বেদ-পুরাণে দৃষ্টি করি নাই ॥ ১২ ॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিতে হয়। ঐ অষ্টমী আবার রোহিণীযুক্ত হইলে অধিক ফলপ্রদ হয়। অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীর যোগ হইলে এবং রোহিণীযুক্তা অষ্টমী সোমবারে বা বুধবারে হইলে অথবা নবমীযুক্তা হইলে, মহাফলপ্রদ হয় ॥ ১৩ ॥

মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী যদি মুহূর্ত্তমাত্রও রোহিণীযুক্তা হয়, তবে তাহাতেই উপবাস করিবে; উহা মহাফলপ্রদ ॥ ১৪ ॥

অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণাষ্টমীর সহিত যদি রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাতে উপবাসাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে তিন জন্মের পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে নিশীথকালে বৃষরাশিস্থ চন্দ্রে রোহিণীনক্ষত্রযোগে দেবকীদেবী বসুদেব-জাত শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন; অতএব ইহাতে শুচিপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে উপবাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে ॥ ১৬ ॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রের পরে বা পূর্ব্বে কলা-মাত্র রোহিণীর যোগ হইলে, তাহাতে কৌস্তুভধারী অব্যয় জগন্নাথ হরির জন্ম জানিতে হইবে। উহাতেই উপবাস ও জাগরণ করিতে হয়; ঐ রাত্রির নাম জয়ন্তী, উহাতে জনার্দ্দনের জন্ম; অতএব উহাতে পবিত্র ও কৃতস্নান হইয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইবে॥ ১৭॥

যাঁহারা শ্রাবণ মাসে রোহিণীসংযুক্তা অষ্টমীতে ব্রত করেন, তাঁহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত পুরুষগণের প্রেতত্ব নাশ করেন। আবার ঐ রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে যদি বুধবার বা সোমবার বা নবমীর যোগ হয়, তবে উহা কোটী কুল উদ্ধার করে॥ ১৮॥

সূর্য্যোদয়কালে কিঞ্চিন্মাত্র অষ্টমী থাকিয়া সমস্ত দিবা-রাত্রি নবমী হইলে এবং তাহাতে বুধবার ও রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলে, উহা অতি দুর্ল্লভ বলিয়া জানিতে হইবে। হে বিভো! এরূপ যোগ শত বৎসরেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ॥ ১৯॥

পূর্ব্ব দিবস যদিও সোমবার কি বুধবার হয়, কিন্তু শুদ্ধা অষ্টমী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরদিন রোহিণীর সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে পরদিবস নবমীযুক্তা বৃদ্ধিগামিনী অষ্টমীতে উপবাস করিবে॥ ২০॥

রোহিণী, অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী, সোমবার, বুধবার বা নবমী এই সমস্ত যোগের কোনও যোগ অষ্টমীতে না হইলেও,

যোগশূন্য কেবল অষ্টমীতে উপবাস করিবে। যোগ হইলে অধিক ফল লাভ হয় বলিয়া যোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; অতএব কোনও প্রকার যোগ না হইলেও, কেবল অষ্টমীতে প্রতি বৎসর অবশ্য উপবাস করিবে, নতুবা ব্রত-লোপ হইবে ॥ ২১ ॥

এইরূপে যোগভেদে জন্মাষ্টমী বহু প্রকারের হইলেও, উহা সপ্তমীবেধ-বর্জ্জিতা শুদ্ধা অষ্টমী বিষয়ে লিখিত হইয়াছে জানিতে হইবে; যে কোনও প্রকারের যোগ হউক না কেন, সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কদাচ গ্রাহ্য হইবে না; শুদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবেধরহিতা অষ্টমীতে কোনও প্রকার যোগ হইলে, উহা অধিকতর আদরণীয় হয়। বিদ্ধা একাদশী যেরূপ ত্যাজ্যা, সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীও সেইরূপ পরিত্যাজ্যা ॥ ২২ ॥

সর্ব্বদাই পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্ধা অর্থাৎ নবমীবিদ্ধায় ব্রত করিবে, যেহেতু সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পূর্ব্বকালের সঞ্চিত পুণ্যরাশি বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ২৩ ॥

রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলেও সপ্তমীযুক্তা অষ্টমী যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে; কিন্তু নবমীযুক্তা অষ্টমীতে নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও, উহাতে ব্রত করিবে। রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীবেধ-রহিত অষ্টমীতে দেবকীনন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দিবসে বা অর্দ্ধরাত্রে যদি সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী হয়, তাহাতে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলেও, ঐ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৪ ॥

জন্মাষ্টমী সম্পূর্ণরূপে রোহিণীযুক্তা হইয়াও যদি সপ্তমী-বিদ্ধা হয়, তবে তাহা বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত করিবে ॥ ২৫ ॥

জন্মাষ্টমী অহোরাত্র রোহিণীযুক্তা হইয়াও এবং নবমী-যুক্তা হইয়াও যদি অত্যল্প পরিমাণেও সপ্তমীবিদ্ধা হয়, তবে ঐ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে কদাচ উপবাস করিবে না। ধরুন, সূর্য্যোদয়-সময়ে সামান্য কিঞ্চিৎ সপ্তমী আছে, তার পর অষ্টমী সমস্ত দিন ও রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিশেষে নবমীর সহিত যোগ হইয়াছে এবং ঐ অষ্টমী সম্পূর্ণরূপে রোহিণীযুক্তাও হইয়াছে, তথাপি ঐ অষ্টমী অল্পমাত্রও সপ্তমীবিদ্ধা হইয়াছে বলিয়া, উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরদিন নবমীতে উপবাস করিবে ॥ ২৬ ॥

তবে যে বহ্নিপুরাণাদিতে সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে জন্মাষ্টমীর ব্রতবিধান রহিয়াছে, যথা ঃ—

বহ্নিপুরাণে।

সপ্তমীসংযুতাষ্টম্যাং নিশীথে রোহিণী যদি।
ভবিতা চাষ্টমী পুণ্যা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥

অর্থাৎ সপ্তমীযুক্ত অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে যদি রোহিণীর যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমী যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন অর্থাৎ চিরদিনের নিমিত্ত পুণ্যজনক।

অগ্নিপুরাণে।

তস্মাৎ কৃষ্ণাষ্টমী পূজ্যা সপ্তম্যাং নৃপসত্তম!।
রোহিণী-সংযুতোপোষ্যা সর্ব্বাঘৌঘ-বিনাশিনী॥

অর্থাৎ হে নৃপবর! সপ্তমীতে যদি রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী হয়, তাহা হইলে তাহাতে উপবাস করিলে সর্ব্ব পাপ ধ্বংস হয়।

পদ্মপুরাণে।

কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণীসহিতাষ্টমী।
অত্রোপবাসং কুর্ব্বীত তিথিভান্তে চ পারণং॥

অর্থাৎ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হইলেও, তাহাতে উপবাস করিবে এবং তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রাজয়ান্বিতে।
কৃত্বোপবাসং তিথ্যন্তে তথা কুর্ব্বীত পারণং॥

অর্থাৎ জন্মাষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা ও শিবরাত্রি ত্রয়োদশীবিদ্ধা হইলেও তাহাতে উপবাস করিবে এবং তিথির অন্তে পারণ করিবে।

ইত্যাদি বিধান সমূহ শাক্ত-শৈব-সৌরাদি অবৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবগণের বিদ্ধোপবাস করিতেই নাই, যেহেতু একাদশী, রামনবমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি সমস্ত ব্রতেই বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিদ্ধা বর্জ্জনের বিধি রহিয়াছে। বহ্নিপুরাণাদির সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমীব্রতের ব্যবস্থা অবৈষ্ণবপর বুঝিতে হইবে; উহা দেবমায়াকৃত॥ ২৭॥

পূর্ব্বকালে দেব ও ঋষিগণ স্বীয় পদচ্যুতি আশঙ্কা করিয়া সপ্তমীবেধরূপ জাল দ্বারা অষ্টমীব্রত গোপন করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের কৃত এই সপ্তমীবিদ্ধ-জন্মাষ্টমী-ব্রতের বিধান বশতঃ লোকে এইরূপ সপ্তমীবিদ্ধ ব্রত করিবে, তদ্দ্বারা সেই সমস্ত লোকের পুণ্য ক্ষয় হইবে; তাহা হইলে তখন তাহারা আর দেবত্ব বা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে না॥ ২৮॥

শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হইলেও, পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ দশমীবিদ্ধা একাদশী যেরূপ ত্যাজ্যা, তদ্রূপ রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলেও, পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ত্যাজ্যা॥ ২৯॥

(জন্মাষ্টমী 'পূর্ব্ববিদ্ধা' বলিলে সপ্তমীবিদ্ধা বুঝাইল। কিন্তু এই যে সপ্তমীবিদ্ধা, ইহা সূর্য্যোদয়ে বিদ্ধা বুঝিতে হইবে, অরুণোদয়ে বিদ্ধা নহে, যেহেতু একমাত্র একাদশী ভিন্ন জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য কোনও ব্রতে অরুণোদয়-বেধ গ্রাহ্য নহে। এতদ্বিষয়ক বিচার ও মীমাংসা ১৮৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অপিচ এই প্রবন্ধের ৩০ দাগের শ্লোকে দেখুন যে, নিখিল-শাস্ত্র-বিশারদ পরম ভাগবত মহাপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে বলিতেছেন যে, কেবল হরিবাসর অর্থাৎ একাদশীব্রতই অরুণোদয়-বিদ্ধ হইলে ত্যাজ্য, কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য সমস্ত ব্রত সূর্য্যোদয়-বিদ্ধ হইলে ত্যাজ্য। এতদ্বারা ইহাই স্পষ্ট বলা হইল যে, একাদশী ভিন্ন জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য সকল ব্রতে সূর্য্যোদয়-বেধ গ্রাহ্য হইবে, অরুণোদয়বেধ গ্রাহ্য নহে। আরও দেখুন, পরমারাধ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের এই শ্লোকের টীকায় স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন:—

"অত্র চ যথা শব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে—অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। তচ্চ ন সুসঙ্গতং। একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ।"

ইহার অর্থ:—এই শ্লোকে "যথা" শব্দের প্রয়োগ বশতঃ কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, একাদশী যেমন অরুণোদয়কালে দশমী-বিদ্ধা হইলে ত্যাজ্যা, জন্মাষ্টমীও সেইরূপ অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধা হইলে ত্যাজ্যা। কিন্তু এরূপ মনে করা সুসঙ্গত নহে, যেহেতু একাদশী ভিন্ন অন্য সমস্ত তিথিই সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইলে তাহাদের সম্পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের অরুণোদয়-বেধ সিদ্ধ বা গ্রাহ্য নহে।

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইল যে, একমাত্র একাদশীব্রতেই অরুণোদয়-বেধ গ্রাহ্য, পরন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য কোনও ব্রতে অরুণোদয়-বেধ গ্রাহ্য নহে।)

কেবলমাত্র একাদশীব্রতই অরুণোদয়-বিদ্ধ হইলে ত্যাজ্য, পরন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য সমস্ত ব্রত সূর্য্যোদয়-বিদ্ধ হইলে ত্যাজ্য, অরুণোদয়-বিদ্ধ হইলে ত্যাজ্য নহে ॥ ৩০ ॥

(এ সম্বন্ধে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা সঙ্গত নহে। তদ্বিষয়ক বিচার ও মীমাংসা উপরে ২৯ দাগের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।)

রোহিণীযুক্তা সপ্তমীবেধ-বর্জ্জিতা শুদ্ধা অষ্টমী পূর্ব্ব ও পর এই উভয় দিনই থাকিলে, পূর্ব্ব দিবসের অষ্টমীতে উপবাস করিয়া পরদিন তিথি বা নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে। ইহাতে তিথি অধিক থাকিলে নক্ষত্রের অন্তে ও নক্ষত্র অধিক

থাকিলে তিথির অন্তে এবং দুই সম পরিমাণে থাকিলে উভয়ের অন্তে পারণ করিবে ॥ ৩১ ॥

শুদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবেধ-বিহীনা এবং কেবলা অর্থাৎ রোহিণী-যোগরহিতা কেবলমাত্র অষ্টমী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরদিন থাকে, তবে অষ্টমীর অন্তে পারণ করিবে। আর কেবল নক্ষত্র বৃদ্ধি পাইয়া পরদিন থাকিলে রোহিণী নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। তিথি ও নক্ষত্র উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরদিন থাকিলে, উহাদের মধ্যে একটীর অন্তে পারণ করিবে। আর উভয়ে যদি সম পরিমাণে থাকে, তবে উভয়ের অন্তে পারণ করিবে ॥ ৩২ ॥

হে ভারত! নক্ষত্রের অন্তে অথবা তিথির অন্তে পারণ প্রশস্ত ॥ ৩৩ ॥

পারণদিনে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের যোগ থাকিলে, একের অন্তে পারণ করিতে হইবে; বেদজ্ঞগণ ইহা অবগত আছেন ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বে দশমী প্রভৃতি দিবসত্রয়ে যেরূপ নিয়ম বিধান করা হইয়াছে, উহা ব্রতের সাধারণ নিয়ম বলিয়া এই জন্মাষ্টমী ব্রতেও সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ঐ নিয়মানুযায়ী চলিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

অন্যান্য জন্মতিথি।

শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর জন্মতিথি (মাঘী শুক্লা সপ্তমী), শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মতিথি (মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী) ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মতিথি (ফাল্গুনী পূর্ণিমা), এই তিনটী জন্মতিথির এবং শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে শ্রীরাধিকার জন্মতিথির ব্রতোপবাস বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীবামন-দ্বাদশী।

ভাদ্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং যুক্তায়াং শ্রবণেন হি।
উপোষ্য সঙ্গমে স্নাত্বা দেবং বামনমর্চ্চয়েৎ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত নারদপুরাণ-বচন।

দিনদ্বয়েঽপি শ্রবণাভাবে তদ্যোগ-হানিতঃ।
একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং বামনং যজেৎ॥ ৩॥

(সঙ্কল্প-মন্ত্রঃ)

একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যে শ্রীবামনানন্ত শরণাগত-বৎসল!॥ ৪॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

একাদশ্যুপবাসে চ দ্বাদশ্যাং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ।
প্রাদুর্ভূতো হি ভগবান্ দ্বাদশ্যামেব বামনঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।

অতো যদি ন লভ্যেত মধ্যাহ্নে দ্বাদশী তদা।
দ্বাদশী-মধ্য এবার্চ্চ্যো বামনস্তর্হি সূরিভিঃ ॥ ৬ ॥
একাদশ্যাং রজন্যাম্বা দ্বাদশ্যাং চার্চ্চয়েৎ প্রভুং ॥ ৭ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

কুর্য্যাজ্জাগরণং রাত্রৌ গীত-শাস্ত্র-সমন্বিতং।
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো নিশামনিমিষেক্ষণঃ।
প্রভাতে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দ্বাদশ্যাং পারণং ততঃ ॥ ৮ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন।

ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাতে উপবাস পূর্ব্বক নদীসঙ্গমে স্নান করিয়া বামনদেবের অর্চ্চনা করিবে ॥ ১ ॥

যদি দ্বাদশীতে রাত্র্যাদি কোন সময়ে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ না হয়, তবে শ্রবণান্বিতা পাপহারিণী একাদশীতে উপবাস করিবে ॥ ২ ॥

একাদশী ও দ্বাদশী এই উভয় দিনে যদি শ্রবণার অভাব হয়, তবে উক্ত যোগের অর্থাৎ দেবদুন্দুভি যোগের (একদিনে একাদশী, দ্বাদশী, বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্রের যোগ) হানি বশতঃ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বামনদেবের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩ ॥

(সঙ্কল্প-মন্ত্র)

হে বামন! হে অনন্ত! হে শরণাগতবৎসল! আমি একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পরদিবস ভোজন করিব॥ ৪॥

একাদশীতে উপবাস হইলে দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীবামনদেব দ্বাদশীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৫॥

অতএব মধ্যাহ্নকালে যদি দ্বাদশী লাভ না হয়, তবে বিদ্বান্ ব্যক্তি দ্বাদশী মধ্যেই বামনদেবের অর্চ্চনা করিবেন॥ ৬॥

দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে, একাদশীর নিশাভাগে বা পরদিন দ্বাদশীতে বামনদেবের পূজা করিবেন॥ ৭॥

অনিমেষ-নেত্র ও মহা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গীতবাদ্য ও শাস্ত্র-পাঠ সহকারে রাত্রি জাগরণ করিবে। পরে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দ্বাদশীর মধ্যে পারণ করিবে॥ ৮॥

শিবরাত্রি।

শিবরাত্রি-ব্রতমিদং যদ্যপ্যাবশ্যকং ন হি।
বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারাদ্বিলিখ্যতে।
শিবরাত্রি-ব্রতং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাস্তু ফাল্গুনে।
বৈষ্ণবৈরপি তৎ কার্য্যং শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতয়ে সদা॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস॥

মদ্ভক্তঃ শঙ্কর-দ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্কর-প্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শাস্ত্র-বচন।

সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যদেবতান্তর-পূজকঃ।
ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রি-বহির্ম্মুখঃ ॥ ৩ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪ ॥

ঐ মহীখণ্ড।

শিবরাত্রি-ব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা।
জয়াপ্রযুক্তাং ন তু জাতু কুর্য্যাচ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছিবস্য ॥ ৬ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পরাশরোক্তি।

শিবরাত্রৌ চ কর্ত্তব্যং নিয়মেন এবং বুধৈঃ।
উপবাস-মহাদেবপূজা-জাগরণং নিশি ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

যদিও বৈষ্ণবদিগের শিবরাত্রি-ব্রতের প্রয়োজন নাই, তথাপি সদাচার-প্রযুক্ত এস্থলে ইহা লিখিত হইতেছে অর্থাৎ শিবরাত্রি-ব্রত পরিত্যাগ করিলে ভগবৎ-পূজার ফল হয় না, সুতরাং শ্রীভগবান্ প্রীত হইবেন না বলিয়া সৎ অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধুগণও এই ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন; অতএব এই সদাচার-প্রযুক্ত এস্থলে ইহা লিখিত হইতেছে। ফাল্গুনমাসে

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে এই ব্রত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণও শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা এই ব্রতাচরণ করিবেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পক্ষেও এই ব্রতাচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

(শিবরাত্রি-ব্রত যে বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ ইহা কোনও প্রকারে যে বর্জ্জনীয় নহে, তদ্বিষয়ে বিচার ও মীমাংসা হইতেছে।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে গুরুদেবের ভাবী শিষ্যকে ৫২টী কর্ত্তব্য ও ৫২টী বর্জ্জনীয় নিয়ম শ্রবণ করাইতে হয়। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ২য় বিলাসে ইহা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বর্জ্জনীয় নিয়মের মধ্যে দৃষ্ট হয় যে,

অবৈষ্ণব-ব্রতারম্ভস্তথা জপ্যমবৈষ্ণবং।

অর্থাৎ "বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিহীন ব্রতানুষ্ঠান করিবে না; বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্র জপ করিবে না।" কিন্তু এই বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিহীন ব্রতানুষ্ঠানের নিষেধ শিবরাত্রি-ব্রত ব্যতীত অন্য ব্রত সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে—শিবরাত্রি-ব্রত-বিষয়ে এই নিষেধ প্রযোজ্য নহে, কেননা শিবরাত্রি-ব্রত যে বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিহীন নহে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে বলিতেছেন :—

যঃ শিবঃ সোঽহমেবেহ যোঽহং স ভগবান্ শিবঃ।
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদাকাশানিলয়োরিব ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বচন।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "যেই শিব সেই আমি, যেই আমি সেই ভগবান্ শিব; আকাশ ও তজ্জাত বায়ুতে যেমন কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ শিব ও আমাতে কোনও ভেদ নাই।" এই উক্তির দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, দীপ ও তাহা হইতে প্রজ্জ্বালিত দীপান্তর যেমন পরস্পর অভিন্ন, কারণ ও কার্য্য যেমন পরস্পর অভিন্ন, হরি ও

হরও তেমনই পরস্পর অভিন্ন। সুতরাং এতদ্দারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, শিবরাত্রি-ব্রত বিষ্ণুসম্বন্ধ-বর্জ্জিত নহে; অতএব এই ব্রতানুষ্ঠানে একনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের ঐকান্তিকতার হানি হইতে পারে না।

আবার যে দেখা যাইতেছে,

চতুর্থস্কন্ধ-দৃষ্ট্যা তু নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্ব্রতং।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

তথা চ ভৃগুশাপঃ

শিবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থিনঃ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন।

অর্থাৎ "শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত ভৃগুশাপ দেখিয়া কোন কোন বৈষ্ণব শিবরাত্রি-ব্রত করেন না।" দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় শিবানুচর ভূতপ্রেতগণ ভৃগুমুনির প্রতি অত্যাচার করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে,

"যাহারা শিবব্রত অনুষ্ঠান করিবে বা যাহারা শিবব্রতকারিগণের অনুগত হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের বিরোধী; অতএব তাহারা পাষণ্ডী হউক।"

কিন্তু এই অভিসম্পাত শাস্ত্রানুমোদিত ও যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত কোনও ব্রতের প্রতি পর্য্যবসিত হইতে পারে না; তবে শাস্ত্র-বিগর্হিত ব্রতের আচরণ করিলে বা যথাশাস্ত্র ব্রতানুষ্ঠান না করিলে, সকলকেই পাষণ্ডী হইতে হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিবকে পৃথক্ জ্ঞানে শিবব্রত অনুষ্ঠান করেন বা তাদৃশ ভাবাপন্ন ব্রতকারিগণের অনুগামী হন, তাঁহারাই উক্ত ভৃগুশাপের পাত্র। শিবকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন জ্ঞান করা কিম্বা পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান করা একটী মহা অপরাধ, যথা :—

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি-সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ইহলোকে শ্রীশিব ও শ্রীহরির নাম-গুণাদি সমস্ত ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করে, সে হরিনামের অহিতকারী অর্থাৎ হরিনামের নিকট অপরাধী হয়।

তবে যে ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্যং দেবং নিরীক্ষয়েৎ।
চক্রাঙ্কিতো সদা তিষ্ঠেন্মদ্ভক্তঃ পাণ্ডুনন্দন!॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে পাণ্ডুতনয়! আমার ভক্ত অন্য দেবতাকে নমস্কার করিবে না, অন্য দেবতা দর্শন করিবে না; সর্ব্বদা আমার তিলক-মুদ্রাদি ধারণ করিয়া অবস্থান করিবে।

এতদ্বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-টীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু শিবরাত্রি-প্রসঙ্গে টীকায় বলিতেছেন :—

অতোহত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ। শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ শিবশ্চান্যো দেব ইত্যেব মন্তব্যে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানামযুক্তমেব, কিন্তু যথা মৎস্যাদয়ো লীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারোহয়মিত্যভেদেন ন দোষাবহং, অপি তু গুণ এব ভগবদ্ভক্তিবিশেষ এব পর্য্যবসানাৎ।

ইহার অর্থ :—অতএব এখানে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে, যথা :—শ্রীবিষ্ণু এক দেবতা ও শ্রীশিব অন্য দেবতা এইরূপ ভেদ-বুদ্ধিতে বিভাবিত হইয়া শ্রীশিবের নমস্কারাদি করা বৈষ্ণবগণের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন জ্ঞানে শ্রীশিবকে নমস্কারাদি করিবেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি যেমন শ্রীভগবানের লীলাবতার, শ্রীশিবও তেমনই তাঁহার গুণাবতার; এইরূপ অভেদ-জ্ঞানে শ্রীশিবের

প্রণামাদি দোষাবহ হইতে পারে না, বরঞ্চ ভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ইহা গুণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

এতদ্দ্বারা আনুষঙ্গিক ইহাও বুঝিতে হইবে যে, অন্য সমস্ত দেব-দেবীকেও শ্রীভগবানের বিভূতি বা অংশাদি জ্ঞানে তাঁহারই অনুগত ভাবিয়া সকল দেবতাকেই নমস্কারাদি করিবে এবং সকলের নিকটেই কৃষ্ণ-ভক্তি প্রার্থনা করিবে। সমস্ত দেব-দেবীকেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-জ্ঞানে কৃষ্ণ-নিবেদিত দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করা বিধেয়। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্-ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজাদি বা নমস্কারাদি করা কর্ত্তব্য নয়।

অতএব বুঝা গেল যে, বৈষ্ণবগণেরও শিবরাত্রিব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। উপরে দেখুন শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্ব্রতং" অর্থাৎ "কেহ কেহ তাঁহার ব্রত করেন না"। "কেহ কেহ" এই উক্তি দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, গ্রন্থকার ইহাতে অনুমোদন করেন না; "কেচিৎ" অর্থাৎ "কাহারও কাহারও মতে" এই কথা বলিলে উহা যে নিজের মত নহে প্রকারান্তরে যেমন তাহাই বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় বলিয়াছেন "কেচিদিতি স্বমতং ব্যাবর্ত্তয়তি" অর্থাৎ 'কেচিৎ' (কেহ কেহ) এই শব্দ দ্বারা উহা যে গ্রন্থকারের নিজের মত নহে, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আরাধ্যপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

কার্য্যং গুণাবতারত্বেনৈক্যাদ্রুদ্রস্য বৈষ্ণবৈঃ।
বৈষ্ণবাগ্র্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সদাচারাচ্চ তদ্ব্রতং॥

অর্থাৎ যেহেতু শ্রীমহাদেব গুণাবতার বলিয়া শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন, যেহেতু তিনি সমস্ত বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য বলিয়া তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ এবং যেহেতু সদ্বৈষ্ণবগণ শিবরাত্রি-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত শিবরাত্রিব্রতাচরণ বৈষ্ণবগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।)

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমার ভক্ত যদি শঙ্করকে দ্বেষ করে অথবা শঙ্কর-ভক্ত যদি আমাকে দ্বেষ করে, তাহা হইলে যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত উভয়কেই নরক ভোগ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

সৌর হউন বা বৈষ্ণব হউন বা অন্যদেবপূজকই হউন, শিবরাত্রি-ব্রত না করিলে পূজার ফল প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৩ ॥

মাঘমাসের শেষে বা ফাল্গুনমাসের প্রথমে যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, তাহার নাম শিবরাত্রি ॥ ৪ ॥

শিবরাত্রিব্রতে ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশী পরিত্যাজ্যা ॥ ৫ ॥

হে নৃপ! মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী অমাবস্যার সহিত যোগ প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অমাবস্যাদিনে দুই মুহূর্ত্ত চতুর্দ্দশী থাকিলে, ঐ দিবস শিবরাত্রি-ব্রত করিবে; উহা শিবের প্রীতিকর; কিন্তু বৈষ্ণবগণ ত্রয়োদশী-যুক্ত শিবরাত্রি-ব্রত কদাচ করিবে না ॥ ৬ ॥

চতুর্দ্দশীদিনে যদি ২ দণ্ড বা তদধিক ত্রয়োদশী থাকে, অথবা পরদিন অর্থাৎ অমাবস্যার দিন যদি ৪ দণ্ড বা তদধিক চতুর্দ্দশী থাকে. তাহা হইলে বৈষ্ণবমতে পরদিন ব্রত হইবে। এই ব্রতে বেধ ত্যাজ্য। এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ২ দণ্ডকে বেধ এবং দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ৪ দণ্ডকে যোগ বলে, যথা :—

দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদ্‌যোগো বেধো মৌহূর্ত্তিকঃ স্মৃতঃ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত লোগাক্ষি-বচন।

পূর্ব্বদিবস ২ দণ্ড বা তদধিক ত্রয়োদশী থাকিলেই বেধ হইল, আর পরদিবস ৪ দণ্ড বা তদধিক চতুর্দ্দশী থাকিলেই যোগ হইল। এইরূপ

যোগ বা বেধ না হইলে, পূর্ব্বদিবস ব্রত হইবে। অমাবস্যার দিন চতুর্দ্দশী যদি ৪ দণ্ডের কম থাকে, তাহা হইলেই কেবল ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীতে ব্রত করিতে হইবে, অন্যত্র নহে যথা :—

তস্মাদ্ঘটিকাচতুষ্টয়ার্ব্বাক্ চতুর্দ্দশীসম্ভবে পূর্ব্বোপবাসো নান্যত্রেতি নির্ণয়ঃ।

শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যা।

অর্থাৎ (অমাবস্যা দিনে) চতুর্দ্দশী যদি চারি দণ্ডের কম থাকে, তবে ঐ দিনে ব্রত না করিয়া পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশী দিনে ব্রত করিবে, অন্যত্র নহে, ইহাই নির্ণীত হইল।

এই ব্রতে অমাবস্যায় পারণ করিতে হয়; কিন্তু পূর্ব্ববিদ্ধায় উপবাস হইলে এবং পরদিন চতুর্দ্দশী অস্তকাল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলে, দিবাভাগে চতুর্দ্দশীতেই পারণ করিবে।

শিবরাত্রি-ব্রতে উপবাস, রাত্রিকালে শিবপূজা ও জাগরণ এই তিনটীর যথাবিধি অনুষ্ঠান করা সুধীগণের কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥

শ্রীরাম-নবমী।

চৈত্রে কুর্য্যাৎ সিতে পক্ষে শ্রীরাম-নবমীব্রতং ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

যস্তু রাম-নবম্যাং হি ভুঙক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
একামপি নরো ভক্ত্যা শ্রীরাম-নবমীং মুনে!।
উপোষ্য কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত অগস্ত্যসংহিতা-বচন।

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
পুনর্ব্বস্বৃক্ষ-সংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা।
সৈব মধ্যাহ্নযোগেন মহাপুণ্যতমা ভবেৎ ॥ ৪ ॥
নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণু-পরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণং ॥ ৫ ॥
দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমী-ক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ং ॥ ৬ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে শ্রীরাম-নবমী ব্রত হইবে ॥ ১ ॥

মোহবশতঃও শ্রীরাম-নবমীতে আহার করিলে ভীষণ কুম্ভীপাক নরকে পচিতে হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥

স্বেচ্ছাধীন হইয়া রাম-নবমীতে উপবাস করিলে আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না; সেই উপবাসকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহ শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়পাত্র হন ॥ ৩ ॥

চৈত্রমাসের নবমীতে স্বয়ং হরি রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হইলে, ঐ তিথি নিখিল কামফল প্রদান করেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে পুনর্ব্বসুর যোগ হইলে, ঐ তিথি মহাপুণ্যস্বরূপা হন ॥ ৪ ॥

বৈষ্ণবগণ অষ্টমীবিদ্ধা নবমী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস পূর্ব্বক দশমীতে পারণ করিবেন ॥ ৫ ॥

দশমীতে পারণের নিশ্চয়তা হেতু নবমীর ক্ষয়স্থলে বৈষ্ণবগণ নিঃসংশয়-চিত্তে অষ্টমী-বিদ্ধা নবমীতে উপবাস করিবেন ॥ ৬ ॥

(এখানে তাৎপর্য্য এই যে, একাদশীব্রতের ব্যাঘাত ঘটিলে অর্থাৎ যদি একাদশীব্রতের দিন রামনবমীর পারণ পড়ে এরূপ হয়, তাহা হইলেই কেবল বিদ্ধা নবমীতে উপবাস হইবে, নচেৎ শুদ্ধা নবমীতে হইবে।)

স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রাম-পূজাধিকার।

সেব্যা নিজনিজৈরেব মন্ত্রৈঃ স্বস্বেষ্টমূর্ত্তয়ঃ।
শালগ্রামাত্মকে রূপে নিয়মো নৈব বিদ্যতে ॥ ১ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

পূজা চ বিহিতা তস্য প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ!।
শালগ্রামশিলায়াস্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ॥ ২ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥ ৩ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ॥ ৪ ॥
স্ত্রীয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং ॥ ৫ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সম্বাদে।

অতো নিষেধকং যদ্যদ্ বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণব-পরং তত্তদ্ বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৬ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র দ্বারা শালগ্রাম শিলায় আপন আপন অভীষ্টদেবের অর্চ্চনা করিবে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়ম নাই ॥ ১ ॥

হে নৃপনন্দন! প্রতিমায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা বিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শালগ্রামশিলায় পূজা করিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়। জগদ্গুরু বাসুদেব উঁহাতে নিত্য অবস্থান করেন॥ ২॥

শালগ্রামরূপী শ্রীভগবান্ সকলেরই পূজ্য। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যই হউক, অথবা যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎপূজা-পরায়ণ স্ত্রী বা শূদ্রই হউক, সকলেই শালগ্রামের পূজা করিতে পারেন অর্থাৎ এবম্বিধ সকলেরই অধিকার আছে॥ ৩॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে এবং সৎশূদ্র অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ শূদ্রেরও অধিকার আছে; অন্যের অর্থাৎ অসৎ শূদ্রের (বিষ্ণুভক্তিবিহীন শূদ্রের) অধিকার নাই॥ ৪॥

স্ত্রী হউক বা শূদ্র হউক কিম্বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদিই হউক, শালগ্রাম পূজা করিলে নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করিবে॥ ৫॥

অতএব স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রাম-পূজা-বিষয়ক যে সকল নিষেধ-বাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায়, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত নিষেধ-বচন অবৈষ্ণবগণের পক্ষে, বিষ্ণু-ভক্তগণের পক্ষে নহে। (সুতরাং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ স্ত্রী বা শূদ্রের শালগ্রাম পূজা করিতে কোনও নিষেধ নাই)॥ ৬॥

(উপরোক্ত ৩ হইতে ৬ দাগ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি অবলম্বন করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পূজ্যপাদ টীকাকার টীকায় বলিয়াছেন :—

এবং লিখিত-প্রকারেণ শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি; তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বৈর্দ্বিজাদিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈবিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। নন্থ

ব্রাহ্মণস্য পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্র-করসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মম॥

ইতি শালগ্রামশিলা-প্রসঙ্গে স্ত্রী-শূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে। তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ। তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি ব্রাহ্মণেতি। সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে। অন্যেষামসতাং শূদ্রাণাং। অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং

বায়ুপুরাণে।

অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥

এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ "ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং" ইতি বচনস্য বিরোধান্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যং। যদি চ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ং। যতঃ শূদ্রেষন্ত্যজেষপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ

নারদীয়ে।

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ॥

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে।

শূদ্রম্বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥

পদ্মপুরাণে।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

কিঞ্চ ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথা চ

তত্ত্বসাগরে।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। তথা চ

হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসম্বাদে।

তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ং।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥

ঈদৃশানি বচনানি শ্রীভাগবতাদৌ বহূন্যেব সন্তি। ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি।”

অর্থাৎ শালগ্রামশিলা যে শ্রীভগবান্ তাহা এবম্প্রকারে বিবৃত করিয়া তৎপরে ‘তাঁহার পূজনে যে সকলেরই অধিকার আছে’ এই অভিপ্রায় (৩ দাগের শ্লোকে) “দ্বিজৈঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন। ‘সর্ব্বৈঃ’ অর্থাৎ ‘দ্বিজ প্রভৃতি সমস্ত জনেরই’ সম্যক্ পূজ্য। ‘দ্বিজৈঃ’ অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বুঝাইতেছে। তবে যে “ব্রাহ্মণস্য পূজ্যোঽহং” ইত্যাদি বচনের দ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে শালগ্রাম পূজার নিষেধ রহিয়াছে, সেই নিষেধ-নিরাকরণার্থে বলিতেছেন “ভগবতঃ পরৈঃ” অর্থাৎ ‘যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ’ স্ত্রী-শূদ্রদিগেরও পূজ্য; ‘ভগবতঃ পরৈঃ’ অর্থাৎ ‘ভগবৎপূজা-পরায়ণ’ এই শব্দ দ্বারা ‘সৎ’ ইহাই বুঝাইতেছে। প্রকারান্তরেও দেখুন, সৎ

শূদ্রদিগের যে শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে, তাহা (৪ দাগের শ্লোকে) "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং" ইত্যাদি শ্রীনারদোক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন। এই শ্লোকে 'অন্যেষাং' শব্দের অর্থ 'অসৎ শূদ্রদিগের'। শূদ্র সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, "শূদ্র যাজ্ঞা করিবে না, অধিক দান করিবে, জীবিকার জন্য কৃষিকার্য্য করিবে, নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে ও শালগ্রাম পূজা করিবে।" সুতরাং এই মহাপুরাণের উক্তির সহিত "ব্রাহ্মণস্য পূজ্যোঽহং" ইত্যাদি নিষেধ-বচনের বিরোধ হইতেছে বলিয়া ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই নিষেধ-বচন কতিপয় বিদ্বেষ-পরায়ণ স্মার্ত্ত পণ্ডিতের কল্পনা মাত্র। যদিও শূদ্রগণের শালগ্রাম-পূজাধিকার যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে বটে, তথাপি অবৈষ্ণব শূদ্র ও স্ত্রীগণের পক্ষে তৎপূজা কর্ত্তব্য নহে, যথাবিধি বিষ্ণুদীক্ষা-গ্রহণকারী শূদ্র ও স্ত্রীগণের পক্ষেই কর্ত্তব্য, ইহাই ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে, যেহেতু যে সমস্ত শূদ্রগণ বৈষ্ণব, তাঁহাদিগকে শূদ্র বলা যায় না। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ, যথা :—

নারদপুরাণে বলিতেছেন, হে মহারাজ! ব্যাধ বা চণ্ডালও যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ।

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে বলিতেছেন, শূদ্র বা চণ্ডাল বা ব্যাধ যদি ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নীচজাতিরূপে দৃষ্টি করিলে নিঃসন্দেহ নরকে যাইতে হইবে।

পদ্মপুরাণে বলিতেছেন, যে সমস্ত শূদ্র হরিভক্তি-পরায়ণ, তাঁহারা কদাচ শূদ্র নহেন — তাঁহারা ভাগবত। কিন্তু যে সমস্ত লোক বিষ্ণুকে ভজন না করে, তাহারা যে কোনও জাতি হউক না কেন, তাহারাই শূদ্র বলিয়া গণ্য।

আরও দেখুন, ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবে যে শূদ্রগণ বিপ্রতুল্য হইয়া যায়, ইহা প্রমাণসিদ্ধ, যথা তত্ত্বসাগরে বলিতেছেন :—

বিধানমতে পারদ সংযোগ করিলে কাংস্য যেমন স্বর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ বিধিমতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মানবগণ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব বৈষ্ণবগণকে বিপ্রমধ্যেই গণনা করিতে হইবে; তদ্বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন, যথা :—

তীর্থ, অশ্বত্থবৃক্ষ, গো, বিপ্র ও আমার ভক্ত এই পাঁচটীকে আমারই বিগ্রহ বলিয়া জানিবে।

এইরূপ আরও অনেক বাক্য শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে রহিয়াছে। এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য-প্রভাবে শ্রীবৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণ সহ সমতা প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ স্ত্রী-শূদ্রগণের শালগ্রাম-পূজাধিকার শাস্ত্র-সম্মত।)

শ্রীমূর্ত্তি-পূজা।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতাঃ॥ ১॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে।

দ্বিভুজা জলদ-শ্যামা ত্রিভঙ্গী মধুরাকৃতিঃ।
সেব্যা ধ্যানানুরূপৈশ্চ মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥ ২॥
স্বয়ংব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্ত্তয়ঃ দ্বিবিধা মতাঃ।
স্বয়ংব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাস্ত প্রতিষ্ঠয়া॥ ৩॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি তদর্চ্চাবসথং হরেঃ।
স্থাপনঞ্চ স্বয়ংব্যক্তং দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
শিলা-মৃদ্দারু-লোহাদ্যৈঃ কৃত্বা প্রতিকৃতিং হরেঃ।
শ্রৌত-স্মার্ত্তাগম-প্রোক্ত-বিধিনা স্থাপনং হি যৎ।
তৎ স্থাপনমিতি প্রোক্তং স্বয়ংব্যক্তং হি মে শৃণু।
যস্মিন্ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি।
পাষাণ-দার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ংব্যক্তং হি তৎ স্মৃতং ॥ ৪ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

দুর্ল্লভত্বাৎ স্বয়ংব্যক্ত-মূর্ত্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ।
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নৈকং স্ববংশস্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ।
অর্চ্চায়ামীপ্সিতং নৃণাং ফলং যাগাদি-দুর্ল্লভং।
প্রতিমামাশ্রিতোঽভীষ্ট-প্রদাং কল্পলতাং যথা ॥ ৬ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়-বচন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব ! শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, স্বর্ণাদি-ধাতুময়ী, মৃচ্চন্দনাদিময়ী, চিত্রময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী, আমার এই আট প্রকার প্রতিমা হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তিসকলে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে। এই মূর্ত্তি দ্বিভুজ, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, ত্রিভঙ্গ অর্থাৎ স্থানত্রয়ে বক্র এবং মোহনাকৃতি ॥ ২ ॥

মূর্ত্তি দ্বিবিধ :—(১) স্বয়ংপ্রকাশিত, যথা শ্রীরঙ্গশায়ী প্রভৃতি এবং (২) স্থাপিত। স্বয়ংপ্রকাশিত মূর্ত্তি সকল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং স্থাপিত মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠা দ্বারা কৃষ্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

হে দেবি! শ্রীহরির পূজার আধার অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি-বিষয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীমূর্ত্তি দ্বিবিধ :—(১) স্থাপিত ও (২) স্বয়ংব্যক্ত। শিলা, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও সুবর্ণাদি-ধাতু দ্বারা শ্রীহরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ শ্রুতি, স্মৃতি বা তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপন করার নাম স্থাপিত। স্বয়ংব্যক্ত কিরূপ বলিতেছি শ্রবণ কর; আদ্যেশ্বর শ্রীবিষ্ণু যে এই পৃথিবীতে পাষাণ বা কাষ্ঠে মনুষ্যগণের সন্নিধানে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার নাম স্বয়ংব্যক্ত ॥ ৪ ॥

স্বয়ংব্যক্ত মূর্ত্তি অতি দুর্ল্লভ; অতএব বৈষ্ণবোত্তম যথাবিধি প্রতিষ্ঠপূর্ব্বক স্থাপিত মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৫ ॥

শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিলে মনুষ্য কেবল নিজের বংশ নহে, সমস্ত জগৎ উদ্ধার করেন। যাগযজ্ঞাদি দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় না, শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রতিমাকে আশ্রয় করিলে, তিনি কল্পলতার ন্যায় সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন ॥ ৬ ॥

আরাত্রিক।

মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্য-জয়-স্বনৈঃ।
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেক-বর্ত্তিকং॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

বহুবর্ত্তি-সমাযুক্তং জ্বলন্তং কেশবোপরি।
কুর্য্যাদারাত্রিকং যস্তু কল্পকোটিং বসেদ্দিবি॥ ২॥
দীপ্তিমন্তং স্বকর্পূরং করোত্যারাত্রিকং নৃপ!।
কৃষ্ণস্য বসতে লোকে সপ্তকল্পানি মানবঃ॥ ৩॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্দীপাবল্যা সুদৃশ্যয়া।
তমোবিকারং জয়তি জিতে তস্মিংশ্চ কো ভবঃ॥ ৪॥

ঐ হরিভক্তিসুধোদয়।

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগম-কোটয়ঃ।
দহত্যালোক-মাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখং॥ ৫॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

অতঃ সাদরমুত্থায় মহানীরাজনং ত্বিদং।
দ্রষ্টব্যং দীপবৎ সর্ব্বৈর্বন্দ্যমারাত্রিকঞ্চ যৎ॥ ৬॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি সহকারে মহানীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবে। এই আরাত্রিকের জন্য সুবর্ণাদি ধাতু-

নির্ম্মিত উত্তম বিস্তীর্ণ পাত্রে কর্পূর বা ঘৃত দ্বারা অনেক বর্ত্তিবশিষ্ট অযুগ্ম অর্থাৎ বিযোড় দীপ প্রজ্বালিত করিবে ॥ ১ ॥

(নয়টী, সাতটী বা পাঁচটী বর্ত্তিবিশিষ্ট দীপই প্রশস্ত, তবে সাধারণতঃ পাঁচটী বর্ত্তিই প্রচলিত।)

যে ব্যক্তি বহু-বর্ত্তি-যুক্ত প্রজ্বালিত দীপ দ্বারা কেশবের মস্তকোপরি আরাত্রিক করেন, তিনি কোটী কল্পকাল ব্যাপিয়া স্বর্গে অবস্থিতি করেন ॥ ২ ॥

যে মানব কর্পূর-যুক্ত জ্বলন্ত দীপ দ্বারা আরতি করেন, তিনি সপ্তকল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুধামে অবস্থিতি করেন ॥ ৩ ॥

সুদৃশ্য দীপমালা দ্বারা শ্রীভগবানের আরতি করিলে, তমোগুণ-জনিত বিকার অর্থাৎ কামক্রোধাদি অথবা অজ্ঞান-জনিত বিকার অর্থাৎ অহঙ্কারাদি জয় করা যায়, এবং এই সমস্ত জয় করা হইলে, আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৪ ॥

আরাত্রিক সময়ে দীপমালার জ্যোতিঃ দ্বারা শোভিত শ্রীবিষ্ণুর বদন-কমল অবলোকন করিবামাত্র কোটী কোটী ব্রহ্মহত্যা ও কোটী কোটী অগম্যা-গমন-জনিত পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

অতএব সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া পরম সমাদরে আরাত্রিক দর্শন ও দীপের বন্দনা করিবেন ॥ ৬ ॥

উৎসব-দর্শন।

রথস্থং যে নিরীক্ষ্যন্তে কৌতুকেনাপি কেশবং।
দেবতানাং গণাঃ সর্ব্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত ভবিষ্যোত্তর-বচন।

যাঁহারা কৌতুকচ্ছলেও রথস্থ কেশবকে দর্শন করেন, তাঁহারা চণ্ডালাদি নীচ জাতি হইলেও বিষ্ণু-পার্ষদগণের মধ্যে পরিগণিত হন। (এখানে কেবল রথের উল্লেখ হইলেও আনুষঙ্গিক অন্য সমস্ত উৎসবও বুঝিতে হইবে।)

শ্রীভগবদ্ভক্তি।

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো! ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাং॥ ১॥

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন।

মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহলোকে পরেঽপি বা।
নাশুভং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কুলকোটীং নয়েদ্দিবং॥ ৩॥

ঐ দ্বারকামাহাত্ম্য।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ৪॥

ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

কিন্তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ।
বাজেপেয়-সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে॥ ৫॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥ ৬॥

ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত-জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিতা ত্বয়ি॥ ৭॥

ঐ বিষ্ণুপুরাণ।

সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তি-প্রণাশনঃ।
স্বভক্ত-বৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা॥ ৮॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বম্বাঽসুরাত্মজাঃ!।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা।
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং॥ ৯॥

ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি।
তদ্ভক্তজন-বাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনং।
সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভ-বর্জ্জনং।
তৎকথা-শ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নাম্নোপজীবতি।

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ॥ ১০॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত গৌতমীয়তন্ত্র-বচন॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥ ১১॥
ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

আদ্যন্তু বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ।
ধারণঞ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ।
অর্চ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নাম-স্মরণং তথা।
কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনং।
তৎপাদোদক-সেবা চ তন্নিবেদিত-ভোজনং।
তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রত-নিষ্ঠতা।
তুলসী-রোপণং বিষ্ণোর্দ্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
ভক্তিঃ ষোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধ-বিমুক্তয়ে॥ ১২॥
ঐ পদ্মপুরাণ।

যাহারা মঙ্গলের পথস্বরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য ক্লেশ করে, তুষাবঘাতী অর্থাৎ ধান্যে আঘাত না করিয়া তুষে আঘাতকারী লোকদিগের ন্যায়, তাহাদের কেবল কষ্ট করাই সার হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা কষ্ট করিয়াও কোনও ফল লাভ করিতে পারে না॥ ১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! পাকাদির নিমিত্ত প্রজ্বালিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলকে ভস্মীভূত করে, মদ্বিষয়িণী ভক্তিও তদ্রূপ পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ বলেন, আমাতে ভক্তিযুক্ত পুরুষগণের ইহলোকে বা পরলোকে কোনও প্রকার অমঙ্গল হয় না; ঐ ভক্তিই তাহাদের কোটী কুলকে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত করাইয়া থাকে ॥৩॥

স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরি-ভজন করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্ক দশাতেই ভ্রষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি স্বধর্ম্ম-ত্যাগের জন্য কদাচ তাঁহার নীচ-যোনিতে জন্ম প্রভৃতি কোন প্রকার অমঙ্গল হইবে না। হরি-ভজন না করিয়া কেবল স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা কোন্ ব্যক্তি অভীষ্ট লাভ করিতে পারিয়াছে? ॥ ৪ ॥

জনার্দ্দনের প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার বহুবিধ মন্ত্র-জপ, বিস্তর শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সহস্র সহস্র বাজপেয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে কি প্রয়োজন? ॥ ৫ ॥

ইহলোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন ও পরম-মঙ্গল-বিধায়ক; এই পথে কোনও প্রকার বিভীষিকা নাই; নারায়ণ-পরায়ণ, দয়ালু, নিষ্কাম সাধুগণ এই পথে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া, ইহাতে জ্ঞানমার্গের ন্যায় সহায়তার অভাব-নিবন্ধন অথবা কর্ম্মমার্গের ন্যায় মৎসরান্বিত ব্যক্তিগণ হইতে কোনরূপ বিঘ্নাদির আশঙ্কা নাই ॥ ৬ ॥

প্রহ্লাদ মহাশয় বলিলেন, হে ভগবন্! তুমি সমস্ত জগতের মূল; তোমাতে যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে কি প্রয়োজন? মুক্তি তাঁহার করতলে অবস্থিত ॥ ৭ ॥

সর্ব্বদেবময়, শরণাগত জনের দুঃখনাশক, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট হন, অন্য কোন প্রকারে তিনি তুষ্টি লাভ করেন না ॥ ৮ ॥

প্রহ্লাদ মহাশয় বালকগণকে উপদেশ দিবার জন্য বলিলেন, হে অসুর-তনয়গণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সচ্চরিত্রতা কিম্বা বহুজ্ঞতা, এ সকল কিছুতেই মুকুন্দদেবের প্রীতি-সাধন করিতে সমর্থ হয় না। অপিচ দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত—এ সকলও শ্রীভগবানের প্রীতির কারণ নহে; কেবল নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই তিনি প্রীত হইয়া থাকেন, অন্য যাহা কিছু সবই বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ৯ ॥

দেবতায়, মন্ত্রে ও মন্ত্রদাতা গুরুতে যাঁহার নিম্নোক্ত অষ্টবিধ ভক্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হনঃ—(১) ভগবদ্ভক্তের প্রতি প্রীতি, (২) পূজায় অনুমোদন, (৩) শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে নিত্য ভগবদর্চ্চন, (৪) পূজাবিষয়ে দম্ভত্যাগ, (৫) ভগবৎ-কথা-শ্রবণে আসক্তি, (৬) ভগবদগ্রে নৃত্যাদি, (৭) নিত্য ভগবৎ-স্মরণ ও (৮) ভগবন্নামে নির্ভর করিয়া জীবনধারণ। এই অষ্ট প্রকার ভক্তি কোন ম্লেচ্ছেতেও বিদ্যমান থাকিলে, তিনি জীবন্মুক্ত, সত্যবাদী ও কীর্ত্তিমান্ ॥ ১০ ॥

প্রহ্লাদ মহাশয় বলিলেন, হে পিতঃ! শ্রীভগবল্লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তদীয় পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন—এই নয় প্রকার ভক্তি যিনি ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পণ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করেন, আমি বোধ করি, তাহাই তাঁহার উত্তম অধ্যয়ন॥ ১১॥

হরির শঙ্খচক্রাঙ্কন বিষ্ণুভক্তির প্রথম লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, বিষ্ণুমন্ত্র-গ্রহণ, তদীয় পূজা, জপ ও ধ্যান, ভগবন্নাম স্মরণ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ, তদীয় বন্দন ও পাদ-সেবন, ভগবচ্চরণামৃত-ধারণ ও প্রসাদ-ভক্ষণ, বৈষ্ণবগণের সম্যক্‌রূপে সেবা, একাদশীব্রত-নিষ্ঠা এবং তুলসী-রোপণ —দেবদেব শার্ঙ্গী বিষ্ণুর সম্বন্ধে এই ষোড়শ প্রকার ভক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে; এই সকলের অনুষ্ঠান দ্বারাই ভব-বন্ধন-মোচন হয়॥ ১২॥

ভক্তির চৌষট্টি-অঙ্গ-যাজন।

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণং।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং।
সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা ভোগাদি-ত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ।
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসর-সম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদি-গৌরবং।

এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা।
সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ।
শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যা-বাদ-বিবর্জ্জনং।
ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা।
অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা।
সেবা-নামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা।
কৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-বিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা।
ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ।
অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতেঃ।
ত্রয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকং॥
ধৃতির্বৈষ্ণবচিহ্নানাং হরের্নামাক্ষরস্য চ।
নির্ম্মাল্যাদেশ্চ তস্যাগ্রে তাণ্ডবং দণ্ডবন্নতিঃ।
অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানে পরিক্রমাঃ।
অর্চ্চনং পরিচর্য্যা চ গীতং সঙ্কীর্ত্তনং জপঃ।
বিজ্ঞপ্তিঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদো নৈবেদ্য-পাদ্যয়োঃ॥
ধূপমাল্যাদি-সৌরভ্যং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্পৃষ্টিরীক্ষণং।
আরাত্রিকোৎসবাদেশ্চ দর্শনং তৎকৃপেক্ষণং॥
স্মৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং।
সর্ব্বথা শরণাপত্তিস্তদীয়ানাঞ্চ সেবনং।
তদীয়াস্তুলসী-শাস্ত্র-মথুরা-বৈষ্ণবাদয়ঃ।
যথা বৈভব-সামগ্রী সদ্গোষ্ঠীভির্মহোৎসবঃ।
ঊর্জ্জাদরো বিশেষেণ যাত্রা-জন্মদিনাদিষু।

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি-সেবনে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ।
অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বং বিলিখিতস্য চ।
নিখিল-শ্রৈষ্ঠ্য-বোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনং।
ইতি কায়-হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ।
চতুঃষষ্টিঃ পৃথক্-সাঙ্ঘাতিক-ভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ভক্তি-যাজনের চৌষট্টি অঙ্গ যথাঃ—(১) শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণ। (২) শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ও শ্রীভগবদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা। (৩) শ্রীগুরুদেব ভগবৎস্বরূপ এবম্বিধ বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা করা। (৪) সাধুদিগের আচরিত শ্রুত্যাদিবিহিত বিধিসমূহের প্রতিপালন। (৫) সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তদ্বিষয়ে ও ভজন-রীতি বিষয়ে প্রশ্ন করা। (৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগাদি ত্যাগ করা। (৭) দ্বারকাদি ধামে ও গঙ্গাদির সমীপে বাস করা। (৮) নিয়মের ন্যূনতা বা আধিক্য হইলে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়, সে কারণে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে যে পরিমাণ নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে আপনার ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেইরূপ নিয়ম অঙ্গীকার করা। (৯) হরিবাসর-সম্মান অর্থাৎ একাদশীতে উপবাসাদি

করা। (১০) আমলকী, অশ্বত্থ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের গৌরব রক্ষা করা।

(উপরোক্ত দশটী অঙ্গ সাধন-ভক্তির আরম্ভ-স্বরূপ।)

(১১) ভগবদ্বিমুখ জনের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করা। (১২) অনধিকারী ব্যক্তিকে ও বহু ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার না করা। (১৩) ভগবদ্বহির্ম্মুখ আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা না করা। (১৪) ভগবদ্বহির্ম্মুখ বহুবিধ গ্রন্থ ও চতুঃষষ্টি কলার অভ্যাস, ব্যাখ্যা এবং তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক পরিবর্জ্জন করা। (১৫) ভোজনাচ্ছাদন-সাধন-বিষয়ে লাভ না হইলে অথবা ক্ষতি হইলে শোক না করিয়া শ্রীহরির স্মরণ করা। (১৬) শোক-মোহ-ক্রোধাদির বশীভূত না হওয়া। (১৭) অন্য দেবতার অবজ্ঞা না করা। (১৮) প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দেওয়া। (১৯) সেবাপরাধ ও নামাপরাধ জন্মিতে না দেওয়া। (২০) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের দ্বেষ-নিন্দাদি সহ্য না করা।

(শেষোক্ত এই দশটী অঙ্গের যাজন ব্যতীত সাধন-ভক্তির উদয় হয় না। যদিও উপরোক্ত বিংশতি অঙ্গ ভক্তিপথে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ, তথাপি গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটী অঙ্গই প্রধান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।)

(২১) তিলক, মালা প্রভৃতি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করা। (২২) শরীরে হরিনামাক্ষর-লিখন। (২৩) নির্ম্মাল্য-ধারণ।

(২৪) ভগবানের অগ্রে নৃত্য করা। (২৫) শ্রীভগবান্‌কে দণ্ডবৎ প্রণাম করা। (২৬) শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করা। (২৭) শ্রীবিগ্রহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বা অগ্রে অগ্রে গমন করা। (২৮) শ্রীভগবানের স্থানে অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় তীর্থে বা তদীয় শ্রীমন্দিরে গমন করা। (২৯) শ্রীভগবান্ ও তুলসী প্রভৃতির পরিক্রমা করা।

(৩০) শ্রীভগবানের অর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা করা।

(ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকাগ্যাসাদি পূর্ব্বাঙ্গ নির্ব্বাহ পূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা উপচার সমূহ অর্পণ করাকে অর্চ্চন কহে, যথা :—

শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ব্বাঙ্গ-কর্ম্ম-নির্ব্বাহপূর্ব্বকং।
অর্চ্চনন্তূপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনং॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৩১) শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা।

(মহারাজার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবনকে পরিচর্য্যা কহে। এই পরিচর্য্যা দুই প্রকার—উপকরণাদি পরিষ্কার-করণ এবং চামর-ব্যজন ও বাদ্যাদি দ্বারা উপাসনা, যথা :—

পরিচর্য্যা তু সেবোপকরণাদি-পরিষ্ক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্র-বাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৩২) শ্রীভগবল্লীলাদি-বিষয়ক গীত গান করা।

(৩৩) সঙ্কীর্ত্তন।

(শ্রীভগবানের নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করার নাম সঙ্কীর্ত্তন, যথা :—

নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৩৪) জপ।

(মন্ত্রের অতিশয় লঘু উচ্চারণকে জপ কহে অর্থাৎ এরূপ ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে যে, তাহা যেন কেবল নিজের কর্ণগোচর হয় মাত্র, অন্যে যেন শুনিতে না পায়, যথা :—

মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৩৫) শ্রীভগবৎ-সমীপে বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ে নিবেদন করা।

(এই বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার :—সংপ্রার্থনাময়ী অর্থাৎ শ্রীভগবদনুরাগ প্রার্থনা করা; দৈন্যবোধিকা অর্থাৎ স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করা এবং লালসাময়ী অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-সেবাদিতে লালসার নিমিত্ত প্রার্থনা করা।)

(৩৬) শ্রীভগবানের স্তব-পাঠ।

(পণ্ডিতগণ শ্রীভগবদ্গীতা ও গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত স্তবরাজ প্রভৃতি স্তবসমূহকে শ্রীকৃষ্ণের স্তব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—

প্রোক্তা মনীষিভির্গীতা-স্তবরাজাদয়ঃ স্তবাঃ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৩৭) নৈবেদ্যের আস্বাদ-গ্রহণ অর্থাৎ প্রসাদ-ভোজন।

(৩৮) চরণামৃত-পান।

(৩৯) ধূপমাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ।

(৪০) শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শন (ইহা শ্রীবিগ্রহ-স্পর্শাধিকারীর পক্ষে)। (৪১) শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।

(৪২) আরতি ও উৎসবাদি দর্শন।

(৪৩) শ্রবণ।

(শ্রীভগবানের নাম, চরিত্র, গুণাদির শ্রবণকে শ্রবণ বলে, যথা :—

শ্রবণং নাম-চরিত-গুণাদীনাং শ্রুতির্ভবেৎ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৪৪) শ্রীভগবানের কৃপার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকা।

("কবে তোমার দয়া হইবে" এই প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি অনাসক্ত-চিত্তে আত্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করতঃ এবং কায়মনোবাক্যে তোমার প্রতি নমস্কার বিধান করতঃ জীবনধারণ করেন, হে ভগবন্! তুমিই তাঁহার মুক্তির জন্য দায়ী হইয়া থাক, যথা :—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্ নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।)

(৪৫) শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ।

(যে কোনরূপে মনের সহিত সম্বন্ধ হওয়াকে স্মৃতি কহে, যথা :—

যথাকথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৪৬) শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

(রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবাদির সম্যক্‌রূপে চিন্তা করার নাম ধ্যান, যথা :—

ধ্যানং রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনং ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৪৭) শ্রীভগবানের দাস্য অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দাসত্ব করা।

(কর্ম্ম-সমর্পণ করাকেই কেহ কেহ দাস্য বলেন, বস্তুতঃ কর্ম্ম-সমর্পণ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবাকার্য্য করার নাম দাস্য, যথা :—

দাস্যং কর্ম্মার্পণং তস্য কৈঙ্কর্য্যমপি সর্ব্বথা ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৪৮) শ্রীভগবানে সখ্য অর্থাৎ তাঁহাতে বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি স্থাপন।

(বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি এই দুইটীকে সখ্য বলা যায়, যথা :—

বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতং ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(৪৯) শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করা। (৫০) শ্রীভগবান্‌কে অত্যুৎকৃষ্ট ও নিজ-প্রিয়বস্তু নিবেদন করা। (৫১) শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই সমস্ত চেষ্টা বা কার্য্য করা। (৫২) সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়া। (৫৩) শ্রীতুলসী-সেবন। (৫৪) শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সেবন। (৫৫) মথুরার সেবন। (৫৬) বৈষ্ণবাদির সেবন। (৫৭) নিজের যদ্রূপ বৈভব, তদনুসারে সজ্জনগণের সহিত মহোৎসব করা। (৫৮) কার্ত্তিক মাসের বিশেষরূপ সমাদর করা। (৫৯) জন্মাষ্টমী প্রভৃতি

পর্ব্বদিনে যাত্রা মহোৎসব করা। (৬০) শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির সেবা করা। (৬১) রসিক ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ ও রস আস্বাদন করা। (৬২) নিজের যেরূপ বাসনা তদ্রূপ বাসনাবিশিষ্ট, নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং স্নিগ্ধ-প্রকৃতি সাধুর সঙ্গ করা। (৬৩) শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করা। (৬৪) মথুরা-মণ্ডলে বাস করা :

(যদিও শেষোক্ত পাঁচটী অঙ্গ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে ইহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব জানাইবার জন্য পুনরায় এই স্থানে কীর্ত্তিত হইল, যথা :—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাব-জন্মনে॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

দুরূহ অথচ অদ্ভুত-বীর্য্যশালী যে এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ, ইহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, এতৎ সহ অল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেও নিরপরাধ ব্যক্তি-দিগের অচিরাৎ ভাবের আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে

(১) শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, যথা :—

ভঙ্গীত্রয়-পরিচিতাং সাচি-বিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশীতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

হে সখে! যদি বন্ধুগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি কেশিতীর্থের সমীপে ঈষৎ-হাস্য-যুক্ত, ত্রিভঙ্গ,

বঙ্কিমনয়ন, বংশীবদন, শিখিপুচ্ছধারী গোবিন্দমূর্ত্তিকে অবলোকন করিও না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিলে তোমার সমস্ত সংসার তুচ্ছ বোধ হইবে, তাহা হইলে তুমি আর সংসারে থাকিয়া বন্ধুবান্ধব সহ সুখ ভোগ করিতে পারিবে না, তখন তোমাকে কেবল 'হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ' বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে হইবে। এখানে নিষেধচ্ছলে ইহাই বলা হইল যে, যদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিভোর হইতে চাও, তবে শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তি দর্শন কর, তাহা হইলে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিবে না। শ্রীমূর্ত্তি দর্শনেই এই আনন্দ, আর সেবা করিলে যে কি আনন্দ হয়, তাহা আর কি বলিব ?

(২) শ্রীভাগবত-রসাস্বাদন, যথা :—

শঙ্কে নীতাঃ সপদি দশমস্কন্ধ-পদ্যাবলীনাং
বর্ণান্ কর্ণাধ্বনি-পথিকতামানুপূর্ব্ব্যাদ্ভবন্তঃ।
হংহো ডিম্বাঃ পরম-শুভদান্ হন্ত ধর্ম্মার্থকামান্
যদ্ গর্হন্তঃ সুখময়মমী মোক্ষমপ্যাক্ষিপন্তী॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

রে নির্ব্বোধ সকল! যে শ্রীমদ্ভাগবত পরম শুভপ্রদ ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গকে নিন্দা করতঃ সুখময় মোক্ষকেও তিরস্কার করেন, বোধ হয় সদ্যই সেই ভাগবতীয় দশমস্কন্ধের পদ্য সকলের বর্ণগুলি ক্রমান্বয়ে তোমাদের শ্রবণ-পথের পথিক হইয়াছে; হায় হায় কি কুকর্ম্মই করিয়াছ! এখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হইল অর্থাৎ এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা-শ্রবণে তোমাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এমন কি মোক্ষে পর্য্যন্তও ঘৃণা বোধ হইয়া জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ সুদুর্লভ শ্রীভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির জন্য লালসা হইবে।

(৩) কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ, যথা :—

দৃগম্ভোভির্ধৌতঃ পুলক-পটলী-মণ্ডিত-তনুঃ
স্খলন্নন্তঃফুল্লো দধদতিপৃথুং বেপথুমপি।
দৃশোঃ কক্ষাং যাবন্মম স পুরুষঃ কোঽপ্যুপযযৌ
ন জানে কিং তাবন্মতিরিহ গৃহে নাভিরমতে॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

নয়নাশ্রু-প্লাবিত, রোমাঞ্চিত-তনু, প্রতিপদে স্খলিত-হৃদয়, উৎফুল্ল এবং সাতিশয় কম্পান্বিত কোনও এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ যে অবধি আমার নয়ন-পথে পতিত হইয়াছেন, বলিতে পারি না, কেন যে আমার চিত্ত তদবধি আর এই গৃহে অনুরত হইতেছে না! ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদবধি প্রেমলক্ষণান্বিত কৃষ্ণভক্ত সন্দর্শন করিয়াছি, তদবধি আমার চিত্তে আর গৃহ-সুখ ভাল লাগিতেছে না, কি এক অনির্ব্বচনীয় শ্যামসুন্দর-রূপে আমার চিত্ত অনুরক্ত হইয়াছে।

(৪) নাম-সঙ্কীর্ত্তন, যথা :—

যদবধি মম শীতা বৈণিকেনানুগীতা
শ্রুতিপথমঘশত্রোর্নামগাথা প্রয়াতা।
অনবকলিত-পূর্ব্বাং হন্ত কামপ্যবস্থাং
তদবধি দধদন্তর্মানসং শাম্যতীব॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যে অবধি বীণাবাদন-তৎপর শ্রীনারদ কর্ত্তৃক সঙ্গীত শ্রীকৃষ্ণের নাম-গাথা আমার শ্রবণ-গোচর হইয়াছে, তদবধি আমার চিত্ত কি এক অননুভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দশা-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিষয় হইতে উপরত হইয়াছে।

(৫) শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস, যথা :—

তটভুবি কৃতকান্তিঃ শ্যামলায়াস্তটিন্যাঃ
স্ফুটিত-নব-কদম্বালম্বি-কূজদ্দ্বিরেফা।
নিরবধি মধুরিম্না মন্দিতেয়ং কথং মে
মনসি কমপি ভাবং কানন-শ্রীস্তনোতি॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যাহা কালিন্দীতটে শোভমান, যাহার নব-বিকসিত কদম্ব-কুসুমে অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে এবং যাহা নিরন্তর মধুরিমায় সমলঙ্কৃত, সেই শ্রীবৃন্দাবনের কানন-শোভা আমার মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব বিস্তার করিতেছে।

এই প্রকার ক্রমশঃ পৃথক ও সমষ্টিরূপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা উপাসনা চতুঃষষ্টি প্রকার কথিত হইল। কোন কোন ভক্ত্যঙ্গের যে সকল অল্পপরিমিত ফল শুনিতে পাওয়া যায়, কেবলমাত্র তাহাই যে সেই সেই ভক্ত্যঙ্গের ফল তাহা নহে; বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তবৃত্তিকে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার জন্য সেই সকল অল্প ফল কথিত হইয়াছে, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপাদন করাই এই সমস্ত অঙ্গের মুখ্য ফল, যথা :—

কেষাঞ্চিৎ ক্বচিদঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলং।
বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যং ফলং রতিঃ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

সেবাপরাধ।

যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ।
উচ্ছিষ্টে বাথবাশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকং।
একহস্ত-প্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং।
পাদ-প্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনং।
শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যা-ভাষণমেব চ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণং।
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীল-ভাষণঞ্চৈব অধোবায়ু-বিমোক্ষণং।
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণং।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং।
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনং।
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতা-নিন্দনং তথা।
অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত আগম-বচন।

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে! ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।
যে বৈ ন বর্জ্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্।
সর্ব্বধর্ম্ম-পরিভ্রষ্টাঃ পচ্যন্তে নরকে চিরং।
রাজান্ন-ভক্ষণঞ্চৈকমাপদ্যপি ভয়াবহং।
ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং সুকৃত-নাশনঃ।

তথৈব বিধিমুল্লঙ্ঘ্য সহসা স্পর্শনং হরেঃ।
দ্বারোদ্ঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংস-নিবেদনং।
পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্ণোর্মন্দিরায়োপসর্পণং।
কুক্কুরোচ্ছিষ্ট-কলনং মৌনভঙ্গোঽচ্যুতার্চ্চনে।
তথা পূজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণং।
শ্রাদ্ধাদিকমকৃত্বা চ নবান্নস্য চ ভক্ষণং।
অদত্ত্বা গন্ধমাল্যাদি ধূপনং মধুঘাতিনঃ।
অকর্ম্মণ্য-প্রসূনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা।
অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা।
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ।
রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটং।
পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপান-মারুতং।
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণভুক্।
ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জালপাদকং।
তথা কুসুম্ভশাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ।
হরেঃ স্পর্শঃ হরেঃ কর্ম্ম-করণং পাতকাবহং ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বরাহপুরাণ-বচন।

মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে।
মুক্ত্বা চ মম শাস্ত্রাণি শাস্ত্রমন্যং প্রভাষতে।
মদ্যপস্তু সমাসাদ্য প্রবিশেদ্ভবনং মম।
যো মে কুসুম্ভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ।
মম দৃষ্টেরভিমুখং তাম্বূলং চর্ব্বয়েত্তু যঃ।
কুরুবক-পলাশস্থৈঃ পুষ্পৈঃ কুর্য্যান্মমার্চ্চনং।
মমার্চ্চামাসুরে কালে যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ।

পীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েদ্বা নিরাসনঃ।
বামহস্তেন মাং ধৃত্বা স্নাপয়েদ্বা বিমূঢ়ধীঃ।
পূজা পর্য্যুষিতৈঃ পুষ্পৈঃ ষ্ঠীবনং গর্ব্ব-কল্পনং।
তির্য্যক্পুণ্ড্রধরো ভূত্বা যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
যাচিতৈঃ পত্রপুষ্পাদ্যৈর্যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
অপ্রক্ষালিত-পাদো যঃ প্রবিশেন্মম মন্দিরং।
অবৈষ্ণবস্য পক্কান্নং যো মহ্যং বিনিবেদয়েৎ।
অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং করোতি যঃ।
অপূজয়িত্বা বিঘ্নেশং সম্ভাষ্য চ কপালিনং।
নরঃ পূজাস্তু যঃ কুর্য্যাৎ স্নপনঞ্চ নখাম্ভসা।
অমৌনী ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গো মম পূজাং করোতি যঃ।
জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি বহবোঽপরাধাঃ সদসম্মতৈঃ।
আচারৈঃ শাস্ত্র-বিহিত-নিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ।
তত্রাপি সর্ব্বথা কৃষ্ণ-নির্ম্মাল্যন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ৩॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বরাহপুরাণ-বচন।

সেবাপরাধ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। সেবাপরাধ, যথা :—

(১) যানে আরোহণ করিয়া অথবা চরণে পাদুকা ধারণ করিয়া ভগবদালয়ে গমন (২) দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব সমূহের অনুষ্ঠান বা দর্শনাদি না করা। (৩) শ্রীভগবানের অগ্রে প্রণাম না করা (৪) উচ্ছিষ্ট বা অশৌচ অবস্থায় ভগবদ্দর্শনাদি। (৫) এক হস্ত দ্বারা প্রণাম।

শ্রীভগবানের সম্মুখে নিম্নোক্ত কার্য্যগুলি করা অপরাধ, যথা :—(৬) প্রদক্ষিণ অর্থাৎ প্রদক্ষিণ-কালে দেবতার সম্মুখে

আসিয়া একবার ঘুরিয়া না লইয়া পুনরায় প্রদক্ষিণ করা, (৭) পদ-প্রসারণ, (৮) পর্য্যঙ্ক-বন্ধন অর্থাৎ বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় বন্ধন (ফাঁড় বাঁধা), (৯) শয়ন, (১০) ভোজন, (১১) মিথ্যা-কথন, (১২) উচ্চ-ভাষণ, (১৩) পরস্পর কথোপকথন, (১৪) রোদন, (১৫) কলহ, (১৬) নিগ্রহ, অর্থাৎ কাহাকেও পীড়নাদি করা, (১৭) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করা, (১৮) কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর-বাক্য-প্রয়োগ, (১৯) কম্বল দ্বারা গাত্র-আচ্ছাদন, (২০) পরনিন্দা, (২১) পরস্তুতি, (২২) অশ্লীল-বাক্য-কথন, (২৩) অধোবায়ু-ত্যাগ —এ সমস্ত কার্য্য শ্রীভগবানের সম্মুখে করিলে অপরাধ হয়।

(২৪) শক্তি থাকিতে গৌণ অর্থাৎ সামান্য উপচার দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করা ; (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করা ; (২৬) যে কালে যে ফলাদি হয়, তৎকালে তাহা অগ্রে ভগবান্‌কে না দেওয়া ; (২৭) দ্রব্যের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান করা ; (২৮) ভগবানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন করা ; (২৯) ভগবানের সম্মুখে অপর কাহাকেও প্রণাম করা ; (৩০) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করা ; (৩১) নিজ-মুখে নিজের প্রশংসা করা ; (৩২) অন্য দেবতার নিন্দা করা—এ সমস্ত কার্য্যই অপরাধ-জনক।

বিষ্ণুর নিকট এই বত্রিশ প্রকার অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

হে ধরণি! আমি যে বত্রিশ প্রকার অপরাধের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, বৈষ্ণবগণ যত্নপূর্ব্বক তৎসমুদায় বর্জ্জন করিবেন। যাহারা আমার কথিত এই সমস্ত অপরাধ বর্জ্জন না করে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া চিরকাল নরকে বাস করে।

(১) বিপদকালেও রাজান্ন-ভক্ষণ একটী বিষম অপরাধ।

(২) অন্ধকার গৃহে হরিকে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ করিলে পুণ্য নষ্ট হয়।

(৩) বিধি লঙ্ঘন করিয়া সহসা হরিকে স্পর্শ করা; (৪) বাদ্য ব্যতিরেকে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করা; (৫) শূকর-মাংস নিবেদন করা; (৬) পাদুকা সহ ভগবন্মন্দিরে গমন করা; (৭) কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করা; (৮) পূজাকালে মৌন ভঙ্গ করা; (৯) পূজা করিতে করিতে মলত্যাগের জন্য গমন করা; (১০) শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্ন ভোজন করা; (১১) গন্ধমাল্যাদি প্রদান না করিয়া অগ্রে ধূপ দান করা; (১২) অযোগ্য পুষ্পে হরির পূজা করা—এ সমস্ত কার্য্যই অপরাধ-জনক।

(১৩) দন্তধাবন না করিয়া; (১৪) স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া; (১৫) রজস্বলা নারী, (১৬) প্রদীপ, কিম্বা (১৭) মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া; (১৮) রক্তবর্ণ বস্ত্র, (১৯) নীলবর্ণ বস্ত্র, (২০) অধৌত বস্ত্র, (২১) পরকীয় বস্ত্র কিম্বা (২২) মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া; (২৩) শব দর্শন করিয়া; (২৪) অধো-বায়ু ত্যাগ করিয়া; (২৫) ক্রোধ করিয়া; (২৬) শ্মশানে

গমন করিয়া ; (২৭) ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইতে না হইতে পুনরায় ভোজন করিয়া ; (২৮) শূকর মাংস, (২৯) গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য, (৩০) হংস, কিম্বা (৩১) কুসুম্ভ শাক ভক্ষণ করিয়া ; এবং (৩২) তৈল মৰ্দ্দন করিয়া—এ সমস্ত কাৰ্য্য করিয়া শ্রীহরিকে স্পর্শ বা তাঁহার কার্য্য করিলে অপরাধ হয় ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি আমার কথিত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র অথবা ভক্তি-প্রধান গ্রন্থ সকল অনাদর করিয়া আমার পূজা করে ; আমার শাস্ত্র বর্জ্জন করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রশংসা করে ; মদ্যপায়ীকে স্পর্শ করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে ; কুসুম্ভ শাক সহ আমাকে নৈবেদ্য অর্পণ করে ; আমার দৃষ্টির সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করে ; কুরুবক (ঝাঁটীফুল) ও পলাশ পুষ্পে আমার পূজা করে ; আসুরিক কালে আমার পূজা করে ; পীঠ অর্থাৎ পিড়ী, চৌকী প্রভৃতি আসনে বসিয়া অথবা নিরাসনে অর্থাৎ ভূমিতে বসিয়া আমার পূজা করে ; আমাকে বামহস্তে ধরিয়া স্নান করায় ; পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি পুষ্পে আমার পূজা করে ; শ্রীমন্দিরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে অর্থাৎ থুথু ফেলে ও গর্ব্ব প্রকাশ করে ; বক্রাকৃতি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া আমার পূজা করে ; শক্তি থাকিতে পত্রপুষ্পাদি অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আমার পূজা করে ; পদ প্রক্ষালন না করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে ; অবৈষ্ণবের সম্মুখে আমার পূজা করে ; গণেশের পূজা না করিয়া, বা কাপালিকের অর্থাৎ

বামাচারী তান্ত্রিকের সহিত সম্ভাষণ করিয়া আমার পূজা করে; নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা আমাকে স্নান করায়; মৌনাবলম্বন না করিয়া অথবা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আমার পূজা করে—এ সমস্ত কার্য্য যে ব্যক্তি করে, সে অপরাধী হয়। এতদ্ব্যতীত, সাধুগণের অসম্মত এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আচার সমূহের অনুষ্ঠান করিলে, অথবা শাস্ত্র-বিহিত আচার সমূহ উল্লঙ্ঘন করিলে, অপরাধ হয়। এরূপ অপরাধ অনেক আছে; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্যে কদাচ অশ্রদ্ধা করিবে না॥ ৩॥

নামাপরাধ।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাং॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধির্বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্ব-শুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥
জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

নামাপরাধ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। নামাপরাধ, যথা :—

(১) সাধুগণের নিন্দা করিলে নামের নিকট গুরুতর অপরাধ হয়, কারণ সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রকটিত নাম সাধু-নিন্দা কেন সহ্য করিবেন? (২) ইহলোকে যে ব্যক্তি শিব ও বিষ্ণুর নাম-গুণাদি অন্তঃকরণে ভিন্নভাবে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের নিকট অপরাধী হয়। যে ব্যক্তি (৩) গুরুকে অবজ্ঞা করে ; (৪) বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা করে ; (৫) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করে অর্থাৎ নামের মহিমা-সূচক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ বৃথা অর্থ কল্পনা করে, অথবা এইরূপ মনে করে যে, হরিনামের মাহাত্ম্য-বর্ণন সমস্তই কেবল স্তুতিবাদ মাত্র ; এবং (৬) যে জন নাম-বলে পাপে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ 'হরিনাম যখন সর্ব্বপাপ ধ্বংস করে, তখন নাম গ্রহণ করিলেই পাপ বিনষ্ট হইবে' এইরূপ জ্ঞানে যে ব্যক্তি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অথবা 'আমি এত হরিনাম করিতেছি, পাপে আর আমার কি করিবে' এইরূপ জ্ঞানে যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে থাকে—এ সমস্ত লোক চিরকাল যম-যাতনা ভোগ করিলেও, তাহাদের শুদ্ধি হয় না।

(৭) ধর্ম্ম, ব্রত, দান ও যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম সমূহকে নামের সহিত সমান জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। (৮) শ্রদ্ধাবিহীন জনে ও শ্রবণ-বিমুখ জনে উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। (৯) যে সকল ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করে না, এবং (১০) যে সকল ব্যক্তি "আমি,

আমার" জ্ঞানে বিষয়-ভোগাদিতে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহারাও নামের নিকট অপরাধী।

কোন প্রকার প্রমাদ বশতঃ নামাপরাধ ঘটিলে সর্ব্বদা নাম সঙ্কীর্ত্তন করতঃ একমাত্র নামেরই শরণাপন্ন হইবে।

বৈষ্ণবাপরাধ।

বৈষ্ণবের কাছে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ॥

মহাজন-বাক্য।

সর্ব্বপ্রকার অপরাধই ভয়াবহ, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। বৈষ্ণবের নিকট সামান্যমাত্র অপরাধ হইলেও আর নিস্তার নাই। শ্রীভগবান্ সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ কদাচ ক্ষমা বা সহ্য করেন না। বৈষ্ণবাপরাধ সমুদায় কঠোর ভজন-সাধনকেও সমূলে বিনষ্ট করে। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন, যথা :—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব॥
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হৈয়া সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হৈয়া ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি-জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তবে শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯পঃ।

অতএব সকলেরই বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

সেবাপরাধ-ভঞ্জন।

সম্বৎসরস্য মধ্যে চ তীর্থে শৌকরকে মম।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ।
অনয়োস্তীর্থয়োরক্ষে যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ।
সহস্রজন্ম-জনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শাস্ত্রোক্তি।

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সংপঠেৎ।
দ্বাত্রিংশদপরাধৈস্তু অহন্যহনি মুচ্যতে ॥ ২ ॥
তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রাম-শিলার্চ্চনং।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৩ ॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেৎ তুলসী-স্তবং।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৪ ॥
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধ-সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি-সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ-পাংসনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্ব-সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ ৬ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

সম্বৎসর মধ্যে শৌকর তীর্থে উপবাসী থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিলেই অপরাধী পবিত্র হয়। মথুরাতেও উপবাস করিয়া যমুনা-স্নান করিলে অপরাধী পবিত্র হয়। আর এই দুই তীর্থে বাস করিয়া যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার সহস্র-জন্মার্জ্জিত অপরাধ-সমূহ বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

যিনি প্রত্যহ এক অধ্যায় করিয়া গীতা পাঠ করেন, তিনি প্রত্যহই বত্রিশ প্রকার অপরাধ হইতে মুক্ত হন ॥ ২ ॥

যিনি তুলসীপত্র দ্বারা শালগ্রাম-শিলার পূজা করেন, কেশব তাঁহার বত্রিশ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন ॥ ৩ ॥

দ্বাদশীতে বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় রাত্রি-জাগরণে যিনি তুলসী-স্তব পাঠ করেন, কেশব তাঁহার বত্রিশ প্রকার অপরাধ মার্জ্জনা করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শস্ত্রাঙ্কিত অর্থাৎ শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নে বিভূষিত হইয়া যিনি শ্রীহরির পূজা করেন, কেশব প্রতিদিন তাঁহার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন ॥ ৫ ॥

সর্ব্ব প্রকার পাপাচরণ করিয়া শ্রীহরির শরণাগত হইলে মানব মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি হরির নিকট অপরাধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ করে, সে মনুষ্যের মধ্যে অধম ; তবে সে যদি নামের আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ অবিরত নাম-কীর্ত্তনে তৎপর হয়, তাহা হইলে নামের প্রভাবে সেবাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু নাম সকলেরই বন্ধু, নামের নিকট অপরাধ হইলে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ৬ ॥

নামাপরাধ-ভঞ্জন।

নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

নামই নামাপরাধ-যুক্ত ব্যক্তিদিগের অপরাধ হরণ করেন; ঐ নাম, অবিরত কীর্ত্তিত হইলে, সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন।

বৈষ্ণবাপরাধ-ভঞ্জন।

যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইয়াছে, তদীয় শ্রীচরণে একান্তভাবে শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করাই বৈষ্ণবাপরাধ-ভঞ্জনের একমাত্র উপায়। তিনি ভিন্ন অন্য কেহই, এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও, ঐ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় জননী শ্রীশচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যথা:—

প্রভু বলে উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥
যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুন সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

নিরন্তর বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণব-গুণকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাদি দ্বারা অজানিত বৈষ্ণবাপরাধ ভঞ্জন হইতে পারে।

যথাবিধি ভক্তিযাজন।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি স্মৃতিগ্রন্থ-সমূহ, পুরাণ অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষকতাকারী পুরাণগ্রন্থ-সমূহ, এবং নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্র সমূহ —এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থাদির বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীহরি-পাদপদ্মে একান্ত ভক্তি করিলেও, উহা অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে।

তুলসী-সেবা

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥
নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটীসহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, গুণ-কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণ-শ্রবণ, রোপণ ও জলসেকাদি দ্বারা তদীয় সেবা ও পূজা করিলে কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিদিন এই

নয় প্রকারে তুলসীর ভজনা করেন, তাঁহারা সহস্রকোটী যুগ পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বসতি লাভ করেন।

বৈষ্ণব-সম্মান।

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরো বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্র-বচন।

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়-সময়ে তথা।
প্রত্যেকস্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥ ২॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

যো ন গৃহ্লাতি ভূপাল! বৈষ্ণবং গৃহমাগতং।
তদ্‌গৃহং পিতৃভিস্ত্যক্তং শ্মশানমিব ভীষণং॥
অথবাভ্যাগতং দূরাৎ যো নার্চ্চয়তি বৈষ্ণবং।
স্বশক্ত্যা নৃপশার্দ্দূল! নাস্তঃ পাপরতস্ততঃ॥ ৩॥
পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল! সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ং॥ ৪॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র! স নরো নরকাতিথিঃ॥ ৫॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

সম্মুখং ব্রজমানস্ত বৈষ্ণবানাং নরাধিপ !।
পদে পদে যজ্ঞফলং প্রাহুঃ পৌরাণিকা দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥
প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যে প্রশংসন্তি বৈষ্ণবং।
প্রসাদাদ্ বাসুদেবস্য তে তরন্তি ভবার্ণবং ॥ ৭ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৮ ॥
ঐ পদ্মপুরাণ।

বিষ্ণুপূজাপরাণাস্তু শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে হি যে।
তে যান্তি বিষ্ণু-ভবনং ত্রিসপ্ত-পুরুষান্বিতাঃ ॥ ৯ ॥
ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে দর্শন করিবামাত্র ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, কেননা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীহরি দুই জনেরই অন্তরে অবস্থিত আছেন ॥ ১ ॥

(এ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই, যথা :—)

সভাস্থলে, যজ্ঞস্থলে, দেবমন্দিরে, পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে ও বেদপাঠ-কালে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলে, পূর্ব্ব-সঞ্চিত পুণ্যরাশি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি গৃহাগত বৈষ্ণবকে সাদরে গ্রহণ না করে, তদীয় পিতৃগণ তাহার শ্মশান-সদৃশ ভীষণ গৃহ পরিত্যাগ করেন। হে নৃপ ! যে ব্যক্তি নিজ-সামর্থ্যানুসারে

দূরদেশাগত বৈষ্ণবের সেবা না করে, তদপেক্ষা পাপী আর কেহ নাই॥ ৩॥

হে রাজন্! প্রথমে বৈষ্ণবকে সম্মান করিয়া পরে তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়॥ ৪॥

বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি প্রীতি ও আদর পূর্ব্বক অভ্যুত্থান না করে, সে নরকের অতিথি হয়॥ ৫॥

হে নৃপ! বৈষ্ণবের সম্মুখে গমন করিলে পদে পদে যজ্ঞ-ফল লাভ হয়॥ ৬॥

সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে বৈষ্ণবের প্রশংসা করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়॥ ৭॥

সমস্ত আরাধনার মধ্যে শ্রীহরির আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বৈষ্ণবের পূজা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ॥ ৮॥

হরিভক্তগণের সেবা করিলে একবিংশতি পুরুষ সহ বিষ্ণু-লোকে গতি হয়॥ ৯॥

বৈষ্ণবনিন্দা-বর্জ্জন।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়াঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥ ১॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পততানি ষট্॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধং সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥ ৩ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন।

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তর-শতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥ ৪ ॥
ঐ দ্বারকামাহাত্ম্য।

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, সে পিতৃগণ সহ মহারৌরব নরকে পতিত হয় ॥ ১ ॥

বৈষ্ণবগণকে প্রহার করা, তাঁহাদিগের নিন্দা করা বা দ্বেষ করা, তাঁহাদিগের আদর অভ্যর্থনা না করা, তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা বা তাঁহাদিগকে দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ না করা—এই ছয় প্রকার আচরণ মানবকে নরকে পাতিত করে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান না করিলে, পুণ্যভ্রষ্ট হইয়া নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ৩ ॥

শত শত জন্ম ধরিয়া পূজা করিলেও, শ্রীভগবান্ বৈষ্ণবাপমানকারীর প্রতি প্রসন্ন হন না ॥ ৪ ॥

বৈষ্ণব-শাস্ত্র।

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি।
বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সর্ব্ব-বন্দিতাঃ।
সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র! কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্র-সংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবৈস্তু মহাভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ।
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ!।
পৌরাণং বৈষ্ণবং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমথবাপি চ।
শ্লোকপাদং পঠেদ্যস্তু গোসহস্র-ফলং লভেৎ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুর্ল্লভং।
বিপ্রেন্দ্র! বৈষ্ণবং শাস্ত্রং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ ও পাঠ করেন, এ জগতে তাঁহারাই ধন্য; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যাঁহারা গৃহে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের পূজা করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হইয়া সকলের বন্দনীয় হন। হে দ্বিজবর! শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ সর্ব্বস্ব দিয়াও পরম ভক্তি সহকারে বৈষ্ণব-শাস্ত্র সংগ্রহ করিবেন। হে নারদ! বৈষ্ণব-শাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার গৃহে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজ করেন। বিষ্ণুমাহাত্ম্য-

প্রতিপাদক পৌরাণিক একটী শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক বা পাদ শ্লোক যিনি পাঠ করেন, তিনি সহস্র-গো-দানের ফল প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজোত্তম! মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণব-শাস্ত্র দেবগণ, ঋষিগণ ও যোগিগণেরও দুর্ল্লভ।

কার্ত্তিক-ব্রত।

কার্ত্তিকেঽস্মিন্ বিশেষেণ নিত্যং কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ।
দামোদরার্চ্চনং প্রাতঃস্নান-দান-ব্রতাদিকং॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

স ব্রহ্মহা স গোঘ্নশ্চ স্বর্ণস্তেয়ী সদানৃতী।
ন করোতি মুনিশ্রেষ্ঠ! যো নরঃ কার্ত্তিকে ব্রতং॥ ২॥
ব্রতন্তু কার্ত্তিকে মাসে যদা ন কুরুতে গৃহী।
ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা তস্য যাবদাহূত-নারকী॥ ৩॥
যতিশ্চ বিধবা চৈব বিশেষতঃ বনাশ্রমী।
কার্ত্তিকে নরকং যান্তি অকৃত্বা বৈষ্ণবং ব্রতং॥ ৪॥
নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ! কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
কৃষ্ণঃ পরাঙ্মুখস্তস্য যস্মাদূর্জ্জোঽস্য বল্লভঃ॥ ৫॥
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে।
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদ!॥ ৬॥
কার্ত্তিকঃ খলু বৈ মাসঃ সর্ব্বমাসেষু চোত্তমঃ।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনং॥ ৭॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

দ্বাদশস্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণ-বল্লভঃ।
তস্মিন্ সংপূজিতো বিষ্ণুরল্পকৈরপ্যুপায়নৈঃ।
দদাতি বৈষ্ণবং লোকং ইত্যেবং নিশ্চিতং ময়া॥ ৮॥
সুপুণ্যে কার্ত্তিকে মাসি দেবর্ষি-পিতৃ-সেবিতে।
ক্রিয়মাণে ব্রতে নৃণাং স্বল্পোঽপি স্যান্মহাফলং॥ ৯॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
নিত্যং জাগরণায়ান্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।
শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুং।
নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুং॥ ১০॥

ঐ শ্রীকৃষ্ণসত্যা-সম্বাদীয় কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য।

নিত্যং বৈষ্ণব-সঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎ-কথাং।
সর্পিষাহর্নিশং দীপং তিলতৈলেন চার্চ্চয়েৎ।
বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যান্যর্পয়েদাচরেত্তথা।
প্রণামাংশ্চ যথাশক্ত্যা একভক্তাদিকং ব্রতং॥ ১১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

দিনঞ্চ কৃষ্ণ-কথয়া বৈষ্ণবানাঞ্চ সঙ্গমৈঃ।
নীয়তাং কার্ত্তিকে মাসি সঙ্কল্পব্রতপালনং॥ ১২॥
আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য প্রারম্ভো হরিবাসরে।
অথবা পৌর্ণমাসীতঃ সংক্রান্তৌ বা তুলাগমে।
দীপদানমখণ্ডঞ্চ দদ্যাদ্বৈ বিষ্ণু-সন্নিধৌ।
দেবালয়ে তুলস্যাম্বা আকাশে বা তদুত্তমং॥ ১৩॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল! যাবদাহূত-নারকী।
কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ।
ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূত-নারকী॥ ১৪॥
কার্ত্তিকে মাসি ধর্ম্মাত্মা মৎস্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।
তত্রৈব যত্নতস্ত্যাজ্যং শাশকং শৌকরং তথা॥ ১৫॥
তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনং।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদ্যস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ॥ ১৬॥
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকে শুক্ল-সন্ধিতং॥ ১৭॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

পারণং কার্ত্তিকে শুক্লে দ্বাদশ্যান্তু ততশ্চরেৎ।
কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদ্যাথ ব্রতং কৃচ্ছ্রাগ্র্যমুত্তমং॥
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনং॥ ১৮॥

ঐ পদ্মপুরাণ

বৈষ্ণবব্যক্তি বিশেষ করিয়া এই কার্ত্তিক মাসে নিত্য দামোদরের অর্চ্চন, প্রাতঃস্নান, দান, ব্রত প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় করিবেন॥ ১॥

হে মুনিবর! যে মানব কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, স্বর্ণস্তেয়ী ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিবে॥ ২॥

গৃহস্থ মনুষ্য যদি কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করে, তবে তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম সকল বিফল হইবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবে ॥ ৩ ॥

যতি, বিধবা এবং বিশেষতঃ বনাশ্রমী যদি কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণব-ব্রত না করেন, তাহা হইলে নরকে গমন করিবেন ॥ ৪ ॥

হে মুনে! যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে কার্ত্তিক মাস বা চাতুর্ম্মাস্য যাপন করে, সে কুলাঙ্গার ব্রহ্মহত্যাকারী হয় ॥ ৫ ॥

হে নারদ! তোমাকে সত্য বলিতেছি, বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া কার্ত্তিক মাসে যে কিছু পুণ্য কর্ম্ম করা যায়, তাহার ফল অক্ষয় হয় ॥ ৬ ॥

কার্ত্তিক মাস সকল মাসের মধ্যে উত্তম, পুণ্য সকলের মধ্যে পরম পুণ্য ও পবিত্র সকলের মধ্যে পরম পবিত্র ॥ ৭ ॥

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাস বিষ্ণুর প্রিয়তম। এই মাসে বিষ্ণু অত্যল্প উপচার দ্বারাও পূজিত হইলে, তিনি বিষ্ণুলোক প্রদান করেন, ইহা নিশ্চয় বলিলাম ॥ ৮ ॥

দেব, ঋষি ও পিতৃগণ-সেবিত কার্ত্তিক মাসে অল্পমাত্র ব্রত আচরিত হইলেও, তাহা মানবগণকে মহাফল প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশীতে কার্ত্তিক-ব্রত ধারণ করিবে। কার্ত্তিক মাসের রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরণের জন্য নিত্য গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্রভাবে স্তোত্র-পাঠ পূর্ব্বক প্রভুকে জাগরিত করতঃ আরাত্রিক করিবে।

অনন্তর বৈষ্ণবগণের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়া সহর্ষে গীতাদি করতঃ প্রাতঃকালে প্রভুর আরাত্রিক করিবে ॥ ১০ ॥

কার্ত্তিক মাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎ-কথা আস্বাদন করিবে। অহোরাত্র ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চ্চনা করিবে। অন্য মাস অপেক্ষা এই মাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও বিশেষরূপে প্রণামাদি করিয়া যথাশক্তি একবারমাত্র ভোজনরূপ ব্রত ধারণ করিবে ॥ ১১ ॥

কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণব সকলের সহিত কৃষ্ণ-কথায় দিন যাপন পূর্ব্বক সঙ্কল্পিত ব্রত পালন করিবে ॥ ১২ ॥

আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীতে বা পৌর্ণমাসীতে অথবা তুলা-সংক্রান্তি অর্থাৎ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিদিনে কার্ত্তিক-ব্রত আরম্ভ করিবে। কার্ত্তিক মাসে হরি-সন্নিধানে বা দেবালয়ে বা তুলসী-সমীপে বা আকাশে উৎকৃষ্ট দীপ দান করিবে ॥ ১৩ ॥

(বৈষ্ণবগণ যে শ্রীএকাদশীতেই কার্ত্তিকব্রত গ্রহণ করিবেন, ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে যে পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে ব্রত-গ্রহণের বিষয়ও এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা অসমর্থ-পক্ষে জানিতে হইবে।)

হে মুনিবর! বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে রাজমাষ (বরবটী) এবং নিষ্পাব (শিম) ভোজন করিলে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে কলিঙ্গ (কলমী শাক),

পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকী) এবং সন্ধিত (মদ্যাদি) পরিত্যাগ না করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে॥ ১৪॥

ধার্ম্মিক মানব কার্ত্তিক মাসে মৎস্য, মাংস প্রভৃতি কিছুই ভোজন করিবেন না; কেবল যদি মহারোগী ব্যক্তির মাংস ব্যতিরেকে প্রাণ রক্ষা হইতেছে না এমন হয়, তবে তিনি শশক ও শূকর-মাংস বর্জ্জন করিবেন॥ ১৫॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে তৈল-মর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজন বর্জ্জন করেন, তাঁহার ব্রত পরিপূর্ণ হয়॥ ১৬॥

কার্ত্তিক মাসে তৈল, মধু, কাংস্যপাত্র, শুক্ত (কাঞ্জি প্রভৃতি পর্য্যুষিত অম্ল-দ্রব্য) ও মদ্যাদি পরিত্যাগ করিবে॥ ১৭॥

কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পারণ করিবেন অর্থাৎ এই কার্ত্তিক-ব্রত সমাপন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কৃচ্ছ্রের অগ্রগণ্য এই উৎকৃষ্ট ব্রত নিবেদন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবেন, তাহাতে শ্রীবিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হইবে॥ ১৮॥

সৎসঙ্গ।

যানি যানি দুরাপাণি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধূনামেব সঙ্গমাৎ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন

হরিভক্তি-পরাণাস্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥
ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্ব-সঞ্চিতৈঃ॥ ২॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বৃহন্নারদীয়পুরাণ-বচন।

যত্রোত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথা-বিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥ ৩॥
ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

কৃষ্ণভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধু-সঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম-জন্মে পুনঃ তিঁহো মুখ্য অঙ্গ॥ ৪॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অতঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত-জনানাং সঙ্গতিঃ সদা।
কার্য্যা সর্ব্বৈঃ প্রযত্নেন দ্বৌ লোকৌ বিজিগীষুভিঃ॥ ৫॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সাধুগণের সঙ্গমাত্রেই ভূতলস্থ যাবতীয় দুর্ল্লভ অভীষ্ট বস্তু সকল লাভ হইয়া থাকে॥ ১॥

মহাপাতকী ব্যক্তিও হরিভক্তের সঙ্গিগণের সঙ্গমাত্র সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হয়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ হইলে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে সৎসঙ্গ লাভ হয়॥ ২॥

সাধুগণের সমীপে গ্রাম্যকথার আন্দোলন হয় না, তাঁহাদের নিকট নিরন্তর উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তনই

হইয়া থাকে ; ঐ গুণানুবাদ অনুক্ষণ শ্রবণ করিলে, উহাই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সৎ মতি অর্থাৎ প্রেমভক্তি প্রদান করে॥ ৩॥

সাধু-সঙ্গই কৃষ্ণভক্তি-উৎপত্তির মূল এবং কৃষ্ণপ্রেম জন্মাইবার মুখ্য উপায়॥ ৪॥

অতএব ইহপরলোক-জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সযত্নে শ্রীভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবেন॥ ৫॥

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ।

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থ-হানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ২॥
সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর-তৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোঽন্ধবৎ॥ ৩॥
ভগবদ্ভক্তি-বিহীনা যে মুখ্যাঽসন্তস্তু এব হি।
তেষাং নিষ্ঠা শুভা কাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি॥ ৪॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন।

অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ ৫॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অসৎ-সঙ্গ কদাচ করিবে না, কারণ তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্থহানি ও অধঃপতন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

স্ত্রী-সঙ্গও কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী-সঙ্গে এবং স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গে যেরূপ বন্ধন ও মোহ সঞ্জাত হয়, অন্য কোন সঙ্গে সেরূপ হয় না ॥ ২ ॥

শিশ্নোদর-পরায়ণ অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ কদাচ করিবে না, করিলে অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায় অন্ধতম কূপে পতিত হইতে হইবে ॥ ৩ ॥

ভগবদ্ভক্তি-বিহীন ব্যক্তিরাই অসাধুর শ্রেষ্ঠ; সদাচার-পরায়ণ হইলেও কদাচ তাহাদের সদগতি লাভ হয় না ॥ ৪ ॥

অসৎ দুই প্রকার—স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ-বাসনায় তদ্বিষয়ক বার্ত্তাময় ব্যক্তি এক অসৎ, আর কৃষ্ণের অভক্ত অপর অসৎ; এই দুই প্রকার অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করাই বৈষ্ণব-গণের আচার অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বথা এই দুই প্রকার অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবন্নাম ও কথা।

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণঃ হরেঃ ॥ ১ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ॥ ২॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত আদিপুরাণ-বচন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপ-নির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ ৪॥

ঐ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ।

বর্ত্তমানন্ত যৎ পাপং যদ্ভূতং যৎ ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্ত্তনাৎ॥ ৫॥

ঐ লঘুভাগবতামৃত।

সর্ব্বপাপ-প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনং।
সর্ব্বদুঃখ-ক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনং॥ ৬॥

ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৭॥

ঐ বিষ্ণুযামল।

পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্লন্তি নাম যে।
কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ ৮॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষর-দ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ ৯॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল-নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥১০

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত প্রভাসখণ্ড-বচন।

নারায়ণমিতি ব্যাজাদুচ্চার্য্য কলুষাশ্রয়ঃ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ১১ ॥

ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকং।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ১২ ॥

ঐ নন্দিপুরাণ।

গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তি-বর্জ্জিতৈঃ।
দহতে সর্ব্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
গোবিন্দ-নাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা ॥ ১৪ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যম্বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

গোকোটি-দানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণ-দানং গোবিন্দ-কীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥ ১৬ ॥

ঐ লঘুভাগবতামৃত।

জিতস্তেন জিতস্তেন জিতস্তেনেতি নিশ্চিতং।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষর-দ্বয়ং ॥ ১৭ ॥

ন দেশ-নিয়মস্তস্মিন্ ন কাল-নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক!॥ ১৮॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।

যথাকথঞ্চিদ্যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥ ১৯॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

বাসুদেব-জপাসক্তানপি পাপকৃতো জনান্।
নোপসর্পন্তি বৈ বিপ্রা যমদূতাশ্চ দারুণাঃ॥ ২০॥
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ-পথ-গতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফল-জনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র!॥ ২১॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ! নিশ্চিতং।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে॥ ২২॥

ঐ লঘুভাগবতামৃত।

যন্নাম-স্মরণাদেব পাপিনামপি সত্বরং।
মুক্তির্ভবতু জন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্ল্লভা॥ ২৩॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠ-স্পন্দন-মাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরং॥ ২৪॥

ঐ বৈষ্ণবচিন্তামণি।

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ !।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরং ॥ ২৫ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত প্রভাসপুরাণ-বচন।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণ-ক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ-প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ২৬ ॥
বিদগ্ধমাধব।

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ২৭ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন।

সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো ! গোপনীয়মিদং মম।
মৃত-সঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যমবধারয় ॥ ২৮ ॥
ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

যে শৃণ্বন্তি কথাং বিষ্ণোর্যে পঠন্তি হরেঃ কথান্।
কুলাযুতং নাবলোক্যং গতাস্তে ব্রহ্ম শাশ্বতং ॥ ২৯ ॥
যত্র যত্র মহীপাল ! বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুত-বৎসলা ॥ ৩০ ॥
ঐ স্কন্দপুরাণ।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছোত্র-মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৩১ ॥
ঐ শ্রীমদ্ভাগবত।

ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি বৈষ্ণবীং প্রাপ্য যে কথাং।
ধনমায়ুর্যশোধর্ম্মঃ সন্তানশ্চৈব নশ্যতি ॥ ৩২ ॥

ন শৃণোতি হরের্যস্তু কথাং পাপ-প্রণাশিনীং।
অচিরাদেব দেবর্ষে! সমূলস্তু বিনশ্যতি॥ ৩৩॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদানে শক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ দেবদেব চক্রপাণির যে কোনও নাম কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; পরব্রহ্ম শ্রীহরির সকল নাম একার্থ-বোধক, সুতরাং সকল নামেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়॥ ১॥

নামই পরম মুক্তি, নামই পরম গতি, নামই পরমারাধ্য, নামই পরম গুরু॥ ২॥

কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার, হরিনামই সার, হরিনামই সার। কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই॥ ৩॥

পাপ হরণ করিতে হরিনামের যে শক্তি আছে, পাপিগণ সে পরিমাণ পাপাচরণ করিতেই পারে না॥ ৪॥

বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পাপরাশি শ্রীগোবিন্দনামাগ্নি-সংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যায়॥ ৫॥

হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব পাপ ধ্বংস করে, সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ করে এবং সর্ব্ব দুঃখ দূর করে॥ ৬॥

শ্রীভগবান্ বলেন, এই সংসারে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার নাম সকল কীর্ত্তন করে, আমি তাহার কোটী কোটী অপরাধ নিশ্চয় ক্ষমা করি॥ ৭॥

পরিহাস বা নিন্দাচ্ছলেও যাহারা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, তাহারাও ধন্য ; অতএব তাহাদিগকেও নমস্কার ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি "হরি" এই দুইটী অক্ষর একবারমাত্র উচ্চারণ করিল, সে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল ॥ ৯ ॥

হে ভৃগুবর! সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল মধুরের মধুর, সকল নিগম-লতার সুন্দর ফল এবং চৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ যে কৃষ্ণনাম, তাহা হেলায় বা শ্রদ্ধায় একবারমাত্র কীর্ত্তন করিলেই উদ্ধার পাওয়া যায় ॥ ১০ ॥

যখন ঘোরপাপী অজামিলও মৃত্যুকালে পুত্রচ্ছলে নারায়ণকে ডাকিয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন করিলে যে কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব? ॥ ১১ ॥

সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব সময়েও যাহারা মহাপাপাচরণ করে, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে তাহারাও বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

প্রলয়ানল যেমন বিশ্বসংসার দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ ভক্তিতে হউক বা অভক্তিতেই হউক গোবিন্দ-নাম উচ্চারণ করিলে, সর্ব্বপাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

এই সংসারে যে ব্যক্তির নাম "গোবিন্দ", তাহাকে "গোবিন্দ" বলিয়া আহ্বান করার নিমিত্ত পাপরাশি সহস্র প্রকারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪ ॥

সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্রাদির নাম-গ্রহণচ্ছলেই হউক বা পরিহাস-পূর্ব্বকই হউক বা গীতালাপ পূরণাদির জন্যই হউক কিম্বা হেলা অর্থাৎ অবজ্ঞা করিয়াই হউক, বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করিলেই অসীম পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

সূর্য্যগ্রহণ-সময়ে কোটি-গো-দান, প্রয়াগে গঙ্গাতীরে কল্প-কাল বাস, অযুত-সংখ্যক যজ্ঞ, সুমেরু-সদৃশ স্বর্ণদান—এ সকল কিছুই গোবিন্দনাম-কীর্ত্তনের শতাংশের একাংশেরও তুল্য নহে ॥ ১৬ ॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই দুইটি অক্ষর বিরাজমান, তিনি শ্রীভগবান্‌কে নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

হে ব্যাধ! শ্রীহরির নাম-গ্রহণে দেশ ও কালের নিয়ম নাই অর্থাৎ সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব সময়েই নাম কীর্ত্তন করা যাইতে পারে; উচ্ছিষ্টাদি অশুচি অবস্থাতেও নাম-গ্রহণের কোন নিষেধ নাই ॥ ১৮ ॥

যে কোনও প্রকারে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলেই, পাপী লোক সর্ব্ব-পাপ-বিহীন হইয়া মুক্তি লাভ করে ॥ ১৯ ॥

পাপী ব্যক্তি যদি হরিনাম-জপে আসক্ত হয়, তবে কোনও বিঘ্ন (অর্থাৎ কামাদি রিপুগণ বা ত্রিতাপ) কিম্বা ভীষণ যমদূতগণ তাহার নিকটে অগ্রসর হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানের কোন একটী নাম বচন-গত বা স্মৃতিপথ-গত বা শ্রোত্রমূল-গত হইলে অর্থাৎ ঐ নাম কীর্ত্তন, স্মরণ বা শ্রবণ করা হইলে—তাহা শুদ্ধভাবেই হউক আর অশুদ্ধ ভাবেই হউক, বা ব্যবহিত রহিত হইয়াই হউক অর্থাৎ সমগ্র নামের কিঞ্চিন্মাত্র যথা নারায়ণের নারা পর্য্যন্ত বলিয়া পরে প্রসঙ্গ-ক্রমে অন্য কথা বলার পর অবশিষ্টাংশ বলিতে পারিয়া বা না পারিয়াই হউক, কিম্বা হতারি শব্দে হ ও রি উচ্চারণ দ্বারা যেমন "হরি"নাম হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য শব্দ দ্বারা ঐরূপে নামের উচ্চারণাদি হইয়াই হউক—তদ্দ্বারাই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সত্য, কিন্তু ঐ নাম দেহ, ধন, জন, ও লোভাসক্ত পাষণ্ডের মধ্যে ন্যস্ত হইলে অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির নিমিত্ত নাম কীর্ত্তনাদি করিলে শীঘ্র ফলদায়ক হয় না অর্থাৎ নামের মুখ্য ফল যে ভগবৎ-প্রেম, তাহা শীঘ্র লাভ করা যায় না ॥ ২১ ॥

হে নৃপ! কলিযুগে যাঁহারা হরিনাম স্মরণ করেন বা অপরকে স্মরণ করাইয়া দেন, মানবের মধ্যে তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ ও ধন্য ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবান্ বলেন, আমার নাম স্মরণমাত্রেই ঘোর পাতকীদিগেরও ব্রহ্মাদি-দেবতাগণের সুদুর্লভ যে মুক্তি তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুর স্মরণমাত্র ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়, তবে স্মরণ-ক্রিয়া অতীব দুষ্কর, কারণ মন দুর্জ্জয়; কিন্তু কীর্ত্তন ওষ্ঠের স্পন্দন-

মাত্রেই হইয়া থাকে, সুতরাং কীর্ত্তন দ্বারা অনায়াসেই ভব-বন্ধন মোচন হয়; অতএব স্মরণ অপেক্ষা কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ ॥ ২৪ ॥

সকল নামের মাহাত্ম্য সাধারণতঃ সমান হইলেও, কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশেষত্ব নিম্নে ২৫ হইতে ২৮ দাগে বর্ণিত হইল :—

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পরন্তপ! আমার সকল নামের মধ্যে কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ, ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ও পরম-মুক্তিদায়ক ॥ ২৫ ॥

আহা মরি! না জানি "কৃষ্ণ" এই বর্ণ দুইটী কত সুধা দিয়াই গঠিত! ইহা বদনে উচ্চারিত হইবা মাত্র শত সহস্র বদন-লাভের কামনা হৃদয়ে উত্থিত হয়, কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র কোটী কোটী কর্ণ-লাভের বাসনার উদ্রেক হয় এবং স্মৃতিপথে জাগরূক হইবা মাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য স্থগিত করিয়া দেয়!!! ॥ ২৬ ॥

পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের (অষ্টোত্তর শতনামের) একটী নাম উচ্চারণ করিলে, সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে সদাশিব! আমি সত্য বলিতেছি, আমার কৃষ্ণনাম অতি গোপনীয়, ইহা মৃত-সঞ্জীবনী ॥ ২৮ ॥

যমরাজ বলিলেন, হে দূতগণ! যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তোমরা তাঁহাদের দশসহস্র কুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না; তাঁহাদের সকলেরই বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়াছে জানিবে ॥ ২৯ ॥

হে রাজন্! সন্তান-বৎসলা গাভী যেমন বৎসের পাছে পাছে ধাবিত হয়, সেইরূপ যেখানে যেখানে হরিকথা হয়, শ্রীহরিও সেই সেই স্থানে ধাবিত হইয়া থাকেন॥ ৩০॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন, ইহলোকে তিন প্রকার মনুষ্য আছে—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। ইহাদের মধ্যে কোনও প্রকার মানবেরই হরিকথা-শ্রবণে অলংবুদ্ধি হয় না অর্থাৎ "এই পর্য্যন্তই থাকুক, আর শুনিব না" বলিয়া বিরক্তি উৎপন্ন হয় না। ফলতঃ উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ মুক্তজন কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই পরিগীত হয়; আর ইহা ভবরোগ-বিনাশের মহৌষধ ও মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়া মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক শ্রুত হয়, এবং ইহা কর্ণ ও মনের আনন্দ-জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী বিষয়িগণও এই হরি-কথা শ্রবণ করিয়া থাকে। অতএব আত্মঘাতী বা পশুঘাতী ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি এই ভগবদ্‌গুণানুবাদ-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে বিরত হইবে? ॥ ৩১॥

যে সকল ব্যক্তি হরিকথা প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ না করে বা তাহাতে হৃষ্ট না হয়, তাহাদের ধন, আয়ু, যশঃ, ধর্ম্ম ও সন্তান বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

হে নারদ! যে ব্যক্তি সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশিনী হরিকথা শ্রবণ না করে, সে অচিরে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩॥

নৃত্য-গীত।

বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতে গায়তে নৃত্যতেঽপি চ।
কুল-কোটী-সমাযুক্তো লভতে মামকং পদং ॥ ১ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শাস্ত্র-বচন।

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ নাট্যং বিষ্ণু-কথাং মুনে !।
যঃ করোতি স পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যোপরি সংস্থিতঃ ॥ ২ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

গীত-বাদ্যাদিকং নাট্যং শঙ্খতূর্য্যাদি-নিস্বনং।
যঃ কারয়তি বিষ্ণোস্তু সন্ধ্যায়াং মন্দিরে নরঃ।
সর্ব্বকালে বিশেষেণ কামগঃ কর্ম্মরূপবান্ ॥ ৩ ॥

ঐ শাস্ত্রোক্তি।

গীত-নৃত্যাদি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদি-তুষ্টয়ে।
ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্র ! পাপ-ভিয়া ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥

ঐ স্মৃতি।

নৃত্যাদি কুর্ব্বতো ভক্তান্নোপবিষ্টোঽবলোকয়েৎ।
ন চ তির্য্যগ্ ব্রজেত্তত্র তৈঃ সহান্তরয়ন্ প্রভুং ॥ ৫ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শ্রীভগবান্ বলেন, যিনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মৎ-সন্নিধানে পাঠ, গীত বা নৃত্য করেন, তিনি কোটী কুল সহ মদীয় ধামে বসতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

হে মুনে! যিনি হরিকথা অবলম্বন করিয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অভিনয় করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

যে সকল মনুষ্য সকল সময়ে, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, বিষ্ণু-মন্দিরে গীত, বাদ্যাদি ও নৃত্য এবং শঙ্খ, তূর্য্য প্রভৃতির ধ্বনি করেন বা অন্যের দ্বারা করান, তিনি যথা ইচ্ছা গমন করিতে ও ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হন॥ ৩॥

দেব-দ্বিজের প্রীতির জন্য নৃত্য-গীতাদি করিবে, কিন্তু জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে কদাচ করিবে না; জীবিকার্থে করিলে পাপে মগ্ন হইতে হয়॥ ৪॥

ভক্তগণ যখন নৃত্য-গীতাদি করেন, তখন কেহ উপবিষ্ট হইয়া দর্শন করিবে না, অথবা নৃত্যগীতাদিকারী ভক্তবৃন্দ ও প্রভুকে অন্তরাল করতঃ তন্মধ্য দিয়া বক্রভাবে গমন করিবে না॥ ৫॥

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত।

একাদশ্যান্তু গৃহ্লীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু।
আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতং॥ ১॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত সনৎকুমারসংহিতা-বচন।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত!॥ ২॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শয়নৈকাদশী বা কর্কটসংক্রান্তি (আষাঢ় সংক্রান্তি) বা আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে ভক্তি-সহকারে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করা মানবের কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

ব্রতধারণ-মন্ত্র, যথা :—হে অচ্যুত! সম্বৎসরের মধ্যে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত মাস-চতুষ্টয় এই নিয়ম করিব; আপনি আমার বিঘ্ন দূর করুন্ ॥ ২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পুরাণাদি শাস্ত্রোল্লিখিত কতিপয় নিয়ম যথা :—

ভূতলে শয়ন; লবণ, তৈল ও ষড়্‌রস বর্জ্জন; তাম্বুল, মধু, দধি, দুগ্ধ, তক্র, অগ্নিপক্ক দ্রব্য ও ভোজনপাত্র ত্যাগ; নখ ও লোম ধারণ অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য্য ত্যাগ; একভক্ত বা অযাচিত-ব্রত বা নক্ত-ব্রত ধারণ; নিষ্পাব (শিম), রাজমাষ (বরবটী), কলিঙ্গ (কলমীশাক), পটোল, বার্ত্তাকু ও সন্ধিত (মদ্যাদি) ভক্ষণ বর্জ্জন; শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন; নিরন্তর হরিনাম জপ, হরিকথানুশীলন ও হরি সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি করণ।

এই নিয়মে ব্রত করিলে জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হন।

অখিল-কর্ম্মার্পণ।

সাধু বাসাধু বা কর্ম্ম যদ্যদাচরিতং ময়া।
তৎ সর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো! গৃহণারাধনং পরং ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন

হে ভগবন্ বিষ্ণো! আমি সৎ বা অসৎ যে কিছু কার্য্য করিয়াছি, পরমারাধনা বিবেচনায় আপনি তাহা গ্রহণ করুন।

শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র।

দশবর্ষে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশাভ্যন্তরে সুত!।
শৃণুয়াদ্ধরিনামানি ষোড়শানি পৃথক্ পৃথক্।
হরিনাম বিনা পুত্র! কর্ণশুদ্ধির্ন জায়তে॥

শ্রীরাধাতন্ত্রে ত্রিপুরাবাসুদেব-সংবাদ।

হে বৎস! দশ বর্ষ বয়স প্রাপ্ত হইলে এবং দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ-নাম-যুক্ত হরিনাম-মহামন্ত্র, যথা :—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

সকলেরই কর্ণে (গুরুদেব কর্ত্তৃক) শ্রবণ করান অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু হরিনাম বিনা কর্ণের (ও দেহের) শুদ্ধি হয় না॥

অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণ-নিষেধ।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।

পদ্মপুরাণ।

অমৃতময়, পরম পবিত্র হরিকথা অবৈষ্ণবের মুখে শ্রবণ করিতে নাই ; উহা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় পরিত্যাজ্য।

অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ-নিষেধ।

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ ১॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

ন চ শাক্তাৎ ন শৈবাচ্চ গৃহ্লীয়াদ্ বৈষ্ণবাৎ দ্বিজাৎ।
শাক্তাৎ শৈবাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন জায়তে॥ ২॥

কালীতন্ত্র।

শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাঙ্কর এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকং॥ ৩॥

দেবীপুরাণ।

বিপর্য্যয়ে চ বর্ণে চ গুরু-শিষ্যে যদি ক্বচিৎ।
কথমারাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভক্তি-সুস্থিরং॥ ৪॥
ন্যাসে বাপ্যর্চ্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তমাশ্রয়েৎ।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টং চেৎ পূর্ব্ব-মন্ত্রবর-দ্বয়ং।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্ গ্রাহয়েন্মনুং॥ ৫॥

পদ্মপুরাণ।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন।

সর্ব্ব-লক্ষণ-হীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এব সদ্গুরুজ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্বদামি তে ॥ ৭ ॥

দেবীপুরাণ।

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটীকল্পশতৈরপি ॥ ৮ ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ ৯ ॥

পদ্মপুরাণ।

মহাকুলে সমুৎপন্ন, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী হইয়াও যদি কেহ অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারেন না ॥ ১ ॥

শাক্তের নিকট হইতেও নহে বা শৈবের নিকট হইতেও নহে, পরন্তু যে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তাঁহার নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। শাক্ত ও শৈবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে হরিভক্তি উৎপন্ন হয় না ॥ ২ ॥

কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি শাক্ত, কি শঙ্কর-মতাবলম্বী এ সকলকেই বর্জ্জন করিবে এবং নাস্তিক যদি সর্ব্বজ্ঞও হয় তথাপি তাহাকে বর্জ্জন করিবে ॥ ৩ ॥

গুরু এক পথে এবং শিষ্য আর এক পথে, এইরূপে গুরু ও শিষ্য উভয়ে যদি বিপরীত পথে বিচরণ করেন, তাহা হইলে শিষ্য কিরূপে ইষ্ট বস্তুর আরাধনা করিতে পারিবে, আর কিরূপেই বা সেই ইষ্টবস্তু তদীয় ভক্তির বশ হইয়া তাহার হৃদয়ে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন॥ ৪॥

ন্যাসেই হউক বা অর্চ্চনাতেই হউক, একান্তভাবে মন্ত্র আশ্রয় করিবে। কিন্তু অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা পরম গতি লাভ হয় না। পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ মন্ত্র দুইটী ("লক্ষ্মী" ও "নারায়ণ") যদি অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবের নিকট হইতে পুনরায় যথাবিধি মন্ত্রগ্রহণ করাইবে॥ ৫॥

অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয়। যদি অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র লওয়া হইয়া থাকে, তবে পুনরায় সম্যক্ বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করাইবে॥ ৬॥

শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার পরা ভক্তি আছে এবং বিষ্ণুতেও যেমন, গুরুতেও তেমনই ভক্তি, তিনি সর্ব্ব-লক্ষণ-হীন হইলেও আচার্য্য হইবেন; আমি তোমাকে ইহা সত্য বলিতেছি যে, তাঁহাকেই সদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে॥ ৭॥

সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র সকল নিষ্ফল হয়। বহু বহু সাধনা দ্বারা শতকোটী কল্পকালেও সে সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না॥ ৮॥

সম্প্রদা-বিহীন গুরু আশ্রয় যে করে।
নিষ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি স্ফুরে॥

শ্রীভক্তমাল।

অতএব কলিতে শ্রী (রামাৎ), ব্রহ্ম (মাধ্বাচার্য্য), রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী) ও নিম্বাদিত্য (নিমাৎ) এই চারিটী ভুবন-পাবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে॥ ৯॥

(সুতরাং উক্ত যে কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।)

বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি অকর্ত্তব্য।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥ ১॥

ইতিহাস-সমুচ্চয়।

হরিভক্তিপরা যে চ হরিনাম-পরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ॥ ২॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥ ৪॥

পদ্মপুরাণ।

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥ ৫ ॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৬ ॥

পদ্মপুরাণ।

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবন-ত্রয়ং ॥ ৭ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥ ৮ ॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল-মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীপদ্যাবলী।

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে শূদ্র, নিষাদ বা শ্বপচ এইরূপ নীচ জাতি বলিয়া কিম্বা অন্যান্য শূদ্রাদির সহিত সমান জাতিরূপে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই নরক-গামী হয় ॥ ১ ॥

যাঁহারা হরিভক্তি ও হরিনাম-পরায়ণ, তাঁহারা দুর্বৃত্তই হউন আর সুবৃত্তই হউন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি কেহ অত্যন্ত দুরাচার হইয়াও আর কাহারও ভজনা না করিয়া একান্তমনে কেবল আমাকেই

ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিবে, কারণ সে সম্যক্ প্রকারে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছে ॥ ৩ ॥

হে মহীপাল! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও দ্বিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আর বিষ্ণুভক্তি-বিহীন যতিও চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল হইলেও তিনি মুনির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুভক্তি-বিহীন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম ॥ ৫ ॥

হে দেবি! সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বিষ্ণুভক্তের পূজা আবার তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

জগতে এমন কি ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হন, তবে তাঁহাকে চণ্ডালের সদৃশ বলিয়াও জ্ঞান করিবে না অর্থাৎ চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে; কিন্তু বর্ণবাহ্য অন্ত্যজ জাতিও যদি বৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তিনি ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

যিনি বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত, তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র বা যে কোনও অন্ত্যজ জাতি হউন না কেন, তাঁহাকে সর্ব্বোত্তমোত্তম বলিয়া জানিবে ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি অর্চ্চনীয় শ্রীমূর্ত্তিকে বা শালগ্রামকে শিলা জ্ঞান করে, গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবের কলি-কলুষ-নাশন শ্রীচরণামৃতকে সামান্য জল জ্ঞান করে, শ্রীবিষ্ণুর নিখিলপাপ-বিনাশন "হরি, কৃষ্ণ,

রাম” প্রভৃতি নাম ও মন্ত্রসমূহকে সামান্য শব্দ-মাত্র জ্ঞান করে, অথবা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণের সহিত সমান জ্ঞান করে, তাঁহাকে নরকে যাইতে হয়॥ ৯॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজন।

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণ-হেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনং॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র।

বৈষ্ণবে কন্যা-সম্প্রদান সংসার-মুক্তির একটী প্রধান কারণ; আর বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনও সংসার-মুক্তির অপর একটী প্রধান কারণ।

হরিনাম-বিক্রয়-নিষেধ।

শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নাম-বিক্রয়ী।
যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

বিষহীন সর্প, বাহিরে সর্পাকৃতি হইলেও, যেমন প্রকৃত সর্প মধ্যে গণ্য নহে, তদ্রূপ যে ব্রাহ্মণ শূদ্রগণের অর্থাৎ ভগবৎসেবাবিহীন শূদ্রগণের পাচক, অথবা যে ব্রাহ্মণ হরিনাম

বিক্রয় করেন অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বা হরিকথা বলিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, অথবা যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা বিক্রয় করেন অর্থাৎ শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, এরূপ সমস্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন হইলেও, প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইতে পারেন না।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজ-মাহাত্ম্য।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত গোপালতাপনীয়শ্রুতি-বচনসমূহ হইতে সংগৃহীত।)

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, সনকাদি মুনিগণ স্পষ্টরূপে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে পরমদেব ? মৃত্যু কাহা হইতে ভয় পায় ? কাহাকে জানিতে পারিলে সমুদায় জানা হয় ? এবং কাহা কর্ত্তৃক এই সংসার প্রবর্ত্তিত হয় ? ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। মৃত্যু গোবিন্দ হইতে ভয় পায়। গোপীজনবল্লভকে জানিতে পারিলে সমস্তই জানা হয়। স্বাহা দ্বারা এই সংসার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মুনিগণ ব্রহ্মাকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কে ? গোপীজনবল্লভ কে ? আর স্বাহাই বা কে ? ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, যিনি পাপ কর্ষণ করেন তিনি কৃষ্ণ

যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদে বিদিত এবং ঐ সমুদায়কে অবগত আছেন, তিনি গোবিন্দ। গোপীজন শব্দের অর্থ অবিদ্যাকলা অর্থাৎ অজ্ঞানাংশ, তাহার বল্লভ অর্থাৎ প্রেরক যিনি তিনি গোপীজনবল্লভ। আর স্বাহা শব্দে মায়া। এই সমস্তই পরম-ব্রহ্ম। যিনি তাঁহাকে ধ্যান করেন, কীর্ত্তনাদি দ্বারা আস্বাদন করেন ও ভজন করেন, তিনি মুক্ত হন।

মুনিরা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার রূপ কি? তাঁহার আস্বাদন কি? তাঁহার ভজনই বা কি প্রকার? তৎসমুদয় আমরা সুন্দররূপে অবগত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তিনি গোপবেশধারী, নবজলধর-শ্যামবর্ণ, নিত্যকিশোর, কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থিত ইত্যাদি। এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই তাঁহার ভজন; ইহলোক ও পরলোক এতদুভয়ের উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাতে মনের অভিনিবেশই ভক্তি, এবং ঐ ভক্তিরই নাম কর্ম্মশূন্যতা। ব্রাহ্মণগণ সেই কৃষ্ণকে নানা প্রকারে পূজা করিয়া থাকেন ও নিত্যস্বরূপ গোবিন্দকে বহু-প্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন; গোপীজনবল্লভ ভুবন সকল পালন করিতেছেন; তিনি স্বাহাকে আশ্রয় করিয়া নিজ হইতে উদ্ভূত জগৎ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

বায়ু যেমন শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চরূপ হইয়াছে, তদ্রূপ কৃষ্ণ একমাত্র হইয়াও জগতের হিতার্থে অষ্টাদশ অক্ষরের

পঞ্চপদে (ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক অর্থাৎ স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত; এ নিমিত্ত ইনি বশী অর্থাৎ সকলেই ইঁহার বশীভূত; সর্ব্বগ অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তু হইতে অপরিচ্ছিন্ন; ঈড্য অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও স্তুত্য। অপর, তিনি এক হইয়াও জগৎ-পালনার্থ শরীর-গত বায়ুর ন্যায় পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই পঞ্চপদ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া যে সকল ধীর ব্যক্তি একাগ্র-চিত্তে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহাদের নিত্যানন্দ-স্বরূপ সুখ লাভ হয়, কিন্তু তদ্ভক্তি-বিরহিত লোক সকলের, অন্ধজনের রূপ-দর্শনের ন্যায়, সে সুখ লাভ হয় না। বস্তুতঃ যিনি নিত্যের মধ্যে নিত্য, ব্রহ্মাদি চেতন বস্তু সকলের মধ্যে চেতন এবং এক হইয়াও পঞ্চরূপে অনেকের কামনা বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগের অনপায়িনী অর্থাৎ অক্ষয় সিদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু তদ্ভজন-বহির্মুখ লোক সকলের সে প্রকার সিদ্ধি লাভ হয় না।

যাঁহারা যত্নশীল হইয়া বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে যন্ত্রস্বরূপ বিষ্ণুপদের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের প্রযত্ন হেতু ভজনের অব্যবহিত কালেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গোপালরূপ কিম্বা গোপালবেশ তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করান।

যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন এবং হয়গ্রীব ও মৎস্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রলয়-পয়োধি-জল হইতে গোপাল-বিদ্যা-রূপ বেদগণকে উদ্ধার করতঃ সেই ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছেন, সেই স্বপ্রকাশ-দেবকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় কর।

যে সকল ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দের পঞ্চপদ স্বরূপ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রণব-পুটিত করিয়া জপ করেন, গোবিন্দ তাঁহাদিগকে আপনার গোপাল-মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। অতএব মোক্ষকামী পুরুষ সংসাররূপ অনর্থ-শান্তির নিমিত্ত গোবিন্দ-মন্ত্র পুনঃপুনঃ জপ করিবেন।

ব্রহ্মা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, আমি অনবরত ইঁহার স্তব করাতে ইনি পরার্দ্ধ কালের অবসানে প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন—গোপ-বেশ-ধারী পুরুষ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর আমি প্রণাম করিলে, তিনি সদয়-চিত্তে আমাকে সৃষ্টিকার্য্যের জন্য অষ্টাদশবর্ণময় স্বরূপ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পুনরায় আমার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মিলে, সেই সকল অক্ষরে ভবিষ্যৎ জগতের রূপ প্রকাশ করিলাম, যথা—ককার হইতে জল, লকার হইতে পৃথিবী, ঈকার হইতে অগ্নি, বিন্দু হইতে চন্দ্র, তাহার নাদ হইতে সূর্য্য; এই সমস্ত ক্লীঁ হইতে সৃজন করিলাম। কৃষ্ণা এই শব্দ হইতে আকাশ, য়কার হইতে বায়ু, গোবিন্দায় শব্দ হইতে গোজাতি,

গোপীজন শব্দ :হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা এবং বল্লভায় শব্দ হইতে স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি এই সমস্ত সৃজন করিলাম।

এই পঞ্চপদ বিশিষ্ট অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্চ্চনা দ্বারা সোমমৌলি মহেশ্বর গতমোহ হইয়া আত্মাকে জানিতে পারিয়াছিলেন। অতএব ইদানীং মানবগণ নিষ্কামচিত্তে প্রণব-পূটিত করিয়া এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবেন, তাহা হইলে অপ্রত্যক্ষ পরমাত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

যাহার প্রথম পদ হইতে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, সেই একমাত্র অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া চন্দ্রধ্বজ মহেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অবিনশ্বর পরম ধামে গমন করিয়াছিলেন।

কেবল বিশুদ্ধসত্ত্বাদি-গুণযুক্ত, নির্ম্মল, শোক-রহিত ও ভোগাদি-পরিশূন্য যে পদ তাহাই পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়াছেন। তিনিই বাসুদেব; তিনি ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই। সচ্চিদানন্দময়, পঞ্চপদ-গ্রথিত মন্ত্রস্বরূপ, বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট সেই অদ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দকে আমি মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করি।

যিনি একমাত্র উৎপত্তি-বিহীন, মনের সাতিশয় দূরবর্ত্তী এবং দেবগণ নিরন্তর চিন্তা করিয়াও যাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই, এই পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র জপ দ্বারা অনায়াসে সেই অদ্বিতীয় পরম বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা; তাঁহাকে ধ্যান, তাঁহাকে কীর্ত্তনাদি দ্বারা আস্বাদন এবং তাঁহারই পূজা করিবে। তিনিই সৎ অর্থাৎ নিত্য।

(শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলোপাসকগণ নিম্নলিখিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যথা:—

"ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"

অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত "ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র স্ব স্ব গুরুদেবের কৃপায় তদীয় নিকট হইতে লাভ করতঃ ধন্য হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।)

কামগায়ত্রী।

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেৎ।
ধীমহীতি তথোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত সনৎকুমারকল্প-বচন।

প্রথমে মন্মথ অর্থাৎ "ক্লীঁ" এই বীজ উচ্চারণ করিয়া পরে "কামদেব" শব্দ বলিতে হইবে, তাহার পর "আয়" তৎপরে "বিদ্মহে", তাহার পর "পুষ্পবাণায়" শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহার পর "ধীমহি" শব্দ উচ্চারণ করিয়া তৎপরে "তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ" উচ্চারণ করিতে হইবে অর্থাৎ "ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ

প্রচোদয়াৎ” এইরূপ হইল। ইহার আভিধানিক অর্থ এই যে, কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবাণকে ধ্যান করি, অনঙ্গ আমাদিগের অন্তঃকরণে সেই পরমাত্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন।

সহস্রনাম-মাহাত্ম্য।

শ্লোকেনৈকেন দেবর্ষে! সহস্রনামকস্য যৎ।
পঠিতেন ফলং প্রোক্তং ন তৎ ক্রতু-শতৈরপি ॥ ১ ॥
জ্ঞানাজ্ঞান-কৃতং পাপং পঠিত্বা বিষ্ণু-সন্নিধৌ।
নাম্নাং সহস্রং বিষ্ণোস্তু প্রজহাতি[illegible]জঃ ॥
ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানি কামচার-কৃতান্যপি।
বিলয়ং যান্তি বৈ নূনমন্য-পাপে তু কা কথা ॥ ২ ॥
কুর্ব্বন্ পাপ-সহস্রাণি ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
পঠেন্নাম-সহস্রন্তু দুর্গন্ধং ন স পশ্যতি ॥ ৩ ॥
উক্ত্বা নাম-সহস্রন্তু নান্যো ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন।
কলৌ প্রাপ্তে গুড়াকেশ! সত্যমেতন্ময়েরিতং ॥ ৪ ॥
যস্মিন্নাম-সহস্রং মে গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
লিখিতং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তত্র ন বিশতে কলিঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

হে দেবর্ষে! সহস্রনামের একটী শ্লোক পাঠ করিলে যে ফল হয়, কথিত আছে শত যজ্ঞ করিলেও সে ফল হয় না ॥ ১ ॥

বিষ্ণুর সম্মুখে বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করিলে জ্ঞান বা অজ্ঞান কৃত পাপ এবং মহারোগ বিনষ্ট হয়; কামকৃত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সকলও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অন্য পাপের কথা আর কি বলিব? ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পাপ করিতেছে ও যেখানে সেখানে ভোজন করিতেছে, সে যদি সহস্রনাম পাঠ করে, তবে তাহাকে আর নরক দর্শন করিতে হয় না ॥ ৩ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি সত্য বলিতেছি, কলিযুগ সমাগত হইলে পর, সহস্রনাম পাঠ করিলে আর অন্য ধর্ম্মাচরণের আবশ্যক হইবে না ॥ ৪ ॥

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যে গৃহে আমার সহস্রনাম লিখিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে, সে গৃহে কলি প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্য।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্‌বিনিঃসৃতা ॥ ১ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতাং সমভ্যসেৎ ॥ ২ ॥
গীতাধ্যায়ং পঠেদ্‌যস্তু শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
ভবপাপ-বিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ৩

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৪ ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়াছেন, তাহাই সুন্দররূপে পাঠ করিবে, অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নাই ॥ ১ ॥

গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সর্ব্বদেবময়ী এবং সর্ব্বধর্ম্মময়ী; অতএব গীতাই অভ্যাস করিবে ॥ ২ ॥

যিনি গীতার এক অধ্যায় বা এক শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক মাত্রও পাঠ করেন, তিনি সংসাররূপ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৩ ॥

যে মানব প্রতিদিন গীতাধ্যায় পাঠ করেন, কেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ মার্জ্জনা করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য।

জীবিতাদধিকং যেষাং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
ন তেষাং ভবতি ক্লেশো যাম্যঃ কল্পশতৈরপি ॥ ১ ॥
ধারয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
আস্ফোটয়ন্তি বল্গন্তি তেষাং প্রীতাঃ পিতামহাঃ ॥ ২ ॥
যত্র যত্র ভবেদ্ বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ! ॥ ৩ ॥

তত্র সর্ব্বানি তীর্থানি নদী-নদ-সরাংসি চ।
যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে মুনিসত্তম! ॥ ৪ ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে।
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-সংগ্রহৈঃ ॥ ৫ ॥
যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটীসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসন্তি তে ॥ ৬ ॥
নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলা-দানজং ফলং ॥ ৭ ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবং।
পঠেৎ শৃণোতি বা ভক্ত্যা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে!।
অষ্টাদশ-পুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

শ্লোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য সদা হরিঃ।
বসতে নাত্র সন্দেহো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥

ঐ পদ্মপুরাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং পঠতে কৃষ্ণ-সন্নিধৌ।
কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সহ ॥ ১১ ॥

ঐ দ্বারকামাহাত্ম্য।

যো হি ভাগবতে শাস্ত্রে বিঘ্নমাচরতে পুমান্।
নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা কুলানাং পাতয়েচ্ছতং ॥ ১২ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

ভগবদ্ধর্ম্ম-বক্তারং ভগবচ্ছাস্ত্র-বাচকং।
বৈষ্ণবং গুরুবদ্ভক্ত্যা পূজয়েজ্ জ্ঞানদায়কং॥ ১৩॥

সর্ব্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১৪॥

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ১৫॥

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণানাং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥ ১৬॥

ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসারাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ১৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণ-পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ ১৮॥

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুক-মুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥১৯॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন।

কলিকালে ভাগবতশাস্ত্র যাঁহাদিগের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, শতকল্পেও তাঁহাদের যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না॥ ১॥

যাঁহাদিগের গৃহে সর্ব্বদা ভাগবত-শাস্ত্র বিরাজমান থাকে, তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ হৃষ্টচিত্তে আস্ফোটন ও নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ২ ॥

কলিযুগে যেখানে যেখানে ভাগবত-শাস্ত্র অবস্থিতি করেন, হে নারদ! সেই সেই স্থানে শ্রীহরি দেবগণের সহিত গমন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

হে মুনিবর! যে স্থানে ভাগবত-শাস্ত্র অবস্থিতি করেন, তথায় সমুদায় তীর্থ এবং নদ, নদী ও সরোবর সমূহ অবস্থিত থাকেন ॥ ৪ ॥

যদি গৃহ মধ্যে ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদও অবস্থিতি করেন তাহাও ভাল, তথাপি শত শত সহস্র সহস্র অন্য শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? ॥ ৫ ॥

যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক বৈষ্ণবকে ভাগবত-শাস্ত্র দান করেন, তাঁহাদের সহস্রকোটী কল্পকাল বিষ্ণুলোকে বাস হয় ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তাঁহার অক্ষরে অক্ষরে কপিলা-গো-দান-জনিত ফল লাভ হয় ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ভাগবতের অর্দ্ধ শ্লোক বা পাদ শ্লোকও নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার সহস্র গো-দানের ফল লাভ হয় ॥ ৮ ॥

হে মুনে! যে মানব প্রত্যহ যত্ন সহকারে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লাভ করেন ॥ ৯ ॥

যাঁহার গৃহে ভাগবতের এক শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক বা পাদ শ্লোক লিখিত হইয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহার গৃহে দেবদেব জনার্দ্দন হরি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন ॥ ১০ ॥

যিনি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পাঠ করেন, তিনি স্বীয় শতকোটী কুল সমন্বিত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে ক্রীড়া করেন ॥ ১১ ॥

যে মনুষ্য ভাগবত পাঠাদিতে বিঘ্ন আচরণ করে কিম্বা অভিনন্দন না করে, সেই পাপাত্মা আপনার শত কুলের অধঃপাত করে ॥ ১২ ॥

যিনি ভাগবত ধর্ম্মের বক্তা এবং যিনি ভাগবত শাস্ত্রের বাচক, সেই জ্ঞান-দাতা বৈষ্ণবকে, মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায়, ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে ॥ ১৩ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সার ; যে ব্যক্তি ইহার রসামৃতে পরিতৃপ্ত, তাঁহার আর কদাচ অন্যত্র রতি হয় না ॥ ১৪ ॥

নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণ সমূহের মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী ভক্তি উৎপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র মহামুনি শ্রীনারায়ণের প্রণীত ; ইহাতে সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সাধু-পুরুষগণের অনুষ্ঠেয় পরম-কর্ম্ম

নিরূপিত আছে, এবং ইহা হইতে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী পরমার্থরূপ যে বস্তু তাহাই জানিতে পারা যায়। অতএব অন্যান্য শাস্ত্রে বা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন? সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা শ্রবণেচ্ছা মাত্রেই এতদ্দ্বারা পরমেশ্বরকে সদ্য হৃদয় মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারেন॥ ১৭॥

এই নির্ম্মল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয়; ইহাতে পরমহংসদিগের প্রাপ্য একমাত্র ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদি-বিষয়ক সুবিমল জ্ঞান বিস্তৃত আছে এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত নিখিল কর্ম্মের নিবৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; অতএব ইহা ভক্তির সহিত শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে মনুষ্য মুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৮॥

এই ভাগবত-শাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল,—শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে; অতএব হে রসজ্ঞগণ! হে রসবিশেষ-ভাবনা-চতুরগণ! অমৃতদ্রব-সংযুক্ত রসময় এই ফল মুহুর্মুহুঃ আস্বাদন কর॥ ১৯॥

শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-মাহাত্ম্য।

ভবেদ্ বহুবিধং তচ্চ বেশ্ম তত্র স্বশক্তিতঃ।
শাস্ত্রানুসারতঃ কুর্য্যাদেবং বাসোচিতং প্রভোঃ॥ ১॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

যে ধ্যায়ন্তি সদা বুদ্ধ্যা করিষ্যামো হরেগৃর্হং।
তেষাং বিলীয়তে পাপং পূর্ব্বজন্মশতোদ্ভবং ॥ ২ ॥
সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ কুলানামযুতং নরঃ।
বিষ্ণুলোকং নয়ত্যাশু কারয়িত্বা হরেগৃর্হং ॥ ৩ ॥
লক্ষেণাথ সহস্রেণ শতেনার্দ্ধেন বা হরেঃ।
তুল্যং ফলং সমাখ্যাতমিহেশ্বর-দরিদ্রয়োঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত অগ্নিপুরাণ-বচন।

আরম্ভে কৃষ্ণ-ধিষ্ণস্য সপ্তজন্মনি যৎ কৃতং।
পাপং বিলয়মাপ্নোতি নরকাদুদ্ধরেৎ পিতৄন্ ॥
প্রসাদ-পাদে কৃষ্ণস্য যাবত্তিষ্ঠন্তি রেণুকাঃ।
তাবদ্বর্ষ-সহস্রাণি বসতে বিষ্ণু-সদ্মনি ॥ ৫ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণ।

দেবাগারং করোমীতি মনসা যস্তু চিন্তয়েৎ।
তস্য কায়-গতং পাপং তদহ্না বিপ্র ! নশ্যতি।
কৃতে তু কিং পুনস্তস্য প্রাসাদে বিধিনৈব তু ॥ ৬ ॥

ঐ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র।

বাল্যে সংক্রীড়মানা যে পাংশুভির্ভবনং হরেঃ।
বাসুদেবস্য কুর্ব্বন্তি তেঽপি তল্লোক-গামিনঃ ॥ ৭ ॥

ঐ বিষ্ণুরহস্য।

প্রাসাদ, মণ্ডপ প্রভৃতি ভেদে মন্দির বহুবিধ; তাহাতে নিজ শক্তি অনুসারে যথাশাস্ত্র প্রভুর বাসোচিত মন্দির নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১ ॥

যে সমস্ত ব্যক্তি "বিষ্ণুর মন্দির নির্ম্মাণ করিব" এইরূপ সর্ব্বদা বুদ্ধি দ্বারা ধ্যান করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব শত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়॥ ২॥

মনুষ্য হরির গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ অযুত লোককে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি করান॥ ৩॥

লক্ষ কিম্বা সহস্র কিম্বা শত কিম্বা পঞ্চাশৎ মুদ্রা দ্বারা যদি বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করান যায়, তাহা হইলে তাহাতে ধনী ও দরিদ্রের সমান ফল হয় বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু উভয়েরই শ্রদ্ধাদি সমান—ধনী ব্যক্তি সমর্থ বলিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর দরিদ্র ব্যক্তি অসমর্থ বলিয়া অল্প ব্যয়ে করিয়াছেন, এই মাত্র তফাৎ॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির কেবল আরম্ভমাত্র করিলেই, মানব সপ্তজন্ম ধরিয়া যে পাপ করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হয় এবং পিতৃপুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করে। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের মূলদেশে যত রেণু থাকে, তত সহস্র বৎসর বিষ্ণুলোকে বাস হয়॥ ৫॥

হে বিপ্র! যিনি মনোমধ্যে "দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিব" এই ইচ্ছা মাত্র করেন, সেই দিনই তাঁহার দেহগত পাপ বিনষ্ট হয়; আর যথাবিধি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব?॥ ৬॥

যে সকল বালক বাল্যকালে ক্রীড়া করিতে করিতেও ধূলি দ্বারা বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করে, তাহারাও বিষ্ণুলোকগামী হয়॥ ৭॥

জীর্ণমন্দির-সংস্কার-মাহাত্ম্য।

পতিতস্য চ যঃ কর্ত্তা পতমানস্য রক্ষিতা।
বিষ্ণোরায়াতনস্যেহ স নরো বিষ্ণুলোকভাক্॥ ১॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুরহস্য-বচন।

পতিতং পতমানং তু তথার্দ্ধ-স্ফুটিতং নরঃ।
সমুদ্ধৃত্য হরের্ধাম দ্বিগুণং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ২॥
ঐ অগ্নিপুরাণ।

মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াজ্জীর্ণ-কারকঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জীর্ণস্যোদ্ধারমাচরেৎ॥ ৩॥
ঐ দেবীপুরাণ।

পতিত দেবগৃহকে যিনি পুনর্নির্ম্মাণ করেন এবং পতনোন্মুখ দেবগৃহের যিনি রক্ষক, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন॥ ১॥

পতিত বা পতনোন্মুখ বা অর্দ্ধস্ফুটিত বিষ্ণু-মন্দিরকে যে ব্যক্তি উদ্ধার করেন, তিনি দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হন॥ ২॥

জীর্ণের উদ্ধারকারী প্রথম নির্ম্মাণকর্ত্তা হইতে শতগুণ পুণ্য লাভ করেন; অতএব সম্যক্ যত্ন সহকারে জীর্ণের উদ্ধার সাধন করিবে॥ ৩॥

শয়ন-বিধি।

ততোঽনুজ্ঞাং প্রভোঃ প্রার্থ্য দণ্ডবত্তং প্রণম্য চ।
সায়ং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং সুখং সুপ্যাৎ প্রভুং স্মরন্॥ ১॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন।

অদ্ভিঃ শৌচবিধিং বিধায় চরণৌ প্রক্ষাল্য চোপস্পৃশে-
দ্দ্বিঃ সংস্মৃত্য জগৎপতিং ব্রজপতিং শ্রীবল্লবীবল্লভং।
রাধায়াঃ সুচিরং পিবন্তমমৃতসারায়মাণং গিরং
বস্ত্রেণাঙ্ঘ্রিযুগং প্রমৃজ্য শয়নস্থাসাদ্য সদ্যঃ স্বপেৎ ॥ ২ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত শাস্ত্রোক্তি।

রক্ষামন্ত্রঃ।

"সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহমাপাদতলমস্তকং।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ।"
ইতি রক্ষাং পুরস্কৃত্য স্বপেদ্বিষ্ণুমনুস্মরন্ ॥ ৩ ॥

ঐ আগম।

ঋতুকালাভিগামী যঃ স্বদার-নিরতশ্চ যঃ।
স সদা ব্রহ্মচারীহ বিজ্ঞেয়ঃ সন্ গৃহাশ্রমী ॥ ৪ ॥
ঋতুঃ ষোড়শযামিন্যশ্চতস্রস্তাসু গর্হিতাঃ।
পুত্রাস্তাস্বপি যুগ্মাসু অযুগ্মাঃ কন্যকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥
ত্যক্ত্বা চন্দ্রমসং দুষ্টং মঘাং মূলাং বিহায় চ।
শুচিঃ সন্নিবিশেৎ পত্নীং পুন্নামর্ক্ষে বিশেষতঃ।
শুচিঃ পুত্রং প্রসূয়েত পুরুষার্থ-প্রসাধকং ॥ ৬ ॥

ঐ স্কন্দ ও পদ্মপুরাণ।

প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ!।
সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতন্তু রোগদং।
ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে!।
পুন্নামর্ক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥ ৭ ॥
নাস্নাতান্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাং।
নানিষ্টাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গুর্ব্বিণীং ॥ ৮ ॥

নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতং।
ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈভির্গুণৈর্যুতঃ ॥ ৯ ॥
চতুর্দ্দশ্যাষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র! রবিসংক্রান্তিরেব চ।
তৈলস্ত্রীমাংস-সম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং নৃপ! ॥ ১০ ॥
পরদারান্ ন গচ্ছেত মনসাপি কদাচন।
কিমু বাচাস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাং ॥
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তে চাত্র চায়ুষঃ।
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ।
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি ॥ ১১ ॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।

তেষাং ভক্ত্যুপযোগিত্বং ন স্যাদ্যদ্যপি কর্ম্মণাং।
তথাপি কৃত উল্লেখো গৃহিণাবশ্যকং ততঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নিশাকালীন সেবাপূজা সমাপনান্তে প্রভুর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দণ্ডের ন্যায় প্রণাম পূর্ব্বক যথাযোগ্য ভোজন করতঃ প্রভুকে স্মরণ করিতে করিতে শয্যায় সুখে শয়ন করিবে ॥ ১ ॥

জলের দ্বারা শৌচ বিধান পূর্ব্বক পদদ্বয় প্রক্ষালন ও দুইবার আচমন করতঃ, যিনি চিরদিন শ্রীরাধিকার অধর-বিগলিত বচনামৃতধারা পান করিতেছেন, সেই জগন্নাথ

ব্রজনাথ গোপীজনবল্লভকে স্মরণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা চরণদ্বয় মার্জ্জন করতঃ তৎক্ষণাৎ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিবে॥ ২॥

রক্ষামন্ত্র :—"সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবান্ বাহ্য ও অভ্যন্তরের সহিত পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন।" এইরূপ রক্ষাবিধান পূর্ব্বক 'বিষ্ণু' স্মরণ করিতে করিতে শয়ন করিবেন॥ ৩॥

যিনি ঋতুকালে ভার্য্যায় অভিগমন করেন এবং যিনি নিজ-পত্নীতে অনুরক্ত, সেই গৃহাশ্রমী ব্যক্তিকে নিত্য ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে॥ ৪॥

স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ষোড়শ রাত্রি; তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি নিন্দনীয়া; তৎপরে যুগ্মা রাত্রি পুত্রোৎপাদিকা ও অযুগ্মা রাত্রি কন্যোৎপাদিকা বলিয়া জানিতে হইবে॥ ৫॥

অশুদ্ধ চন্দ্র এবং মঘা ও মূলা নক্ষত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিশেষতঃ অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা, অনুরাধা, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ এই দশটী পুরুষ নক্ষত্রে পবিত্র হইয়া পত্নীতে উপগত হইবেন; তাহা হইলে পুরুষার্থ-সাধক পবিত্র পুত্র প্রসূত হইবে॥ ৬॥

হে রাজন্! পুরুষের সর্ব্বদাই পূর্ব্বদিকে বা দক্ষিণদিকে মস্তক করিয়া শয়ন করা প্রশস্ত; তদ্ভিন্ন দিকে মস্তক করিলে রোগ জন্মে। হে নৃপ! ঋতুকালে উপরোক্ত দশটী পুরুষনক্ষত্রে পবিত্র সময়ে ষষ্ঠ রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর যুগ্ম রাত্রিতেই নিজ নিজ পত্নীতে গমন করা প্রশস্ত॥ ৭॥

যে স্ত্রী চণ্ডালাদি স্পর্শেও স্নান করে নাই, যে স্ত্রী পীড়িতা, যাহার ঋতুর পর চতুর্থ রাত্রি অতিবাহিত হয় নাই, যে তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যে রাগান্বিতা, নিন্দাদি-যুক্তা ও গর্ভবতী, তাদৃশ পত্নীতে উপরত হইবে না॥ ৮॥

যে স্ত্রী অনুকূলা নহে, অন্য পুরুষাভিলাষিণী, অনিচ্ছাবতী, পরভার্য্যা, ক্ষুধাতুরা ও গুরুতর ভোজন-সম্পন্না, সেরূপ স্ত্রীতে উপগত হইবে না এবং নিজেও এই সমস্ত দোষ বর্জ্জিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গম করিবে॥ ৯॥

হে নৃপরাজ! চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্বে স্ত্রী, তৈল ও মাংস সম্ভোগ করিলে মলমূত্র-ভোজন নামক নরকে গমন করিতে হয়॥ ১০॥

মনের দ্বারাও কখনও পরস্ত্রীতে গমন করিবে না; কথায় আর কি বলিব, পরস্ত্রী গমন করিলে কেবল কৃমি-কীট-যোনিতেই পরিভ্রমণ করিতে হয়। পরদার-রত পুরুষের ইহকালে আয়ুঃক্ষয় ও মৃত্যুর পর নরক-গমন হইয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয় সমূহ অবগত হইয়া ঋতুমতী স্বীয় ভার্য্যাতে অভিগমন করিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দোষহীন সকাম ব্যক্তির পক্ষে ঋতুকাল ব্যতিরেকেও স্বভার্য্যাতে অভিগমনের বিধি আছে জানিতে হইবে॥ ১১॥

এই সমস্ত কার্য্য ভক্তির উপযোগী না হইলেও, গৃহিগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইল॥ ১২॥

মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ-নিষেধ।

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১ ॥

মনুসংহিতা।

জলস্থলচরা যে চ প্রাণিনস্তান্ মৃতানপি।
ন ভক্ষেন্মানবো জ্ঞানী হত্বা তেষাং ভবেন্নহি ॥
হত্বা হত্বা তু মৎস্যাশী সর্ব্বেষাং যো বিশেষতঃ।
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোঽপি তস্মান্মৎস্যং পরিত্যজেৎ ॥ ২ ॥

পদ্মপুরাণ।

শ্বেতবর্ণঞ্চ তালঞ্চ মসূরং মৎস্য এব চ।
সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ত্যাজ্যঞ্চ সর্ব্বদেশতঃ ॥
মৎস্যাংশ্চ কামতো ভুক্ত্বা চোপবাসং ত্র্যহং বসেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা শুদ্ধিমাপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩ ॥

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন।

ক্ব মদ্যং ক্ব শিবে ভক্তিঃ ক্ব মাংসং ক্ব শিবার্চ্চনং।
মৎস্য-মাংস-রতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ৪ ॥

কাশীখণ্ড।

লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবিনং হন্তি যো নরঃ।
মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি তদ্ভোজী লক্ষবর্ষকং ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬ ॥

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাং।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥ ৭॥
বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্‌যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং॥ ৮॥
ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংস-পরিবর্জ্জনাৎ॥ ৯॥
মাংস-ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ১০॥
রোগার্ত্তোঽভ্যর্থিতো বাপি যো মাংসং নাত্ত্যলোলুপঃ।
ফলমাপ্নোত্যযত্নেন সোঽশ্বমেধশতস্য চ॥ ১১॥

মহাভারত।

যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥ ১২॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

যশ্চোপদেশং কুরুতে পরস্য তু মহাত্মনঃ।
মাংসস্য বর্জ্জন-ফলং সোঽমাংসাদ-ফলং লভেৎ॥ ১৩॥

নন্দিপুরাণ।

যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষ-মেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন খাদন্তি তাংশ্চ তাশ্চ তে পশব ইব নিহতা যম-সদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ॥ ১৪॥

যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈল উপরন্ধয়তি॥ ১৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি তানমুষ্মিন্ লোকে বৈশসে নরকে পতিতান্ নিরয়-পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

অন্নাদষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পয়ঃ।
পয়সোঽষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং ঘৃতং।
ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনান্ন চ ভক্ষণাৎ ॥ ১৭ ॥

রাজবল্লভ।

জীবানুকম্পাং বিজ্ঞাতুং ততো দুর্গাং সদাশিবঃ।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীত্যা গূঢ়মেতদ্‌বচো মুদা ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সর্ব্বে বিষ্ণুময়া জীবাস্তদ্ভক্তাশ্চ কথং শিবে!।
শ্রুতং ময়া তবোদ্দেশে কুর্য্যুঃ কামনয়া বধং।
মহান্ সন্দেহ ইতি মে ব্রূহি ভদ্রে! সুনিশ্চিতং ॥ ১৮ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসন-তৎপরাঃ।
তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাৎ তদধোগতিঃ ॥
মদর্থে শিব! কুর্ব্বন্তি তামসা জীব-ঘাতনং।
আকল্পকোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ।
মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ।
কাপি তন্নিষ্কৃতির্নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ ॥
দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণি-হিংসনং।
কল্পকোটিশতং শম্ভো! রৌরবে স বসেদ্ ধ্রুবং ॥

মমোদ্দেশে পশূন্ হত্বা সরক্তং পাত্রমুৎসৃজেৎ।
যো মূঢ়ঃ স তু পূয়োদে বসেদযদি ন সংশয়ঃ ॥
দেবতান্তর-মন্নাম-ব্যাজেন স্বেচ্ছয়া তথা।
হত্বা জীবাংশ্চ যো ভক্ষেৎ নিত্যং নরকমাপ্নুয়াৎ ॥
যূপে বদ্ধা পশূন্ হত্বা যঃ কুর্য্যাদ্রক্তকর্দ্দমং।
তেন চেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে ॥
উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ ॥
দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্যকর্ম্মণি।
তস্যৈব নরকে বাসো যঃ কুর্য্যাজ্জীব-ঘাতনং ॥
মদ্ব্যাজেন পশূন্ হত্বা যো ভক্ষেৎ সহ বন্ধুভিঃ।
তদ্গাত্রলোম-সংখ্যাব্দৈরসিপত্রবনে বসেৎ ॥ ১৯ ॥
ততস্তু খলু জন্তূনাং ঘাতনং ন করিষ্যতি।
শুদ্ধাত্মা ধর্ম্মবান্ জ্ঞানী প্রাণান্তেনৈব মানবঃ ॥
মানবো যঃ পরত্রেহ তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সদাশিব!।
সর্ব্ববিঘ্নময়ত্নেন ন কুর্য্যাৎ প্রাণিনাং বধং ॥
পশুহিংসা-বিধির্যত্র পুরাণে নিগমে তথা।
উক্তো রজস্তমোভ্যাং স কেবলং তমসাপি বা ॥ ২০ ॥
এবং নানাবিধং কর্ম্ম পশোরালভনাদিকং।
কামাশয়ঃ ফলাকাঙ্ক্ষী কৃত্বাজ্ঞানেন মানবঃ ॥
পশ্চাজ্ জ্ঞানাসিনাচ্ছিত্বা ভ্রান্ত্যাশাং তামসীং সদা।
যমভীতিহরং ভক্ত্যা যদি গোবিন্দমাশ্রয়েৎ ॥ ২১ ॥

স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব কৃত শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত
'বলি' শব্দান্তর্গত পদ্মপুরাণ-বচন।

মনু বলিতেছেন,—যে যাহার মাংস ভোজন করে, তাহাকে কেবলমাত্র তাহারই মাংসভোজী বলে ; কিন্তু যে ব্যক্তি মৎস্য ভোজন করে, তাহাকে সর্ব্বমাংসভোজী বলে ; (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মৎস্য ভোজন করিলে কেবলমাত্র যে মৎস্যই ভোজন করা হইল তাহা নহে, পরন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে সর্ব্ব প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করা হইল, যেহেতু মৎস্য গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, শূকর প্রভৃতি সমস্ত জন্তুরই মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে ; অতএব মৎস্য ভক্ষণ করিলে প্রকারান্তরে সকল প্রাণীরই মাংস ভক্ষণ করা হইল) ; তন্নিমিত্ত মৎস্য-ভোজন সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে ॥ ১ ॥

পদ্মপুরাণে বলিতেছেন,—জলচর বা স্থলচর যে কোনও জীব স্বভাবতঃ মৃত হইলেও, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কদাচ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবেন না। তাহাদিগকে হত্যাও করিবেন না। যে ব্যক্তি বিশেষতঃ মারিয়া মারিয়া মৎস্য ভোজন করে, তাহাকে সর্ব্ব প্রাণীর মাংসভোজী বলে। অতএব মৎস্য-ভোজন অবশ্য পরিত্যাগ করিবে॥ ২ ॥

(উপরোক্ত ১ ও ২ দাগের শ্লোক দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, যে ব্যক্তি মৎস্য ভোজন করেন, তিনি যে কেবল মৎস্যভোজীই হইলেন তাহা নহে, তিনি মাংসভোজীও হইলেন অর্থাৎ তিনি মৎস্য ব্যতীত অন্য কোন জীবের মাংস ভক্ষণ না করিলেও, প্রকারান্তরে মাংসভোজী মধ্যেই পরিগণিত হইলেন।)

সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব ব্রাহ্মণই শ্বেতবর্ণ তাল, মসুর ও মাংস বর্জ্জন করিবেন। ব্রাহ্মণে ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য ভোজন করিলে তিন দিন উপবাসী থাকিবেন ; তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবেন ॥ ৩ ॥

কাশীখণ্ডে বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, তাহার শিবভক্তি কোথায় ? যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে, তাহার শিবপূজা কোথায় অর্থাৎ তাহার শিবপূজায় কি ফল ? কেননা শ্রীমহাদেব মৎস্য-মাংসভোজী হইতে বহু দূরে থাকেন ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলিতেছেন,—যে মানব লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের ভোজনের নিমিত্ত জীবহত্যা করে, সে এবং অন্য যে কোনও ব্যক্তি ঐ মাংস ভোজন করে সেও অর্থাৎ তাহারা উভয়েই লক্ষবর্ষকাল মজ্জাকুণ্ড নরকে বাস করে ॥ ৫ ॥

মনুসংহিতায় বলিতেছেন, যথা :—

প্রাণি-বধ না করিয়া কদাচ মাংস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাণিবধও স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে না, অপিতু নরকেরই কারণ হইয়া থাকে। অতএব মাংস-ভোজন সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে ॥ ৬ ॥

প্রাণিগণকে বন্ধন ও বধ না করিলে কদাচ মাংস লাভ করা যায় না, ইহা সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া মানবগণ জীব মাত্রেরই মাংস-ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিবেন ॥ ৭ ॥

শত বৎসর ধরিয়া বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, মাংস না খাইলে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মাংস বর্জ্জন করিলে যে পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পবিত্র ফলমূল ভোজন করিলেও কিম্বা মুনিগণের অন্ন ভোজন করিলেও, তাদৃশ পুণ্য লাভ করা যায় না ॥ ৯ ॥

ইহলোকে আমি যদি কাহারও মাংস ভক্ষণ করি, তাহা হইলে পরলোকে সে আমার মাংস ভক্ষণ করিবে ; পণ্ডিতগণ বলেন ইহাই হইতেছে মাংসের মাংসত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মাংস=মাং+স ; মাং শব্দের অর্থ আমাকে এবং স শব্দের অর্থ সে, অর্থাৎ আমি যাহার মাংস খাইব, আমাকে সে ভক্ষণ করিবে ॥ ১০ ॥

মহাভারতে বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি রোগার্ত্ত কিম্বা অনুরুদ্ধ হইয়াও, লোভের বশবর্ত্তী না হইয়া, মাংস-ভক্ষণে বিরত হয়, সে ব্যক্তি অনায়াসে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—যে সমস্ত অসৎ ব্যক্তি আপনাদিগকে সৎ বলিয়া অভিমান করে, সেই মূঢ়েরা পূর্ব্বোক্ত দোষ অর্থাৎ প্রাণিবধ-জনিত যে অধর্ম্ম, তাহা অবগত না হইয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে যে পশুদিগকে হনন করে, ঐ সমস্ত পশুরা আবার পরলোকে তাহাদিগকে ভক্ষণ করে ॥ ১২ ॥

(এখানে পূর্ব্বোক্ত দোষ কি তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন, যথা :—

যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং ॥

অর্থাৎ যে যজ্ঞে মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে তাহা সাক্ষাৎ পান না করিয়া আঘ্রাণ লইলেই পান সিদ্ধ হইল; যেখানে দেবোদ্দেশে পশুবধের ব্যবস্থা আছে, সে স্থলে পশুর একেবারে প্রাণবধ না করিয়া কোন অঙ্গ ছেদন করিয়া দেবারাধনা করিলে বধ সিদ্ধ হইল; আর স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তানার্থে করিলে দোষ হয় না, যেহেতু সন্তানার্থেই স্ত্রীসঙ্গ বিহিত হইয়াছে—রমণের নিমিত্ত নহে। পরন্তু অজ্ঞ লোকেরা এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবগত না হইয়া কেবল আত্মসুখার্থে ঐ সমস্ত নিয়োগ করে।)

নন্দিপুরাণে বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি অপরকে মাংস বর্জ্জনের ফল উপদেশ করেন, তিনিও অমাংস-ভোজীর অর্থাৎ যিনি মাংস ভোজন করেন না, তাঁহারই ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন, যথা :—

এই সংসারে যে সকল পুরুষ অন্য পুরুষ জীবের প্রাণহিংসা দ্বারা ভৈরবাদির অর্চ্চনা করে এবং যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষ পশুর মাংস ভক্ষণ করে, সেই সকল হিংসিত পশুগণ পরলোকে ভীষণ রাক্ষস হইয়া তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে যাতনা দেয় ॥ ১৪ ॥

(স্ত্রীপশুর মাংস-ভোজন ত একেবারেই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।)

যে ব্যক্তি ইহলোকে আপনার প্রাণ-পোষণের নিমিত্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পশু বা পক্ষী বধ করিয়া ভোজনার্থে তাহাদের মাংস রন্ধন করে, সেই নরাধম অতি নির্দ্দয়, রাক্ষসেরাও তাহার নিন্দা করে। পরলোকে যমদূতেরা তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে ফেলিয়া তপ্ত তৈলে পাক করে॥ ১৫॥

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত দাম্ভিক ব্যক্তি দম্ভ ভরে যজ্ঞ করিয়া তাহাতে পশু ছেদন করে, তাহারা পরলোকে বৈশস নামক নরকে পতিত হয় এবং যমদূতেরা বিবিধ প্রকার যাতনা দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন॥ ১৬॥

বৈদ্যশাস্ত্রান্তর্গত রাজবল্লভ পুস্তকে বলিতেছেন,—অন্ন হইতে পিষ্টকের বল আটগুণ, পিষ্টক হইতে দুগ্ধের বল আট-গুণ, দুগ্ধ হইতে মাংসের বল আটগুণ, মাংস হইতে ঘৃতের বল আটগুণ, এবং ঘৃত হইতে তৈলের বল আটগুণ অধিক, কিন্তু তৈলের এই যে বল, ইহা ভক্ষণে নহে—মর্দ্দনে॥ ১৭॥

(স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর-পুষ্টির নিমিত্তও যখন বৈদ্যশাস্ত্রে মাংস অপেক্ষা ঘৃতের বল এত অধিক বলিতেছেন, তখন শরীর-রক্ষাচ্ছলে মাংস-ভোজনের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি হইতেছে না; তবে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যদি মাংস ভোজন করা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া বৃথা, যেহেতু যাঁহারা লোভের বশীভূত হইয়া মাংস ভোজন করেন, শাস্ত্রবাক্যে বা শাস্ত্রানুশাসনে তাঁহাদের কতদূর বিশ্বাস আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার মাংস অপেক্ষা মৎস্যের

বল যে অনেক কম, তাহা সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং শরীর-পুষ্টি-চ্ছলে মৎস্য খাওয়াও যে কতদূর সঙ্গত, তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। লোভের বশে মৎস্য ও মাংস খাইতে না হইলে, উহা খাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয় না। সাত্ত্বিক আহারে চিত্ত ও দেহ উভয়কেই প্রফুল্ল করে, ইহা সাত্ত্বিক আহারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সাত্ত্বিক আহার শ্রীভগবানে মনোভিনিবেশের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। যাঁহারা শ্রীভগবদ্ভজনের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, মৎস্য-মাংসাদি তামসিক বা রাজসিক আহার বর্জ্জন তাঁহাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য। 'মৎস্য-মাংস না খাইলে দেহ রক্ষা হয় না' এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, মৎস্য-মাংস-ভোজন শাস্ত্রানুমোদিত নহে; তবে যে মনু বলিয়াছেন—

> ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
> প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥
>
> মনুসংহিতা।

অর্থাৎ মদ্য-মাংস-ভক্ষণে বা মৈথুনে দোষ নাই, কারণ ইহা প্রাণিগণের প্রবৃত্তি, তবে নিবৃত্তিই হইতেছে মহাফল।

এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া, নিবৃত্তিমার্গে অবস্থান করিতে পারিলেই, মানবগণ দেবতুল্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন লোকদিগকে প্রবৃত্তিমার্গ হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিবৃত্তিমার্গে আনয়ন করিবার জন্যই মনু এরূপ উক্তি করিয়াছেন। প্রবৃত্তিমার্গের লোকদিগকে একেবারেই ভোগ ত্যাগ করিতে বলিলে তাঁহারা কোনক্রমে তাহা করিবেন না, কারণ নিবৃত্তিতে যে কি মহাসুখ তাহার আস্বাদ ত তাঁহারা জানেন না; সে কারণে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে নিবৃত্তিমার্গে আনিবার জন্য মনু

অতি যথার্থ কথা বলিয়াছেন যে, "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" অর্থাৎ "নিবৃত্তি মার্গই মহাফলপ্রদ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সমস্ত ত্যাগ করিতে পারিলেই পরম সুখাদি লাভ হইয়া থাকে। তাই মনু প্রকারান্তরে বলিলেন যে, হে মানবগণ! তোমরা প্রবৃত্তির বশে ঐ সমস্ত করিতে হয় কর, কিন্তু এটা জানিয়া রাখিও যে, নিবৃত্তিই হইতেছে পরম সুখ; সুতরাং নিবৃত্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ঐ সমস্ত করিও, তাহা হইলে কালক্রমে উহা স্বতঃই ত্যাগ পাইয়া যাইবে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নিবৃত্তিমার্গের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, অসংযত-ভাবে কেবল প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিলে, ভোগ-লালসা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একটা চলিত কথায় বলে

আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়,
যত কর তত হয়।

ইহা যে অতি সত্য কথা তাহা বোধ হয় ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। ভোগের লালসা যতই বাড়াইবে, ততই বাড়িয়া চলিবে; ইহাতে সুখ না হইয়া দুঃখের মাত্রাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আকাঙ্ক্ষা যদি বাড়িয়াই চলিল, তবে তাহার শেষ কোথায়? ভোগ্য বস্তু যতই লাভ হউক না কেন, কিছুতেই তৃপ্তি হইবে না—ততই মনে হইবে আরও হউক; সুতরাং তাহাতে সুখ কি প্রকারে হইতে পারে? এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ কাম্য বস্তু সমূহের উপভোগের দ্বারা বাসনার কদাচ শান্তি বা নিবৃত্তি হয় না, বরঞ্চ অগ্নিতে ঘৃত-প্রক্ষেপের ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেই থাকে।

এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে যে কোনও সন্দেহ নাই, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে (Practical lifeএ) বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়াছেন অর্থাৎ ভোগ যতই করা যায়, ভোগ-লালসা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভোগের দ্বারা কখনও প্রকৃত সুখ লাভ হইতে পারে না, অবশেষে লাভের মধ্যে এই হয় যে, "ভোগে রোগ"। ত্যাগেই প্রকৃত শান্তি; তাই তদ্বিষয়ে শ্রীগীতায় বলিতেছেন, "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং।"

অতএব নিবৃত্তিমার্গই যে একান্ত স্পৃহণীয় এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না, তবে স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিতে বাধ্য হয়; এতদবস্থায় নিবৃত্তিমার্গের প্রতি সম্যক্ লক্ষ্য রাখিয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করাই বিধেয়; তদ্দ্বারা ক্রমশঃ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের সুযোগ ঘটিয়া থাকে।

দীক্ষা হইয়া গেলে আর মৎস্য-মাংস ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।)

স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব প্রণীত "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানান্তর্গত 'বলি' শব্দে "পদ্মপুরাণ" হইতে নিম্নলিখিত বচন সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা ঃ—

শ্রীমহাদেব জীবের প্রতি অনুকম্পা-বিষয়ক রহস্য অবগত হইবার জন্য পরম প্রীতি-সহকারে ও হর্ষভরে দেবী ভগবতীকে এই গূঢ় বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সদাশিব বলিলেন, হে মহাদেবি! সর্ব্ব জীবই ত বিষ্ণুময়, কিন্তু কি জন্য শুনিতে পাই যে, তোমার ভক্তগণ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তোমার উদ্দেশে প্রাণিগণকে বধ করে? হে ভদ্রে! এবিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে, তুমি নিশ্চয় করিয়া ইহার কারণ কি বল॥ ১৮॥

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন, যে সকল লোক আমার পূজার নাম করিয়া অর্থাৎ আমার পূজার দোহাই দিয়া জীব-হিংসায় তৎপর হয়, তাহাদের পূজা আমার পক্ষে অপবিত্র বলিয়া গণ্য হয় এবং এই দোষে তাহাদের অধোগতি হইয়া থাকে। হে দেব! যে সমস্ত তামসিক ব্যক্তি আমার নিমিত্ত জীব হত্যা করে, তাহারা যে কোটী কল্পকাল নরক ভোগ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে জন আমার নামে অথবা যজ্ঞার্থে পশু বধ করে, তাহার কুত্রাপি নিস্তার নাই—সে কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয়। হে সদাশিব! দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে অথবা নিজের জন্য যে ব্যক্তি জীবহিংসা করে, শতকোটী-কল্পকাল নিশ্চয়ই তাহার রৌরব নরকে বাস হইয়া থাকে। যে মূঢ় আমার উদ্দেশে পশু বধ করিয়া পাত্রে রক্ত লইয়া উৎসর্গ করে, তাহাকে যে পূয-রক্তময় পূয়োদ নরকে বাস করিতে হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্য দেবতার বা আমার নামের ভাণ করিয়া যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক জীব-হত্যা করতঃ তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে চিরদিন নরকভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি যূপে অর্থাৎ হাড়িকাঠে আবদ্ধ করিয়া পশুদিগকে হনন পূর্ব্বক রক্তময় কর্দ্দম উৎপন্ন করে অর্থাৎ রক্তধারা প্রবাহিত করে, সে যদি স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, তবে নরকে কে গমন করিবে? জীবগণকে বলি দিবার জন্য যে ব্যক্তি উপদেশ করে, যে ব্যক্তি বধ করে, যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান-কর্ত্তা, যে ব্যক্তি বলির সময়ে পশু ধারণ করে,

যে ব্যক্তি ঐ পশু বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি উৎসর্গ করে—ইহারা সকলেই নরকগামী হইয়া থাকে ; যে ব্যক্তি দেব-যজ্ঞে, পিতৃশ্রাদ্ধে অথবা কোন শুভ কার্য্যে জীব হত্যা করে, তাহার নিশ্চয়ই নরকবাস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমার ছল করিয়া পশুদিগকে হত্যা করতঃ বন্ধুগণের সহিত ভোজন করে, সে ব্যক্তি ঐ পশুর লোম-সংখ্যক বৎসর যাবৎ অসিপত্রবন নামক নরকে বাস করে। এই নরকস্থ বৃক্ষের পত্র সকল খড়্গাকার ; ঐ খড়্গাকার পত্র সকল নিয়ত তাহার গাত্র ছেদন করিতে থাকে ॥ ১৯ ॥

দেবী বলিলেন, এই সমস্ত কারণে বিশুদ্ধাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ জ্ঞানবান্ লোকে প্রাণান্তেও কদাচ পশু হত্যা করিবে না। হে প্রভো সদাশিব! মানব যদি ইহলোকে ও পরলোকে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সমস্ত জীবই বিষ্ণুময় জানিয়া তাহাদিগের বধ-সাধনে বিরত হউক। যে সমস্ত পুরাণে বা নিগমে পশুহিংসার বিধি লিখিত হইয়াছে, উহা রাজসিক ও তামসিক ভাবে অথবা কেবল তামসিক ভাবেই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

এইরূপ পশুহত্যা প্রভৃতি নানাবিধ অসৎকর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষী মানব কামনার বশীভূত হইয়া অজ্ঞানতা প্রযুক্ত করিয়া ফেলিলে, পরে ঐ মানব যদি ঐ ভ্রমময়ী তামসিকী আশাকে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছিন্ন করতঃ ভক্তি সহকারে শ্রীগোবিন্দ-

পদারবিন্দ আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহার শমন-ভয় দূরীভূত হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

(এক্ষণে, মৎস্য-মাংস-ভোজন যে কিরূপ দোষাবহ, তাহা বোধ হয় সকলেরই সম্যক্ বোধগম্য হইবে।)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ-বর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, শ্রীবৃন্দাবনই তাঁহার ধাম, ব্রজবধূবর্গের আচরিত মধুরভাবে উপাসনাই তাঁহার উপাসনা, সাত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার শাস্ত্র এবং তাঁহার প্রতি প্রেমই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ (যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষেরও অতীত); ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত, এবং ইহাতেই আমাদের পরম আদর, অন্য আর কোনও মতে আমাদের আদর নাই।

শরণাগত-লক্ষণ।

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং।
ত্যক্ত্বাঽন্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন ॥

ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্যামি স্বচক্ষুষা।
ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

গোবিন্দ পরমানন্দ মুকুন্দ মধুসূদন শ্রীহরি ব্যতীত আমি আর অন্য কোন দেবতাকে জানি না, ভজন করি না, স্মরণ করি না, নমস্কার করি না, স্তব করি না, স্বচক্ষে দর্শন করি না, বাঞ্ছা করি না, গান করি না বা তাঁহার নিকটে গমনও করি না। (এতদ্দ্বারা—'অন্য দেবতাকে শ্রীহরি হইতে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞানে এই সমস্ত কার্য্য করি না'—ইহাই বুঝিতে হইবে, যেহেতু শ্রীহরির ভক্তভাবে অন্য দেবতার প্রতি সম্মানাদি করিবার বিধি শাস্ত্রে রহিয়াছে।)

চারি ধাম।

(১) মথুরা, (২) দ্বারকা, (৩) পুরী ও (৪) সেতুবন্ধ-রামেশ্বর—এই চারিধাম দর্শন ও পরিক্রমা করা শ্রীবৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য।

কতিপয় সাধারণ কর্ত্তব্য আচার।

(সাধারণতঃ গৃহস্থ ভক্তগণের উদ্দেশ্যেই নিম্নলিখিত বৈষ্ণবাচার সমূহ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র-বচন-সমূহ হইতে সংগৃহীত হইল।)

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধগণকে এবং বয়স, বিদ্যা ও জাতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে, তথা গুরুবর্গকে অর্চ্চনা করিবে। সর্ব্বদা পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে; পরিচ্ছন্ন কেশ ও মনোহর বেশ ধারণ করিবে; সুগন্ধিশালী হইবে; কিঞ্চিন্মাত্রও পরধন হরণ করিবে না; অল্পপরিমাণেও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না; মিথ্যা বাক্য প্রিয় হইলেও বলিবে না; পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিবে না; অন্যের আশ্রয় লইবে না; কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না; ভগ্ন যানে আরোহণ করিবে না; কূল বৃক্ষের ছায়ায় বসিবে না; বিদ্বেষপ্রাপ্ত, পতিত, উন্মত্ত, বহুলোকের সহিত শত্রুতা-বিশিষ্ট, অতিশয় কীটতুল্য পীড়ক, অসতী, অসতীর পতি, মিথ্যাবাদী, অতিশয় ব্যয়শীল, পরদার-রত ও শঠ এই সকল মনুষ্যের সহিত মিত্রতা করিবে না; একাকী পথে গমন করিবে না; দন্তে দন্তে ঘর্ষণ দ্বারা শব্দ করিবে না; মুখ আবরণ না করিয়া জৃম্ভণ করিবে না; উচ্চ-হাস্য করিবে না; শব্দ সহকারে অধোবায়ু ত্যাগ করিবে না; নখবাদ্য করিবে না; নখ দ্বারা ভূমি লিখন করিবে না; দন্ত দ্বারা শ্মশ্রু বা নখ ও লোম ছেদন করিবে না; অমেধ্য অর্থাৎ বিষ্ঠাদি অপবিত্র দ্রব্য ও অমঙ্গল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; শব দেখিয়া হুঙ্কার করিবে না; শব-গন্ধকে নিন্দা করিবে না; চতুষ্পথ, চৈত্যতরু অর্থাৎ গ্রাম্যজনের পূজ্য বদ্ধবেদিক বৃক্ষ, শ্মশান ও উপবন সান্নিধ্য রাত্রিতে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে; পূজ্য-দেব, ব্রাহ্মণ ও প্রদীপের ছায়া

অতিক্রম করিবে না; অতিশয় জাগরণ, অতিশয় নিদ্রা, অতি উচ্চ স্থান, অতি উচ্চ আসন, অধিকক্ষণ শয্যায় অবস্থান ও অতিশয় ব্যায়াম বর্জ্জন করিবে; দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী জন্তুকে দূরে বর্জ্জন করিবে; হিম, সম্মুখ বায়ু ও রৌদ্র স্পর্শ করিবে না; নগ্ন হইয়া স্নান ও শয়ন করিবে না বা কিছু স্পর্শ করিবে না; মুক্তকচ্ছে আচমন ও দেবতাদির পূজা করিবে না; স্নানের পর আর্দ্র কেশ কম্পিত করিবে না; দাঁড়াইয়া আচমন করিবে না; পদের দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না; পূজ্যগণের সম্মুখে পদ প্রসারণ করিবে না; দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না; পথে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না; চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু ও পূজ্যগণের সম্মুখে ষ্ঠীবন (থুথু) ও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না; শ্লেষ্মা, মলমূত্র ও রক্ত কদাচ লঙ্ঘন করিবে না; ভোজনকালে ষ্ঠীবন ও শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না; স্ত্রীলোকগণকে অপমান ও বিশ্বাস করিবে না; স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঈর্ষা করিবে না; বৃষ্টি ও রৌদ্রে ছত্র ধারণ করিবে; শরীর-রক্ষার্থে সর্ব্বদা পাদুকা পরিধান করিয়া গমন করিবে; ঊর্দ্ধে, বক্রভাবে ও দূরে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিবে না; প্রিয় বাক্য অহিতকর হইলে তাহা বলিবে না; হিতকর বাক্য অপ্রিয় হইলেও বলিবে; ইহলোকে ও পরলোকে জীবের উপকারের নিমিত্ত যাহা হইবে, কায়মনোবাক্যে তাহাই আচরণ করিবে; শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ, দান, দেবার্চ্চন, যজ্ঞ ও তর্পণ-কারীকে অভিবাদন

করিবে না; স্নানকারী, ধাবমান, অশুচি, ভোজনকারী, শয়ান, অভ্যক্ত-মস্তক, ভিক্ষান্নধারী, রমমাণ ও জলমধ্যস্থ এই সকল ব্যক্তিকে, স্বয়ং নমস্কৃত হইলেও, প্রতি-নমস্কার করিবে না; অসৎ শাস্ত্র, অসতের সহিত বাস ও অসৎ-সেবা বর্জ্জন করিবে; কেশ-সংস্কার, আদর্শে মুখ-দর্শন ও দেবতাদিগের তর্পণ পূর্ব্বাহ্ণেই করিবে; রজস্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও তাহার সহিত সম্ভাষণ বর্জ্জন করিবে; ব্রাহ্মণ, রাজা, ক্ষুধাদি-পীড়িত, রুগ্ন, অধিক বিদ্বান্, গুর্ব্বিণী, ভার-বাহক ও বৈষ্ণব এই সকল লোককে পথ দিবে; স্নান করিয়া পরিধান ও উত্তরীয় বস্ত্র ঝাড়িবে না; মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদগ্রস্ত, বিরূপ, ধূর্ত্ত, অঙ্গহীন ও অধম এই সকল লোককে উপহাস করিবে না বা ইহাদের প্রতি দোষারোপ করিবে না; পরকে দণ্ড দিবে না; পুত্র ও শিষ্যকে শিক্ষার্থ দণ্ড দিবে; অস্নাত ও স্নানোদ্যত ব্যক্তি গাত্রে অনুলেপন দিবে না; রঞ্জিত বস্ত্র ও চিত্রবিবিত্র বস্ত্র ধারণ করিবে না; ক্ষৌরকর্ম্মের অন্তে, স্ত্রীসম্ভোগান্তে ও শ্মশান-ভূমিতে গমন করিয়া স্নান করিবে; অঞ্জুলি দ্বারা জলপান করিবে না; পাকার্থ অগ্নিতে মুখ দ্বারা ফুঁ দিবে না; সস্নেহ মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে; নিঃস্নেহ মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিলে আচমন বা গো স্পর্শ বা সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে; মস্তকের কেশ ধরিয়া আকর্ষণ বা মস্তকে প্রহার করিবে না; রাত্রিতে দধি ও ছাতু ভোজন করিবে না; গৃহে পারাবত ও শুকশারী পোষণ

করিবে; কেহ নিন্দা করিলে মৌনভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিবে; স্বজনের সহিত বিবাদ করিবে না; আপদকালেও কদাচ ব্রহ্মস্ব হরণ করিবে না; নগ্না স্ত্রীলোক বা নগ্ন পুরুষকে অবলোকন করিবে না; ভোজনকালে আত্মপত্নীকে স্পর্শ করিবে না; মলমূত্র-ত্যাগকারিণী পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; মস্তকে মর্দ্দনের অবশিষ্ট তৈল অন্য অঙ্গে দিবে না; হস্ত ও পদ দ্বারা জলে আঘাত করিবে না; ইষ্টক ও ফল দ্বারা ফল আঘাত করিবে না; ম্লেচ্ছ-ভাষা শিক্ষা করিবে না; চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না; ক্রোড়ে ভক্ষ্য দ্রব্য রাখিয়া ভক্ষণ করিবে না; সুপ্ত ব্যক্তিকে চেতন করাইবে না; স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবে না; প্রাতঃকালের রৌদ্র সেবন করিবে না; চিতা-ধূম বর্জ্জন করিবে; একাকী শয়ন করিবে না; অকারণে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না; পদ দ্বারা পদ প্রক্ষালন করিবে না; অগ্নিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না; কাংস্যপাত্রে পা দিবে না; জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না; উচ্ছিষ্ট হইয়া গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করিবে না; অগ্নি লঙ্ঘন করিবে না; রাত্রে তিল মিশ্রিত দ্রব্য ত্যাগ করিবে; পশু, সর্প ও পক্ষিগণকে পরস্পর যুদ্ধ করাইবে না; বস্ত্র দ্বারা বীজন করিবে না; দেব-মন্দিরে শয়ন করিবে না; অগ্নি, গো এবং ব্রাহ্মণাদির মধ্য দিয়া গমন করিবে না; দুগ্ধের সহিত তক্র (ঘোল) ভক্ষণ করিবে না; বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ, উষ্ট্রীর দুগ্ধ, প্রসবের পর দশ দিন গত হয় নাই এমত গাভীর

দুগ্ধ, মেষদুগ্ধ ও বৃষভাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিতে নাই; নখ দ্বারা নখচ্ছেদন করিতে নাই; হস্ততলে রাখিয়া, ফুৎকার সংযুক্ত করিয়া (ফুঁ দিয়া) বা প্রসারিত অঙ্গুলি দ্বারা ভোজন করিলে ঐ ভোজন গোমাংস তুল্য হয়; বিষ্ঠাভোজী গাভীর দুগ্ধ পান করিতে নাই; অঙ্গুলি দ্বারা দন্ত-মার্জ্জন, সামুদ্র ও সৈন্ধব ভিন্ন অন্য প্রকার প্রত্যক্ষ-লবণ-ভক্ষণ এবং মৃত্তিকা-ভক্ষণ গোমাংস তুল্য; দিবসে কপিত্থ বৃক্ষের ছায়া সেবন ও রাত্রিতে দধি ভোজন করিলে, তথা কার্পাস বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ করিলে ইন্দ্রও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন; বার্ত্তাকু, জালিকা শাক, কুসুম্ভ শাক, অশ্মন্তক শাক, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), লশুন (রশুন), কাঞ্জিক (কাঁজি), নির্য্যাস, গৃঞ্জন (গাঁজর), কিংশুক, উড়ুম্বর (যজ্ঞ ডুমুর), অলাবু (গোল লাউ) ও মূলক—এই সমস্ত ভক্ষণ বা নিবেদন করিতে নাই; মদ্য পান বা নিবেদন একেবারে নিষিদ্ধ।

ইতি সংক্ষিপ্ত-সদাচার সম্পূর্ণ।

কামবীজ ও কামগায়ত্রীর অর্থ।

পরমারাধ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু কলিহত জীবের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া নিখিল-শাস্ত্রসমুদ্র

নির্ম্মন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামে যে অপ্রার্থিব অমৃতময় শ্রীগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিতেছেন ঃ—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ-কামগায়ত্র্যে যাঁর উপাসন ॥

এতদ্দ্বারা ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, নিখিল-রস-সার-শৃঙ্গাররসাত্মক-শ্রীবিগ্রহ-ধারী গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর দেবদুর্ল্লভ প্রেমসেবা লাভ করিবার প্রধান উপাসনা-মন্ত্র হইতেছে "কামবীজ-কামগায়ত্রী"। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় উপাসনা-মন্ত্র কামগায়ত্রী পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ স্বরূপতঃ একই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, যথাঃ—

কামগায়ত্রীমন্ত্র-রূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ
সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগত কৈল কামময় ॥

রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি অশেষ করুণা করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে স্বীয়-প্রাপ্তিবিষয়ক রতি উৎপাদনের নিমিত্ত কামবীজ-কামগায়ত্রী-রূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব যে বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-লাভের প্রধান উপাসনা-মন্ত্র, যাহার প্রত্যেক বর্ণ একমাত্র উপাস্যদেব শ্রীনন্দনন্দনকে নির্দ্দেশ করিতেছে এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, সেই কামবীজ-

কামগায়ত্রীর অর্থ সম্যক্‌রূপে অবগত না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? তন্নিমিত্ত পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর মহোদয় জীবের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া কামবীজ-কামগায়ত্রীর অর্থ প্রচার করিয়াছেন, যথা :—

কামবীজার্থঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসাদেন বীজস্য হ্যর্থ-দীপিকা।
বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-নাম্নাপি ক্রিয়তে ময়া ॥ ১ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্বীজাভিধানং।

কামবীজাত্মকো কৃষ্ণো রতিবীজাত্মিকা রাধা।
তয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ ॥ ২ ॥

রাসোল্লাসতন্ত্র।

তত্রাদৌ কামবীজার্থঃ। কামানাং স্বাভিলাষাণাঞ্চ বীজং। যদ্বা কামোদ্দীপনস্য বীজং। অথবা কামৈঃ পূর্ণং বীজং কামবীজং ॥ ৩ ॥

কামবীজ-লক্ষণং।

বিনা বীজেন মন্ত্রাণাং বিফলং জায়তে ফলং।
পঞ্চালঙ্কার-সংযুক্তং বীজন্তু পরমাদ্ভুতং ॥
ককারশ্চ লকারশ্চ ঈকারশ্চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
চন্দ্রবিন্দুশ্চ তদ্‌যুক্তং কামবীজমুদাহৃতং ॥ ৪ ॥

গৌতমীয়তন্ত্র।

ক্লীমিতি কামবীজমেকাক্ষরং। অস্যার্থো যথা :—

ক্লীঙ্কারাদসৃজদ্‌বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জল-সম্ভবঃ॥
ঈকারাদ্‌বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্‌বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশ-সম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ॥ ৫॥
ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
ঈকারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী।
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম-সুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতং।
চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ॥ ৬॥

বৃহদ্‌গৌতমীয়-তন্ত্র।

কামবীজস্য শ্রীবিগ্রহাত্মকত্বং।

অথ কামবীজস্য শরীরং শ্রীবিগ্রহাত্মকং।
শ্রীকৃষ্ণ-শরীরাভিন্নান্যক্ষরাণি ক্রমাৎ শৃণু।
ককারেণ শিরো ভালো ভ্রূর্নাসা নেত্রকর্ণকৌ।
লকারেন ভবেদ্‌গণ্ডস্তদন্তো হনুরূপকঃ।
চিবুকোঽথ গ্রীবা চৈব কণ্ঠঃ পৃষ্ঠশ্চ সুব্রত।।
ঈকারঃ স্কন্ধো বাহুশ্চ কফোণিরঙ্গুলীনখঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রো বক্ষস্তন্দঃ পার্শ্বো নাভিঃ কটিস্তথা।
চন্দ্রবিন্দাবূরুর্জানুর্জঙ্ঘা গুল্‌ফশ্চ পাদকঃ।
পার্ষ্ণিশ্চাপ্যঙ্গুলী চৈব নখেন্দুরপি নারদ।।
ইতি বিগ্রহরূপশ্চ কামবীজাত্মকো হরিঃ॥ ৭।

বীজাক্ষরং পঞ্চ-পুষ্পবাণ-তুল্যং ক্রমাৎ শৃণু।
ককারশ্চাম্র-মুকুলো লকারশ্চাশোকঃ স্মৃতঃ।
ঈকারো মল্লিকা-পুষ্পং মাধবী চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
বিন্দুশ্চ বকুলপুষ্পমেতে বাণাঃ স্যুরেব চ ॥ ৮ ॥

সনৎকুমারসংহিতা।

অনুবাদ।

আরাধ্যপাদ শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর মহোদয়, সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ মহাপণ্ডিত হইয়াও, বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সহকারে বলিতেছেন যে,

যদিও আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রসাদে কামবীজার্থ প্রকাশ করিতেছি ॥ ১ ॥

প্রথমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বীজসংজ্ঞা বিষয়ে লিখিতেছি। রাসোল্লাসোতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কামবীজরূপে ও শ্রীরাধা রতিবীজরূপে প্রকট রহিয়াছেন। সুতরাং "ক্লীঁ" এই কামবীজ এবং "শ্রীঁ" এই রতিবীজ কীর্ত্তন করিলেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণ প্রসন্ন হন ॥ ২ ॥

এই দুই প্রকার বীজের মধ্যে কামবীজের অর্থ লিখিত হইতেছে। কাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অভিলাষের বীজই কামবীজ; কিম্বা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কাম অর্থাৎ অভিলাষ উদ্দীপন করিবার বীজের নাম হইতেছে কামবীজ; কিম্বা

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে নিখিল কাম অর্থাৎ অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার বীজই কামবীজ বলিয়া কথিত হয়॥ ৩॥

অনন্তর গৌতমীয়তন্ত্রানুসারে কামবীজের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে, যথাঃ—যে সকল মন্ত্র বীজহীন, তাহা জপ করিলে কোনও ফল হয় না। যত প্রকার বীজ আছে, তন্মধ্যে ক, ল ইত্যাদি পঞ্চ অলঙ্কার-সংযুক্ত কামবীজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ককার, লকার, ঈকার, অর্দ্ধচন্দ্র ও চন্দ্রবিন্দু সমন্বিত বীজই (ক্লীঁ) কামবীজ বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৪॥

"ক্লীঁ" এই একাক্ষর বীজের নামই কামবীজ। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে ইহার এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ—উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ "ক্লীঁ" এই কামবীজ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কামবীজান্তর্গত লকার হইতে পৃথিবী, ককার হইতে জল, ঈকার হইতে অগ্নি, নাদ অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং মন্ত্রই হইতেছে সর্ব্বভূতের আত্মা অর্থাৎ সমস্ত ভূতের মূল কারণ॥ ৫॥

ককারের অর্থ—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। ঈকারের অর্থ—নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধা। লকার হইতেছে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমজনিত পরমানন্দময় সুখ-সমুদ্র। নাদ ও বিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু হইতেছে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বন-জনিত পরমানন্দ-মাধুর্য্য॥ ৬॥

অনন্তর কামবীজ যে শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীবিগ্রহ তদ্বিষয়ে বলিতেছেন, যথা :—সনৎকুমারসংহিতায় লিখিত হইয়াছে, হে নারদ! কামবীজ যে কেবল অক্ষরময় তাহা নহে, পরন্তু ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীবিগ্রহ, যেহেতু এই অক্ষরগুলি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে অভিন্ন; উহা যে কিরূপ তাহাই ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ককারকে শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশ, ললাট, ভ্রূযুগল, নাসিকা, নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয় বলিয়া জানিবে। লকার হইতেছে তাঁহার গণ্ডদেশ, হনু (গণ্ডদেশের উপর প্রান্ত), চিবুক (থুতনী), গ্রীবা (ঘাড়), কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ। ঈকার হইতেছে তাঁহার স্কন্ধ, বাহু, কফোণি (কনুই) এবং হস্তের অঙ্গুলি ও নখসমূহ। অর্দ্ধচন্দ্র হইতেছে তাঁহার বক্ষঃস্থল, উদর, পার্শ্বদেশ, নাভি ও কটি। বিন্দু হইতেছে তাঁহার উরু (হাঁটুর উপরিভাগ, উরুৎ), জানু (হাঁটু), জঙ্ঘা (গোড়ালি ও হাঁটুর মধ্যভাগ), গুল্‌ফ (গোড়ালি), পদ, পার্ষ্ণি (গোড়ালির নিম্নপ্রদেশ) এবং পদের অঙ্গুলি ও নখসমূহ। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে কামবীজময় বিগ্রহধারী, তাহাই বর্ণিত হইল ॥ ৭ ॥

হে নারদ! কামবীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর যে যথাক্রমে পঞ্চ পুষ্পবাণ সদৃশ তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ককার হইতেছে আম্রমুকুল, লকার অশোক-পুষ্প, ঈকার মল্লিকা-পুষ্প, অর্দ্ধচন্দ্র মাধবীপুষ্প এবং বিন্দু হইতেছে বকুলপুষ্প। ইহাই হইল পঞ্চবিধ পুষ্পবাণ।

কামগায়ত্র্যর্থঃ।

গায়ত্রী সা মহামন্ত্রঃ কামপূর্ব্বাথ কথ্যতে।
সাধকং যা গৃহীত্বৈব জায়ন্তে ব্রজমণ্ডলে ॥ ৯ ॥

কামবীজেন সহ সংযুক্তা যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। যদ্বা কামবীজস্য যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। অস্যা উপাস্যঃ (সাধ্যঃ) দেবঃ শৃঙ্গার-রসরাজস্বরূপাভিন্নো মদনঃ শ্রীকৃষ্ণো নন্দাত্মজঃ। অস্য ধাম বৃন্দাবনমেব ॥ ১০ ॥

কামগায়ত্রী-লক্ষণং।

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেৎ।
ধীমহীতি তথোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১২ ॥

সনৎকুমারকল্প।

ক্লীমিতি বেণু-মাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং মনোহরণাৎ। কামদেবায়েতি লীলা-মাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং বিবেক-হরণাৎ। পুষ্পবাণায়েতি লাবণ্য-গুণ-মাধুর্য্যাদিভিঃ শ্রীরাধিকা-দীনাং সম্ভোগ-রসোদ্দীপনাৎ।

কাম-সম্বন্ধানুগয়োঃ কামানুগায়ামেবানয়া গায়ত্র্যা উপাস্যতে। কামান্ স্বাভিলাষান্ দীব্যতি প্রকাশয়তি। যদ্বা কামেন স্বাভিলাষেণ দীব্যতি ক্রীড়তি যঃ স কামদেব-স্তস্মৈ কামদেবায় বিদ্মহে জানীমহি। কিম্ভূতায়? পঞ্চ

পুষ্পাণ্যেব পঞ্চ কামবীজাক্ষরাণি পঞ্চবাণা অস্ত্রাণি শার্ঙ্গধনুর্গুণপঞ্চকেষু যস্য স পুষ্পবাণস্তস্মৈ পুষ্পবাণায় বয়ং ধীমহি ধ্যায়েম; গৌরবার্থে বহুবচনং। এবং স্বরূপো যস্মাত্তস্মাদনঙ্গঃ ব্রজস্থিতো নবোঽপ্রাকৃতঃ কন্দর্পো নবীন-মদনঃ, কামবীজ-কামগায়ত্রীভ্যাং যস্যোপাসনা, তয়োর্য এবোপাস্যঃ স এবাত্ম-পর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষকোঽসমোর্দ্ধরূপঃ শ্যামো রসময়মূর্ত্তিঃ। শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহো নো অস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়াৎ প্রসীদতু—নিজ-দাস্যে নিয়োজয়তু ইতি ॥ ১৩ ॥

এতানি সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিরক্ষরাণি সার্দ্ধচতুর্ব্বিশতিশ্চন্দ্রা ভবন্তি; তে চ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গে উদিতাঃ সন্তঃ ত্রীণি জগন্তি কামময়ানি কুর্ব্বন্তি। ককারাদি-তকারান্তানি তান্যক্ষরাণি মুখ-গণ্ড-ললাটাদি-করচরণান্তান্যঙ্গানি দক্ষিণাদিক্রম-রূপেণ জ্ঞেয়ানি ॥ ১৪ ॥

অত্রাপি ভো বৈষ্ণবাঃ! মম লিখন-বৃত্তান্তং যূয়ং শৃণুত। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনা প্রাকৃত-বর্ণানুক্রমেণ কামগায়ত্র্যা বর্ণসংখ্যা সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতি-রিতি যল্লিখিতং তন্মতানুসারেণ ময়াপি তল্লিখ্যতে। তদ্‌যথা:—

কামগায়ত্রীমন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ
সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়।

সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥

ইত্যেতৎ প্রমাণমবলম্ব্য পূর্ব্বমতানুসারেণানুক্রম্য সংস্থাপ্যতে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী পঞ্চবিংশতিং পরিত্যজ্য কেন প্রমাণেন কেন বাভিপ্রায়েণ সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিমক্ষরসংখ্যাং গদতি তত্রাপি মম ধীগোচরাভাবঃ। নানা-পাঠ্য-শ্রাব্য-শাস্ত্র-বিচারে চার্দ্ধাক্ষর-সম্ভাবনা নাস্তি; অতো মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন আসমিতি যূয়ং বিচারয়ত। যদি কেচিদ্বদন্তি মাত্রাহীন-তকারোঽর্দ্ধাক্ষরং তদা মাত্রাহীনান্যক্ষরাণ্যত্র তদিতরাণ্যপি সন্তি; ইত্যপি ন ঘটতে, যতো ব্যাকরণ-পুরাণাগম-নাট্যালঙ্কারাদিশাস্ত্রেষু স্বর-ব্যঞ্জন-ভেদেন পঞ্চাশদ্বর্ণ-নির্ণয় এবাস্তি, তত্রার্দ্ধাক্ষরং নাস্ত্যেব। তদযথা—শ্রীহরিনামা-মৃত-ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রম" ইতি পঞ্চাশদকার-ককারাদয়ঃ। এবমন্যেষপি ব্যাকরণেষু চ। পুনঃ বৃহন্নারদীয়-পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনাম-স্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীত্যপি। এবমেব শাস্ত্রা-ন্তরেষপি। মাতৃকাদি-প্রকরণে চ কুত্রাপি সার্দ্ধ-পঞ্চাশদ্-বর্ণক্রমো ময়া ন দৃশ্যতে। এতেষু শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনঃ কিং ধীগোচরাভাবঃ? এতদপি ন সম্ভাব্যতে, যতঃ স সর্ব্বং জানাতি ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষ-রাহিত্যাৎ॥ ১৫॥

পুনশ্চ যদ্যপি তকারোঽর্দ্ধাক্ষরং নিশ্চীয়তে তদা কিং শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনা ক্রমভঙ্গং বিলিখ্যতে? যতো

মুখগণ্ডাদি-চরণান্ত-বর্ণনক্রমেণ চরণং পরিত্যজ্য ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রঃ সংস্থাপ্যতে। তদ্‌যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য-লীলায়ামেকবিংশ-পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-প্রসঙ্গে সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিচারে—

"সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণ-বপু-সিংহাসনে বসি রাজ্য-শাসনে।
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণি-সুদর্পণ
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু তাহাতে চন্দন-বিন্দু
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
কর-নখ চাঁদের হাট বংশীর উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদ-নখ চন্দ্রগণ তলে করে সুনর্ত্তন
যার ধ্বনি নূপুরের গান॥
এই চাঁদের বড় নাট পসারি চাঁদের হাট
বিনামূল্যে বিলায় নিজামৃত।
কাহোঁ স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে কাহোঁকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত॥"

ইত্যনুবাদ-দ্বয়েন বহুবাদান্তরমপি অত্র সিদ্ধান্তো ন ঘটতে। তদা সর্ব্বোপায়ং ত্যক্ত্বান্নপানাদিকঞ্চ বিহায় মনোদুঃখেন

দেহত্যাগাভিপ্রায়েণ রাধাকুণ্ডতটেঽভিপপাতাহং। যদা মন্ত্রাক্ষর-গোচরো ন ভবেত্তদা কথং দেবতা-গোচরো ভবিষ্যতীতি দেহত্যাগ এব কর্ত্তব্যঃ ॥ ১৬ ॥

ততো রাত্রের্দ্বিতীয়-প্রহরে গতে সতি তন্দ্রাং প্রাপ্য ময়া দৃশ্যতে স্ম। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আগতা ব্রবীতি—"ভো বিশ্বনাথ! হরি-বল্লভ! ত্বমুত্তিষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজেন যল্লিখিতং তদেব সত্যং। স চ মম নর্ম্ম-সহচরী, মমানুগ্রহেণ মমান্তরং সর্ব্বং জানাত্যেব; তদ্বাক্যে সন্দেহং মা কুরু। এষ মমোপাসনা-মন্ত্রঃ, অহমপি মন্ত্রাক্ষরৈর্বেদ্যা। মদনুকম্পাং বিনা নান্যঃ কোঽপ্যেতদ্বিজ্ঞাতুমর্হতি। অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণং বর্ণাগমভাস্বদি যদস্তি যদ্দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজেন লিখিতং তৎ শৃণু। তদনন্তরং ত্বমিমং গ্রন্থং দৃষ্ট্বা সর্ব্বোপকারার্থমত্র প্রমাণ-সংগ্রহং কুরু।" এতৎ শৃণ্বন্ চৈতন্যাবস্থায়াং শীঘ্র-মুত্থায় নিঃসন্দেহেন হাহেতি মুহুর্মুহুর্বিলপ্য তদাজ্ঞাং হৃদি নিধায় তৎপালনার্থং যত্নবানভবং। অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়ে শ্রীরাধিকা-বাক্যং, যথা—"ব্যস্ত-যকারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধ-চন্দ্রবিম্বঃ, তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্র" ইতি॥ ১৭ ॥

গায়ত্র্যক্ষরাণাং চন্দ্রত্ব-নিরূপণং।

এষামপ্যক্ষরাণান্তু চন্দ্রত্বে নির্ণয়ং শৃণু।
মুখেঽপ্যেকং বিজানীয়াদ্গণ্ডয়োর্দ্বৌ তথৈব চ ॥

ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রং বৈ তিলকং পূর্ণচন্দ্রকং।
পাণ্যোর্নখা দশ প্রোক্তাস্ত্বক্ষরাণি মনোভুবঃ।
পাদাব্জয়োস্তথা জ্ঞেয়া নখচন্দ্রা দশ ক্রমাৎ॥
অর্থো বিজ্ঞেয় ইত্থং বৈ গায়ত্র্যাশ্চ মনীষিভিঃ॥
ক্রমাচ্চন্দ্রান্ বিজানীয়াৎ কাদি-তত্ত্বাক্ষরাণি তু।
দক্ষিণাদিক্রমেণৈব ক্রমস্তেষাং সুসম্মতঃ॥ ১৮॥

শ্রীরাধিকোপদেশ-সম্মতমর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণং যথা বর্ণাগম-ভাস্বদি ঃ—

বিকারান্ত-যকারেণ চার্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতং॥ ১৯॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠকুর-বিরচিত-
মন্ত্রার্থদীপিকায়াং কামগায়ত্র্যর্থঃ সম্পূর্ণঃ।

অনুবাদ।

সাধকগণ যাহা গ্রহণ করিয়া ব্রজমণ্ডলে গোপীগর্ভে জন্ম লাভ করেন, সেই কামগায়ত্রী মহামন্ত্র কথিত হইতেছে॥ ৯॥

কামবীজের সহিত সংযুক্ত যে গায়ত্রী, তাহার নাম কামগায়ত্রী; কিম্বা কামবীজের যে গায়ত্রী, তাহাই কাম-গায়ত্রী। শান্ত, দাস্যাদি রসসমূহের শ্রেষ্ঠ যে শৃঙ্গার-রস, সেই শৃঙ্গার-রসময় বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত নবীন-মদন ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই এই কামগায়ত্রী-সম্বন্ধীয় উপাস্য দেবতা। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার ধাম অর্থাৎ নিত্য বসতি-স্থল॥ ১০॥

সনৎকুমারকল্পে কামগায়ত্রীর এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা :—

প্রথমে কামবীজ অর্থাৎ 'ক্লীঁ' উচ্চারণ করিয়া 'কামদেব' শব্দ বলিবে, তাহার পর 'আয়' ও তাহার পর 'বিদ্মহে' বলিয়া তৎপরে 'পুষ্পবাণায়' বলিবে; অনন্তর 'ধীমহি' বলিয়া 'তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ' বলিবে। তাহা হইলে কামগায়ত্রী এইরূপ হইলেন, যথা :—

ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণ, কলনাদ-বিশিষ্ট সুমধুর বংশীধ্বনি সহকারে, শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীগণের মন হরণ করেন বলিয়া, তিনি "ক্লীঁ" এই কামবীজ-রূপে বিরাজমান। স্বকীয় অলৌকিক লীলা-মাধুরী দ্বারা শ্রীরাধিকাদি গোপিকাগণের বিবেক হরণ করেন বলিয়া, তিনি "কামদেবায়" পদরূপে শোভা পাইতেছেন। লাবণ্য ও গুণ-মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীরাধিকাদি প্রিয়াবর্গের সম্ভোগরস উদ্দীপন করেন বলিয়া, তিনি "পুষ্পবাণায়" পদরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ১২ ॥

রাগানুগা মার্গ দ্বিবিধ—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। তন্মধ্যে কামানুগা-মার্গেই এই কামগায়ত্রী-মহামন্ত্র দ্বারা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা হইয়া থাকে।

কামগায়ত্রীর পদ সমূহের অর্থ, যথা :—

"কামদেবায় বিদ্মহে"—যিনি তদীয় নিজ-সুখোৎপাদনকারী যাবতীয় অভিলাষ ভক্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করেন অথবা যিনি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া স্বেচ্ছামত ক্রীড়া করিয়া থাকেন অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি অন্য কোনও কার্য্যের অনুসরণ না করিয়া কেবল ইচ্ছানুরূপ আনন্দ-লীলা করেন, তিনিই কামদেব—তাঁহাকে অবগত হই। সেই কামদেব কি প্রকার, তাহাই "পুষ্পবাণায়" পদ দ্বারা বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে, যথাঃ—"ক্লীঁ" এই কামবীজের অন্তর্গত ককারাদি পঞ্চ অক্ষর আম্রমুকুলাদি পঞ্চবিধ পুষ্প সদৃশ। সেই পঞ্চবিধ পুষ্প যাঁহার শার্ঙ্গ নামক ধনুকের পাঁচটী গুণে পঞ্চবাণ-রূপে সজ্জিত আছে, তিনিই হইতেছেন পুষ্পবাণ; এতাদৃশ যে পুষ্পবাণ, তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি। তাঁহার এবম্বিধ স্বরূপ বলিয়া, তিনি হইতেছেন অনঙ্গ। সে কোন্ অনঙ্গ তাহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, যথা :—স্বর্গে যে অনঙ্গ অর্থাৎ মদন বা কামদেব আছেন, ইনি কি সেই অনঙ্গ বা মদন? না,—ইনি তাহা নহেন, কারণ স্বর্গের মদন হইলেন প্রাকৃত, আর ইনি হইতেছেন অপ্রাকৃত নবীন-মদন। এই অপ্রাকৃত নবীন-মদন কে? ইনি কি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ? না,—ইনি তাঁহা নহেন, কারণ দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ কামগায়ত্রীর উপাস্য-দেবতা নহেন। তবে ইনি কে? না, ইনি হইতেছেন তিনি যিনি শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ,—যিনি "অপ্রাকৃত নবীন-মদন"—তিনিই ইনি।

ইনিই কামবীজ কামগায়ত্রীর উপাস্য-দেবতা। ব্রজের এই নবীন-যুবরাজ আত্মা পর্য্যন্ত সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, কেননা তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিক রূপ ও মাধুর্য্য আর কাহারও নাই—তিনি হইতেছেন নব-নটবর রসিকশেখর শ্রীশ্যামসুন্দর; তাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইতেছে. শৃঙ্গার-রসময়। এই যে অভিনব মদনদেব, ইনি আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে উদিত হইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন—ইনি নিজ-দাস্যে আমাদিগকে নিযুক্ত করুন॥ ১৩॥

কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হইতেছেন সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। এই চন্দ্রগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে উদিত হইয়া ত্রিজগৎ কামময় করিয়া থাকেন অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী বাসনা উদ্দীপ্ত করিয়া দেন। ককার হইতে তকার পর্য্যন্ত এই সাড়ে চব্বিশ অক্ষর শ্রীকৃষ্ণের বদন, গণ্ডস্থল ও ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া হস্ত, পদ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বুঝিতে হইবে। প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গ ধরিয়া তৎপরে বাম অঙ্গ ধরিতে হইবে॥ ১৪॥

অনন্তর শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় এই কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিবার ইতিহাস স্বয়ং বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—হে বৈষ্ণবগণ! আমি যে কিরূপে এই কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপাদ কামগায়ত্রীর বর্ণসংখ্যা যে সাড়ে

চব্বিশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমিও তাঁহাব সেই মতানুসারে লিখিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, যথা :—

কামগায়ত্রীমন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ
সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥

তাঁহার এই বর্ণনা অবলম্বন করিয়া আমি কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম বটে, কিন্তু প্রথমেই আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু কামগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যা 'পঞ্চবিংশতি' অর্থাৎ পঁচিশ না বলিয়া কোন্ প্রমাণে বা কি অভিপ্রায়ে সার্দ্ধ-চব্বিশ অর্থাৎ সাড়ে চব্বিশ বলিলেন। শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি, সমস্তই বিচার করিয়া দেখিলাম, কিন্তু অর্দ্ধ অক্ষর কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, ইহা কোনক্রমে আমার বোধগম্য হইল না; সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, আমি কিরূপ বিষম-সন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যদি কেহ বলেন যে, কামগায়ত্রীর শেষ অক্ষর 'ৎ' মাত্রাহীন অর্থাৎ স্বর-সংযুক্ত নহে বলিয়া, উহা অর্দ্ধ অক্ষর মধ্যে পরিগণিত; তাহা হইলে এস্থলে ঐরূপ মাত্রাহীন অর্থাৎ স্বর-বিহীন অক্ষর আরও ত রহিয়াছে, তাহাও তবে অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও ত সম্ভব হইতে

পারে না, যেহেতু ব্যাকরণ, পুরাণ, আগম, নাট্য, অলঙ্কার প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে বর্ণসংখ্যা পঞ্চাশৎ অর্থাৎ পঞ্চাশটী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন; অর্দ্ধ অক্ষরের উল্লেখ ত কোথাও নাই। দেখুন, শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের সংজ্ঞাপ্রকরণে বলিতেছেন—'অ আ ক খ প্রভৃতি পঞ্চাশটী বর্ণ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' বৃহন্নারদীয়-পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনাম-স্তোত্রেও বলিয়াছেন 'শ্রীরাধা পঞ্চাশৎ-বর্ণরূপিণী'। অন্যান্য শাস্ত্রেও বর্ণমালা-প্রকরণে এইরূপই লিখিত হইয়াছে; কিন্তু 'বর্ণসংখ্যা সাড়ে পঞ্চাশ' এরূপ ত কোথাও দেখিতে পাই না। সুতরাং ভাবিতে লাগিলাম যে, শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীপাদের কি বুঝিবার ভুল হইল! না' তাহাও ত কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু তিনি নিখিল-শাস্ত্র-পারদর্শী, তিনি সমস্তই অবগত আছেন; তাঁহার ভ্রমপ্রমাদাদি কোনও দোষ থাকিতে পারে না॥ ১৫॥

দ্বিতীয়তঃ ভাবিতে লাগিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু কি "ৎ"কে অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া নির্ণয় করিলেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ত তাঁহার বর্ণনা ক্রমভঙ্গ-দোষে দূষিত হইল, কেননা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম-অনুসারে চরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গে সাড়ে চব্বিশ অক্ষরকে যথাক্রমে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিবার সময় ক্রমপ্রাপ্ত শেষ পদ-নখকে অর্দ্ধ চন্দ্র বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া তিনি ললাটকে অর্দ্ধ

চন্দ্র বলিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতনশিক্ষা-প্রসঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে

সখি হে! কৃষ্ণমুখদ্বিজরাজরাজ।

কৃষ্ণ-বপু-সিংহাসনে বসি রাজ্য-শাসনে
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥

দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণি-সুদর্পণ
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।

ললাটে অষ্টমী-ইন্দু তাহাতে চন্দন-বিন্দু
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥

কর-নখ চাঁদের হাট বংশীর উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।

পদ-নখ চন্দ্রগণ তলে করে সুনর্ত্তন
যার ধ্বনি নূপুরের গান॥

এই চাঁদের বড় নাট পসারি চাঁদের হাট
বিনা মূলে বিলায় নিজামৃত॥

কাহোঁ স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে কাহোঁকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত॥

এইরূপে দুইটী সন্দেহ মনে উপস্থিত হইল; কিন্তু বহু প্রকার বাদানুবাদের দ্বারাও তাহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। তখন মনে করিলাম, মন্ত্রাক্ষরের অর্থ যদি অবগত হইতে না পারি, তাহা হইলে মন্ত্র-দেবতার সাক্ষাৎ

কিরূপে পাইব? সুতরাং মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া দেহত্যাগের নিমিত্ত অন্ন-জল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে পড়িয়া রহিলাম ॥ ১৬ ॥

এইরূপ অবস্থায় রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইলে আমার তন্দ্রা উপস্থিত হইল। তখন কি দেখিলাম—না, শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিতেছেন,—"হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উত্থিত হও। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে, তাহা সমস্তই সত্য। সে যে আমার নর্ম্ম-সহচরী; আমার অনুগ্রহে সে আমার অন্তর সমস্তই জানে; তাহার বাক্যে কোনও সন্দেহ করিও না। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কেহ এই মন্ত্রাক্ষরের অর্থ অবগত হইতে পারে না। 'বর্ণাগম-ভাস্বৎ' নামক গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষর সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তৎপরে তুমি ঐ গ্রন্থ দেখিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিও। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ 'বর্ণাগম-ভাস্বৎ' গ্রন্থ দেখিয়াই অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিয়াছেন।" শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর এইরূপ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, চেতনা লাভ করতঃ, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলাম। আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল এবং "হা রাধে! হা রাধে!" বলিয়া বারবার বিলাপ করিতে লাগিলাম। অনন্তর শ্রীরাধিকার এই আদেশ-বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা প্রতিপালনের নিমিত্ত যত্নবান্ হইলাম। অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণ-বিষয়ে

শ্রীরাধিকার আদেশ-বাণী, যথা:—"যে 'য'কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে, সেই 'য'কারই অর্দ্ধাক্ষর। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর এবং প্রত্যেক অক্ষরই পূর্ণচন্দ্র।" অতএব এই লক্ষণ অনুসারে 'কামদেবায়' পদের 'য'কারের পর 'বিদ্মহে' পদের 'বি' অক্ষর থাকায়, এই 'কামদেবায়' পদের 'য'কারই হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর—ইহাই ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র ॥ ১৭ ॥

অনন্তর কামগায়ত্রীর অন্তর্গত প্রত্যেক অক্ষরের চন্দ্রত্ব নিরূপিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ এক চন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, ললাট অর্দ্ধচন্দ্র, ললাটস্থ তিলক এক চন্দ্র, দুই হস্তের দশ নখ দশ চন্দ্র এবং চরণদ্বয়ের দশ নখ দশ চন্দ্র। সুধীগণ কামগায়ত্রীর এইরূপ অর্থ অবগত হইবেন। এই কামগায়ত্রীর ককার হইতে আরম্ভ করিয়া তকার পর্য্যন্ত এক একটী অক্ষরকে এক একটী চন্দ্র বলিয়া জানিবেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ-নখ পর্য্যন্ত অঙ্গ সকলকে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্ররূপে নিরূপণ-বিষয়ে প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গ ও পরে বাম অঙ্গ ধরিবেন ॥ ১৮ ॥

বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকার উপদেশ-মতে অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণ-বিষয়ে "বর্ণাগম-ভাস্বৎ" গ্রন্থে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা লিখিতেছি:—"যে 'য'কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে, সেই 'য'ই হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর।"

এই নির্দ্দেশানুসারে কামগায়ত্রীর 'কামদেবায়' পদের 'য'কারই অর্দ্ধাক্ষর, কারণ এই 'য'কারের পরেই 'বিদ্মহে' পদের 'বি' অক্ষর রহিয়াছে॥ ১৯॥

ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠকুর-বিরচিত-মন্ত্রার্থদীপিকা-গ্রন্থান্তর্গত কামবীজ ও কামগায়ত্র্যর্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজার্থ।

"মননাৎ ত্রায়তে যো হি স মন্ত্র ইতি কথ্যতে" অর্থাৎ যাহার অবিরাম চিন্তা দ্বারা অবশ্যই পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহাকে মন্ত্র বলে। যাবতীয় মন্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বলিতেছেন :—

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতার-বীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবীর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগ-মোক্ষৈকসাধনং॥

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র।

তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সমস্ত অবতারের মূলস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্ত্রগুলি অন্য সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর বীর্য্যবান্।

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে বলিতেছেন যে, যাবতীয় প্রধান প্রধান মন্ত্র সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কৃষ্ণমন্ত্র সকল ভোগ ও মোক্ষ লাভের অদ্বিতীয় সাধন-স্বরূপ।

পরন্তু আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাধীশ্বর প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি-সমূহের মন্ত্রগুলির মধ্যে গোপলীলা দ্বারা যে স্বীয় ভগবদ্ভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই গোপলীলাত্মক মন্ত্রগুলিই হইতেছেন প্রধান; তাহার মধ্যে আবার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই শ্রীবৃন্দাবনে কল্পপাদপতলে যোগপীঠস্থ সহস্রদল কমলোপরি রত্নসিংহাসনাবস্থিত সহস্র সহস্র গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত অপার-মাধুর্য্যময় শ্রীরাধা-গোবিন্দ যুগলের শ্রীপাদপদ্ম ও প্রেমসেবা লাভ করিবার পরম উপায় স্বরূপ।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ পঞ্চপদে বিভক্ত, যথা :—(১) ক্লীঁ, (২) কৃষ্ণায়, (৩) গোবিন্দায়, (৪) গোপীজনবল্লভায় ও (৫) স্বাহা। কেহ কেহ বলেন পঞ্চপদ এইরূপে বিভক্ত, যথা :—(১) কৃষ্ণ, (২) গোবিন্দ, (৩) গোপীজন (৪) বল্লভ ও (৫) স্বাহা। এই সমস্ত পদের অর্থ নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে।

(১) "ক্লীঁ"—এই পদের অর্থ ২০৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) "কৃষ্ণায়"—"পাপকর্ষণো কৃষ্ণঃ" ইতি শ্রীগোপাল-তাপনী-শ্রুতিঃ। যিনি পাপসকল কর্ষণ অর্থাৎ সম্যক্‌-প্রকারে ধ্বংস করেন, তিনিই কৃষ্ণ। এখানে পাপ অর্থে সকলেরই সর্ব্ববিধ পাপ ও অপরাধ—এমন কি অসুরগণেরও অপরাধ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, যেহেতু "কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্‌" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সর্ব্ববিধ অপরাধ বিনাশ করেন, ইহাই কৃষ্ণ শব্দের নিরুক্তিবিশেষ। সেই কৃষ্ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম এবং তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, যথাঃ—

> কৃষ্ণ এব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
>
> বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র।

তিনি যে নিত্যানন্দময় পরব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে শ্রীমহাভারতেও বলিতেছেন, যথা ঃ—

> কৃষির্ভূর্বাচকো শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ।
> তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
>
> মহাভারত।

কৃষি ধাতুর অর্থ ভূ অর্থাৎ সত্তা; সৎ শব্দের উত্তর তা প্রত্যয় করিলে সত্তা পদ হয়; সৎ শব্দের অর্থ নিত্য; অতএব সত্তা শব্দে নিত্যতা বুঝায়। ণকারের অর্থ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ। সুতরাং এই দুইয়ের মিলনে নিত্যানন্দ হইল। নিত্যানন্দ বলিতে পরব্রহ্মকেই বুঝায়। সে কারণে কৃষ্ণই

পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন—তিনি নিত্যানন্দময়।

তিনি বেণু, রূপ ও লীলাদির অতুলনীয় মাধুর্য্য-প্রভাবে ত্রিজগৎস্থ স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই কৃষ্ণই হইতেছেন একমাত্র পরমারাধ্য।

(৩) "গোবিন্দায়"—"গোভূমিবেদ-বিদিতো বিদিতা (বেদিতা) গোবিন্দঃ" ইতি শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। যিনি গো, ভূমি ও বেদসমূহে প্রসিদ্ধ এবং যিনি এই সমস্তকে প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই গোবিন্দ। গো শব্দের বহু অর্থ, কিন্তু এখানে তিনটী অর্থ গৃহীত হইয়াছে, যথা :— (ক) প্রসিদ্ধ পশুজাতি বিশেষ (গরু), (খ) ভূমি (ভুবন) ও (গ) বেদ। আবার পশুজাতিবিশেষ অর্থে শ্রীমন্নন্দগোকুলস্থ গো-সকলকেই লক্ষ্য করিতেছেন। যিনি অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ হইয়াও গোসমূহ পরিবৃত হইয়া স্বৈর-ক্রীড়াশীল এবং ঐরূপ অবস্থাতেই সর্ব্ব ভুবনে ও সর্ব্ব বেদে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যিনি শ্রীমন্নন্দগোকুলে স্বীয় ব্রজজন-মনোহর নবজলধর-শ্যামরূপে বিরাজিত থাকিয়া সুমধুর লীলা বিস্তার করিতেছেন, এবং নিখিল ভুবন ও বেদসমূহ যাঁহার সেই লীলা-মাধুরী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছে বলিয়া, যিনি ভুবনে ও বেদে প্রসিদ্ধ, সেই 'গোপাল'-বেশধারী গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণই 'গোবিন্দ' পদের বাচ্য।

(৪) "গোপীজনবল্লভায়"—"গোপীজনাবিদ্যাকলা" ইতি শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। গোপীজন অর্থে গোপীজনরূপ আবিদ্যাকলা বুঝাইতেছে। আবিদ্যা শব্দের অর্থ সম্যক্ বিদ্যা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; এই বিদ্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তিকে বুঝাইতেছে। কলা অর্থে প্রেমভক্তিবিশেষ-রূপ মূর্ত্তি। অতএব গোপীজন শব্দে এই অর্থ বুঝাইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তিস্বরূপা প্রেমভক্তির মূর্ত্তিবিশেষ, তাঁহারাই গোপীজন। একমাত্র এই প্রেমভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌রূপে বশীভূত হন। ইহাই হইতেছে মধুর জাতীয় প্রেম, যাহা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের প্রেমকে পরাভূত করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন। 'গোপীজন' শব্দের আর একটী অর্থ এই, যথাঃ—গোপীশব্দে গুপ্ ধাতুর অর্থ—রক্ষা করা, পালন করা; যে শক্তিবিশেষ প্রেম দিয়া ভক্তগণকে পালন করেন, তাঁহার নাম গোপী। এই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি এবং শ্রীমতী রাধিকাই হইতেছেন এই হ্লাদিনী শক্তি। অতএব গোপী শব্দে হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপিণী প্রকৃতিকুল-ললামভূতা বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকাকেই বুঝাইতেছে, যথাঃ—

"গোপী তু প্রকৃতী রাধা জনস্তদংশমণ্ডলঃ।"

আর 'জন' শব্দে এই শ্রীরাধিকার অংশমণ্ডল অর্থাৎ কায়ব্যূহ-রূপা গোপীমণ্ডলীকে বুঝাইতেছে। অতএব 'গোপীজন' শব্দের অর্থে শ্রীরাধিকা ও তদীয় কায়ব্যূহরূপা শ্রীললিতা;

বিশাখাদি সখীগণকে বুঝাইতেছে। 'বল্লভ' শব্দের অর্থ প্রেরক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তনকর্ত্তা; রমণ। যিনি স্বীয় মাধুর্য্যময় লীলাসমূহে গোপীগণের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা বা রমণ অর্থাৎ যিনি নায়করূপে গোপীগণ সহ পরম মধুর লীলা-বিলাসাদি করিতেছেন, তিনিই হইতেছেন গোপীজনবল্লভ বা গোপীগণের পতি অর্থাৎ শ্রীললিতা-বিশাখাদি সখীসমন্বিতা শ্রীরাধিকার প্রাণপতি। তিনি কে? না, তিনি হইতেছেন শ্রীনন্দনন্দন রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোপী অর্থাৎ পঙ্কজ-নয়নী নবীনা ব্রজসুন্দরীমণ্ডল-পরিবৃতা শ্রীরাধিকা সহ মদনমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন। পরন্তু তিনি যৎকালে গোপীকুলমুকুটমণি শ্রীরাধিকা সহ শোভিত হন, তখনই তিনি মদনমোহন, যথা :—

"রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।"

তবে যেহেতু তিনি অনুক্ষণই গোপীমণ্ডল-পরিবৃত শ্রীরাধিকা সহ বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং তিনি নিত্যই মদন-মোহন। শ্রীকৃষ্ণের, তথা 'গোবিন্দ' অর্থাৎ 'গোপাল'রূপ শ্রীকৃষ্ণের এই নব-কৈশোর মদনমোহন-মূর্ত্তিই হইতেছেন 'গোপীজনবল্লভ'। অতএব 'গোপীজনবল্লভ' বলিতে যখন শ্রীশ্রীমদনমোহন-মূর্ত্তিকেই বুঝাইতেছে এবং সেই মদনমোহন-মূর্ত্তি হইতেছেন যখন নিত্যই রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ, তখন 'গোপীজনবল্লভ'ও হইতেছেন নিত্য রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ। সুতরাং 'গোপীজনবল্লভ' শব্দে স্বতঃই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলকেই

বুঝাইতেছে। তন্নিমিত্তই অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর মন্ত্রকে যুগলমন্ত্র বলা হইয়া থাকে।

(৫) "স্বাহা"—"তন্মায়া চ" ইতি শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। "স্বাহা" শব্দে শ্রীকৃষ্ণের মায়া অর্থাৎ শ্রীযোগমায়া বুঝাইতেছে, যে যোগমায়া হইতেছেন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি; ইনিই ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দেন। সুতরাং "স্বাহা চাত্ম-সমর্পণমিতি"—'স্বাহা' পদের এইরূপ অর্থই অন্যত্র কথিত হইয়াছে। যাঁহার সাহায্যে আত্মসমর্পণ করা যায়, তিনিই হইতেছেন "স্বাহা"। এই "স্বাহা" পদের উচ্চারণ বা স্মরণ দ্বারা শ্রীগোপীজনবল্লভেব শ্রীপদারবিন্দে ভক্তগণের সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণ হইয়া থাকে। অতএব 'সেই গোপীজন-বল্লভের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া শুদ্ধাসত্বে নিযুক্ত হইতেছি' এইরূপ চিন্তা করিয়াই "স্বাহা" পদের উচ্চারণ বা স্মরণ করিতে হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিলেই ত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ও 'গোপীজনবল্লভ' এই তিনটী শব্দের কি প্রয়োজন? এতদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে এই বুঝা যায় যে, গোপীপ্রেমরসপিপাসু রসিক ভক্তের হৃদয় কেবল কৃষ্ণকে পাইলেই পরিতৃপ্ত হয় না, কারণ কৃষ্ণের ত স্বরূপভেদে বিবিধ মূর্ত্তি রহিয়াছেন; তথা 'গোবিন্দরূপ'

কৃষ্ণকে পাইয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, কারণ গোবিন্দ হইতেছেন ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের 'গোপালমূর্ত্তি'। বাৎসল্যরসেই এই গোপাল-মূর্ত্তির উপাসনা হইয়া থাকে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই সমস্ত রসই অত্যুৎকৃষ্ট হইলেও, সূক্ষ্ম বিচারে ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় পরমারাধ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর-রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের তারতম্য বহু ত আছয়॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর-তম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই গণনে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

(উপরোক্ত প্রেমা শব্দে মধুর-প্রেমরসকে বুঝাইতেছে।)

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
শান্তরসে স্বরূপ-বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ" এই শ্রীমুখ-গাথা ॥
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
স্বর্গ মোক্ষ নরক ভক্ত এক করি মানে।
'তৃষ্ণাশান্তি' 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' শান্তের দুই গুণে ॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন পর ভূতগণে ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধ-হীন।
'পরব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'-জ্ঞান-প্রবীণ ॥

('মমতা-গন্ধহীন' অর্থাৎ 'কৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি কৃষ্ণের দাস' এই সম্বন্ধ-লেশ-শূন্য; সুতরাং শান্ত-ভক্ত দাস্যভাব-শূন্য বলিয়া কৃষ্ণসেবা-বিহীন।)

কেবল 'স্বরূপ-জ্ঞান' হয় শান্তরসে।
'পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভু-জ্ঞান' অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বর-জ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ ॥

শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্য-রসের তিন গুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম-জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সে সেবনের ইঁহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার॥
আপনাকে পালক-জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য-জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণ ভক্তবশ-গুণ কহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানিগণে॥
মধুর-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্যে হয়॥
কান্ত-ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

এইমত মধুরে সব-ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, শান্তের গুণ একটী অর্থাৎ 'কৃষ্ণনিষ্ঠা'। শান্তের কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র তৃষ্ণাত্যাগ বা 'তৃষ্ণা-শান্তি' এই 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' হইতেই হয়; সুতরাং এই 'তৃষ্ণাশান্তি' 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' গুণেরই অন্তর্গত। দাস্যের গুণ দুইটী অর্থাৎ 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' ও 'সেবা'। সখ্যের গুণ তিনটী অর্থাৎ 'কৃষ্ণ-নিষ্ঠা', 'সেবা' ও 'বিশ্রম্ভ' (অসঙ্কোচ)। বাৎসল্যের গুণ চারিটী অর্থাৎ 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', 'সেবা' (পালনরূপে সেবা), 'অসঙ্কোচ-ভাব' ও 'স্নেহবশতঃ পাল্য-পালক-জ্ঞান'। মধুর রসের গুণ পাঁচটী অর্থাৎ 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', 'সেবা', 'অসঙ্কোচভাব', 'লালন-মমতাধিক্য' ও 'নিজাঙ্গ দিয়া সেবা'। সুতরাং শান্ত অপেক্ষা দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য অপেক্ষা সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ, এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর-রস শ্রেষ্ঠ। মধুর-রসের ভক্তগণ এই তারতম্য সম্যক্ উপলব্ধিও করিয়া থাকেন। উল্লিখিত কারণে এই অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে কেবল 'কৃষ্ণায়' বা 'কৃষ্ণায় গোবিন্দায়' না বলিয়া 'কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায়' বলিতেছেন। মধুরাতিমধুর গোপীজনবল্লভ হইতেছেন. মধুর-রসেই উপাস্য ও লভ্য। এই বিষয়টী আরও একটু বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিলেই ত মানব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু দ্বারকানাথ প্রভৃতি মূর্ত্তিভেদে শ্রীকৃষ্ণের

বহুবিধ মূর্ত্তি আছেন। ভক্তগণ প্রথমতঃ সাধারণ ভাবেই শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন; পরে ভক্তের প্রেমরস যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই শ্রীকৃষ্ণকে অপেক্ষাকৃত আরও মধুর মূর্ত্তিতে পাইবার জন্য তাঁহার চিত্ত লালায়িত হয়। তখন তিনি 'গোবিন্দ'-রূপ কৃষ্ণে অর্থাৎ ব্রজরাজনন্দন মা যশোদার প্রাণধন 'গোপাল'-রূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ভক্তের প্রেমরস পূর্ণরূপে পরিপক্ব হইলে, সেই প্রেমরস-নিমগ্ন রসিক ভক্ত আর তাহাতেও তৃপ্ত হইতে পারেন না—তখন তিনি নলিন-নয়নী ব্রজললনাগণ-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম সুন্দর নবকৈশোর নটবর শ্যামসুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তিকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সেই অনুত্তম গোপীপ্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া 'গোপীজনবল্লভ'-রূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। তখন তাঁহার সেই গোপী-প্রেমরস-পিপাসু ব্যাকুলপ্রাণে আর শুধু 'কৃষ্ণায় স্বাহা' বলিয়া তৃপ্তি হয় না, 'কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা' বলিয়াও তৃপ্তি হয় না, তাই তিনি তখন প্রাণ ভরিয়া বলিতে থাকেন—"কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"; অথবা কেবল "গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" বলিলেও তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্তই পরম করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের পরম কল্যাণের নিমিত্ত কেবল 'গোপীজনবল্লভ' পদ লইয়াই দশাক্ষর মন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মধুররস-লোলুপ ভক্তগণ অপারমাধুর্য্যময়-ব্রজসুন্দরীগণ-পরিবৃত-

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের প্রেমসেবা লাভ করিবার নিমিত্ত অদ্বিতীয়-সাধনস্বরূপ কেবলমাত্র এই অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর মন্ত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র ৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

দশাক্ষর-মন্ত্রার্থ।

উপরোক্ত অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের অর্থের মধ্য হইতেই দশাক্ষর-মন্ত্রার্থ অবগত হওয়া যাইবে।

(দশাক্ষর-মন্ত্র ৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীশ্রীবিলাপ-কুসুমাঞ্জলিঃ।

প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষ
প্রিয়-যদুনন্দন উন্নত-প্রভাবঃ।
স্বয়মতুল-কৃপামৃতাভিষেকং
মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

যো মাং দুস্তর-গেহ-নির্জ্জল-মহাকূপাদপার-ক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্র-দয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপা-রজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্ম-সরোজ-নিন্দি-চরণ-প্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥ ২ ॥

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধং।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥ ৩॥

অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দন্দহ্যমান-হৃদয়া কিল কাপি দাসী।
হা স্বামিনি! ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ॥ ৪॥

দেবি! দুঃখকুল-সাগরোদরে দূয়মানমতি-দুর্গতং জনং।
ত্বং কৃপা-প্রবল-নৌকায়াদ্ভুতং প্রাপয় স্বপদ-পঙ্কজালয়ং॥ ৫॥

ত্বদলোকন-কালাহি-দংশৈরেব মৃতং জনং।
ত্বৎ-পাদাব্জ-মিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দেবি! জীবয়॥ ৬॥

দেবি! তে চরণপদ্ম-দাসিকাং বিপ্রয়োগভর-দাবপাবকৈঃ।
দহ্যমানতর-কায়বল্লরীং জীবয় ক্ষণ-নিরীক্ষণামৃতৈঃ॥ ৭॥

স্বপ্নেঽপি কিং সুমুখি! তে চরণাম্বুজাত-
রাজৎ-পরাগ-পটবাস-বিভূষণেন।
শোভাং পরামতিতরামহহোত্তমাঙ্গং
বিভ্রস্তবিষ্যতি কদা মম সার্থ-নাম॥ ৮॥

অমৃতাব্ধি-রসপ্রায়ৈস্তব নূপুর-শিঞ্জিতৈঃ।
হা কদা মম কল্যাণি! বাধির্য্যমপনেষ্যতে॥ ৯॥

শশকভৃদভিসারে নেত্রভৃঙ্গাঞ্চলাভ্যাং
দিশি বিদিশি ভয়েনোদ্ঘূর্ণিতাভ্যাং বনানি।
কুবলয়দল-কোষাণ্যেব কৢপ্তানি যাভ্যাং
কিমু কিল কলনীয়ো দেবি! তাভ্যাং জনোঽয়ং॥ ১০॥

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী-রূপ-পূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্ব-দীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞি! প্রকামং
চরণকমল-লাক্ষা-সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ॥ ১১॥

যদা তব সরোবরং সরস-ভৃঙ্গ-সংঘোল্লসৎ-
সরোরুহ-কুলোজ্জ্বলং মধুর-বারি-সম্পূরিতং।
স্ফুটৎ-সরসিজাক্ষি হে! নয়নযুগ্ম-সাক্ষাদ্‌বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যরসে॥ ১২॥

পদাব্জয়োস্তব বিনা বর-দাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি! যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যং॥ ১৩॥

অতি-সুললিত-লাক্ষাশ্লিষ্ট-সৌভাগ্য-মুদ্রা-
ততিভিরধিক-তুষ্ট্যা চিহ্নিতীকৃত্য বাহূ।
নখ-দলিত-হরিদ্রাগর্ব্ব-গৌরি! প্রিয়াং মে
চরণ-কমল-সেবাং হা কদা দাস্যসি ত্বং॥ ১৪॥

প্রণালীং কীলালৈর্বহুভিরভিসংক্ষাল্য মধুরৈ-
র্মুদা সংমার্জ্জ্য স্বৈর্বিস্তৃত-কচবৃন্দৈঃ প্রিয়তয়া।
কদা বাহ্যাগারং বর-পরিমলৈর্ধূপ-নিবহৈ-
র্বিধাস্যে তে দেবি! প্রতিদিনমহো বাসিতমহং॥ ১৫॥

প্রাতঃ সুধাংশু-মিলিতাং মৃদমত্র যত্না-
দাহৃত্য বাসিত-পয়শ্চ গৃহান্তরে চ।
পদাম্বুজে তব কদা জলধারয়া তে
প্রক্ষাল্য ভাবিনি ! কচৈরিহ মার্জ্জয়ামি ॥ ১৬ ॥

প্রক্ষাল্য পাদ-কমলং কৃত-দন্তকাষ্ঠাং
স্নানার্থমন্য-সদনে ভবতীং নিবিষ্টাং।
অভ্যজ্য গন্ধিততরৈরিহ তৈলপূরৈঃ
প্রোদ্বর্ত্তয়িষ্যতি কদা কিমু কিঙ্করীয়ং ॥ ১৭ ॥

অয়ি বিমল-জলানাং গন্ধ-কর্পূর-পুষ্পৈ-
র্জিত-বিধু-মুখপদ্মে! বাসিতানাং ঘটৌঘৈঃ।
প্রণয়-ললিত-সখ্যা দীয়মানৈঃ পুরস্তা-
ত্তব বরমভিষেকং হা কদাহং করিষ্যে ॥ ১৮ ॥

পানীয়ং চীনবস্ত্রৈঃ শশিমুখি ! শনকৈ রম্য-মৃদ্বঙ্গযষ্টে-
র্যত্নাত্তুৎসার্য্য মোদাদ্দিশি দিশি বিচলন্নেত্র-মীনাঞ্চলায়াঃ।
শ্রোণৌ রক্তং দুকূলং তদপরমতুলং চারু-নীলং শিরোহগ্রাৎ
সর্ব্বাঙ্গেষু প্রমোদাৎ পুলকিত-বপুষা কিং ময়া তে প্রযোজ্যং ॥১৯

প্রক্ষাল্য পাদকমলং তদনুক্রমেণ
গোষ্ঠেন্দ্রসূনু-দয়িতে তব কেশপাশং।
হা নর্ম্মদা-গ্রথিত-সুন্দর-সূক্ষ্মমাল্যৈ-
র্বেণীং করিষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্জনোঽয়ং ॥ ২০ ॥

সুভগ-মৃগমদেনাখণ্ড-শুভ্রাংশুবক্তে
তিলকমিহ ললাটে দেবি! মোদাদ্বিধায়।
মসৃণ-ঘুসৃণ-চর্চ্চামর্পয়িত্বা চ গাত্রে
স্তনযুগমপি গন্ধৈশ্চিত্রিতং কিং করিষ্যে ॥ ২১ ॥

সিন্দূর-রেখা সীমন্তে দেবি! রত্নশলাকয়া।
ময়া যা কল্পিতা কিন্তে সালকাঞ্শোভয়িষ্যতি ॥ ২২ ॥

হস্ত দেবি! তিলকস্য সমন্তাদ্বিন্দবোঽরুণ-সুগন্ধিরসেন।
কৃষ্ণ-মাদক-মহৌষধি-মুখ্যা ধীর-হস্তমিহ কিং পরিকল্প্যাঃ ॥২৩॥

গোষ্ঠেন্দ্রপুত্র-মদচিত্ত-করীন্দ্ররাজ-
বন্ধায় পুষ্পধনুষঃ কিল বন্ধরজ্জ্বোঃ।
কিং কর্ণয়োস্তব বরোরু! বরাবতংস-
যুগ্মেন ভূষণমহং সুখিতা করিষ্যে ॥ ২৪ ॥

যা তে কঞ্চুলিরত্র সুন্দরি! ময়া বক্ষোজয়োরর্পিতা
শ্যামাচ্ছাদন-কাম্যয়া কিল ন সা তথ্যেতি বিজ্ঞায়তাং।
কিন্তু স্বামিনি! কৃষ্ণ এব সহসা তত্তামবাপ্য স্বয়ং
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং স্বকং নিধিযুগং সঙ্গোপয়ত্যেব হি ॥২৫॥

নানামণি-প্রকর-গুম্ফিত-চারু-পুষ্ট্যা
মুক্তাস্রজস্তব সুবক্ষসি হেমগৌরি!।
শ্রান্ত্যা ভৃতালস-মুকুন্দ-সুতুলিকায়াং
কিং কল্পয়িষ্যতিতরাং তব দাসিকেয়ং ॥ ২৬ ॥

মণিচয়-খচিতাভির্নীলচূড়াবলীভি-
র্হরি-দয়িত-কলাবিদ্দ্বন্দ্বমিন্দীবরাক্ষি ! ।
অপি বত তব দিব্যৈরঙ্গুলীরঙ্গুলীয়ৈঃ
কচিদপি কিল কালে ভূষয়িষ্যামি কিং নু ॥ ২৭॥

পদাম্ভোজে মণিময়-তুলাকোটি-যুগ্মেন যত্না-
দভ্যর্চ্চে তদ্দলকুলমপি প্রেষ্ঠ-পাদাঙ্গুলীয়ৈঃ।
কাঞ্চীদাম্না কটিতটমিদং প্রেমপীঠং স্বনেত্রে
কংসারাতেরতুলমচিরাদর্চ্চয়িষ্যামি কিং তে ॥ ২৮ ॥

ললিততর-মৃণালীকল্প-বাহুদ্বয়ং তে
মুরজয়ি-মতিহংসী-ধৈর্য্য-বিধ্বংস-দক্ষং।
মণিকুল-রচিতাভ্যামঙ্গদাভ্যাং পুরস্তাৎ
প্রমদভর-বিনম্রা কল্পয়িষ্যামি কিংবা ॥ ২৯ ॥

রাসোৎসবে য ইহ গোকুলচন্দ্র-বাহু-
স্পর্শেন সৌভগভরং নিতরামবাপ।
গ্রৈবেয়কেণ কিমু তং তব কণ্ঠদেশং
সংপূজয়িষ্যতি পুনঃ সুভগে ! জনোঽয়ং ॥ ৩০ ॥

দত্তঃ প্রলম্বরিপুণোদ্ভট-শঙ্খচূড়-
নাশাৎ প্রতোষি-হৃদয়ং মধুমঙ্গলস্য।
হস্তেন যঃ সুমুখি ! কৌস্তুভ-মিত্রমেতং
কিং তে স্যমন্তকমণিং তরলং করিষ্যে ॥ ৩১ ॥

প্রান্তদ্বয়ে পরিবিরাজিত-গুচ্ছযুগ্ম-
বিভ্রাজিতেন নবকাঞ্চন-ডোরকেণ।
ক্ষীণং ত্রুটত্যথ কৃশোদরি! চেদিতীব
বধ্নামি ভোস্তব কদাতিভয়েন মধ্যং ॥ ৩২ ॥

কনক-গুণিতমুচ্চৈর্মৌক্তিকং মৎকরাত্তে
তিলকুসুম-বিজেত্রী নাসিকা সা সুবৃত্তং।
মধুমথন-মহালি-ক্ষোভকং হেমগৌরি!
প্রকটতর-মরন্দ প্রায়মাদাস্যতে কিং ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গদেন তব বাম-দোঃ-স্থলে স্বর্ণগৌরি! নব-রত্ন-মালিকাং।
পট্টগুচ্ছ-পরিশোভিতামিমামাজ্ঞয়া পরিণয়ামি তে কদা ॥ ৩৪ ॥

কর্ণয়োরুপরি চক্রশলাকে চঞ্চলাক্ষি! নিহিতে ময়কা তে।
ক্ষোভকং নিখিল-গোপবধূনাং চক্রবদ্‌ভ্রময়তাং মুরশত্রুং ॥ ৩৫ ॥

কদা তে মৃগশাবাক্ষি! চিবুকে মৃগনাভিনা।
বিন্দুমল্লাসয়িষ্যামি মুকুন্দামোদ-মন্দিরে ॥ ৩৬ ॥

দশনাংস্তে কদা রক্তরেখাভির্ভূষয়াম্যহং।
দেবি! মুক্তাফলানীহ পদ্মরাগগুণৈরিব ॥ ৩৭ ॥

উৎখাদিরেণ নব-চন্দ্র-বিরাজিতেন
রাগেণ তে বর-সুধাধর-বিম্বযুগ্মে।
গাঙ্গেয়গাত্রি! ময়কা পরিরঞ্জিতেঽস্মিন্
দংশং বিধাস্যতি হঠাৎ কিমু কৃষ্ণ-কীরঃ ॥ ৩৮ ॥

যৎ প্রান্তদেশ-লবলেশ-বিঘূর্ণিতেন
বদ্ধঃ ক্ষণাস্তবতি কৃষ্ণ-করীন্দ্র উচ্চৈঃ।
তৎ খঞ্জরীট-জয়ি-নেত্র-যুগং কদায়ং
সংপূজয়িষ্যতি জনস্তব কজ্জলেন ॥ ৩৯ ॥

যস্যাঙ্ক-রঞ্জিত-শিরাস্তব মান-ভঙ্গে
গোষ্ঠেন্দ্র-সূনুরধিকাং সুষমামুপৈতি।
লাক্ষারসঃ স চ কদা পদয়োরধস্তে
ন্যস্তো ময়াপ্যতিতরাং ছবিমাপ্স্যতীহ ॥ ৪০ ॥

কলাবতি ! নতাংসয়োঃ প্রচুর-কামপুঞ্জোজ্জ্বলৎ
কলানিধি-মুরদ্বিষঃ প্রকট-রাস-সম্ভাবয়োঃ।
ভ্রমদ্ভ্রমর-ঝঙ্কৃতৈর্মধুর-মল্লিমালাং মুদা
কদা তব তয়োঃ সমর্পয়তি দেবি ! দাসীজনঃ ॥ ৪১ ॥

সূর্য্যায় সূর্য্যমণি-নির্ম্মিত-বেদি-মধ্যে
মুগ্ধাঙ্গি ! ভাবত ইহালিকুলৈর্বৃতায়াঃ।
অর্ঘ্যং সমর্পয়িতুমুৎক-ধিয়স্তবারাৎ
সজ্জানি কিং সুমুখি ! দাস্যতি দাসিকেয়ং ॥ ৪২ ॥

ব্রজপুরপতি-রাজ্ঞ্যা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্নং
বহুবিধমতিযত্নাৎ স্বেন পক্বং বরোরু !।
সপদি নিজ-সখীনাং মদ্বিধানাঞ্চ হস্তৈ-
র্মধুমথন-নিমিত্তং কিং ত্বয়া সন্নিধাপ্যং ॥ ৪৩ ॥

নীতান্ন-মদ্বিধ-ললাটতটে ললাটং
প্রীত্যা প্রদায় মুদিতা ব্রজরাজ-রাজ্ঞী।
প্রেম্না প্রসূরিব ভবৎ-কুশলস্য পৃচ্ছাং
ভব্যে বিধাস্যতি কদা ময়ি তাবকত্বাৎ॥ ৪৪॥

কৃষ্ণবক্ত্রাম্বুজোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমাদরাৎ।
দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি! কিমানেষ্যামি তেঽগ্রতঃ॥ ৪৫॥

নানাবিধৈরমৃতসার-রসায়নৈস্তৈঃ
কৃষ্ণপ্রসাদ-মিলিতৈরিহ ভোজ্যপেয়ৈঃ।
হা কুঙ্কুমাঙ্গি! ললিতাদি-সখীবৃতা ত্বং
যত্নান্ময়া কিমুতরামুপভোজনীয়া॥ ৪৬॥

পানায় বারি মধুরং নবপাটলাদি-
কর্পূর-বাসিততরং তরলাক্ষি! দত্ত্বা।
কালে কদা তব ময়াচমনীয়-দন্ত-
কাষ্ঠাদিকং প্রণয়তঃ পরমর্পণীয়ং॥ ৪৭॥

ভোজনস্য সময়ে তব যত্নাদ্দেবি! ধূপ-নিবহান্ বরগন্ধান্।
বীজনাদ্যমপি তৎক্ষণযোগ্যং হা কদা প্রণয়তঃ প্রণয়ামি॥ ৪৮॥

কর্পূরপূর-পরিপূরিত-নাগবল্লী-
পর্ণাদি-পূগ-পরিকল্পিত-বীটিকাং তে।
বক্ত্রাম্বুজে মধুরগাত্রি! মুদা কদাহং
প্রোৎফুল্ল-রোম-নিকরৈঃ পরমর্পয়ামি॥ ৪৯॥

আরাত্রিকেণ ভবতীং কিমু দেবি! দেবীং
নির্ম্মঞ্ছয়িষ্যতিতরাং ললিতা প্রমোদাৎ।
অন্যালয়শ্চ নব-মঙ্গলগান-পুষ্পৈঃ
প্রাণার্ব্বুদৈরপি কচৈরপি দাসিকেয়ং॥ ৫০॥

আলীকুলেন ললিতা-প্রমুখেন সার্দ্ধ-
মাতন্বতী ত্বমিহ নির্ভর-নর্ম্মগোষ্ঠীং।
মৎপাণি-কল্পিত-মনোহর-কেলিতল্প-
মাভূষয়িষ্যসি কদা স্বপনেন দেবি!॥ ৫১॥

সম্বাহয়িষ্যতি পদৌ তব কিঙ্করীয়ং
হা রূপমঞ্জরিরসৌ চ করাম্বুজে দ্বে।
যস্মিন্ মনোজ্ঞ-হৃদয়ে সদয়েঽনয়োঃ কিং
শ্রীমান্ ভবিষ্যতিতরাং শুভবাসরঃ সঃ॥ ৫২॥

তবোদগীর্ণং ভোজ্যং সুমুখি! কিল কল্লোল-সলিলং
তথা পাদাম্ভোজামৃতমিহ ময়া ভক্তিলতয়া।
অয়ি প্রেম্না সার্দ্ধং প্রণয়িজনবর্গৈর্বহুবিধৈ-
রহো লব্ধব্যং কিং প্রচুরতর-ভাগ্যোদয়-বলৈঃ॥ ৫৩॥

ভোজনাবসরে দেবি! স্নেহেন স্বমুখাম্বুজাৎ।
মহ্যং ত্বদগতচিত্তায়ৈ কিং সুধাস্তং প্রদাস্যতি॥ ৫৪॥

অপি বত রসবত্যাঃ সিদ্ধয়ে মাধবস্য
ব্রজপতি-পুরমুদ্যদ্রোম-রোমা ব্রজন্তী।
স্খলিত-গতিরুদঞ্চৎ স্বান্ত-সৌখ্যেন কিং মে
কচিদপি নয়নাভ্যাং লপ্স্যসে স্বামিনি! ত্বং॥ ৫৫॥

পার্শ্বদ্বয়ে ললিতয়াথ বিশাখয়া চ
ত্বাং সর্ব্বতঃ পরিজনৈশ্চ পরৈঃ পরীতাং।
পশ্চান্ময়া বিভৃত-ভঙ্গুর-মধ্যভাগাং
কিং রূপমঞ্জরিরিয়ং পথি নেষ্যতীহ॥ ৫৬॥

হুম্বাররবৈরিহ গবামপি বল্লবানাং
কোলাহলৈর্বিবিধ-বন্দিকলাবতাং তৈঃ।
সম্ভ্রাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো-
র্গোবর্দ্ধনাদপি গুরু-ব্রজবন্দিতাদ্ যঃ॥ ৫৭॥

প্রাপ্তাং নিজ-প্রণয়িনী-প্রকরৈঃ পরীতাং
নন্দীশ্বরং ব্রজমহেন্দ্র-মহালয়ং তং।
দূরে নিরীক্ষ্য মুদিতা ত্বরিতং ধনিষ্ঠা
ত্বামানয়িষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্মমাগ্রে॥ ৫৮॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলে কুশলে! প্রবিষ্টা
নত্বা ব্রজেশ-মহিষী-প্রভৃতীর্গুরূস্তাঃ।
হা কুর্ব্বতী রসবতীং রসভাক্ কদা ত্বং
সংমজ্জয়িষ্যসিতরাং সুখ-সাগরে মাং॥ ৫৯॥

মাধবায় নতবক্ত্রমাদৃতা ভোজ্যপেয়-রসসঞ্চয়ং ক্রমাৎ।
তন্বতী ত্বমিহ রোহিণী-করে দেবি! ফুল্লবদনং কদেক্ষ্যসে॥ ৬০॥

ভোজনে গুরুসভাসু কথঞ্চিন্মাধবেন নতদৃষ্টি-মদোৎকং।
বীক্ষ্যমাণমিহ তে মুখপদ্মং মোদয়িষ্যসি কদা মধুরে! মাং॥ ৬১॥

অয়ি বিপিনমটন্তং সৌরভেয়ী-কুলানাং
ব্রজনৃপতি-কুমারং রক্ষণে দীক্ষিতং তং।
বিকল-মতি-জনন্যা লাল্যমানং কদা ত্বং
স্মিত-মধুর-কপোলং বীক্ষ্যসে বীক্ষ্যমাণা॥ ৬২॥

গোষ্ঠেশয়াথ কুতুকাচ্ছপথাদি-পূর্ব্বং
সুস্নিগ্ধয়া সুমুখি! মাতৃপরার্দ্ধতোঽপি।
হা হ্রীমতি! প্রিয়গণৈঃ সহ ভোজ্যমানাং
কিং ত্বাং নিরীক্ষ্য হৃদয়ে মুদমত্র লপ্স্যে॥ ৬৩॥

আলিঙ্গনেন শিরসঃ পরিচুম্বনেন
স্নেহাবলোকন-ভরেণ চ খঞ্জনাক্ষি!।
গোষ্ঠেশয়া নব-বধূমিব লাল্যমানাং
ত্বাং প্রেক্ষ্য কিং হৃদি মহোৎসবমাতনিষ্যে॥ ৬৪॥

হা রূপমঞ্জরি সখি! প্রণয়েন দেবীং
ত্বদ্‌বাহুদত্ত-ভুজবল্লরিমায়ত্তাক্ষীং।
পশ্চাদহং কলিত-কামতরঙ্গরঙ্গাং
নেষ্যামি কিং হরি-বিভূষিত-কেলিকুঞ্জং॥ ৬৫॥

সাকং ত্বয়া সখি! নিকুঞ্জগৃহে সরস্যাঃ
স্বস্যাস্তটে কুসুম-ভাবিত-ভূষণেন।
শৃঙ্গারিতং বিদধতী প্রিয়মীশ্বরী সা
হাহা ভবিষ্যতি মদীক্ষণগোচরঃ কিং॥ ৬৬॥

শ্রুত্বা বিচক্ষণ-মুখাদ্‌ব্রজরাজসূনোঃ
শস্তাভিসার-সময়ং সুভগেঽত্র হৃষ্টা।
সূক্ষ্মাম্বরৈঃ কুসুম-সংস্কৃত-কর্ণপূর-
হারাদিভিশ্চ ভবতীং কিমলঙ্করিষ্যে॥ ৬৭॥

নানা-পুষ্পৈঃ ক্বণিত-মধুপৈর্দেবি! সংভাবিতাভি-
র্মালাভিস্তদ্‌ঘুসৃণ-বিলসৎ-কাম-চিত্রালিভিশ্চ।
রাজদ্বারে সপদি মদনানন্দদাভিখ্য-গেহে
মল্লীজাতৈঃ শশিমুখি! কদা তল্পমাকল্পয়ামি॥ ৬৮॥

শ্রীরূপমঞ্জরি-করার্চ্চিত-পাদপদ্ম-
গোষ্ঠেন্দ্র-নন্দন-ভুজার্পিত-মস্তকায়াঃ।
হা মোদতঃ কনকগৌরি! পদারবিন্দ-
সম্বাহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে॥ ৬৯॥

গোবর্দ্ধনাদ্রি-নিকটে মুকুটেন নর্ম্ম-
লীলা-বিদগ্ধ-শিরসাং মধুসূদনেন।
দানচ্ছলেন ভবতীমবরুধ্যমানাং
দ্রক্ষ্যামি কিং ভ্রুকুটি-দর্পিত-নেত্রযুগ্মাং॥ ৭০॥

তব তনুবর-গন্ধাসঙ্গি-বাতেন চন্দ্রা-
বলি-কর-কৃত-মল্লী-কেলিতল্পাচ্ছলেন।
মধুরমুখি! মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং
মধুপমিব কদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে॥ ৭১॥

সমন্তাদুন্মত্ত-ভ্রমরকুল-ঝঙ্কার-নিকরৈ-
র্লসৎ-পদ্মস্তোমৈরপি বিহগ-রাবৈরপি পরং।
সখীবৃন্দৈঃ স্বীয়ৈঃ সরসি মধুরে প্রাণপতিনা
কদা ক্রীড়ন্ত্যামস্তে শশিমুখি! নবং কেলি-নিবহং॥ ৭২॥

সরোবর-লসত্তটে মধুপগুঞ্জি-কুঞ্জান্তরে
স্ফুটৎ-কুসুম-সঙ্কুলে বিবিধ-পুষ্প-সংঘৈর্মুদা।
অরিষ্ট-জয়িনা কদা তব বরোরু! ভূষাবিধি-
বিধাস্যত ইহ প্রিয়ং মম সুখাব্ধিমাতন্বতা॥ ৭৩॥

স্ফীত-স্বান্তং কয়াচিৎ সরভসমচিরেণার্প্যমাণৈর্বরোদ্য-
ন্নানা-পুষ্পোরু-গুঞ্জাফল-নিকর-লসৎ-কেকিপিঞ্ছ-প্রপঞ্চৈঃ।
সোৎকম্পং রচ্যমানঃ কৃতরুচি-হরিণোৎফুল্লমঙ্গং বহন্ত্যাঃ
স্বামিন্যাঃ কেশপাশঃ কিমু মম নয়নানন্দমুচ্চৈর্বিধাতা॥ ৭৪॥

মাধবং মদনকেলি-বিভ্রমে
মত্তয়া সরসিজেন জবত্যা।
তাড়িতং সুমুখি! বীক্ষ্য কিঞ্চিয়ং
গূঢ়-হাস্য-বদনা ভবিষ্যতি॥ ৭৫॥

সুললিত-নিজ-বাহ্বাশ্লিষ্ট-গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ
সুবলিততর-বাহ্বাশ্লিষ্ট-দীব্যদ্গতাং সা।
মধুর-মদন-গানং তন্বতী তেন সার্দ্ধং
সুভগমুখি! মুদং মে হা কদা দাস্যসি ত্বং॥ ৭৬॥

জিত্বা পাশক-খেলায়ামাচ্ছিদ্য মুরলীং হরেঃ।
ক্ষিপ্তাং ময়ি ত্বয়া দেবি ! গোপয়িষ্যামি তাং কদা ॥ ৭৭ ॥

অপি সুমুখি ! কদাহং মালতী-কেলিতল্পে
মধুর-মধুর-গোষ্ঠীং বিভ্রতীং বল্লভেন।
মনসিজ-সুখদেহস্মিন্মন্দিরে স্মের-গণ্ডাং
সপুলক-তনুরেষা ত্বাং কদা বীজয়ামি ॥ ৭৮ ॥

আয়াতোদ্যৎ-কমল-বদনে ! হন্ত লীলাভিসারা-
দ্গত্যাটোপৈঃ শ্রম-বিলুলিতং দেবি ! পাদাব্জ-যুগ্মং।
স্নেহাৎ সম্বাহয়িতুমপি হ্রীপুঞ্জ-মূর্ত্তেঽপ্যলজ্জং
নামগ্রাহং নিজ-জনমিমং হা কদা নোৎস্যসি ত্বং। ৭৯ ॥

হা নপ্ত্রি, রাধে ! তব সূর্য্যভক্তেঃ
কালঃ সমুৎপন্ন ইতঃ কুতোঽসি।
ইতীব রোষান্মুখরা লপন্তী
সুধেব কিং মাং সুখয়িষ্যতীহ ॥ ৮০ ॥

দেবি ! ভাষিত-পীযূষং স্মিত-কর্পূর-বাসিতং।
শ্রোত্রাভ্যাং নয়নাভ্যাং তে কিং নু সেবিষ্যতে ময়া ॥ ৮১ ॥

কুসুম-চয়ন-খেলাং কুর্ব্বতী ত্বং পরীতা
রসললিত-সখীভিঃ প্রাণনাথেন সার্দ্ধং।
কপট-কলহ-কেল্যা কাপি রোষেণ ভিন্না
মম হৃদমভিবেলাং ধাস্যসে ভ্রূযুগে ! কিং ॥ ৮২ ॥

নানাবিধৈঃ পৃথুল-কাকুভরৈরসহ্যৈঃ
সংপ্রার্থিতঃ প্রিয়তয়া তব মাধবেন।
মন্মান-ভঙ্গ-বিধয়ে সদয়ে! জনোঽয়ং
ব্যগ্রঃ পতিষ্যতি কদা ললিতা-পদান্তে॥ ৮৩॥

প্রীত্যা মঙ্গল-গীতনৃত্য-বিলসদ্বীণাদি-বাদ্যোৎসবৈঃ
শুদ্ধানাং পয়সাং ঘটৈর্বহুবিধৈঃ সংবাসিতানাং ভৃশং।
বৃন্দারণ্য-মহাধিপত্য-বিধয়ে যঃ পৌর্ণমাস্যা স্বয়ং
ধীরে! সংবিহিতঃ স কিং তব মহাসেকো ময়া দ্রক্ষ্যতে॥ ৮৪॥

ভ্রাত্রা গোযুতমত্র মঞ্জুবদনে! স্নেহেন দত্তালয়ং
শ্রীদাম্না কৃপণাং প্রতোষ্য জটিলাং রক্ষাখ্য-রাকাক্ষণে।
নীতায়াঃ সুখ-শোক-রোদনভরৈস্তে সংদ্রবন্ত্যাঃ পরং
বাৎসল্যাজ্জনকৌ বিধাস্যত ইতঃ কিং লালনাং মেহগ্রতঃ॥৮৫॥

লজ্জয়ালি-পুরতঃ পরতো মাং গহ্বরং গিরিপতের্বত নীত্বা।
দিব্য-গানমপি তৎ স্বরভেদং শিক্ষয়িষ্যসি কদা সদয়ে! ত্বং॥৮৬॥

যাচিতা ললিতয়া কিল দেব্যা লজ্জয়া নতমুখীং গণতো মাং।
দেবি! দিব্য-রসকাব্য-কদম্বং পাঠয়িষ্যসি কদা প্রণয়েন॥ ৮৭॥

নিজকুণ্ড-তটীকুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমর-সঙ্কুলে।
দেবি! ত্বং কচ্ছপী-শিক্ষাং কদা মাং কারয়িষ্যসি॥ ৮৮॥

বিহারৈস্ত্রুটিতং হারং গুম্ফিতুং দয়িতং কদা।
সখীনাং লজ্জয়া দেবি! সংজ্ঞয়া মাং নিদেক্ষ্যসি॥ ৮৯॥

স্বমুখান্মমুখে দেবি! কদা তাম্বুল-চর্ব্বিতং।
স্নেহাৎ সর্ব্বদিশো বীক্ষ্য সময়ে ত্বং প্রদাস্যসি॥ ৯০॥

নিবিড়-মদনযুদ্ধে প্রাণনাথেন সার্দ্ধং
দয়িত-মধুর-কাঞ্চী যা মদাদ্বিস্মৃতাসীৎ।
শশিমুখি! সময়ে তাং হন্ত সন্তাল্য ভঙ্গ্যা
ত্বরিতমিহ তদর্থং কিং ত্বয়াহং প্রহেয়া ॥ ৯১ ॥
কেনাপি দোষ-লবমাত্র-লবেন দেবি!
সন্তাড্যমান ইহ ধীরমতে! ত্বয়োচ্চৈঃ।
রোষেণ তল্ললিতয়া কিল নীয়মানঃ
সংরক্ষ্যতে কিমু মনাক্ সদয়ং জনোঽয়ং ॥ ৯২ ॥
তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি! ত্বং নয় মাং চরণান্তিকং ॥ ৯৩ ॥
স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি! সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদং।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥ ৯৪ ॥
হে শ্রীসরোবর! সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ।
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং
হা দর্শয়াত্ম কৃপয়া মম জীবিতং তাং ॥ ৯৫ ॥
ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী
ত্বমসি সমবয়স্ত্বান্নর্ম্ম-ভূমির্যদস্যাঃ।
ইতি সুমুখি বিশাখে! দর্শয়িত্বা মদীশাং
মম বিরহ-হতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ ॥ ৯৬ ॥
হা নাথ গোকুল-সুধাকর! সুপ্রসন্ন-
বক্ত্রারবিন্দ! মধুরস্মিত! হে কৃপার্দ্র!।

যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ায়া-
স্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়-সেবনায় ॥ ৯৭ ॥

লক্ষ্মীর্যদঙ্ঘ্রি-কমলস্য নখাঞ্চলস্য
সৌন্দর্য্য-বিন্দুমপি নার্হতি লব্ধুমীশে!।
সা ত্বং বিধাস্যসি ন চেন্মম নেত্রদানং
কিং জীবিতেন মম দুঃখ-দবাগ্নিদেন ॥ ৯৮ ॥

আশাভরৈরমৃত-সিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু! বকারিণাপি ॥ ৯৯ ॥

ত্বঞ্চেৎ কৃপাময়ি! কৃপাং ময়ি দুঃখিতায়াং
নৈবাতনোরতিতরাং কিমিহ প্রলাপৈঃ।
ত্বৎ-কুণ্ডমধ্যমপি তদ্বহুকালমেব
সংসেব্যমানমপি কিং নু করিষ্যতীহ ॥ ১০০ ॥

অয়ি প্রণয়শালিনি! প্রণয়পুষ্ট-দাস্যাপ্তয়ে
প্রকামমতি-রোদনৈঃ প্রচুর-দুঃখ-দগ্ধাত্মনা।
বিলাপ-কুসুমাঞ্জলির্হৃদি নিধায় পাদাম্বুজে
ময়া বত সমর্পিতস্তব তনোতু তুষ্টিং মনাক্ ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ-দাসগোস্বামি-বিরচিতঃ
শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি-স্তবঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীভাষা-বিলাপকুসুমাঞ্জলি।

বন্দোঁ গুরু-পদতল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
যাঁহার প্রসাদে বিঘ্ন-নাশ।
অভীষ্ট পূরণ হয়, পাপ তাপ পরাজয়,
ভক্তি-সিদ্ধি যাহাতে উল্লাস॥
হৃদয়ের অন্ধকার, অজ্ঞান-কৈতব আর,
বিনাশিয়া দিলা দিব্য-জ্ঞান।
সে চরণে রাখি মতি, অবনী লোটায়ে নতি,
শ্রীগুরু-ভকতি মোর প্রাণ॥
বৈষ্ণবের পদদ্বন্দ্ব, দন্তে তৃণ ধরি বন্দোঁ,
যা হ'তে অবিদ্যা পায় নাশ।
বৈষ্ণবের পদরেণু, জন্মে জন্মে তাহা বিনু,
অন্য ধনে নাহি অভিলাষ॥
জয় গৌরভক্তগণ, জয় রূপ সনাতন,
জয় জয় রঘুনাথ দাস।
ভাগবত-শাস্ত্র-মর্ম্ম, প্রেমভক্তিময় ধর্ম্ম,
গ্রন্থ বহু করিলা প্রকাশ॥
তার মধ্যে এক গ্রন্থ, প্রেমভক্তিরসকন্দ,
নাম তার কুসুম অঞ্জলী।

তাহে এক স্তব হয়, রাধিকার সেবাময়,
প্রার্থনা—"বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি" ॥
শোধিতে এ দুষ্ট মন, করি এই আকিঞ্চন,
ভাষারূপে করিতে বর্ণনা।
আমি মূর্খ অল্পজ্ঞানী, বর্ণিবারে নাহি জানি,
অপরাধ না ল'বে ভক্তজনা ॥ ০ ॥

বন্দোঁ মোর দীক্ষাগুরু, প্রেমভক্তি-কল্পতরু,
শ্রীযদুনন্দন নাম যাঁর।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি, তাঁর পদে রহু মতি,
জন্মে জন্মে প্রভু যে আমার ॥
উন্নত-প্রভাবযুত, কৃপাময় অদভুত,
প্রেমভক্তিদাতা-শিরোমণি।
মো হেন অধম জনে, কৃপামৃত-বরিষণে,
অভিষিক্ত করিলা আপনি ॥ ১ ॥

মোর গেহ-মহাকূপ, অতি ভয়ঙ্কর রূপ,
জলহীন অতি সুদুস্তর।
জীবন-উপায়-শূন্য, অপার সে দুঃখপূর্ণ,
তাহে পড়ি হ'য়েছি কাতর ॥

পতিত-তারণ কেবা, মো সম পতিতে যেবা,
নিজ-গুণে করিবে উদ্ধার।
অধম জনার বন্ধু, অতি সান্দ্র-দয়া-সিন্ধু,
কৃপা-রজ্জু করিয়া বিস্তার॥
বান্ধিয়া আমার গলে, উঠাইলা অবহেলে,
করুণা-প্রকৃতি হেন যাঁর।
চরণ-সরোজ-পাশে, রাখিলা এ দীন-দাসে,
তরাইলা দুঃখের পাথার॥
কৃপা করি তার পরে, শ্রীস্বরূপ-দামোদরে,
যিনি মোরে কৈলা সমর্পণ।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-পায়, বিকাইয়া আপনায়,
কায়-মনে লইনু শরণ॥ ২॥

জয় জয় শিক্ষাগুরু প্রভু সনাতন।
দয়ার সাগর দীন-পতিত-পাবন॥
বৈরাগ্য ও ভক্তিরস একত্র লইয়া।
মোরে পান করাইলা যতন করিয়া॥
আমি অনিচ্ছুক মন্দমতি সুপামর।
যাচিয়া করাল' পান কৃপার সাগর॥
পর দুঃখে দুঃখী হেন নাহি ধরাতলে।
আশ্রয় লইনু তাঁর চরণ-কমলে॥ ৩॥

হে স্বামিনি ! বৃন্দাবনেশ্বরি ! ।
তোমার বিবহানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
অত্যুৎকট সহিতে না পারি ॥
আমি এ অধমা দাসী, সদা দুঃখ-নীরে ভাসি,
হইয়াছি কাতর-অন্তর ।
বসি গোবর্দ্ধন-পাশে, তোমার দরশ-আশে,
সেবা লাগি কাঁদি নিবস্তর ॥
সকল ব্যাপার ত্যজি, তব পদ-ধ্যানে মজি,
কতিপয় কবিতা রচিয়া ।
করি অতি বিলপন, প্রণয়-অমৃত-কণ,
দিয়া মোরে জুড়াও আসিয়া ॥ ৪ ॥

শুন শুন অয়ি দেবি ! শ্রীমতী রাধিকা ।
তোমার বিযোগ-দুঃখ-সমুদ্র অধিকা ॥
আমি তো পড়িযা আছি তাহার উদবে ।
সতত সন্তপ্ত অতি হ'তেছি অন্তরে ॥
নিরালম্ব তায় আমি না জানি সাঁতার ।
তোমার যে কৃপামাত্র ভবসা আমাব ॥
সে প্রবল কৃপা-তরি দিধা এ সময়ে ।
লহ তুলি নিজ-পদ-পঙ্কজ-আলয়ে ॥ ৫ ॥

তব অদর্শন-, কাল-ভুজঙ্গম-,
দংশনে মৃতের প্রায় ।

কি বলিব হায়, বিরের আশায়,
জীবন জলিয়া যায় ॥
দেবি ! তোমার মহিমা না জানি।
সঁপি কায়-মনে, ও রাঙ্গা-চরণে,
শরণ লইনু আমি ॥
তব পদতলে, প্রফুল্ল কমলে,
অলক্ত-ভেষজ ভায়।
তা দিয়া ত্বরিত, কর সঞ্জীবিত,
এই ভিক্ষা দাসী চায় ॥ ৬ ॥

শুন দেবি ! নিবেদন, আমি তব দাসীজন,
চির পাদপদ্ম-সেবা-রতা।
তোমার বিরহানলে, সদা মোর তনু জ্বলে,
দাবানলে যেন বনলতা ॥
তব ক্ষণ-নিরীক্ষণ, অমৃতের প্রস্রবণ,
কণামাত্র চাহি আমি তার।
কৃপা করি কর দান, বাঁচাও দাসীর প্রাণ,
তোমা বই গতি নাহি আর ॥ ৭ ॥

হে সুমুখি রাধে ! কি কহব হায় !।
তব শ্রীচরণ-তল, যেন ফুল্ল-শতদল,
স্বপনেও না হেরিনু আর ॥

তাহে যে পরাগরেণু, পটবাস সম জনু,
ভূষণ-স্বরূপ অনুপাম।
কবে তাহা শিরে ধরি, বাড়াইয়া সুমাধুরী,
উত্তমাঙ্গ হবে সার্থ-নাম॥
এ বড় ভরসা মনে, তব কৃপা-মহাধনে,
স্বপনেও না হব বঞ্চিত।
সখীগণ মাঝে তব, চিহ্নিত হইয়া রব,
সদা এই মনের বাঞ্ছিত॥ ৮॥

(পটবাস—ফল্গু বা ফাগু প্রভৃতি সুগন্ধি চূর্ণ।)

হাহা শ্রীমতি রাধিকে! মঙ্গল-স্বরূপে!।
আমার শ্রবণ-দ্বন্দ্ব বধির অনুপে॥
তোমার নূপুর-ধ্বনি সুধা-পারাবার।
সে ধ্বনি পশিবে কবে শ্রবণে আমার॥
পশিয়া অভীষ্ট-সিদ্ধ্যে আনন্দ বাড়াবে।
বধিরতা-ব্যাধি মোর সমূলে নাশিবে॥ ৯॥

হায় দেবি! কবে হবে সুদিন এমন।
শারদ-পূর্ণিমা-নিশি, জ্যোৎস্না-প্লাবিত দিশি,
অভিসারে করিবে গমন॥
মনে বড় ভয় পাই, দিশি দিশি নেহারই,
নেত্র-ভৃঙ্গ হইবে চঞ্চল।

চাহিতে নয়ন-কোণে, শ্যামল শ্রীবৃন্দাবনে,
বিকশিবে কুবলয়-দল ॥
সে কৃপা-কটাক্ষ-কণে, কবে এ দাসীর পানে,
চাহিবে গো নিজ-করুণায়।
এই সে সুখের সার, ইহা বিনু কিছু আর,
নাহি চাই তুয়া রাঙ্গা-পায় ॥ ১০ ॥

শুন অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরি!।
যেই হৈতে ব্রজ-মাঝে, তব পরিচর্য্যা-কাজে,
নিয়োজিলা শ্রীরূপমঞ্জরী ॥
কৃপা করি দু'নয়নে, চাহিলা দাসীর পানে,
তদবধি বাড়িল পিয়াস।
তোমার চরণ-যুগে, উজ্জ্বল অলক্ত-রাগে,
দর্শন করিতে অভিলাষ ॥
ত্রিভুবনে অনুপম, শ্যামরূপ মনোরম,
তাহা হেরি যত সুখ পাই।
চরণ-কমলে তব, যাবকের চিহ্ন-সব,
দরশনে সুখ অধিকাই ॥ ১১ ॥

হে প্রফুল্ল-কমলাক্ষি! তব সরোবর।
বিকসিত-সরোরুহ-কুলেতে উজর ॥

সরস-সানন্দ-ভৃঙ্গ-সঙ্ঘ-উল্লসিত ।
মধুর নির্ম্মল নীল সলিলে পূরিত ॥
ভুবনে অতুল তব প্রিয় সরোবর ।
যদবধি হৈল মোর নয়ন-গোচর ॥
সেই হৈতে মনে বড় লালসা জন্মিল ।
তুয়া দাস্যরসে মোর মন ডুবি গেল ॥ ১২ ॥

তোমার চরণ-পদ্ম, প্রেমভক্তি-রস-সদ্ম,
দাসী-ভাবে সেবা বিনা তার ।
জীবনে মরণে হায়, মন মোর নাহি চায়,
সখীত্বাদি অন্য কিছু আর ॥
না জানি সখ্যের গুণ, তাই দেবি ! পুনঃপুন,
তব সখ্যে মোর নমস্কার ।
যদি বল লজ্জা পাই, সখীত্বেরে নাহি চাই,
কিন্তু মনে বাসনা তাহার ॥
শুন দেবি ! নিবেদন, সে লালসা কদাচন,
নাহি উঠে আমার হৃদয় ।
তব দাস্যরসে মোর, সদা মন রহু ভোর,
এই সত্য জানিবে নিশ্চয় ॥ ১৩ ॥

নখ-বিদলিত মরি, হে হরিপ্রিয়া-গর্ব্ব-গৌরি,
তব পদ-কমল-যুগলে ।

কি সুন্দর শোভা পায়, অলক্তক-রাগ তায়,
যবাদিক চিহ্ন ঝলমলে ॥
সে সৌভাগ্য-চিহ্নে কবে, বাহু সুচিহ্নিত হবে,
পাদ-পদ্ম সেবিব যখন।
কাতরে তোমার পায়, দাসী এই ভিক্ষা চায়,
অভিলাষ করহ পূরণ ॥
চরণ-কমল সেবা, সেই ধন মোরে দিবা,
সে যে মোর প্রাণ অধিকাই।
নাহি মোরে উপেক্ষিবা, সেই সেবা কবে দিবা,
তাহা বিনু আন নাহি চাই ॥ ১৪ ॥

হে দেবি রাধিকে! কবে তব বাহ্যাগার।
আনন্দে করিব নিত্য সংস্কার তাহার ॥
মধুর সলিল দিয়া প্রণালী পাখালিব।
নিজ-কেশ-পাশে পরে মার্জ্জনা করিব ॥
বর-ধূপ-গন্ধে পুন করি সুবাসিত।
আপনা কৃতার্থ মানি হব পুলকিত ॥ ১৫ ॥

শুন শুন অয়ি দেবি! হে কৃষ্ণ-ভাবিনি!।
প্রভাত হইলে কবে অন্য গৃহে আনি ॥
কর্পূর-মিশ্রিত শুদ্ধ মৃত্তিকা আনিয়া।
চরণে অর্পিব তব যতন করিয়া ॥

সুধাংশু-কিরণে স্নিগ্ধ সুশীতল জল।
কর্পূর-বাসিত তাহা অতি নিরমল॥
পদ পাখালিব শেষে সে নীর-ধারায়।
পুন কেশ-পাশে কবে মুছাইব তায়॥ ১৬॥

শুন দেবি শ্রীরাধিকে! মোর নিবেদন।
পাখালি চরণ-পদ্ম মাজিয়া দশন॥
গৃহান্তরে বসিবে যবে স্নানের লাগিয়া।
সেইকালে তব নেত্র-ইঙ্গিত পাইয়া॥
স্নান-যোগ্য শাটী আনি পরাব যতনে।
চারু অঙ্গে সুবাসিত তৈল-উদ্বর্ত্তনে॥
নিযুক্ত হইবে এই কিঙ্করী তোমার।
এমন সৌভাগ্য হায়! হবে কি আমার॥ ১৭॥

অয়ি জিত-কৃষ্ণ-পদ্মমুখি ঠাকুরাণি!।
এ দাসীর অভিলাষ পূর্ণ কর তুমি॥
কলসী কলসী করি সেই জল ভরি।
তব প্রিয়তমা সখী ললিতা সুন্দরী॥
নিরমল-নীর ঘনসারেতে শোধিত।
সুগন্ধি পুষ্পেতে পুন করিয়া বাসিত॥
তোমার অগ্রেতে মোরে করিবে অর্পণ।
সেই ঘটচয় আমি করিয়া ধারণ॥

তব বর-অভিষেক বিধান করিব।
হায় হায়! হেন ভাগ্য কবে বা লভিব ॥ ১৮ ॥

মোর নিবেদন পুন, রাই শশিমুখি! শুন,
স্নান-ক্রিয়া হৈলে সমাপন।
অতি সুকোমল কায়া, দিব তাহা মুছাইয়া,
লয়ে সূক্ষ্ম পাটের বসন ॥
তাহে আনন্দিত হই, দিশি দিশি নেহারই,
নেত্র-মীন করিবে চঞ্চল।
দূরে ফেলি আর্দ্র বাসে, রক্তাম্বর দিয়া শেষে,
আবরিব নিতম্ব-মণ্ডল ॥
পুন দিব্য নীলাম্বরে, দিয়া তব শিরোপরে,
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিব পুনরায়।
নাহি মোরে উপেক্ষিবা, এই সেবা মোরে দিবা,
হর্ষ-পুলকিত হবে কায় ॥ ১৯ ॥

(পাটের বসন—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়।)

পুন পাদপদ্ম দুটী, পাখালিব পরিপাটী,
সুবাসিত জলে সযতনে।
নিজ-কেশ-পাশ দিয়া, দিব তাহা মুছাইয়া,
বসাইব বিচিত্র আসনে ॥

শুন শুন ব্রজরাজ-নন্দন-দয়িতে!।
আঁচরি চাঁচর কেশ, বেণী বনাইতে বেশ,
বসিবে এ দাসী হর্ষ-চিতে॥
নানা ফুলে গাঁথি মালা, ভরিয়া কুসুম-ডালা,
নর্ম্মদা আনিবে ত্বরা করি।
কবে তাহা প্রীত হৈয়া, সেই ফুল-মালা লৈয়া,
বিরচিব বিচিত্র কবরী॥ ২০॥

(নর্ম্মদা—নর্ম্মদা নামে মালাকার-কন্যা।)

জিনি পূর্ণ শরদিন্দু, দিয়া মৃগমদ-বিন্দু,
তিলক রচিয়া দিব ভালে।
কুঙ্কুম-কস্তূরী-পঙ্কে, তব চারু গৌর অঙ্গে,
লেপন করিব কুতূহলে॥
নানাবিধ গন্ধসারে, তব স্তন-যুগোপরে,
চিত্রিত করিব সযতনে।
করুণ-নয়নে হের, দাসী অঙ্গীকার কর,
সেবা দিয়া রাখহ চরণে॥ ২১॥

সিন্দূরের রেখা তব সীমন্ত উপরি।
রচিত করিব রত্ন-শলাকায় করি॥
আমার কল্পিত সেই সুদৃশ্য সিন্দূর।
অলকা সহিত শোভা হবে কি প্রচুর॥ ২২॥

হে দেবি! কবে তব হইবে করুণা।
অরুণ সুগন্ধি রসে, তিলকের চারিপাশে,
বিন্দু সব করিব রচনা॥
অতীব সম্ভ্রম-ভরে, ধীর সুনিপুণ করে,
কল্পনা কবিব মনোহব।
মাদক-ঔষধি-প্রায, হেরি তার সুষমায়,
উন্মত্ত হইবে বংশীধর॥ ২৩॥

অয়ি কৃষ্ণ-মনোহর-ববোরু-শালিনি!।
জগ মাঝে অনুপাম, কন্দর্প-বন্ধন-দাম—
তব শ্রুতিযুগ বিলাসিনি!॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি, তাঁর চিত্ত-মদ-কবী,
বন্ধন করয়ে অনায়াসে।
সে চারু শ্রবণ-দ্বয়ে, কবে সুখান্বিতা হ'য়ে,
পরাইব বর-অবতংসে॥ ২৪॥

হে সুন্দরি! শুন শুন মোব নিবেদন।
কৃষ্ণ যেন নাহি হেরে, এই অভিলাষ ক'রে,
কঞ্চুলিকা লইয়া যখন॥
তোমার বক্ষোজ'পবে, সঁপিলাম যত্ন ক'রে,
হেনকালে আসি শ্যামরায়।

কঞ্চুলিকা উন্মোচিয়া, প্রেমে পুলকিত-হিয়া,
আলিঙ্গন করিলা তোমায় ॥
স্বয়ং কঞ্চুলিকা-রূপে, আবরিলা স্তনযুগে,
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়নিধি জানি।
তাই এ কঞ্চুলি হায়! কিবা প্রয়োজন তায়,
বৃথা মোর প্রয়াস স্বামিনি! ॥ ২৫ ॥

বিপরীত ক্রীড়ারসে হে কনক-গৌরি!।
শ্রান্ত-অবশ-কায়, হইবেন শ্যামরায়,
তাঁর বক্ষঃ-শয্যার উপরি ॥
শোভিত যে প্রেমখনি, তোমার হৃদয়খানি,
নানা মণি-মুকুতা মিলা'য়ে।
গাঁথিয়া সুচারু হার, ল'য়ে দাসী উপহার,
দিবে কবে তাহাতে পরা'য়ে ॥ ২৬ ॥

হে ইন্দীবরাক্ষি রাধে! কৃষ্ণ-ভৃঙ্গ আকর্ষিতে,
তোমা বই নাহি কেহ আর।
তোমার যুগল করে, মণিময় অলঙ্কারে,
সাজাইব বাসনা আমার ॥
কনক-চম্পক-কলি, সুন্দর অঙ্গুলিগুলি,
অঙ্গুরী পরায়ে দিব তায়।

হেরি সেই শোভারাশি, প্রীত হবে কৃষ্ণশশী,
দাসী ব'লে রাখ নিজ পায়॥ ২৭॥

শুন রাধে সুলোচনে! তব রাঙ্গা শ্রীচরণে,
পরাইব কনক-নূপুর।
চলিবে গো যেই ক্ষণ, মজায়ে শ্যামের মন,
বাজিবে গো মধুর মধুর॥
কনক-কমলদল, পদাঙ্গুলি যে সকল,
তাহে দিব অঙ্গুলি-ভূষণ।
তব ক্ষীণ কটিতটে— শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পীঠে,
কাঞ্চীদামে করিব শোভন॥ ২৮॥

সুন্দর মৃণাল-প্রায়, বাহু-দ্বয় শোভা পায়,
কৃষ্ণ-মন-হংস যাহা হেরি।
কভু ধৈর্য্য নাহি ধরে, কবে আমি হর্ষ-ভরে,
বিনম্রা হইয়া সুকুমারি!॥
সুগঠিত মণিচয়ে, কনক-কঙ্কণ-দ্বয়ে,
বাহু-দ্বয় করিব ভূষিত।
কিম্বা চাই অন্য বেশ, কর দেবি! সুনির্দ্দেশ,
তাই দিয়া সাজাব ত্বরিত॥ ২৯॥

বৃন্দাবনে রাসোৎসবে, ব্রজরাজ-সুত যবে,
তব কণ্ঠ কৈল আলিঙ্গন।

তাহাতে সৌভগভর, তব কণ্ঠ মনোহর,
লয়ে কবে কণ্ঠ-আভরণ ॥
পেয়ে তব কৃপাদেশে, পরাব সে কণ্ঠদেশে,
সদা মনে করি এ বাসনা।
হে সুভগে! তুমি কবে, করুণা-নয়নে চাবে,
পুরাইবে দাসীর কামনা ॥ ৩০ ॥

দুষ্ট শঙ্খচূড় আসি, বৃন্দাবনে পরবেশি,
তোমা ল'য়ে কবে পলায়ন।
সেই কালে প্রলম্বারি, তাহার বিনাশ করি,
শিরোমণি করিলা গ্রহণ ॥
পুন অতি রুষ্ট হৈয়া, মধুমঙ্গলেরে দিয়া,
তোমারে দিলেন উপহার।
সেই স্যমন্তকমণি, সকল শোভার খনি,
কৌস্তুভের সহ মৈত্রী যার ॥
মুকুতার মালা গাঁথি, মণিরাজ দিব তথি,
পরাইব তোমার গলায়।
হে সুমুখি! কহ কবে, এই সেবা মোরে দিবে,
দাসী করি রাখিবে নিজ পায় ॥ ৩১ ॥

শুন দেবি! আমার আশয়।
অয়ি রাধে কৃশোদরি! বৃন্দাবন-অধীশ্বরি!
কটি তব ক্ষীণ অতিশয় ॥

পাছে তাহা ভাঙ্গি যায়, এ আশঙ্কা করি তায়,
বন্ধন করিব স্বর্ণডোর।
দু' পাশে থোপনা তার, কিবা শোভা চমৎকার,
কটিদেশ করিবে উজোর ॥ ৩২ ॥

শুন পুন হে রাধিকে! কনক-বরণাধিকে!
তিলফুল জিনি নাসামূলে।
নির্ম্মল-মুকুতা-বৃন্তে, গাঁথিয়া কনক-সূত্রে,
পরাইব নিজ-করে তুলে ॥
হেরি সে মুকুতাফল, মকরন্দ ঢলঢল,
শ্যাম-অলি হইবে মোহিত।
আর বা কহিব কিবা, এই সেবা মোরে দিবা,
এই মোর মনের বাঞ্ছিত ॥ ৩৩ ॥

কবে স্বর্ণ-গৌরি! কহ, কনক-অঙ্গদ সহ,
তুয়া বাম বাহুকে বেড়িয়া।
নব রত্নমালা গাঁথি, পট্টগুচ্ছ দিয়া তথি,
পরাইব তব আজ্ঞা পাঞা ॥ ৩৪ ॥

চঞ্চল-নয়নি রাধে! এই মোর মনসাধে,
তুয়া পদে করি নিবেদন।
কর্ণ-দ্বয়ে চমৎকার, চক্রশালা অলঙ্কার,
করেছি যে সুখে সমর্পণ ॥

নিখিল গোপীর মন, করে যেই বিমোহন,
সেই শ্যামচাঁদে অনায়াসে।
সর্ব্বদা চক্রের ন্যায়, ভ্রমণ করাবে হায়,
সে শোভার দরশ-পিয়াসে॥ ৩৫॥

কুরঙ্গ-নয়নি রাধে! চিবুক তোমার।
শ্রীকৃষ্ণের লোভনীয় প্রমোদ-আগার॥
মৃগমদ-বিন্দু তাহে করিব রচনা।
কত দিনে হায়! মোর পূরিবে বাসনা॥ ৩৬॥

পদ্মরাগ-মণি-সূত্রে গাঁথা মুক্তামালা।
অরুণ-রেখায় যথা অধিক উজলা॥
তেমতি তোমার দেবি! দশনের পাঁতি।
অরুণ-রেখায় কবে করিব সুভাঁতি॥ ৩৭॥

কনক-বরণি রাধে! কবে আমি মনসাধে,
সুধাধার অধর তোমার।
কর্পূরের সুসংযোগে, উৎকৃষ্ট খদির-রাগে,
রঞ্জিত করিব চমৎকার॥
অতুলিত সুষমায়, পক্ব বিম্বফল-প্রায়,
হবে তাহা অতি সুশোভন।
নিরখিয়া শ্যাম-শুক, হইবেন সমুৎসুক,
মনসুখে করিবে দংশন॥ ৩৮॥

খঞ্জন-নয়নি রাই! ক্ষণে নেত্রকোণে চাই,
বদ্ধ কর কৃষ্ণ-করিরাজে।
সে নয়ন কবে মরি! কজ্জলে রঞ্জিত করি,
সাজাইব সুমোহন সাজে॥ ৩৯॥

ভাঙ্গিতে দুর্জ্জয় মান, চরণে লোটায় কান,
লাক্ষারসে শির রঞ্জে তাঁর।
তাহাতে সে শিরশোভা, অধিক বাড়য়ে কিবা,
অনুপম সৌভাগ্য বিস্তার॥
কবে সেই লাক্ষারসে, তব পদ-অধোদেশে,
রঞ্জিত করিব নিজ-করে।
সর্ব্ব-কান্তি-গর্ব্ব টুটি, উঠিবে মাধুরী ফুটি,
নিরখিব দু'নয়ন ভ'রে॥ ৪০॥

তুমি কলাবতী, কৃষ্ণ পূর্ণ কলানিধি।
সুপ্রচুর কামপুঞ্জ উজ্জ্বল অবধি॥
প্রকট মধুর রাস-রস-সম্ভাবেতে।
নত স্কন্ধদেশ তব কৃষ্ণে সুখ দিতে॥
সেই নত-স্কন্ধে ফুল্ল-মল্লিকার মালা।
যাহাতে ভ্রমর-কুল লোভে করে খেলা॥
কবে এই দাসীজন করিবে অর্পণ।
পুলকে ভরিবে তনু আনন্দে মগন॥ ৪১॥

(সম্ভাবেতে—মিলনে।)

হে সুমুখি ! সেবাপ্রাণা সখীগণ প্রতি।
সর্ব্বদা প্রসন্নমুখী দেখি তোমা অতি ॥
সখীগণ-পরিবৃতা সূর্য্যের মন্দিরে।
উৎকণ্ঠিতা হৈবে যবে সূর্য্য-পূজা তরে ॥
সূর্য্যমণি-বিনির্ম্মিতা অরুণ বেদীতে।
ভক্তিভাবে বসিবেক সূর্য্যে অর্ঘ্য দিতে ॥
হে মুগ্ধাঙ্গি ! হেনকালে পূজার সম্ভার।
কবে যোগাইব আমি ইঙ্গিতে তোমার ॥ ৪২ ॥

নন্দরাণী যশোদার অনুমতি পেয়ে।
আপনি করিবে পাক হর্ষযুক্ত হ'য়ে ॥
মিষ্ট অন্ন বহুবিধ পায়সাদি করি।
কৃষ্ণ-প্রীতিকর যত স্বাদু সুমাধুরী ॥
পাঠাইবে ললিতাদি সখী-হস্তে দিয়া।
যশোদার স্থানে কৃষ্ণ-সেবার লাগিয়া ॥
মো হেন দাসীরে কিবা পাঠাবে যতনে।
এমন সুদিন রাধে ! হবে কত দিনে ॥ ৪৩ ॥

হে রাধিকে মঙ্গলরূপিণি ! ।
তোমার আদেশ পেয়ে, বিবিধ মিষ্টান্ন ল'য়ে,
যাব কবে যথা নন্দরাণী ॥

আনন্দে সে সব থুঞা, ললাটে ললাট দিয়া,
জননীর মত স্নেহ-ভরে।
তোমার কুশল-কথা, জিজ্ঞাসিবে শ্রীযশোদা,
তব নিজ-সখী জানি মোরে॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ-মুখাম্বুজোচ্ছিষ্ট পরম-আদরে।
ধনিষ্ঠা আনিয়া পরে দিবে তুয়া তরে॥
সে প্রসাদ আনি তব অগ্রে দিব কবে।
এ দাসীর অভিলাষ কবে বা পূরিবে॥ ৪৫ ॥

নানাবিধ ভোজ্য পেয় স্বাদু রসায়ন।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ সহ অমৃত-উপম॥
ললিতাদি-সখীবৃতা অয়ি কুঙ্কুমাঙ্গি ! ।
ভোজন করা'ব যত্নে হ'য়ে কবে রঙ্গী॥ ৪৬ ॥

পাটলাদি পুষ্প আর কর্পূর-বাসিত।
সুমধুর জল দিব পানের নিমিত্ত॥
আচমন দন্তকাষ্ঠাদি আনি যত্ন ক'রে।
সমর্পিব তরলাক্ষি ! কবে প্রীতি-ভরে॥ ৪৭ ॥

আনন্দিত হৈয়া যবে করিবে ভোজন।
সুবাসিত ধূপ দিয়া করিব বীজন॥
হে শ্রীরাধিকে ! হে মোর প্রাণের ঈশ্বরি ! ।
এই কৃপা কর যেন নিতি ইহা করি॥ ৪৮ ॥

সুগন্ধি-কর্পূর-পূর্ণ নাগবল্লী-পর্ণ।
গুবাকাদি-বিমিশ্রিত বীটিকা সম্পূর্ণ॥
কবে মুখাম্বুজে তব অর্পণ করিব।
কবে পুলকিত-তনু আনন্দে হইব॥ ৪৯॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী তুমি হে দেবি রাধিকে।।
আনন্দে ললিতা সখী, হইয়া প্রফুল্লমুখী,
নিশ্মঞ্ছন করিবে তোমাকে॥
সুগন্ধি প্রদীপ জ্বালি, অপর অর্ব্বুদ আলি,
মহানন্দে হ'য়ে একপ্রাণ।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যবে, আরতি করিবে সুখে,
গাহিবে মঙ্গল-স্তুতি-গান॥
এ দাসীর অভিলাষ, বিছাইয়া কেশপাশ,
আরতি করিব সে সময়।
তুয়া প্রিয় এই সেবা, কবে বা আমারে দিবা,
ইহা বিনা চিতে নাহি লয়॥ ৫০॥

কেলি-বিলাসের তরে, বিছাইব নিজ-করে,
মনোহর কুসুম-শয়ন।
ললিতাদি সখী সনে, প্রিয়-নর্ম্ম-আলাপনে,
কবে তাহে করিবে শয়ন॥ ৫১॥

এমন সুদিন হায়! কবে হবে মোর।
কবে পাদ-সম্বাহনে, নিয়োজিবে দাসী-জনে,
আনন্দে বহিবে প্রেম-লোর॥
শ্রীরূপমঞ্জরী যেই, শ্রীকর-কমল দুই,
সম্বাহন করিবে হরষে।
মনোজ্ঞ-হৃদয়ে অয়ি! কবে রাধে কৃপাময়ি!
আনি দিবে সে শুভ দিবসে॥ ৫২॥

হে সুমুখি! কহ কবে, হেন ভাগ্যোদয় হবে,
বন্ধুগণ সহিত মিলিয়া।
এ ব্রজমণ্ডল ভূমে, এই প্রেম-শান্তিধামে,
ভক্তিলতা-প্রায় নত হৈয়া॥
চর্ব্বিত তাম্বূল তব, লভিব তাহার লব,
অতিশয় প্রীতি-সহকারে।
পাদ-প্রক্ষালন-জল, সুধা-ধারা অনর্গল,
অভিষিক্ত হব লৈয়া শিরে॥ ৫৩॥

ভোজনের অবসরে মোরে স্নেহ করি।
শ্রীমুখ হইতে সুধা-উচ্ছিষ্ট-মাধুরী॥
নিজ-পদ-গত-চিত্ত আমারে জানিয়া।
কবে মোর মুখে দিবে কিঙ্করী বলিয়া॥ ৫৪॥

কৃষ্ণ লাগি রন্ধনেতে নন্দের ভবনে।
রোমাঞ্চিত-কলেবরে করিবে গমনে॥

উদ্গত হইবে তব মনের আনন্দ।
স্খলিত হইবে গতি যবে মন্দ মন্দ॥
হে স্বামিনি! হেন দিন হবে কি আমার।
দু' নয়নে সেই লীলা দেখিব তোমার॥ ৫৫॥

দুই পার্শ্বে ললিতা বিশাখা দুই জন।
চৌদিকে বেষ্টিত আর সব সখীগণ॥
তোমাকে বেড়িয়া আমি যাব পাছে পাছে।
পথ-শ্রমে ক্ষীণ কটি ভাঙ্গি পড়ে পাছে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে সযত্নে ধরিয়া।
যাবেন কি ব্রজপথে তোমারে লইয়া॥ ৫৬॥

ব্রজের বন্দিত যেই গিরি-গোবর্দ্ধন।
তার চেয়ে নন্দীশ্বর অতি সুশোভন॥
কপিলার হম্বারবে সদা মুখরিত।
গোপগণ কোলাহল করে চারিভিত॥
বন্দীগণ নিরন্তর করে স্তুতি-গান।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের অতি রম্য স্থান॥ ৫৭॥

সেই নন্দীশ্বরে ব্রজপতির আলয়ে।
নিজ-প্রণয়িনীগণে পরিবৃত হ'য়ে॥
উপস্থিত হৈবে যবে তোমা দেখি দূরে।
আগুসরি ধনিষ্ঠা ধাইবে ত্বরা ক'রে॥

অতি হৃষ্ট হৈয়া সমাদরে আনি তবে।
আমার সম্মুখে হায়! বসাইবে কবে॥ ৫৮॥

ব্রজেন্দ্র-মহিষী আদি যত গুরুজনে।
নমস্কার করি আগে সবার চরণে॥
কোমল চরণ-পদ্ম প্রক্ষালন করি।
পাকশালে প্রবিষ্ট হইবে রসে ভরি॥
এইরূপে নিজ-লীলা দর্শন করা'বে।
সুখের সাগরে মোরে কবে ডুবাইবে॥ ৫৯॥

ভোজ্য পেয় রস সব ক্রমেতে করিয়া।
কৃষ্ণ-সেবা লাগি দেবি! নতমুখী হৈয়া॥
রোহিণী দেবীকে দিবে প্রফুল্ল-বদনে।
তাহা আমি কবে হায়! হেরিব নয়নে॥ ৬০॥

গুরুজন সনে, বসিয়া ভোজনে,
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যবে।
আনত-বদনে, অতি সাবধানে,
তুয়া মুখ নিরখিবে॥
সে কটাক্ষ-সদ্ম, কৃষ্ণমুখ-পদ্ম,
হেরি :তব শ্রীবদন।
প্রফুল্ল হইবে, হেরি তাহা কবে,
হৃষ্ট হবে মোর মন॥ ৬১॥

গো-কুল-রক্ষণ ব্রত করিয়া গ্রহণ।
সর্ব্বদা বিপিনে যিনি করেন ভ্রমণ॥
উৎকণ্ঠিতা যশোমতী সদা যাঁর তরে।
লালন পালন করে অতি স্নেহ-ভরে॥
সেই সে ব্রজেন্দ্র-সুত তোমারে হেরিয়া।
মৃদু-হাস্যোৎফুল্ল হ'য়ে রহিবে চাহিয়া॥
তুমিও তাঁহার পানে করিবে ঈক্ষণ।
কবে আমি সেই লীলা করিব দর্শন॥ ৬২॥

মাতৃকোটী হৈতে স্নিগ্ধ মাতা যশোমতী।
কৌতুকে দিবেন তেঁহো অনেক শপথি॥
ভোজন করাবে তোমা প্রিয়গণ সঙ্গে।
লজ্জাবতী হ'য়ে করিবে ভোজন রঙ্গে॥
হে সুমুখি! কবে ইহা দর্শন করিব।
আনন্দ-সাগর মাঝে ডুবিয়া রহিব॥ ৬৩॥

খঞ্জন-নয়নি রাই! তোমার বদন চাই,
নন্দরাণী অতি স্নেহ-ভরে।
হৃদয়ে চাপিয়া ধরি, মস্তক চুম্বন করি,
নববধূ-প্রায় সমাদরে॥
পালন করিবে যত, হেরিয়া উল্লাস তত,
মম হৃদি মাঝে উথলিবে।

এই কৃপা কর মোয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
সেবা দিয়ে চরণে রাখিবে ॥ ৬৪ ॥

মোরে কৃপা কর সখি শ্রীরূপমঞ্জরি ! ।
তব করে প্রীত হ'য়ে, নিজ-কর-পদ্ম থুয়ে,
দাঁড়ায়ে যে স্বভাব-সুন্দরী ॥
কমল-আয়ত আঁখি, কৃষ্ণে আগে নাহি দেখি,
কৃষ্ণপ্রেম-অগাধ-পাথারে ।
ডুবিয়াছে চিত যার, কবে কৃষ্ণ-অভিসার,
করাইব সেই শ্রীরাধারে ॥
সে কাম-তরঙ্গ-রঙ্গা, কৃষ্ণ জন্য সদাকাঙ্ক্ষা,
কেলিকুঞ্জে কৃষ্ণের সহিতে ।
মিলন করা'ব আমি, এই কৃপা কর তুমি,
আর কিছু নাহি ভায় চিতে ॥ ৬৫ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরি সখি ! মোরে কর দয়া ।
তব কৃপা না হইলে, কুঞ্জসেবা নাহি মিলে,
সদা মোরে দেহ পদ-ছায়া ॥
রাধাকুণ্ড-তীর-শোভা, কুঞ্জগৃহ মনোলোভা,
তোমা সহ তাহার মাঝারে ।
যবে রাধা মদীশ্বরী, প্রেম-সোহাগেতে ভরি,
প্রাণকান্ত ব্রজেন্দ্র-কুমারে ॥

নানা পুষ্প-আভরণে, সাজাইবে সযতনে,
যে অঙ্গে যেমন শোভা পায়।
সে রহস্য-লীলা কবে, নয়ন-গোচর হবে,
জীবন সার্থক তবে তায়॥ ৬৬॥

কৃষ্ণ-অভিসার-কাল, শুনিব যখন ভাল,
বিচক্ষণ-শুকের বদনে।
তবে অতি হৃষ্ট হ'য়ে, সূক্ষ্ম পট্টশাটী ল'য়ে,
পরাইব তোমারে যতনে॥
কর্ণপূর রচি ফুলে, দিব তুয়া কর্ণে তুলে,
গলে দিব কুসুমের হার।
হে দেবি! তোমারে কবে, সাজাইব এইরূপে,
দিয়া হেন পুষ্প-অলঙ্কার॥ ৬৭॥

'মদনানন্দদ' নামে নিকুঞ্জ-ভবন।
ভূষিত করিব কবে তাহার তোরণ॥
মধুপ-গুঞ্জিত চারু পুষ্পমালা দিয়া।
সাজাইব তাহা অতি বিচিত্র করিয়া॥
কাম-সন্দীপক বহু চিত্র সুশোভন।
সুগন্ধি কুসুমে পুন করিব অঙ্কন॥
গৃহ-মধ্যে কেলিতল্প মল্লিকা-কুসুমে।
কবে বিরচিব দেবি কৃষ্ণ-মনোরমে!॥ ৬৮॥

হে কনক-গৌরি ! মোর নিবেদন শুন।
এই কৃপা অঙ্গীকার কর তুমি পুন॥
নিজ বাহু'পরে রাখি মস্তক তোমার।
শয়ন করিবে যবে ব্রজেন্দ্র-কুমার॥
কৃষ্ণপদ-সম্বাহনে শ্রীরূপমঞ্জরী।
সেই কালে হইবেন অধিক আগোরী॥
আমি তব শ্রীচরণ-কমল-যুগলে।
মন্দ মন্দ সম্বাহন করিব কুতূহলে॥ ৬৯॥

গোবর্দ্ধনগিরি-তটে হে কৃষ্ণমোহিনি !।
নর্ম্মলীলা-বিদগ্ধের মহাশিরোমণি॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যবে দানলীলা-ছলে।
তব পথ রোধ করি দাঁড়াবেন বলে॥
ভ্রূকুটী করিয়া তুমি দর্পিত-নয়ানে।
কামশর পূরি তুমি চাবে তাঁর পানে॥
এ দাসীর প্রতি তুয়া হেন দয়া হবে।
সেই নর্ম্ম-লীলা আমি নিরখিব কবে॥ ৭০॥

হে মধুরমুখি রাধে ! ভ্রমর যেমন।
মধু-লোভে অন্য পুষ্পে করয়ে গমন॥
তব অঙ্গ-গন্ধ-বাহী পবনের ঘ্রাণে।
সেইরূপ কৃষ্ণচন্দ্র আকুলিত-প্রাণে॥

চন্দ্রাবলী-কর-কৃত-মল্লী-পুষ্পময়।
কেলিতল্প পরিহরি তব সঙ্গাশয়॥
রাধাকুণ্ড-তীরে আসি মিলিত হইবে।
তা দেখিয়া দর্প আমি করিব বা কবে॥ ৭১॥

হরি! হরি! হেন ভাগ্য হবে কি আমার!।
কবে তুয়া কুণ্ড রাধে! হেরিব গো মনসাধে,
অনুপম শোভার আধার॥
সরসীর চারি ধারে, ভ্রমর ঝঙ্কার করে,
ফুটিয়াছে কমল-নিকর।
শোভাময় চারি কূল, নানাবিধ পক্ষীকুল,
কলরব করে নিরন্তর॥
সখীগণ সহ রঙ্গে, প্রাণপতি কৃষ্ণ সঙ্গে,
নব নব ক্রীড়া তার তীরে।
হেন ভাগ্য মোর হবে, দর্শন করিব কবে,
পরশিব তার পূত নীরে॥ ৭২॥

তব সরোবর-তীরে, অলি-গুঞ্জ কুঞ্জান্তরে,
ফুটিয়াছে কুসুম-নিকর।
অরিষ্ট-বিজয়ী কৃষ্ণ, যবে তাহা ল'য়ে হৃষ্ট,
বিরচিবে ভূষণ সুন্দর॥

সে ভূষণ দিয়া তোমা, সাজাইবে মনোরমা,
হেরিব গো থাকি কুঞ্জ-দ্বারে।
কবে দিয়া পদছায়া, করিবে গো এই দয়া,
ভাসাইবে প্রেমের পাথারে ॥ ৭৩ ॥

আধ-বিকশিত নানা কুসুম-নিকর।
নবগুঞ্জা-মালা শিখি-পুচ্ছ মনোহর ॥
কোন সখী তাহা ল'য়ে প্রফুল্ল-অন্তরে।
সরভস-পুলক-বিবশ-কলেবরে ॥
কৃষ্ণ-করে অবিলম্বে করিবে অর্পণ।
সমাদরে ল'য়ে তাহা ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
শ্রীরাধার কেশ-পাশ করিবে ভূষিত।
কান্তা-স্পর্শ-সুখ হেতু হবে উৎকম্পিত ॥
তাহাতে উৎফুল্ল চিত্ত হবে শ্রীরাধার।
স্বামিনীর সেই কেশ-কান্তি চমৎকার ॥
কতদিনে আমি হায়! হেরিব নয়ানে।
কবে বা ডুবিবে প্রাণ আনন্দ-তুফানে ॥ ৭৪ ॥

কন্দর্প-কেলি-বিভ্রমে প্রমত্ত হইয়া।
তাড়না করিবে কৃষ্ণে লীলাপদ্ম দিয়া ॥
সে রহস্য-লীলা হেরি অন্য সখী সনে।
গূঢ় হাস্যমুখী হব কবে সুবদনে! ॥ ৭৫ ॥

তব বাহুযুগ মরি ! অতি সুললিত ।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাহে হ'য়ে আলিঙ্গিত ॥
নিজ সুললিত বাহু করিলে অর্পণ ।
আনত হইবে তব স্কন্ধ সুশোভন ॥
মধুর মদন-গান কৃষ্ণের সহিতে ।
শুনা'য়ে সুমুখি ! কবে সুখ দিবে চিতে ॥ ৭৬ ॥

কৃষ্ণে পরাজিত করি পাশক-খেলায় ।
বলে হরি নিলে তাঁর মুরলী ত্বরায় ॥
আমাকে ইঙ্গিত করি করিবে ক্ষেপণ ।
কবে তাহা ল'য়ে দেবি ! করিব গোপন ॥ ৭৭ ॥

'কন্দর্প-সুখদ' এই মন্দির-ভিতরে ।
মালতী-কুসুম-কৃত কেলি-তল্পোপরে ॥
হে সুমুখি ! যবে তুমি শ্রীকৃষ্ণের সনে ।
মধুর মধুর গোষ্ঠী করিবে হৃষ্ট-মনে ॥
সে সময় আমি কবে পুলকাঙ্গী হ'য়ে ।
চামর ব্যজন তোমা করিব দাঁড়া'য়ে ॥ ৭৮ ॥

লীলা-অভিসার হেতু চঞ্চল-গমন ।
তাহাতে ব্যথিত তব যুগল চরণ ॥
হে দেবি রাধিকে ! তব শ্রীমুখ-কমল ।
শ্রম-জন্য স্বেদ-জলে করে টল টল ॥

লজ্জামূর্ত্তি হৈয়া তুমি অলজ্জের প্রায়।
স্নেহ-বশে নাম ধরি ডাকিবে আমায়॥
সে সময় কবে তব পাদ-সম্বাহনে।
নিয়োজিবে মোরে হায়! নিজ-জন-জ্ঞানে॥ ৭৯॥

"হা নাতিনি রাধিকে গো! তুমি আছ কোথা।
সূর্য্য-পূজার কাল তব ব'য়ে যায় হেথা॥"
ক্রোধ করি মুখরা ডাকিবে আসি তোমা।
সুধা-প্রায় সিঞ্চন করিবে কি গো আমা॥
সূর্য্য-পূজা-ছলে তোমা মিলা'ব গোবিন্দে।
এই অভিলাষে মোর বাড়িবে আনন্দে॥ ৮০॥

হে দেবি! বচন তব অমৃত-লহরী।
স্মিত-কর্পূরে তার সুগন্ধি মাধুরী॥
শ্রবণে নয়নে কবে করিব সেবন।
দিবানিশি সুধামুখি! এই আকিঞ্চন॥ ৮১॥

হা দেবি রাধিকে! কবে হেন দিন হবে।
অতিশয় সুচতুরা, রসকুটিলতা-ভরা,
সখীগণে সুবেষ্টিত রবে॥
কুসুমিত বৃন্দাবনে, প্রাণনাথ কৃষ্ণ সনে,
কুসুম-চয়ন-খেলা-ছলে।

কপট কলহ করি, নিজ-ভাব পরিহরি,
রোষ-ভরে যাবে দূরে চ'লে॥
সেই ভাব-লীলা মরি! জীবন সফল করি,
হেরিব কবে গো সুনয়নে॥
আনন্দ-সাগর-নীরে, ডুবাইবে কবে মোরে,
রাখিবে গো আপন চরণে॥ ৮২॥

তোমার দুর্জ্জয় মান, ভঞ্জন করিতে কান,
কাতরে বিনয় সহকারে।
সাধিবে তোমারে কত, ধিক্ প্রাণে মানি শত,
করিবেন প্রার্থনা আমারে॥
"হে রতিমঞ্জরি! তোরে, কহি গো শপথ ক'রে,
আজি মোর অপরাধ নাই।
তথাপি আমার প্রতি, তোমার স্বামিনী অতি,
রুষ্টা হৈলা না জানি কি চাই॥
হায় হায়! মোর প্রতি, কে এমন স্নেহবতী,
মিলাইয়া দিবে তার সঙ্গ।"
এই কথা শুনি কাণে, ব্যগ্র কবে হ'ব প্রাণে,
করিতে তোমার মান ভঙ্গ॥
ললিতার পদ ধরি, কহিব বিনয় করি,
জানাইব কৃষ্ণের বেদন।

সদয়া হইয়া তবে, মোর মুখ পানে চাবে,
হরষিত রবে মোর মন ॥ ৮৩ ॥

হায়! মোর হেন ভাগ্য হবে কত দিনে।
হে ধৈর্য্যশালিনি রাধে! এই মোর মনসাধে,
তব অভিষেকোৎসব হেরিব নয়নে ॥
বাজিবে মঙ্গল-বাদ্য, বেণু বীণা মুরজাদ্য,
নৃত্য গীত হবে মনোহর।
সুবাসিত শুদ্ধ বারি, ঘট সব পূর্ণ করি,
পৌর্ণমাসী স্বয়ং তৎপর ॥
অতিশয় প্রীত হৈয়া, তব অভিষেক-ক্রিয়া,
করিবে সযত্নে সম্পাদন।
বৃন্দাবন-মহারাণি! হেরিয়া কবে গো আমি,
সফল মানিব এ জীবন ॥ ৮৪ ॥

হে রাধে! হে সুবদনে! রাখী-পূর্ণিমার দিনে,
তব ভ্রাতা শ্রীদাম আসিয়া।
সে কৃপণা জটিলারে, গো-অযুত দান ক'রে,
সমাদরে তাঁহারে তুষিয়া ॥
আপন আলয়ে যবে, তোমারে লইয়া যাবে,
অতিশয় স্নেহাদর করি।

তথা বহুদিন পরে, মাতা-পিতা দোঁহে হেরে,
অন্তরেতে সুখ উঠে ভরি ॥
কিন্তু দীর্ঘকাল ধ'রে, থাকিয়া শ্বশুর-ঘরে,
মনোমধ্যে দুঃখ অতিশয়।
হর্ষ শোকে সেই কালে, ভাসিবে নয়ন-জলে,
দ্রবীভূত হইবে হৃদয় ॥
তবে অতি স্নেহ-বশে, তব মাতা-পিতা এসে,
করিবেন সযত্নে লালন।
'রোদন সম্বর' ব'লে, নিজে ভাসি আঁখি-জলে,
মুছাইবে তোমার বদন ॥
নিকটে থাকিয়া হায়, সেই লীলা সমুদায়,
নেহারিব মনে অভিলাষ।
কবে সে করুণা হবে, এই সুখ মোরে দিবে,
বাঢ়াইবে অপার উল্লাস ॥ ৮৫ ॥

দিব্য-গীতি-কলা শিখি মম অভিলাষ।
আমি লজ্জাবতী অতি সখীগণ-পাশ ॥
তাহা হেরি হে সদয়ে! করুণা করিয়া।
গোবর্দ্ধনগিরি-কন্দরেতে লৈয়া গিয়া ॥
আগ্রহ করিয়া কবে মোরে শিখাইবে।
এমন সৌভাগ্য হায়! কত দিনে হবে ॥ ৮৬ ॥

শ্রীললিতা আমারে দেখিয়া লজ্জাবতী।
নিবেদিবে তোমারে করুণা করি অতি ॥
কবে দেবি ! গণিয়া আমারে নিজ-গণে।
দিব্য রস-কাব্য-কলা পঢ়াবে যতনে ॥ ৮৭ ॥

তব কুণ্ডতট-কুঞ্জ পরম সুন্দর।
পুষ্প সব বিকসিত গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
কবে দেবি ! সেই কুঞ্জ-কুটীর মাঝারে।
কৃপা করি বীণা শিক্ষা করাবে আমারে ॥ ৮৮ ॥

কন্দর্প-লীলায় তব ছিন্ন প্রিয় হার।
কবে মোরে আজ্ঞা হবে তাহা গাঁথিবার ॥
সখীগণ আগে তুমি লজ্জাবতী হবে।
ইঙ্গিতে আমাবে দেখি ! নিদেশ করিবে ॥ ৮৯ ॥

অনভিজ্ঞ জন পাছে করে দরশন।
এই হেতু সর্ব্ব দিক্ করি নিরীক্ষণ ॥
যথাকালে ল'য়ে নিজ চর্ব্বিত তাম্বূলে।
কবে স্নেহ-বশে মোর মুখে দিবে তুলে ॥ ৯০ ॥

হে রাধিকে ! প্রাণনাথ কৃষ্ণ সহ যবে।
নিবিড় মদন-যুদ্ধ উপস্থিত হবে ॥

তাহে প্রিয় কাঞ্চী তব হইবে স্খলিত।
প্রেম-দর্পে লৈতে তাহা হইবে বিস্মৃত॥
পুনঃ পরিধান-কালে করি অন্বেষণ।
কোনো স্থানে শশিমুখি! না পাবে যখন॥
তখন তুমি গো তার অন্বেষণে কবে।
ভঙ্গী করি শীঘ্র মোরে প্রেরণা করিবে॥ ৯১॥

হে ধৈর্য্যশালিনি রাধে! এ ব্রজমণ্ডল-মধ্যে,
অতি অল্প দোষের কারণ।
অতিশয় রোষ-ভরে, ধরিয়া আনিবে মোরে,
করিবে গো অতি সন্তাড়ন॥
জানিয়া তোমার গুণ, ললিতা আমারে পুন,
ল'য়ে যাবে তোমার সকাশে।
না রহিবে রোষ তবে, তব কৃপাদৃষ্টি হবে,
পূরিবে গো মম অভিলাষে॥ ৯২॥

জীবনে মরণে নিতি, তুমি সে আমার গতি,
আমি তোমারি রাধে! তোমারি।
তোমা বিনা এ জীবন, বুঝিলাম অকারণ,
ভার মাত্র বহি সদা ফিরি॥
ইহা জানি কবে মোরে, দাসী অঙ্গীকার ক'রে,
নিজ-পাদপদ্মে দিবে স্থান।

সে স্নিগ্ধ চরণ-ছায়, কবে বা জুড়াবে হায়,
এই মোর তাপিত পরাণ ॥ ৯৩ ॥

চঞ্চল-নয়নি রাই! এই ভিক্ষা তোমা চাই,
এই মোর মনের বাসনা।
তব কুণ্ড অতি সান্দ্র-, প্রেম-বিলাসের কেন্দ্র,
এই স্থানে করিয়া করুণা ॥
বাস মোরে দিবে নিতি, নিত্য মোর হবে স্থিতি,
কুতূহলে রহিব পড়িয়া।
প্রিয়-নর্ম্ম সখী সনে, প্রেম-লীলা-দরশনে,
আনন্দে ভাসিবে কবে হিয়া ॥ ৯৪ ॥

ওহে রাধাকুণ্ড! মোর শুন নিবেদন।
তোমার পুলিনে রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রেম-রঙ্গে কত ক্রীড়া করে নিরন্তর।
শ্রীরাধার প্রিয় তুমি কৃষ্ণ-প্রিয়তর ॥
অতএব সেই মোর জীবন-ঈশ্বরী।
শ্রীরাধারে দর্শন করাও কৃপা করি ॥ ৯৫ ॥

হে বিশাখা-দেবি! নর্ম্ম-ভূমি রাধিকার।
সমবয়ঃ হেতু সঙ্গ না ছাড়ে তোমার ॥

বিরহ-কাতরা আমি মোরে দয়া করি।
দর্শন করাও সেই প্রাণের ঈশ্বরী॥
হে সুমুখি! তব কৃপা সমধিক জানি।
দেখাইয়া শ্রীরাধারে বাঁচাও পরাণি॥ ৯৬॥

হা নাথ গোবিন্দ! গোকুলের সুধাকর।
কৃপা-দৃষ্টিপাত কিছু কর আমা'পর॥
হে মধুর-স্মিত! ফুল্ল-কমল-বদন!।
সুপ্রসন্ন দেখি তোমা লইনু শরণ॥
প্রিয়তমা রাধিকার সহ যেই স্থানে।
বিহর প্রণয়-ভরে সদা হৃষ্ট-মনে॥
তথাকারে লহ মোরে আপন করিয়া।
মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি কর প্রিয় সেবা দিয়া॥ ৯৭॥

হে ঈশ্বরি! নিবেদি চরণে।
পাদপদ্ম-নখ তব, তার কান্তি-কণা-লব,
কমলাও না পায় ধেয়ানে॥
সেই প্রিয়-পদ-সেবা, সেই ধন মোরে দিবা,
পুন মোরে দেহ চক্ষু-দান।
তব রূপ লীলা হেরি, জীবন সার্থক করি,
ইহা বই নাহি ভিক্ষা আন॥

যদি কৃপা নাহি করো, তবে প্রাণ নাহি ধরোঁ,
কেন ভার বহি অকারণ।
নানা দুঃখ-দাবানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
তার চেয়ে মঙ্গল মরণ ॥ ৯৮ ॥

অতিশয় আশা-ভরে, অমৃতের পারাবারে,
এত কাল করিনু যাপন।
যদি কোন ক্লেশ পাই, তোমার করুণা চাই,
ক্ষণ-তরে না করি গণন ॥
কিন্তু হে বরোরু রাধে! আমার এই মনসাধে,
যদি না পূরাও কৃপা করি।
তবে প্রাণে, ব্রজবাসে, এই শ্যাম পীতবাসে,
প্রয়োজন কি আছে আমারি ॥ ৯৯ ॥

শুন শুন কৃপাময়ি রাই!।
এ দীন দুঃখিনী জনে, যদি কৃপাকণা-দানে,
নাহি তুষ' ক্ষণে মুখ চাই ॥
তবে এ প্রলাপ-গাথা, নিশ্চয় হইবে বৃথা,
যেন মিছা অরণ্যে রোদন।
তব কুণ্ড-মধ্যভাগে, অতি প্রেম-অনুরাগে,
এত কাল করিনু সেবন ॥

তাহে কি করিবে হায়, তুমি যদি ঠেল পায়,
সকলি হইবে অকারণ।
মো হেন অধম জনে, কর কৃপা নিজ-গুণে,
অকপটে লইনু শরণ ॥ ১০০ ॥

প্রণয়-শালিনি অয়ি! হে রাধে! হে কৃপাময়ি!
দিবানিশি পুড়ি দুঃখানলে।
প্রীতি-পুষ্ট তব দাস্য, এই মোর অভিলাষ্য,
কবে মোরে দিবে দাসী ব'লে ॥
প্রাণের প্রলাপগুলি, রচিয়া কুসুমাঞ্জলি,
তুয়া পদে করিনু অর্পণ।
ক্ষণেকের তরে তব, হয় যদি তুষ্টি-লব,
কৃতার্থ হইবে এ জীবন ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীল রসিক দাস মহোদয় বিরচিত
শ্রীশ্রীভাষা-বিলাপকুসুমাঞ্জলি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা ।

প্রথম কুতূহল ।

যৎকারুণ্যং শুচিরস-চমৎকারবারাংনিধীংস্তান্
নৃভ্যো রাধা-গিরিবরভৃতোঃ স্পর্শয়েৎ তর্ষয়েন্নঃ ।
তস্মৈবৈকং পৃষতমচিরাল্লব্ধুমাশাক্ষিদানৈঃ,
সোঽব্যান্মৃত্যোর্দর্শনবিততেঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রূপঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ! কৃপা কর মোরে ।
অপরাধ হয় বহু আমার অন্তরে ॥
তাহা হৈতে রক্ষা মোরে কর দয়াময় ! ।
পুন অপরাধ যেন নাহি উপজয় ॥
রাধা-গিরিধারীর উজ্জ্বল-রস-সিন্ধু ।
তাহার পরশ মোর নাহি এক বিন্দু ॥
করুণা করিয়া তাহা জগজনে দিলা ।
তৃষ্ণা মাত্র আমার হৃদয়ে রহি গেলা ॥
আশা-নেত্র দান দিয়া সে উজ্জ্বল রস ।
অচিরাতে হয় যেন আমার পরশ ॥

একদিন প্রভাতে উঠিয়া নন্দরাণী।
রাধিকার লাগি বহু ভূষণাদি আনি॥
পেটারিতে রাখে তাহা হই হরষিত।
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহা উপনীত॥
'কিবা কর মাতা!'—কৃষ্ণ কহেন আসিয়া।
'কিছু নাহি'—কহে রাণী, রহেন হাসিয়া॥
পুন কৃষ্ণ কহে—"মাতা! পেটারি-ভিতর।
যত্ন করি কিবা রাখ কহ ত উত্তর॥"
মাতা কহে—'পুত্র! ইহা কি কার্য্য শুনিয়া।
শিশু-সঙ্গে খেল গৃহ-বাহিরে যাইয়া॥'
কৃষ্ণ কহে—"মাতা! যদি না কহিবা তুমি।
শুনিবারে ইচ্ছা বড়—না যাইব আমি॥"
শুনিয়া যশোদা তবে কৃষ্ণ প্রতি কয়।
"শুন কৃষ্ণ! ইহাতে যে সব বস্তু হয়॥
চন্দন কর্পূর আর কুঙ্কুম কস্তুরী।
অঙ্গানুলেপন পদ্মরাগাদিক করি॥
ভূষণ লাগিয়া কাঞ্চী কুণ্ডল কঙ্কণ।
অমূল্য বৈদূর্য্য-রত্ন-মুক্তা-হারগণ॥
এ সকল বস্তু এই পেটারি-ভিতরে।
রাখিতেছি—ইহা আমি কহিল তোমারে॥"
কৃষ্ণ কহে—'মাতা ইহা কোন্ প্রয়োজন।
বলরাম লাগি কিবা আমার কারণ॥'

মাতা কহে—"শুন পুত্র! আমার বচন।
যে কহিয়ে আমি তাহা শুন দিয়া মন॥
বলরাম তোমার ভিন্ন পেটারিকা হয়।
অমূল্য-রতন যাতে বহুত আছয়॥"
কৃষ্ণ কহে—"মাতা! তবে কি কারণে কর।
এত বড় স্নেহ তোমার কাহার উপর॥"
রাণী কহে—"শুন বাছা! কহিয়ে তোমারে।
মোর পুণ্যফলে বিধি যেন দিল তোরে॥
তেন প্রাণ-সম মোর ব্রজের ভূষণ।
কোনো কন্যা আছে মোর নয়ন-অঞ্জন॥
তাহার কারণে বস্ত্র অলঙ্কার লৈয়া।
পেটারিতে রাখি—তোরে কহিলাম ইহা॥"
কৃষ্ণ কহে—"কেবা সেই, থাকে কোন্ স্থানে।
অতিশয় স্নেহ তারে কর কি কারণে?॥"
যশোদা কহেন—"সখী কীর্ত্তিদা আমার।
তার কুক্ষি-রত্ন-খনি হৈতে জন্ম যার॥
বৃষভানু-রাজার তপ-উজ্জ্বল-মূরতি।
যে পুছিলে তাহা ত কহিলাম তোমা প্রতি॥
সৌন্দর্য্য সুশীল গুরুকুলে লজ্জাবতী।
সারল্য-বিনয়-যুক্ত হয় যার মতি॥
ব্রহ্মার সৃষ্টি গুণ তাহা হৈতে পর।
সেই রাধা প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ মোর॥"

রাধা-নাম শুনি অঙ্গ পুলকিত হৈল।
পীতাম্বর দিযা কৃষ্ণ সম্ভ্রমে ঢাকিল॥
পুন যশোমতী নিজ-পুত্র প্রতি কয়।
সম্প্রতি আছেন তেঁহো পিতাব আলয॥
তাঁর পতি অভিমন্যু আসিযাছে এথা।
ব্রজেন্দ্র সহিত কহে ব্যবহার-কথা॥
বাহিরেব সভা হৈতে যবে অন্তঃপুবে।
আমা দেখিবাবে আইসে কহিব তাহাবে॥
'তোমা প্রতি আমাব বিশ্বাস অতিশয।
এ পেটারি লৈয়া যাহ আপন আলয॥'
এই সব কথা অভিমন্যু প্রতি আমি।
কহিব মনেব কথা—শুন বাছা! তুমি॥"

হেন কালে লবঙ্গ-নামেতে কোন জন।
আসি রাণী প্রতি বলে মধুব বচন॥
শুন গোষ্ঠরাণি! পূর্ব্বে ডাকিলা যাহাবে।
বঙ্কন টঙ্কন নামে দুই স্বর্ণকাবে॥
বহির্দ্বারে আছে তোমা অপেক্ষা যে করি।
কি আজ্ঞা করিবে তারে—শুন ব্রজেশ্বরি!॥
এ বচন শুনি হরষিত হৈলা রাণী।
ধনিষ্ঠাকে ডাকিয়া কহেন কিছু বাণী॥
শুনহ ধনিষ্ঠা! আমি কহিয়ে তোমারে।
এ পেটারি লৈয়া তুমি রাখ গৃহান্তরে॥

কৃষ্ণ লাগি কিরীট কুণ্ডল আভরণ।
গঢ়াইতে দিব—শীঘ্র করিয়ে গমন॥
ইহা কহি ব্রজেশ্বরী বাহিরে চলিলা।
সুবলাদি-সঙ্গে কৃষ্ণ মন্ত্রণা করিলা॥
একান্তে যাইয়া সেই পেটারি খুলিয়া।
বস্ত্র আভরণ যত বাহির করিয়া॥
ধনিষ্ঠার হস্তে তাহা সব সমর্পিলা।
কৃষ্ণচন্দ্র পেটারিতে যাই প্রবেশিলা॥
সুবলাদি সখা যত কৃষ্ণের বচনে।
পূর্ব্বমত পেটারি বান্ধিলা হর্ষ-মনে॥
দুই তিন ক্ষণে অভিমন্যু তথা আইলা।
যশোদারে আসি তিঁহো প্রণাম করিলা॥
তারে দেখি নন্দরাণী বলেন বচন।
"পেটারিতে থুইলাম রতন-ভূষণ॥
অমূল্য কাঞ্চন-দাম, বাস মনোহর।
কস্তুরিকা-আদি অঙ্গ-লেপন সুন্দর॥
কারো হাতে দিতে মোর বিশ্বাস না হয়।
পেটারি লইয়া তুমি যাহ নিজালয়॥
তোমার গৃহিণী আছে যথা অন্তঃপুরে।
নিভৃতে যাইয়া তুমি সমর্পিবে তারে॥
এই আশীর্ব্বাদ মোর কহিবে তাহারে।
'তব গাত্রোচিত এই যত অলঙ্কারে॥

ইহা লই নিজ-অঙ্গে করহ ভূষণ।
তব পতি-কুলেতে ছুর্ল্লভ সর্ব্বক্ষণ॥
কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিদাতা তুমি ত রাধিকে।।
মোর নেত্র-সুখদায়ী অত্যন্ত অধিকে॥
উজ্জ্বল ভূষণ যত নিজ-অঙ্গে পরি।
চিরজীবী হৈয়া থাক সৌভাগ্যেতে পূরি'॥"
এই কথা শুনি তবে যশোদার মুখে।
অভিমন্যু চলিলেন পাই নিজ-সুখে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া সেই পেটারি লইয়া।
নিজ-গৃহে চলিলেন মস্তকে বহিয়া॥
তার শিরে চড়ি কৃষ্ণ অভিসার করে।
তার ভার্য্যা-নিকটে চলিলা তার ঘরে॥
কৌতুক-সমুদ্রে কৃষ্ণ মগন হইয়া।
হাসি হাসি যান তার মস্তকে বসিযা॥
নিজ-মনে আনন্দ ভাবেন অভিমন্যু।
"বড় ভাগ্য আজি মোর হইলাম ধন্য॥
ভারে অনুমান করি—পেটারি-ভিতরে।
ছুর্ল্লভ কাঞ্চন মণি আছে অলঙ্কারে॥
ইহা দিয়া লক্ষ গাবী কিনিব এখনি।
গোবর্দ্ধন-মল্ল-গৃহে সম্পদ যেমনি॥
তেমতি আমার লক্ষ্মী হইবে সম্প্রতি।"
এত ভাবি গমন করেন হর্ষ-মতি॥

ব্রজরাজ-পুর হৈতে আপন ভবন।
নিকটেতে অভিমন্যু গেলেন যখন॥
তনু পুলকিত নেত্র প্রফুল্ল হইল।
ভার বহে তভু কিছু শ্রম না জানিল॥
পূর্ণানন্দ-ধন কৃষ্ণ জগত-জীবনে।
তারে বহি যায়—শ্রম জানিবে কেমনে॥
গৃহে যাই জটিলারে ডাকে উচ্চরায়।
"হেব আইস মাতা! বড় শুভক্ষণ হয়॥
উত্তম বসন স্বর্ণ-মণি-অলঙ্কার।
বড় ভাগ্যে লভ্য আজি হইল আমার॥
অমূল্য-রতন-পূর্ণ এই যে পেটারি।
শীঘ্র আসি মাতা! ইহা দেখ নেত্র ভরি॥
প্রসন্ন হইয়া রাণী রতন-ভূষণ।
যত্ন করি দিলা তুয়া বধূব কারণ॥
ইহা দিয়া অঙ্গ-ভূষা করুন সত্বরে।
সন্দেশ কহিলা যাহা কহিবে তাহারে॥"
এত কহি অভিমন্যু কহে মাতা প্রতি।
'শুন মাতা! আশীষ কৈল যশোমতী॥'
রাধিকা শুনেন তাহা নিকটে থাকিয়া।
ললিতাদি সহ অতি আনন্দিত হৈয়া॥
এই আশীর্ব্বাদ তুমি কহিবা তাহারে।
"তব গাত্রোচিত এই রত্ন-অলঙ্কারে॥

ইহা লই নিজ-অঙ্গে করহ ভূষণ।
তব পতি-কুলেতে দুর্ল্লভ সর্ব্বক্ষণ॥
কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিদাতা তুমি ত রাধিকে!।
মোর নেত্র-সুখদায়ী অত্যন্ত অধিকে॥
উজ্জ্বল ভূষণ যত নিজ-অঙ্গে পরি।
চিরজীবী হই থাক সৌভাগ্যেতে পূরি॥"
জটিলা সন্তুষ্ট হৈয়া মনে মনে বলে।
"ভাল হৈল যশোমতী এতেক কহিলে॥
অলঙ্কার পাই বধূ মোর পুত্র প্রতি।
জানিলাম এখন প্রসন্ন হবে অতি॥"
হাসিয়া জটিলা তবে পুত্র প্রতি কয়।
"শুন পুত্র! এ পেটারি বড় ভার হয়॥
তোমার ভগিনী—মোর কন্যা—শিশু-প্রায়।
মুঞি অতি জরা—ভার সহনে না যায়॥
গৃহ-মধ্যে শ্রীরাধিকা আপন পালঙ্কে।
বসি আছে যথা নিজ-সখীগণ সঙ্গে॥
এই ত পেটারি তুমি তথায় লইয়া।
শীঘ্রগতি সেই অন্তঃপুরে রাখ যাঞা॥
পেটারিতে আছে যত রতন-ভূষণে।
খসাইয়া তাহা দেখ আপন নয়নে॥"
এত শুনি অভিমন্যু পেটারি লইয়া।
গৃহ-মধ্যে রাখিলেন হরষিত হৈয়া॥

তাহা দেখি সখীগণ অতি হর্ষ-মন।
ললিতার প্রতি রাধা বলেন বচন॥
শুন সখি! আজি মোর বাম কুচ নেত্র।
নর্ত্তন করিছে কেন—এ বড় বিচিত্র॥
শুনিয়া ললিতা তারে কহেন উত্তর।
পেটারিতে আছে জানি বস্তু মনোহর॥
মণীন্দ্র-ভূষণ যেই ব্রজরাণী দিল।
তার প্রাপ্তি লাগি এই মঙ্গল হইল॥
শুন রাধে! তুয়া এই সৌভাগ্য-অবধি।
অমূল্য রতন আনি মিলাইল বিধি॥
পুনর্ব্বার হাসি রাই কহে ললিতারে।
সৌভাগ্যদ কিবা রত্ন ইহার ভিতরে॥
পেটারি দেখিয়া মোর মনে অতিশয়।
আনন্দ বাঢ়িছে তাহা কহনে না যায়॥
অতএব এ পেটারি এখনি খুলিয়া।
অবশ্য দেখিব আমি নয়ান ভরিয়া॥"
এইমত সখী সব হই হরষিত।
বেঢ়িয়া বসিলা পেটারির চারি-ভিত॥
তাহা দেখি আসি রাধা আপনার হাতে।
পেটারির রজ্জু খোলে মহা আনন্দিতে॥
তাহা হৈতে কৃষ্ণ যবে বাহির হইলা।
সখীগণ তবে অতি অপূর্ব্ব মানিলা॥

"এ কি অদভুত বড় !"—এতেক বচন।
যদবধি না কহিলা সহচরীগণ॥
হাসি হাসি করতালী সভে নাহি দিতে।
লজ্জা-সহচরী আসি নাহি জাগাইতে॥
অন্তঃপুরে বসি আছে সব সখীগণ।
অতএব অঙ্গে কারো নাহিক বসন॥
সেই অঙ্গ আসি যবে অনঙ্গ-কুম্ভীরে।
যদবধি আসিয়া সে গ্রাস নাহি করে॥
যদবধি রাধা-আদি যত সখীগণ।
না ঢাকিলা নিজ-অঙ্গ পাইয়া সম্ভ্রম॥
তাহার পূর্ব্বেতে কৃষ্ণ পেটারি হইতে।
বাহির হইলা সভে দেখে আচম্বিতে॥
এক কালে সভার বদন কৃষ্ণচন্দ্র।
চুম্বন করিলা অতি পাইয়া আনন্দ॥
যদি বল এক কৃষ্ণ, অনেক গোপিকা।
কেমনে চুম্বন কৃষ্ণ করিলেন একা॥
কৃষ্ণ তথা হইলেন কায়বূহ-রূপ।
রাসাদিক লীলা যেন অতি অপরূপ॥
হাসিয়া ললিতা তবে কহে রাধা প্রতি।
"ধন্য এ ভূষণ-বস্ত্র, ধন্য গৃহপতি—॥
যে আনিল আপনার মস্তকে বহিয়া।
ধন্য গোষ্ঠেশ্বরী—স্নেহে দিলা পাঠাইয়া

ধন্য এ সন্দেশ যে কহিল নন্দরাণী।
ধন্য অভিমন্যু আর জটিলার বাণী॥
ধন্য এই গৃহ, ধন্য এ সব ভূষণে।
ধন্য পেটারিকা এই খেলিছে নির্জ্জনে॥
জটিলা যশোদারাণী আর অভিমন্যু।
এই তিন জন তোমার গুরুবর্গ মান্য॥
এ তিনের বাক্য তুমি পালন যে কর।
ভূষণ লইয়া শীঘ্র নিজ-অঙ্গে পর॥”
ললিতার এত বাক্য রাধিকা শুনিযা।
লজ্জায় রহিলা রাই নতমুখী হৈযা॥
রাই প্রতি এই বাক্য কহিয়া ললিতা।
কৃষ্ণ প্রতি কহে কিছু হইয়া গর্ব্বিতা॥
“শুন ধূর্ত্ত! বহু বস্ত্র পেটারিতে ভরি।
মোর সখী-কারণে রাখিলা ব্রজেশ্বরী॥
তাহা তুমি চুরি করি কোথায় রাখিয়া।
প্রবিষ্ট হইলা এই পেটারিতে গিয়া॥
সব অলঙ্কার তুমি আনহ সম্প্রতি।
নহিলে কহিয়া দিব জটিলার প্রতি॥
অভিমন্যু রাহন করিয়া আপনার।
রাধিকার প্রতি তুমি কৈলা অভিসার॥
পৃথিবীরে সতী-শূন্য করিবারে চাহ।
আর্য্যারে আনিব—নহে সব আনি দেহ॥

কৃষ্ণ কহে—"ললিতা! শুনহ কিছু কহি।
তুয়া সখী ধূর্ত্ত বড়, আমি ধূর্ত্ত নহি॥
আপনার কর্ম্মে তেঁহো বড়ই নিপুণ।
সাধু হই যেন বসি আছেন এখন॥
পেটারি-ভিতরে বস্তু সুগন্ধি দেখিয়া।
ধনিষ্ঠার হাতে তাহা সব সমর্পিয়া॥
আপনার অঙ্গ আমি সুগন্ধি করিতে।
কৌতুক করিয়া সান্ধাইনু পেটারিতে॥
তব সখী পতি পাঠাইয়া আপনার।
আমারে আনিল এথা করি বলাৎকার॥"
কৃষ্ণ কহে—"ললতা! শুনহ কহি আমি।
আমা দোঁহাকার ন্যায় কর দেখি তুমি॥
যদি মোর দোষ থাকে—তবে দণ্ড কর।
তব ভুজ-ভুজঙ্গম-পাশ দৃঢ়তর॥
তাহে বন্দী হই আমি থাকি দিবারাতি।
এই দণ্ড অঙ্গীকার করিল সম্প্রতি॥"
এইমতে রাধা-কৃষ্ণ-মিলন হইল।
দোঁহে দোঁহা-দরশনে আনন্দ বাঢ়িল॥
অতএব এ লীলা-বিভব যাঁহা হয়।
হেন ব্রজপুর আমি বন্দোঁ সর্ব্বথায়॥
যাঁহা নব-যুবরাজ—নবীন-কিশোরী।
সখীগণ-নেত্র যেন তৃষিত-চকোরী॥

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসুধা-সরোবর পাঞা।
নিরন্তর পান করে নয়ন ভরিয়া॥
ভক্ত সব যাহা নিত্য ধ্যান করে মনে।
কবি সব যাহা নিত্য করয়ে বর্ণনে॥
সকল ভুবন যার কীর্ত্তি পরকাশে।
লক্ষ্মী-আদি করি যাহা করে অভিলাষে॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-পদে করি আশ।
প্রথম-কুতূহল-লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীশ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকার শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয় কৃত ভাষানুবাদে প্রথম কুতূহল সমাপ্ত।

দ্বিতীয় কুতূহল।

প্রাতঃকালে বৃষভানু-সুতা সখী-সঙ্গে।
যমুনা-সিনানেতে চলিলা নানা রঙ্গে॥
তাহা দেখি কুটিলা বড়ই মন্দমতি।
কৃষ্ণেরে দেখিতে গেলা নন্দের বসতি॥
কোন ছলে যাই দেখে—কৃষ্ণ নাই ঘরে।
নিজ-গৃহে আসি তাহা কহে জটিলারে॥

নিজ-মাতার আজ্ঞা লৈয়া কুটিলা তখন।
যমুনার কূলে শীঘ্র করিলা গমন॥
"কি কর্ম্ম করয়ে দোঁহে তথায় যাইয়া।
অবশ্য জানিব আমি সেইখানে গিয়া॥"
এত চিন্তি পদ-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে।
চলি যায় রাধা কৃষ্ণ বিলসে যথাতে॥
হেনকালে সহচরী তুলসী আইলা।
কুঞ্জ-মধ্যে রাধা কৃষ্ণ দেখিতে পাইলা॥
ললিতাদি-সখী-সঙ্গে বসিয়াছে রাধা।
কৃষ্ণ সহ হাস পরিহাসে কহে কথা॥
লীলা-রসে মগ্ন দোঁহা-হৃদয় দেখিয়া।
তুলসী কহেন কিছু ঈষত হাসিয়া॥
"শুন ওহে শ্রীরাধিকা! মদনমোহন!।
শুন ওহে ললিতাদি যত সখীগণ!॥
তুমি সব প্রেম অতি কর বিস্তারিতে।
কন্দর্প-রসের জন্ম সফল করিতে॥
সংপ্রতি শুনহ লঘু কুটিলার কথা।
তোমা সভা দেখিবারে আসিছে সর্ব্বথা॥"
এতেক শুনিল যদি তুলসীর বাণী।
"কোথা সেই, কোথা সেই" কহে সুবদনী॥
সঙ্কোচ হইল চিত্ত—চপল নয়ন।
ভয় পাই সখী সব পুছেন বচন॥

তুলসী কহেন—"এই ষষ্ঠীঘরা-স্থানে।
কুটিলাকে দেখি আমি আইনু সেখানে॥
তোমা সভা কাছে এই সংপ্রতি আসিব।
বুঝিয়া করহ কার্য্য—আর কি কহিব॥"
এতেক শুনিয়া হরি ভাবিয়া অন্তরে।
আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন সভারে॥
"তুমি সব এই কুঞ্জে রহ একক্ষণ।
যাবত কুটিলা নাহি করয়ে গমন॥
তাহারে বঞ্চনা আমি করিব সর্ব্বথা।
সত্য সত্য সভারে কহিল এই কথা॥
অভিমন্যু-বেশ আমি এখনি ধরিব।
সেই রূপে কুতূহল অনেক করিব॥"
এতেক কহিয়া হরি নির্জ্জনেতে গেলা।
বৃন্দাদেবী বস্ত্র ভূষা অনেক আনিলা॥
অভিমন্যু-বেশ কৃষ্ণ হইলা তখন।
সেইমত কণ্ঠস্বর—তেমতি লক্ষণ॥
সেই স্থান হৈতে কৃষ্ণ গমন করিলা।
দূর হৈতে কুটিলাকে দেখিতে পাইলা॥
নানা-কলা-বিদ্—নিজ-কর্ম্মে বিচক্ষণে।
কোন্ কার্য্য অসাধ্য বা আছয়ে ভুবনে॥
কৃষ্ণ কহে—"কুটিলা! তুমি কিসের কারণ।
ব্রজ হৈতে আসি কর বনেতে ভ্রমণ॥"

কুটিলা কহেন—“আমি মাতার আজ্ঞাতে।
বধূ অন্বেষিতে আমি আইনু এথাতে॥”
অভিমন্যু-বেশে কৃষ্ণ কহেন তাহারে।
“কহ দেখি কোথা সেই—কিবা কর্ম্ম করে॥”
কুটিলা কহয়ে—“সেই যমুনা-পুলিনে।
মকর-স্নানের ছলে করিলা গমনে॥”
“সেই স্থানে আছে রাই—জানিল নিশ্চয়।
রমণীর চোর কৃষ্ণ কোথা ?”—পুন কয়॥
কুটিলা কহেন—“তিঁহো স্নান করিবারে।
সেইখানে গেলা—আমি কহিল তোমারে॥
শুন ভ্রাতা! যেবা আজ্ঞা কহ—তাহা করি।
বধূর অন্যায় আমি সহিতে না পারি॥”
তাহা শুনি অভিমন্যু কুটিলার প্রতি।
কহে—“শুন ভগ্নি! কহি—আছয়ে যুগতি॥
যদ্যপি আমার আজি বৃষ হারাইল।
তাহা অন্বেষিতে আমি এথায় আইল॥
সেহো অল্প ব্যথা মোর ভার্য্যার অন্য রীতে।
অনেক সহিল—আর না পারি সহিতে॥
অতএব কংসরাজে যাইয়া কহিব।
ইহার উচিত ফল তারে আমি দিব॥”
কৃষ্ণ কহে—“শুন ভগ্নি! যুক্তি এক কহি।
প্রথমেতে এই কুঞ্জে লুকাইয়া রহি॥

তুমি শীঘ্র বৃন্দাবনে গমন করহ।
চারিদিগে রাধিকারে যাই অন্বেষহ॥
কৃষ্ণ বিহ্নে যদি রাই সখী-সঙ্গে থাকে।
তবে তারে এখানে আনিবে কোনো পাকে॥
কৃষ্ণ যদি থাকে তবে মোরে লৈয়া যাবে।
দূরে হৈতে সাবধান হইয়া দেখিবে॥"
এতেক শুনিয়া তবে কুটিলা তখন।
ভ্রমি ভ্রমি কালি-হ্রুদে করিলা গমন॥
তথায় যাইয়া দেখে—কুঞ্জের ভিতরে।
কেশিতীর্থ-পাশে পুষ্পোদ্যান মনোহরে॥
সকল কানন পূর্ণ পরিমলময়।
সখী-সঙ্গে রাই তাঁহা দেখিবারে পায়॥
কীর্ত্তিদার কীর্ত্তি বন্দি রাধা সুবদনী।
কুটিলারে দেখিয়া কহেন কিছু বাণী॥
"শুনহ কুটিলা! তুমি স্নান করিবারে।
এথাতে আইলা কিবা কহিবা আমারে॥"
কুটিলা কহেন "আমি স্নানে নাহি আসি।"
"কি কার্য্যে আইলা তবে?" রাই কহে হাসি॥
কুটিলা কহেন—"এই তোমা সভাকার।
চরিত্র দেখিতে হৈল গমন আমার॥"
কুটিলা কহেন তবে ললিতার প্রতি।
"নিশ্চয় জানিল আমি তো সভার রীতি॥

কি কারণে এই স্থানে হরি-গন্ধ পাই।
বিদিত হইল কর্ম্ম, ছলে কার্য্য নাই॥"
'হরি' শব্দে কৃষ্ণ আর সিংহকে কহয়।
অর্থ ফিরাইয়া তাহা ললিতা কহয়॥
"শুনহ কুটিলা! যদি সিংহ এথা আছে।
তবে বল আমরা লুকাব কার কাছে॥
মুঞি সব মুগ্ধা বড় ভয় হৈল মনে।
পলাইয়া যাই শীঘ্র আপন ভবনে॥
বড় ভাল হৈল এবে শুনহ কুটিলা!।
যাতে স্নেহ করি তুমি এথায় আইলা॥"
কুটিলা কহেন—"সভে বড় ধর্ম্মবতী।
বনে বিস্তারিছ তুই কুলের কিরীতি॥
কিন্তু গৃহে যাবে—শুন আমার বচন।
অগ্রে বিরাজিত এই নিকুঞ্জ-ভবন॥
তার দ্বার উঘারিয়া দেখাহ আমারে।
কি হয় ইহাতে তা দেখিতে মন করে॥"
হাসিয়া ললিতা তবে কুটিলারে কয়।
"এই গৃহ বনদেবীর"—কহিল নিশ্চয়॥
"শর-শলাকার দেখ কপাট রচিয়া।
কোন্ কর্ম্মে গেলা দেবী দুয়ার মুদিয়া॥
এমন সাহসী কেবা জগত ভরিয়া।
প্রবেশিবে পর-গৃহে দুয়ার খুলিয়া॥

আপন ইচ্ছাতে কেবা দোষভাগী হব।
যে বল সে বল মেনে ইহা না পারিব॥"
কুটিলা কহেন—"সত্য কহিছ ললিতা!।
বড়ই আজুলি তুমি সতী পতিব্রতা॥
জন্ম মধ্যে কখন না যাহ পর-ঘরে।
কিন্তু নিজ-গৃহে আন পর-পুরুষেরে॥
সেই শাস্ত্র পঢ়িবারে এথায় আইলে।
সঙ্গে করি আপনার সখীরে আনিলে॥"
এতেক কহিতে নেত্র অরুণ হইল।
শীঘ্রগতি সেই কুঞ্জ-নিকটেতে গেল॥
পুষ্পের কপাট ভাঙ্গি ত্বরাযুক্ত হৈয়া।
প্রবেশ করিলা সেই কুটীরেতে গিয়া॥
প্রবেশ করিয়া দেখে—কুসুম-শয্যাতে।
রাধা-কৃষ্ণ-হার টুটি পড়ি আছে তাতে॥
হঠাত যাইয়া তাহা হাতে তুলি নিল।
ক্রোধমুখী হৈয়া কুঞ্জ-বাহিরে আইল॥
"এই মাঘ-স্নান বিধিমতে যে করিলা।
তাহাতেই অতিশয় পুণ্য উপার্জ্জিলা॥
পিতৃ-শ্বশুর-কুল দুই করিলে পবিত্র।
বেকত হইল আজি সকল চরিত্র॥
যমুনার কূলে সূর্য্য করি আরাধন।
এথা রহ কিংবা গৃহে করহ গমন॥

শুনহ ললিতা। ইহা থাকি দিবারাতি।
ধর্ম্ম আচরণ কর যেন নিজ-মতি॥
কিবা আছে মনে---শীঘ্র কহিবা আমারে।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত বড় তাহা শুনিবারে॥”
ইহা শুনি চন্দ্রমুখী কুটিলারে কয়।
“কোপ্ কেনে কর—এই হার মোর নয়॥
‘তুয়া ভ্রাতা-দিব্য মোরে’—সত্য করি কহি।
সুপ্রসন্ন হও তুমি—এইমাত্র চাহি॥”
এতেক কহিতে কম্প হইল শরীর।
হুঙ্কার করিয়া গর্জ্জে ঢুলাইয়া শির॥
কুটিলা কহেন—“রাধে! শুনহ বচন।
ইহা থাক—কিংবা গৃহে করহ গমন॥
এইখানে রাজ্য কর সখীগণ সনে।
আমি চলিলাম দেখ আপন ভবনে॥
পৌর্ণমাসী-জটিলার নিকট যাইব।
হার-মাল্য দেখাই উচিত ফল দিব॥”
রাধিকা কহেন—“শুন কুটিলা! বচন।
স্বচ্ছন্দে গৃহেতে তুমি করহ গমন॥
কটু বাক্য কহ কেনে আমা সভাকারে।
হার-মাল্য লই যাই দেখাহ সভারে॥
তাহাতে কিঞ্চিৎ ভয় নাহিক আমার।
মিথ্যা পরিবাদ নাহি দিবে পুনর্ব্বার॥”

এতেক শুনিয়া তবে কুটিলা তখন।
ক্রোধ করি শীঘ্র গোষ্ঠে করিলা গমন॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-কেলি অন্তরে স্ফুরণ।
সখী-সঙ্গে চলি যায় নিজ-নিকেতন॥
অভিমন্যু-বেশে কৃষ্ণ আছেন যথায়।
কুটিলা যাইয়া তারে সব কথা কয়॥
"শুন ভ্রাতা! আজি রাধা সখীগণ-সনে।
কৃষ্ণ-সঙ্গে বিহরিল নিকুঞ্জ-সদনে॥
আমি জিজ্ঞাসিতে বার্ত্তা গোপন করিল।
বধূরে দেখিল মাত্র—কৃষ্ণ না দেখিল॥
কিন্তু একান্তেতে কেলি-পালঙ্ক উপরে।
দোঁহাকার ছিণ্ডিয়া পড়িল মাল্য-হারে॥
এই দেখ সেই হার আপন নয়ানে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য—যে হয় বিধানে॥"
অভিমন্যু কহে—"ভগ্নি! হৈল বড় ভাল।
এই দুই হার-মাল্য হৈল মোর বল॥
ইহা লই শীঘ্র আমি মথুরাতে যাব।
রাজার নিকট যাই সকল কহিব॥
কিন্তু নিজ-গৃহ-কথা অন্যত্র কহিতে।
না হয় উচিত—লাগে কলঙ্ক কুলেতে॥
যদু-সভা মাঝেতে বসিয়া সর্ব্বজনে।
আমার কুলের নিত্য করেন বাখানে॥

প্রিয় সখা হয় মোর—নাম গোবর্দ্ধন।
কংসের নিকটে সে থাকয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
তার প্রতি এই বাক্য কহিব যে আমি।
'শুন সখা! চন্দ্রাবলী তোমার গৃহিণী॥
নিকুঞ্জে আনিয়া তারে নন্দের নন্দন।
বিহার করয়ে নিত্য—এ বড় দূষণ॥
এই দেখ পাইলাম ছেঁড়া দুই হার।
নিশ্চয় জানিহ এই বস্তু দু'জনার॥
এইমত ব্রজ মাঝে প্রতি ঘরেঘরে।
স্বচ্ছন্দ হইয়া সদা লম্পটতা করে॥
শ্রবণে শুনিল তাহা—নেত্রে না দেখিল।
একা চন্দ্রাবলী-হার প্রত্যক্ষ পাইল॥
শীঘ্র তুমি রাজ-স্থানে চলহ এখন।
সকল বারতা তাঁরে কর নিবেদন॥
পদাতিক শত আর দশেক সওয়ারে।
নন্দীশ্বরে পাঠাইয়া দেহ ত সত্বরে॥
নন্দ সহ তার পুত্র ধরিয়া আনহ।
মথুরাতে আনিয়া উচিত ফল দেহ॥"
অভিমন্যু-বেশী কৃষ্ণ কহিলেন পুন।
"শুনহ কুটিলা! তুমি আমার বচন॥
এতেক কহিয়া মোর সখা গোবর্দ্ধনে।
পূর্ব্বাহ্নেতে গৃহে আমি করিব গমনে॥

মধ্যাহ্নেতে রাজলোক গৃহেতে আসিবে।
তুমি নিজ-মাতা সহ গৃহেতে থাকিবে॥”
এত কহি শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ-মুখ হৈলা।
মথুরার দিগে তবে গমন করিলা॥
কুটিলা চলিয়া আইলা নিজ-গৃহ মাঝে।
এইমত দুই জনা গেলা দুই কাজে॥

একদণ্ড বিলম্ব করিয়া—সেই বেশে।
কৃষ্ণচন্দ্র চলি আইলা কুটিলা-নিবাসে॥
“কোথা আছ মাতা! কোথা কুটিলা ভগিনি!।
শুনহ কহিব কিছু রহস্য-কাহিনী॥
মথুরাতে যাঞা আমি কংসরাজ-স্থানে।
সকল বৃত্তান্ত তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
শুনি রাজা ক্রোধ করি দশ সওয়ার।
শীঘ্র পাঠাইল নন্দরায় ধরিবার॥
দূরেতে আসিছে সেই রাজচরগণ।
শুন মাতা! আর এক কহিয়ে বচন॥
লম্পটের শিরোমণি নন্দের কুমার।
মোর বেশ ধরিয়া আসিবে মোর ঘর॥
শুনহ ভগিনি! নিজ-মাতার সহিতে।
বহির্দ্বার মুদি বসি থাকিবে গৃহেতে॥

বধূরে ভুলাতে দুই দ্বার লাগাইয়া।
তুমি দুই অট্টালিতে বসিবে উঠিয়া॥
রমণী-লম্পট পানে সদাই দেখিবে।
যদি বা আইসে, বাক্যে বর্জ্জন করিবে॥"
এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র তথা হৈতে গেলা।
লতা-আচ্ছাদিত কুঞ্জে লুকাঞা রহিলা॥
হেনকালে অভিমন্যু আইলা নিজ-ঘরে।
কুটিলা তাহারে দেখি তর্জ্জগর্জ্জ করে॥
"আরে ধর্ম্মধ্বংসি! তুমি এই ব্রজপুরে।
কি করিতে ইচ্ছা কর কহ ত আমারে॥
প্রবেশ করহ যদি মোর ভ্রাতা-ঘরে।
মস্তক ভাঙ্গিব তোর নোড়ার প্রহারে॥
তোমার চরিত্র ব্রজে বেকত সকল।
চপলতা করিবে—পাইবে তার ফল॥
তোমার অন্যায় কংস শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া।
আপনার চর ব্রজে দিলা পাঠাইয়া॥
তোমা সহ লৈয়া যাবে তোমার পিতারে।
তাঁহা যাই চিরদিন থাক কারাগারে॥
আপন সাক্ষাতে রাজা তার সুখ দিবে।
চঞ্চলতা তোমার তবে সে শান্ত হবে॥"
এত বাক্য শুনি অভিমন্যু করে মনে।
"ভগিনী আমারে কটু কহে কি কারণে॥

জানিলাম—মহা প্রেত পাইল ইহারে।
অবশ্য যাইব আমি রোঝা আনিবারে॥"
চিন্তাযুক্ত হৈয়া তবে গ্রাম মধ্যে গেলা।
অভিমন্যু-বেশে কৃষ্ণ তথাতে আইলা॥
'আপন পুত্র করি তবে জটিলা দেখিল।
আনন্দিত হৈয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
"শুন পুত্র! তুয়া বেশ ধরি তুযা ঘরে।
এখনি আসিয়াছিল নন্দের কুমারে॥
মুঞি বৃদ্ধা—ভালমতে চিনিতে নারিল।
কুটিলা সেযানী বড়—দেখিয়া চিনিল॥
পূর্ব্বে তুমি আমা প্রতি কহিলে বচনে।
প্রত্যক্ষেতে তাহা আজি দেখিল নয়নে॥"
কৃষ্ণ কহে—"বড় ভাল হৈল শুন মাতা।
কুটিলা-প্রসাদে লজ্জা থাকিল সর্ব্বথা॥"
এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র গেলা অন্তঃপুরে।
সখী-সঙ্গে যথা রাই বসিয়া মন্দিরে॥
জটিলা কুটিলা দোঁহে নিজ-কার্য্যে গেলা।
পুত্র-জ্ঞানে কৃষ্ণচন্দ্রে কিছু না কহিলা॥
জটিলাব বধূ সহ জটিলার ঘরে।
এইমত কৃষ্ণচন্দ্র করিলা বিহারে॥
সেই ফল ধরে—কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যেই।
পরবধূ-ক্রীড়া বিনা তাঁর ইচ্ছা নাই॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-পদে করি আশ।
দ্বিতীয়-কুতূহল-লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীশ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকার শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয় কৃত ভাষানুবাদে দ্বিতীয় কুতূহল সমাপ্ত।

তৃতীয় কুতূহল।

আর একদিন ঘরে জটিলা নির্জ্জনে।
দুঃখিত হইয়া কিছু চিন্তে মনে মনে॥
কুটিলারে দেখি তবে তার প্রতি কয়।
"শুন পুত্রি! কহ দেখি কি করি উপায়॥
কৃষ্ণের হাত হৈতে বধূ রক্ষা করিবারে।
কদাচিত না পারিল—কহিল তোমারে॥
তাহে এক যুক্তি আছে—কহিব কথন।
দ্বার মুদি বধূরে রাখিবে সর্ব্বক্ষণ॥
কোথাও না যায় যেন—সাবধান হবে।
লম্পট না দেখে যেন—তাহা ত করিবে॥
স্নানাদিক কৃত্য আর সূর্য্য-আরাধন।
গৃহ মধ্যে হইবেক যে আছে বিধান॥

আমি ত বাহির দ্বারে বসিয়া থাকিব।
সাবধানে রাত্রিদিন নিদ্রা নাহি যাব॥”
কুটিলা কহেন—“মাতা! বধূরে রাখিতে।
শকতি নহিবে তোর কহিল নিশ্চিতে॥
যাতে ব্রজেশ্বরী নিজ-পুত্রের কারণ।
নিজ-গৃহে লৈয়া যাবে করিতে রন্ধন॥”
জটিলা কহেন—“পুত্রি! শুনহ বচন।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি নন্দের ভবন॥
যশোদারে যাই তুমি এই ত কহিবে।
‘নিজ-গৃহ হৈতে বধূ কোথা নাহি যাবে॥
পুত্রের ভোজন লাগি এই সে করিবে।
পাকেতে নিযুক্ত করি রোহিণীকে দিবে’॥”
কুটিলা কহেন—“মাতা! কহিয়ে তোমারে।
যশোদা এ কথা যদি কহেন আমারে॥
‘দুর্ব্বাসার বরে রাধার হস্তের রন্ধন।
অমৃত হইতে তার অতি আস্বাদন॥
সেই অন্ন যেবা কেহো ভোজন করয়।
পরমাই বাঢ়ে—আর নির্ব্বিঘ্নেতে রয়॥
এই বাক্য প্রসিদ্ধ আছয়ে সর্ব্বজনে।
এক পুত্র—তাহার কুশল চাহি মনে॥
দানব-অরিষ্ট-আদি সর্ব্বত্র ফিরয়ে।
নিশিদিশি মোর মনে সর্ব্বত্র সংশয়ে॥

অতএব এই কর—আমি যে কহিয়ে।
নিত্য আসি রাধা যেন রন্ধন করয়ে॥
মোর এই মত—অন্ন নিত্য ভুঞ্জাইয়া।
আপন গৃহেরে যান আনন্দ হইয়া'॥"
"এ বচন যদি রাণী কহেন তোমারে।
তবে তুমি তার এই কহিবে উত্তরে॥
'দুর্ব্বাসা আসিয়া যদি পরশ্ব দিবস।
বর দেয়—রাধা-অঙ্গ যে করে পরশ॥
সেই ত চিরায়ু হৈয়া সর্ব্বথা থাকিবে।
বল দেখি তবে তুমি তার কি করিবে॥
নিজ-পুত্র লৈয়া কিবা অঙ্গ রাধিকার।
পরশ করাবে—এই বিচার তোমার॥
ব্রজের ঈশ্বরী তুমি—জান সর্ব্ব রীতি।
কুলাঙ্গনা হৈয়া পর-গৃহে যায় নিতি॥
তথায় যাইয়া সদা পাক-কর্ম্ম করে।
লোক-শাস্ত্রে এমত নাহিক ব্যবহারে॥
বধূর কলঙ্ক সব হৈল দেশে দেশে।
কতেক সহিব আর লোক-উপহাসে॥
যেন নিজ-পুত্রে হয় স্নেহ সে তোমার।
তেন নিজ-বধূ প্রতি স্নেহ যে আমার॥'
তথাপিহ ইহাতে আগ্রহ বড় করে।
'তবে বধূ মোদকাদি করি নিজ-ঘরে॥

ধনিষ্ঠার হাতে তাহা দিব পাঠাইয়া।
পুত্রেরে ভুঞ্জান তাহা ত্রিসন্ধ্যা লইয়া॥'
এই ত নিশ্চয় করি রাণীরে কহিবে।
'ঘর ছাড়ি বধূ মোর কোথাও না যাবে॥'
এতেক বচনে যদি রাণী ক্রোধ করে।
ব্রজ হৈতে তবে ত যাইব দেশান্তরে॥
তথা যাই বাস যে করিব সর্ব্বথায়।
তার পুত্র হৈতে যেন বধূ রক্ষা পায়॥"
এইমত রাধা কৃষ্ণ দোঁহে দোঁহাকার।
দরশন-রোধে হৈল বিষণ্ন অপার॥
বিরহ-অনলে তপ্ত হইলা যেমন।
সরস্বতী তাহা কি বর্ণিতে হয় ক্ষম॥
সখীগণে পদ্মদলে পালঙ্ক রচিয়া।
কর্পূর চন্দন-পঙ্ক তাহে মিলাইয়া॥
তাতে লই রাধিকারে শয়ন করায়।
রাধাঙ্গ-পরশে তাহা ক্ষণে শুকি যায়॥
যেন কৃষ্ণ-দর্শন লাগি বিধিকে নিন্দিল।
'কেনে বিধি নয়নেতে নিমিষ সৃজিল॥'
অনিমিষ মীন-জন্ম উত্তম বাঞ্ছয়।
এই অষ্ট প্রহর সে কেমনে বঞ্চয়॥
কিছু নাহি দেখে রাই, কিছু নাহি শুনে।
অচেতন হই আছে কুসুম-শয়নে॥

যশোদা-আদেশে তথা ধনিষ্ঠা আইলা।
সেইমতে রাধিকারে দেখিতে পাইলা॥
ধনিষ্ঠা কহেন—"শুন লালতা সুন্দরি!।
সকল বারতা তোহে কহিব বিবরি॥
শ্রীরোহিণী দেবী আজি প্রভাতে উঠিয়া।
বিবিধ রন্ধন কৈল যতন করিয়া॥
তাহা কৃষ্ণ কিছুমাত্র না করি ভোজন।
সখাগণ লই বনে করিলা গমন॥
তাহা দেখি ব্রজেশ্বরী বিষাদিত হৈয়া।
রাধিকার স্থানে মোরে দিলা পাঠাইয়া॥
ত্রিসন্ধ্যা ভোজন কৃষ্ণ করেন যেমতে।
তাহার কারণে আমি আইনু এথাতে॥
অচেতন হই রাই আছেন শয়নে।
রন্ধনে সামর্থ্য ইহার হইব কেমনে॥
বলহ ললিতা! আমি আজি কি করিব।
রাণীকে যাইয়া আমি কি উত্তর দিব॥"
ধনিষ্ঠা কহেন পুন ললিতার প্রতি।
"শুনহ ললিতা! এক আছয়ে যুগতি॥
রাধিকারে শুনাহ কৃষ্ণের আগমন।
অবশ্য তাহাতে তবে পাইবে চেতন॥"
এত শুনি শ্রীললিতা রাধিকার কাণে।
ধীরে ধীরে কহিলেন কৃষ্ণের গমনে॥

কৃষ্ণ-নাম শুনি রাই চেতন পাইলা।
যশোদা-নিদেশ তবে ধনিষ্ঠা কহিলা॥
কমল-নয়নী তবে প্রসন্ন হইয়া।
শ্রীরূপমঞ্জরী প্রতি কহেন হাসিয়া॥
"কটাহ আনহ—চুল্লী লেপন করহ।
প্রজ্বলিত অগ্নি আনি তাহাতে রাখহ॥
যেমন আদেশ রাণী দিলা পাঠাইয়া।
কৃষ্ণ-ভক্ষ্য করি আমি অবশ্য করিয়া॥
শুন সখি! যেন নিত্য করিয়ে রন্ধন।
তাহা হৈতে আজি ত করিব চতুর্গুণ॥"
চুল্লীর নিকট দিব্য চৌকি সে ধরিলা।
শ্রীরাধিকা আসি শীঘ্র তাহাতে বসিলা॥
কৃষ্ণ-যোগ্য নানাবিধ পকান্ন করিয়া।
নিজ-সখী-হস্তে তাহা দিলা পাঠাইয়া॥

যে অঙ্গ পরশ মাত্র, পালঙ্ক-কমলপত্র,
ক্ষণ একে সেহো শুষ্ক হয়।
সে অঙ্গ পকান্ন লাগি, সহজে জ্বলন্ত আগি,
পুন হৈল সুশীতলময়॥
অতএব প্রেম-নাম, অতর্ক্য বিচিত্র ধাম,
তাহে মোর অনেক প্রণতি।
সে প্রেম-আশ্রয় জনে, চন্দ্র হয় হুতাশনে,
অনল শীতল হয় অতি॥

সে প্রেম যাহার মনে, সেই সে মরম জানে,
অন্যের প্রতীত নাহি হয়।
ললিতা কহেন বাণী, "ধনিষ্ঠিকা! শুন তুমি,
এই মোর চিত্তে উপজয়॥
কৃষ্ণাঙ্গ জলদ জিনি, শ্রীরাধিকা সৌদামিনী,
প্রকটিত হইব যখন।
হর্ষ-শস্য সখী-মনে, দোঁহাব বিলাস সনে,
প্রফুল্লিত হইব তখন॥"
ধনিষ্ঠা কহয়ে শুনি, "এ সত্য তোমার বাণী,
কৃষ্ণ নিজ-সখাগণ লৈয়া।
হাস-পরিহাস তেজি, বৃন্দাবনে খগ মৃগী,
সহ রহে বিষণ্ণ হইয়া॥
ইহার উপায় আছে, কহিব তোমার কাছে,
শুন হই সাবধান-মনে।"
এত কহি ধনিষ্ঠিকে, ললিতা শ্রীরাধিকাকে,
গুপ্ত বাক্য কহে কাণে কাণে॥
রহস্য-বচন কৈয়া, মনে হরষিত হৈয়া,
ধনিষ্ঠিকা গেলা নিজ-ঘর।
শুনিয়া ধনিষ্ঠা-বাণী, শ্রীরাধিকা সুবদনী,
আনন্দিত হইলা অন্তর॥

অতঃপর সন্ধ্যাকালে বিশাখা সুন্দরী।
রাধিকা নিকট আইলা অতি শীঘ্র করি॥
জটিলা নিকট যাই কপটিনী হৈয়া।
পড়িলা পৃথিবী-তলে রোদন করিয়া॥
"হায় হায় কিবা হৈল"—জটিলা সুধায়।
"রোদন করহ কেনে?—কহিবে আমায়॥"
বিশাখা কহেন—"কোন্ অলক্ষ্য ভুজঙ্গে।
দংশন করিলা আসি রাধিকার অঙ্গে॥"
"কেমনে দংশিল সে?"—জটিলা জিজ্ঞাসয়
পুন বিশাখিকা কান্দি তার প্রতি কয়॥
"রাধিকার বেণী-তলে রতন দেখিয়া।
নিজ-রত্ন-জ্ঞানে সর্প দংশিল আসিয়া॥"
শুনিয়া জটিলা কহে—"হায় কি হইল।
অকস্মাত মোর মুণ্ডে বজ্র যে পড়িল॥"
এত কহি তিঁহো শীঘ্র বধূ-স্থানে গেলা।
পৃথিবীতে শুতি আছে—দেখিতে পাইলা॥
অচেতন রাই—ঘন কাঁপয়ে শরীরে।
দেখিয়া জটিলা হস্ত হানে নিজ-উরে॥
জটিলা কহয়ে—"পুত্রি! শীঘ্রগতি যাহ।
গো-গৃহ হইতে নিজ-ভ্রাতারে আনহ॥
রোঝারে ডাকিয়া আনি বধূ দেখাইয়া।
নির্বিষ করিব সেই মন্ত্র যে পড়িয়া॥"

এতেক কহিয়া পুন রাধিকারে কয়।
"শুন বধূ! দেহ তব কেমত আছয়॥"
রাধিকা কহেন "আর্য্যে! বিষাগ্নি-জ্বালাতে।
জ্বলিছে শরীর—কথা না পারি কহিতে॥
মোর পদাঙ্গুলি এক নিজ হস্ত দিয়া।
পরশয়ে রোঝা তবে যাইব মরিয়া॥
কুলাঙ্গনা এই ধর্ম্ম-নিয়ম আছয়।
সত্য সত্য এই আমি কহিল নিশ্চয়॥"
জটিলা কহেন—"বধূ! কিবা কহ বাণী।
মন দিয়া শুন যে কহিয়ে কিছু আমি॥
আপদ পড়িলে লোকে এই বিধি হয়।
অভক্ষ্য ভক্ষণ করে অস্পৃর্শ্য স্পর্শয়॥
ঔষধি-মন্ত্রেতে কভু নাহিক দূষণ।
শ্রুতি-স্মৃতি-বিদ্ জনার এই ত বচন॥"
রাধিকা কহেন—"আর্য্যা! তোমার বচন।
কদাচ না করিব যে তাহার পালন॥
পর-পুরুষেরে আমি অঙ্গ না ছোঙাব।
এই দেখ তুয়া অগ্রে পরাণ তেজিব॥"
এতেক শুনিয়া তবে বধূর বচন।
জটিলা চিন্তিত হই ভাবে মনেমন॥
হেন কালে জটিলার এক পড়সিনী।
আশ্বাস করিয়া কিছু কয় মৃদুবাণী॥

"শুনহ জটিলা! এই নন্দের নন্দন।
কালিয়াদি ভুজঙ্গের করিল দমন॥
গো গোপাল সভে পান কৈল বিষজল।
অচেতন হই পড়ি ছিলা যে সকল॥
দৃষ্টিমাত্র করি তা সভারে জিয়াইল।
নিদ্রা হৈতে যেন কেহ উঠিয়া বসিল॥
অতএব আর্য্যা! তুমি আনহ কৃষ্ণেরে।
দৃষ্টিতে নির্বিষ হরি করিব রাধারে॥"
রাধিকা কহেন—"মিথ্যা-পরিবাদ যার।
বিষানল হইতে অধিক জ্বালা তার॥
হেন কৃষ্ণে দেখাইতে যতন যে করে।
চিরকালের বৈরী আমি জানিয়ে তাহারে॥"
জটিলা কহেন তবে আপন বধূরে।
"কুটিলা যাউক শীঘ্র পৌর্ণমাসী-ঘরে॥
মন্ত্র-তন্ত্রাগম-শাস্ত্র সব তিঁহো জ্ঞাতা।
অতএব তাঁরে যাই আনিয়ে সর্ব্বথা॥
তিঁহো আসি সুস্থ তোমা করিব নিশ্চয়।
এ যুক্তি উত্তম যদি তব মনে লয়॥"
বিশাখা কহেন সে—"বিলম্বে কার্য্য নাঞি।
এখনি চলহ তুমি পৌর্ণমাসী-ঠাঞি॥
আমি মন্ত্র-বলে বিষ রোধন করিব।
চারি-দণ্ডাধিক হৈলে রাখিতে নারিব॥

মস্তকে চড়িলে বিষ অসাধ্য হইবে।
শীঘ্রগতি আন তাঁরে—গৌণ না করিবে॥
শুনিয়া জটিলা গেলা পৌর্ণমাসী-স্থানে।
সকল বৃত্তান্ত তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
শুনি ভগবতী তবে গার্গী প্রতি কয়।
"শুন গার্গি! যবে ছিলা পিতার আলয়॥
তবে সর্প-মন্ত্র তুমি নিজ-পিতা-স্থানে।
পড়িয়াছ—এই কথা জানে সর্ব্বজনে॥"
পৌর্ণমাসী কহে—"পুত্রি! তাহা কহ শুনি।
গার্গী কহে—"সর্প-মন্ত্র আমি নাহি জানি॥
কিন্তু মোর ছোট ভগ্নী—সেই ভাল জানে।"
ভগবতী বলে—"সেই থাকে কোন্‌খানে॥
কি নাম তাহার?—সব কহিবে আমায়।"
গার্গী কহে—"কাশীপুরে পতির আলয়॥
তথা হৈতে মধুপুরে আইলা পিতৃ-ঘরে।
আমা দেখিবারে বড় উৎকণ্ঠা অন্তরে॥
পূর্ব্বদিন তার ইঁহা গমন হইল।
বিদ্যাবলী নাম তার—তোমারে কহিল॥
সংপ্রতি আছেন তেঁহো আমার সদনে।
রূপে গুণে অনুপাম এ তিন ভুবনে॥"
পূর্ব্বে ধনিষ্ঠিকা আদি কৃষ্ণেরে লইয়া।
বিদ্যাবলী-বেশ তাঁর রচনা করিয়া॥

গার্গী-ঘরে রাখিলেন করিয়া যতনে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস-আস্বাদ-কারণে॥
জরতী শুনিয়া অতি কাতর হইয়া।
কান্দিতে কান্দিতে কহে অশ্রুমুখী হৈয়া॥
"শুন গার্গি! পরণাম করিয়ে তোমারে।
বিদ্যাবলী লৈয়া তুমি চল মোর ঘরে॥
সদয় হইয়া—নিজ-কৃপামৃত দিয়া।
পুত্র সহ মোরে তুমি লহ ত কিনিয়া॥"
পৌর্ণমাসী কহে—"গার্গি! তুমি যাহ ঘরে।
জটিলা কুটিলা দোঁহে যাবে তার পরে॥
দোঁহে বিদ্যাবলী প্রতি বিনয় করিয়া।
লই যাবে নিজ-ঘরে প্রসন্ন করিয়া॥
রাধিকার অঙ্গেতে বিষের জ্বালা যত।
ক্ষণমাত্রে নির্বিষ তা করিবে নিশ্চিত॥"
ভগবতী-বাক্যে গার্গী ঘরে চলি গেলা।
জটিলা কুটিলা তার পশ্চাতে চলিলা॥
তবে গার্গী চলি গেলা বিদ্যাবলী-স্থানে।
দেখে নিজ-ঘরে আছে বসিয়া নির্জ্জনে॥
তাহারে কহেন গার্গী—"শুনহ ভগিনি!।
এই ব্রজে আছে এক রমণীর মণি॥
শুনিয়া থাকিবে তুমি—বৃষভানুসুতা।
রূপ কীর্ত্তি অনুপমা—সর্ব্বগুণযুতা॥

বড়ই বিপত্তি আজি তাহার হইল।
তুমি বিদ্যা-বিশারদ—তে লাগি কহিল॥
কোন মণিধারী সর্প তাহারে দংশিল।
হলাহল-বিষে সর্ব্ব শরীর পূরিল॥
এই ত শ্বাশুড়ী তার কন্যার সহিতে।
আসিয়াছে—তোমা লই যাইব গৃহেতে॥”
বিদ্যাবলী-বেশে কৃষ্ণ কহেন গার্গীরে।
“শুন ভগ্নি! এইমত তোমার বিচারে॥
বিজ্ঞ হই অবিজ্ঞের কথা কহ তুমি।
কুলাঙ্গনা বিপ্র-বধূ নির্দ্দূষণ আমি॥
তোমার মতে কি সর্পবিদ্যা-জীবী হব।
যে বল ভগিনি! ইহা করিতে নারিব॥
পিতৃ-কুল মথুরাতে—জানে সর্ব্বজনে।
পতি-ঘর কাশীপুরী—বিখ্যাত ভুবনে॥
সকলঙ্ক-পঙ্কে আমা মজাইতে চাহ।
এমন যতন পুন আর না করিহ॥”
জরতী কহেন তবে বিদ্যাবলী প্রতি।
“তব পাদপদ্মে মোর অনেক প্রণতি॥
পদধূলি দিয়া মোর বধূরে জিয়াও।
পুত্রের সহিত মোরে কিনিয়া যে লও॥
আর কিবা নিবেদিব তোমার চরণে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য—যেবা লয় মনে॥

বিদ্যাবলী কহয়ে—"তোমরা গোপ-জাতি।
বনে বনে ফির সদা—ব্রজেতে বসতি॥
ব্রাহ্মণ-কুলের রীত না জান তোমরা।
গোপী-মত ঘরে ঘরে না ফিরি আমরা॥
কুলবধূ হৈয়া সদা পর-গৃহে যায়।
লোকেতে নিন্দিত বড়, অপযশ পায়॥"
গার্গী কহে—"বিদ্যাবলি! শুনহ বচনে।
শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র-আদি যতেক পুরাণে॥
নিষিদ্ধ বিহিত তাহে যতেক আছয়।
তাহা ত সকল তুমি জান সুনিশ্চয়॥
জানি যদি হেন মত কহ অবিচার।
তবে পরমার্থ-দৃষ্টি নাহিক তোমার॥
কীর্ত্তিদার তুল্য যত ব্রজে গোপীগণ।
গোপ সব আছে জান বৃষভানু-সম॥
গোপগোপীগণ-তত্ত্ব তুমি নাহি জান।
বিষ্ণুভক্তি নাহি তুয়া—নাহি কুলজ্ঞান॥
কাশীতে বৈসয়ে বিপ্র বহির্মুখ যেবা।
তোমার শ্বশুর-আদি তেমতি জানিবা॥
কাশীতে থাকিয়া বুদ্ধি কঠোর হইল।
তোমার কথাতে ইহা অনুমান কৈল॥"
বিদ্যাবলী কহে "গার্গি! কোপ না করিবে।
তোমার ভগিনী আমি—তাতে শান্তি হবে॥

আসিয়াছি তব গৃহে আশ্রয়ে তোমার।
তুমি হেন ভগ্নী যার—কি ভয় তাহার॥
যেই আজ্ঞা কর তুমি—সেই সে করিব।
তোমার বচন হেলা করিতে নারিব॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি এই লোকে সভে কয়।
'জন্মিলা অদ্ভুত বীর—নন্দের তনয়॥
বড়ই লম্পট সেই—স্বচ্ছন্দ আচরে।
বিপ্রজাতি করিয়াও ভয় নাহি করে॥'
তাতে বলি—পথে যাইতে অন্য-নারী-মত।
মোর প্রতি লোভে যদি করে দৃষ্টিপাত॥
কহিলাম—সেই ক্ষণে পরাণ তেজিব।
নহিলে কি দুই কুল কলঙ্কী করিব॥"
বিদ্যাবলী-বাক্য শুনি গার্গী কহে বাণী।
"শুন ভগ্নি! কিছু শঙ্কা না করিহ তুমি॥
তোমাকে ত আপনার সঙ্গে লৈয়া যাব।
কৃষ্ণ যেন নাহি দেখে—তেমতি করিব॥"
এইমত গার্গী-বাক্যে করিলা গমন।
পথে যাইতে বিদ্যাবলী কহেন বচন॥
"মন্ত্র ও ঔষধি দুই বিষ নাশ করে।
মন্ত্র মোর কণ্ঠে আছে—কহিল তোমারে॥
ঔষধির কথা কহি—শুন মন দিয়া।
তাম্বূলের পত্রে মন্ত্র শোধন করিয়া॥

দন্তপিষ্ট করি আমি দিব রাধিকায়ে।
তব বধূ অঙ্গীকার করে কি না করে॥”
শুনিয়া জটিলা তবে তার প্রতি কয়।
“ব্রাহ্মণের ভক্ত বড় মোর বধূ হয়॥
তোমার উচ্ছিষ্ট সেই করিব ভক্ষণে।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে॥”
এত শুনি গার্গী অতি করিলা ধিক্কার।
“ঔষধিতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নাহিক বিচার॥
ব্রাহ্মণ-উচ্ছিষ্ট হৈল অধিক তাহাতে।
রাজাহ ভোজন করে বন্দিয়া মাথাতে॥
বৈশ্য আদি অন্য জাতি করিব ভক্ষণ।
ইহাতে অদ্ভুত নাহি ভাবিহ কখন॥”
এইমতে পথে কথা কহিতে কহিতে।
প্রবিষ্ট হইল গিয়া জটিলা-গৃহেতে॥
পুত্র সহ জটিলা হইয়া সাবধান।
ধুইলেন বিদ্যাবলীর দু'খানি চরণ॥
সেই জল লই নিজ-বধূর শরীরে।
দিলা বক্ষঃস্থল-নেত্র-মস্তক-উপরে॥
তবে ত জটিলা কহে—“শুন বধূ! বাণী।
গর্গমুনির কন্যা ইহোঁ গার্গীর ভগিনী॥
অনেক ভাগ্যের বলে আইলা ব্রজেতে।
তোমাকে নির্বিষ যে করিবে অচিরাতে॥

মন্ত্রবিজ্ঞ পুন ইহোঁ বড়ই নিপুণা।
তুয়া অঙ্গ পরশিবে, না করিবে মানা॥
কিন্তু তাম্বূলের পত্র-বীটিকা লইয়া।
মন্ত্র পড়ি তাহা নিজ দন্তে চিবাইয়া॥
দিবেন তোমার মুখে আপনার হাথে।
ঘৃণা না করিবে ইথে আমার শপথে॥"
যেই ঘরে শ্রীরাধিকা আছেন বসিয়া।
বিদ্যাবলী প্রবেশিলা সেই গৃহে গিয়া॥
দেখিলেন—অঙ্গ ঢাকা আছয়ে বসনে।
জটিলা ঘুচায় বস্ত্র যাইয়া আপনে॥
আপাদ-মস্তক বস্ত্র সব ঘুচাইলা।
তবে বিদ্যাবলী তারে কহিতে লাগিলা॥
"হস্ত চালাইয়া সর্প-মন্ত্র যে পড়িয়া।
পাদপদ্ম হৈতে যদি ঊর্দ্ধে চড়ে গিয়া॥
যেই অঙ্গে যাই হস্ত স্থির যে হইব।
তাহা জানি মন্ত্র পড়ি নির্বিষ করিব॥"
তবে বিদ্যাবলী মন্ত্রে হস্ত চালাইল।
বক্ষঃস্থল হৈতে হস্ত উপরে না গেল॥
তবে কৃষ্ণ আপনার পদ্মহস্ত দিয়া।
পুনঃপুন স্পর্শে সর্প-মন্ত্র যে পড়িয়া॥
বিদ্যাবলী কহে তবে—"হায় কি হইল।
এত যত্ন কৈল তভু বিষ নাহি গেল॥"

বৃদ্ধা কহে—"বিদ্যাবলি! পূর্ব্বে যে কহিলে।
হইবেক সুস্থ বধূ সে ঔষধি দিলে॥
দশনেতে তাম্বূল যে চর্ব্বণ করিয়া।
বধূ-মুখে দেহ দেখি মন্ত্র যে পঢ়িয়া॥"
বিদ্যাবলী কহে—"শুন জটিলা! বচন।
পুনঃপুন ঔষধি মুখে করিল ক্ষেপণ॥
মন্ত্র পঢ়িলাম বহু সাবধান হৈয়া।
তভু নাহি গেল বিষ—না জানিল ইহা॥
দেখহ তোমার বধূ হৈল বি-বরণ।
কাঁপয়ে শরীর—শ্বাস বহে ঘনেঘন॥
তুমি সব রহ গৃহ-বাহির হইয়া।
দুই দণ্ড সভে থাক নিঃশব্দ হইয়া॥
আমি মন্ত্র পঢ়ি ডাকি সর্পেরে আনিব।
মুহূর্ত্তেক তার সঙ্গে আলাপ করিব॥
চিন্তা না করিহ কেহো, দেখ একক্ষণে।
তোমার বধূরে আমি দিব জীব-দানে॥
একচিত্ত হই আমি মন্ত্র যে পঢ়িব।
তিন দণ্ড পরে লই সভারে দেখাব॥"
গার্গীর বাক্যেতে সভে গেলা গৃহান্তরে।
রাধা সহ বিদ্যাবলী প্রবেশিলা ঘরে॥
কপাট মুদিয়া দোঁহে বসিলা আসনে।
বিদ্যাবলী-সর্পে তবে হয় আলাপনে॥

অন্ত গৃহে বসিলা সকল গোপীগণ।
বিদ্যাবলী তা সভারে বলেন বচন॥
“যে কথা কহয়ে সর্প আমার সহিতে।
সকলে শুনহ তাহা হই একচিত্তে॥”
কৃষ্ণ তবে দুই স্বরে কহিছেন বাণী।
এক সর্প-স্বর, আর বিদ্যাবলী-ধ্বনি॥
যাহার লাগিয়া যত্ন করে সখীগণ।
তাহা আস্বাদিতে সভে করিলা গমন॥
সকৌতুকানন্দ-সিন্ধু-আবর্ত্তন মাঝে।
তখনি মগন হই স্বচ্ছন্দে বিরাজে॥
বিদ্যাবলী কহে—“শুন সর্পরাজ! বাণী।
কোন্ স্থান হৈতে আগমন কৈলে তুমি॥”
সর্প কহে—“আইনু আমি কৈলাস হইতে।”
বিদ্যাবলী কহে—“কহ কাহার আজ্ঞাতে॥”
সর্প কহে—“চন্দ্রমৌলী দেব যে মহেশ।”
বিদ্যাবলী কহে—“তিঁহো কি কৈল আদেশ॥”
সর্প কহে—“অভিমন্যু—জটিলা-নন্দন।
তাহারে যাইয়া তুমি করহ ভক্ষণ॥”
“অপরাধ কিবা তার?”—বিদ্যাবলী কয়।
সর্প কহে—“তার অপরাধ কিছু নয়॥
কিন্তু তার মাতা আছে জটিলা জরতী।
দুই অপরাধ তার হইল সংপ্রতি॥”

বিদ্যাবলী বলে—“তারে কেনে না দংশিলা।”
সর্প কহে—“পুত্রশোক বিষ হৈতে জ্বালা॥
অতিশয় পুত্রশোকে জ্বলুক শরীরে।
তে-কারণে আমি নাহি দংশিল তাহারে॥”
বিদ্যাবলী কহে—“অভিমন্যুরে ছাড়িয়া।
তার জায়া দংশন করিলা কি লাগিয়া॥”
সর্প কহে—“দুর্ব্বাসা যে তারে বর দিল।
‘সধবা হইয়া তুমি থাক সর্ব্বকাল॥’
অতএব অভিমন্যু প্রথমেতে আমি।
না দংশিল—ইহার কারণ শুন তুমি॥
তাহারে দংশিব আমি প্রভাতে যাইয়া।
পুত্র আর বধূ-শোকে মরুক পুড়িয়া॥”
বিদ্যাবলী কহে—“এই অভিমন্যু-মাতা।
তার কিবা অপরাধ—কহিবে সে কথা॥”
সর্প কহে—“দুর্ব্বাসা সে শিব-অংশ হয়।
এক অপরাধ তার তাঁহাতে আছয়॥
আর এক শুন এই নন্দের কুমার।
মহাদেব-ইষ্ট তিঁহো প্রাণ সভাকার॥
তাঁর প্রতি দ্বেষ এই সর্ব্বদা আচরে।
এমত অন্যায় কেবা সহিবারে পারে॥”
বিদ্যাবলী কহে—“সেই নন্দের নন্দনে।
‘মহাদেব-ইষ্ট’ তুমি কহিছ কেমনে॥”

সর্প কহে—"এতদিন তাহাও না জান।
গর্গ-বাক্য আছে—'নারায়ণ-সম গুণ'॥
আর শুন এক কথা কহিব তোমারে।
কৃষ্ণ প্রতি মিথ্যা অপবাদ নিত্য করে॥
তাঁহার ভোজন-কার্য্যে বাধ যে করিল।
নিজ-বধূ রুদ্ধ করি গৃহেতে রাখিল॥
অতএব সঙ্গে লই আপন কন্যারে।
চিরদিন রোদন করুক ব্রজপুরে॥"
এত শুনি জটিলা করয়ে হাহাকার।
"প্রাণের সমান পুত্র বধূ যে আমার॥
হায় কি শুনিল এই সর্পরাজ-মুখে।
চিরজীবী হইয়া থাকয়ে দোঁহে সুখে॥
বিদ্যাবলি! তোমার চরণে মোর নতি।
প্রসন্ন করহ এই ভুজঙ্গের প্রতি॥
কভু না করিব আর বধূর রোধন।
স্বচ্ছন্দে গমন করু নন্দের ভবন॥
বিবিধ প্রকারে নিত্য রন্ধন করিয়া।
কৃষ্ণে ভুঞ্জাইয়া গৃহে আসিব ফিরিয়া॥
হে দুর্ব্বাসা মুনি! আমি তোমার চরণে।
শতেক প্রণাম করি কাকুতি-বচনে॥
এই কহি—অপরাধ না লবে আমার।
জরাতুর দেহ—মন্দ বুদ্ধি অনিবার॥

আজন্ম-বাউলী আমি—চিত স্থির নয়।
কি বলি কি করি—কিছু স্মরণ না রয়॥
কন্যা মোর সুবুদ্ধি—সুশীলা বধূ অতি।
বলাৎকারে কলহ করয়ে নিতি নিতি॥"
এইমত জননীর বচন শুনিয়া।
কুটিলা পড়িলা ভূমে দণ্ডবত হৈয়া॥
শোকাকুলী হইয়া কুটিলা কহে বাণী।
"শুন সর্পরাজ! কৃপা করহ আপনি॥
বিকট দশন দিয়া আমার ভ্রাতারে।
না দংশিবে—এই আমি কহিল তোমারে॥
বধূকে ত অপবাদ না দিব কখন।
যথা ইচ্ছা সখী-সঙ্গে করুন গমন॥"
সর্প কহে—"শুন গোপি! মোর সত্য কথা।
শম্ভুর শপথ—রাধা সতী পতিব্রতা॥
পুত্র-শিরে হস্ত দিয়া দিব্য কর তুমি।
তবে সে বচনেতে প্রতীত করি আমি॥"
শপথ করিয়া কহে জটিলা তখন।
"বধূকে ত আমি নাহি করিব রোধন॥
শুন হে অহীন্দ্র! মোরে এই কৃপা কর।
পুত্র আর বধূ প্রতি দেহ তুমি বর॥
চিরজীবী হই যেন থাকে দুই জন।
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন॥"

সর্প কহে—"শুন বাণী জটিলা জরতি ! ।
অতিশয় প্রসন্ন হইনু তুয়া প্রতি ॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে আনি করহ পুজন ।
যেন তাঁর ইচ্ছা তাহা করাহ ভোজন ॥
রাধিকার অঙ্গ-বিষ এখনি লইয়া ।
কৈলাস-পর্ব্বতে আমি যাই যে চলিয়া ॥
কৃষ্ণ-অপবাদ যদি বধূরে ত দিবে ।
তাহাতে আমার কিছু কোপ না হইবে ॥
কিন্তু নিজ-বধূ যদি করহ শোধন ।
তবে তোর গৃহেতে আসিব সেই ক্ষণ ॥
তোর পুত্র আর পুত্রবধূ—দুই জনে ।
ক্রোধেতে আসিয়া আমি করিব দংশনে ॥"
তবে বিদ্যাবলী সবে কহেন ডাকিয়া ।
"শুন অহে গোপীগণ ! সাবধান হৈয়া ॥
আনন্দ করহ সবে—চিন্তা পরিহর ।
বিষ লই সর্প গেল কৈলাস-শিখর ॥
সত্য আমি সভারে কহিল এই কথা ।
আরোগ্য হইল দেখ বৃষভানু-সুতা ॥"
এত কহি মন্দিরের কপাট খুলিলা ।
তবে সবে যাই সেই ঘরে প্রবেশিলা ॥
সবে তথা যাইয়া পুছেন রাধিকারে ।
"কহ দেখি দেহ তুয়া আছে কি প্রকারে ॥"

এতেক শুনিয়া তবে কহে সুধামুখী।
"চিন্তা না করিহ আমি হইলাম সুখী॥"
বধূর বচন তবে শুনিয়া জটিলা।
বিদ্যাবলী প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥
"বহুত প্রণাম তব চরণে আমার।
ধন্য বিদ্যা ধন্য কীর্ত্তি যশ সে তোমার॥
মোর বধূ জিয়াইয়া পুণ্য উপার্জ্জিলা।
ধন্য এ জীবন—মোরে কিনিয়া লইলা॥"
এতেক কহিয়া পুন কহেন বধূরে।
"এক কথা রাখ হই প্রসন্ন আমারে॥
তোমার অঙ্গেতে যত রত্ন-আভরণ।
নিজ-হস্তে কর বিদ্যাবলীর ভূষণ॥
তোমার জননী আর ব্রজের ঈশ্বরী।
সব অলঙ্কার তোরে দিব শীঘ্র করি॥"
পুন বিদ্যাবলী প্রতি কহেন বচন।
"বধূ নিজ-করে তোমা করুন ভূষণ॥
আমার শপথ লাগে যদি কিছু কহ।
মানা না করিবা তাহা—মৌন ধরি রহ॥"
এত শুনি শ্রীরাধিকা আপনার হাতে।
বিদ্যাবলী অলঙ্কারে করেন ভূষিতে॥
তবে চন্দ্রমুখী বড় আনন্দ পাইয়া।
মনে মনে কহে কিছু বিস্ময় হইয়া॥

"যে কৃষ্ণের অঙ্গ আমি সখীর অগ্রেতে।
স্পর্শিতে বাসিয়ে শঙ্কা আপন চিত্তেতে॥
শ্বাশুড়ী-ননদী-আগে হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ।
করি নানামত আর বিহার-তরঙ্গ॥
মোর প্রিয়তম হরি নির্ব্বিরোধে অতি।
করিল অভীষ্ট-লীলা আমার সংহতি॥
কৃষ্ণের সম্মুখে সদা বাম্য উঠে মনে।
সে বাম্য আমার পলাইল কোন্‌খানে॥
কেবল সরলা-প্রায় স্বভাব হইল।
জন্মের বাসনা মোর আজি সে পূরিল॥
সে মুখেন্দু-সুধা কোটি অমৃত জিনিয়া।
তাহার চর্ব্বিত আস্বাদিল হৃষ্ট হৈয়া॥
শ্বাশুড়ী ননদী যাই মোর প্রাণনাথে।
ডাকিয়া আনিল পদে করি প্রণিপাতে॥
আপন সাক্ষাতে মোরে স্পর্শ করাইল।
বিদ্যাবলী-পদে সভে ভক্তি মাগি নিল॥
সম্ভোগ-পশ্চাতে আমি শ্বাশুড়ী-আজ্ঞাতে।
শিঙ্গার করিনু কৃষ্ণে তাঁহার সাক্ষাতে॥
অতএব বিধি! তুয়া পদে নমস্কার।
তোমার চরিত্র কিবা বর্ণিব অপার॥"
বিদ্যাবলী কহে—"গার্গি, শুন হে ভগিনি।
আর যে করহ আজ্ঞা—করিব এখনি॥

অতঃপর আমি শীঘ্র যাইব যে ঘর।
অধিক হইল নিশা—দ্বিতীয় প্রহর॥"
জটিলা কহয়ে—"গার্গি! শুনহ বচন।
এত রাত্রে গৃহে বা যাইবে কি কারণ॥
বিদ্যাবলীরে ত তুমি যতন করিয়া।
রাখহ আমার ঘরে—না দিহ ছাড়িয়া॥
বধূর মন্দিরে সুখে করুক শয়নে।
এই ত মিনতি মোর তোমার চরণে॥"
গার্গী সে কহেন তবে—"শুনহ জটিলা
যেমত উচিত তুমি তেমতি কহিলা॥
আমার মনেতে এই শঙ্কা উপজয়।
'গরলের শেষ অংশ হয় কি না হয়॥'
অবশ্য ইহারে রাত্রে করাইবে বাস।
খল সর্পজাতি—কভু না হয় বিশ্বাস॥"
কুটিলার প্রতি তবে জটিলা কহয়।
"বিদ্যাবলী মন্ত্র-বিজ্ঞা—কহিল নিশ্চয়॥
পুষ্প-শয্যা রচিত এই অট্টালি-উপরে।
তাঁহা লই শয়ন করাহ দুঁহাকারে॥
বধূ সহ বিদ্যাবলী একত্র হইয়া।
মনের আনন্দে দুঁহে থাকুন শুতিয়া॥"
এইমত বিলাস-রসিক দুই জন।
রসের সমুদ্রে দুঁহে হইলা মগন॥

তাহার হিল্লোল-রঙ্গ-খেলন-কলাতে।
হুঁহাকার মন-মীন হইল স্থগিতে ॥
সেই ত মহাব্ধি-মহাকৌতুক-তরঙ্গ।
সখীগণ-সুখ নিত্য—নাহি হয় ভঙ্গ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-পদে করি আশ।
তৃতীয়-কুতূহল-লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকার ভাষানুবাদে তৃতীয় কুতূহল সমাপ্ত।

চতুর্থ কুতূহল।

কদাচিত শ্রীরাধিকা হৈল মানবতী।
শ্রীকৃষ্ণ যাইয়া বহু করিলা মিনতি ॥
সমাধি-উপায় নানা প্রকার করিলা।
তথাপি রাধিকা মনে প্রসন্ন না হৈলা ॥
তবে ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুন্দলতা সনে।
মন্ত্রণা করিলা কিছু বসিয়া নির্জ্জনে ॥
তবে কুন্দলতা বস্ত্র-অলঙ্কার আনি।
কৃষ্ণের অঙ্গেতে পরাইলেন আপনি ॥
অপূর্ব্ব নারীর বেশ কৃষ্ণেরে করিলা।
পিক-স্বর জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে হইলা ॥
কুন্দলতা সহ হরি করিলা গমনে।
নূপুর বাজয়ে মৃদু যুগল চরণে ॥

এইমত পথে দুঁহে হাস-পরিহাসে।
অলক্ষিতে চলি আইলা জটিলা-নিবাসে॥
নিকটে দেখিয়া তাঁরে রাধিকা তখনে।
সখীর সহিত ভাবে সৌন্দর্য্য-দর্শনে॥
বিস্ময় পাইয়া পুছে হরিণী-নয়নী।
"কহ কুন্দলতা! তব প্রয়োজন-বাণী॥
অকস্মাত কি কারণে গমন তোমার।
তব সঙ্গে আইলেন—কি নাম ইহার॥"
কুন্দলতা কহে তবে রাধিকার প্রতি।
"মথুরা-প্রদেশে রহে নাম কলাবতী॥
তথা হৈতে আগমন হৈল ব্রজপুরে।
তব গুণ-কীর্ত্তি শুনি আনন্দ-অন্তরে॥
গানেতে জিনেন সরস্বতী-আদি যত।
ইহার মহিমা আর কহিব বা কত॥
এথাতে আইলা ইহো হইয়া সদয়।
গান গাওয়াইয়া কিছু লহ পরিচয়॥"
রাধিকা কহেন—"ওহে শুন কুন্দলতে!।
গান-বিদ্যা ইহো শিক্ষা করিলা কোথাতে॥"
কুন্দলতা কহে—"শুন বৃহস্পতি-স্থানে।
গান-বিদ্যা শিখিলেন বিবিধ বিধানে॥"
রাধিকা কহেন—"স্বর্গে রহে বৃহস্পতি।
তাঁর সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ হৈল কভি॥"

কুন্দলতা কহে—"শুন এই মধুপুরে।
অঙ্গীরস-যজ্ঞ কৈল ব্রাহ্মণ সকলে॥
তবে স্বর্গ হৈতে আসি সেই বৃহস্পতি।
মথুরাতে এক মাস করিলা বসতি॥
কদাচিত বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ-সভাতে।
বসিয়া গাইল এক সুমধুর গীতে॥
শুন কহি—সখী কলাবতী সেই ক্ষণে।
শুনিতেই মাত্র তাহা করিলা ধারণে॥
বুদ্ধিমতী ইঁহো পরদিনে সেই গান।
গাইলেন তেন স্বরে তেন তাল মান॥
বৃহস্পতি তবে বড় আশ্চর্য্য মানিলা।
বিস্ময় হইয়া কিছু কহিতে লাগিলা॥
'নিকটে শুনিয়ে মোর গানের উচ্চার।
ব্রাহ্মণ-সভায় মুঞি গাইনু একবার॥
শুনিতেই মাত্র তাহা শিখিয়া লইল।
মর্ত্ত্যলোকে হেন জন কোথা হৈতে আইল॥
স্বর্গেতে দুর্ল্লভ বড়—নাহি হেন জন।'
এইমত বৃহস্পতি করেন চিন্তন॥
হেনকালে মাথুর ব্রাহ্মণ তাঁহা আইলা।
বৃহস্পতি প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥
'ইহাকে লইয়া তুমি স্বর্গপুরী যাহ।
আপনার গান-বিদ্যা শিক্ষণ করাহ॥'

বিপ্রের আদেশে বৃহস্পতি নিজ-পুরে।
ইহারে লইয়া গেলা আনন্দ-অন্তরে॥
কলাবতী প্রতি তবে কহে বৃহস্পতি।
'তুমি বড় হও অনুপমা বুদ্ধিমতী॥
পিকশ্রেণী জিনি কণ্ঠস্বর তব হয়।
আর এক বড় মোর হইল বিস্ময়॥
মনুষ্য-কিন্নর-মধ্যে তোমা হেন জন।
জন্মাবধি আমি নাহি দেখিল কখন॥
অতএব আমি এই করিয়াছি মনে।
গান-বিদ্যা তোমারে পড়াব এই স্থানে॥'
বরষ-অবধি স্বর্গপুরে বাস কৈলা।
বৃহস্পতি-স্থানে গান-বিদ্যা যে শিখিলা॥
আশ্বিন-মাসান্তে আইলা অবনী-মণ্ডলে।
মধুপুরী মধ্যেতে রহিলা কুতূহলে॥
সন্ধ্যাকালে গমন করিলা ব্রজপুরে।
সংপ্রতি আইলা আজি তোমার গোচরে॥"
কলাবতী প্রতি তবে কহে সুধামুখী।
"এক গীত গাইয়া আমারে কর সুখী॥"
"কি রাগ গাইব ধনি! আজ্ঞা কর মোরে।"
রাধিকা কহেন—"রাগ মালব সুন্দরে॥
প্রদোষ-উচিত ভাল এই রাগ হয়।
অতএব গাও এই—কহিল তোমায়॥"

কলাবতী কহে—"কহ গাইব কি স্বর ?"
সুধামুখী কহে—"ষড়জ মনোহর॥"
কলাবতী কহে—"কহ গাইব কি শ্রুতি ?"
রাধিকা কহেন—"চতুঃশ্রুতে হয় প্রীতি॥"
রাধিকা কহেন—"শুন না করিহ রোষ।
কণ্ঠেতে আছয়ে কফ-পিত্ত-আদি দোষ॥
অতএব বীণা বিনা শ্রুতির উচ্চারে।
শুদ্ধ নাহি হয়—এই কহিল তোমারে॥
তাতে শুন—রাগ তান গমক স্বর জাতি।
তাল গ্রাম সুমধুর গাও এক রীতি॥"
কলাবতী কহে—"রাই ! কর অবধান।
বীণা বিনা অবশ্য গাইব সেই গান॥
কেহো নাহি জানে তাহা—শুন মন দিয়া।
বিস্তারিব গান-বিদ্যা শ্রুতি মিলাইয়া॥"
এত কহি কলাবতী বিস্তারয়ে গান।
নানান প্রকার অতি সুমধুর তান॥
কোকিলের শ্রেণী নিন্দে—হেন কণ্ঠ-স্বর।
শুনিতেই সভে হৈল আনন্দ-অন্তর॥

প্রথমেতে সখীগণ, দ্রবীভূত হৈল মন,
অশ্রু বহে নয়ন-যুগলে।
সেই অশ্রুজল আসি, বক্ষঃস্থল গেল ভাসি,
ক্ষেপিত হইল অধঃস্থলে॥

ক্ষণেকেতে সেই জল, হৈল করমোপাল,
পৃথিবীতে পড়ে ঠন্ ঠন্।
পাষাণ-চিত্ত মানবতী, বজ্র হৈতে কঠিন অতি,
সেহো দ্রব হইল তখন॥
তবে শ্রীরাধিকা কহে, "কলাবতি সখি অহে!
আশ্চর্য্য তোমার এই গান।
সুধা হৈতে সুমধুর, জানিলাম সুরেন্দ্রপুর,
কেহো নহে তোমার সমান॥
যদি তোমা হেন জনে, রহে মোর সন্নিধানে,
তবে জন্ম সফল আমার।
এই ব্রজে নন্দসুন, যদি শুনে তুয়া গুণ,
কণ্ঠেতে রাখয়ে করি হার॥"
কুন্দলতা কহে তবে, "হেন বাক্য না কহিবে,
ইহো হন সাধ্বী-শিরোমণি।
এ ভুজ-লতিকা দিয়া, হৃদয়েতে মিলাইয়া,
কণ্ঠতটে ধর ত আপনি॥
না করিবে অন্যথা, শুনহ আমার কথা,
অমূল্য পদক এই তুয়া।
খসাইয়া নিজ-হাতে, কলাবতী-সুকণ্ঠেতে,
ভূষণ করহ সুখী হৈয়া॥"
এত শুনি চন্দ্রমুখী, অন্তরেতে হৈয়া সুখী,
পদক খুলিয়া কণ্ঠ হৈতে।

কলাবতী-কণ্ঠদেশে, ডুবিয়া আনন্দ-রসে,
পরায়েন আপনার হাতে ॥
দেখিয়া ললিতা আসি, মন্দ মন্দ মুখে হাসি,
রাধিকার কাণে কিছু কয়।
"শুনহ আমার বাণী, ইহো ব্রহ্মচারিণী,
নিকৃষ্ট দান উচিত না হয় ॥
বিচার করিয়া চিত্তে, কর যেন আছে নীতে,
সত্য এই কহিল বচন।
তোমার অঙ্গেতে যত, বসন ভূষণ তত,
সকল করহ সমর্পণ ॥"
শ্রীরাধিকা হর্ষ-মনে, শ্রীরূপমঞ্জরী-পানে,
চাহি কিছু কহেন তাহারে।
"আমার সাক্ষাতে তুমি, বিচিত্র বসন আনি,
পরিধান করাহ ইঁহারে ॥
কঞ্চুলিকা পুরাতন, ঘুচাহ যে এইক্ষণ,
নবীন আনহ শীঘ্রগতি।
উচ্চ করি কুচ-যুগে, করহ তাহার যোগে,
তবে মোর মনের পিরীতি ॥"
কুন্দলতা কহে "শুন, লজ্জিত ইঁহার মন,
তব অগ্রে অঙ্গ দেখাইতে।
যেবা বস্ত্র আভরণ, কর তাঁরে সমর্পণ,
পরিবেন আপন গাছেতে ॥"

রাধিকা কহেন বাণী, "শুন সখি সুভাষিণি !
নারী-সভা মাঝে কিবা ডর।
এ কথা প্রসিদ্ধ হয়, সর্ব্ব দেশে লোকে কয়,
ইঁহা তুয়া নাহি কেহো পর ॥
এ আনন্দ-পথ মাঝে, কণ্টক-সঙ্কোচ-লাজে,
কেনে বা অর্পণ কর তুমি।
শুনিয়া তোমার কথা, হৃদয়ে লাগিছে ব্যথা,
আর তোহে কি বলিব আমি ॥"
এত শুনি কলাবতী, কহে রাধিকার প্রতি,
"মাল্য-আভরণ-আদি করি।
কিছু নাহি অঙ্গীকার, করিব—জানহ সার,
আমি নহি গায়ক-কুমারী ॥
যদি হবে পরসন্ন, এই মোর নিবেদন,
আলিঙ্গন করহ আমারে।
শুন ওহে মৃগাক্ষিনি ! ধন-লোভী নহি আমি,
সত্য কথা কহিল তোমারে ॥"
রাধিকা কহেন পুন, "কুটিলতা কর কেন,
পরিধান কর ভালমতে।
যদি না পরিবে তুমি, বলেতে পরাব আমি,
একা তুমি কি পার করিতে ॥
অনেক আমার সখী, স্বতন্ত্রতা কর দেখি,
তাহা না পারিবে কদাচন।

শুন ওহে মুগ্ধিনি!   রাখহ আমার বাণী,
আমবেতে পরহ বসন॥"
তবে নিজ-ঈশ্বরীর ইঙ্গিত বুঝিয়া।
স্কন্ধ-দ্বয়ে দুই জন ধরিলেন গিয়া॥
অগ্রেতে অঞ্চল ধরে আর দুই জন।
পৃষ্ঠে যাই এক খোলে কঞ্চুলি-বন্ধন॥
বৃহৎ কদম্ব দুই বক্ষেতে আছিল।
বন্ধন খুলিয়া দুই খসিয়া পড়িল॥
কাঁচুলির একদেশে রহিল লাগিয়া।
বিস্ময় পাইল সবে আশ্চর্য্য দেখিয়া॥
হাততালী দিয়া দাসীগণেতে সুধায়।
"হায় কি পড়িল এরি বুঝন না যায়॥"
কপট ঘুঙট কলাবতীর দেখিয়া।
বৃষভানু-সুতা বৈসে বিমুখী হইয়া॥
সখীগণ দূরে থাকি—বস্ত্র মুখে দিয়া।
শব্দের সহিত হাসে অপূর্ব্ব দেখিয়া॥
রাধিকা নিঃশব্দ হৈয়া হাসেন নিভৃতে।
কুন্দলতা-কৃষ্ণচন্দ্র হাসেন পশ্চাতে॥
এইমত হাস্যরস হই মূর্ত্তিমানে।
মুহূর্ত্তেক পর্য্যন্ত রহিল সেইখানে॥
সখীগণ সেই রস করিয়া আস্বাদে।
কদম্ব-কুসুম প্রতি কহে শাই খেদে॥

"কদম্বের-মূল তুই ধন্য ক্ষিতিতলে।
নিষ্কপট তুমি কপটের বক্ষঃস্থলে॥
সভার-অন্তরে তুমি হাস্যরূপী হৈয়া।
সে রস-সমুদ্রে সভে দিলে ভাসাইয়া॥"
এত কহি কুন্দলতা প্রতি সভে কয়।
"শুন কুন্দলতা! তুয়া আজি হৈল জয়॥
তব প্রিয় সহচরী লজ্জা দুই জনে।
না জানিয়ে কোন্‌খানে করিল গমনে॥
কুন্দলতা সহ কিবা পাতালের তলে।
গমন হইল গিয়া অগাধ সলিলে॥
কিন্তু এই তুয়া বর্ণ মলিন হইয়া
মোর দুঃখ হৈল—লাজে গেলাম মরিয়া॥
আর কিবা নিবেদিব তোমার যে স্থানে।
যথেষ্ট নাচাও বাণী আপন বদনে॥
বৃহস্পতি-শিষ্য হন এই কলাবতী।
আজন্ম তোমার ইহো প্রেমের সংহতি॥
'সাধ্বী ধর্ম্মবতী' খ্যাতি এই ব্রজপুরে।
মিথ্যা বাক্য তব জিহ্বা পরশ না করে॥
কন্দর্পের কর্ম্ম তুমি কর অধ্যাপন।
এখানে আইলা যেবা বাঞ্ছা করি মন॥
সে বাঞ্ছা তোমার আজি পূর্ণ নাহি হৈল।
এই কথা সহিতে না পারি মন্নি গেল॥

অনেক যতনে তুমি আনিলে ইহারে।
সখীর হাটেতে গুরু-বিদ্যা বেচিবারে॥
সে বিদ্যা না বিকাইল—আর হানি হৈল।
তুমি বড় বুদ্ধিমতী তাহা জানা গেল॥
অতএব শীঘ্রগতি এই শুভক্ষণে।
এথা হৈতে গমন করহ দুই জনে॥"
কৃষ্ণচন্দ্র কহেন—"ললিতা! কহি শুন।
এই হাটে বিদ্যা আমি বেচিব এখন॥
যদি নাহি পারি তবে কৈল এই পণে।
আমার কাঁচুলি দিব তোমা সভার স্থানে॥
নহে তব কাঁচুলিকা আমি যে লইব।
বিদ্যা যে বেচিয়া নিজ-বাঞ্ছা পুরাইব॥"
রাধিকা কহেন—"স্বামি! করি নিবেদন।
শুষ্ক কুসুমেতে ফল না হয় কখন॥
দাম্ভিকের দম্ভ যদি প্রকট ত হয়।
তবে ত তাহারে কেহো পূজা না করয়॥
প্রাণ ছুটে গেলে দেহ চেষ্টা নাহি করে।
বিষের লতায় কি অমৃত-ফল ধরে॥"
এতেক বচন তবে শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া।
কদম্ব-কুসুম দুই বক্ষে আচ্ছাদিয়া॥
জটিলার নিকটে গেলেন সেইক্ষণ।
ভূমেতে পড়িয়া—উচ্চ করেন ক্রন্দন॥

সে ক্রন্দন দেখিয়া জটিলা দুঃখী হৈলা।
করুণা করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা॥
"কেবা তুমি হও—কোথা হৈতে আগমন।
কি দুঃখ পাইয়া এত করিছ রোদন॥
সকল বৃত্তান্ত পুত্রি! কহ মোর স্থানে।"
এত কহি নেত্র-জল করয়ে মার্জ্জনে॥
"হায় আমি ভাগ্যহীনী"—কহে কলাবতী।
"ধিক্ মোর জন্ম, ধিক্ দেহ গেহ জাতি॥"
এত কহি পুনঃপুন আধআধ-স্বরে।
অত্যন্ত বেদনা যেন পাইয়া অন্তরে॥
বলে "ভানুপুরে বাস—তাঁহা সদা রই।
কীর্ত্তিদা-রাণীর ভগ্নী-কন্যা আমি হই॥
বাল্যকাল হৈতে মোর রাধিকার সনে।
অতিশয় প্রীত মোর কায়-বাক্য-মনে॥
নিজ-গৃহ হৈতে মুঞি বহুদিন পরে।
উৎকণ্ঠিত হৈয়া আইনু দেখিতে ইহারে॥
মোরে দেখি একবার ফিরি না চাহিলা।
কিছু না কহিলা—আলিঙ্গন নাহি দিলা॥
প্রীত নাহি করে রাই আমারে দেখিয়া।
কুশল-বারতা নাহি পুছিল হাসিয়া॥
কোন্ অপরাধে মোর না কৈলা আদর।
শুন আর্য্যা! তুমি ইহার করহ বিচার॥

অতএব প্রাণে মোর কোন্ প্রয়োজন।
এই দেখ—তব অগ্রে তেজিব জীবন॥
রাধিকারে পুছ তুমি শপথ যে দিয়া।
ক্রোধ কেনে করিলেন আমারে দেখিয়া॥”
এত শুনি জটিলা কহয়ে তারে বাণী।
“শুন বাছা! আশ্বাস ধরহ চিত্তে তুমি॥
নিশ্চয় তোমার কিছু অপরাধ নাঞি।
এই আমি চলিলাম রাধিকার ঠাঞি॥
সকল যাইয়া তাঁহা সমাধা করিব।
স্নেহেতে তোমারে আলিঙ্গন করাইব॥
তুয়া সঙ্গে বধূর করাব আলাপন।
রজনীতে এক স্থানে করাব শয়ন॥”
এত কহি জটিলা চলিলা সেইক্ষণে।
শীঘ্রগতি আইলেন বধূর ভবনে॥
যাঁহা সখী সঙ্গে রাই আছেন বসিয়া।
ললিতারে কহে কিছু ক্রোধ প্রকাশিয়া॥
“শুনহ ললিতা! মোর বধূর স্বভাব।
সংপ্রতি কেমন হৈল—না বুঝিল ভাব॥
পিতৃ-পুর হৈতে তার সম্বন্ধে ভগিনী।
উৎকণ্ঠাতে দেখিবারে আইলা আপনি॥
তারে দেখি কি কারণে প্রীত না করিলা।
হাসিয়া তাহার সঙ্গে কথা না কহিলা॥”

এতেক কহিয়া পুন রাধিকারে কয়।
"শুন বধূ সুচরিতে! আমার বিনয়॥
ব্রজপুরে পূর্ণা তুমি সকল সদ্গুণে।
দেখ কলাবতী—অশ্রু পূরিল নয়নে॥
নেত্র-জলে দেহ বস্ত্র তিতিল সকল।
তোমার চরিত্র দেখি হইলা বিকল॥
আমার নিকটে গেলা বড় দুঃখী হৈয়া।
করুণা জন্মিল মোর তাহারে দেখিয়া॥
কুশল সুধাও ইহায় আলিঙ্গন কর।
হৃদয়ের ব্যথা যত সব দূর কর॥
বচন রাখিয়া মোরে করহ সন্তোষ।
আমার শপথ লাগে যদি কর রোষ॥"
রাধিকা কহেন—"আর্য্যে! গৃহে যাও তুমি।
যে আজ্ঞা করিলে তাহা করিব যে আমি॥
অল্পবুদ্ধি মোরা ভাল মন্দ নাহি জানি।
বালিকার বিবাদে না পড়িবা আপনি॥
ক্ষণে প্রসন্নতা ক্ষণে ক্রোধযুক্ত মন।
লোকেতে প্রসিদ্ধ এই বালিকা-লক্ষণ॥
প্রামাণিক তুমি—বুদ্ধি ধরহ অপার।
বালিকার খেলাতে বা কি কার্য্য তোমার॥"
জটিলা কহেন—"বধূ! বচন শুনহ।
মস্তকের দিব্য মোর যদি কিছু কহ॥

উঠ শীঘ্র ধর কলাবতীর গলায়।
তোমার ভগিনী ইহো প্রিয় অতিশয়॥
গৃহে বসি ইহা সহ ভোজন করহ।
গুরুজন-বাক্যে তুমি হেলা না করিহ॥"
রাধিকা কহেন—"আর্য্যে! করি নিবেদন।
এত অনুরোধ তুমি কর কি কারণ॥
সত্য কথা কহি শুন—এই কলাবতী।
কুন্দলতা সহ ইহার বড়ই পিরীতি॥
সে প্রীতি তেজিয়া কুন্দলতা ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কটুতর বাক্য বহু ইহারে কহিয়া॥
কহিলেন আর এক অযোগ্য বচন।
'কভু না দেখিব আমি ইহার বদন॥'
তাহাতে দুঃসহ দুঃখ কলাবতীর হৈল।
পরস্পর দুঁহে দুঁহার মুখ না দেখিল॥
যদি কুন্দলতারে প্রসন্ন কর তুমি।
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব সে আমি॥"
কলাবতী কহে—"আর্য্যে! শুনহ বচন।
তব বধূ কহে এই অসত্য কথন॥
কুন্দলতা কভু মোরে কটু না কহিল।
আমি ত তাহার প্রতি ক্রোধ না করিল॥"
এত শুনি সুধামুখী সস্ফুট হইয়া।
কলাবতী প্রতি কহে ঈষত হাসিয়া॥

"মিথ্যা কেনে কহ যদি কোপ না করিলে।
প্রসন্ন হইয়া ইহায় মিল' গলে গলে॥
আমার অগ্রেতে যদি কর আলিঙ্গনে।
তবে ত বিশ্বাস হয় সভাকার মনে॥"
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র মৌন যে হইলা।
কুন্দলতা প্রতি তবে ফিরিয়া চাহিলা॥
রাধিকা কহেন—"শুন শুন আর্য্যে! বাণী।
আর কত নিবেদিব তুয়া আগে আমি॥
'সত্য মিথ্যা' তুমি মনে করিয়া বিচার।
বুঝ দেখি—পরাভব হইল কাহার॥
যদি দুই জনে নাহি করে আলিঙ্গন।
নিশ্চয় জানিবে এই ক্রোধের লক্ষণ॥"
ইহা শুনি বৃন্দা কহে—"শুন কুন্দলতা!।
যেই বধূ কয় সেই হয় সত্য কথা॥
যদি কোপ নাহি থাকে দুঁহাকার মনে।
তবে বল আলিঙ্গন নাহি কর কেনে॥
ইহারে প্রসন্ন তুমি হও যে প্রকারে।
তাহাই করিব আমি—কহিল তোমারে॥
তব গুরুজন আমি—মান্য সর্ব্বমতে।
পুনঃপুন কহিতেছি জুড়ি দুই হাতে॥
মোর মুখ দেখি ইহায় আলিঙ্গন কর।
আর যদি কিছু কহ—শপথ আমার॥"

ইহা শুনি চন্দ্রমুখী কহেন বচনে।
"বৃদ্ধার শপথে তোমার ভয় নাহি মনে॥
আইস কলাবতি। দোঁহে আলিঙ্গন কর।
সুবুদ্ধি হইয়া মন্দ বুদ্ধি কেনে ধর॥"
জটিলার বাক্যে তবে কুটিলা আসিয়া।
হরি কুন্দবল্লী—দোঁহে ধরিয়া আনিয়া॥
সভার অগ্রেতে আলিঙ্গন করাইল।
সখীগণ-মনে তবে হাস্য উপজিল॥
সেই সভা-মধ্যে যদি বৃদ্ধা না থাকিত।
তবে সখীগণ-হাস্য-বিরাম না হৈত॥
তথাপি সকলে মনে আনন্দ পাইয়া।
নিঃশবদে হাসে মুখে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া॥
জরতী কহয়ে তবে বধূরে বচন।
"নিজ-ভগিনীরে তুমি কর আলিঙ্গন॥
প্রিয় বাক্য কহি সুখী করহ ইহারে।
তবে সব বিবাদ পলাঞা যা'ক্ দূরে॥"
এত কহি নিজ-হস্তে রাধারে ধরিয়া।
কৃষ্ণ সহ দিল আলিঙ্গন করাইয়া॥
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গনে প্রেম-সুখসিন্ধু।
উথলিল—তাহাতে পড়য়ে অশ্রুবিন্দু॥
নিজ-বস্ত্র দিয়া তাহা জরতী মুছিল।
কপট-ভগিনী হুঁহাকারে সখী কৈল॥

তবে বিশাখার প্রতি কহয়ে বচন।
"ঘরে লৈয়া হুঁহাকারে করাহ ভোজন॥
কলাবতী সহ রাধা এক পালঙ্কেতে।
শয়ন করেন যেন সুদৃঢ় পিরীতে॥
সুখেতে গোঙান নিশি ভগ্নী দুই জন।
তবে ত আমার হয় আনন্দিত মন॥"
এতেক কহিয়া শীঘ্র জটিলা তখন।
নিজ-গৃহে চলিলেন করিতে শয়ন॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রগল্‌ভ হইয়া।
সখীগণ প্রতি কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
"বিদ্যা বেচিবারে আমি আইনু এথাতে।
তাহা যে বেচিল—সভে দেখিলা সাক্ষাতে॥
এই হাটে শীঘ্র আমি বিদ্যা বেচিলাম।
বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল তাতে আজি জিনিলাম॥"
ললিতা কহেন—'সত্য, বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা।
ভ্রাতৃ-জায়া সহ এই সম্ভোগ-জিত হৈলা॥
অতএব জয় আজি তোমার হইল।
বড় ভাগ্যে মোরা ইহা নয়নে দেখিল॥
অর্দ্ধেক সম্ভোগে এই মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে।
এই ত কারণে মনোরথ পূরাইলে॥"
কৌন্দী কহে "ভ্রাতা ভগ্নী আর যে দুহিতা।
শুদ্ধ-মতি হয় যদি—তবে কিবা চিন্তা॥

পিতা কি না নিজ-কন্যা করে আলিঙ্গন।
লোকেতে বিখ্যাত এই আছয়ে বচন॥
কন্দর্প-ভাবেতে অতি তোমা সভাকার।
আপাদ-মস্তক পূর্ণ—নাহি দেখ আর॥
সেই ত কারণে এই সকল জগতে।
সর্ব্বত্র জানহ যেন আপনার মতে॥”
এত কহি কুন্দলতা অতি ক্রোধ কৈলা।
নিবর্ত্ত হইয়া গৃহ-বাহিরে আইলা॥
মনেতে আনন্দ—কোপ দেখান বাহিরে।
সখী সব মানাইতে আইলা তাহারে॥
এইমত ছলে সভে বাহির হইলা।
কুসুম-শয্যাতে দুঁহে যাইয়া বসিলা॥
সে ভুরূ-ভঙ্গিমা মুখকমল-মাধুরী।
সখীগণ-নেত্র হয় উন্মত্ত ভ্রমরী॥
জালরন্ধ্রে ঘুরয়ে যে সৌরভ পাইয়া।
আনন্দ-সাগরে সভে মগন হইয়া॥
এই ত কহিল রাধাকৃষ্ণের বিহার।
পরম নিগূঢ় ইহা—সব-রস-সার॥
রসিক-ভকতে ইহা করে আস্বাদন।
অন্যত্র সর্ব্বদা ইহা করিবে গোপন॥

মুঞি মূর্খ দুরাচার, নাহি জানি সারাসার,
কাম-ক্রোধে সদাই তাপিত।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ, সে অমূল্য-সম্পদ,
কহি মাত্র তাহার আশ্রিত ॥
কপট বৈষ্ণব হৈয়া, ফিরি লোক দেখাইয়া,
মন মাত্র শয়ন-ভোজনে।
পাপ অপরাধ যত, তাহা বা কহিব কত,
কোটি মুখে না যায় কথনে ॥
রাধাকুণ্ডে দিলা বাস, তাহে নাহি বিশোয়াস,
মন সদা দুষ্ট পথে ধায়।
নিজ-গুণে কৃপা কর, উদ্ধারহ এ পামর,
নহে আর না দেখি উপায় ॥
রাধা-কৃষ্ণের লীলা-সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
তার স্পর্শ-যোগ্য চিত্ত নয়।
তবে যে করিয়ে আশ, সে কেবল উপহাস,
বস্তু-গুণে লোভ উপজয় ॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁর কৃপাবলে স্ফূর্ত্তি,
এ লীলা-বর্ণনে হৈল আশ।
কানুদাস-সঙ্গ পাঞা, সাহসে পূরিল হিয়া,
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-পদে করি আশ।
চতুর্থ-কুতূহল-লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর প্রণীত শ্রীশ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা মূল-গ্রন্থের শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয় কৃত ভাষানুবাদে চতুর্থ কুতূহল সমাপ্ত। তথা গ্রন্থ সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত
শব্দার্থবোধিনী।

অ

অকিঞ্চন—দীন, নিঃস্ব।
অকৈতব—অকপট।
অগেয়ান—অজ্ঞান।
অঘ—পাপ। অছু—ঈদৃশ।
অট্ট—অতিশয়; উচ্চ।
অতএ, অতয়ে—অতএব।
অতমিত—অস্তমিত।
অতসী—তিসি, মসিনা।
অদভুত—আশ্চর্য্য।
অদোষ-দরশী—যিনি দোষ দৃষ্টি করেন না।
অধিদেবা—প্রধান দেবতা।
অনঅন—অন্যোন্য, পরস্পর।
অনঙ্গ—কাম, মদন।
অনলহুঁ—আগুন।
অনুগা—অনুগতা।
অনুপ—অনুপম, অতুলনীয়।
অনুভব—বোধ।
অনুরত—আসক্ত।
অনুলেপন—গন্ধদ্রব্য লেপন।
অব, অবহিঁ, অবহুঁ—এখন।
অবগাহ—অবগাহন, স্নান।
অবতংস—কর্ণভূষণ; শিরোভূষণ।
অবলা—স্ত্রীলোক। অবিজ্ঞ—মূর্খ।
অমিয়, অমিয়া—অমৃত।
অরবিন্দ—পদ্ম। অরু—আর।
অলকা—স্ত্রীলোকের গণ্ডদেশে লম্বিত চুল।
অলকা-তিলকা—মুখ-মণ্ডলে কুঙ্কুম চন্দনাদি দ্বারা তিলকাদি রচনা।
অলি—ভ্রমর। অহি—সর্প।

আ

আঁচর—অঞ্চল।
আঁধল—অন্ধ করিল।
আওয়াস—আবাস, গৃহ।
আগম—বেদাদি শাস্ত্র।
আগরী, আগোরী—সম্পূর্ণা; অচৈতন্যা।
আগি—আগুন।
আগুগুরি—গুড়ি মারিয়া অর্থাৎ চুপে চুপে অগ্রসর হইয়া।
আগুয়ান—অগ্রসর।
আগোরল—আটকাইল।

আঙিনা—উঠান।
আত—আতপ; আত্মা।
আনআন—অন্যোন্য, পরস্পর।
আনত—অন্যত্র; অবনত।
আনন—মুখ।
আন্ধিয়ার—আঁধার।
আপ, আপে—আপনি, নিজে।
আপি—অর্পণ করিয়া।
আরতি—আর্ত্তি, প্রীতি; নীরাজন।
আলস, আলিস—আলস্য।
আলি, আলী—সখী।
আশংস—আশা; ইচ্ছা।
আশীষ—আশীর্ব্বাদ।
আশোয়াস—আশ্বাস।
আহ—এস।

ই—ঔ

ইছিয়া—ইচ্ছা করিয়া।
ইন্দীবর—নীলপদ্ম।
ইন্দু—চন্দ্র। ইহ—এই।
উগরে, উগাবই, উগারে—উদ্গীরণ করে, বমন করে।
উঘার—মোচন কর।
উচল—উচ্চ স্থান।
উজাগরি—জাগিয়া।
উজোর, উজোরল—উজ্জ্বল।
উতপত—উত্তপ্ত।
উতপতি—জন্ম।
উতর—উত্তর, জবাব।
উতরোল—গণ্ডগোল; বিহ্বল।
উতার—পার হওয়া; নামাও।
উদ্ভট—নিয়ম-বহির্ভূত; বিষম।
উধার—উদ্ধার।
উনমজি—ভাসিয়া উঠিয়া।
উনমত—উন্মত্ত। উপচক্ক—আসন্ন।
উপজল, উপজিল—উপস্থিত হইল।
উপদেষ্টা—শিক্ষক।
উপরাগ—চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ।
উপালম্ভ—লাভ; শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণাদি ব্যতীত অন্য কার্য্য।
উপেখি—তাচ্ছীল্য করিয়া।
উভরায়—চীৎকার করিয়া।
উমত, উমতি—উন্মত্ত; চঞ্চল।
উয়ল—উদয় হইল। উরজ—স্তন।
উরে—বক্ষঃস্থলে।
উল—ওড়না।
উন—কম।
ঐছন—ঐরূপ।
ওক—গৃহ।
ওর—সীমা, শেষ; পাশ।
ঔখধ—ঔষধ।

ক

কক্খটী—তন্নাম্নী বানরী।

কঞ্চুক—কাঁচুলি।

কঙ্কণ—কর-ভূষণ, এক রকম বালা।

কঞ্জ—পদ্ম। কটোরা—কৌটা।

কদম্ব—সমূহ ; কদম গাছ।

কনকধূম—ধূতুরার ধূম।

কনয়, কনয়া—স্বর্ণ।

কবরী—খোপা। কবহুঁ—কখনও।

কয়ল—করিল ; কহিল।

করি-অরি—সিংহ।

কলাবতী—নৃত্য-গীতাদি চৌষট্টি কলারসে পূর্ণা নায়িকা।

কষিল কাঞ্চন—খাঁটি সোণা।

কাঁতি—কান্তি, দীপ্তি।

কাকলি—পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি।

কাঁহা—কোথায়।

কাজর—কার্য্য ; কজ্জল।

কাচ—কাঁচ ; সাজ।

কিঙ্কিণী—কটি-ভূষণ, ঘুঙ্গুর।

কিশলয়—নব পল্লব।

কুবলয়—পদ্ম। কুল—বংশ।

কুসুম-সরসী—কুসুম-সরোবর।

কূল—তীর।

কৃপাবলোকন—কৃপাদৃষ্টি।

কেরোয়াল—নৌকার হাইল।

কেল—কেলি, খেলা ; করিল।

কেলি—খেলা ; কৌতুক।

কোঙারী—কুমারী।

কোর—কোল।

কৌষিক—রেশমী।

খ—গ

খলত—পতিত হয়।

খপুর—সুপারি। খর—তীক্ষ্ণ।

গরল—বিষ।

গরাসল—গ্রাস করিল।

গহ—গ্রহ ; আগ্রহ

গহি—গভীর। গাগরী—কলসী।

গারি—গালি।

গিরত—পতিত হয়।

গিরীষ—গ্রীষ্ম। গীম—গ্রীবা।

গুঢ়া—নৌকার পার্শ্বস্থিত বসিবার তক্তা।

গুয়া—সুপারি। গেও—গেল।

গেয়ান—জ্ঞান।

গেহ—গৃহ। গোই—গোপনে।

গোঙানু—কাটাইলাম।

গোঙারী—কুমারী ; গোয়ালিনী।

গোরোচনা—গরুর মস্তকস্থ উজ্জ্বল পীতবর্ণ দ্রব্য।

ঘ—ত

ঘনসার—কর্পূর। ঘাঘর—ঘাঘরা।

ঘুসৃণ—কুঙ্কুম।

চঞ্চরী—ভ্রমরী।

চন্দ্রক—ময়ুর-পুচ্ছের চাঁদ।

চন্দ্রমা—জ্যোৎস্না।

চবুতারা—চত্বর, চৌতারা (রাস-নৃত্যের রঙ্গ-ভূমি।)

চিকুর—চুল।

চিত—মন; মনোহর; চিত্র।

চিন—চিহ্ন।

চিবুক—দাড়ি, থুঁতনি।

চীর—বস্ত্র। চেল—বস্ত্র।

চৌওর—চতুর্দ্দিকে

ছরম—শ্রম।

ছাই, ছায়, ছায়রি, ছাহ—ছায়া।

ছাতি—বুক।

জনু—যেন। জরতী—বৃদ্ধা; জটিলা

জাদ—ফিতা।

জারল—জর জর করিল।

জীউ—জীবন।

জীতে—বাঁচিয়া থাকিতে।

জীবইতে—বাঁচিতে।

ঝকোর—দোল; ঝাঁকি।

ঝটকত—ঝলক দেয়।

টুটল—ভাঙ্গিল, ছিঁড়িল।

ঠাম—স্থান; গঠন।

ডর—ভয়। ডারহ—নিক্ষেপ কর।

ডোর—রজ্জু; দোলা।

ঢরকি—উথলিয়া।

ঢারত—ঢালিয়া দেয়।

ঢিট—ধূর্ত্ত। ঢুড়ই—খুঁজিতেছে

তপন—সূর্য্য।

তপন-তনয়া—যমুনা।

তব্‌ধরি—সেই হইতে।

তরণী—নৌকা।

তরায়ে—উদ্ধার করিয়া।

তরাস—ভয়। তরুণী—যুবতী।

তলপ—শয্যা। তাকর—তাহার।

তাণ্ডব—উদ্ধত নৃত্য।

তিতিল—ভিজিল।

তিমিঙ্গিল—তিমি নামক বৃহৎ মৎস্যকে গিলিয়া ফেলে এমন ভয়ঙ্কর জন্তু।

তিরপিত—তৃপ্ত।

তিযাস—পিপাসা, তৃষ্ণা।

তুঙ্গ—উচ্চ। তূণ—বাণাধার।

তেজব—ত্যাগ করিব।

তেরছ—বক্র।

তোড়ি—তুলিয়া, ছিঁড়িয়া।

তৌল—ওজন।

ত্রিপুরারি—মহাদেব।

থ—ন

থল—স্থল। থারি—থালা।

থির—স্থির। থেহ—থাই ; স্থির।

থোরি—অল্প।

দউ, দৌ—দুটী।

দগধসি—পোড়াও।

দঢ়াইনু(লুঁ)—নিশ্চয় করিলাম।

দম্ভ—অহঙ্কার।

দরপ—কন্দর্প ; অহঙ্কার।

দরবয়ে—গলিয়া যায়।

দশইতে—কামড়াইতে।

দাদুরী—ভেক, ব্যাঙ্।

দাম—রজ্জু ; মালা।

দিব্—শপথ, দিব্য।

দিব্য—স্বর্গীয়, সুন্দর।

দ্বিজকুল—পক্ষিসমূহ ; ব্রাহ্মণগণ।

দুকূল—বস্ত্র। দুবর—দুর্ব্বল।

দুরগতি—দুর্গতি।

দুরজন, দুরুজন—দুষ্ট, দুর্জ্জন।

দুরবল—ক্ষীণ। দুরিত—পাপ।

দুলহ—দুর্লভ।

দেহলি—দরজার চৌকাঠ ; বারান্দা

দোহাই—জয়সূচক ধ্বনি।

ধনি—ধন্য ; নায়িকা-সম্বোধন।

ধটী—ধড়া।

ধন্দ,ধান্ধা—সন্দেহ, ধোঁকা।

ধরাধর—পর্ব্বত।

ধাধস—ভয় ; চমকিয়া উঠা।

ধ্বান্ত—অন্ধকার।

ধেয়ায়—ধ্যান করে।

ধৈরজ, ধৈরয—ধৈর্য্য।

নওল, নয়ল—নূতন।

নট—নৃত্যকারী ; নষ্ট।

নখত—নক্ষত্র। নটন—নৃত্য।

নড়ি—যষ্টি, লাঠি। নফর—দাস।

নরিল, নারিল—পারিল না।

নর্ম্ম—অতিপ্রিয়। না—নৌকা।

নাছে—খিড়কির দ্বারে।

নায়রী—নাগরী।

নাহ—নাথ, স্বামী।

নিঁদ, নিদ, নিন্দ—নিদ্রা।

নিকর—সমূহ।

নিকসিল—বাহির হইল।

নিচয়—নিশ্চয় ; সমূহ।

নিচল—স্থির।

নিছনি—বালাই ; বেশ-বিন্যাস

নিছয়ারি, নিছুয়ারি—সুন্দর।

নিছিয়া—বাছিয়া।

নিচোল—বস্ত্র। নিতম্ব—পাছা।
নিদান—শেষ; কারণ।
নিধুবন—কামকেলি, ক্রীড়াকৌতুক
নিমজি, নিরমজি—নিমগ্ন হইয়া।
নিযড়ে—নিকটে।
নিরখয়ে—দেখে।
নিরবন্ধ—আগ্রহ; নিয়ম।
নিরসল—বাহির হইল; দূরে গেল।
নিবমঞ্ছন, নির্ম্মঞ্ছন—আরতি; মোছ।
নিশিদিশি -বাত্রিদিন।
নিশিপতি—চন্দ্র। নিসান—শব্দ।
নীচল—নীচু স্থান।
নীপ—কদম্ব বৃক্ষ।
নূনা—খর্ব্ব, ছোট।
নেহ—স্নেহ। নেল—লইল।
নেহারে—দেখে।

প—ব

পঁহু—প্রভু।
পঙার—পয়ঃপ্রণালী; প্রবাল।
পঙ্কজ—পদ্ম।
পঞ্চগৌড়েশ্বর—মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহ।
পদ্মিনী—পদ্মিনী। পন্থ—পথ।
পয়ান—প্রস্থান।
পরকারে—রকমে।
পরকাশ—প্রকাশ।
পরতীত—প্রতীত, বিশ্বাস।
পরথাব—প্রস্তাব।
পরমাদসি—প্রমাদ করিতেছ।
পরশ, পরশন, পর্শ—স্পর্শ, ছোঁয়া।
পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ, কথা, প্রস্তাব।
পরিমল—গন্ধ।
পরিযঙ্ক—কোল; পালঙ্ক।
পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন।
পসারি—বিস্তার করিয়া।
প্রকৃতি—স্ত্রীলোক; স্বভাব।
প্রতক্যে—প্রত্যেকের।
পাঁতি, পাতি -পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী।
পাণ্ডুর—শুক্লবর্ণ; শুক্লপীতবর্ণ।
পাদোদক—পদজল, চরণামৃত।
পারা—প্রায়, তুল্য, যেন।
পালটিবে—ফিরিবে।
পাসরিতে—ভুলিতে।
প্রাবিট—বর্ষা।
পিঙল, পিয়ল—পীতবর্ণ।
পিক—কোকিল; থুথু।
পিব—পান করিব।
পিয়া—প্রিয়। পিয়াস—পিপাসা।
পিরীত, পিরীতি—প্রীতি, ভালবাসা
পীন, পীবর—স্থূল।

পুছল—জিজ্ঞাসা করিল।
পুরট—স্বর্ণ। পুরীষ—বিষ্ঠা।
পুহপ—পুষ্প।
পুণমিক—পূর্ণিমার।
পেখনু, পেখলুঁ—দেখিলাম।
পৈঠি—প্রবেশ করিয়া।
বজর—বজ্র।
বটু—ব্রাহ্মণ-বালক, মধুমঙ্গল।
বনওয়ারী—বনবিহারী, শ্রীকৃষ্ণ।
বনাইব—তৈয়ার করিব।
বন্দোঁ—বন্দনা করি।
বপু—দেহ। বয়ান—মুখ।
বরাকী—নীচ; জঘন্য লোক।
বরিখে, বরিষে,—বর্ষণ করে।
বাঁটোরনু(লুঁ)—বাঁটিয়া দিলাম।
বা—বাতাস। বরিহা—ময়ুর-পুচ্ছ।
বাইয়া—বাজাইয়া।
বাওত—বাজাইতেছে।
বাট—পথ। বাধাই—আনন্দ।
বাপি—দীঘি।
বায়—বাজায়; বাতাস।
বারই—নিবারণ করে।
বাহুড়ায়—আটক করে।
বিকচ—প্রস্ফুটিত।
বিক্রিয়া—অন্যায় কার্য্য।
বিঘিনি—বাধা, বিঘ্ন।
বিছরি, বিছুরি—ভুলিয়া।
বিজই—বিজয়ী; জয় করিয়া; ভ্রমণ করিয়া।
বিজুরী—বিদ্যুৎ।
বিথারি—বিস্তার করিয়া।
বিদগধ—রসিক, চতুর; পণ্ডিত।
বিন, বিনু—ব্যতীত।
বিভোলা—বিভোর; উন্মত্ত।
বিশিখ—বাণ।
বিশোয়াস—বিশ্বাস।
বিষাণ—শিঙ্গা।
বিসরি, বিসোরি—ভুলিযা।
বিহি—বিধি।
বীজই—ব্যজন করে।
বুলে—ভ্রমণ করে।
বৃত্তি—জীবিকা।
বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশ, প্রকট।
বৈদগধি—রসিকতা; চতুরতা।
বৈরী—শত্রু। ব্যাল—হিংস্র জন্তু

ভ—হ

ভই, ভৈ—হইয়া।
ভঁরাতি—ভ্রান্তি, ভ্রম।
ভকত—ভক্ত। ভণ—কহে
ভাওয়ে—ভাল লাগে।

ভাখি—রব করে, বলে।
ভাঙ—ভ্রূ। ভাণ—কহে ; ছল।
ভিগি—ভিজিয়া।
ভিন—ভিন্ন, পৃথক্।
ভুখিল—ক্ষুধার্ত্ত।
ভুঞ্জাহ—খাওয়াও ; ভোগ করাও।
ভুবিরুহ—বৃক্ষ। ভৃঙ্গ—ভ্রমর।
ভেটব—দেখিব। ভেল—হইল।
ভৈগেল—হইয়া গেল।
ভোখে—ক্ষুধায়।
ভোরী—বিহ্বল।
মকরন্দ—মধু। মগন—মগ্ন।
মঝু—আমার। মঞ্জীর—নূপুর।
মঞ্জু, মঞ্জুল—সুন্দর।
মনসিজ—কাম, মদন।
মনোহর—সুন্দর ; মদন।
মাঙ্গন—যাচ্ঞা, ভিক্ষা।
মাঝারি—কটিদেশ, মাঝা।
মাতঙ্গ—হস্তী।
মাহ, মাহা, মাহি—মধ্যে।
মিত—মিত্র, বান্ধব।
মুচ্ছুদ্দী—কার্য্যাধ্যক্ষ।
মুঝে—আমাকে।
মুন্সী—চিঠি লেখা ও রচনায় দক্ষ কর্ম্মচারী।
মুকুর—দর্পণ, আয়না।
মুগধল—মুগ্ধ করিল।
মুগধিনী—সরলা নায়িকা।
মূক—বোবা।
মৃগমদ—কস্তূরী, মৃগনাভি।
মেহ—মেঘ।
মোর—আমার, ময়ূর।
যছু, যাকর—যাহার।
যাবক—আলতা। যূথ—দল।
যোষিৎ—রমণী।
যৌবত—যুবতী সমূহ।
রতিপতি—মদন।
রসকন্দ—রসের মূল।
রঞ্জে—রঞ্জন করে, অনুরক্ত হয়।
রাতা, রাতুল—রাঙ্গা।
রিঝয়াব—অনুরক্ত করিব।
রূপনারায়ণ—মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহ।
রেহ—রেখা। রোই—কাঁদিয়া।
রোখ, রোষ—ক্রোধ।
রোয়ত—ক্রন্দন করে।
রোলই—শব্দ করে।
লখিতে—দেখিতে।
লগুড়—যষ্টি, লাঠি।
লছমী—লক্ষ্মী। লহু—লঘু।

লাখবাণ — লক্ষবার পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করা।
লেহ—স্নেহ। লোর—জল।
লোল—চঞ্চল।
শপতি, শপথি—শপথ, দিব্য।
শবদ—শব্দ।
শাঙণ—শ্রাবণ মাস।
শাঙল—শ্যামল, শ্যামবর্ণ।
শিখণ্ড—ময়ূর-পুচ্ছ।
শীকর—জলকণা।
শুধি—শুদ্ধি, আরোগ্য।
শূন—শূন্য। শোয়াস—শ্বাস।
শোহে—শোভা পায়।
স‍ঁপি, সোঁপি—সমর্পণ করিয়া।
সগবিহ—সকলে।
সঙরি, সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
সচেলে—বস্ত্রের সহিত।
সঞে—সঙ্গে, হইতে।
সতি—সত্য। সমতি—সম্মতি।
সমাধি—ধ্যান।
সমাধিয়া—শেষ করিয়া।
সম্পুট—কৌটা।
সম্বর—ত্যাগ কর।
সরোরুহ—পদ্ম।
স্বতন্তরী—স্বাধীনা।
সাঙ্গাতি—বন্ধু। সান—শব্দ
সায়ক—বাণ।
সিতকার—কামজ অব্যক্ত মুখশব্দ।
সিধি—সিদ্ধি।
সিনান—স্নান। সুঘড—সুনিপুণ।
সুরধুনী—গঙ্গা। সুঠাম—সুগঠন।
সুধাও—জিজ্ঞাসা কর।
সুবলিত—সুন্দর। সুভগ—সুন্দর।
সুরত—রমণ, রতিক্রীড়া।
সূতিকা-মন্দির—আতুড় ঘর।
সূর—সূর্য্য বীর, পণ্ডিত।
সোয়াথ—সোয়াস্তি।
হঙ—হই।
হরল—হরণ করিল, চুরি করিল।
হরষ, হরিখ, হরিষ—আনন্দ।
হাটক—স্বর্ণ।
হিণ্ডোর, হিন্দোল—দোলা।
হিমকর, হিমধামা—চন্দ্র।
হিয়া—হৃদয়।
হিলোরি, হিলোল—হিল্লোল, ঢেউ
হৃষীক—ইন্দ্রিয়।

শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনৌ জয়তাং।

গ্রন্থ-সমর্পণ।

জয় জয় গুরুদেব পতিত-পাবন।
কৃপা করি মোর মাথে ধর শ্রীচরণ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র দয়ার সাগর।
নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীবাসাদি গদাধর॥
জয় রূপ সনাতন শ্রীজীব গোসাঞি।
গোপাল-রঘুনাথ-ভট্ট দাস-গোসাঞি॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু শ্যামানন্দ।
স্বরূপ-দামোদরাদি যত ভক্তবৃন্দ॥
কৃপাময় প্রেমময় গৌরভক্তগণ।
কৃপা করি দেহ মোরে গৌর-প্রেমধন॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ জয় শ্রীরাধারমণ।
রাধিকার প্রাণনাথ মদনমোহন॥
শ্রীরাসবিহারী জয় ব্রজের গোপাল।
নিকুঞ্জ-বিহারী হরি যশোদা-দুলাল॥
শ্রীশ্যামসুন্দর জয় বৃন্দাবনেশ্বর।
জয় গোপীবল্লভ জয় শ্রীগিরিধর॥
গোপীনাথ রাধানাথ গোপিকা-মোহন।
ব্রজের জীবন কৃষ্ণ যশোদা-জীবন॥

শ্রীনন্দনন্দন জয় শ্রীগোকুলানন্দ।
দামোদর মাধব শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র॥
শ্রীললিতা বিশাখাদি যত সখীগণ।
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীর গণ॥
যুগল-সেবায় তুহুঁ সবে অধিকারী।
অনুগত হ'য়ে আমি সেবার ভিখারী॥
সবে মিলি কর দয়া করুণা-নিধান।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা দেহ মোরে দান॥
এ তিন ভুবনে যত বৈষ্ণবের গণ।
মহাকৃপাময় সবে অধম-তারণ॥
মো বড় অধম পাপী অতি দুরাচার।
কৃপা করি অভাগারে করহ উদ্ধার॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে কৈল শুভ আশীর্ব্বাদে।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ সেই সে প্রসাদে॥
জয় জয় জয় ব্রজ-গোপী-প্রাণধন।
কুলাধিদেবতা মোর **মদনমোহন**॥
সুরম্য মন্দির মাঝে দিব্য সিংহাসনে।
বসি আছে প্রভু মোর শ্রীরাধিকা সনে॥
রূপেতে করেছে আলো মোদের ভবন।
আনন্দে করয়ে সবে শ্রীমুখ দর্শন॥
পূজ্য মোর পিতৃদেব মহাভক্তিময়।
কত যত্নে কত কষ্টে সেবিল তাঁহায়॥

সুকৃত-বংশধর প্রভু মদনমোহন।
অঙ্গীকার কৈল মোদের তুচ্ছ সেবন॥
হেন দয়াল মদনমোহন-চরণে।
করযোড়ে কৈনু এই গ্রন্থ সমর্পণে॥
সে প্রসাদ ভক্তগণ করিয়া যতন।
আনন্দেতে সবে মিলি করহ সেবন॥
কৃতার্থ করহ দাসে দিয়া পদ-ধূলি।
অঙ্গীকার কর মোরে আপনার বলি॥
উচ্ছিষ্ট-ভোজনে মোরে দেহ অধিকার।
জন্মে জন্মে হই তুয়া দাসের কিঙ্কর॥
এই আশা পূর্ণ কর যত ভক্তগণ।
তোমাদের সঙ্গে সেবি গৌরাঙ্গ-চরণ॥
জয় নবদ্বীপবাসী শ্রীবৈষ্ণবগণ।
জয় বৃন্দাবনবাসী ভক্ত অগণন॥
জয় ক্ষেত্রবাসী যত গৌরাঙ্গের দাস।
সবার চরণে মাগি সেবা-অভিলাষ॥
সবে মিলি অভাগার ক্ষম অপরাধ।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর মনসাধ॥
গুরু-বৈষ্ণবের সেবা অমূল্য রতন।
কেমনে পাইব মুই অতি অকিঞ্চন॥
এহেন সৌভাগ্য মোর কবে বা হইবে।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে কৃপাদৃষ্টি সে করিবে॥

মুই দুরাচার অতি ভজন-বিহীন।
কোন আশা নাহি মোর—রিপুর অধীন॥
মোর সে সম্বল গুরু-বৈষ্ণব-চরণ।
কায়-মনে তেঁই মুই লইনু শরণ॥
সেই সে প্রসাদে মোর পূরিবেক আশ।
লভিব চরণ-সেবা আর ব্রজ-বাস॥
জনম সফল হবে সফল জীবনে।
আনন্দে করিব সেবা অতি সযতনে॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে নমস্কার।
রাধানাথ দাস মুই করি বারবার॥

ইতি শ্রীশ্রীমদনমোহনদেবায় সমর্পিতোঽয়ং গ্রন্থঃ।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।